বঙ্গাধিপ-পরাজয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

শক ১৮০৬।

অসেচনক

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

মান্যবর সমীপেষু—

বিগত সুখের পর্য্যালোচনায় যথেষ্ট সুখ সম্ভবে। বাল্যকালের নির্ম্মল প্রেম পুনর্লাভের আর কণামাত্রও আশা করি না। কিন্তু তচ্চিন্তা অধুনা বর্ত্তমান দুঃখের উপশম-কারণ হইয়াছে। সময় পরিবর্ত্ত হইয়াছে, ভবিতব্যতা আমাকে দূরদেশে রাখিয়াছে, এক্ষণে আপনার সঙ্গে পুনর্ম্মিলন নিতান্ত অসম্ভব। তবে যদি রাজধানীতে দৈববশে শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারি, অবশ্যই আবার দর্শন হইবে। ইতোমধ্যে অবকাশ পাইয়া দেশের চিন্তা বলবতী হইল। রায়গড়ের রম্য উপবন ও অতি নির্জ্জন পত্রাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ পথ সকল স্মৃতিপথে উদিত হইল। মন ব্যাকুল হওয়ায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিলাম। কোন মহল্লোকের নামের সহায়তা আবশ্যক হইল। আপনি বঙ্গভাষার প্রচারক, আবার আমার বাল্যকালের আত্মীয়, বিশেষে ঐ রায়গড়ে শতদিন একত্রে বালস্বভাব-সুলভ নিরীহ ক্রীড়া করিয়া অতীব গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপ হইতে শ্রান্তি পাইয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানি আপনাকে অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

(১৭৯১ শক)

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের প্রথমখণ্ড জনসমাজে প্রচারিত হইল। এক্ষণে ইহা সাধারণ-সমীপে সম্যক্ সমাদৃত হউক, বা না হউক, প্রচারমাত্রেই স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম। নির্দ্দিষ্ট নিয়মের পরতন্ত্র না হইয়া কেবল একমাত্র স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইল। অলঙ্কারের অনুরোধে স্বভাবকে পরিত্যাগ করা হয় নাই। [illegible] গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি স্পষ্ট বর্ণনা না করিয়া তাহাদিগের [illegible] ব্যবহারে প্রকাশ করা হইয়াছে। স্পষ্ট বর্ণনায় পাঠকবর্গের কল্পনা [illegible] থাকায় তাদৃশ আমোদ অসম্ভব, যদিচ গ্রন্থকারের পক্ষে সুলভ হয় বটে। [illegible] অবধি শেষ পর্য্যন্ত যেমত যেমত ঘটনা উদিত হইয়াছে, গ্রন্থোল্লিখিত [illegible] ভাবও যাহার যেরূপ অবস্থান্তরে রূপান্তর সম্ভব, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। যত্নে গ্রন্থটি পাঠ করিলে প্রত্যেক শব্দ ব্যবহারের কারণ প্রতীয়মান হইবে। সামান্য ঘটনা কালে প্রভুল হয়, গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়িলে পাঠকবর্গে স্বীকার করিবেন। কোথাও কাহার অযত্ন, অজ্ঞাতস্খলিত একটিমাত্র কথায় কাহার কপোলরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে; কেহ বা থাকিয়া থাকিয়া অসংলগ্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়াছে। গ্রন্থের শেষপর্য্যন্ত পাঠে অবশ্যই সে সকল সামান্য বৃত্তি ও চিন্তা প্রকাশক অঙ্গভাবের অর্থ বুঝিতে পারিবেন। নায়কদিগের মনোবৃত্তি বর্ণনাই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। বোধ করি, এ গ্রন্থে তাহার অভাব নাই। গ্রন্থে অনেকগুলি নায়ক নায়িকা বর্ণিত আছে। বোধ করি, কাহার স্বভাবের সহিত অন্য কাহার স্বভাব মিলিবে না। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন। একের কথা পড়িলেই পাঠকে বুঝিতে পারিবেন যে, সেটি কোন্ ব্যক্তির উক্তি। বহু নায়ক নায়িকা থাকায় একের একবার উল্লেখের অনেক পরে আবার তাহার পুনরুল্লেখ হইয়াছে। সামান্য নিয়মপরতন্ত্র হইলে পাছে পাঠক ভুলিয়া যান প্রতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তাহাকে রঙ্গভূমিতে আনা কর্তব্য হয়, কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার অনুরোধ করা হয় নাই। স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে যে যেমত নয়নগোচর হইয়াছে, তাহার তখনই উল্লেখ আছে।

গ্রন্থের ভাষায় একটিও অশ্লীল কথার প্রয়োগ নাই। পবিত্র সংস্কৃত জাত শব্দই অধিক ব্যবহার হইয়াছে; কেবল যেখানে সামান্য বাঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রকৃতভাব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, সেই খানেই অপভ্রংশ শব্দই নিযুক্ত হইয়াছে। অতি উচ্চ পবিত্র সংস্কৃত কথায় বর্ণনা হইতে হইতে হয়ত কোথায় একটি সামান্য ইতর ভাষার কথা

ব্যবহার হইয়াছে। পাঠক মহাশয় হঠাৎ সেটিকে দোষ বলিবেন না, সে স্থলে সে ইতর কথাটি না দিলে সাধারণ বাঙ্গালায় মনের ভাব সেমত প্রকাশ পায় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদিচ সাধারণে তাহার সমভাব শব্দগুলিকে একপর্যায় শব্দরূপে ব্যবহার করেন। যেমত ইন্দ্রকোষ, প্রগ্রীব, বরণ্ড। যদিচ সামান্যত এক পর্যায় শব্দ কিন্তু পরিভাষা শাস্ত্রে পরস্পরের ভেদ থাকাতে এ গ্রন্থে শব্দগুলি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইল। আবার কতকগুলি শব্দ পরিভাষা শাস্ত্রেও এক পর্যায় বলিয়া গণ্য, কিন্তু এ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিযুক্ত হইল, যেমত খলীন ও কবিকা শব্দে অশ্বের মুখমধ্যস্থ বল্‌গা যোজনার লৌহখণ্ড। কঠিন গ্রীব অশ্বের বেগ সংযমাশয়ে যে লৌহখণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহার নাম খলীন, খলীনের উভয় পার্শ্ব হইতে লৌহ কীলদ্বয় বহির্গত হইয়া অপর লৌহখণ্ডে একত্রীকৃত ইহার অগ্রভাগে বল্‌গার রশ্মিদ্বয় যোজিত হয়। ইহার সামান্য ইতর ভাষায় নাম দহানা। কবিকা একখান লৌহখণ্ড মাত্র। তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি লৌহবলয়। ইহাকে ইতর ভাষায় কজাই বলে।

স্বভাবত যাহাদিগের যেরূপ বাক্য সম্ভব, তাহাদিগের মুখ হইতে সেইরূপই বাক্য নিঃসৃত হইতে দেওয়া গিয়াছে কিন্তু একান্ত গ্রাম্য বিকৃতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ভদ্রান্বয়ের মুখে সকলেরই সম্পর্কে সম্মানসূচক সম্বোধন আছে; কেবল যেস্থলে আত্মীয়তা-নুবোধে আদর সম্ভবে, সেইখানেই প্রিয় বাক্য যোজিত হইল। যে সভায় যে ব্যক্তির যেরূপ মান্য, তাহার সম্পর্কে সেইরূপ মানের কথাই লিখিত থাকায় এক ব্যক্তিকে এক অধ্যায়ে হয়ত এক অধ্যায়ের এক স্থলে "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার অপরাধ্যায়ে, কি অপর স্থলে "সে" প্রয়োগ করা হইয়াছে। বর্ণ সংযোগের বিষয়ে একটি প্রণালী অবলম্বন করা গেল। ব্যাকরণানুসারে যে সকল বর্ণের রেফ যোগে বিকল্পে দ্বিত্ব সম্পাদন হইয়া থাকে; অল্পায়াস সিদ্ধানুবোধে দ্বিত্ব পরিত্যাগ করা হইল। যথা ব্যাকরণানুসারে "পূর্ব্ব" ও "পূর্ব" উভয়ই সিদ্ধ, কিন্তু "পূর্ব" ই ব্যবহার হইয়াছে। অন্যান্য শব্দ বিষয়েও এইরূপ, কেবল যথা দ্বিত্ব হইয়া বর্ণের রূপান্তর হইয়াছে, তথায় দ্বিত্ব ব্যবহারই প্রসিদ্ধ বিবেচনায় তাহাই রাখা হইয়াছে। যথা "পার্শ্ব"।

রুচির অনুরোধে উপদেশ ভাগ সংক্ষেপ করা হয় নাই। স্বভাব বর্ণনে ও প্রচলিত রীতি বহির্ভূত রচনা প্রণালী স্বীকার করায় বোধ হয় গ্রন্থটি নিতান্ত দূষিত হয় নাই। অকারণ কোন বর্ণনা বা বাক্য প্রয়োগ হয় নাই, যত্নে পাঠ করিলে অবশ্য মর্মজ্ঞ হইবেন। রাগপ্রবণ পাঠকের পক্ষে দীর্ঘ ছন্দের নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনা অসহ্য হইতে পারে কিন্তু গ্রন্থখানি কোন বিশেষ শ্রেণী পাঠকের প্রীতিকর জন্য রচিত নহে। সাধারণ বাঙ্গালীর প্রিয় হইলেই শ্রম সফল।

গ্রন্থের নাম "বঙ্গেশবিজয়" দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে "বঙ্গেশবিজয়" নামের পরিবর্তে এই গ্রন্থের নাম "বঙ্গাধিপ পরাজয়" দিলাম।

ইহাতে বঙ্গেশ বিজয় পর্যন্ত আছে। শিরঃপীড়ার ভয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ও সূর্যকুমার, মালিকরাজ, কচুরায় ও অন্যান্য সকলের উত্তরচরিত সংক্ষেপে শেষে কতিপয় পংক্তিতে লিখিত হইল। অবকাশ ও উৎসাহ পাইলেই অপর এক খণ্ডে তাহা সম্পূর্ণ করা যাইবেক।

রায়গড়ের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত প্রকটিত হইল। রায়গড়ের বর্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তালপুকুরের তালের ন্যায় বোধ হয়। সে স্বচ্ছ অতি পবিত্র প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার পরিবর্তে কেবল হোগল ও নলের বনমাত্র দেখা যায়। এখন সে ইন্দুমতীর আবাস নাই। এখন সেখানে বন্য বরাহ ও সর্পের আবাস হইয়াছে। ফলে সহরের এত নিকটে যে এত অগম্য বিজন বন আছে, ইহা চাক্ষুষ না হইলে কাহার বিশ্বাস হয় না। এরূপ মনোরম স্থানও আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এত অবর্ণনীয় শোভাচয়ের সমষ্টি আর কোথায় নাই। বনে উৎকৃষ্ট আম, জাম, গোলাবজাম, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের তরুচয় সদা যথা কালে সুফলে শোভিত। ঝোপের মধ্যে দিব্য সিঁউতি গোলাব, জাতি যূথী, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সমূহের গুচ্ছ। আহা সে অসূর্যস্পশ্য তরুগুল্মাদি আচ্ছাদিত, দিব্য পরিষ্কার স্থানে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্য-তাপ হইতে বসিতে কি সুখকর! সত্য বলিতে কি, যে সকল ফল ও ফুল বহু যত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়াও যথেষ্ট প্রসূত হয় না, সে রায়গড়ে অযত্নে আপনি জন্মিতেছে। এবং অদ্যাবধি সহরের অধিকাংশ পীচ, লিচু, পেয়ারা আনারস, লকট, আম্র ইত্যাদি সুমিষ্ট ফল বেহালা হইতে আসিয়া থাকে। আর ইহাদিগের লোভেই কত শত নানাজাতীয় পক্ষিচয় সে স্থান আশ্রয় করিয়াছে। আহা যে ভোগ করিয়াছে সেই বোঝে। চারিদিকে অতি সুতান মিষ্ট স্বরে দয়েল, পাপিয়া ও বেনেবউ পক্ষির সিস ও গান। আহা কি চমৎকার! বসিলে বোধ হয় যেন আমার জন্য এ চিড়িয়াখানা প্রস্তুত হইয়াছে। এ দিক হইতে এক দল ছাতারে কিচ্ কিচ্ করিয়া লেজ নাচাইয়া থপ্ থপ্ করিয়া একটি বিশাল, অতি পুরাতন, আম্র বৃক্ষের তলা হইতে একটি জামরুল গাছের ঘন, অন্ধকার ছায়ায় গেল। অদূরে রায়গড়ে দীঘির কূলের স্নিগ্ধ ঝোপে বসিয়া ভীমরবে কুবো পাকি কুব্ কুব্ করিতেছে। দূরে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের ডালে অদৃশ্য হইয়া বসন্তবউরি অবিশ্রামে এক ডাকে ঘন ঘন প্রতিধ্বনিতে গান গাইতেছে। আহা কি মনোরম! ঐ দেখ একটি বুলবুল্ পিকড়ু বলিয়া ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল। ঐ ডালের ছায়ায় বসিয়া দুইটি ঘুঘু ডাকিতেছে। ভয়ানক উত্তাপে সূর্যদেব প্রখর রশ্মি নিক্ষেপিতেছেন। নীরবে সম্মুখের ডোবার পানার উপর খঞ্জনে নৃত্য করিয়া কীটাহার করিতেছে। রবিতাপে তপ্ত একটি নেকড়ে বাঘ রায়দীঘির দক্ষিণ কূলে অতি অল্পে অল্পে আসিতেছে। গ্রীষ্মের তাপে

তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। ঘন ঘন দুলিতেছে। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম বহিতেছে। একবার সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দিকে চাহিল। তাহার পর অগ্রের পদদ্বয় জলে ডুবাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ চক্ করিয়া উদর পুরিয়া জল খাইল। ওতীরে একদল বরাহ, শাবক শাবকী সঙ্গে লইয়া জল খাইল। পরে তাহারা পঙ্কে আপনাদিগের শরীর ভিজাইয়া চলিয়া গেল। ডোবার ধারের গর্ত্ত হইতে একটি গোধা সতর্কে চারিদিকে দেখিয়া অল্পে অল্পে জলে ডুবিল। ক্রমে সূর্য্যের তাপ বৃদ্ধিকে পাইল। ক্রমে বন প্রাণীশূন্য প্রায় হইল।

রায়গড়

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

(১৮০১ শক)

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হওয়ায় গ্রন্থকার ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন—প্রথমখণ্ডে সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ পাইলেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারের প্রতিজ্ঞা ছিল, সমুচিত সমাদর হইয়াছে কি না পাঠকেরা তাহা অবগত আছেন। শাস্ত্রে বলে, "বরমেকাহুতিঃকালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ," কিন্তু নব্য দার্শনিকেরা বলেন এককালে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া শ্রেয়স্কর।

যখন প্রথম খণ্ড প্রচারিত হয় সেই সময়েই অবশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যহেতু তৎকালে কেবল প্রথম খণ্ডমাত্র মুদ্রিত করিয়া নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। পরে সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে পাণ্ডুলিপিখানি হস্তাতীত হয়। যদিচ জনৈক আত্মীয় বিশেষ যত্নে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অগত্যা পুরাতন পাণ্ডুলিপির অভাবে নূতন পাণ্ডুলিপি প্রকটন করিতে বাধ্য হওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের পর অন্যূন দ্বাদশবার সূর্যদেব রাশিচক্র ভোগ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকসূত্রও স্মৃতিপথ অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকারকে প্রথমখণ্ড আদ্যন্ত পাঠ করিতে হইল।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কৃতবিদ্য কায়স্থ কুলতিলক মহাশয়েরা পুস্তকস্থ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সম্বন্ধে রুষ্ট হইয়া গ্রন্থকারকে দুষিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুষিত ছিল না; গ্রন্থকার অত্যাচার করিয়া প্রতাপাদিত্যকে কদর্যবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কলিকাতা রিভিউ লেখক বঙ্গাধিক-পরাজয়ের সমালোচনায় অপরাপর দোষসহস্রেরমধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গের একজন সামান্য জমীদার ছিলেন, তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করাইয়া উচ্চপদ দেওয়া অত্যুক্তি হইয়াছে ও ইতিহাসের বিপরীত বর্ণন হইয়াছে।

গ্রন্থের আদিতে "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া গ্রন্থসূচনা করায়, উল্লিখিত দোষারোপের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু গ্রন্থকারমাত্রেরই এমত দুরদৃষ্ট যে "সাফাই" সাক্ষ্যদিতে তাহারা অপারগ—এজন্য গ্রন্থের শেষে নোটের ছলে কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইংরাজীবিৎপণ্ডিতেরা নায়িকা বর্ণন অশ্লীল বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, আবার প্রেম কাহাকে বলে, বঙ্গের লোকেরা অবগত নহে বলিয়া—সরমা সূর্যকুমারের ব্যবহার নিতান্ত অনৈসর্গিক বলিয়াছেন। প্রেম বিষয়ের বিচারের মধ্যস্থ—সহৃদয় বঙ্গবাসীগণ আর নায়কনায়িকারূপ বর্ণনের অশ্লীল-বিষয়ক নজীর—সংস্কৃত কাব্যমাত্রেই, তবে অতীব বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইংরাজীবিৎনব্য সম্প্রদায় বিজাতীয় চসমায় সকল বিষয় দৃষ্টি করিলে হতভাগ্য ভারতবাসীদিগের আর পরিত্রাণ নাই, শিবপূজা, জগন্নাথদেবের মন্দির, দশসংস্কারের কএকটি সংস্কার বিজয়াকৃত্যাদি ত্যাগ করিতে হয় ও বঙ্গগ্রন্থকারদিগের সর্বনাশ বলিতে হইবেক। বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের বিষয়—

বাঙ্গালী, গ্রন্থকর্তা—বাঙ্গালী, অতএব ভাব প্রণালী সমস্তই বাঙ্গালী, তাহাতে ভালই হউক আর মন্দই হউক বাঙ্গালীর চক্ষে প্রিয় হওয়া উচিত। বিজাতীয় ভাবের বঙ্গাক্ষরে বর্ণন, বিজাতীয় প্রণালী বঙ্গশব্দে লিপিকরণ, বিজাতীয় বস্তু বঙ্গভাষায় বিন্যাস, অনুবাদে যতদূর মঙ্গলকর তাহাই হয় কিন্তু তদ্বারা স্বজাতীয় ভাষার স্বতন্ত্রতার লোপ পায়। আমরা এমনই মুগ্ধ যে যখন সভ্য ইউরোপ ও সভ্যতম আমেরিকা ভারতীয় কাব্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সৌন্দর্য, ভারতীয় অলঙ্কার, ভাব ও প্রণালীর ঔৎকর্ষ প্রশংসা করিয়া গ্রহন করিতেছে ও এমত কি দেশবিদেশের বিশ্বপ্রদর্শিনিতে কাশ্মীরশাল, ঢাকার মসনব, বারাণসী জড়ী, মুরশিদাবাদের গজদন্ত দ্রব্য, বিদরী পাত্রাদিতে ইউরোপীয় অলঙ্কার ও প্রণালী থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করে, তখন আমরা আমাদিগের নব্য বাঙ্গালাকাব্য কেবল ইংরাজী আশ্রয়ে বঙ্গাক্ষরে বিন্যাস করিয়া দেশের লোকের প্রবৃত্তি পরিবর্তন করিতে চেষ্টা পাই তাহার গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থগুলি গ্রামকূটের রুচিদায়ক হইয়া সুপণ্য হয়।

যাহারা বঙ্গাধিপ-পরাজয়োল্লিখিত ঘটনা অমূলক বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সন্তোষের জন্য ও প্রত্নবিদ্যানুরাগী পাঠকবর্গের তর্পণেচ্ছায় 'ক্ষিতীশবংশাবলি' নামক পুরাতন মূলসংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বঙ্গাদিবিষয়ক কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অপিচ কয়েকখানি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও এসিয়াটিক সোসাইটির জরনাল হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আপাততঃ প্রত্নবিদ্যানুরাগীগণমধ্যে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যরায়ের জীবনবৃত্তান্ত কতক সুবোধ হইবেক। ইতিহাসটি নিতান্ত অমূলক নহে,—রায়গড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ-অংশের প্রায় ২০ বৎসর পূর্বের 'ফটোগ্রাফ' হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া গেল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ফরীদপুর হইতে আনীত একটি লৌহপিঞ্জরের প্রতিরূপও দেওয়া গেল। আদর্শের একটি হাত অভাব ছিল বলিয়া চিত্রেও সেইরূপ অঙ্গহীন পিঞ্জর অঙ্কিত হইল। আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে দিল্লীশ্বরের কয়েকটি রাজলিঙ্গ যথা ধ্বজ, পঞ্জা, অশ্বাদান, জালিকাকঞ্চুক প্রভৃতি চিত্র দিয়া বর্ণনার 'থাম' পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রচনায় অসন্তুষ্ট পাঠকগণ চিত্র দেখিয়া প্রীতিলাভ করুন। গ্রন্থে নৈসর্গিক বিষয় যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে ও যে সকল আপাততঃ দৃষ্টিবিরুদ্ধ প্রথা বর্ণিত আছে তাহা সমস্তই সমূলক, প্রমাণ প্রয়োগ দিবার এস্থান নহে।

পূর্ব প্রতিজ্ঞামতে সংস্কৃত ও অন্য পারিভাষিক শব্দ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নিঘণ্টু শেষে দেওয়া গেল—সময় মত প্রয়োজনে আসিতে পারে।

বৃত্তান্তমূল, মানচিত্র, চিত্র ও নিঘণ্টু দিয়াও যদ্যপি পাঠকের মন না পাই তবে নিঃশব্দ হওয়া বিবেচনায় স্বস্তি বলিয়া নীরব হইলাম। ইতি

রায়গড়।
শক ১৮০৬।

গ্রন্থকার।

THE BAGBAZAR READING LIBRARY
১৯১০
1883.
CALCUTTA

বঙ্গাধিপ-পরাজয়।

(বঙ্গেশ বিজয়।)

প্রথম অধ্যায়।

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।"

সহরের অনতিদূরে দক্ষিণ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামের নাম বেহালা। খিদিরপুরের পোল্ হতে তিনটি প্রশস্ত রাজমার্গ তিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমস্থ পথে মুচিখোলা প্রভৃতি কাটিগঙ্গার তীরস্থ নির্জন স্ুতরুশোভিত উপবনোপম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি আছে; এক্ষণে লক্ষ্নৌ রাজ্যের সিংহাসনচ্যুত নবাব ঐ দিকে বাস করেন ও তাঁহার বহুল কর্মচারিগণ ঐ দিক্ অধিকার করেছে। পূর্ব্ব দিকের রাস্তায় লোকসমাগম অধিক ও খিদিরপুরের প্রকৃত বাজারই এই দিকে। গঙ্গা সন্নিকর্ষতায় নৌ-যানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমাগম সুলভতাবশত বা নিকটস্থ চর্চের কর্মচারিগণের অনুজ্ঞায় অরফান্-ফণ্ডের ব্যয়ে নূতন ঢঙ্গে খিলান করা দোকান ঘর থাকা অনুরোধেই বা, যে কারণে হউক, এই দিকেই খিদিরপুরের বাজারের জাঁক বড়। বোধ হয় পূর্ব্ব কারণই বাজার উন্নতির মূল। কেননা বহুকালাবধি এই দিকের বাজার বড় গুল্‌জার ও কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যবসায়ের দ্বারস্বরূপ। রাস্তার দুই ধারে সন্দেশ, মিঠাই, ফলকরা-দিগর, বেণেমসলা ও ডাল-কড়াইয়ের ভাল ভাল দোকান। বিপণিমালা রাস্তার পশ্চিম পাশে প্রায় গির্জার দক্ষিণ পর্য্যন্ত গিয়েছে। সহরের দোকানের সঙ্গে এ সকল দোকানের তুলনা হয় না। ফোর্ট উইলিয়মের এমনি আশ্চর্য ইন্দ্রজাল যে, ইহার এলেকা পার হলেই এককালে সহুরে চেক্‌নাই লোপ পায়, ও তার পরিবর্ত্তে গ্রাম্য খেলো রকম দেখা দেয়। মিঠাইয়ের দোকান আছে; কিন্তু জিলেবির বাড় মোটা ও কাল; মতিচুর প্রায় দেখা যায় না; পেলাও অনেক, এক একটা দানা প্রায় কেশুরের মত মোটা; সন্দেশ ময়লা, চিনিভরা ও ফাটা; কচুরি তেলে ভাজা; গজাই প্রায় সকল দোকানের মান রাখিবার এক মাত্র অবলম্বন। নিকটে নদী থাকাতে ডাল-কড়াইয়ের দোকান অধিক ও যশোরের আমদানি, মুকেফেকো পড়া, দেদো দোকান্‌দারই প্রচুর। কাঠের হাতা, দড়ি, সাবান্ ও লঙ্কা পণ্যদ্রব্য। পেঁয়াজ ও লঙ্কার চাঙ্গারি প্রধান পুঁজি। সহর পার হলেই কিছু ফড়ের দোকান জাঁকালো হয় না। বরং অধিক স্থলে আদৌ নাই।

প্রাচীরের সাওলা পূর্বের তরুসিংহের শেষ বংশাঙ্কুর। অদৃষ্টদেবীও এমনি খামখেয়ালী যে, অদ্য যাহাকে অনুগ্রহ করে জগন্মান্য ও গণ্য করিলেন, হয় ত কাল তাহাকে সরীসৃপের অপেক্ষা অধম করিবেন। তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ চঞ্চলা। পরন্তু এই চঞ্চলতাই যেন স্রষ্টার চরাচর ব্যাপ্তির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বিধির দৃঢ় নিয়ম পালন করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি কি সুপরিমিত! একের ঋদ্ধি, অন্যের বা ইতরচয়ের ক্ষয়মূলক। যখন সকলের এককালে উন্নতি অসম্ভব, অথচ সকলকে সমভাবে ভোগী করিতে হইবে, তখন পর্যায়ক্রমে উন্নত না করিলে, উদ্দেশ্য সাধনের আর কি উপায়। চন্দ্র ও সূর্যকে (সাধারণ পদার্থদ্বয়) রশ্মিরাশি বিতরণে ও সুবুদ্ধির কর্ম করিতে বাধ্য থাকায় প্রত্যহই পৃথ্বীকে ভ্রমণ করিতে হইতেছে।

তিনশত বৎসর পূর্বে সরসুনার আর এক অবস্থা ছিল। কাটিগঙ্গার তীর হতে আরম্ভ হয়ে টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার কূলে করুণাময়ীর ঘাটের নিকট পর্য্যন্ত যে বাঁধা রাস্তা পুরাতন লোকেরা তাহাকে দ্বারির-জাঙ্গাল বলে জানে। পূর্বকালে বর্দ্ধমান রাজার এই অঞ্চলে রাজধানী ছিল। দেওয়ান মাণিকচাঁদের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে লস্করপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে অদ্যাবধি জনপ্রবাদ, পুরাতন প্রাচীরের অবশিষ্ট, নষ্টমঠের স্তূপ, চটানবিলের ভাঙ্গা ঘাটকে রাজকীর্ত্তির সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞান করে। রাজার-দীঘি রাণীর-দীঘি আজও কত শত শুষ্কতালু পথিককে বৈশাখের প্রখর সূর্যতাপ হতে রক্ষা করে। লস্করপুরে রাজার ছাউনি ছিল ও তখনকার বাইমহল এক্ষণে বেহালা নামে খ্যাত। বঁড়শে-বেহালা রাজার খাসমহল ও দক্ষিণ বেহালাই বেশ্যাপল্লী। রাজার সন্তানরহিতা এক বৃদ্ধা দ্বারি নামে মহিলা ছিল, সে মৃত্যুকালে রাজমহলের নবাবকে বহু ধন দিয়া যায় এবং দেশোন্নতি আশয়ে কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করে। তাহার ব্যয়ে নবাবের কর্মচারীর সাহায্যে দক্ষিণরাজ্যে স্থানে স্থানে জাঙ্গাল নির্মিত হয়। আজও সুন্দরবনের অগম্য প্রদেশে মেরুপৃষ্ঠের মত উচ্চ জাঙ্গাল দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে, ঐ সকল জাঙ্গাল দ্বারির ব্যয়ে নির্মিত।

"দ্বারির জাঙ্গাল" প্রস্থে প্রায় ত্রিশ হাত। ইহার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড পগার ছিল। জাঙ্গালের তল প্রায় এক বিঘা চৌড়া। জাঙ্গাল ঊর্দ্ধে প্রায় কুড়ি হাত। জাঙ্গালের গড়ের ধারে কেবল বাব্‌লা গাছই অধিক। স্থানে স্থানে পলাশ, অশ্বত্থ ও বট। জাঙ্গালের দুইধারেই জলা। জলার মাঝে মাঝে এক এক দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রাম গুলি জলা হতে প্রায় চার হাত উচ্চ। দূর হতে ঠিক্ যেন ঝোপের মত বোধ হয়। গ্রামের চতুর্দিকে বাবলা ও পালতেমাদারের বন; মাঝে মাঝে এক একটা তাল বা নারকেল গাছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে চৌকি দিচ্চে ও মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে হাত নেড়ে শ্রান্তপথিককে আহ্বান কচ্চে, কোথাও বা বাঁশের বেড়ার পাশ থেকে বড় খেজুর গাছ বাল্‌দো নেড়ে দুষ্টবুদ্ধি দস্যুকে শাসাচ্চে ও গ্রামের নিকট হতে নিষেধ কচ্চে। জাঙ্গাল সরসুনা ও বাসুদেব পুরের মধ্য দিয়া গেছে। সরসুনার এলাকা পার হলেই প্রায় দু কোশ

ক্রমান্বয়ে জলা দেখা যায়, ইহার মধ্যে জাঙ্গালের নিকট আর কোন বসতি নাই। রাম নারায়ণ সরস্থনার উত্তর-পূর্ব কোণে। রামনারায়ণ একখানি প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহার উত্তর দিকে দ্বারির জাঙ্গাল, পশ্চিমে সরস্থনা, পূর্বে গঙ্গারামপুরের মাঠ ও দক্ষিণ বেহালার খাস-মহলের জলা, সীতারাম ঘোষের রাস্তা দক্ষিণ সীমা। রামনারায়ণে প্রায় দুই শত ঘর বসতি, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ অধিক। সরস্থনায় ইতর জাতি, বাগ্‌দি, কাওরা ও মুচিই অনেক। সরস্থনার প্রধান ধনী দুর্ভাগ্যবশত এক জন চাঁড়াল, তাহার নাম উগ্র-সেন। রামনারায়ণ ও সরস্থনার নিজ উত্তর জাঙ্গাল পারে বাস্থদেবপুর পরুই।

বেলা প্রায় চার দণ্ড আছে। মাঘমাস, মাঠের জল শুকিয়েছে। কিন্তু জাঙ্গালের উত্তরখাদের গভীরতাবশত ছোট ছোট জেলেডিঙ্গী যেতে পারে এমন জল আছে। জাঙ্গালের দক্ষিণের খাদ শুষ্ক ও জলহীন। একে শীতকাল, তাতে আবার অপরাহ্ণ, দিবাকর শ্রান্ত হয়ে যেন বেগার সাধিতে ঢিলে রকমে দাঁড়িয়ে চৌকিদারের মত আধ্‌ চোখ্‌ বুঁজিয়ে ঢুল্‌চেন। সূর্যমণ্ডল প্রায় রাঙ্গা হয়েছে। পাখীগুলো সম্মুখ রাত্রি ভেবে স্বযত্নে আধার মুখে লয়ে বাসার দিকে উড়ছে, ভাব্‌ছে হয় ত আজ্‌কের মত এই শেষ। গ্রামের ধূমসকল উঠেছে, কিন্তু হিমের ভরে এক খানি পাত্‌লা মেঘের মত দূরস্থ তাল-গাছের পাতা আশ্রয় করে, অশ্বথ গাছের ডালে ঝুল্‌ছে। একটু একটু দক্ষিণেহাওয়া দিচ্চে। বহুকালের পর আগমন করেছে বলে পাখীগুলো এক একবার কপ্‌ছে সন্দিগ্ধ-চিত্তে সম্ভাষণ করিতেছে। জাঙ্গালের উত্তরে প্রায় দুই রশি অন্তরে অত্যুচ্চ পুষ্করিণীর পাড় দেখা যায়। পাড়ের উপর বড় বড় তালগাছ। দক্ষিণদিগের পাড়ের ধারে একটা পুরাতন কুলগাছ হেলে রয়েছে। সেই কুলগাছ আশ্রয় করে একজন আধ্‌বুড় লোক পা দুটী লম্বা করে হাতের নীচে একগাছি লাঠি রেখে বিশ্রাম করচে। তাহার মাথায় এক খানা ময়লা-কাপড় জড়ান। পরিধান-বসনও ময়লা ও অল্প পরিসর, জানুদ্বয়ের অর্দ্ধেকের উপর উঠেছে, তাহার শরীরের গঠন কিন্তু বড় হীনবলের মত নয়। দূর থেকে বোধ হয় অত্যন্ত পরিশ্রমী একটী চাসা জোন। তাহার বাম দিকে প্রায় এক হাত লম্বা একগাছা উলুর বেওয়ানা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু ধূম উঠ্‌ছে বলেই বোধ হচ্চে সেটা আগুন রক্ষার জন্য। তাহারই নিকটে একটা তাল পাতার খুঙ্গি। ইহার ঢাকা খোলা আছে বলেই তাহার ভিতরস্থ পানের বিড়, চূণের ও তামাকের কৌটা ও একটা কল্কে দেখা যাচ্চে। মাঠে গরুগুলি চর্‌ছিল, বেলা অবসান হয়েছে দেখে ক্রমে সেই পুকুরের পাড়ের চারি দিকে এসে জমতে লাগ্‌লো ও অযত্নে এক আধখাবলা শুকনো নাড়া খেতে লাগ্‌লো। চাসাটী ঘাড়্‌তুলে কত বেলা আছে দেখ্‌বার উপক্রম কল্লে, অমনি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের আড়াল থেকে এক জন লোককে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্বমুখে যেতে দেখিল; দেখেই বল্লে, "মশাই! অবধান; সাঁঝমুখে কোথায় যাওয়া হচ্চে?" পান্থটী আস্তে আস্তে মুখ্‌ তুলে দেখলেন এবং কোন উত্তর না দিয়ে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর উঠে বল্লেন। "নসীরাম! তুমি যে এখন মাঠে আছ? পাল নিয়ে গ্রামে যাবে না?"

নসীরাম বলিল। "মশাই! এই যাব বলে উঠেছিলাম, আপনাকে দেখ্‌তে পেলাম; তামাক্ ইচ্ছে কর্‌বেন?" বলেই কল্কে করে তামাক সেজে উলুর বেওনাটা নেড়ে কল্কেটার উপর কিছু ভেঙ্গে দিয়ে কল্কেটা সসম্ভ্রমে "মশাই লন্" তার হাতে দিল। মশাই। "না তুমি আগে টান।" নসীরাম বলিল "হঁা তা কি হয়" বল্‌তে না বল্‌তেই মশাই কল্কে নিয়ে টান্‌তে টান্‌তে বল্লেন। "নসীরাম! তুমি বড় তামাক প্রিয়।"

মশাইটী গ্রামের গুরুমহাশয়। রামনারায়ণে তাহার পাঠশালা। নিকটস্থ কয়েক খানা গ্রামের বালকবৃন্দ তাহারই পাঠশালায় শিক্ষা পায়, রামনারায়ণের রাজা-বসন্তরায়ের বৃত্তিভোগী, পাল পর্ব্বণে রাজবাটীতে সীদে পেয়ে থাকেন ও মাঝে মাঝে ভোজে নিমন্ত্রণও হয়। মশাই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর মানবশরীর ধারণ করেছেন; শরীর বেশ বাঁধা আছে। কপালের সাম্‌নেটায় টাক্ পড়েছে। মশাই জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুন্ডী উপাধি। তাঁহার নাম বল্লভ, ঠোঁট দুটী মোটা, নাকটী কিছু চাপা, দাড়িটী সরু, শরীর দোহারা, মশায়ের ভাতশালা নামক নিকটস্থ গ্রামে জন্ম, কিন্তু বাল্যকালাবধি রাজপ্রতিপালিত-বশত রাম-নারায়ণে বাড়ি ঘর দোর করেছেন। মশায়ের বালককালে বিবাহ হয়েছিল; কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই গৃহশূন্য হয়েছে; সুতরাং মশায়ের সংসার চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। স্বভাব সরল ও লোকটা নিরীহ বলেই গ্রামের সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ছিল। মশাই বালককালে ভাল করে লেখা পড়া শিখেছিলেন, অতি অল্প বয়সে উদরের চিন্তায় মশাইগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল বটে, কিন্তু অভ্যস্ত বিদ্যার আলোচনা ত্যাগ করেন নাই, সর্ব্বদা অবকাশ পেলেই লেখা পড়া নিয়ে গৃহমধ্যে থাকিতেন।

কল্কেটা নসীরামের হাতে দিয়ে বল্লেন, "নসীরাম! ভাল, যুবরাজের কোন সংবাদ পেয়েছ? বাজারে শুনতে পাই, আকবর বাদসাহ আর নাই, সেলিম না কি জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে বসেছেন। যুবরাজ তো আজ সাত বৎসর আমাদের ছেড়ে গেছেন। রাজা কত নিষেধ কল্লেন, রাণীই বা কত কাঁদ্‌লেন। তখন যাবার সময় যুবরাজ বলে গেলেন, যে 'মা! আশীর্ব্বাদ কর, অতি শীঘ্র দিল্লীশ্বরের প্রিয়কার্য্য করে কোন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হয়ে আবার তোমার শ্রীচরণে এসে উপস্থিত হব'। যুবরাজ কি সাহসী! তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তবে এক জন প্রকৃত বীর হবেন, ঈশ্বর করুন, তিনি আমাদের দেশে শীঘ্র উদয় হউন।"

নসীরাম উত্তর দিল "হায় সে দিন কতদূর? এ পাপ অনঙ্গের দৌরাত্ম্যে আর বাঁচা যায় না, বিমলারই বা কি আচরণ!"

বল্লভ বলিল "ভাল, তুমি কি শুন নাই যে যুবরাজ কোথায়?"

নসীরাম বলিল, "যুবরাজের নাম আজ চার পাঁচ বৎসর রায়দুর্গের ভিতর উঠে নাই, সকলেই প্রায় ভুলে গেছে। কেবল দেওয়ান্‌জীর কথা উপস্থিত হয়, তখনই চাকর বাকরেরা বলে, 'যুবরাজ থাক্‌লে আজ কি আমাদের এ দশা হত।"

বল্লভ বলিল। "ভাল রাণী কি কখন যুবরাজের জন্য ভাবেন না।"

নসীরাম বলিল। "কই আমিতো তা কখন শুনি নাই, কমলা দেবীকে কখন দেখি নাই। ভাব্‌বার মধ্যে কেবল ইন্দুমতী। তিনিই যখন একবার গোয়াল ঘরে আসেন, তখনই কেবল তাঁর মলিন মুখ দেখ্‌তে পাই, দেখ্‌লেই প্রাণটা যেন ফেটে যায়।"

বল্লভ বলিল। "ইন্দুমতীর কি গো-সেবায় বড় যত্ন?"

নসীরাম বলিল। "তাঁর কোন্ সৎকর্মে যত্ন নাই, তা জানি না। তিনি বাড়ির সকল লোককেই যত্ন করেন, মশাই কি কখন তা দেখেন নাই?।"

বল্লভ বলিল। হা "গত পিঠে পার্বণের দিন যখন রাজবাটীর ভিতর খেতে গিয়েছিলাম, তখনই দেখেছি, ইন্দুমতী কেমন যত্ন করে আপনি সকলের আহার দেখ্‌ছিলেন ও মাঝে মাঝে আপনিই পরিবেশন করছিলেন। ইন্দুমতী আবার পণ্ডিতা। সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারীদিগকে রাজদ্বারে আস্‌তে দেখলেই যত্ন করে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে নিয়ে যান ও বিচার এবং শাস্ত্রালোচনা করেন। কিন্তু কই রাণীদিগের সে রকম কিছুই দেখি না। বোধ হয়, মহারাজের পরলোক হওয়া অবধি কেমন জড়ভরত হয়েছেন।"

নসীরাম বলিল। "হাঁ তাই হবে। কে জানে বাবা! রাজা রাজড়ার কথায় আমাদের মত চাসার কি কায। চল এখন যাওয়া যাক্। হেদে, (গোপালের প্রতি) চল চল, বেলা গেলো।" (বলে চীৎকার) গোপালেরা একেবারে খাওয়া বন্দ করে চেয়ে দেখেই পূর্বাভিমুখে চল্‌তে লাগ্‌ল। বল্লভ ও নসীরাম তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নসীরামের কক্ষে তাল পাতার খুঙ্গি, দক্ষিণ হস্তে হেঁতালের লাঠি ও খেজুর ছড়ি। বল্লভের কাঁধে এক গো-পাতার ছাতা ও হাতের লাঠিতে গামছা জড়ান। গাভীগুলি মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে হেলে দুলে চলতে লাগ্‌ল, দূর হতে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় বোধ হতে লাগ্‌ল, আর কাল কাল পুচ্ছ গুলি নাড়াতে ঠিক যেন স্রোতের উপর ছোট পাখির নৃত্যের ন্যায় দেখাল। কিছু দূর যেতে যেতে গ্রামের ভিতর হতে শঙ্খের ধ্বনি উঠ্‌ল, বল্লভ ও নসীরাম দূরস্থ প্রথম দীপ দেখ্‌বামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিল। খালের ধারে এসে নসীরাম জিজ্ঞাসা কল্লে, "মশাই! জলটুকু পার হয়ে যাবেন না সাঁকোর উপর দে যাবেন?" বল্লভ বলিল "চল সাঁকোর উপর দে যাই, কেন শীতের সময় কাপড় ভেজাব, গরুর জলে কষ্ট হবে।" এই স্থির করে গোপাল নিয়ে উভয়ে খালের তীর বেয়ে সাঁকোর নিকট পোঁছিল। সাঁকোর উপর এক খানি মুদির দোকান আছে, ঐ দোকানে বল্লভ তামাক খাবার ইচ্ছায় দাঁড়াল, নসীরাম পাল নিয়ে গ্রামাভিমুখে চলে গেল। রশি খানিক গিয়ে নসীরাম ফিরে এসে বলিল, "মশাই! একবার বাহির হন, ঐ খালে পাঁচ ছয় খানা নৌকা দেখ্‌তে পাচ্চি, সন্ধ্যার সময় এত নৌকা কখন দেখি নাই। বোধ হয়, কোন মহাজন পূর্বরাজ্যে যাচ্চে।" বল্লভ তাড়াতাড়ি দোকানের ভিতর হতে হাতে হুঁকা করে বাহির হল, দোকানিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকা দর্শনাশয়ে বাইরে এল, দোকানে আরও তিন জন লোক ছিল, তাহারাও কি আস্‌চে দেখ্‌তে উৎসুক হয়ে বাইরে এল। বল্লভ সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে

পশ্চিম দিকে দেখ্‌তে পেলে যে, নয় দশ খানা ডিঙ্গি সতেজে বেয়ে আস্‌চে, এক একটায় প্রায় এগার বারো জন করে লোক। নৌকা সব দূরে থাকাতে স্পষ্ট দেখা গেল না যে চড়নদারেরা কে? কিন্তু নৌকার আকারে বেশ বিশ্বাস হল যে উহা মালের নৌকা নয়, উহার ছত্রি নাই, কমচওড়া। বল্লভ বলিল, "নসীরাম! এ ত মহাজনের নৌকা নয়।"

নসীরাম বলিল, "না মশাই, আমি দূর হতে দেখেছিলাম তাতে আবার সুমুকে আলো, মশাই এরা কারা" কিন্তু মশাই, নিতান্ত অসুস্থ হয়ে বলিল, "বল্‌তে ত পারি নে।" দোকানী বলিল "এত ব্যস্ত হন্‌ কেন, এখুনি এই দোকানের নীচে দে যেতে হবে। তখনই জানা যাবে।"

বল্লভ বলিল। "হাঁ তাই হবে, কিন্তু ওরা যে তেজে বচ্চে, দণ্ড দুইয়ের মধ্যেই এসে পেঁছিবে।"

দোকানস্থ তিন জনের মধ্যে অল্প বয়স্কটী বলিল, "মশাই! শুন্‌ছেন কেমন ঝপ্‌-ঝপ্‌ শব্দ হচ্চে, ওঃ কি জোরে বাইচে।" এই রূপ উহাদের কথোপকথন হতে হতে ঐ নৌ-দল হঠাৎ দূরে থামিল ও তাদের মধ্যে এক জন নৌকার উপর দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল। সাঁকোর উপর যাহারা ছিল তাহারা শীতের ভয়ে দোকানের ভিতর থেকে নৌকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভী ভবতি বন্ধনে।"

দোকানে প্রত্যাগমন করিলে দোকান্‌দার পুনরায় তামাক্‌ সাজ্‌লে বল্লভ তামাক্‌ খেয়ে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল, অপর তিন জন তাহার সঙ্গী হইল। পথে অন্ধকারবশত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু বল্লভের সেই পথ নখদর্পণে থাকায়, না দেখেই সজোরে চলিতে ছিল। সঙ্গী তিন জন কিছু দূর সেই রূপ বেগে গিয়ে বলিল, "মশাই! যদি একটু আস্তে যান, তবে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে পারি।" বল্লভ শব্দ শুনিবা-মাত্র থেমে বলিল "তোমরা কি আসিতেছ, ত এস।" এই বল্‌তে বল্‌তে তাহারা বল্লভের পার্শ্বে এসে উপস্থিত হল।

বল্লভ বলিল। "শঙ্কর! আজ কোথা গিয়েছিলে?"

শঙ্কর একজন সূত্রধর, নিজকর্মে অত্যন্ত নিপুণ ও ঐ অঞ্চলের সকলের চিহ্নিত। ঊর্দ্ধে প্রায় তিন হাতের কম্‌, ক্ষীণ-বপু, কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্করের নাকটি টীকল যেন বাটালিকাটা। শঙ্করের চক্ষু দুটি প্রায় গোল, বহু পরিশ্রমে যদিও বসে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও ডেব ডেব কর্চ্চে। শঙ্করের ঠোঁট দুটি কিছু বাঁকান ও মুখের হাঁ ছোট, শঙ্করের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও বাহুদ্বয়, বিশেষে দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তাহার শরীরের মাংসগুলি পাকান, অথচ

ইহাতে শঙ্করকে নিতান্ত কদর্য দেখিতে হয় নাই। অত্যন্ত ঘর্ম অন্ধকার বশত শঙ্করের বিশেষ লক্ষণ সকল দেখা গেল না; কিন্তু দিনে তাহাকে দেখিলে, একজন সুবুদ্ধি ও নিপুণ শিল্পী বোধ হয়।

শঙ্কর বলিল। "মহাশয়! আমি যমুনা-পরুই হতে আসিতেছি। যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ আট দিন ঐ গ্রামে এসেছেন। তাঁর সৈন্যসামন্তদিগের ঘরের টুকটাক মেরামতের জন্য আমাকে ডেকে পাঠান। পরে রাজা পুরী যাত্রা করিবেন বলে সামগ্রী সব বাক্স বন্দী করিতে হচ্চে। প্রত্যহই প্রাতে যেতে হয়। দুপুর বেলা সেই খানেই ব্রাহ্মণ-রান্না ভাত পাই, সন্ধ্যার প্রহরটাক থাকতে ছুটী পাই। এ দুজনাও আমার সঙ্গে কাযে যায়। কি করি পেটের জ্বালায় সর্বত্রই যেতে হয়। দুই ক্রোশ পথ যেতে হয়, ও রোজ ফিরে আস্‌তে এত বেলা যায়। আজ কিন্তু দেড় প্রহরের সময় অবকাশ পেয়েছিলেম, পথে প্রয়োজন ছিল। আমাদিগের দুর্ভাগ্যে বসন্তরায়েরও অকালে কাল হল। যুবরাজও ফিরে এলেন না। গ্রামে কোন কায নাই; তাতে আবার দেওয়ান্‌জী মশায়ের যে দৌরাত্ম্য?"

বল্লভ বলিল। "প্রতাপাদিত্যকে দেখেছ?"

শঙ্কর বলিল। "কেন, মশায় কি দেখেন্ নি? তিনি তো এখানে আজ বৎসর তিন হল এসেছিলেন। রায়দুর্গে মাসাবধি ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই দ্বারির জাঙ্গালে ও "হেমবতী-কুঞ্জে" বেড়াতে যেতেন।"

বল্লভ বলিল। "হাঁ তখন দেখেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে কেমন আছেন, তাই জিজ্ঞাসা করচি।"

শঙ্কর বলিল। "আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। যে কয়েক দিন আমি সেথায় যাইতেছি, সে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর আমার আবেশনের দিকে গতায়াত হয় নাই। শুনিলাম যমুনাতে উপস্থিত হয়েই পীড়িত হয়েছেন। অদ্য শুনেছিলাম, মহারাজ তাঁহার সৈন্য দেখিতে দুই প্রহরের সময় বাহির হবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা রায়দুর্গের হস্তিনখ দেশে উপস্থিত হল।

বল্লভ বলিল। "শঙ্কর! তুমিত আমার চেয়ে অধিকবার রায়গড়ে গিয়েছিলে, কেমন বল দেখি আমাদিগের রাজার গড় ভাল, না বর্দ্ধমানের রাজার লস্করপুর ভাল?"

শঙ্কর বলিল। "এ কথা যদি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ভেবে বলতে হবে। পূর্ব্বে আমাদিগের গড় লস্করপুরের গড়ের চেয়ে দুনো মজবুত ও উত্তম হুন্নুরে গড়া বোধ করিতাম। কিন্তু এখন লস্করপুরের গড়ের অনেক বদল হয়েছে। কে এক জন ফিরীঙ্গি এসে নূতন কারখানা লাগিয়েছে, আর বর্দ্ধমানওয়ালা বড় মজবুত। তারা যে রকমে— (অশ্বপদের শব্দ পাইয়া) ওকি, ঘোড়া যে?"

বল্লভ পশ্চাৎ দিকে দেখিয়া বলিল। "তাই তো ঘোড়সওয়ার বোধ হয়। (এক মনে শব্দে কর্ণপাত করিয়া) এই দিকেই আসছে।"

শঙ্করের সঙ্গী দু জনা বলে উঠলো। "ঐ দেখ সাঁকোর উপর তার বল্লমের ফলা চমকাচ্চে।"

বল্লভ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। "তাইত সওয়ারটা যে দাঁড়ল?" মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অশ্বারোহী পুনরায় বিদ্যুদ্বেগে পূর্বাভিমুখে, যে দিকে বল্লভ যাইতেছিল, অশ্ব চালন করিল। পর্যাণের (১) মষ্ মষ্ ধ্বনি, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের ঘন ঘন সুপ্রশস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে অনির্বচনীয় শব্দ উদ্ভাবিত হইল। অশ্বটা বহুদূর দ্রুতগমনে ঘর্ম্মাপ্লাবিত-কলেবর হইয়াছে। খলীন (২) চর্বণে মুখ ফেণসঙ্কুলে আবৃত। গ্রীবাদেশ বল্‌গাস্পর্শে, কটিদেশ কটিবন্ধ-হিল্লোলে ও পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্য পরস্পরের ঘর্ষণে শুভ্র-ফেণরাশিতে পূরিয়াছে। দীর্ঘবপু, উচ্চৈঃশ্রবা, বক্রগ্রীব, বক্রপুচ্ছ, ভীমকায় অত্যুন্নত অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে চলিল। অশ্বের পদাঘাতে বোধ হয় ধরাতল কাঁপিতে লাগিল।

বল্লভ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দরহিত হইল।

শঙ্কর স্থির হইয়া অশ্বারোহীর গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সচরাচর সোওয়ারের মধ্যে কর্ম্ম করাতে অশ্বারোহী দেখিয়া ভয় হইল না, কিছু আশ্চর্য্য হইল। এ দেশে বহুকালাবধি সাস্ত্র অশ্বারোহী প্রায় দেখা যায় নাই। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর সৈন্যেরা নিশ্চিন্ত ছিল। অশ্বারোহী প্রতিহারী আর রাত্রিকালে রায়গড়ে পাহারা দিত না এবং মাসে মাসে সৈন্য সব একত্রীকৃত হইয়া মহারাজের বলপ্রকাশ করিত না। সুতরাং সে সময়ে সসজ্জ অশ্বারোহী রাত্রিকালে অতিবেগে গ্রামান্তর হইতে সেই পথে যাওয়া নিতান্ত নূতন ঘটনা বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী রায়গড়ের ফাটকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফাটকস্থ দৌবারিক বসিয়া গান করিতেছিল, অশ্বারোহীকে ফাটকে দাঁড়াইতে দেখিয়া উঠিয়া নিকটে আসিল। অশ্বারোহী তাহার সহিত কিছু কথোপকথন করিলে, দ্বারবান্ দ্বারের গোপুর-দেশে (৩) যাইয়া আর এক জনকে ডাকিয়া কিছু কহিয়া দিল।

বল্লভ, শঙ্কর ও তাহাদের সঙ্গী দুই জন সেই স্থানে দাড়াইয়া দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই দ্বারী ইঙ্গিত করিলে অশ্বারোহী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারীর হস্তে ঘোড়ার বল্‌গা দিয়া তোরণ (৪) দেশ দিয়া গড়মধ্যে চলিয়া গেল। দ্বারীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব লইয়া গেল। দ্বারে অপর দুই জন গড়ের ভিতর হইতে আসিয়া বসিল। অশ্বারোহী ও অশ্ব দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে বল্লভ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল "এ ব্যাপারটা কি, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে; চল ফাটকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।"

শঙ্কর বলিল। "মহাশয়! সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে, আবার ফিরিয়া যেতে অধিক বিলম্ব হইবে; আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এখন ঘরে যাই।"

---

(১) জিন। (২) দহানা। (৩) নগরদ্বার। (৪) বহির্দ্বারের খিলান।

বল্লভ তাহাতে সায় দিয়া কিছু দূর যাইয়া, দক্ষিণবাহী এক ক্ষুদ্র রাস্তায় চলিয়া গেল। শঙ্কর "নমস্কার মশায়" বলিয়া পথান্তরে বিদায় হইল। রাত্রি অ[illegible] হইয়াছে প্রায় এক প্রহর হইল বলিয়াই বল্লভ কিছু বেশী চলিতে লাগিল এবং অদ্যকার বৈকালের ঘটনা সমস্ত মনে মনে ওলট্ পালট্ করিতে লাগিল। যেতে যেতে একবার আকাশ-দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখে, নক্ষত্রগুলি নিস্তব্ধে মিট্ মিট্ কর্‌চে। পূর্বদিক ক্রমে ফরসা হয়ে আসিতেছে ও ক্রমে চন্দ্র দেখা দিচ্চে। বল্লভ খানিক চন্দ্রপানে চাহিয়া দাঁড়াইল ও নিকটস্থ গাছের গোড়ায় বসিবার উদ্যোগ করিল। বল্লভের মন স্থির নাই। তলায় গিয়া বসিল। সেটা এক পুরাতন বট গাছ। গুঁড়ি অত্যন্ত মোটা, এমন্ কি পাঁচ জনে আঁক্‌ড়ে পায় না। মোটা দুই ডাল হইতে মাজে মাজে করিকরের ন্যায় নাম্না নামিয়াছে। এক এক নাম্না এক একটী পৃথক্ গাছের মত দাঁড়িয়া আছে। গাছটী ডাল পালা সহিত প্রায় চার বিঘা জমী জুড়িয়া অন্ধকার করিয়াছে। পৃথীবীর জোনাকপোকা সেই গাছকেই আশ্রয় করেছে। অশ্চর্য এই যে তাহারা থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌ছে, ও নিবে যাচ্ছে; সব পোকা গুলিই যেন পরামর্শ করেছে। ঐ গাছের তলায় কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের দুইটি দেহহীন মাটীর মুণ্ড আছে। কালুরায় ও দক্ষিণরায় নূতন দেবতা, তাহাদিগের চূড়ার গঠন যেন "বিষপের মাইট্‌রড টুপির খ্রীষ্টানআদির টুপীর মত।" গাছটি যে কেবল দেবদ্বয়ের আশ্রয় হয়েছে, তাহা নহে। গাছে অনেক টিক্‌টীকিও আছে। এবং ভয়ানক তক্ষকের কুঁচের মত চক্ষু দিবা ভাগে কথন কথন কোটর হইতে দেখা যায়, ও গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তাহার ঘন ঘন ভয়ানক গভীর শব্দে চতুর্দিকে নির্জন বনের শান্তি নষ্ট করে। গাছের নীচেটি পরিষ্কার, একটিও ঘাস নাই। প্রত্যহ কালুরায়ের পণ্ডিত ঝাঁট দেন ও গোময় দিয়া নিকোন। গাছের পাশেই রাস্তা, রাস্তাটি প্রায় ছয় হাত পরিসর।— রাস্তার অপর পার্শ্বে একটী ছোট জলনিকাশি পগার। পগার পার বন ও কাহারও বেমারামর্তি বাগান; কেবল ঝোপে পরিপূর্ণ, এমন কি ছোট ছোট বাঘ অক্লেশে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। এ অঞ্চলে বাঘের ভয় প্রায় ছিল না। কদাচ শীত-কালে এক আধটা নেক্‌ড়ে দেখা দিত, ও দুই চারি দিন বাছুরটা ও ছাগলটা ধরলেই, অমনি মারা পড়্‌তো। বনে, বন্যবরাহ ও জলে কুম্ভীর অত্যন্ত। অধিক বন থাকাতে সর্পও অধিক। কিন্তু গ্রামস্থ মনসাদেবীর এমনি অনুগ্রহ, যে বৎসরে গ্রামের মধ্যে দুই তিনটার অধিক লোক ঘাল হত না; আবার সেই দুই তিনটিই প্রায় অপরাধী। বল্লভ গাছতলায় বসিয়া নিঃশব্দ হইল। চতুর্দিক্ শব্দহীন। একটু একটু যে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছিল তাহাও বন্ধ হইল। গাছের পাতাটি আর নড়ে না। বল্লভ যখন বসিয়াছিল, তখন সেইখানে কোন শব্দই ছিল না, শব্দমাত্র বল্লভের ঘন ঘন নিশ্বাস। মুহূর্তকাল পরেই চীরীর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শুনা গেল ও তাহার পরে গাছের পাতা একটু নড়িল ও বল্লভের মাথার উপরের ডাল হইতে, তক্ষকের ভয়ানক ডাকের প্রথম গলা খাঁকারি শোণা গেল। বল্লভ বুকের উপর দাড়ি রেখে ভাবিতেছিল; সেই ভয়ানক বিকট শব্দ শুনে কলের মত

ঘাড়টা উপর দিকে তুলিল ও পরেই পুনরায় আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হল। ক্ষণেক পরে আপনা আপনি বলতে লাগল, "আঃ কত দিন আছে! আমিত আর পারি না। কি কুক্ষণেই রাত্রি ভোর হয়েছিল। আমার চিরজীবন কি কষ্টেই যাচ্চে। ঈশ্বর কি অনুগ্রহ করবেন না। কি! অনুগ্রহ! ওনাম আমার মুখে আনাও কর্ত্তব্য নয়।" কতই ভাব উঠছে, কতই বা চিন্তা। মনটা যেন গুলিয়ে উঠছে। "হা বিধাতা!" এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই তাহার শরীরে লোমাঞ্চ হইল ও বল্লভ শিহরিয়া উঠিল। বল্লভের আর বাক্নিষ্পত্তি হইল না। বল্লভ পুনরায় পুত্তলিকার মত প্রস্তরময় হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল ও তাহার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম উদ্ভাবিত হইল। বল্লভ হতাশ হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। নেত্রদ্বয় যেন তাহার কপালদেশ হইতে লম্ফ দিবে, এই ভাবে এক নিমেষ হইয়া কিছুক্ষণ শূন্যমার্গে দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার নেত্র অশ্রুরাশিতে ভাসিতে লাগিল ও নাসাপুট হইতে বিন্দু বিন্দু ঘাম পড়িতে লাগিল। হস্ত দ্বারা নেত্রদ্বয় আবরণ করিয়া বল্লভ কিছুক্ষণ রোদন করিলে, মনের বোঝা কমিয়া গেল। বস্ত্রদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া বল্লভ দণ্ডায়মান হইল, চারিদিকে একবার চক্ষু বুলাইয়া পূর্ব্ব পথ দিয়া গৃহাভিমুখে অতি অল্প অল্প পদ নিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারের শৃঙ্খল ধরিয়া নাড়া দিলে, কিছুক্ষণ পরেই এক জন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। বল্লভ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পুনরায় দ্বারের অর্গল ঘড় ঘড় করিয়া টানিয়া দিল। বল্লভের বাটি গ্রামের প্রান্তভাগে। বাটীর চতুর্দিকে মাঠ, একটীও গাছ নাই, ঝোপ নাই কেবল ঘাসের মাঠ। বল্লভ আপন ব্যয়ে নিকটস্থ জমী পরিষ্কার রাখিয়াছিল। ঐ জমী ও বাড়ীটি রাজার। কিন্তু গ্রামের গুরুমহাশয়ের বাসের জন্য নিয়োজিত।

"মহাশয়" ৺ জগন্নাথ কুল্কীর বংশজ। জগন্নাথ কুল্কী এক জন সরস্বনাস্ত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরাতন লোকের মুখে শুনা যায়। তাঁহার ব্যয়ে ১১২৩ শকে এক মঠ প্রস্তত হয়। সেটি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা যাইত। বল্লভের পিতা আপন অপরিমিত ব্যয়ে সকল ধন ক্ষয় করেন। বল্লভকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। বল্লভের মাতা পতিহীনা হইয়া যত কষ্ট না পাইলেন, বল্লভের পালন উপায়ে ততোধিক দুঃখিতা হইলেন। এমন সঙ্গতি ছিল না যে মা-পোয়ের দৈনন্দিন আহার হয়ঃ—অগত্যা রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইল। রাজা দয়াশীল, ও কুল্কীবংশ বহুকালের মান্য জানিয়া, বল্লভকে অবশ্যপ্রতিপাল্য জ্ঞানে, কিছু বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও নাথেরাজ জমীও দিলেন। বল্লভ বালককালে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন ও অতি অল্প বয়সে মেধাবী বলিয়া খ্যাত হন। তাহার পোনের বৎসর বয়ঃক্রমে দৈবসুযোগে এক ব্রাহ্মণ তাহাকে কন্যাদান করেন। বল্লভের বিবাহ করায় বিপদ উপস্থিত হইল। বল্লভের ব্যয় বৃদ্ধি হইল। রাজবৃত্তিতে পরিবারের উদর পূর্ণ না হওয়ায়, বল্লভ চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া রাজ দ্বারে কর্মাভিলাষে উপস্থিত হন। সেই সময়ে গ্রামের গুরুমহাশয়ের কাল হওয়ায়, বল্লভের

অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। বল্লভ গুরুমহাশয় পদে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বল্লভের মাতার ও স্ত্রীর কাল হইল। বল্লভ বৈরাগ্যোদয়ে আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া এই গৃহে বাস করিলেন।

বল্লভের বাসালয়ের নিকটেই পাঠশালা ছিল। বল্লভের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই কেবল পুথীর রাশি দেখা যায়। পাঠশালার কর্ম বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই সমাধা করিয়া, তিনি বেলা দুই প্রহরের পূর্বেই ভোজন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন আপন পুরাতন পুথীর পাতের মধ্যে বসিয়া কাটাইতেন। বল্লভ রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে কখন শয়ন করিতেন না। কিন্তু আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে বল্লভের রাত্রে নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। বল্লভ প্রায় সমস্ত রাত্রি আপন ঘরে বসিয়া পড়িতেন, বা ছাদের উপর ও উঠানে বেড়াইতেন। অদ্য বল্লভ আপন ঘরে যাইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও এক খানা পুথীর তাড়া নামাইয়া পড়িবার উদ্যোগে পুথীর পাতা খুলিলেন; দুই দণ্ড হইয়া গেল, বল্লভের আর সে পাতা পড়া হইল না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলে বল্লভ পুথীর পাতা বন্ধ করিয়া শয়নাগারে গেলেন; তথাকার দীপটা জ্বালিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে মহাকলরব লাগিল। শব্দ শুনিবামাত্র চমকে উঠিলেন। যদিচ তাঁহার স্বভাব ভীরু নহে, কিন্তু অকস্মাৎ রাত্রিকালে জন-কোলাহল শ্রবণে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিয়া শয়ন-গৃহ ত্যাগ করত বাটীর ছাদে উঠিলেন এবং দেখিলেন যে, রায়দুর্গের দিকে আলোক ও ঐ দিকেই শব্দ হইতেছে। রামনারায়ণের অনেক উলুর ঘর ছিল। তাহাতে আগুণ লাগিয়াছে বোধে, বল্লভ ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়া দ্বার খুলিয়া যেমন বেরুবেন, অমনি টিকটিকি পড়লো। এ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বাটীর বাহিরে গেলে পায়ে হোঁচট লাগিল। বল্লভ ভীত হইয়া কিছুক্ষণ স্থির চিত্তে দুর্গানাম জপ করিয়া পুনরায় গমনোন্মুখ হইবামাত্র, তাঁহার স্কন্ধ হইতে উত্তরীয় খসিয়া পড়িল। ক্রমে কোলাহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বল্লভ তাড়াতাড়ি উত্তরীয় তুলে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন, ও রায়-গড়ের দিকে দৌড়লেন। দেওয়ানজীর দ্বারের উপর দিয়ে রায়গড়ের পথ। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বল্লভের বুকটা চমকে উঠলো। দেখেন, দ্বারের ভিতর একটি অল্প-বয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। তাহাকে দেখে বল্লভ দাঁড়ালেন ও তাহার পানে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালাটি তাঁহাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল। বল্লভ ঠায় দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কেও প্রভাবতী নাকি? তুমি যে এখন জেগে, তোমাদের দরজা এখনও খোলা কেন?" প্রভাবতী বলিল। "রায়দুর্গের দিকে কি একটা গোল উঠেছে, আলোও দেখা যাচ্ছে, তাই বাবামহাশয় উঠে দেখতে গেছেন। বোধ হয় পাঠানের হ্যাঙ্গামা। বাটীর সকল পুরুষ, কেউ লাঠি, কেউ তলওয়ার কেউ তীর লয়ে দৌড়ে গেছে। বাবামহাশয় বেরুলেন, তাই আমিও দরজায় এসেছি, কিন্তু তুমি কোথা থেকে?"

বল্লভ বলিল। "আমিও গোল শুনে রায়দুর্গে যাচ্ছি, তুমি এখন ঘরে যাও।" এই বলিয়া দ্রুতবেগে রায়দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

প্রভাবতী "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল; "তুমি যেও না। ওখানে তুমি গিয়ে কি করবে, ঐ শুন্‌ছো না ওখানে কাটাকাটি হচ্ছে। তোমার হাতে অস্ত্র নাই, তাতে তুমি আবার যে ব্যবসায়ী, তোমার হেঙ্গামায় যাওয়া উচিত নয়। তুমি এই খানে থাকো লোকেরা ফিরিয়া আসিলে সব শুনিতে পাইবে।"

বল্লভ বলিল। "না, আমি দেখিয়া আসি।"

প্রভাবতী বলিল। "দেখে তোমার কি লাভ, এত ব্যস্ত কেন? একটু বাদেই শুন্‌তে পাবে। আমি বাবামহাশয়কে যেতে অনেক নিষেধ করেছিলাম। তিনি আমার বারণ কোন মতেই শুন্‌লেন না, এক খানি তলওয়ার লইয়া বেগে চলিয়া গেলেন ও বলিলেন, 'প্রভাবতি! আমরা রায়দুর্গের পালিত। আমাদের রায়দুর্গের বিপদের সময় নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে। আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।' তিনি না যাইয়াই বা কি করেন, রাজ্যের বিপদের সময় রাজমন্ত্রীর নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে।"

বল্লভ বলিল। "তোমার পিতাকে যদ্যপি যাইতে দিয়াছ, তবে আমাকেও যাইতে দাও, রায়দুর্গের বিপদে আমারও উপস্থিত হওয়া বিধেয়। আমিও রায়দুর্গের প্রতিপালিত।"

প্রভাবতী বলিল। তোমার তো অস্ত্র নাই। পিতা রাজকর্মচারী ও অস্ত্রবিদ্যায় পটু। তুমি কখন অস্ত্র চালাও নাই।"

বল্লভ বলিল। "প্রভাবতি! আমার অস্ত্রব্যবসা নাই বটে, কিন্তু গুরু বলে দস্যু তাড়ানের মত অস্ত্রবিদ্যাও শিখিয়াছি।"

প্রভাবতী বলিল। "তা তোমার অস্ত্র কই?"

বল্লভ বলিল। "রায়দুর্গে অনেক অস্ত্র আছে, প্রয়োজন হয় সেই খানেই পাইব।"

প্রভাবতী বলিল। "না তোমার গিয়া কায নাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে তোমার কোন বিপদ ঘটে। আমার পিতার অনুপস্থিতিতে সে খানে রক্ষা করে, এমন লোক নাই; সকলেই ছোট ছোট কর্মচারী, অধ্যক্ষ অভাবে তাহারা নিতান্ত হীনবল। পরামর্শ দেয় এমন লোক নাই—কেবল দুই রাণী ও ইন্দুমতী। তোমার না যাইয়াতে কোন হানি হইতে পারে না।"

বল্লভ বলিল। "প্রভাবতি! সত্য, আমার না যাওয়ায় কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সে কি আমার উচিত? আমি পঙ্গু নহি, তাতে আবার রাজ্যের পোষ্য, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, তাহাই আমার করা কর্তব্য।"

প্রভাবতী বলিল। 'রাজকার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট আছে। কর্মচারীগণ আপন আপন কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেই, তাহাদিগের ধর্ম পূর্বক কর্ম করা হইল। তুমি শিক্ষক, বালকবৃন্দের শিক্ষাদানেই তোমার দেশের কর্ম করা হল। তোমার যুদ্ধ করা কর্ম নহে। চৌকিদার ও শিপাইরা দুর্গ রক্ষা করিবে।"

বল্লভ বাক্যে কালবার জ্ঞান করিয়া কিছু অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কাল

বিচার করিব। এক্ষণে বিচারের সময় নাই, আমি জীবন ধারণ করিতে রায়দুর্গ কখন বিপদে পড়িবে না। ঐ দেখ ক্রমে গোল বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় পাঠানেরা জয়ী হইল। যবনেরা হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে না, কি দৌরাত্ম্য! আমি চলিলাম।"

প্রভাবতী বলিল। "যদি একান্তই যাবে তবে দাঁড়াও, আমি কিছু অস্ত্র ও সময়োপযোগী বস্ত্র আনিয়া দি।" বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যেন তাহার চরণ ভূমি স্পর্শ করিল না। দ্রুত গমনে তাহার আলুলায়িত কেশভার পৃষ্ঠোপরি নব জলধরের ন্যায় দুলিতে লাগিল। প্রভাবতী গোচর-বহির্ভূত হইলে বল্লভ ভাবিল, "বিধি কি ইহাতেই গুণসমুচয় একত্র করিয়াছেন? কিন্তু আমি কি এত পুরস্কারের পাত্র?" একটা বন্দুকের শব্দ হইল। "বন্দুক ও চলিতেছে, তবে ব্যাপার বড় সহজ নহে। ভাল দেখা যাক্. এখন নিশ্চয় জানা গেল না যে কিসের হেঙ্গাম? যবন রাজ্য কি শিথিল। পাঠানরা কি দুর্দম। দেশের শান্তিরক্ষা হইতেছে না। হয়ত এতক্ষণে রায়গড় মারা গেল ও পুরজন বন্দী হল। কচুরায় থাকিলে আজ কখন এমন হইত না। আমি দেখিতেছি এতকাল পরে রায়দুর্গ পরাধীন হল ও রায়বংশ ধ্বংস হলো। রায়বংশেই বা কে আছে? কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে, সেই পিণ্ডদানের একমাত্র আশ্রয়। সংসার কি অনিত্য! এ সকল মায়ার কর্ম। কেহ কাহাকেও নষ্ট করিতে পারে না। তিনিই খড়্গ হইয়া ছেদন করেন, আবার জীব হইয়া ছেদিত হয়েন। উভয়ই তাঁহার লীলা। পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ অলীক। তিনিই যমরাজ, আবার পাপী।" বলিয়া বল্লভ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, ও হেঁটমুণ্ডে নিস্তব্ধ হইল। কিছু ক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া "প্রভাবতী যে এখনও এলো না। আমার আর বিলম্ব সহে না। আমি যাই।" বলিয়া, আর একবার অন্তঃপুরদিকে চাহিয়া দেখিল। প্রভাবতীও সেই সময়ে ব্যস্তে বহির্গত হইয়া বলিল। "অস্ত্রঘরে চাবি ছিল, তাহা খুঁজিয়া পাই নাই, চাবি ভাঙ্গিয়া এই সব আনিয়াছি। এই লও ধনু, এই তূণ, তনুত্রাণ (১) ইহা গুজরাটের নির্মিত। এই লও পারস্য দেশের তলবার, এই লও বল্লম। একটা বন্দুকও আনিয়াছি। শুনিলাম রায়দুর্গে বন্দুকও চলিতেছে, এইটেতে গুলি ও বারুদ আছে। তুমি কি বন্দুক ছুড়িতে জান?"

বল্লভ "এ সকল অস্ত্রে জয় করা যায় না এমন শত্রুই নাই। দাও" বলিয়া বন্দুক লইয়া দেখিল ও তাহায় বারুদ আর গুলি পূরিয়া লইল। একটা সূতার দড়িতে আগুন লাগাইয়া সসজ্জীভূত হইয়া রায়দুর্গের দিকে চলিল।

প্রভাবতী "ঈশ্বর তোমার জয় করুন" বলিয়া বিদায় দিল. বল্লভ যতক্ষণ তাহার দৃষ্টি পথ অতিক্রম না করিল, ততক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার দিকে দেখিল, পরে মৌন হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই এক জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ঐ দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল। "প্রভা-

(১) লৌহময় বর্ম।

বতি! তোমার পিতা তাঁহার বন্দুক চাহিতেছেন, শীঘ্র দাও, বিলম্ব করিও না, সমূহ বিপদ। অতিথি-ফিরিঙ্গীরা প্রায় গড় দখল করিয়াছে। সৎকর্মের এই ফল। অজ্ঞাত-কুলশীলকে বাস দেওয়ায় এই লাভ। হিতে বিপরীত। কিন্তু আমাদের যোদ্ধা দল কিছু নিতান্ত হীনবল নহে; তাতে আবার তোমার পিতা সেনানী।” প্রভাবতী মুহূর্ত্তমধ্যে রৌপ্য জড়িত ও নানাবিধ প্রস্তরখচিত ছোট একটি বন্দুক আনিল ও তাহার সঙ্গে বারুদ ওগুলির তোরড়া দুটাও আনিল। এ বন্দুকটীতে চকমকির পাথর ছিল। বন্দুকটি অশ্বারোহীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পথে বল্লভকে দেখিয়াছ?” অশ্বারোহী বলিল। “হাঁ বল্লভ দ্রুতবেগে রায়দুর্গে প্রবেশ করিয়া অতি তীক্ষ্ণশরে দুই তিন জনা ফিরিঙ্গিকে বিদ্ধ করিয়াছে, ও যেখানে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, সেই খানে গিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেছে। গ্রামের গুরুমহাশয়ের যে এত ক্ষমতা, তা আমিত্ জানি না। আমাদের অনেকের অপেক্ষা সাহসী ও রণশাস্ত্রে নিপুণ। পণ্ডিতকে কোন কর্ম্মই আটক খায় না। কিন্তু অদ্যকার যুদ্ধে বোধ হয় সুবিধা। যে এক জন অশ্বারোহী যোদ্ধা, অদ্য সায়ংকালে গড়ে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই বোধ করি অদ্যকার মানরক্ষা করিবেন। কি অমানুষী সাহস! কিইবা যুদ্ধ প্রণালী! সার্থক রে সেই দেশ যেথা সে জন্মেছে! সার্থক রে সেই গর্ত্ত যে তারে ধরেছে!” বলিয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল।

প্রভাবতী, দ্বারের প্রস্তরময় সোপানে বসিলেন ও ললিত বাহুলতার করপদ্মে কোমল কপোল ন্যস্ত হইল। কেশপাশ মণিবন্ধ আচ্ছাদন করিয়া সব্যজানু আবৃত করিল; তাহাতে মৃদুমন্দ সমীরণে উর্ম্মীসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন অতলস্পর্শ হ্রদের মসীবর্ণ জলে আকাশস্থ ঘন মেঘের প্রতিবিম্ব বায়ুচালনে নৃত্য করিতেছে। এক একবার পবনসঞ্চারে কেশরাশির মধ্য হইতে শরীরের বিমলকান্তি,তমাল তরুর শ্যামল পল্লবচ্ছেদ দিয়া চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তাহার নির্ম্মল নেত্র অবনত হইয়া যেন ধরার তৃণচয়ের রূপ একতান হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদুমন্দে নিশ্বাস বহিতে লাগিল ও তুঙ্গস্তনদ্বয় অতি অল্পে অল্পে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। শিথিল বসন কক্ষাল হইতে খসিল, বক্ষস্থ-বস্ত্র ঘর্ষণে নীলীকৃত কুচবৃন্তদ্বয় দেখা দিল। বক্ষঃস্থল সুগোল, একটি টোল নাই। কুচদ্বয়, কক্ষের ও বক্ষের কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রেয়সীর হৃদয়স্থিত পুরুষ ব্যতীত আর কেহ দূর হইতে বলিতে পারে না। আহা বাহুমূলের কি ভাব; আর স্কন্ধদেশেরই বা কি মাধুরী! অবনত মুখচন্দ্রকে পশ্চাৎ হইতে মৃণালের মত কণ্ঠদেশেই বা কি শোভা দিচ্চে! অধর প্রফুল্ল; গোলাপের পাবড়ির মত কি ভাবে উলটে পড়েছে ও কি রঙ্গ, ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ, যেন পাতলা আলতা গুলে দেওয়া হয়েছে। অধরোষ্ঠের মধ্য স্থলটি একটু টেপা যেন ঐ স্থান হইতে বক্ররেখাদ্বয় দুই দিকে ওষ্ঠের শেষে গিয়াছে। ওষ্ঠও তদনুরূপ, ওষ্ঠের উপরে ও নাসার অগ্রভাগের নীচে যেন পঞ্চকোণ একটি খাদ আছে। খাদের নিম্নের তিনটি কোণের কাছে ক্রমে খাদটি পূরে এসেছে। নাসিকা সটান। কপাল হইতে নামিয়াছে।

নাসামূল কোথা আর কপালের শেষ কোথা, কিছুই বলা যায় না; কেবল ভ্রূযুগ্মদ্বয়ের ঈষৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল লোমের আরম্ভ মাত্র। ভ্রূলোম এই স্থান হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষুর অপর কোণ অতিক্রম করিয়া প্রায় গুল্ফ (১) নবীন লোমের গুচ্ছকে স্পর্শ করিয়াছে। সমস্ত মুখটি বাদামে। গোল নহে, লম্বাও নহে। মুখটি যেন রসে ঢল ঢল করিতেছে। প্রভাবতীর ঠোঁট দুটি ঈষৎ খোলা, বোধ হয় যেন কি বলবেন। ওষ্ঠদ্বয়ের বিচ্ছেদ দিয়া মুক্তার মত শুভ্র ও সজ্যোতি দন্তপংক্তি দেখা যাইতেছে। দন্তগুলি ছোট ছোট ও সব সমান; যেন সূতা ধরে বসান হয়েছে! ঘন, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, অথচ তাহাদিগের মধ্যে ফাঁক্ নাই। প্রভাবতী একাকী বহুক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিকট শব্দ হইল, বোধ হইল যেন কোন ভাষার জয়ধ্বনি। প্রভাবতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ও অমনি দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল। "একি ক্রন্দনের শব্দ পাই যে। মৃত্যুর কি ভয়ানক শব্দ। বল্লভের কি হইল; পিতাই বা কি করিতেছেন।" পুনরায় অতীব দুঃসহ মৃত্যুযাতনার শব্দ উঠিতেই প্রভাবতী শব্দ উদ্দেশে দৌড়িল, কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই প্রত্যাগমন করিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অল্পক্ষণ মধ্যে কটিদেশ বদ্ধ করিয়া, মল্লবেশে, খড়্গ ও বরষা হাতে লইয়া রায়গড়ে চলিল।

প্রভাবতী বালিকা। অল্প বয়সে মাতৃহীনা হওয়াতে, রাজমন্ত্রী অনঙ্গপালের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। অনঙ্গপালও প্রভাবতীর অমতে কোন কর্ম্ম করিতেন না। সর্ব্দাই প্রভাবতীকে সঙ্গে লইয়া রায়গড়ে যাইতেন। প্রভাবতী স্বভাবত অত্যন্ত চঞ্চলা, তাতে আবার পিতার শাসন নাই বলিয়া, এককালে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্দা রাজব্যাপার স্বচক্ষে দেখায় অত্যন্ত সাহসী ছিল। এক্ষণে পিতার আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া অস্থির হইল। বল্লভের কুশলচিন্তাও ততোধিক। আপনিই যোদ্ধৃবেশে তত্ত্বাবধারণে বহিষ্কৃতা হইল। পথে শঙ্করের সহিত দেখা হইল। শঙ্কর প্রকৃত যোদ্ধৃ-বেশে অশ্বারোহণে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে পঁচিশ জন অশ্বারোহী, সকলেই অস্ত্রবান্ ও দীর্ঘবপু, কেবল শঙ্কর তাহাদের মধ্যে খর্ব্ব। শঙ্করের দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড বল্লম। বল্লমের উপরে ধ্বজা। শঙ্কর আপনার পায়ের উপর বল্লমের অপর দিগটি রাখিয়া অতিবেগে অগ্রসর যাইতেছে। পঁচিশ জন অশ্বারোহী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝনর ঝনর করিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর প্রভাবতীকে দেখিয়াই অশ্ববেগ সংযত করিয়া কহিল। "দেবি! আপনার এ বেশ কেন, আর কোথায় বা যাইতেছেন?"

প্রভাবতী বলিল। "দুর্গ রক্ষার্থে যাইতেছি"।

শঙ্কর বলিল। "যদি দুর্গে রণক্ষেত্রে যাইবেন, তবে এক অশ্বে চলুন," (প্রভাবতীর চমক ভাঙ্গিয়া গেল) কহিলেন "ভাল বলিয়াছ তা আমি এখন অশ্ব কোথা পাই।"

---

(১) জুলফী

শঙ্কর। "আমার অশ্ব লউন। ভাল হইল, আমরা আপনার অধীন হইয়া যাইব।" বলিয়া, আপনার অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইল। ও আপনার বর্শা দেবীকে দিয়া, অপর এক জনের অশ্বে আপনি চলিল। প্রভাবতী অশ্বে আরোহণ করিলে তাঁহার মূর্তি আর একভাব ধারণ করিল। এক্ষণে যদিও কোমল অঙ্গের কিছু কাঠিন্য হইল না, কিন্তু দর্শনে অত্যন্ত ভয়ানক হইল। কঠিন উষ্ণীষ তাহার কবরী বদ্ধ করিয়া মণিখচিত কিরীটের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। গলে মুক্তার হার, হীরকের কণ্ঠী। বক্ষঃস্থলে কাঁচুলী আঁটা। তাহার উপর লৌহের দুর্ভেদ্য বর্ম। দক্ষিণ পার্শ্বে তলবারী। বামস্কন্ধে বন্দুক, ও বামহস্তে সপতাকদৃঢ়মুষ্টিধৃত শেল। প্রভাবতী সেনানী হইয়া কি অপূর্ব প্রভা বিতরণ করিতে লাগিল। সৈন্যদলেরইবা কি অননুভবনীয় স্ফূর্তিউদ্ভাবিত হইল। সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। তিনি দক্ষিণ করে তূরী ধরিয়া অসহ্য নাদে ধ্বনি করিলে, তূরীনিনাদে চতুর্দিক্ কাঁপিয়া উঠিল। শব্দ চারি দিকের গাছে ঘোষিল। পল্লীতে ঘোষিল। রায় গড়ের প্রাচীরে ঘোষিল। তুমুল শব্দে দেশ পূরিল। সংসার ভেদিয়া আকাশে অনুনাদিত হইল। মেঘচয় মান্য করিয়া জোরে উত্তরিল। শত্রুর হৃদয় বিদারিত হইল। দূরের কল্লোল নিস্তব্ধ হইল। সৈন্তদিগের ঘূর্ণিত নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। এক লম্ফে অশ্বগুলি নয়নের অগোচর হইল। আর কিছুই শুনা যায় না। ক্রমে দূরস্থ কল্লোল আবার বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও অশ্বপদাঘাত শব্দ ক্ষীণ হইয়া জনকল্লোলে আবৃত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

"জ্বলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাস্কন্দতি ভস্মনাং জনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ সুখমুজ্ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ॥"

বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে প্রতাপাদিত্যের স্কন্ধাবারে (১) বড়ই গোল। যমুনা-পরুইয়ে আসা অবধি মহারাজ একদিনও আপন ঘর হইতে বাহির হন নাই। অদ্য বাহিরে আসিয়া সৈন্যবাহিনী দেখিবেন এই সমাচার শিবির মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল। সকলেই সযত্নে আপন আপন অস্ত্র ও বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে। কেহবা ভাল করিয়া আপনার ঘোড়াটির গা মোছাইতেছে ও পরিপাটী করিয়া তাহার উপর পর্য্যাণ (২) দিতেছে। ছাউনির মধ্যস্থানে রাজতাম্বু। তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। ঐ তাম্বুটির উপর ছিট দিয়া মোড়া। উহা সকল তাম্বু অপেক্ষা বড় ও উৎকৃষ্ট। উহার উপর চারিটি সোণার কলস। উহার দড়িগুলি রঙ্গবরঙ্গের রেসমের। উহার ভিতরে

(১) রাজ সমীপস্থ সেনামণ্ডলীর ছাউনী—Encampment. (২) জিন্।

মখমলের উপর জরির কায করা। উহার চতুষ্পার্শ্বে এক বিঘার মধ্যে আর তামু নাই। চারি দিগেই সওয়ার পাহারা। তামুটি অন্যান্য তামু অপেক্ষা দুই তিন গুণ উচ্চ, সকল তামু যেন তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত। তামুর চারি দিক্ খোলা। তাহার ভিতরে আমাড়ি সমেত হাতি যাইতে পারে এমত উচ্চ। তামুর মধ্যে এক উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনটি পিতলের। তাহার দাণ্ডিগুলি রূপার ও ছত্রিটি সোণার। চারিদিক্ হইতে মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে। তামুর কিছু অন্তরে চারিদিক্ জুড়িয়া আর ছটি তামু ছিল। সে ছয়টি প্রধান অমাত্য, সেনানী ও আমীরের। ইহাদের চতুর্দিকে ন্যূন সংখ্যা চারিশত তামু আছে, এই সকল তামুতে রাজার সেনা। স্কন্ধাবারের চতুর্দিকে প্রতোলীপ্রাকার। (১) তাহার নীচেই গম্ভীর পরিখা। (২) সেই পরিখার উপর দিয়া পশ্চিম দিকে একটি পালী। (৩) পালিটী প্রায় ত্রিশ হাত পরিসর। স্কন্ধাবারের সেতু হইতে পশ্চিমবাহিনী বরাবর সুপ্রশস্ত রাজপথ কিছু দূর গিয়াই উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি শাখা দিয়াছে। শাখাদ্বয়ও অত্যন্ত বিস্তৃত। চতুষ্পথের পরেই উত্তর-দক্ষিণবাহিনী রাজপথের উপর, পশ্চিমবাহিনী রাজপথের পার্শ্বে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাসমন্দির। তাহার চতুর্দিকে বৃহৎ খাদ। খাদের উপর দিয়া একটি মাত্র সেতুর উপর সুবিস্তৃত পথ। খাদের উপরই মাটির উচ্চ প্রাকার। প্রাকারটি সম্মুখের দিকে সটান উচ্চ। ভিতর হইতে ক্রমে গড়ানে। প্রাকারটির পর ছোট ছোট ইটের ঘর; তাহাতেই রাজকর্ম্মচারীদিগের বাস। এক সারি ঘরের পর একটি অল্প পরিসর পথ। পথের পরই কতক গুলি ছোট ছোট ঘর; সে গুলিতে সামান্য দাস দাসী বাস করে। তাহার পর প্রশস্ত রাজমার্গ। তাহার পর মহারাজের উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে মহারাজের আবাস। আবাসদ্বার হইতে উদ্যান ভেদ করিয়া বরাবর সেতু দিয়া পূর্ববাহি বর্ত্ম স্কন্ধাবারের সেতুতে গিয়া মিলিয়াছে।—রাজবাটীর মধ্যে মনোরম মহা-মৌলবলাবৃত গুপ্তকোষগৃহ। লব্ধনামা (৪) হস্তিসকল ও মনোজবগামী (৫) ঘোটক রাজমন্দিরের নিকট স্থাপিত। নৃপতির দ্বারদেশে সসজ্জ যুদ্ধযোগ্য মহাদন্তী (৬) ও সসজ্জ বেগবান্ তুরঙ্গের উপর যোদ্ধা। উদ্যানের মধ্যে উচ্চ মুরচার উপর নহোবত।

ছাউনির বাহিরে মাঠ। মাঠের উত্তর পার্শ্বে এক বড় রাঙ্গা চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে। সেটাও অত্যন্ত উচ্চ। সেখানে সিংহাসন নাই, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড রৌপ্যখচিত চৌকি পড়িয়া আছে। তাহার দুই পার্শ্বে আরও দুইটা চৌকি। সেখানেও পাহারা, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহী নহে। চন্দ্রাতপের সম্মুখে মাঠের দিগে এক বড় ধ্বজায় (৭) প্রশস্ত

(১) দুর্গের চতুর্দিকের উচ্চ প্রাচীর। Ramparts.
(২) গড় খাই। (৩) দুর্গের দ্বারের প্রধান সেতু।
(৪) যে সকল হস্তি নাম ধরিয়া ডাকিলে উত্তর দেয় অর্থাৎ সুশিক্ষিত।
(৫) অতি দ্রুতগামী অশ্ব। (৬) বৃহদ্দন্ত হস্তি। (৭) নিশানের দণ্ড

নিশান উড়িতেছে। ধ্বজার নিচেই এক জন অশ্বারোহী। ছাউনির মধ্যে সৈন্যেরা কেহ ধুতি পরিয়া, কেহবা শুদ্ধ পায়জামা, কেহবা উলঙ্গমুণ্ডে, এ তামু হইতে অন্য তামুতে, কাহার কি প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে।

প্রধান অমাত্যের তাম্বুর একটি দ্বার,—দ্বারটি প্রহরিদ্বয়রক্ষিত। দূরে একটি ভেরি ও ঝর ঝর করিয়া তাসা বাজিয়া উঠিল। ছাউনির মধ্যে লোকেরা আরও ব্যস্ত হইল, ছুটা ছুটি বৃদ্ধি পাইল। এমন সময় অমাত্যের দ্বারে এক জন অশ্বারোহী আকারে বোধ হয়, কোন আমীর হইবেন, আসিয়া পৌঁছিল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এক জন প্রহরীর হস্তে তাহার বল্‌গা দিয়া, তাম্বুর ভিতর চলিয়া গেল। প্রতি পদে পদে তাহার পার্শ্বস্থিত তলবারী ভূমিস্পর্শ করাতে কেমন অনির্ব্বচনীয় সুতান মিষ্টশব্দ হইতে লাগিল।, অমাত্য সসজ্জ হইয়া এক চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিল। সম্মুখে এক জন বাটায় পান লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ আমীরটিকে তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সম্ভ্রমে কহিল "এস হজুরমল আমিও প্রস্তুত।" হজুরমল এক জন পাঠান ধনী; প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে বাস করেন; পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন পরে প্রতাপাদিত্য মহারাজের আয়াসে ও অনুগ্রহে সহস্র অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ। হজুরমল যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ঐ চারপাইয়ে বসিলেন। অমাত্য কহিল। "কেমন তোমার সহস্র অশ্ব কি প্রস্তুত হইয়াছে?"

হজুরমল বলিল। "তাহারা সকলেই প্রস্তুত, আমি তাহাদের ছাউনি দিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সকলেই আপন আপন অশ্বের নিকট দাঁড়াইয়া কেহ পান খাইতেছে, কেহ জল ও সরবত পান করিতেছে। তাহাদিগের জন্য আমাকে কখন মাথা নোয়াইতে হইবে না।"

অমাত্য কহিল। "আমি তা জানি, তোমাকে তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসে। যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহারা সর্ব্বদা সেই রূপই আচরণ করে। তুমি কি আমাদিগের সেনানীর নিকট হইতে আসিতেছ?"

হজুরমল বলিল। "না আমি বরাবর আপন শিবির হইতে আসিতেছি, কিন্তু বোধ হয় কৃষ্ণনাথ প্রস্তুত আছেন।"

অমাত্য কহিল। "মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্র পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবেন। বোধ হয় সৈন্য সামন্ত অধিকাংশ রায়গড়ে রাখিয়া, কেবল তোমার হাজার অশ্বারোহী লইয়া সপ্তাহের মধ্যে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন।"

হজুরমল বলিল। "গত সন্ধ্যায় রাজার নিকট গিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, শুনিলাম, তিনি অসুস্থ আছেন; তবে আজ কেন সৈন্য দেখ্‌বেন বলে আদেশ বেরুলো?"

অমাত্য উত্তরিল। "রাত্রে আমি যখন রাজসম্মুখে গেলাম, তখন মহারাজ কহিলেন, 'বিজয়কৃষ্ণ! আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, চল, যে উদ্দেশে যশোর হইতে আসিয়াছি, সেখানে যাই। পুরুষোত্তম অতি পবিত্র স্থান, তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।

তাহাতে আমি কহিলাম, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য ; কিন্তু এত সৈন্য সামন্ত কোথায় লইয়া যাইবেন ? ইহারা কি যশোরে ফিরিয়া যাইবে তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন ' না, আমি কেবল হজুরমলের সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পুরুষোত্তমে যাইব ; তোমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। তোমার পুত্র মালিকরাজ তোমার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া যশোরে ফিরিয়া যান। কৃষ্ণনাথ অপর সমস্ত সেনা লইয়া রায়গড়ে আমার প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা করুন।' আমি বলিলাম, রায়গড়ে যে কৃষ্ণনাথকে আপনার এত সৈন্য সমেত থাকিতে কহিলেন, তাহাতে অনঙ্গপাল আপত্তি করিতে পারে। মহারাজ কহিলেন 'কেন আপত্তি করিবে ? রায়গড় কি আমার অধিকারের অন্তর্গত নহে ? আর অনঙ্গপালই বা কে ? আমি তাহাকে রায়গড়ের দেওয়ানি দিই নাই।' আমি বলিলাম, মহারাজ! সত্য আপনি তাহাকে দেওয়ানি দেন নাই, কিন্তু রায়গড়ও বহুদিন অবধি আপনার অধীন বলিয়া স্বীকার করে না। আপনার সিংহাসনে অভিষেকের পূর্ব, আপনার খুড়া ৺ বসন্ত-রায় মহারাজ রায়গড়ে বাস করেন ও অত্রত্য বর্দ্ধমানাধিপতির দখলের অনেক মহল তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, কতক বা নবাবের অনুমতি ক্রমে, আর অনেক আকবর পাত-সাহের ফরমান্ বলে, দখল করেন ইহাতে মহারাজ কহিলেন 'সে কথা পরে হইবে, এক্ষণে কল্য আমার সৈন্যবল দেখিব ; দুই প্রহরের প্রাক্কালে সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দাও,' সেই আজ্ঞামত আমরা সকলে প্রস্তুত হইতেছি। তিনি শারীরিক অসুস্থ আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র বোধ হয় সৈন্যদল বিদায় দিয়া পুরুষোত্তমে যাইবেন। আমার বোধ হয় তাহার পূর্বে একবার রায়গড়েও যাইবেন ও লস্করপুরে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যাহা হউক সৈন্য চালন ও সন্দর্শন মহারাজের ও সৈন্যদলের শ্রেয়ঃ।

হজুরমল বলিল। "মহারাজের বর্দ্ধমানাধিপের সহিত কি কিছু প্রয়োজন আছে ? না কেবল আত্মীয়তা প্রকাশ মাত্র।"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "নিতান্ত অনাবশ্যক নহে। বোধ হয় কোন প্রয়োজন আছে ; শুনিলাম আরাকানের অধিপতির ভ্রাতা অনুপরাম এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাজের সহিত আছেন।"

হজুরমল বলিল। "বর্দ্ধমানের রাজার আরাকানের রাজার ভ্রাতার সহিত কিছু পরা-মর্শ আছে ; নতুবা সেই বা কেন এখানে আসিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "ঐ নাও সূর্যকুমার আসিতেছে।" সূর্যকুমারের প্রতি। "এস ! এত বিলম্ব কেন ?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় ! নমস্কার ! হজুরমল যে, তুমি কতক্ষণ ? আমি এই তোমার তামু দিয়া আসিলাম, শুনিলাম, তুমি অতি অল্পক্ষণ হইল তোমার হাজারের দিগে গিয়াছ। তবে বিজয়কৃষ্ণ ! এখনও যে ঘরে বসে ? রাজার বাহিরে আসিবার কি সময় হয় নাই ? এখন যদি না আইসেন, তবে কি বৈকালে সৈন্য দেখবেন। অদ্য সন্ধ্যার সময় চন্দ্র নাই যে জ্যোৎস্নায় আমরা বেড়াইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তা তোমার এত ভাবনা কেন? আর এখনই বা বৈকাল কোথা, সবে এই দেড় প্রহর মাত্র। কই হজুরমলের তো কিছু চিন্তা হচ্চে না।"

সূর্যকুমার বলিল। "হজুরমল গাধা চালাবেন, তাতে রাত্রি হইলেই ভাল। আমার তো তা নয়। হজুরমলের মত রাত্রে আমার চক্ষু জ্বলে না। প্রকৃত যোদ্ধা কখন অন্ধকারে ঢেলা মারেন না।"

হজুরমল বলিল। "মহাশয়! বাবাজীর বড়াই টা শুনলেন। মোটে ওঁর গোটা-কতক ছেঁড়া ঘোড়া, তারই এত গর্ব।"

সূর্যকুমার বলিল। "ছেঁড়া ঘোড়া! এঃ, আমার একটা ঘোড়ার বল তোমার সমস্ত সহস্র সহ্য করিতে পারে না। সে দিন যখন বসন্তরায়ের বাটী গিয়াছিলাম, তখন কে পেছিয়ে পড়লো। সব ভুলিলে না কি?"

হজুরমল বলিল। "হাঁ সেতো বড়ই বাহাদুরী। আমাদিগের ঘোড়া তো গোসাপ নয়, যে ধানের ভিতর দিয়ে জলসাঁতরে রাত্রিকালে যাবে।" (বিজয়কৃষ্ণের প্রতি) "আপনি সে দিন ছিলেন না। আঃ কি ভয়ানক, যখন মহারাজ আদেশ দিলেন যে অদ্যই বসন্ত রায়ের বাটী এই পত্র লইয়া যাইতে হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাতে কি তোমাদের যেতে হল। কেন পত্র বহাতো সামান্য কায।"

সূর্যকুমার বলিল। "না মহাশয়! সে বড় সামান্য কায নয়। যেতেন তো টের টা পেতেন। মহারাজ বসন্তরায়ের বাটী হইতে যে দিন ফিরিয়া আসিলাম, সেই দিন রাত্রি আড়াই দণ্ডের সময় আমাকে ও ঐ যোদ্ধা মশাইকে (বলিয়া হজুরমলের প্রতি ইঙ্গিত) ডাকাইয়া কহিলেন 'তোমরা দুইই আমার প্রিয়পাত্র। তোমাদের দ্বারা একটি কর্ম সমাধা করিতে চাহি, প্রস্তুত আছ?' ইহাতে হজুরমল কহিল 'আপনার কর্মে আমাদিগকে কবে অপ্রস্তুত পাইয়াছেন? আজ্ঞা বলুন।' আমি কিন্তু মুখে গোঁ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে মহারাজ আমাদিগের উভয়কে বসিতে বলিয়া কহিলেন 'দেখ আমি তোমাদিগের যে কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা আপাততঃ সামান্য লোকের কর্ম বোধ হইবে, কিন্তু ফলে তাহা নহে।' হজুরমল বলিল 'মহারাজ? তাঁহার এত ভূমিকায় প্রয়োজন কি, আপনার আজ্ঞার বৈধাবৈধ আমরা কখন বিচার করি না—ও আপনার আজ্ঞার অতিরিক্ত কোন কর্ম'ই করি নাই। তবে কেন এ সকল বিবরণ?' মহারাজ কহিলেন, 'আমি তা জানি কিন্তু এ সকল না বলিলে আমার মন সুস্থির হয় না—ইহাতে কিছু তোমাদিগের মানে খর্ব করিলাম না, হজুরমল কহিল 'আজ্ঞা করুন' রাজা বলিলেন 'মহারাজ বসন্তরায় খুল্লতাতের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা মাতার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। আমি যখন রায়গড় হইতে আসি, তখন, তিনি আমাকে আমার নিকটস্থ সৌগন্ধ্যার রায় মহাশয়ের ঔষধ পাঠাইতে অনুরোধ করেন। আমি সেই ঔষধ তোমাদের দ্বারা পাঠাইতে ইচ্ছা করি। ঔষধের সহিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা পত্র

দিব, তাহা খুড়ী ঠাকুরাণীর হস্তে দিবা, তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা অবিচারে পালন করিবা। পথ অত্যন্ত দুর্গম, সাবধানে যাইবা, কল্য প্রাতে তাঁহার অনুমতি লইয়া যত শীঘ্র পার আমাকে সমাচার দিবা। ইহাতে তোমাদিগের কি মত?' মহারাজের কথা সাঙ্গ না হইতেই হজুরমল কহিল 'মহারাজের ইচ্ছাই আমাদিগের কর্ম করিবার প্রণালী, ইহাতে আমাদিগের মতামত নাই।' মহারাজ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 'কেমন সূর্য্যকুমার তুমি কি বল?' সূর্য্যকুমার কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, কহিলেন যত দূর পর্যন্ত ধর্মের সহিত সঙ্গত হয় ও সূর্য্যকুমারের নিজের স্বার্থের প্রতিকূল না হয় 'সূর্যকুমার মহারাজের আদেশ ততদূর অতিক্রম করেন না।' মহারাজ কহিলেন 'তোমার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমি যাহা কহিলাম তাতে তোমার ধর্মের কিসে বিরুদ্ধ হইল। তুমি কি আমার বিত্তভোগী নও।' আমি মহারাজের এই কথায় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, মহারাজের কিসে আমি বিত্তভোগী? মহারাজ আমায় কিছু অতিথিশালার অন্নদান করিতেছেন না! মহারাজের দ্বারে আমি ভিক্ষুক নহি। মহারাজ পূর্ব পুরুষদিগের রাজ্য আমার অজ্ঞানাবস্থায় বলে অধিকার করিয়াছেন, আবার এক্ষণে আমি মহারাজের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বলিয়া আমাকে কিছু জায়গীর দিতেছেন। রাজা বলিলেন 'আমিত তোমাকে জায়গীর দিতে বাধ্য নহি। তাতে আবার তুমি যেরূপ সৈন্যাধ্যক্ষ তোমার পদোপযুক্ত জায়গীর হওয়া কর্তব্য। তুমি দশজন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ, তোমার একশত বিঘা জায়গীর বিধেয়। আমি কিন্তু তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া দুই শত গ্রাম দিয়াছি। তাহাতেও তুমি অসন্তুষ্ট।' আমি কহিলাম, মহারাজ! দিল্লীশ্বর যদি আপনার ছত্রদণ্ড বলপূর্বক লইয়া তাহার পরিবর্তে সহস্র গ্রামের জায়গীর দেন আপনি কি তাহাতে সুখী হন।' আমার সহিত এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হইতে হইতে মহারাজের ক্রমে চিত্ত-চাঞ্চল্যে ক্রুদ্ধ হইলেন। 'আমি তোমাকে রাজ্যচ্যুত করি নাই। তোমার পিতার কাল হইলে, তুমি বালক, রাজ্য শাসনে অক্ষম, তোমার রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল তোমার রাজ্যে এমন লোকছিল না যে, সে সকল উপদ্রব দমন করে। দেশের হিতসাধন উদ্দেশে, তোমাকে শিক্ষাদানাভিলাষে স্বয়ং তোমার রাজ্য ভার লইয়া শান্তি রক্ষা করিলাম। তোমাকে শিক্ষা দিলাম। অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে দুই শত গ্রামের অধিকারী করিলাম। ইহাতেও তুমি অসন্তুষ্ট! রে কৃতঘ্ন! দুরাচার, আমার সম্মুখ হইতে বহিষ্কৃত হও।' বলিয়া চক্ষু দুটি রক্তিমা বর্ণ করিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। হজুরমল কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। কোপে আমার অধর কাঁপিতে লাগিল, আমি অন্ধকার দেখিলাম। ক্ষণেক পরেই প্রতাপাদিত্য আবার ঐ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হজুরমলকে 'ধর এই ঔষধটি নাও, এই পত্রটি বিমলাদেবীর হস্তে দিবে,' বলিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তোমাদিগের এত হাঙ্গামা হইয়াছিল তা আমিত কিছু শুনি নাই। তার পর?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেন হজুরমল রাজপত্র ও ঔষধ লইয়া আপন শিবিরে আসি-য়াই গমনের উদ্যোগ পাইলেন। আমি সেই ঘরেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক একবার আমার জীবনে ঘৃণা হইতে লাগিল ও এক একবার প্রতাপাদিত্যের উপর ক্রোধ জন্মিতে লাগিল। আমার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ছাউনি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা গমন করি। কখনও দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, আপনার রাজ্যে যাই ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া তাহাদিগের নিকট আমার জীবন সমর্পণ করি। তাহারা আমার পিতার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া অব-শ্যই আমার প্রতি দয়া করিবে ও আমাকে পুনর্বার সিংহাসনাভিষিক্ত করিবে। প্রতাপা-দিত্যের সেবাপেক্ষা বাদশাহ সন্নিধানে যাওয়া হীন কর্ম জ্ঞানে সে মন্ত্রণাও ত্যাগ করি-লাম। যবনের উপর আমার জনমাবধি জাতক্রোধ ছিল। (হজুরমল তুমি রাগ করিও না) প্রতাপাদিত্যের দৌরাত্ম্য আমার শতগুণে ভাল জ্ঞান হইল। এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আমি একা সেই ঘরে, করে নিষ্কোষিত অসি লইয়া পদচালন করিতে ছিলাম, এমন সময় প্রতাপাদিত্য সেই খানে আসিয়া আমার স্কন্ধদেশে হস্ত ক্ষেপ করিলেন। ও কহিলেন। 'সূর্য্যকুমার, বালস্বভাব-সুলভ উগ্রতা ত্যাগ কর। পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হও। আমি কিছু তোমাকে পীড়া দিতে ক্রোধকল্প বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি তখন কেমন হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইলাম। ভাল করি নাই! এখন তোমার নিকট অপরাধী।' মহারাজের এইরূপ বিনীত বাক্য শুনিবামাত্র আমার সমস্ত মন পরিবর্তিত হইল। আমি আপনার অদৃষ্টকে দুষিলাম ও আমার বালক কালের স্নেহ ও অনুগ্রহগর্ভ আবরণ ও বাক্যসকল স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। কহিলাম, মহারাজ! আমার অপরাধ হইয়াছে আমি অকারণ মহাশয়কে অবমাননা করিয়াছি, ক্ষমা করুন্।' মহারাজ আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, সূর্যকুমার! তুমি আমার প্রিয়-পুত্র, আমি তোমার অপরাধ দেখি না। তোমার রাগের কারণ আছে, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুব্ধ হইও না। তোমার মঙ্গলচিন্তা আমার নিত্য লক্ষ্য। বীরবংশে জন্মিয়াছ। বীরস্বভাব বশত আপন রাজ্য লাভে যত্নবান্ হইয়াছ বলিয়া, আমি সন্তুষ্ট বই অসুখী নহি। তোমাকে আমি অপত্য বাৎসল্যের অধিক স্নেহে পালন করিয়াছি, অতএব ইচ্ছা করি, তুমি শীঘ্র কিরীটী হও।' আমি মহারাজের চরণদ্বয় মস্তকে রাখিতে গেলাম। মহা-রাজ আমাকে উঠাইয়া, বসিতে বলিলেন ও আপনিও বসিলেন। আমি বলিলাম, "মহা-রাজা আমাকে অচেতন মাংসপিণ্ড হইতে এত বড় করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বদা যত্নে রাখেন, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি এক্ষণে আপনার কর্মে যাই। আপনার ঔষধের নাম শুনিবামাত্র কেমন আমার মনে অনির্বচনীয় ঘৃণা উপজিল; তাহাতে আমি আপনাকে অযোগ্য রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। অন্যায়াচরণ করিয়াছি, এখন জ্ঞান হইতেছে।' এই বলিয়া আমি দ্রুতপদে গৃহ হইতে নির্গত হইলাম। মহারাজ 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "তোমরা যে অতি সামান্য কথায় বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলে। কি আশ্চর্য ! দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।"

হুজুরমল বলিল। "মহাশয়! সে দিন যদি সূর্যকুমারের মূর্তি দেখিতেন। সূর্যকুমার যেন প্রকৃত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছিলেন। গতিকে আমি বোধ করিয়াছিলাম, বুঝি সূর্যকুমার হইতে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের অভিরুচি।"

বিজয়কৃষ্ণ হাসিয়া চারপাই হইতে উঠিলেন ও বলিলেন। "চল একবার রাজ শিবিরে যাই।" সূর্যকুমার ও হুজুরমল তাহার অনুগমন করিল। শিবিরে মহারাজ এখন আসেননি দেখিয়া তাহারা আবাসে চলিল। কিছু পথ যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ সূর্যকুমারকে কহিল। "তোমার ঘোড়ার বড়াই কি হলো ? ।"

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ আমি রাজদ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া আমার শিবিরে যাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া হজুরমলের নিকটে গেলাম। দেখি মিয়াসাহেব বসিয়া চা খাইতেছেন। বিবিজান পাশের মোড়ায় বসে ঘাড় হেঁট করে আছেন। মিয়াজি নিতান্ত উদাস। আমি যাইতেই কহিলেন 'সূর্যকুমাব তুমি ভাল বলিয়াছ। রাজার কিছু বিবেচনা নাই। এই অন্ধকার রাত্রে জলা দিয়ে পত্র লইয়া যেতে হবে। কেন আমি কি পত্রবাহক। মহারাজের এত পত্রবাহক থাকিতে আমাকে পাঠান কি বিবেচনার কায। আমার হাজারেরা আর আমাকে মানিবে না। আমি যাইব না, ঐ চিঠী, আর একজন সোওয়ার দিয়া পাঠাইব, কি বল ?' আমি বলিলাম, কেন অন্ধকারে কি ভয় হইল ? না বিবির অনুমতি হল না। বিবজানকে ছেড়ে যেতে বুঝি ইচ্ছা হচ্চে না ভাল, ভয় কি, তুমি যাও, আমি বিবিজানের পাহারায় রহিলাম।' হাজারাধ্যক্ষ বলিলেন। (হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোষা করিবেন না।) 'তোমার সকল সময়েই তামাসা, ঐ তামাসার দোষে তখন ধমক খাইয়াছ। কিন্তু তুমি অত কঠিন কঠিন বলিলে কেন ? তোমার কি সাহস! মহারাজ যত বলিতে লাগিলেন, তুমি ততই ফুলিতে লাগিলে,' আমি বলিলাম, 'হজুরমল এখন যাইবে, কি না, কি স্থির করিলে !' হজুরমল বলিলেন। 'আমি যাইব না ; অথচ মহারাজের কর্ম সমাধা করিব। হেকমতে মারিব। এক জন চাষা লোককে পাঠাইব। আর কাল প্রাতে মহারাজের নিকট তাহার সমাচার লইয়া যাইব।' আমি বলিলাম, সেটা ভাল হয় না। মহারাজ অন্য লোক দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তোমাকে পাঠাইবার কোন বিশেষ কারণ থাকিবেক। অতএব তুমি যাও। আমি শিবিরে থাকিব। বিবিকে লইয়া আমোদ প্রমোদে রাত্রি কাটাইব। বিবি এক দণ্ডের তরে তোমার অভাব জানিতে পারিবেন না। বিবিকে কহিলাম। কি বলেন বিবিজান ! বিবি হাসিয়া উত্তর দিলেন। 'তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?' আমি বলিলাম। তবে আর কি। হজুরমল ! উঠ পোষাক লও, চাহ তো সঙ্গে এক জনা অশ্বারোহী লইয়া যাও, আমি বিবির এই খানেই রহিলাম। বিবিজান পোলাও হুকুম দিবেন। বিবি কহিলেন 'সূর্যকুমার।' তুমি যদি

আমাদের পোলাও এক দিন খাও, তবে আর কখন এরূপ উপহাস করিবে না।' আমি বলিলাম, ঠিক্ বলিয়াছ, তোমাদিগের পলাণ্ডুগন্ধি পোলাও খাইলে আর কথা সরবে না, তার কি ?''

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তুমি কি কখন পলাণ্ডু খাও নাই ?"

সূর্যকুমার বলিল। "আপনার মহারাজের অন্তঃপুরে কি পলাণ্ডু যায়, যে একথা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন ?"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "কেন তুমি কি অন্য কোথাও ভোজন কর নাই ?"

সূর্যকুমার বলিল। 'কৈ, আপনি ত কখন নিমন্ত্রণ করেন নাই ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "ভাল তার পর ?"

সূর্যকুমার বলিল। "তার পর হজুরমল বলিল 'উপহাস ত্যাগ কর, এক্ষণকার উপায় কি ?' আমি বলিলাম কেন, তুমি যাও না ? তাহাতে হজুরমল বলিল 'আমি তা পারিব না,' আমি বলিলাম, তবে কেন রাজ-সমীপে স্বীকার পাইলে, স্পষ্ট বলিলে তিনি কিছু মাথাটা কাটিয়া ফেলিতেন না। হজুরমল বলিল। 'সে যা হবার তা হইয়াছে, এক্ষণে কি করা যায়' আমি বলিলাম, চল আমিও যাইব। হজুরমল কিছু আনন্দিত হইল ও মথ তুলিয়া বলিল। 'সত্য? তবে ভাল হইল, দুই জন পরস্পরের রক্ষা করিব।' আমি বলিলাম সে বিবেচনা পরে হইবে; এক্ষণে উঠ। হজুরমল মিশ্রির নিকট বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিল। উভয়ে অশ্বারোহী হইয়া ঔষধ ও পত্র লইয়া ছাউনীর বার হইলাম। বাহিরে যাইয়া হজুরমল বলিল তুমি মত ফিরাইয়া ভাল করিয়াছ। রাজা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী; তোমাকে অত্যন্ত যত্ন করেন। তাঁহার মতানুযায়ী হইলে তোমার কুশল হইবে।' আমি বলিলাম, যাহা হউক তাঁহার মতের বৈপরীত্যাচরণ আমার কর্তব্য নহে।"

"এইরূপ কথা বার্তা হইতে হইতে আমরা উভয়ে রাজমার্গ দিয়া অতিবেগে পার্শা-পাশি করিয়া চলিলাম। রাত্রি যখন দেড় প্রহর, তখন আমরা গঙ্গারামপুরের মাঠে নামিলাম। নিবিড় অন্ধকার, গ্রীষ্মকাল—এক স্পন্দমাত্র বাতাশ নাই, শব্দ নাই, সেই জনশূন্য-মাঠে কেবল আমাদিগের অশ্বের পদাঘাত শব্দ। মাঝে মাঝে শৃগাল, কুকুরের ভীষণ ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। কি ভয়ানক শব্দ! মনে, হইলে হৃৎকম্প হয়। আমি বনে ব্যাঘ্র-শীকার করিয়াছি, তাহার ঘোর-গভীর বজ্রাঘাত-শব্দ শুনিয়াছি, তাহার বিকট যমদ্বার-তুল্য মুখে কঠিন অর্গলসম দংষ্ট্রা দেখিয়াছি। আমার হস্ত স্পন্দমাত্র হয় নাই, আমার বাহুর শীরা শিথিল হয় নাই। আমি স্থিরসন্ধানে তাহার অগ্নিকুণ্ড চক্ষুর্দ্বয় শরে ভেদ করিয়াছি। আমি মদমত্ত বারণের পর্বতগুহাজাত ভীমনিনাদে, অকুতো-ভয়ে তাহার শুণ্ড ধারণ করিয়া তেগা দিয়া ছেদ করিয়াছি। মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হই নাই। তাহার গিরিরাজশৃঙ্গ-তুল্য দশন ও অনায়াস-সিংহস্কন্ধমাথী ভীষণশুণ্ডাকার পাদো-ত্তোলনে তাহা শেলবিদ্ধ করিয়া আমার মস্তক হইতে অপহৃত করিয়াছি। আমি অস্ত্র-

শিক্ষার্থে যখন পশ্চিমরাজ্যে গিয়াছিলাম, তখন আকবর সম্রাটের সেনাপতির অনৈসর্গিক তুমুল যুদ্ধ ও রণদুর্মদ অগ্ন্যুদ্গারক বিকট-বজ্রপাতাধিক পঁচিশ তোপধ্বনি এককালে শুনিয়াছি ; তাহাতে ধরা কাঁপিয়া উঠিয়াছে ও পর্বতাস্থি পাতিত হইয়াছে, কিন্তু আমার উৎসাহ বৃদ্ধি বই আর কমে নাই। আমার ওষ্ঠ তাহাতে কাঁপে নাই ও চক্ষুর নিমেষ-মাত্র পড়ে নাই। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ! হজুরমলকে জিজ্ঞাসা কর, সেই জনশূন্য নিরন্ধান্ধ-কার-মাঠে ভয়াবহ অথচ দুঃখপ্রকাশক শ্বারোদন কি প্রকার। আমি মরিতে ভয় করি না, কিন্তু সেই শব্দ, যমদূতের ধ্বনির মতন বিভীষিকা দেখাইয়াছে। আমার কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করিয়াছে! আমার হৃৎকম্প হইল। আমরা দুই জনে শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদিগের মন শূন্য হইল। অশ্ব কর্ণদ্বয় উচ্চ করিল। তাহার স্কন্ধের কেশরগুলি শশক-কণ্টের মত ঊর্দ্ধমুখ হইল। অশ্বদ্বয় পুচ্ছ তুলিয়া, কলিজার ভিতর হইতে ঘর ঘর করিয়া শব্দ করিল। বল্‌গা মানিল না। চার পা তুলিয়া এমনি বেহিসাবে দৌড়িতে লাগিল যে, প্রতিপদেই আমাদিগের বোধ হইতে লাগিল ঠিক্‌রিয়া পড়িব। আমরা পদদ্বয় অশ্বের পার্শ্বে বদ্ধ করিলাম ও নিতান্ত অধৈর্য হইয়া অশ্বগ্রীবা ধারণ করিলাম। কিছু দূর গমনে অশ্বের গ্রীবা ত্যাগ করিয়া বল্‌গা ধারণ করিয়া তাহার বেগ সংযত করিতে চেষ্টা করিলাম। চতুর্দিকে দেখিলাম যে কোন্ দিকে যাইতেছি। অন্ধকারে নিকটে পোক্ত ও হাবীর জাঙ্গাল দেখা গেল। অশ্বের বেগ সংযম করিতে করিতে অশ্বদ্বয় খালের জলে গিয়া ঝাঁপ দিল। অমনি আমরা উভয়েই অশ্বদ্বয়ের সহিত জলে ডুবিলাম। মুহূর্তে জীবনাশা ত্যাগ করিলাম। হতাশ হইয়া অচেতন হইলাম। ধন্য রে অশ্ব! তার পর ক্ষণেই দেখিলাম, আমরা সেই ক্ষুদ্র খাল পার, হাবির জাঙ্গালের উপর। চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলাম। স্থির বোধ হইল না যে রায়গড় বামে, কি দক্ষিণে। বহুক্ষণের পরে বামে দূরস্থ দীপালোক দেখিয়া নিশ্চয় করিলাম, যে রায়গড় বামেই বটে। অমনি সেই দিকে ধাবমান্ হইলাম। কিছু দূর পূর্বমুখ যাইতে হজুরমলের অশ্ব দক্ষিণ দিকে ঝোঁক দিয়া এককালে জাঙ্গাল হইতে নামিল। ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। যদিচ জ্যৈষ্ঠমাস, সে ক্ষেত্রে তখন মাত্র প্রায় দেড় হাত জল ছিল। জলে পড়িয়া হজুরমলের অশ্বের পা আর কোন মতে উঠিল না। যত চেষ্টা করে, তত প্রতিপদেই অধিকতর পা বসিয়া যায়। হজুরমল বলিল 'যুবকুমার আমার অশ্ব আর চলিবে না। যেরূপ পাঁক, বোধ হয় আর কিছু দূর যাইলে বসিয়া পড়িবে।' আমি হজুরমলের কথা শুনিয়া, আমার অশ্বকে চলিতে দেখিয়া তাহার অশ্ব চলিতে পারে জ্ঞানে সেই দিকে অশ্ব চালাইলাম। আপনি অগ্রসর হইয়া হজুরমলকে তাহার অশ্ব চালা-ইতে কহিলাম। হজুরমলের অশ্ব আমার অশ্বের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া শ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল। পরে আমি আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হজুরমলের সাহায্যে তাহার অশ্বকে সে পাঁক হইতে নিষ্কৃত করিলাম। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিলাম। পরে উভয়ে রায়গড়াভিমুখে পুনরায় অশ্বারোহী হইয়া চলিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের পর রায়গড়ের দ্বারে উপনীত হইলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "তোমরা কখন ফিরিলে।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমি পত্র ও ঔষধ দিয়া রাণী বিমলার উত্তর লইয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতে রায়গড় হইতে বহির্গত হইলাম। হজুরমল রাণীর অনুরোধ বলে তিন দিন তথায় বাস করিল ও তৃতীয় দিনের বৈকালে যমুনা পারুইয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের মৃত্যুসম্বাদ আনিল। বসন্তরায় কি রাজাই ছিলেন। যেমন দেখিতে শ্রীমান্ বীর, তেমনি জ্ঞানে ও বিদ্যায় জগজ্জয়ী পণ্ডিত। আমাকে কত যত্নই করিলেন। আমি প্রতাপাদিত্যকে উত্তর দিতে চলিয়া আসিলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি বসন্তরায় মহারাজকে বেশ জানিতাম ও তাঁহার নিকট দুই বৎসর কর্ম করিয়াছিলাম। প্রতাপাদিত্য তখন যুবরাজ। তাঁহার তুল্য রাজকর্মে নিপুণ রাজা আর দেখিব না। তাঁহার শাসনে যশোহর ইন্দ্রপুরী হইয়াছিল।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার পিতার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও বহুমতে তাঁহার চরিত্র প্রশংসা করিয়া অবশেষে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কতই খেদ করিলেন। মহাশয়! কি আমার পিতাকে দেখিয়াছিলেন।"

হজুরমর বলিল। "বিজয়কৃষ্ণ বোধ হয় দেখেন নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিয়াছি। বলিতে কি, পরাস্তও হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিকট পরাজিত হওয়ায় মান বৃদ্ধি ব্যতীত অপমানের কথা নহে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহারও রাজ্য প্রণালীর অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। হজুরমল! তুমি তাঁহার সহিত কবে যুদ্ধ করিলে?"

হজুরমল বলিল। "কেন আমি যখন নবাব কুতব কুলিখাঁর অধীনে সেনাপতি ছিলাম। তখন তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "হাঁ যে যুদ্ধে যের-আফগান বড় রথী বলিয়া গণ্য হয় ও বাদসাহ হইতে খেলাত পায়।"

হজুরমল বলিল। "হাঁ।"

এই কথা অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা ছাউনির বাহিরে আসিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া কথা হইতেছিল। কথাবসানে দ্বারে প্রবেশ করিল। ছাউনিতে ঘন ঘন তুরী বাজিতে লাগিল। সেনাপতিরা আপন আপন সৈন্য একত্রিত দেখিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

"পশোনৃপো হস্তিরথাশ্বচর্য্যাং সামূহিকং যোধগণং পৃথক্ চ।"

রাজ দ্বারে পঞ্চাশটি হাতি সসজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের গলে রৌপ্যখচিত ঘণ্টা মালা। মস্তক খড়ি রেখায় অঙ্কিত। কর্ণদ্বয় সিন্দূরলিপ্ত ও কুম্ভদ্বয় মধ্যে এক প্রকাণ্ড সিন্দুর ফোঁটা। পৃষ্ঠের উপর দেহোপযোগী আমাড়ি (১)। বন্ধরজ্জু গুলি রক্তবর্ণ। স্কন্ধের উপর খর্বপ্রায় মাহুত। তাহার হস্তে যমদণ্ড স্বরূপ বক্র অঙ্কুশ। আমাড়ির উপর চারিজন করিয়া সসজ্জ যোদ্ধা। কোন হস্তীর গলদেশে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা, হস্তীর গজ-চালনে দূরভেদী নিনাদ করিতেছে। হস্তিগুলি দুইশ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্বারের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরে চক্রদ্বয়যুক্ত প্রায় দুই শত রথের সেইরূপ দুই পঙ্‌ক্তি। তাহার পরে সহস্র অশ্বারোহী। এ সকলের পশ্চাৎ পাঁচ হাজার পদাতি। মাঝে মাঝে এক একটা নিশান উড়িতেছে। অন্তরে থাকিয়া একদল বাদ্যকারেরা তূরী, ভেরী, জয়ঢাক নাগরা প্রভৃতি যন্ত্রে জয়বাদ্য বাজাইতেছে। দ্বারের অনতি দূরে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি রাজচিহ্ন। একজনার হাতে একটি রূপার দাণ্ডীতে রেসমের নিশান, তাহে পারস্য সিন্ অক্ষর জরির কাযে লেখা। আর একজনের হাতে রূপার রড় পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অভয়। দ্বারের সম্মুখেই একটি উচ্চ শ্বেতবর্ণ অশ্ব। তাহাতে নানা রত্ন শোভা সম্পাদন করিতেছে। অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। তাহার খলীন (২) সোণার ও বল্‌গা জরির। রেকাব রূপার। অশ্বটা অত্যন্ত তেজস্বী। গ্রীবা বক্র। কর্ণদ্বয় উচ্চ। পদবিক্ষেপে ধরা খনন করিতেছে। অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এক জন সুসজ্জিত রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম দিকে আর এক জন একটা স্বর্ণ দণ্ডে প্রকাণ্ড রেসমের পতাকা ধরিয়া আছে। পতাকায় মধ্যাহ্ন-সূর্য্য চিহ্ন। সকলেরই বাম কটি হইতে সকোষ তীক্ষ্ণ খড়্গ ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জন উচ্চপদাতিবিক্ত অশ্বারোহী শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যস্থ পথ বহিয়া যাতায়াত করিতেছে। সেতুর উপর উঠিলে তাহাদিগের শোভা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। সেনা-পংক্তিতে শব্দমাত্রটি নাই। সকলে নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহীর তূরীধ্বনি। দ্বারের ভিতর রূপার আশা ও সোঁটাধারী বিশ জন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে পট্‌কা ধরিয়া একটি সুবেশী সুন্দর বালক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বেই আর দুইটি বালক শ্বেতাম্বরধারী। তাহারাও সুন্দর।

কিছু ক্ষণ পরেই দুইটি তোপের শব্দ হইল। অমনি সকলে নিশ্বাস ধরিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিল। তূরী রাজদ্বার হইতে বাজিলে দূরস্থ বাদ্যকরেরা স্থির হইল। দ্বারস্থ পতাকা-ধারীরা পতাকা উঠাইতে লাগিল। ক্রমে শেষ পতাকা উঠাইলেই অমনি দুটি তোপের শব্দ এককালে শুনা গেল। আবার দুটি তোপ। আবার দুটি। দ্বারস্থ ছত্রধারী ছত্র উচ্চ

(১) হাওদা। (২) দহানা।

করিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। আবার দুটি তোপ। জোড়ার উপর ওড়না গায়ে, মাথায় পাগড়ি, পায়ে লপেটা জুতা পরা নকীব (১) বাম হাতে রুমাল লইয়া বাহির হইল। আবার দুটি তোপ। তূরী বাজিল। নকীব ফুকারিতে লাগিল।

"যশোরনগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

নকীব থামিল। অমনি আবার দুটি তোপ। তাহার পরেই দুই জন স্বর্ণের আশা ও সোঁটা লইয়া দ্বার হইতে বাহির হইল। তাহার পরেই দুই জন স্বর্ণশেলধারী। আবার দুটি তোপ। তাহার পরই প্রভাময় সমপ্রভা অতীব বলবান্ তেজস্বী দীর্ঘাকার প্রতাপাদিত্য সৈন্যদলের দৃষ্টিমণ্ডলে উদিত হইলেন। বাদ্যকারেরা তাল পরিবর্ত করিল। "জয় প্রতাপাদিত্যের জয়" বলি সৈন্যেরা এককালে শব্দ করিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি গগনস্পর্শ করিল। সৈন্যেরা জয়ধ্বনি করিয়া আপন আপন অসি নিষ্কোষ করিয়া একবার শিরোদেশে উঠাইয়া এককালে ভূমিতে ঠেকাইল। অস্ত্রসঞ্চালনে এক আশ্চর্যশব্দ উত্থাপিত হইল ও বক্রসূর্য্যের আরক্ত রশ্মিতেজ্বলিয়া উঠিল। আবার দুটি তোপ। হস্তীর উপরস্থ যোদ্ধার আপন আপন তূরী বাজাইল ও মাহুতের অঙ্কুশাঘাতে হস্তিগুলি শুণ্ডগুলি মাথার উপর উঠাইয়া গর্জন করিল। শারদজলদেরই বা কি গর্জন। গর্জনে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। মহারাজ শুভ্রবস্ত্র পরিয়াছিলেন। মহারাজের উষ্ণীষ শুভ্র, শুভ্র-অশ্বে এক লম্ফে আরোহণ করিলেন। রাজপুরুষ মহারাজের হস্তে বল্গা তুলিয়া দিল। অশ্বটা গ্রীবা আরও বক্র করিল। দন্তালিকা চর্বণ করিতে লাগিল, পদনিক্ষেপে ধূলি উড়াইল ও আগে আগে চারি দিগে ঘুরিতে লাগিল। সৈন্যেরা পুনর্বার জয় উচ্চারণ করিল। আবার দুটি তোপ। বাদ্যকারেরা জয় বাদ্য বাজাইল। হস্তী গর্জন করিয়া উঠিল। যোদ্ধারা তূরীধ্বনি করিল। এই সকল শব্দে তুমুল হইল। মহারাজ অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পার্শ্বস্থ দণ্ডায়মান ফিরিঙ্গি এক জনকে অশ্বারোহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। রাজপুরুষ এক জন এক অশ্ব আনিল। ফিরিঙ্গি সেই অশ্বে এক লম্ফে আরোহণ করিল। পরে মহারাজ অশ্বারূঢ় সূর্যকুমারকে বামপার্শ্বে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সূর্যকুমার ইঙ্গিতমাত্র আপনার বলবান্ অশ্ব রাজপথে লইয়া গেল। ফিরিঙ্গি দক্ষিণে অশ্ব লইল। মহারাজ মধ্যস্থ হইলেন। আবার দুই

(১) রাজাদিগের গুণ ব্যাখ্যাকারক

তোপ। কৃষ্ণনাথ রাজ সন্নিধানে আসিয়া যথাবিধি আবেদন করিয়া পুনরায় দৌড়িয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজের পশ্চাৎ অমাত্য ও অপরাপর আমীরেরা স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাজা এক বার বেগে এক বার ধীরে অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ আশা ও সোঁটাধারিরা অগ্রে অগ্রে অশ্বারূঢ় হইয়া চলিল। তাহার অগ্রে পতাকাধারিরাও অশ্বে চলিল ও তাহার অগ্রে নকীব এক সাদা টাটু চড়িয়া রুমাল অশ্বের গলদেশে বাঁধিয়া চলিল। বালকদ্বয় ছোট ছোট টাটু চড়িয়া রাজার পশ্চাতে চামর লইয়া চলিল। ছত্রধারী, অশ্বারূঢ় হইয়া তাহাদিগের পশ্চাতে চলিল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে রৌপ্য আশা ও সোঁটাধারী অশ্বে চলিল। আবার দুই তোপ। সর্বপশ্চাতে দুই শত রাজপ্রহরী রজপুত নিষ্কোষিত তলবারী করে অশ্বে চলিল। তাহার পরে এক ছোট হস্তীতে মহারাজের শটকা লইয়া বালক চলিল। অপর একটী ছোট হস্তীতে তাম্বুলকরঙ্কবাহী। অপর একটী সেইরূপ ছোট হস্তীতে রাজার অন্যান্য ভৃত্যগণ। তাহার পশ্চাতে কুড়ি খানি শিবিকা চলিল। তাহার রক্ষার্থে দুই শত অশ্বারোহীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার দুই তোপ। সৈন্যরা দুই পংক্তি ক্রমে অগ্রসর হইল। মধ্যে কেবল ফাকা জমি প্রায় তিরিশ বিঘা অন্তরে বাদ্য দল দুই পংক্তি যোগ করিয়াছে। রাজসৈন্য যেন বিগত তুফানের স্থির সাগরোর্মীর ন্যায় দুলিতে লাগিল। মহারাজের অশ্ব নাচিতে নাচিতে চলিল। মহারাজের বাম পার্শ্বের স্বর্ণমণ্ডিত খড়্গকোষ দুলিতে লাগিল। মহারাজ একবার অশ্বচালন করিয়া পংক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া গেলেন আবার ফিরিঙ্গি ও সূর্য্যকুমার কুড়ি হাত যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বেগচালনে সৈন্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন।

ফিরিঙ্গি বলিল। "মহারাজ আপনার সেনা সব অতি সুশিক্ষিত দেখিতেছি। যেন আমাদিগের দেশের সেনার মত।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় এ সকল ৺ মহারাজ বসন্তরায়ের কীর্ত্তি। তিনিই এ সকল প্রণালী প্রচার করেন। কৃষ্ণনাথ তাঁহারই রণশাস্ত্রে ছাত্র ও যুদ্ধকৌশলে তাঁহাকে করায়ত্ত 'রণবীর বাহাদুর' উপাধি পান।"

ফিরিঙ্গি বলিল। "এতদ্দেশে বর্দ্ধমানাধিপও সৈন্যশিক্ষায় পটু শুনিলাম। এক জন আমাদিগের স্বজাতিসৈন্যশিক্ষার জন্য বেতন ভোগ করেন।"

সূর্য্যকুমার কহিল। "হাঁ শুনিয়াছি সে ব্যক্তি এ সকল কর্ম্মে দক্ষ, কিন্তু আপনাদের দেশেও কি এইরূপ লস্কর।"

ফিরিঙ্গি কহিল। "প্রায় এইরূপই বটে, কিন্তু আমরা যুদ্ধে হস্তী বা রথ লইয়া যাই না। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা রথ ব্যবহার করিতেন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "যক্ষপুরের সৈন্য দেখিয়াছেন, সে কি রূপ।"

ফিরিঙ্গি কহিল। "তাহাদেরও প্রায় এইরূপ, কিন্তু তাহাদিগের হস্তী অনেক ও আগ্নেয়াস্ত্র এত নাই। কেবল সম্প্রতি দুই ফউজে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

তোমাদিগের তোপ কিছু ঘন ঘন ছোড়া হইতেছে। এত ঘন ঘন আক্‌বার সম্রাটের সৈন্য ছুড়িতে পারে না। তোমাদিগের এক তোপ প্রহরে কতবার ছুড়িতে পারে ? ।”

সূর্যকুমার উত্তর করিল। “প্রহরে চারি বার অনায়াসে হয়। কখন কখন ছয়বারও হইয়া থাকে। মহারাজের অনেক তোপ থাকাতে এত শীঘ্র শীঘ্র ছোড়া হইতেছে।”

প্রতাপাদিত্য ফিরিঙ্গির নিকটে আসিয়া কহিলেন। “শিবাষ্টিন্ কি বলিতেছ ? ।”

ফিরিঙ্গি বলিল। “মহারাজের সৈন্যের প্রশংসা করিতেছি।”

মহারাজ বলিলেন। “এ সৈন্যসকল তোমারই, ইহার মধ্যে যাহাকে প্রয়োজন হয় সঙ্গে লইবে।”

আবার দুই তোপ।

ইহারা এ রূপ কথোপকথন করিতে করিতে সৈন্যবেষ্টিত হইয়া চলিলেন ক্রমে দূরস্থ চন্দ্রাতপের পতাকা দেখা গেল। অন্তর হইতে চন্দ্রাতপের দক্ষিণস্থ মাঠ কেবল পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও হস্তীতে আবৃত। সৈন্যকিরীটের বন হইল, বল্লমের বন, হস্তির তরঙ্গ ও রথের ঘূর্ণা। পতাকা মেঘে গগন আচ্ছন্ন করিল। বাদ্যে কর্ণকুহর পুরিয়া উঠিল। সাহস উত্তেজিত হইল। মৃত্যুভয় সকলের হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। সকলেরই নেত্রে উৎসাহ দৃষ্ট হইল। যতক্ষণ ইহারা পদে পদে চন্দ্রাতপের দিগে যাইতে লাগিলেন, ততক্ষণ ইহাদিগের মনে অন্য কোন ভাব স্থান পাইল না, কেবল বীরত্ব, বীরযুদ্ধ, শত্রুক্ষয়ই মূল চিন্তা।

চন্দ্রাতপের পশ্চিম দিকে আর একটা ছোট চন্দ্রাতপ পড়িয়াছে। তাহার তিন দিকে কানাত কেবল পূর্ব দিকে চিক্। চিকের ভিতর কতকগুলি আসন পড়িয়াছে। বড় চন্দ্রাতপের দুই পার্শ্বে দুই হস্তীর উপর নহোবত বাজিতেছে। অপর হস্তীর উপর ডঙ্কা। সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড ধ্বজায় রৌপ্যশৃঙ্খলে এক ব্যাঘ্র বাঁধা। ব্যাঘ্রটি ধ্বজার নিচে চার পা পাতিয়া বসিয়াছে। জিহ্বা বাহির করিয়া নাড়িতেছে। জিহ্বাপুট হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে। ব্যাঘ্রের পূর্বদিকে আটজন প্রায় উলঙ্গ মল্ল যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর যেন লৌহনির্মিত, বক্ষস্থল বিশাল ও উচ্চ। বাহুমূল কঠিন ও স্কন্ধ হইতে মাংস-গুচ্ছদ্বয় বাহির হইয়া বাহুমূলকে স্কন্ধের সহিত দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়াছে। বাহুর মধ্যস্থল স্থূল, করের মাংস সব পাকান। অঙ্গুলগুলি মোটা। তাহাদিগের মস্তক কেশহীন ও ক্ষুদ্র। স্থানে স্থানে উচ্চ ও নীচ। কটিদেশ ক্ষীণ। উরুদ্বয় অত্যন্ত স্থূল ও মূল হইতে ক্রমে সরু হইয়াছে। পা গুলি বাঁকান। তাহাদিগের কটিদেশে লঙ্গোটী মাত্র আছে। সমস্ত অঙ্গ ধূলিলিপ্ত। ললাটে চন্দনের ত্রিবলী। কর্ণ দ্বয় ক্ষুদ্র ও চেপটা। ঘাড় ছোট ও মোটা, পৃষ্ঠদেশে কতই টোল খাল। সমস্ত শরীর মাংসের পাকে টোল খাওয়া। তাহারা বুক ফুলাইয়া মুখটা পশ্চাদ্ভাগে ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের পার্শ্বেই আট জন দীর্ঘ-কায় আজানুলম্বিতবাহু তাহাদিগেরও বক্ষস্থল প্রশস্ত, কিন্তু তাহাদিগের শরীর তত স্থূল নহে। পা গুলি সরল ও দীর্ঘ। মস্তকে দীর্ঘ কেশভার। ললাটদেশ হইতে টানিয়া পশ্চাৎ ভাগে ফেলাতে প্রায়

স্কন্ধ পর্য্যন্ত ঢাকিয়াছে। এক একটা অপ্রশস্ত রুমালে ললাট হইতে কর্ণাগ্র পর্য্যন্ত গিয়া পশ্চাৎ ভাগের কেশরাশি বাঁধা। তাহাদিগের হাতে এক একটা সাড়ে আট হাত লম্বা, পাকা, রাঙ্গা, সরল, গাটাল বাঁশের লাঠি। তেলেতে পাকিয়া চক চক করিতেছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন পুরাতন হাতির দাঁতের লাঠি। তাহাদিগের দক্ষিণ পাদ গুলি কিছু অগ্রসর। মুখ কিছু দক্ষিণ দিকে বাঁকান। লাঠি ভূমে ভর দিয়া ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে ধরিয়াছে। ইহার পর একদল শাটমার শুভ্র বস্ত্রে কটিদেশ আবদ্ধ। আজঙ্ঘা অনাবৃত। মুণ্ডিত মুণ্ড। শুভ্র স্রগ্‌ধারী কাহার হস্তে শঙ্কর মৎস্য পুচ্ছের চাবুক কাহার বা হস্তে কার্পাস রজ্জুর কঠিন কোড়া। পঞ্চভাটী গলৎ মদোন্মত্ত মাতঙ্গ যূথ বশীকরণে দক্ষ। ইহাদিগের পশ্চাৎ দীর্ঘ সকণ্টক সাঁড়াশীধারী পৃষ্ঠদেশে লৌহ গোখুরপূর্ণ থলি। মত্ত মাতঙ্গ বেগ অবরোধে পারগ। তাহার পর বজ্র মুষ্টি দল শুভ্র কৌপীন স্রগ্‌ধারী মুণ্ডিত মুণ্ড ও লৌহ তীক্ষ্ণ নখ বিশিষ্ট মুষ্টি বদ্ধকর। বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পুত্তলিকা। তাহার পরে ছয় জন ধানুকী। তাহারা প্রায় মল্ল যোদ্ধাদিগের মত বরং আরও খর্ব। কিন্তু তাহাদিগের বক্ষ প্রশস্ত, বাহু মাংসল ও দীর্ঘ। তাহাদিগের বাম হস্তে শরীর তুল্য দীর্ঘ ধনুক। ধনুকের অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। তাহাদিগের পৃষ্ঠে খরশান শর পূর্ণ তূণদ্বয়। তাহাদিগের কটিবন্ধে খড়্গ ঝুলিতেছে। তাহাদিগের উষ্ণীষে মস্তক শোভা সম্পাদন করিতেছে। উষ্ণীষ উপর বক্র এক একটি কাক পক্ষ লাগান। তাহার পরে চারি খানি দুই চক্র রথ। দুই চক্রের মধ্যগত দণ্ডের উপর আঁটা প্রায় দেড় হাত প্রশস্ত ও আড়াই হাত দীর্ঘ তক্তা। তক্তার নিচে হইতে লাঙ্গল জোয়ালের মত এক দীর্ঘ বাঁকান কাঠ। তাহাতে এক যোত দুই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। তক্তার পশ্চাৎ দিকে ফাক। দুই পার্শ্ব হইতে কাষ্ঠের বেড়া ক্রমে উচ্চ হইয়া সম্মুখে প্রায় সেই তক্তাস্থ দণ্ডায়মান রথীর কটিদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। চক্রনেমীদ্বয়ে দুই খড়্গ লাগান। রথের অশ্বের সাজ সব স্বর্ণনির্ম্মিত। রথীর দক্ষিণ হস্তে ভীষণ শেল। বাম হস্তে অভেদ্য চর্ম্ম। পৃষ্ঠদেশে দুই তূণ। বাম কটিদেশে তীক্ষ্ণ খড়্গ। সম্মুখস্থ কাঠের বাড়ে ধনুক দ্বয়। তাহার দক্ষিণ দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া সারথী লাগাম আকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর আট জন অশ্বারোহী। অশ্বগুলি কৃষ্ণবর্ণ, পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ আসন। আসনে জরির কায। তাহার গলায় পুরাতন স্বর্ণ মুদ্রার মালা। অশ্বারোহীও সসজ্জ। দক্ষিণ করে বল্লম। বামে বল্‌গা। বাম কটিতে তলবারী। পৃষ্ঠদেশে বন্দুক। মস্তকে উষ্ণীষ। তাহাদিগের প্রকাণ্ড দাড়ি রুমাল দিয়া বাঁধা। তাহার পরে অন্যান্য বিবিধ রাজপুরুষ ও যোদ্ধারা দাঁড়াইয়া আছে। সকলের পরে দশ জন বন্দুকধারী। দীর্ঘ-কায়। দীর্ঘ-শ্মশ্রু। দীর্ঘ-হস্ত। বাম করতলে দীর্ঘ বন্দুক। বন্দুকের শিরোভাগে দীর্ঘ সাঙ্গিন-ফলা। পশ্চাদ্ভাগে চামড়ার তোবদান। তার পরে কুড়িটা তোপ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সসভা রঙ্গভূমির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার দুটি তোপ। মহারাজ রঙ্গভূমিতে যাইবামাত্র ভেরি বাজিল, দামামা বাজিল ও ধ্বজার

পতাকাটা টানিয়া ভাল করিয়া উঠান হইল। প্রকাণ্ড পতাকা থাকিয়া থাকিয়া পত পত শব্দ করিতে লাগিল। বাদ্যদল রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র ব্যাঘ্রটা দাঁড়াইল ও এক বার দক্ষিণে এক বার বামে হেলিতে লাগিল। তাহার কর্ষণে রৌপ্য শৃঙ্খলটা বোধ হইল বুঝি ছিঁড়িয়া যায়। আবার দুটি তোপ। মহারাজ অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ও চন্দ্রাতপের ভিতর যাইয়া মধ্যকার চৌকিতে বসিলেন। গঞ্জালিস দক্ষিণে ও সূর্য্যকুমার বামে চৌকিতে বসিলেন। পূর্বদিক এক কালে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধূম তুলারাশির মত গড়াইতে গড়াইতে অন্ধকার করিল ও তাহারই অতি অল্প পরে এক কালে বিরাট কুড়ি তোপের শব্দ হইল। ব্যাঘ্রটা ঠায় দাঁড়াইয়া পুচ্ছটি ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধমুখে তাহার পরই একটি ভীষণ গর্জন করিল। দূরের মেঘে শব্দ নাচিতে লাগিল। রঙ্গভূমি একেই মহারাজের রাজ দ্বার হইতে নিঃসৃত হওয়া অবধি চন্দ্রাতপের সিংহাসনে বসা পর্যন্ত প্রতি পাঁচ পলে যুগ্ম তোপের ধূমে অন্ধকার ছিল আবার এক কালে বিংশতি তোপের ধূম। বারূদের গন্ধ চারি দিকে ছুটিল। ধূমগুলি ক্রমে হেলিতে হেলিতে উপরে উঠিয়া গেল। দক্ষিণ পবনে চন্দ্রাতপের উপর দিয়া দৃষ্টির অগোচর হইল। সমস্ত রঙ্গভূমি নিস্তব্ধ হইল। দূরস্থ সৈন্যস্রোত ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। নহোবত বাজা বন্ধ হইল। এক মুহূর্তের জন্য সকলে বাক্‌হীন। কেবল দূরস্থ অশ্বের পদশব্দ, রথচক্রের ঘর্ঘর ঘোষ ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।

সোণার আশাসোঁটাধারিরা চৌকির দুইপার্শ্বে দাঁড়াইল। সোণার শেলধারী রাজার পশ্চাতে ও চামরধারী বালকেরাও সেই খানে দাঁড়াইল। রূপার আশাসোঁটাধারিরা চন্দ্রাতপের বাহিরে দাঁড়াইল। মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইল অপর অপর আমীরেরা আপন আপন স্থানে হাত নামাইয়া ভূমদৃষ্টিতে দাঁড়াইল। রাজার সঙ্গের লোক লস্কর কতক চন্দ্রাতপের মধ্যে কতক বা তাহার বাহিরে পার্শ্বে দাঁড়াইল। ছত্রধারী ছত্র ধরিল। বালকেরা চামর ঢুলাইল। ভাটে গান গাইতে লাগিল। মহারাজের ইঙ্গিত মাত্রে সটকা বরদার সট্‌কা লইয়া পার্শ্বে দিল। অমনি আর এক জন পানের বাটা সামনে ধরিল মহারাজ পান খাইলেন ও সট্‌কার নল ধরিলেন। বাম পার্শ্বস্থ একাংযোধেরা হটিয়া গেল। ক্রমে দূরস্থ সৈন্যস্রোত সে দিক দিয়া বহিতে লাগিল। প্রথমে তোপ পংক্তি সমূহ, তাহার পর হস্তী হলকা, তাহার পর রথপংক্তি, তাহার পর অশ্বারোহী শ্রেণী তাহার পর বন্দুকধারী পদাতি, তাহার পর ঢালি, তাহার পর ধানুকীদল ও তাহার পর লাঠিয়াল দল চলিল। বিংশতি জন করিয়া এক এক পংক্তি। এই রূপ পঞ্চাশৎ পংক্তিতে এক ফউজ। তাহার পঞ্চাশ জন নায়েব ও একজন ফউজদার। ফউজদারটি অশ্বারোহী। প্রতিফউজে দশটি তোপ, চারিটি হস্তী, এক শত রথ ও এক শত বন্দুকধারী। বাকী সব ঢালী। এরূপ ফউজের নাম হজুরী ফউজ। ইহাদিগের সেনাপতির নামে ফউজের নাম। ফউজের প্রথমে পাচটি তোপ চলিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তী। তাহার পশ্চাৎ এক পংক্তি ঢালী। ঢালীদিগের পংক্তির শেষে দুইজন বন্দুকধারী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুটি

রথ। এরূপে পঞ্চাশটি পংক্তি সাজান। সকলের পাঁচটি তোপ ও দুইটি হস্তী। প্রতি পংক্তির দক্ষিণ করে তলবারি ও শেলধারী নায়েব। এ সকলের অগ্রে অশ্বারোহী ফউজ-দার। তাহার অগ্রে পঁচিশ জনার দলবদ্ধ ফউজের বাদ্যকারেরা। প্রতি নায়েবের শেলের উপর ছোট ছোট নিশান ও নিশানে ফউজের নাম। বাদ্যকার দলের মধ্যে এক জন একটা প্রায় চারহাত উচ্চধ্বজাধারী। তাহার প্রায় চতুর্দিগে আড়াই হাত পরিমাণে এক পতাকা। তাহাতে জরির কাযে ফউজের নাম ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মধ্যাহ্ন সূর্যের চিহ্ন। বাদ্যকারগণের কটিদেশে তলবারি। বাদ্য যন্ত্র দামামা দুইটা, তাসা চারিটা, নাগাড়া চারিটা, জগঝম্প দুইটা, জয়ঢাক দুইটা, কাংস্য দুইটা, তুরী ছয়টা, ভেরী একটা ও দগড়া একটা।

মহারাজের দশটি হজুরী ফউজ ছিল। তাহারা এরূপ দলবদ্ধ হইয়া ক্রমে রাজ সম্মুখ পার হইল। তাহার পর শুদ্ধ রথীদল, শুদ্ধ অশ্বারোহী, শুদ্ধ ধানুকী, শুদ্ধ ঢালী. শুদ্ধ বন্দুকী ফউজ এইরূপ বাদ্য ও নিশান সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহার পর শুদ্ধ তোপের ফউজ চারিটি চলিয়া গেল। প্রতি তোপের সঙ্গে কুড়ি জন পদাতি, চারিটি অশ্ব ও দুই জন অশ্বারোহী পতাকাধারী। তাহার পর রায়বাঁশধারী ফউজ চলিয়া গেল। ইহাদিগের একমাত্র বাদ্য ঢক্কা। তাহার পর আমীরের সৈন্য। সর্ব প্রথমে হজুরমলের সহস্র অশ্বারোহী। তাহার পর বলরামসিংহের সহস্র পদাতি। তাহার পর শত্রুমর্দনের পাঁচ শত ধানুকী চলিল। এরূপ কত সৈন্য তাহার সংখ্যা হয় না। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই বাদ্যকার দল ও পতাকী আগে আগে চলিল। ইহাদিগের পদচালনে গগণমণ্ডলে ধূলি উঠিল ও চতুর্দিক আগত ঝড়ের পূর্ব অন্ধকারের মত হইল। ক্রমে সকল সৈন্য একবার রাজসম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মহারাজের সম্মুখীন সেনানী কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তুরী বাজাইলেন। অমনি সৈন্যেরা দৌড়িতে আরম্ভ করিল ও এককালে ধূলিরাশির মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইল।

ইতোমধ্যে শিবিকাগুলি ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে রাখিয়া বেহারারা বাহিরে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে শিবিকা বাহিরে লইয়া অন্তরে চলিয়া গেল। শিবিকা রক্ষক দুই শত অশ্বারোহী চন্দ্রাতপের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কঙ্কণের ঝঞ্চনা শুনা গেল, মলের মধুরধ্বনি শুনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই মেঘমধ্য হইতে যেন আচ্ছন্ন চন্দ্র দেখা দিল। চিকের ভিতর হইতে মহিলাগণকে আসনে উপবিষ্ট হইতে দেখা গেল।

সকল সৈন্য মহারাজের নয়ন অগোচর হইলে মহারাজ চৌকি ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া স্থান দিল। গঞ্জালিস উঠিল। সূর্যকুমারও রাজার পশ্চাৎবর্তী হইল। মহারাজ ক্রমে চন্দ্রাতপের বাহিরে আসিলেন। অতিদূরে প্রকাণ্ড রাজধ্বজা। ধ্বজাটি তিন ভাগে বিভক্ত। নীচের ধ্বজাটি ঘেরে প্রায় সাত পোয়া। তিরিশ হাত উচ্চ। ইহার ঊর্দ্ধদেশে দুইটি লোহার কড়া লাগান। তাহাতে অপর একটি ধ্বজা। সেটি প্রায় কুড়ি হাত উচ্চ। আবার তাহার উপর একটি প্রায় ক্ষুদ্র

হাত ঊর্দ্ধ। ইহার উপরে পতাকা। পতাকাটি চতুষ্কোণে প্রায় আট হাত প্রস্থ। ধ্বজাটি চারিদিকে রেশমের রজ্জু দ্বারা কঠিন বঁকান খোঁটায় বাঁধা। ক্রমে ধ্বজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ধ্বজাকে বাম হস্তে ধরিলেন ও দক্ষিণ হস্তের তল বিস্তারিয়া ব্যাঘ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ধন্য রে কৃতজ্ঞ সের! ব্যাঘ্র অমনি আস্তে আস্তে আসিয়া তাহার মস্তক সেই করতলে অর্পণ করিল। মহারাজ তাহার মস্তক চুল্‌কাইতে লাগিলেন। পরে রণবীর-বাহাদুর অশ্বে রাজ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যকুমার তাহার অশ্বের গ্রীবায় ভর দিয়া রণবীর-বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক মধ্যে ধূলিরাশি পবন সঞ্চারণে অপসৃত হইলে মহারাজ দক্ষিণ দিকে দেখেন তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার সৈন্যেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি, ফউজ দুই ভাগ হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মাঠ আশ্রয় করিয়াছে। স্থানে স্থানে ব্যূহ করিয়া উভয় দলের সৈন্যেরা অবস্থান করিয়াছে। রণবাদ্য বাজিতেছে। এক দলের দক্ষিণ পক্ষ ক্রমে প্রধান দল হইতে অন্তর হইল। অতি মন্দ গতিতে ক্রমে অনেক দূরে গেল। এমন কি তখন এক এক ঢালী বা পদাতি আর দেখা যায় না। সেই খানে গিয়া এক চতুষ্কোণ ব্যূহ করিয়া অবস্থান করিল। যে দল হইতে তাহারা চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ক্রমে পংক্তি পাতলা করিয়া দীর্ঘে বিপক্ষ দলের মত হইল। এমন সময় হজুরমল আপন অশ্বারোহন করিয়া মহারাজের পার্শ্ব হইতে নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া গেল ও সৈন্য হইতে প্রায় দশ রশি অন্তরে থাকিয়া তূরীধ্বনি করিল। অমনি পশ্চিমের দলের ধানুকীরা আপন আপন ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া বিপক্ষদলের প্রত্যেক লোককে লক্ষ্য করিল। আকর্ণ পূরিয়া গুণ টানিল। বোধ হইল যেন একটীমাত্র ধনুগুর্ণ টানা হইল। বান ছাড়িল। নিমেষ পড়িতে না পড়িতে গগণদেশ আচ্ছন্ন হইয়া যেন লক্ষ লক্ষ শর শন্ শন্ শব্দে চলিল। দর্শকমাত্র এক নিমেষে দেখিতে লাগিল। ভাবিল একি বিপদ! ইহারা আপনা আপনি মারামারি করিয়া কেন মরে? বোধ হইল এ বাণগুলি বিপক্ষদল ভেদ করিয়া চলিল। সকলে চমৎকৃত হইল। কি বেগে শর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? সকল মনুষ্য ভেদিয়া বাণ সমবেগে যাইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই দর্শকগণ যখন দেখিল যে শর বিপক্ষ-সৈন্য-শরীর ভেদ করিয়াছে, কিন্তু কেহ নিপতিত হইল না, তখন তাহাদের আর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ছোট চন্দ্রাতপের মহিলাগণ শরনিঃক্ষেপমাত্রে এককালে চিৎকার করিয়া উঠিল। আবার পরক্ষণে বিপক্ষদলের সকলকে স্ব স্ব স্থানে থাকিতে দেখিয়া বাক্য রহিত, স্পন্দ রহিত রহিল। শঙ্খলিস কহিল, ধন্য মহারাজ ধন্য! সূর্যকুমারের হৃদয় ফুলিয়া উঠিল, সাহঙ্কারে সৈন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল ও রণবীর-বাহাদুরের অশ্ব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দীপ্তিমান স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইল। রণবীর-বাহাদুর অশ্বগ্রীবায় ভর দিয়া কটিদেশ বাঁকাইয়া মস্তক নত করিয়া সূর্যকুমারের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সরল হইলেন ও বাম হস্তের তল উল্‌টাইয়া আপন জানুমূলে রাখিলেন। বক্ষঃস্থল বিস্ফারিত হইল।

বদন ঈষৎ বামপার্শ্বে হেলিল। নেত্রদ্বয় স্থির অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ব্যাঘ্র মস্তক হইতে দক্ষিণ হস্ত অপসৃত করিলেন। হস্তটি আপন কটিদেশে রাখিলেন। মাথাটি ঈষৎ বাঁকাইলেন। ব্যাঘ্রের দিকে এক নিমেষে দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্যাঘ্রটিও এমনি সুশিক্ষিত, অমনি মুখ নামাইল। সম্মুখের বামপদ ভূমে পাতিল ও তাহার উপর সম্মুখে দক্ষিণ পদ রাখিল। সম্মুখের পদ দ্বয় যেথানে মিলিয়াছে, তাহার উপর দক্ষিণ কর্ণে ভর দিয়া মাথাটি রাখিল ও জিহ্বা অল্প বাহির করিয়া অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে মহারাজের মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। মহারাজও অমনি আস্তে আস্তে আপনার দক্ষিণপদ তাহার পাতিত মস্তকের উপর রাখিলেন। রঙ্গভূমি কি শোভিল! দীর্ঘ উন্নত প্রশস্ত সপতাকধ্বজামূলবামহস্তাশ্রিত, শ্বেতবসনশোভিত, শুভ্র-উষ্ণীষ, কিরীটধারী, দীর্ঘ-বপু, তেজস্বী, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্য মধ্যাহ্ন সূর্য্যোপম। তাঁহার পদতলে ভূস্থিত হস্তদ্বয়োপরি বিন্যস্তশির প্রকাণ্ড শার্দ্দূল। হজুরমল পশ্চিমস্থ সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া ঘন ঘন তূরী বাজাইতেছেন। অপর দলের মধ্যে মালিকরাজ। রণক্ষেত্রে যেন দুই সূর্য্যোদয় হইল। উভয়েই তূরী নিনাদ করিতেছে ও উভয় দলেরই সৈন্যেরা শরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে। ক্ষণকাল কেবলই শরের শন্ শন্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা গেল না। শূন্যমার্গে সপুচ্ছ বাণমালা ব্যতীত আর কিছুই দেখা গেল না। মালিক-রাজের সৈন্যেরা শর নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন এক পোয়া পথ অন্তরে পৌছিল, তখন তূরী শব্দে দুই ভাগ হইয়া দুই পার্শ্বে চলিয়া গেল, অমনি পশ্চাৎ হইতে ঢালীরা 'মালিকরাজের জয়' বলিয়া মধ্য দিয়া নিষ্কোশিত অসি করে অতিবেগে দৌড়িয়া পশ্চিমস্থ দলকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের পদধূলিতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইল। কেবল তলবারীর ঝঞ্ঝনা শুনা গেল। অতি অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল হজুরমলের সৈন্যের অধিকাংশই গোল হইয়া চতুর্দ্দিকে মুখ করিয়া মধ্যে তলবারী চালাইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যালের মত মালিকরাজের সৈন্য খড়্গ চালাইতেছে। একবার বোধ হইতেছে যেন হজুরমলের সৈন্য মালিকরাজের সৈন্য ভেদ করিবে। আবার বোধ হয় যেন মালিকরাজের সৈন্য বুঝি হজুরমলের সৈন্যকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া পদে নিষ্পেষিত করিবে। মালিকরাজ পুনরায় তূরী বাজাইল। তাহার তোপদল এক-কালে তোপধ্বনি করিতে লাগিল। তোপসম্মুখস্থ মালিকরাজের ঢালিরা দুইপার্শ্বে চলিয়া গেল। ক্ষণে আবার তূরীধ্বনি হইবামাত্র দূরস্থ হজুরমলের সৈন্য মালিকরাজের তোপের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিল ও সম্মুখস্থ সৈন্যেরা পার্শ্বদ্বয়স্থ মালিকরাজের সৈন্যের উপর দ্বিগুণ বলে অস্ত্র চালন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হজুরমলের তোপ সকলও আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষের তোপধ্বনিতে প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল। ধূমে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। তোপধূম আকাশে ব্যাপিল। ক্রমে বায়ু সঞ্চালনে চন্দ্রাতপ আচ্ছন্ন করিল ও ক্রমে নয়নপথের অগোচর হইল। তখন আর কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে যে স্থলে উভয় পক্ষের সৈন্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তথায় একটি লোকও নাই। মাঠ

শূন্যাকার। পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রান্তরে দূরস্থ বাদ্যের শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল ও সাগর-প্রবাহের ন্যায় উভয় পার্শ্বের সৈন্যস্রোত দুলিতে দুলিতে ক্রমে মধ্যে আসিতে লাগিল। ক্ষণকালে উভয়দল আসিয়া মিলিল ও একদল হইয়া পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। শ্রেণীর পর শ্রেণী. পংক্তির পর পংক্তি, মালার পর মালা, কেবলই সৈন্য, কেবলই বাদ্য, কেবলই পতাকা। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল। পরে পশ্চাৎ হইতে অশ্বে মালিকরাজ ও হজুর-মল পার্শ্বাপার্শি হইয়া চন্দ্রাতপের সম্মুখস্থ ধ্বজাটির নিকট আসিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে অভ্যর্থনা করিল। মহারাজ পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাম্বুলকরঙ্কবাহী বাটা লইয়া ধরিল। প্রতাপাদিত্য উভয়কে আপন হস্তে পান দিলেন। উভয়েই নতশিরে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজদত্ত পান গ্রহণ করিলেন ও শিরে স্পর্শ করিয়া কিছু দূর পশ্চাতে যাইয়া পান চর্বণ করিতে লাগিলেন। ভাট আসিয়া মহারাজের জয় উচ্চারণ করিল। পরে রণবীর-বাহাদুর রাজ সন্নিধানে আসিয়া আবেদন করিলেন ও পরক্ষণেই শিরনত করিয়া চলিয়া গেলেন। নহবত বাজিতে লাগিল। পরে মল্লযোদ্ধাদিগের মধ্য হইতে এক জন রঙ্গভূমিতে আসিয়া শির নত করিয়া মহারাজকে নমস্কার করিল ও পরে ভূমি স্পর্শ করিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া দাঁড়াইল। ভাট উর্দ্ধস্বরে বলিল " কেহ মল্লযুদ্ধে বেচু সিংহের সহিত বল পরিমাণ করিতে চাহ, তবে অগ্রসর হও, মহারাজ জয়ীর মান দিবেন" এই কথা বলিতেই আর এক জন রঙ্গভূমিতে আসিল। মহারাজকে নমস্কার করিল। ভূমি স্পর্শ করিল ও বেচু সিংহের অপর দিকে প্রায় এক রশি অন্তরে দাঁড়াইল।

উভয়েই স্থূলাকার, উভয়েই খর্ব-গ্রীব, উভয়েই উলঙ্গপ্রায়, উভয়েই ধূলি রঞ্জিত, উভয়েই পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। উভয়ের বাহ্বাস্ফোটে বিকট শব্দ হইল। উভয়েই দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিল। বিপরীত দিকে দাঁড়াইল। পরস্পরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপে উভয়ে বিপরীত দিকে কিছু দূর যাইয়া পুনরায় মুখ ফিরাইল। পরেই উভয়ে পুনরায় বাহ্বাস্ফোট করিল। কটিদেশ বাঁকাইল। দুই হস্ত ভূমি দিকে ঝুলাইয়া দুলাইতে দুলাইতে এক এক দীর্ঘপদে রঙ্গভূমি সমস্তই প্রায় বেড়াইল। উভয়েরই দৃষ্টি উভয়ের দিকে। উভয়েরই লক্ষ্য উভয়ের হস্ত পদাদি চালনে পরস্পর পরস্পরের অরক্ষিত ও অসতর্ক অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে। কেহই অবকাশ পাইতেছে না। ক্রমে এইরূপ কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের হস্ত পদাদি চালন দৃষ্টি করিলে বেচু সিংহ এক লম্ফে আসিয়া তাহার বিপক্ষের স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্ত কঠিন করিয়া তাহার বিপক্ষের পশ্চাতের কটিস্থ লাঙ্গোট-বন্ধনের স্থূল রজ্জু ধরিল ও আপনার দক্ষিণ অঙ্গের উপর বিপক্ষের সমস্ত শরীরের ভর রাখিয়া দক্ষিণ পদ কিছু উচ্চ করিল ও বাম পদ ভূমি হইতে তুলিয়া বাম হস্ত ভূমির দিকে বিস্তারিয়া বিপক্ষকে শূন্যে তুলিবার উপক্রম করিল। বিপক্ষ কঠোর সিং অমনি আপনার বাম পদদ্বারা বেচুর দক্ষিণ পদ আকর্ষণ করিয়া বেচুকে বামপার্শ্বে করিয়া বাম হস্তে তাহার

কটিদেশ বেষ্টন করিয়া সজোরে ভূমিতে পাড়িল। বেচু অমনি তাহার কটিদেশ ত্যাগ করিল। এক টানে তাহার হস্ত আপন কটি হইতে অপসৃত করিল। তাহার দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আপনার দক্ষিণ বাহু চালাইয়া তাহাকে উলটাইয়া ফেলিবার জন্য হাঁটু গাড়িল। কঠোর তাহার জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে হস্ত দিয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল। এই রূপে একবার বা বেচু ভূমিসাৎ একবার বা কঠোর ভূমিসাৎ হইল। ক্রমে তাহারা মুণ্ডে মুণ্ডে, হস্তে হস্তে, পদে পদে, কটিতে কটিতে বদ্ধ হইল ও একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বল অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলে যোজনা করিল। ক্রমে উভয়ের শরীর ঘর্মাক্ত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণের পর কঠোর অতি বিষম শ্রমে বেচুকে পরাস্ত করিল। দামামা বাজিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অগ্রসর হইয়া কঠোরের হস্ত ধরিয়া তাহাকে চন্দ্রাতপের মধ্যে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর তথায় উপস্থিত হই-লেন। বিজয়কৃষ্ণও গেলেন। সূর্যকুমার কেবল ব্যাঘ্রের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ পান দিলেন। কঠোর সযত্নে শিরে স্পর্শ করিল।

পরে মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে কহিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! বেলা প্রায় এক দণ্ড মাত্র আছে, এখন প্রত্যেক যোদ্ধার বলবীর্য দেখিবার আর সময় নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "না আমার তো বোধ হয় এইক্ষণেই সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগের সেনানীদের বল ও যুদ্ধকৌশল আপনার দেখা কর্ত্তব্য।

মহারাজ কহিলেন। "তাহা দেখিবার কি সময় আছে?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "এক উপায় আছে। প্রত্যেক সেনানীকে একা একা যুদ্ধ করিতে না দিয়া দুই দল করিয়া যুদ্ধ করাইলে ভাল হয়।"

মহারাজ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ চন্দ্রাতপের বাহিরে গিয়া ভাটকে ডাকিয়া কহিলেন।

ভাট রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র দামামা থামিল। সকলে কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহার দিকে এক নিমেষে চাহিল। চিকের ভিতরে মহিলাগণ নিস্তব্ধ হইল। মহারাজকন্যা বিদ্যুৎদ্যুতি সরমা ব্যাঘ্রের দিকে এক নিমেষে দেখিতে ছিলেন।

রাণী বলিলেন। "সরমা! কি দেখিতেছ, এ দিকে এস, ঐ দেখ ভাট আবার কি বলে।"

সরমা কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন। "কি মা! ভাটে কি বলিবে?।"

রাণী কহিলেন। "শুন না কি বলে।"

ভাট বলিল। "যশোহরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে সভাস্থ আমীর ওমরাওরা দুই দল ভুক্ত হইয়া আপন আপন বল প্রকাশ করুন। জয়ী রাজসম্মান পাইবেন।"

এই বলিয়া ভাট ক্ষান্ত হইল। তুরী বাজিল। তুরীও ক্ষান্ত হইল।

রাণী বলিলেন। 'সরমা! বল দেখি, কোন কোন্ আমীর একদলভুক্ত হইবে?।"

সরমা বলিলেন। "বোধ হয় হজুরমল এক বর্গ ও কৃষ্ণনাথ অপর বর্গের অধ্যক্ষ হইবেন।"

রাণী বলিলেন। "বোধ হয় কৃষ্ণনাথ রঙ্গভূমিতে নামিবেন না। মালিকরাজ ও হজুরমলেই তুমুল যুদ্ধ হইবে।"

সরমা বলিলেন। 'কেন মা! কৃষ্ণনাথ কেন নামিবেন না?।"

রাণী বলিলেন। "বালকবৃন্দের সহিত অসি চালনাতে জয়ী হইলেও কৃষ্ণনাথের মান নাই জ্ঞান করেন।"

সরমা বলিলেন। "কেন মা! হজুরমল তো পুরাতন যোদ্ধা, আকবর সম্রাটের এক জন প্রধান সেনানী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সামান্য কায নহে।"

সহচরী মালতী বলিল। "হজুরমলের মত যোদ্ধা বোধ হয় আমাদিগের মহারাজের সভায় আর নাই। দেখিলে না কিরূপ করিয়া সৈন্যচালন করিলেন। যখন সৈন্যমধ্যে তলবারী করে অশ্বে ফিরিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতি ছুটিল। যত সেনাপতি ছিল, কেহই তেমন শোভিল না।"

রাণী বলিলেন। "ও সব প্রকৃত বলের চিহ্ন নহে। কৃষ্ণনাথ কেমন গম্ভীর হইয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল।"

সরমা বলিলেন। "কেন সূর্যকুমারই বা কি মন্দ? মালতি! দেখ বীরের নিকট হিংস্রক জন্তুও বশীভূত হয়। ব্যাঘ্রটি কি প্রকারে তাহার পা চাটিতেছে। মহারাজ যখন ব্যাঘ্রের দিকে চাহিলেন, তখন ব্যাঘ্রটা তাহার হাতে মাথা দিল বটে, কিন্তু সে যেন তাঁহার বিত্তভোগী বলিয়া অগত্যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন যেন সূর্যকুমারের বলাধিক্য ও বীর্য স্বীকার করিয়া তাহাকে মান্য করিতেছে।"

রাণী অপর মহিলার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিলেন, সরমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

মালতী বলিল। "সূর্যকুমার একজন বীর বটে, কিন্তু বড় ধীর স্বভাব। হজুরমলের মত উগ্র নহেন ও কোন কর্মেই অগ্রসর হন না।"

সরমা বলিলেন। "যাহারা প্রকৃত বীর হয়, তাহাদিগের আচরণই ঐরূপ। তাহারা আত্মাভিমানে বড় রত থাকে না। উন্নত্যুৎসুক লোকের মত আপনার ক্ষমতার বৃথা আস্ফালন করে না। ঐ দেখ কেমন স্থির দৃষ্টিতে বাঘের দিকে চাহিতেছেন ও কেমন স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহার মস্তকে হাত দিলেন।"

মালতী বলিল। "সরমা! সত্য সূর্যকুমারের কেমন একটু মোহিনী ক্ষমতা আছে, যাহাকে দেখেন অমনি তাহাকে বশীভূত করেন।"

সরমা বলিলেন। "আমার চক্ষে তো তাহার তুল্য আর কেহই ঠেকে না। মহারাজ আপনি বলিয়াছেন যে, সূর্যকুমার প্রকৃত বীর। বীরপুত্র, কেনই বা না হইবে।"

মালতী বলিল। "দেখ সরমা! সূর্যকুমার আমাদিগের দিকে দেখিতেছেন। বাহির হইতে কি আমাদিগকে দেখা যায়? ।"

সরমা বলিলেন। "কেনই বা না যাইবে? তবে বড় স্পষ্ট দেখা না যাইতে পারে, যদি দেখা যাইত, তবে চিকের কি প্রয়োজন?"

মালতী বলিল। "সরমা! সূর্য্যকুমার একদৃষ্টে আমাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। কেমন শুভ্র দৃষ্টি! আহা মুখটি কিছু বিমর্ষ হইয়াছে, বোধ হয় কিছু ভাবিতেছেন।"

সরমা বলিলেন। "দেখেছ সুন্দর পুরুষকে ঈষৎ বিমর্ষ হইলে কেমন ভাল দেখায়। ঈষৎ মলিন হইলে পুরুষ স্বভাবকাঠিন্য কোমল হয়।"

রঙ্গভূমিতে কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর নামিলেন। অমনি তাঁহার সঙ্গে মালিকরাজ, হজুরমল, ফতেসিং, তেজ খাঁ ও চেত্তসিংও নামিলেন। ইহারা সকলেই একদল হইয়া রঙ্গভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে দাঁড়াইলেন। সকলেই বীর, সকলেই অশ্বারোহী, সকলেই শেলধারী, সকলেই দীর্ঘবপু, সকলেরই বামে অসি ঝুলিতেছে, সকলেরই পৃষ্ঠদেশে কঠিন দুর্ভেদ্য চর্ম। সকলে যেন তেজঃপুঞ্জ ভানুষট্‌কের মত অবস্থান করিলেন। রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হইল। তূরী বাজিল। দামামা বাজিল। ভেরীও বাজিল।

রাণী বলিলেন। "সরমা! অদ্যকার যুদ্ধ কিছুই হইল না।"

সরমা বলিলেন। "কেন মা?"

রাণী বলিলেন। "দেখনা, মহারাজের শ্রেষ্ঠ রণী কয় জনেই একদলে বদ্ধ হইল। আর কে আছে যে উহাদিগের সন্মুখীন হয়। কৃষ্ণনাথের ইহাতে মান বৃদ্ধি হইল না। মালিকরাজের কর্তব্য হয় নাই।"

মালতী বলিল। "মালিকরাজের দোষ কি? সে যখন কৃষ্ণনাথের অনুবর্ত্তী হইল, তখন কিছু সে জানিত না যে সকলেই সেই দিকে যাইবে।"

রাণী বলিলেন। "যাহা হউক সকলেরই ভ্রম।"

সরমা বলিলেন। "কাহার ভ্রম নহে। সকলেই রণবীর-বাহাদুরের যুদ্ধবিক্রম জানিয়া ভয়ে তাহার বিপক্ষ হইতে পারিল না। ইহাতে কৃষ্ণনাথের মানবৃদ্ধি বই আর হ্রাস হইল না।"

রাণী বলিলেন। "তা বটে কিন্তু মহারাজ আজ বোধ করি সভাতে আর বসিবেন না।"

সত্যবতী বলিল। "মহারাজেরই লাভ। কাহাকেই আজ পুরস্কার দিতে হবে না।"

রাণী বলিলেন। "বেশ বলেছ ছাতু। কিন্তু এত যে লোক সমাগম হল, তাদের কি লাভ। তারা বহুদিন যুদ্ধাভিনয় দেখে নাই। অদ্য বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। বৃথা শ্রম।"

যোদ্ধারা রঙ্গভূমীতে অবতীর্ণ হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিছু বিষণ্ণ হইলেন। দেখেন তাঁহার আর এমন সেনানী কেহই নাই যে, ইহাদিগের সন্মুখীন হয়। সমস্তদিনের আয়োজন নিষ্ফল হইল। বিজয়কৃষ্ণের মুখশ্রী ম্লান হইল।" তিনি এক দৃষ্টে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যোদ্ধারাও রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন ও এককালে বাক্যরহিত হইলেন। [illegible]

ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! আমি মনে করিয়াছিলাম, অন্য চারি জন কৃষ্ণনাথের বিপক্ষ হইবে এ কি হইল! এক্ষণে প্রত্যাগমন কথা যুদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত কর্ম ও যে প্রত্যাগমন করিবে, ভাটেরা চিরকালের মত তাহার বংশের মুখে কালী দিবে। ইহা চিন্তিয়া কেহ একপাদ মাত্র সরিল না। ক্ষণকালের জন্য রঙ্গভূমি নিঃশব্দ হইল। প্রধান ভাট বিপক্ষ যোদ্ধার কিছু ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া আবার পরিমিত গভীর স্বরে বলিল। "কেহ বীর থাক তো এই ছয় ভীম যোদ্ধার সম্মুখীন হও, মহারাজ জয়ীর পুরস্কার করিবেন।" আবার তূরী বাজিল। তূরী ও থামিল। রঙ্গভূমি তেমনি আছে। কেহই আইসে নাই। সে ছয় জন মূরতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই নতশির।

প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিলেন। "কি কর্তব্য? আমার রাজ্যে কি এই ছয় জন ব্যতীত আর যোদ্ধা নাই? এ ছয় জনেরই বা কি বিবেচনা? ইহারা সকলেই এক দলবদ্ধ হইল। কিছু মনে ভাবিল না, যে ইহাতে মহারাজের অপমান করা হইল। কৃষ্ণনাথেরই বা কি আচরণ? তাঁহার কখন প্রথমে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল না। সকলেই একতন্ত্র হইয়াছে! আমি ইহাদিগের সকলকেই উচিত দণ্ড দিব। এক্ষণেই এ সৈন্যদল বিদায় দাও?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপন আজ্ঞা শিরোধার্য, কিন্তু এক্ষণে সৈন্যদলকে বিদায় দিয়া অভিনয় ভাঙ্গিলে—"

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন। "অভিনয় কোথায় যে ভাঙ্গিবে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এক্ষণে অভিনয় না হইয়া সৈন্যদল বিদায় দিলে গঞ্জালিস কি মনে করিবেন? তিনি ভাবিবেন, মহারাজের রাজ্য এমনি অপটু ও বিশৃঙ্খল যে যুদ্ধাভিনয়ে নায়ক মিলিল না ও মহারাজকে দুষিবে যে মহারাজ পরামর্শ করিয়া আপনার সৈন্যের বৃথা মান রাখিলেন।"

মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন। হাঁ আমি সে সব বুঝি, কিন্তু এক্ষণকার উপায় কর। যাহাতে মান রক্ষা হয়, তাহা কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যে ছয় জন যোদ্ধা রঙ্গভূমিতে যুদ্ধ প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনার সমস্ত লস্কর মধ্যে এমত কেহ নাই যে তাহাদিগের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের কথা কি?"

রাজা বলিলেন। "এমত যদি জানে, তবে কেন ছয় জনই একপক্ষ হইল?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! তাহারা কেহই জানিত না যে অপর চারি জন কৃষ্ণনাথের বিপক্ষ হইবে না। সকলেই পরস্পর মনে করিল যে, রণবীর-বাহাদুর ও সে অপর চারি জনের সমকক্ষ হইবে। তাহা হইলে তুমুল যুদ্ধ হইবে ও হয়তো রণবীর ও সে উভয়ে অপর চারি জনাকে পরাস্ত করিয়া রাজ পুরস্কার পাইবে ও জগন্মান্য হইবে।"

রাজা বলিলেন। "হাঁ তা তো শোনা গেল, এক্ষণে কি করিবে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "এক্ষণে ঐ ছয় জনের মধ্যে কেহই বিপক্ষ দলভুক্ত হইতে পারিবে

না। প্রথম আশ্রত দল ত্যাগ করিলে তাহার মানের হানি হইবে ও মহারাজ আপনিও অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিবেন।”

রাজা কহিলেন। “তা তো যুদ্ধেরই নিয়ম। স্বদল ত্যাগ করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু সে কথায় ফলোদয় কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! তাহাতে ফলোদয় দূরে থাকুক, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আপনার মান রক্ষা দুর্লভ।”

মহারাজের মলিন মুখচন্দ্র আরও ম্লান হইল। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ললাটে দেখা দিল ও হতাশ হইয়া আপন চৌকির পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া এলথেল হইয়া বসিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় চৌকির দুইপাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল ও শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গঞ্জালিস মহারাজের অবস্থা দেখিয়া হেটমুণ্ড হইয়া অন্যমনস্কের মত রহিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের পশ্চাৎ ভাগে গিয়া শিরোনত করিয়া বলিল। “মহারাজ! গঞ্জালিস বৰ্দ্ধমানাধিপের নিকট যাইয়া যখন এই কথা বলিবে, তখন বৰ্দ্ধমানাধিপই বা কি কহিবেন?”

মহারাজ করতল উল্‌টাইয়া বলিলেন। “কি বলিব?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আরাকানের রাজার ভ্রাতা অনুপরাম এক্ষণে লস্করপুরে আছেন। তিনি অবশ্যই এ কথা শুনিবেন।”

মহারাজ নিস্তেজ হইয়া বলিলেন। “শুনিবেন বই কি।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! অনুপরাম অবশ্য দেশে গিয়া এ কথা প্রচার করিবেন।”

মহারাজ কলের মত প্রতিধ্বনি করিলেন। “করিবেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনার লস্করেরাও আপনা আপনি এ কথা রটনা করিবে।”

মহারাজ পুত্তলিকার মত উত্তর দিলেন। “করিবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! যশোহরে একথা অবশ্যই রটিবে। ইহা নিবারণের আর উপায় নাই।”

মহারাজ নিতান্ত উদাস হইয়া মন্ত্রীর কথায় সায় দিলেন। “উপায় নাই”, ও ক্রমে আপনার মনে এ সকল দুর্নামের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আরও দমিয়া গেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল “মহারাজ! এ কথা দিল্লীতেও কালক্রমে রটিবে ও দিল্লীশ্বর শুনিলে আপনাকে ঘৃণা করিবেন।”

মহারাজ এই কথায় নিতান্ত অধৈর্য হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার এরূপ বর্ণনায় কি লাভ? ইহাতে আমার ক্লেশ বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইতেছে না। ইহাতে উপস্থিত বিপদের উপায় মাত্র বলিলে না। উপদেশ দিতে অক্ষম হও স্থির হইয়া থাক। নিষ্প্রয়োজনে অনর্থ বলিলে কি হইবে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শিরোধার্য, কিন্তু সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত না হইলে উপায় চিন্তা করা যায় না।"

রাজা কহিলেন। "এখন অবস্থা তো অবগত হইলে উপায় চিন্তা কর।"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "মহারাজ! ছয় অশ্বারোহীকে ধনলোভ দেখাইয়া এই ছয় জনের বিপক্ষ করিয়া দিলে ভাল হয় না?"

রাজা কহিলেন "তাহাই কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! দ্বাদশ জন হইলে আরও ভাল হয়। তাহারা অবশ্যই পরাজিত হইবে। তাহা হইলেই আপনার ছয় সেনানীর মান্য বৃদ্ধি হইবে।"

মহারাজ বলিলেন। "ভাল তাহাই কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তবে আমি সেই চিন্তায় যাই।"

বিজয়কৃষ্ণ এ কথা কহিয়া চন্দ্রাতপের বাহিরে আসিলে ভাট আবার কহিল। "কেহ যোদ্ধা থাক এই ছয় জনের সম্মুখীন হও। মহারাজ জয়ীর মান্য করিবেন। এক জন হও বা বহু জন হও সম্মুখীন হও। মহারাজের রাজ্যে কি এই ছয় জন ভিন্ন আর বীর নাই? এ রঙ্গভূমে কি আর কেহ বীর নাই, যে এই ছয় জনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সম্মান লয়?"

ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে রাণী সরমাকে কহিলেন। "সরমা! কি দেখিতেছ? এ ছয় জনের সম্মুখীন হয় এমত লোক এ অগণ্য লস্করের মধ্যে দেখিতেছি না। বোধ হয় আজ মহারাজ অপমানিত হইবেন। ফিরিঙ্গি গঞ্জালিস কি মনে করিবেন? দেখিতেছ না? মহারাজ কেমন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন?"

সরমা বলিলেন। "মা! রাজার মুখ দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এ রূপ তো কখনই ঘটে নাই। গতবার যশোহরে যখন রণাভিনয় হয়, তখন মালিকরাজ ও হজুরমলে যুদ্ধ করিয়াছিল। চেত সিং কৃষ্ণনাথের সহিত ও ফতে সিং তেজ খাঁর সহিত যুঝিয়াছিল। এবার এমন হইল কেন? আমার মনে কেমন অনির্বচনীয় ত্রাশ হইতেছে। কারণ বুঝি না। বোধ হইতেছে যেন অমঙ্গল সন্নিকট। যেন আমার দুরদৃষ্টের উদয় হইবেক।"

রাণী বলিলেন। "ঐ দেখ, ভাট ঘন ঘন ডাকিতেছে। তূরী বাজিতেছে। তথাপি কেহ দেখা দিতেছে না। আমার ও মনে কেমন অস্ফুট আশঙ্কা। বেলাও আর অধিক নাই, বোধ করি আজ সকলকে বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

সরমা বলিলেন। "এস আমরা পুরস্কার অর্পণ করি। তাহা হইলে মানের জন্য ও ধন লোভে অবশ্যই কেহ না কেহ অগ্রসর হইবে।"

রাণী বলিলেন। "ভাল বলিয়াছ। যমুনা!"

যমুনা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাণী বলিলেন। "যমুনা! তুমি রঙ্গভুমিতে যাও ও বল, মহারাজের অধীন হউক বা অপর কেহ হউক যে কেহ এই ছয় জন যোদ্ধার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিবে, তাহাদিগকে আমার গলের এক হীরক হার দিব ও বহু মান্য করিব।"

সরমা কহিলেন। "আমারও হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিব ও আমিও তাহাকে বহু সন্মান করিব।"

ইহা বলিয়া সরমা আপন কণ্ঠ হইতে দুই আভরণ খুলিয়া যমুনার হস্তে সমর্পণ করিলেন রাণীও মালতীকে কহিলেন। "মালতি! আমার ভাল হীরকের হার একছড়া যমুনাকে দাও।"

যমুনা ও মালতী উভয়ে চন্দ্রাতপ হইতে বাহিরে গেল ও রাণীর শিবিকার নিকট যাইয়া তাহার মধ্য হইতে বাক্স লইল। মালতী বাক্স খুলিল ও বাছিয়া উৎকৃষ্ট হীরকের হার এক ছড়া যমুনার হস্তে দিল। যমুনা হার লইয়া যায়।

মালতী বলিল। "যমুনা! রঙ্গভূমিতে তোমার এ বেশে যাওয়া উচিত নহে। তুমি বেশ বদল কর।"

যমুনা এক শিবিকা মধ্যে গিয়া আপনার বেশ পরিবর্তন করিল। মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিল। তাহার উপর কিরীট দিল। বক্ষস্থলে কাঁচুলি আঁটিল। তঙ্গ পাজামা পরিল ও দক্ষিণ দিকে অসি ঝুলাইল। বামে তূরী ঝুলাইল। দক্ষিণ হস্তে অন্তঃপুরের শ্বেত পতাকা ধরিল ও অশ্বারোহী হইয়া রঙ্গভূমিতে যেখানে ভাট ডাকিতেছিল, তথায় আসিয় উপস্থিত হইল। বাম হস্তে তূরী উঠাইয়া বাজাইল। সকলের নেত্র সেই দিকে গেল। তূরী বাজাইলে পর কহিল। "মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক।" আবার তূরী বাজাইল। পরে বলিল। "রাজা হউন, রাজপুত্র হউন এ দেশীয় হউন বা বিদেশীয় হউন ক্ষত্রিয় হউন বা ব্রাহ্মণ হউন যে কেহ একক হউন বা দলবদ্ধ হউন এই উপস্থিত ছয় জন যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে অদ্য পরাজয় করিবে, মহারাণী তাহাদিগের প্রত্যেককে এমত হীরকের হার দিবেন ও যথেষ্ট মান্য করিবেন।"

আবার তূরী বাজাইল। পরে বলিল। "মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক। যে কেহ অদ্য উপস্থিত ছয় জন যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় করিবে, তাহাদিগের প্রত্যেককে রাজকুমারী সরমা এইমত হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিবেন ও বহু সন্মান করিবেন। রঙ্গভূমিতে বীর থাক বীর পুত্র থাক অগ্রসর হও।"

এ দিকে মন্ত্রী আসিয়া মহারাজকে নিবেদন করিল। মহারাজ! কেহই সাহস করিল না। মহারাজ এককালে জলন্ত হুতাশনের ন্যায় হইলেন। আপন চৌকি ত্যাগ করিয়া ধ্বজার নীচে আসিলেন ও কহিলেন। "আমার অধিকারে কি এমত বীর নাই, এ রঙ্গভূমিতে কি এমত বীর নাই, যে ছয় জন যোদ্ধার অগ্রসর হয়।" কেহই উত্তর দিল না। মহারাজ পুনর্বার বলিলেন। "এ রঙ্গভূমিতে কি বীর নাই যে ছয় জনের সম্মুখীন হয়। এক জনে হয় বা বিশ জনে বা এক শত জনে এই ছয় জনকে পরাস্ত করিলেই আমার নিকট সম্মান পাইবে।" কেহ উত্তর করিল না।

যমুনা আবার তূরী বাজাইল ও পুনরায় যোদ্ধা আহ্বান করিল ও শ্বেতপতাকা ভূমিতে পুতিয়া তাহার উপর আভরণ রাখিয়া নীচে দাঁড়াইল। কেহই অগ্রসর হইল না। মহারাজ হতাশ হইয়া মস্তক নত করিলেন ও ব্যাঘ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

সূর্যকুমার ক্রমে মহারাজের নিকটস্থ হইয়া যোড়করে বলিল। "মহারাজ আমার এক নিবেদন আছে।"

রাজা উত্তর করিলেন। "সূর্যকুমার! তোমার কথা শুনিতে আমার কর্ণদ্বয় সদাই অভিলাষ করে। বল কি বলিবে।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাপুরুষ কলঙ্কে আমার পবিত্র কুলমান দূষিত করিব না। বীর বংশে জন্ম। আমি আর থাকিতে পারি না! আজ্ঞা করেন তো রঙ্গভূমিতে যাই।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! তুমি রাজপুত্র, তদুপযুক্ত বীরবাক্যই বলিলে, কিন্তু তুমি বালক, নবীন যোদ্ধা, একাকী এ ছয় জন প্রৌঢ় যোদ্ধার সম্মুখীন হওয়া কেবল পরাস্ত হইবার কারণ-মাত্র। অতএব ক্ষান্ত হও, বারান্তরে যখন একাকী মালিকরাজ যুদ্ধে আহ্বান করিবে তখন যাইও।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আপনার আশীর্বাদে কোন কর্মেই পরাস্ত হইব না। আপনার ভাট তিনবার ডাকিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, কেহই অগ্রসর হয় নাই। আপনিও ডাকিলেন, কেহ অগ্রসর হইল না। আবার মহারাণী ও রাজকুমারী-সরমা যমুনা দ্বারা ডাকিতেছেন। আমার আর অবস্থান করা মানের জন্য নহে। নমস্কার! আশীর্বাদ করুন।" ইহা বলিয়া এক লম্ফে রঙ্গভূমিতে পড়িল ও আপন অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া পূর্বদিকে দাঁড়াইল। অমনি দক্ষিণ হইতে সর্বাঙ্গ লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত অপর এক জন অশ্বারোহী সতেজে রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বোধ হয় অনেক দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে অশ্বারোহীও পূর্বদিকে সূর্যকুমারের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল। ভাট তূরী বাজাইল। যমুনাও তূরী বাজাইল। হস্তির উপরের ডঙ্কা বাজিল। নাগাড়া বাজিল। ভেরীও বাজিল।

সূর্যকুমার এত শীঘ্র চলিয়া গেল, যে মহারাজ আপত্তি করিতে সময় পাইলেন না। তাঁহার কখন স্বপ্নেও বোধ হয় নাই যে সূর্যকুমার যুদ্ধে নামিবেন। বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! আজ কি কুপ্রভাত! দেখ হয়তো সূর্যকুমার হইতে আমাদিগের মাথা কাটা যায়। সে বালক উগ্র স্বভাব, নিবারণ মানিল না। দম্ভ করিয়া অভ্যস্ত যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইল। এক্ষণেই পরাস্ত হইবে। তখন আর আমার অপমানের সীমা থাকিবে না। আমার এত কালের পোষিত আশা উন্মূলিত হইল। মনে করিয়াছিলাম, কতই সুখ পাইব। যাহা হউক যাহাতে সূর্যকুমারের জয় হয়, তাহার উপায় কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আর জয়ের উপায় নাই। যোদ্ধৃসিংহোপম ছয় জনের সহিত যখন সূর্যকুমার একাকী রণ প্রার্থনা করিল, তখন আপনি জয়াশা পরিত্যাগ করুন।"

চন্দ্রাতপের ভিতর রাণী সূর্যকুমারকে বিপক্ষদলে একাকী যাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন

ও কহিলেন "সরমা! দেখ সূর্যকুমার একা ছয় জনের সঙ্গে যুদ্ধাশয়ে যাইতেছে। কি নির্বোধ! তাহার কি জ্ঞান হইল না যে, এ অবস্থায় তাহার জয়ের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই?।"

সরমা ভীত হইলেন ও রঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাক্যরহিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব হইতে অবিজ্ঞাত আপদের ত্রাস ছিল এ যেন সেই আশঙ্কা স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে অবসন্ন করিল। রাণীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। মালতীর হাত ধরিয়া কিছু অন্তরে গেলেন ও কিছুক্ষণ তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। অবশেষে বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতে লাগিল। বলিলেন। "মালতী! কি বিপদ! দেখ সূর্যকুমার নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন। অমূলক অহঙ্কারে ভর দিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এক বারও ভাবিলেন না যে, তথায় তাঁহার পক্ষে কেবল পরাজয় আছে। ভাবিলেন না যে পরাজিত হইলে মহারাজের অপমান ও হয়তো তিনি মত বদলাইবেন। অভাগার অদৃষ্টে কতই কষ্ট আছে! মালতি আমি সকল শূন্য দেখিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি না। রণাভিনয়ে জয় পরাজয় কিছু এতগুরুতর ব্যাপার নহে. অথচ আমার কেমন ভাবী বিপদের আশঙ্কা হইতেছে বলিতে পারি না। আমার ভবিষ্যত আর ভাবিতে পারি না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। এমনি পোড়া অদৃষ্ট ও এমনি আমার দৃষ্টি কদর্য যে, যাহার সুখে সুখী হই, বিধাতা তাহারই মন্দ বিধান করেন। আমি অর্থ প্রার্থনা করি না, যশ চাহি না, রাজ্যভোগ চাহি না, কেবল মনে মনে ভাল বাসিব, কিন্তু দুষ্টগ্রহে ভাল বাসিতেও দিবে না। আমার মন কেমন ডরিয়ে উঠিতেছে। সূর্যকুমারের একবার ভাবা কর্তব্য ছিল।"

মালতী বলিল। "সরমা। বৃথা কেন আপনাকে কষ্ট দাও। সূর্যকুমার অবশ্যই আপনার বল জানিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সূর্যকুমার বালক নহেন। যুদ্ধার্থী বীরগণের ক্ষমতাও জ্ঞাত আছেন।"

সরমা বলিলেন। "মালতি! তুমি যেন অপর লোকের মত কথা বলিলে।"

মালতী বলিল। "কেন সরমা? আমি কি অন্যায় বলিলাম? তোমরা স্নেহে অন্ধ হও। ইচ্ছা করিয়া অভিলাষ প্রতিকূল সত্য কথাও শুনিতে চাহ না।"

সরমা বলিলেন। "আমার যে মন কেমন হইতেছে। ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। দুর্ঘটনাসূচক আতঙ্ক হইতেছে। ইচ্ছা হয় এক্ষণি সূর্যকুমারের হাত ধরে লয়ে আসি।"

মালতী বলিল। "ভাব কেন। ঈশ্বর অবশ্যই সাহসীর মান রাখিবেন। সূর্যকুমার জয়ী হইবেন ও দ্বিগুণ জ্যোতির সহিত তোমার নিকট মান নিতে আসিবেন।"

সরমা বলিলেন। "তাই হউক। মালতি! তোমার কথা যদিচ অমূলক বলে জানিতেছি, তথাপি আমার শুনে ও প্রীতি জন্মাচ্ছে; বর্তমান অভিনয়ে আমার বিশেষ চিন্তা নাই অথচ কি একটা অচিন্তনীয় দুর্দৈব ঘটিবে দুর্গা জানেন।"

রাণী বলিলেন। "সরমা! ঐ দেখ সূর্যকুমারের দলে আর একজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়াছে।"

সরমা বলিলেন। "ওটি কে?"

রাণী বলিলেন। "তা আমি জানি না। মালতি! জান ও যোদ্ধাটি কে?।"

মালতী বলিল। "আমি উহাকে কখন দেখি নাই। তাতে আবার যে বর্মে সর্বাঙ্গ ঢাকা চেনা যায় না।"

রঙ্গভূমিতে নামিয়া সূর্যকুমার স্থির দৃষ্টিতে আপন বিপক্ষ দলের প্রত্যেককে দেখিলেন ও আপন তূরী লইয়া এমন বলে বাজাইলেন যে, বিপক্ষের অশ্বগুলি চমকিয়া উঠিল। তাঁহার তূরীর শব্দ প্রান্তর পার না হইতে হইতেই পার্শ্বস্থ অজ্ঞাত যোদ্ধাও আপন তূরী বাজাইল। সূর্যকুমার পার্শ্বস্থ বর্মাবৃত পুরুষকে লক্ষ্য করেন নাই। রণে ছয় রথীর প্রতিকূলে একাই বিক্রম প্রকাশ করিবেন বলিয়া অকুতোভয়ে মহা আস্ফালনে তূরী বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু পার্শ্বস্থ তূরীর ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন ও অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণে কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুই তূরীর গভীর নিনাদে দশ দিক পূরিল। তূরীশব্দ ক্রমে দূরের বনে প্রবেশ করিল। আর কিছুই শুনা যায় না তখন দক্ষিণ দিক হইতে আর এক জন যোদ্ধা রঙ্গভূমিতে অশ্ব চালাইল। সেটি মহারাজের সহস্র পদাতির অধ্যক্ষ। তাহার নাম মীরণ। তাহার পশ্চাতে আর তিন জনা অশ্বারোহীও রঙ্গভূমিতে নামিল। তাহারা রঙ্গভূমিতে নামিয়া একবার স্থির হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিল ও পরেই অতিবেগে সূর্যকুমারের পার্শ্বে আসিয়া দলভুক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা প্রত্যেকে তূরী বাজাইল। সূর্যকুমার মীরণকে কৃষ্ণবর্মাবৃত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনিও কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে রণবীর বাহাদুরের দলস্থ সকলে স্ব স্ব তূরী বাজাইল। তূরীর শব্দ তুমুল হইল। তূরী শব্দ থামিলে ভাট আবার গভীর স্বরে বলিল। "এক্ষণে আমার তিন বার ডাকা হইয়াছে। যাঁহারা আসিবার তাঁহারা আসিয়াছেন। ন্যায় যুদ্ধ হইবে। ইহাতে যে কেহ জয়ী হইবেন, তাঁহারা রাজসন্নিধানে মান পাইবেন ও মহারাণী ও রাজকুমারী দত্ত আভরণ ও মানও পাইবেন। পরাজিত যোদ্ধা আপনার অশ্ব, অস্ত্র, অলঙ্কার ও বস্ত্র জয়ীকে দিবেন। যুদ্ধের অন্যান্য নিয়ম যেমন সর্বত্র আছে, এখানেও তেমনি। পরাজয় স্বীকার করিলে তাহার উপর কেহ অস্ত্র চালাইতে পারিবেন না ও মহারাজের ভেরী বাজিলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যোদ্ধাদিগের যে যে অস্ত্রে যুদ্ধেচ্ছা হয় ও প্রকৃত কি অস্ত্র স্পর্শমাত্র যেরূপ যুদ্ধে অভিলাষ হয়, তাহা যোদ্ধারা প্রকাশ করুন।" ভাট থামিল। আবার তূরী বাজিল।

সূর্যকুমার অগ্রসর হইলেন। ভাবিলেন ছয় জনা সুবিখ্যাত বীরের বিপক্ষে শুদ্ধেষ্টির ন্যায় যুদ্ধে কোন ফল নাই। পরাজয়ের অপমান লইয়া জীবিত থাকাপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ বিধেয়। প্রকৃত অস্ত্রযুদ্ধই এরূপ বিষম রণে আমার পক্ষে শ্রেয়। এবং আপনার বল্লমের

শাণিত অগ্রদেশ দিয়া প্রথমে কৃষ্ণনাথের ও ক্রমে বাকি পাঁচ জনার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিলেন। তাঁহার দলস্থ সকলেই সেইরূপ করিল।

সকলে সিহরিয়া উঠিল। মহারাজ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বিরজকৃষ্ণ! দেখ নির্বোধ বালক কি হাঙ্গাম উপস্থিত করিল। অনর্থক রক্তস্রাব করিবে ও হয়তো এই অকারণ আগুরণে আমার উৎকৃষ্ট সেনাপতি কয় জন নষ্ট হইবে। এ অর্বাচীনটার কি মৃত্যুভয়ও নাই?।"

বিজয়কৃষ্ণ। "মহারাজ! এতকালের পর হয়তো মণিরাম-রাজ নির্বংশ হইলেন।"

ওদিকে ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে সরমা অধৈর্য হইয়াছেন। তাঁহার মৃদু মৃদু শ্বাস মাত্র বহিতেছে। মুখে বাক্য মাত্রটি নাই। মালতী তাঁহাকে স্থির হইতে পরামর্শ দিতেছে। রাণী নিতান্ত বিষণ্ণা।

এ দিকে দামামা বাজিল ও নহোবতও বাজিল। কিছুক্ষণ পরেই সকল বাদ্য থামিল। ক্রমে যোদ্ধাদিগের অশ্ব অস্থির হইল। বিকট বলে ঘন ঘন খলীন(১) চর্বণ করিতে লাগিল। ফেণসঙ্কুল মুখ শুভ্রীকৃত হইল, পদাঘাতে ভূমি চষিয়া ফেলিল, ধূলি রাশি গভীর তোপোদ্গারিত ধূমচয়ের ন্যায় গড়াইতে লাগিল। এক একবার সম্মুখের পদাঘাত কোন প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। পরে মহারাজ আপন হস্তে তূরী লইয়া এক অশ্বে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্রের অগ্রভাগে গিয়া মন্দে একবার ধ্বনি করিলেন।

সূর্যকুমারের দল ক্রমে অল্প পাদবিক্ষেপে অশ্ব লইয়া রঙ্গভূমির দক্ষিণ প্রান্তে গেল। কৃষ্ণনাথও দক্ষিণ প্রান্তের পশ্চিম দিক আশ্রয় করিলেন। মহারাজ আবার তূরী বাজাইলেন। অমনি কৃষ্ণনাথ ও সূর্যকুমার আপন আপন শেল বক্ষস্থলে রাখিলেন। তখন তাহাদিগের অশ্ব আর স্থির হয় না। যোদ্ধার মনও আর স্থির হয় না। উভয়েই দক্ষ অশ্বারোহী, উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে শেল, বাম কটিতে তলবারী ও বাম বাহুতে চর্ম। উভয়ে যেন উন্মত্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর অগ্নি দৃষ্টিপাত করিল। দর্শকগণ উৎসুক হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল।

কৃষ্ণনাথ বলিল। "সূর্যকুমার! তোমার বৈতরণী করিয়াছ? পিতৃতর্পণ করিয়াছ? না করিয়া থাক তো একবার তর্পণ করিয়া লও। তোমার পিতৃলোকেরা অদ্য শেষ গণ্ডূষ জল পাইবেন। এখনো বলি, পরাজয় মানিয়া ফিরিয়া যাও।"

সূর্যকুমার কিছুই বলিল না। উত্তর দিবার মধ্যে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া একবার হুঙ্কার দিল।

কৃষ্ণনাথের অন্য পাঁচ জন যোদ্ধা কৃষ্ণনাথের পশ্চাতে দাঁড়াইল। সূর্যকুমারের চারি জন এক শ্রেণীতে দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাৎ অজ্ঞাত অশ্বারোহী দাঁড়াইল।

মহারাজ স্বহস্তে তূরী লইয়া আবার বাজাইলে অমনি কৃষ্ণনাথ ও সূর্যকুমার উভয়েই

(১) দহানা।

বিদ্যুদ্বেগে অশ্ব চালনা করিলেন। ধূলি উড়িল। কিছুই দেখা গেল না। সরমার প্রাণও ধূলির সঙ্গে উড়িল। চেতনাহীন। চিত্র পুত্তলিকার মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনিমেষ বিস্ফারিত লোচন। ঈষৎ উন্মীলিত ওষ্ঠাধর। বক্ষের ঘন ঘন হিন্দোল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন বজ্রপাতের মত একটি ঝঞ্জনা শুনা গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে, উভয় অশ্বারোহীর শেলদণ্ড ভাঙ্গিয়া টুক্রা টুক্রা হইয়াছে। যোদ্ধারা আবার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া পূর্বস্থান আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরমারও সহসা মুদ্রিতনেত্র সতৃষ্ণে সূর্যকুমারের মুখশ্রী লক্ষ্য করিতেছে। কপোল হইতে ঝঞ্জনা শ্রবণমাত্রে বিলুপ্ত-রাগ আবার ক্রমে পবিত্র কমলপ্রভ মুখকে আক্রমণ করিল। সমস্ত অন্য যোদ্ধারা স্ব স্ব স্থানেই দাঁড়াইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অমনি উভয় যোদ্ধাকে নূতন শেল দিল। মহারাজ বিশ্রামের জন্য অল্পক্ষণ দিয়া আবার তূরী বাজাইলেন। অমনি দুই যোদ্ধা পরস্পরের বিপক্ষে দৌড়িল। আবার একটি ঝঞ্জনা শুনা গেল। আবার সরমা সংজ্ঞাহীন। বাষ্পাকুল ললাট। কৃষ্ণনাথ সূর্যকুমারের অসহ্য বলে আপন অশ্ব হইতে নিপাতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই দাঁড়াইয়া আপন কটিদেশ হইতে তলবারি লইয়া অতিবেগে চালাইতে লাগিলেন। সূর্যকুমার কৃষ্ণনাথকে নিরশ্ব দেখিয়া আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও তলবারি লইয়া কৃষ্ণনাথকে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণনাথের হাত শিথিল হইল। সূর্যকুমার কৃষ্ণনাথের আঘাত অতিক্রম করিয়া তাহার শিরোদেশে খরতর অসি বিকট বিক্রমে উঠাইলেন ও এক আঘাতে তাহার স্কন্ধদেশ হইতে দক্ষিণ বাহু ও মুণ্ড ভিন্ন করিতেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে হজুরমল আসিয়া এমত বেগে সূর্যকুমারের বধোদ্যত-হস্তের উপর অসি মারিলেন যে, সূর্যকুমারের কঠিন বর্ম ঠন্ ঠন্ করিয়া উঠিল ও হস্ত অবশ হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু হজুরমলের অসিও বর্মে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইল। সূর্যকুমার ক্ষণেকের জন্য জ্ঞানশূন্য প্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। হজুরমলও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ অসি লইয়া ছেদোদ্দেশে হস্ত উঠাইলেন। অমনি মালিকরাজ দৌড়িয়া খড়্গ উঠাইলেন ও সূর্যকুমারকে আঘাতাশয়ে চলিলেন। দর্শকগণ এককালে চীৎকার করিয়া বলিল। "সূর্যকুমার! মালিকরাজকে দেখ।" সরমা অমনি চক্ষুর্দ্বয় ঘুরাইয়া বিদ্যুতের মত হস্ত-সঞ্চারণ করিলেন। অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইলেন। সূর্যকুমার শব্দমাত্র জ্ঞান পাইয়া যেমন দেখিলেন অমনি আপনার বাম হস্তে কুঠার লইয়া শিরোদেশে এক আঘাতে কৃষ্ণনাথকে অচেতন করিয়া রণভূমিতে পাড়িলেন। অমনি ফিরিয়া মালিকরাজকে লক্ষ করিতেই মালিকরাজ বিদ্যুতের মত তাহার শিরোদেশে খড়্গ চালাইল। দূরস্থ অজ্ঞাত যোদ্ধা অমনি আসিয়া মালিকরাজকে আপনার তলবারির এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিলেন। মালিকরাজ অচৈতন্যে মৃৎপিণ্ডের মত অশ্ব হইতে ঝুলিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিল। সূর্যকুমারও চৈতন্য পাইলে এক লম্ফে আপন অশ্বে বসিলেন। হজুরমল, ফতে সিং প্রভৃতি কৃষ্ণনাথের দল সূর্যকুমারের দলের উপর আক্রমণ করিল। ক্ষণকাল ঘোর যুদ্ধ হইল। কে কাহাকে মারে, কে কোথায় অশ্ব চালায়, কিছুই দেখা

যায় না, কিছুই শোনা যায় না। কেবল ধূলির মেঘ, অশ্বের হ্রেষারব, গদাঘাতের টকাটক শব্দ ও অস্ত্রের চ'কচক্য। অজ্ঞাত বীর কিন্তু কাহাকেও আক্রমণ করিলেন না। কেবল অন্যান্য যোদ্ধারা আক্রমণ করিলে অস্ত্রচালন দ্বারা তাঁহাদের ফিরাইয়া দিলেন। ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি রথী পড়িল। তাহার পরক্ষণেই সূর্যকুমার হস্তুরমল্লকে নিরস্ত্র করিয়া আপনার প্রকাণ্ড কুঠারাঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী ও মালিকরাজকেও সেই অবস্থায় রাখিয়া কৃষ্ণনাথের শিরোদেশে শেল লক্ষ্য করিয়া বিষমবেগে আঘাত করিলেন। কৃষ্ণনাথ অশ্ব হইতে পাতিত হইলেন। অমনি সূর্যকুমার আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনাথের বক্ষস্থলে দক্ষিণ পাদ দিয়া তলবারী উঠাইয়া কহিলেন। "পরাজয় স্বীকার কর। নতুবা তোমাকে যমালয় পাঠাই।" কৃষ্ণনাথ কহিল। "কি! তোর কাছে পরাজয়?"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপনার সেনাপতির অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধ ভঙ্গের ভেরী বাজাইলেন ও কহিলেন। "সূর্যকুমার! উহাকে প্রাণে মারিও না, ও পরাস্ত হইয়াছে। অদ্যকার যুদ্ধে তুমিই বীর।" সূর্যকুমার আপন পাদ উঠাইয়া ব্যস্তে কৃষ্ণনাথের পাদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। ও বাস্তে মালীকরাজের পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাজপুরুষেরা মৃত তিন যোদ্ধার শব উঠাইল। দেখে তেজ খাঁ, চেতু সিং ও অপর একটি সূর্যকুমারের দলস্থ সেনাপতি। সূর্যকুমারের দলস্থ যোদ্ধারা যুদ্ধকালীন প্রায় অন্তরে ছিল বলিয়া আর কেহই আঘাত পায় নাই। মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। "তুমি সূর্যকুমারের তিন জন অশ্বারোহীকে মান্য কর। আমি সূর্যকুমার ও অজ্ঞাত যোদ্ধাকে আনি।" এই বলিয়া রঙ্গভূমিতে নামিলে দেখেন, অজ্ঞাত অশ্বারোহী দক্ষিণ দিকে আপন অশ্ব অতিবেগে চালাইয়া মাঠের প্রান্ত মাঝে গিয়াছে। তাহাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু সে শুনিল না। আপন মনে একবেগেই চলিল। আবার তুরীও বাজাইলেন, সে শুনিল না। পরে এক জন অশ্বারোহী রাজপুরুষকে তাহাকে ডাকিতে বলিলেন, কিন্তু সে যাইতে যাইতে অজ্ঞাত অশ্বারোহী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল। আর লোক প্রেরণ করা বৃথা জ্ঞানে রাজপুরুষকে ডাকিলেন। ও দিকে বিজয়কৃষ্ণ তিন জন যোদ্ধাকে চন্দ্রাতপের নিকট রাখিয়া আপন পুত্র মালিকরাজের নিকট আসিলেন। মালিকরাজ চেতনা পাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া আপন শিবিরের দিকে চলিয়া গেল। হস্তুরমল ও কৃষ্ণনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন শিবিরে গেলেন। মহারাজ সূর্যকুমারকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং অশ্বের বল্গা(১) ধরিয়া চন্দ্রাতপের ভিতর লইয়া গেলেন। জয়ঢক্কা বাজিল। নহোবত বাজিল। তুরী বাজিল। ভেরী বাজিল।

সুরমার আর আমোদের সীমা নাই। সরমা প্রেমে দ্রবীভূত। সুখ উথলিল। কিন্তু আনন্দ প্রবাহের মধ্যেও মন ব্যাকুল হইল। মালতীর কণ্ঠধারণ করিলেন। আহা প্রেমের

(১) লাগাম, Rein.

বন্ধন দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু তাহে উভয়েরই সুখ উপজিল। মালতী বুঝিল। সরমা পাইল। মালতীরও মন মজিল। আধ-মুদ্রিত নেত্রদলের লোম সরমার কোমল কপোলে মিলিল। সরমার উচ্ছ্বাসিত মনের উল্লম্ফিতোর্ম্মি কুচস্তন-দ্বয়ের আস্ফালন মালতীর সম-কুচস্তন-যুগলে লাগিয়া দ্বিগুণ বলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কি পবিত্র প্রেম! কি সাদর প্রার্থনীয় সুখ!

পরে মহারাজ আপন চৌকিতে সূর্য্যকুমারকে বসাইয়া আপনি এক রাজপুরুষ আনিত অশ্ব লইয়া তাহাকে দিলেন ও উত্তম উষ্ণীষ, উত্তম বর্ম্ম ও উত্তম অস্ত্র সকল তাহাকে দিয়া পুরস্কার করিলেন। দর্শকেরা স্ব স্ব স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল। মহারাজ, সূর্য্যকুমার, গঞ্জালিশ ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া রাজবাটির দিকে চলিল। পথে গঞ্জালিশ সূর্য্য-কুমারকে জিজ্ঞাসা করিল। "সূর্য্যকুমার! দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাজের কি প্রকার প্রণয়?।" মহারাজ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার! গঞ্জালিশ তোমাকে কি বলিতেছেন্?।"

গঞ্জালিশ বলিল। "মহারাজ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে পঞ্জা, অভয়, নহোবত প্রভৃতি কতিপয় রণ-সরঞ্জাম কেবল দিল্লীশ্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন অন্য কেহই ব্যবহার করিতে পারে না। আপনার সৈন্য মধ্যে সেই সকলের ব্যবহার দেখিয়া সূর্য্যকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে আপনি কি দিল্লীশ্বরের অনুমতি লইয়াছেন?।"

মহারাজা সাহঙ্কারে বলিলেন। "কি! দিল্লীশ্বরের অনুমতি! কেন অভয়, নহোবত অন্যে ব্যবহার না করিবে?। বাদসাহের নিবারণের কি ক্ষমতা আছে। তাঁহার অনু-মতিতে ব্যবহার করা অপেক্ষা না করা ভাল।"

এইরূপ কথোপকথনে সকলে রাজপুর প্রবেশ করিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

"লক্ষ্মীজুরেঽঙ্কশ্চ জলেষু পঙ্কম্।"

রণাভিনয়ের পর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন ঘরে আসিয়াই বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিলেন। বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত হইলে বলিলেন। বিজয়কৃষ্ণ! কৃষ্ণনাথ সেনাপতির কুশল বল। সূর্য্যকুমারের সহিত রণে তাহার কোন সাংঘাতিক চোট লাগে নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজের পুণ্যপ্রতাপে কৃষ্ণনাথ সুস্থ শরীরে আছেন। আপ-নার সাক্ষাতে আসিতেছিলেন। কিন্তু পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, 'আমি আর এ মুখ কি করিয়া মহারাজকে দেখাইব। যুদ্ধে কেন আমার মৃত্যু হইল না। আমার কোন অঙ্গেই চোট লাগে নাই, অথচ আমি পরাজিত হইলাম।' যাহা হউক সূর্য্যকুমার দিল্লী হইতে ভাল যুদ্ধ কৌশল শিখিয়াছে। মহারাজ! কৃষ্ণনাথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ এখনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে বলে, 'যুদ্ধে জয় পরাজয়

অবশ্যই আছে। আমাদিগের কোতাপেক্ষা সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের মহারাজের প্রিয় পাত্র এমত যোদ্ধা হইয়াছে যে আমাদিগের ছয় জনকে একাই পরাস্ত করিল।"

মহারাজ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তাহার পিতার ন্যায় বীর হইল। বিজয়কৃষ্ণ এক্ষণে তাহাকে বশীভূত রাখিতে পারিলেই আমরা অক্লেশে মানসিংহকে তাড়াইয়া দিব। যেমন তোমার লোক বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "না আজও আসে নাই। অদ্য বর্দ্ধমান হইতে কতকগুলি ব্যবসাই আসিয়াছে, তাহাদের মুখে যা শুনিলাম, তাহা বড় সুখদ সমাচার নহে।"

রাজা বলিলেন। "তাহারা কোন গ্রামে বাস করে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "একজন বসন্তরায়ের এলাকায় থাকে, বাকি কেহ বর্দ্ধমানাধিপের প্রজা, কেহবা বালেশ্বরের বাসীন্দা। আর দুই জন যশোরের লোক ও ছয় জন ঢাকার।"

রাজা বলিলেন। "যশোরের লোক দুটি কে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "রামপ্রসাদ বাবুর লোক। ইহারা সর্ব্বদাই বর্দ্ধমানে যাতায়াত করে।"

রাজা বলিলেন। "তাহারা কি সমাচার দিল"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহারা বলিল, দিল্লী হইতে ফৌজ আসিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। দিল্লীতে এক্ষণে জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়াছেন। কুলিখাঁ নবাব বর্দ্ধমানাধিপের নিকট দিল্লীর লস্করকে রসত দিতে পত্র দিয়াছেন। লস্কর অতি অল্প দিন তথায় অবস্থান করিয়া হয় পূর্ব্বরাজ্যে নয় তো উড়িষ্যায় যাইবে।"

রাজা বলিলেন। "তবে অদ্য বর্দ্ধমান রাজের নিকট যাইব। সেখানে অবশ্য সকল সমাচার পাইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "দেখিবেন কোন মতে আপনার মনের কথা যেন বর্দ্ধমানরাজ না বুঝিতে পারেন। তাহার মত জয়কেতে লোককে এক্ষণে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।"

রাজা বলিলেন। "তোমার সন্দেহের কি কিছু কারণ আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সাবধানের মার নাই। আর আপনার মন্ত্রণা সকলকে প্রকাশ করা উচিত নয়।"

রাজা বলিলেন। "সে চিন্তা করিও না, আমি কিছু বালক নহি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "বঙ্গরাজ ভ্রাতা অনুপরাম কি সত্য শঙ্করপুরে আছেন?

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানাধিপতো আমায় এমত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের মর্ম্ম সব আমি বুঝিলাম না। তিনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই, কেবল অন্য কথা লিখিয়া শেষে আমার সহিত সাক্ষাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে অনুপরামও তথায় আছেন, কিন্তু অনুপরামের আগমনের কারণ কি ও আমারই বা সঙ্গে তাঁহার কিপ্রয়োজন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি বোধ করি অনুপরামও আপনাদিগের পক্ষ। স্মরণ হয় না, পূর্বে শুনিয়াছিলেন যে অনুপরামের ভ্রাতা রাজ্যাভিষিক্ত হওয়াতে অনুপরাম রাজসভা ত্যাগ করিয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "আমরা যদ্যপি গঞ্জালিশকে আমাদিগের দলভুক্ত করিতে পারি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনার এ সময় রায়গড়ের বিষয়ে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই।"

রাজা বলিলেন। "কেন রায়গড়ে আমার অন্য প্রকার কি ক্ষতি হইতে পারে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "স্পষ্ট ক্ষতি এখন কিছু দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যখন একটা হাঙ্গাম উপস্থিত, তখন অন্যান্য কাজে কাযে ব্যস্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করা কি বিধেয়।"

রাজা বলিলেন। "অন্তরে কি বিধি আছে। আমিও সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছি। কমলা কোন মতেই রাজি হন না। সহজে কর্ম সিদ্ধ হইল না বলে, কি নৈরাশ হয়ে ত্যাগ করবো। নৈরাশ ত কতবার হয়েছি। তোমার কথা শুনে কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর ভাবিব না। কিন্তু ভাবনা যেন কোথা থেকে এসে। সে, যে মুখ তা কি কখন ভুলতে পারি। তাতে আবার যখন জানি যে সেটি আমার জন্যই যত্ন করে প্রতিপালিত হয়েছে। আমি বরাবর মনে কর্তাম যে, সে আমারি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ কেন ইন্দুমতিকে বলে পাঠান না, তাতে দেখুন না তাঁর কি মত। আর তাঁর অমতেরই বা কারণ কি। আপনি রাজপুত্র, যোগ্য পাত্র, বলবান রূপবান্ তাতে আবার এক্ষণে স্বয়ং রাজা। তিনি রায়গড়ের চেয়ে অবশ্যই সুখে থাকবেন।"

রাজা বলিলেন। "আমি কি বলতে বাকি রেখেছি? প্রথমবার বসন্তরায় বর্তমানে যখন রায়গড়ে যাই, কেন তুমিও জান, আমার সে বার রায়গড় যাইবার উদ্দেশ্যই তাই ছিল। নতুবা খুড়া বসন্তরায়ের সঙ্গে দেখা করা আমার তত প্রয়োজন ছিল না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "হঁা, তাহে ইন্দুমতীও কিছু স্পষ্ট বলেন নাই।"

রাজা বলিলেন। "স্পষ্ট বলিবেন না কেন। স্পষ্টই বলেছেন। তিনি বলিলেন 'মহারাজ আপনি রাজবংশী, রাজা, তাহে আবার রূপযৌবন সম্পন্ন। আপনার মত স্বামী পাওয়া আমার পক্ষে মান্যকর বটে, কিন্তু ইহা কোন ক্রমে সুখকর হইবে না। আপনি ক্ষান্ত হউন। আমার অপেক্ষা রূপসী কত শত দাসী আপনার আছে ও মনে করিলেই পাইতেও পারেন। আমার আপনার সহিত কখনই মিলন হইবে না; আমি এক প্রকার বিবাহিত বলিলেই হয়।' তাহাতে আমি বলিলাম যদি বিবাহিত জ্ঞান কর, তবে আমার বোধ হয় তুমি বিধবা। সাহকারী কচুরায়ের আর সমাচার পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয় সে আকবর সম্রাটের কোন যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ! ইন্দুমতী আমার কথাটি শুনে অমনি মাতা নোয়াইলেন, আর তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি আপনাকে ধিক্কার দিলাম ও সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ তবে আবার এত অধৈর্য্য হন কেন। তাহার চিন্তা

মন হইতে দূর করুন। আপনার মত বীর পুরুষ কি অতি সামান্যা স্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে ?"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ ইন্দুমতীর চিন্তা দূর করিতে বলা অতি সহজ বটে, কিন্তু সে মুখশ্রী কি আমি কখন ভুলিব। সে শ্রী আমার অস্থিতে চিহ্নিত হয়েছে। আমি অবশ্যই তাহাকে আমার অধীন করিব। প্রেমে জয় করিতে পারি নাই, এবার বল ও কৌশলে অবশ্যই কৃতকার্য হইব। তুমি পুনঃ পুনঃ আর আমাকে বিরত হইতে কহিও না। তোমার কথা শুনিলে রাগ জন্মে। আমার আর বিরত হইবার সময় নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ অতি চতুর রাজমন্ত্রী। যতবার সময়ে সময়ে মহারাজকে এইরূপ নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছে, ততবারই মহারাজের বিরক্তি দেখিয়াছে। ভূয়োভূয়ঃ প্রতাপাদিত্যের মত স্বার্থপর ও সাহঙ্কার রাজার বিপরীতাচরণে আপনার অমঙ্গল জ্ঞানে ক্ষান্ত হইল। মনে মনে প্রতাপাদিত্যকে নিন্দা করিয়া এককালে মত বদলাইয়া কহিল "মহারাজ আমি কেবল আপনার প্রেমের বল পরিমাণ করিতেছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, আপনি নিতান্ত অনিবার্য। অতএব মহারাজ যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মত। কিন্তু আপনি যে বর্দ্ধমানাধিপের নিকট যাইবেন, আপনার সঙ্গে কি লস্কর যাইবে ?"

রাজা কহিলেন। "না, কেবল আমি, গঞ্জালিস ও কৃষ্ণনাথ তিন জনে অশ্বে যাইব। আমাদিগের সঙ্গে আর কাহাকেও যাইতে হইবে না। কৈ এখন গঞ্জালিস আসিল না কেন ? দেখ কাহাকে বল, গঞ্জালিসকে ডাকিয়া দেয়।

বিজয়কৃষ্ণ রাজার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন সরমা ও মহারাণী বসিয়া আছেন। রাজমহিলাগণ আহারের উদ্যোগ করিতেছে। রাজাকে দেখিয়া রাণী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আপনি কি এক্ষণে আহার করিবেন।"

মহারাজ বলিলেন। "না আমি অদ্য সায়ংকালের পর আহার করিব। কৈ সূর্যকুমার এখানে আসে নাই। তাহাকে অদ্য যত্ন করিয়া খাওয়াইও।" রাজা বাহিরে চলিয়া গেলেন। পথে সূর্যকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন। "সূর্যকুমার এক্ষণে আমার অবকাশ নাই, আমি বর্দ্ধমানাধিপের নিকট চলিলাম। যাও তুমি একাকী খাও। সায়ংকালে একত্রে খাইব। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তোমার কর্মোপযোগী পুরস্কার হয় নাই। তুমি প্রকৃত বীরের কায করিয়াছ। আমি তোমার নিকট বাধ্য আছি। তুমি অতি শীঘ্র কিরীটি হইবে।"

সূর্যকুমার মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিল; অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলিল। "মালতী কোথায়, কৈ যমুনাকে ডাক, আমার হার ও মাল্য চাই। রাণীকে গিয়া বল। সরমা কোথায় ?" মালতী দূর হইতে উত্তর করিল "মহাশয় আপনি ঐ পূর্বদিকের দালানে যান সকলকেই পাইবেন। আমি যাইতেছি। আমাকে পুরস্কার দিতে হইবে।" সূর্যকুমারের শব্দ পাইয়া সরমা হাসিয়া আপন ঘরে গেলেন। সূর্যকুমার রাণীর নিকট আসিয়া

উপস্থিত হইল। রাণী বলিলেন, "সূর্য্যকুমার এত বিলম্ব কেন? আমরা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম" সূর্য্যকুমার রাণীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কৈ সরমা কোথায়।"

রাণী বলিলেন। "এই তোমার শব্দ পাইয়া উঠিয়া গেছেন। আমি ডাকিতেছি।" সরমাকে আহ্বান করিলেন।

সরমা বলিলেন। "মা আমি এখন যাইতে পারিব না, একটা কার্য্যে ব্যস্ত আছি।"

রাণী বলিলেন। "সূর্য্যকুমার আহারের কিছু বিলম্ব আছে, তুমি দেখ, সরমা কি কর্ম্মে ব্যস্ত যে, উঠিয়া আসিতে পারেন না।" সূর্য্যকুমার গমনোন্মুখ হইয়া বলিল, "আমার কি পুরস্কার ও মান্য করিবেন, স্থির করিয়াছেন।"

রাণী বলিলেন। "আমি তোমাকে কি দিতে বাকি রাখিয়াছি, তুমি বল দেখি, কি দিলে তোমার ভাল হয়।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আপনার ভাল হারটি কি যথেষ্ট হইল?"

রাণী বলিলেন। "আমার কণ্ঠের হারটিই দিব" সূর্য্যকুমার হাসিয়া বলিল "আমি সেটী কণ্ঠেই রাখিব।"

সূর্য্যকুমার সরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সরমা এক খাটের উপর বসিয়া একটি কাগজে চিত্র আঁকিতেছেন। সূর্য্যকুমারকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কাগজটি আপন বাক্সের ভিতর রাখিলেন।

সূর্য্যকুমার বলিল। "সরমা কি কর্ম্মে ব্যস্ত!"

সরমা বলিলেন। "তুমি আবার এখানে কেন এলে? আমি কিছু ব্যস্ত আছি, এক বার এখান থেকে যাও।" সূর্য্যকুমার হাসিয়া বলিল, "না কথায় যাইব না, আমাকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দাও। নতুবা এই আমি বসিলাম।" সরমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বস, আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কৈ আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও।"

সরমা বলিলেন। "মা তোমাকে কি দিলেন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তিনি আমাকে তাঁহার কণ্ঠের হার দিবেন বলিয়াছেন। এক্ষণে তুমি কি দিবে তা বল।"

সরমা বলিলেন। "আমি তোমাকে কি দিব, তা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। তুমি বল দেখি আমি কি দিব?"

সূর্য্যকুমার মৃদু মন্দে হাসিল ও সরমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সরমা এক-বার চক্ষু দিয়া সূর্য্যকুমারের প্রতি দেখিলেন। চারি চক্ষে মিলিল। আহা! উভয়ের কি দিব্য (১) আনন্দ জন্মিল। উভয়েই পরস্পরের মুখ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইল না। আর কোন চিন্তাই মনে নাই, মনে আর কোন ভাবই নাই। কোন শব্দই আর কর্ণে

(১) স্বর্গীয়।

যায় না!' সরমা কিছুক্ষণ সূর্যকুমারের চক্ষের দিকে দেখিয়া অমনি নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পান নাই। স্পন্দরহিত হইয়া উভয়ে রহিলেন, কিছুক্ষণ থাকিয়া সূর্যকুমার যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল। "সরমা কি দিবে তা বলিলে না।"

সরমা বলিলেন। "আমি তোমাকে যা দিব তা তুমি কাল জানিতে পারিবে, দেখ না রাজাই বা কি পুরস্কার করেন।"

মালতী ঘরে আসিয়া বলিল। "সূর্যকুমার! আহার প্রস্তুত হইয়াছে, এস রাণী ডাকিতেছেন।" সূর্যকুমার আর একবার সরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সরমা তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

প্রতাপাদিত্য যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন দুই বৎসরের বালক সূর্যকুমারকে আপন গৃহে আনেন ও আপনার স্ত্রী এক্ষণকার রাণীর নিকট পালন করিতে দেন। রাণীর সন্তান না থাকাতে রাণী পুত্রবাৎসল্যে তাহাকে প্রতিপালন করেন। পরে সরমা জন্মিলেও সূর্যকুমার যেন জ্যেষ্ঠ সন্তানস্নেহে পালিত হন। সূর্যকুমারের বয়ক্রম এখন প্রায় বাইশ বৎসর, তিনি সরমা অপেক্ষা প্রায় পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু চিরকাল সরমার সহিত একত্রে খেলা করিয়াছে ও সরমাকে যেন আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিত। অদ্য মহারাজের দুই তিন বার কথাপ্রণালী শুনিয়া ও রাণীরও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার মনে কেমন নূতন ভাব জন্মিয়াছিল। আবার এক্ষণে সরমার প্রতি দৃষ্টি হওয়ায় কেমন হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সরমা যদিচ বালিকা, কিন্তু প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল সূর্যকুমারকে দেখিলেই কিছু লজ্জিতা হইতেন ও কখন কখন তাহার কোমল গণ্ডদেশ আরক্ত হইত। অদ্যকার চক্ষুমিলনে তাহার সেই ভাব আরও বাড়িল ও পূর্বাপেক্ষা সূর্যকুমারের আহারের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিলেন। যদিচ তিনি স্বয়ং কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু ধূর্তা মালতী সেটি লক্ষ্য করিয়াছিল।

সূর্যকুমার আহারান্তে সরমার ঘরে পান খাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। দেখে রাজা নাই। তিনি বর্দ্ধমানাধিপের নিকট গিয়াছেন। সভায় বিজয়কৃষ্ণ বসিয়া আছেন। বিজয়কৃষ্ণ সূর্যকুমারকে দেখিয়া বলিল। "সূর্যকুমার! যুদ্ধের পর তোমার সহিত কৃষ্ণনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

সূর্যকুমার বলিল। "না কৃষ্ণনাথ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমার নিকট তাহার অশ্ব ও বর্ম ও অস্ত্রাদি সকল পাঠাইয়া ছিল, কিন্তু আমি সে সকল ফিরাইয়া দিয়াছি, তাহাতে তাহার লোক আমাকে তদ্‌পরিবর্তে পণ ধার্য করিতে কহে। আমি দুঃখিত হইয়া তাহার শিবিরে যাই, কিন্তু শুনিলাম, সে শিবিরে নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমার পুত্র তাহার অস্ত্রাদি পাঠান নাই?"

সূর্যকুমার বলিল। "পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তদ্‌পরিবর্তে আমি একটি থান মোহর মাত্র লইলাম। সেই রূপেই অন্য কএক জনার সঙ্গে হিসাব চুকিল। কৃষ্ণনাথ আমার বোধ হয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। মৎকর্তৃক পরা-

জিত হওয়ার তাঁহার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। জয় পরাজয় কাহারও হাত নহে, দৈবের কর্ম। ঐ দেখ মালিকরাজ আসিতেছেন।"

মালিকরাজ যুদ্ধের পর রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া রাজসভায় আসিলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "এস ভাই কোলাকলি করি।"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের সমবয়স্ক ও বাল্যাবধি বরাবর সূর্যকুমারের সঙ্গে একত্রে পাঠ ও দিল্লীতে অস্ত্রশিক্ষা বশত দিবা রাত্রি একত্রে বাস করেন। ফলে সূর্যকুমার ও মালিক রাজ এক শিবিরেই থাকিতেন, কেবল আহারের সময় রাণীর অনুরোধ বশত রাজবাটীতে যাইতেন, কিন্তু মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন মালিকরাজকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে আহারার্থ আসিতেন।

মালিকরাজ বাহু প্রসারিয়া সূর্যকুমারকে আলিঙ্গন করিল ও উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া একত্রে সে গৃহ হইতে বাহিরে গেল।

মালিকরাজ স্বভাবতঃ উদার। সূর্যকুমারের সহিত তাহার যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। এমন কি, সূর্যকুমারকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না। সূর্যকুমারও মালিকরাজকে সমুচিত স্নেহ করিত, পরস্পরের প্রেম দেখিয়া অন্যে জ্ঞান করিত, ইহারা দুই ভ্রাতা।

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার আমি তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, শুনিলাম, তুমি রাজবাটীতে আসিয়াছ। কৃষ্ণনাথের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?"

সূর্যকুমার বলিল। "না তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?।"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ। কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছে। চল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিগে।" ইহা বলিয়া উভয়ে পরস্পরের স্কন্ধ দেশে হস্ত রাখিয়া রাজবাটীর বাহিরে আসিল; দেখে দূর হইতে তিনজন অশ্বারোহী সেই দিকে আসিতেছে।

সূর্যকুমার বলিল। "ঐ দেখ মহারাজ আসিতেছেন। সঙ্গে গঞ্জালিস। আর ওটি কে?"

মালিকরাজ বলিল। "কৃষ্ণনাথ না? যেন তাহারই মত বোধ হইতেছে।" ক্রমে তাহারা নিকটস্থ হইলে সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ কৃষ্ণনাথই তো বটে।"

ক্রমে অল্পক্ষণেই তিন জন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বগুলি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে। মুখ ফেনে পূর্ণ। শরীর ঘর্মাক্ত। মহারাজ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন। "সূর্যকুমার! তোমার সহিত কোন প্রয়োজন আছে, আইস।" সূর্যকুমার মালিকরাজকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া রাজাকে অনুসরণ করিল। কৃষ্ণনাথ ও গঞ্জালিস রাজার পশ্চাৎবর্তী হইল। পথে সূর্যকুমার কৃষ্ণনাথকে কহিল, "আমি মহাশয়ের শিবিরে যাইতেছিলাম" কৃষ্ণনাথ সূর্যকুমারকে কোন উত্তর না দিয়া রাজার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সূর্যকুমার মনে করিল, কৃষ্ণনাথ শুনিতে পান নাই।

তখনকার যুদ্ধাভিনয়ের প্রথাই এই ছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধান্তে যেন সহোদরের মত ব্যবহার করিতেন। পরাজিতের লেশমাত্রও মনে থাকিত না যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন। অন্য সময়ে যেমত ভদ্রের সহিত ভদ্রের আচরণ করিতে হয়, সেই মতই হইত।

কেবল যখন রণক্ষেত্রে মিলিত হইতেন তখনই যাঁহার যত বীর্য, তাহা বিপক্ষকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না। এইরূপ উদার স্বভাব কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই ছিল। রণ-ক্ষেত্র অতীত হইলে বিপক্ষদলের সেনারা ও সেনাপতিরা একত্রে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিত। কেহ কদাচ বিশ্বাস ঘাতক হইত না। এক্ষণে হিন্দুরাজ্য শিথিল হওয়াতে মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে প্রায় এক প্রকার সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল; কেবল রণাভিনয়ে তাহার ছায়াস্বরূপ দেখা যাইত।

পরে সূর্যকুমার রাজসভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ সূর্যকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন। "সূর্যকুমার গঙ্গালিস তোমার রণপ্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমিও যৎপরো নাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি, তুমি আমার মুখ উজ্জল করিয়াছ, বর্দ্ধমানাধিপ গঙ্গালিসের নিকট তোমার বীর্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন আমি সূর্যকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিব। পরশ্ব দিবস বোধ হয় তিনি আমার নিকট আসিবেন, তোমার যশঃজ্যোতি এ অঞ্চলকে ব্যাপিয়াছে। কৃষ্ণনাথ কিছু অপমানিত বোধ করিয়াছে। তুমি তাহার সহিত আলাপ কর।" সূর্যকুমার, মহারাজের কথা সাঙ্গ না হইতেই কৃষ্ণনাথের সন্মুখীন হইয়া বলিল। "মহাশয়! আমি আপনার শিবিরে গিয়াছিলাম, দেখা পাই নাই, আবার যাইতে ছিলাম।"

কৃষ্ণনাথ "আমি শিবিরে ছিলাম না" বলিয়া অতি কষ্টে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন। "আমিও তোমার যুদ্ধকৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! তোমার অদ্যকার তেজ দেখিয়া সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। গঙ্গালিসের সহিত তোমার বিশেষ আলাপ নাই।" গঙ্গালিস সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া আপন দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া কহিল "মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হওয়াতে অদ্য আমি আপ্যায়িত হইলাম।"

সূর্যকুমার কহিল। "উভয়তই। মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছি জ্ঞানে আমার যৎপরো-নাস্তি সুখ-বোধ হইল। মহাশয় বীর, আপনাদিগের মনোনীত হইতে পারিলেই আমি আত্মাকে সার্থক জ্ঞান করি।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার তোমার সহিত আমার কিছু প্রয়োজন আছে।" সূর্য-কুমার অমনি মহারাজের পার্শ্বে দাঁড়াইল। মহারাজ তাহার হস্ত ধরিয়া গৃহান্তরে গেলেন। গৃহে যাইয়া এক চৌকিতে বসিলেন ও অপর চৌকির উপর সূর্যকুমারকে বসিতে অনুমতি দিলেন। সূর্যকুমার বসিলে রাজা আপনার মনের কথা কি প্রকারে আরম্ভ করেন ইহা স্থা করিতে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। সূর্যকুমারও এক দৃষ্টে ভূমি দেখিতে লাগিল। রাজা "সূর্যকুমার।" বলিয়া কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। ভাবিয়া কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না, যে কি বলিয়া আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। "সূর্যকুমার আমি তোমাকে পুত্র বাৎসল্যে বালক কাল অবধি পালন করিয়াছি; কখন তোমাকে

অসন্তুষ্ট হইবার অনুমাত্রও কারণ দিই নাই। তোমার মঙ্গল প্রার্থনা দিবারাত্র করি। ঈশ্বর করুন তুমি অতি শীঘ্র কিরীটী হও।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আমি সতত আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি, যথাসাধ্য আপনার আজ্ঞাও প্রতিপালন করি, আমি কিছু কৃতঘ্ন নহি।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! আমি তোমাকে আমার মনের ভাব বলিতে সাহস করিতেছি না।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! আজ্ঞা করুন, সাধ্যমত হয় ও ধর্মবিরুদ্ধ না হয় ত এ দীন শরীর ধারণ করিতে আপনার কর্ম অসিদ্ধ থাকিবে না।"

রাজা বলিলেন। "আমি তোমার গুণে বাধ্য হইয়াছি ও দেখিতেছি যে, তুমি স্বরাজ্য শাসনে দক্ষ; অতএব তোমাকে তোমার রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করি, কি বল।" সূর্যকুমার এককালে যেন মহারত্ন পাইল, অমনি অষ্ঠীবতে (১) ভর দিয়া সযত্নে মহারাজের পাদদ্বয় হস্তে ধরিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া সুখবারি পড়িতে লাগিল। গদ গদ বচনে বলিল, "মহারাজ! এ মহারাজার মতই কর্ম হইয়াছে। আমার স্বপ্নেও ছিল না যে, এ হতভাগ্য আমার আপন রাজত্বে পুনরভিষিক্ত হইবে। আমার আশার অধিক দান করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার হস্তে তোমার রাজত্ব সুখে থাকিবে। প্রজারা ধনী হইবে ও ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে। আমি এ মনন আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর করিয়াছি, কিন্তু সময় পাই নাই বলিয়া তোমাকে অবগত করাই নাই। এক্ষণে তোমার পুরস্কারের কাল আসিয়াছে, কি পুরস্কার দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। মনে করিলাম, তোমার রাজ্য তোমাকে দিয়া তোমাকে ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিব। দৈবে উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছি, সে সুযোগ ত্যাগ করিব না। তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অবশ্যই সুখে প্রজা পালন করিবে। তোমার রাজত্ব দিল্লীশ্বরের অধীন নহে। তুমি মনে করিলেই চিরকাল স্বাধীন থাকিতে পারিবে অতএব তোমার পার্শ্বস্থ অন্যান্য রাজার সহিত তোমার আত্মীয়তা রাখা বিধেয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমারও কোন রাজার সঙ্গে কিছুই বিবাদের কারণ নাই; কিন্তু মহারাজের সৎপরামর্শ চিরদিন সানন্দে স্মরণ করিব। আমার জন্মেও কখন ইহা পরিশোধ করিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! আমার বহুকাল অবধি একটি মনের আশা আছে। বোধ করি এত কাল পরে তোমার দ্বারাই আমি সুখী হইব।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! প্রেম কি বস্তু তা জান? তুমি কি কখন কাহাকেও ভাল-বাসিয়াছ? ভাল বাসিয়া থাকত জানিতে পারিবে। তবেই তুমি আমার কষ্টের

(১) হাটু

পরিমাণ পাইবে। সে যে কিরূপ কষ্ট ও সে কষ্টের কি খরতর দংশন তাহা ভুক্ত ব্যক্তিই জানে। তুমি বালক, তোমার এখনও মনে সে ভাব উঠে নাই।" (সূর্যকুমার রাজার কথায় কিছু আশ্চর্য হইল। বুঝিতে পারিল না যে কি উদ্দেশে এ কথার প্রস্তাব হইতেছে। মনে ক্রমে সরমার কথা উঠিল। ভাবিল, বুঝি মহারাজ সূর্যকুমারকে অরসিক জ্ঞান করেন। আবার মনে করিল, বুঝি মহারাজ সরমার প্রতি স্নেহের পরিমাণ বুঝিতেছেন। আবার ভাবিল, বুঝি মহারাজ কোন অপ্রিয় বলিবেন। বুঝি সূর্যকুমারের সুখনাশক কথা। ভয় পাইল। বুঝিল না কি জন্য ভয়। ক্রমে রাজার কথার ভঙ্গীতে সূর্যকুমারের মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। সরমার প্রেম উদয় হইল। সূর্যকুমার কিছু লজ্জিত হইল। মহারাজের বাক্য স্রোত বহিতেছিল; তাহার প্রতি উর্মিতে সূর্যকুমার একবার উত্তোলিত একবার পাতিত হইতে লাগিল। ব্যাকুল হইল, আহা নবীন প্রবৃত্তি কি কষ্টই সহ্য করিল। কখন মনে এরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় নাই। অদ্য মন কেমন উদাস হইল। বুঝিতে পারিল না, মন উচ্চাটিত হইলে কি কারণ উচ্চাটিত হয়। কিসেই বা উপশম হয়, তাহা জানে না। নূতন তপস্বী যোগের নিয়ম জ্ঞাত নহে। নিতান্ত ব্যবচ্ছিন্ন হইল।) "তোমার আর দুই চারি বৎসর মধ্যে মন পরিপক্ক হইলে সে রসের বোধ হইবে।" (সূর্যকুমার মনে ভাবিল "জন্মিবে কেন? জন্মিয়াছে। মহারাজ অবগত নহেন যে, পবিত্র প্রেম কত শীঘ্র এত নবীন আশ্রয়ে বদ্ধমূল হয়। আর কি বলেই বা বৃদ্ধিকে পায়।") "তখন তুমি আমার এখনকার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। আমি নিতান্ত নির্বোধ নহি।" (সূর্যকুমার ভাবিল, "হাঁ ইনি কোন প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছেন।") "আমি বিষয় কর্মও ত্যাগ করি নাই, দিবা রাত্রি কিছু সেই চিন্তায় নিমগ্ন নহি।" (সূর্যকুমার ভাবিল, "ইহাঁর প্রেম তত বদ্ধমূল নহে। বুঝি প্রেম পবিত্র না হইবে, নতুবা কেন দিবানিশি উদিত থাকে না।") "তথাচ আমার প্রতি কর্মে, প্রতি পদে যেন সেই ভাবই উদয় হইতেছে। যেন আমার মন সে উদ্দেশেই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সূর্যকুমার তুমি বালক, তোমাকে বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে। লজ্জাই বা কি? যখন আমার প্রাণ সংশয়, তখন রোগের শান্তি যাহাতে হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। অন্যায়ই বা কি, আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা বল পূর্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করা মান্যকর বলিয়াগিয়াছেন। ভীষ্ম এত বড় যোদ্ধা ও ধর্মশীল, ভ্রাতার নিমিত্ত অম্বালিকাকে বল পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থের অস্ত্রচালনই ব্যবসা। অসি আমাদিগের জীবনোপায় ও উপার্জনের যন্ত্র।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! একালেত প্রায় স্বয়ম্বর ও বলপূর্বক স্ত্রী গ্রহণ দেখা যায় না। তবে আপনার জন্য যদ্যপি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতে আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আজ্ঞা করুন, কোন্ রাজার কন্যাকে আপনার জন্য আনিতে হইবে, আমি তাহার নিকট যাই ও আপনার মত প্রকাশ করিলে যদ্যপি তাহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার কন্যাকে অদ্যই আনিয়া দিব।"

রাজা সূর্য্যকুমারের স্বভাব ভাল জানিতেন বলিয়া সূর্য্যকুমারের এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। মনে জানিতেন যে, যখন সূর্য্যকুমার তাঁহার মনের কথা শুনিবে, তখনই সে বক্র হইবে, কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিবেন না। অদ্যই তাঁহার সূর্য্যকুমারের সহায়তা আবশ্যক। বিশেষত গঞ্জালিস সূর্য্যকুমারকে সঙ্গে লইতে একান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে। তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে ও কোন্ রাজকন্যাকে অপহরণ করিতে হইবে, তাহা না ভাঙ্গিয়া বলিলে সূর্য্যকুমারের প্রকৃত সাহায্য পাইবেন না। বলিলেন "সূর্য্যকুমার! তোমার এরূপ উদার চরিত্রে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। এ কন্যাটি ফলে রাজকন্যা নহে। এটি এক রাজার পালিত। ইহার পিতা মাতা কেহই নাই। রাজ সংসারে বাল্যকালাবধি প্রতিপালিত। ফলে বলিতে কি আমার খুড়া মহারাজ বসন্তরায় ইহাকে কোন বন হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। জনশ্রুতি, এটি কোন রাজকন্যা। রায়গড়ে এক্ষণে বাস করিতেছে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কি ইন্দুমতী মহারাজের প্রেমাস্পদ?"

রাজা বলিলেন। "হাঁ সেই কোমল মাধুরীই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজ! ইহা কোন বিচিত্র কথা। আমি অদ্যই রায়গড়ে যাইব ও আপনার খুড়ীদ্বয় কমলা ও বিমলাকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। তাঁহারা কোন ক্রমেই অমত হইবেন না। আপনি বিনা যুদ্ধে আপনার হৃদয়েপ্সিত ইন্দুমতীকে পাইবেন।"

রাজা বলিলেন "সূর্য্যকুমার! তুমি বালক, স্বভাবত সরল। সমস্ত সংসারও এই রূপ সরল বুঝিতেছ। ফলে তাহা নহে! সংসার একটি কণ্টকময় বন। আমরা যাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানি, তাহারাই আমাদিগের পরম শত্রু। সংসারে কেহ কাহাকে মনে মনে বিশ্বাস করে না, কেবল মৌখিক আত্মীয়তা ও বিশ্বাস প্রকাশ মাত্র করে। কেহ কোন কর্ম করিতে বলিলে অমনি মনে করে যে পরামর্শকের বুঝি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, নতুবা কেন এমত উপদেশ দেন। আমি ইন্দুমতীকে পাইবার জন্য মাতা কমলাকে বলিয়াছিলাম। কমলা মনে করিলেন বুঝি আমার ইহায় কোন গুহ্য অর্থ আছে। অমনি অমত প্রকাশ করিলেন। ফলে তিনি যাহা ভয় করিতেছেন, তাহা হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারিবেন না। স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু তাঁহার মতানুযায়ী হইবে না। তিনি মনে করেন যে, আমি ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া রায়গড় দখল করিবার এক ছলনা সংগ্রহ করিব। কি নির্ব্বোধ! ইন্দুমতী কিছু রায়গড়ের অধিকারিণী নহেন। তাহার পাণিগ্রহণে আমি কিছু রায়গড়ের স্বত্বাধীকারী হইব না। আমার খুড়ার মৃত্যুর পর তাঁহার আর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকাতে রায়গড় আমারই হইয়াছে।"

সূর্য্যকুমার এই সকল কথায় কিছু চমৎকৃত হইল। বিশেষ যত্নে রাজার কথা শুনিতে লাগিল। প্রতি কথায় যেন জগৎ পরিষ্কার হইল।

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেন মহারাজ বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় কি নাই ?"

রাজা বলিলেন "কচুরায় আমার খুড়ার বর্ত্তমানে ১১।১২ বৎসর হইল দেশত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে কেহই জানে না। আমার বোধ হয় এক মাস হইল দেশস্থ সকলে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মত আমিই রায়গড়ের অধিকারী।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আপনার অপর খুড়ী বিমলা মাতার আমার বোধ হয় মত আছে। গতবার যখন আমি আপনার পত্র লইয়া গিয়াছিলাম বিমলা তো আপনার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

রাজা বলিলেন। "বিমলার সম্পূর্ণ মত আছে। কেবল কমলাই বিপক্ষ।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজ তবে সে ভার আমার। আমি বুঝাইয়া তাঁহার মত করিব। আপনাকে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। কমলা মাতা অত্যন্ত সুমতি। তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্ন করেন। তিনি আমার কথা কখন অন্যথা করিবেন না। আমি তাঁহার পদদ্বয় শিরে লইয়া বলিব, মাতা আমাকে এই দানটি দাও। আর তাঁহার ইহাতেই বা কি আপত্ত থাকিতে পারে ? ইন্দুমতীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, আপনিও রাজা, আপনাপেক্ষা সুপাত্র আর কোথা পাইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তিনি কখন অসম্মত হইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তুমি তাঁহার স্বভাব জান না। তিনি যাহা একবার বলেন, তাহা তাঁহার জন্মেও কখন অন্যথা করেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহারই কুমন্ত্রণায় মহারাজ বসন্তরায় আমার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন ও আমাকে আমার পিতার ধর্ম্মসিংহাসন দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজ বসন্তরায় ত কদাচ আপনাকে রাজ্য দিতে অসম্মত ছিলেন না। সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে, আমি শুনিয়াছি, মহারাজ যে দিবস তাঁহার নিকট আপনার সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন, তিনি সেই দিনই আপনাকে সিংহাসন দিয়া নিজ রাজ্য রায়গড়ে গেলেন। গত বার রায়গড়ে যখন গিয়াছিলাম, তখন তিনি আপনার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই স্নেহসূচক বাক্য কহিলেন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তাঁহার মুখটি বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিত না। তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্রূর ছিলেন। তিনি আমাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এমন কি নবাব কুতবকুলী খাঁকে দিল্লীশ্বরের নিকটে জানাইতে বলিয়াছিলেন। তিনিইত দিল্লীশ্বরকে আমার জাতশত্রু করিয়া দেন। তিনি লুকাইয়া আমার কতই নিন্দা করেন। কত শত পাপ, যাহা আমি স্বপ্নে দেখিলে শিহরি, আমাকে করিতে দেখিলেন। তাঁহার আন্তরিক হিংসা আমার উপর কতই কুকর্ম্ম লাগাইল। দিল্লীশ্বর তাঁহার পত্র হইতে আমার নিন্দা শুনিলেন! আমার উপর জাতক্রোধ হইলেন। তিনি আমার প্রেমলাভের কণ্টক ছিলেন। আমি তাঁহার বর্ত্তমান ইন্দু-

মতীকে তাঁহার নিকট হইতে চাহিতে, তিনি কটুবাক্যে আমায় বলিলেন, 'পামর! ইহার প্রতি আর দৃষ্টি করিও না। যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার স্বর্গের পথে যথেষ্ট কাঁটা দিয়াছে ও ইহার পিতার যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। এক্ষণে ইহাকে সুখী হইয়া আমার নিকট মরিতে দাও। অবোধ বালা যদি তোমার প্রতি কখন প্রেম করে, কিন্তু আমার বোধ হয় না সে তোমার প্রেম জানিবে; তুমি জানিও, সে প্রেম অজ্ঞতা। সে তোমার আচরণ জানিলে শিহরিবে। আমি সব জানি, আমার বাক্যে প্রতিবাক্য বলিও না। যাও আপন গৃহে যাও।' আরও তিনি কতই বলিলেন, আমি তার কিছু অর্থই বুঝিলাম না। আর আমি যে কি প্রকারে সেই বালার পিতার মন্দ করিয়াছি, তাহাও জানি না। আমার বোধ হইল এ সকল তাঁহার বার্দ্ধক্যমতিভ্রমের চিহ্ন, তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। আমি তাহায় বলিলাম, মহাশয়! আপনি কি হেঁয়ালি বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, 'নরাধম! আর সে কথা উত্থাপন করিও না। এ বালিকা তাহা কিছু মাত্র জানে না। কেন আমার মুখ হইতে আমার অনিচ্ছায় সে সকল ব্যক্ত করাইবে ও জনমের মত বালিকার সুখের মাথা খাইবে। যাও আপন রাজ্য শাসন কর। কখন যদি সে বালকটিকে পাও তো যত্নে রাখিও। দেখ যেন তাহাকে তাহারই পিতার পথে পাঠাইও না'।"

রাজা প্রতাপাদিত্য যত এইরূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন বিচলিত হইল। ততই তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইতে লাগিল, ক্রমে বোধ হইল, যেন তাহারা স্ব-গহ্বর হইতে লম্ফ দিবে। রাজা যদি ও স্বভাবত অত্যন্ত ধূর্তছিলেন, কিন্তু স্বভাবচাঞ্চল্য বশত সর্বদা ইচ্ছার অধিক বলিতেন, এমন কি প্রয়োজনাতিরিক্ত বলাতে সকলেই তাঁহার সরল বাক্যকেও অন্যভাবাপন্ন জ্ঞান করিত। সম্প্রতি কিন্তু সরল সূর্যকুমার কেবল মহা-রাজের প্রেমাধিক্যই বুঝিল।

রাজা কিছুক্ষণ থামিয়া আরম্ভ করিলেন।

"সূর্যকুমার! আমার মন নিতান্ত উচ্চাটিত হইয়াছে। আমি সে বালা ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র না দেখিলে থাকিতে পারি না। আমার এক্ষণে এমত জ্ঞান হইতেছে যে, তাহাকে না পাইলে আমার রাজকার্য ত্যাগ করিতে হইবে ও বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যে উন্মাদ হইব। তুমিই এক্ষণে আমার একমাত্র আশ্রয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আজ্ঞা করেন ত আমি একবার ইন্দুমতীর মন টা বুঝিয়া আসি, বোধ হয় আমি তাহাকে আপনার করিতে পারিব।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! আমার সে আশালতারও মূল উচ্ছেদ হইয়াছে। সেখানে আর আমার আশার অঙ্কুরমাত্র নাই। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কোন পাথরও তুলিতে ভুলি নাই, কিন্তু সর্বত্রই হতাশ হইয়াছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! কি ইন্দুমতীকে বলিয়াছিলেন?"

রাজা বলিলেন। "আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তাহাতে সে বলিল, 'মহারাজ আপ-

নার সহিত মিলনে আমার সুখ হইবে না।' আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ পক্ষে সুখের অভাব হইবে ও কেনই বা হইবে, ইন্দুমতীর বা উদ্দেশ্য কি? আমার বোধ হয়, তাহার অন্য কাহার উপর লক্ষ্য আছে। কিন্তু রায়গড়ে ত তাহার উপযুক্ত লোক দেখিতে পাই না। কচুরায় আজ ১২ বৎসর রায়গড়ে নাই। ইন্দুমতী কি বাল্যাবধি তাহাকেই স্বামীরূপে লক্ষ্য করিয়াছে? ইহার ত বয়স যে ২১।২২ বৎসর। সে কি ১০।১১ বৎসর বয়সে প্রেম বুঝিয়াছিল? ইহা ত অসম্ভব। তাতে আবার কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে। নবীন বয়স্ক তাহারই বা কিসের বয়েস? সে ১৮ বৎসর বয়সে রায়গড় ত্যাগ করিয়াছে। অত অল্প বয়সেই বা কি গুণে ইন্দুমতীকে মোহিত করিয়াছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি শেষবার যখন সেবক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতেও সে বলিল, ইন্দুমতীর সেই মন আছে। তাহাতে আমার লোক, কচুরায় নাই বলিলেও সে মত পরিবর্ত্ত করিল না। আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তুমি বিধবা। তাতেও সে বলিল। "মহারাজ! তবে বিধবাকে কি বলিয়া প্রেয়সী করিতে চাহেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! তবে তাহাকে লইয়া কি সুখী হইবেন? সে যখন আপনার প্রেমের কণামাত্রও স্বীকার করে না। তাহাকে বলপূর্ব্বক আনায় ত মহাশয় সুখী হইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "কি সে নয়; সে যখন আমার বাটীতে বাস করিবে, তখন সে ত আমারই হইল। সে যখন দেখিবে যে, আমার অধীন হইতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই বশীভূত হইবে। বশীভূত না হয়, তাহাকে বিভীষিকা দেখাইব। সে ভার আমার।"

সূর্যকুমার বলিল। "তবে আজ্ঞা হয় ত আমি দুই শত অশ্বারোহী লইয়া এক্ষণেই তথা যাইব।"

রাজা বলিলেন। "না, সে মতে তুমি পারিবে না। রায়গড় অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আপনার দুই শত অশ্বারোহীকে পরাঙ্মুখ করিতে রায়গড়ের দুই সহস্র অশ্বারোহী চাহি। তাহাদিগের তাহা নাই।"

রাজা বলিলেন। "তুমি রায়গড়ের অবস্থা জান না। রায়গড়ে সচরাচর ১০ জনের অধিক পদাতিক থাকে না। এক জনাও অশ্বারোহী নাই। কিন্তু রামনারায়ণ, বাসুদেবপুর প্রভৃতি গ্রামে বসন্তরায়ের বন্দোবস্তে ন্যূনসংখ্যা চারি সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা ও দশ সহস্র পদাতি ঢালি আছে। তাহারা প্রয়োজন হইলেই উপস্থিত হইবে ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে। এমনি বসন্তরায়ের প্রণালী যে, লেশমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলে অমনি রায়গড়ের মুরচা (১) হইতে তূরী বাজিবে ও উচ্চপ্রদেশে অগ্নি জ্বালা হইবে। চতুষ্পার্শ্বে গ্রামের প্রজারা শুনিবামাত্র সান্ত্র (২) রায়গড়ে আসিবে। অতএব দিবাভাগে সম্মুখ

১। দুর্গশিখরের চাতাল Turret tower.

২। দুর্গাধ্যক্ষ Governor.

যুদ্ধে রায়গড় অধিকার করা বড় সুকঠিন। আমি মন্ত্রণা করিয়াছি যে, রাত্রিযোগে হঠাৎ তুমি, গঙ্গালিস, অনুপরাম প্রভৃতি কয় জনা, চল্লিশ জন উত্তম যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইবে ও ছল করিয়া রায়গড়ে প্রবেশ করিয়া ইন্দুমতীকে হরিবে। গঙ্গালিস তাহাকে লইয়া নৌ-যানে আসিবে। তোমরা যেমন অশ্বে যাইবে, অমনি অশ্বে আসিবে। কর্মটি এমনি সন্তর্পণে সম্পাদন করিতে হইবে যে, কেহ না জানে যে, ইহা আমার কর্ম। গঙ্গালিসের সৈন্যেরা লোকের ভ্রম জন্মাইবার জন্য দ্রব্যাদিও কিছু লইবে, গ্রামস্থ সকলে জানিবে, যে ইটি ডাকাইতের কর্ম। তুমি ইহাতে কি বল? যদি যাইতে হয় ত অদ্যই সায়ংকালে তথায় যাইতে হইবে। গঙ্গালিসের সঙ্গে পরামর্শ কর, হয় ত সেও তোমার সঙ্গে যাইবে। আর কোন্ স্থান পূর্বে তাহার সৈন্যের সঙ্গে মিলনের স্থির করিয়াছে, তাহাও তোমায় বলিয়া দিবে। কি বল?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ আমি এক দণ্ডের মধ্যে মহারাজকে আসিয়া বলিতেছি। আমার এক্ষণে মতের স্থির নাই। এক বার শিবির হইতে আসি।" সূর্যকুমার চলিয়া গেল।

মহারাজ চৌকি হইতে উঠিলেন। সভায় আসিয়া দেখেন, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ, হজুরমল, গঙ্গালিস, অনুপরাম ও অন্যান্য সভাসদ্ সব বসিয়া আছেন। সভায় আসিয়া অনুপরামকে বলিলেন। "যক্ষরাজ! কতক্ষণ আগমন হইয়াছে?"

অনুপরাম বলিল। "মহারাজ! এই আসিতেছি।"

রাজা বলিলেন। "তুমি প্রস্তুত আছ ত?"

যক্ষরাজ বলিল। "না থাকিয়া আর কি করি, আমার প্রস্তুত হওয়া কেবল মহারাজকে প্রস্তুত করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন। "তুমি তাহাতে চিন্তিত হইও না, তোমার মঙ্গল চিন্তা আমার আপনার চিন্তার অপেক্ষা বলবতী আছে। আমি কখন অন্য ভাবি না। অদ্য এই সামান্য ব্যাপারটি সাঙ্গ হইলে কল্য প্রাতে আমার সৈন্যেরা প্রস্তুত হইবে ও দুই তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অনুসরণ করিবে। আমি ইত্যবসরে পুরুষোত্তমে যাইব, হয়ত তোমার সনদ্বীপে ও একবার যাইব। তুমি সৈন্যদল কি রূপে পাঠাইবে, স্থির করিলে?"

অনুপরাম বলিল। "সনদ্বীপে আপনার সৈন্যেরা সব একত্রিত হইলে গঙ্গালিস আপনার জাহাজ সকল একত্র করিবেন ও আশা আছে উড়িষ্যা হইতেও পাঠানরা দশ বার খানা জাহাজ দিবে। এই সকল জাহাজে অল্প অল্প করিয়া সৈন্য ক্রমে বোঝাই দিয়া, নামাইয়া দিব। তাহারা সেইখানে গুপ্তভাবে থাকিবে, ক্রমে সকল সৈন্য একত্র হইলে এক কালে যক্ষপুর আক্রমণ করিব।"

রাজা বলিলেন। "তোমার সৈন্যের রসদ কোথা হইতে আসিবে?"

অনুপরাম বলিল। "তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধিপ তাঁহার আপন সৈন্যের রসদ দিবেন। তৎপরিবর্ত্তে যক্ষপুর অধিকার হইলে তাঁহাকে ১০ সহস্র মোহর

দিতে হইবে। গঙ্গালিসের ও পাঠান সৈন্য আপনাদিগের রসদ যক্ষপুরে করিয়া লইবে। কেবল আপনার সৈন্যের রসদ আমায় দিতে হইতেছে।”

রাজা বলিলেন। “তাহা কোথা হইতে দিবে।”

অনুপরাম বলিল। “অদ্য সায়ংকালে আমি যেমন করে পারি রায়গড়ে সংগ্রহ করিব। বসন্তরায় অত্যন্ত ধনী ছিলেন, ভাণ্ডারে তাঁহার অনেক জহরাত আছে। সে সকল আমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন। “তবে রায়গড়ের ব্যাপারে কি আমার কষ্টমাত্র লাভ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! সে ত বড় ভাল কথা নহে। গঙ্গালিস ও অনুপরাম উভয়ের কোষ পূর্ণ করিলে রায়গড়ে আর কি থাকিবে?”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “মহারাজ! রায়গড় এক্ষণে আপনার অধিকার, সেখানকার ভাণ্ডার আপনার, তাহা যদ্যপি ইহাঁরা উভয়ে লয়েন, তবে সে আপনারই বলে।”

হজুরমল বলিল “এক উপায় আছে। আমার সৈন্যরা যক্ষপুরে আপন রসদ সংগ্রহ করিয়া লইবে, কেবল পাথেয় খরচ অনুপরাম রাজকে সহিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন। “অনু[illegible]। তুমি কি পাথেয় দিতে পার না?”

অনুপরাম দেখিল যে, এক্ষণে সত্য আপনার অবস্থা প্রকাশ করিলে কোন মতেই স্বকার্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বলিলেন, “তবে তাহাই হইবে।”

গঙ্গালিস বলিল। “তবে মহারাজের সহিত সূর্য্যকুমারের কি কথা হইল? তিনি কি এক্ষণেই যাইবেন?”

রাজা বলিলেন। “আমার বোধ হয়, সে এক্ষণেই যাইবে, আপন শিবিরে গেল। বলিল এক দণ্ড মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেছি।”

গঙ্গালিস বলিল। “এরূপ ব্যাপারে এক এক যোদ্ধার বলাধিক্য আবশ্যক। সূর্য্যকুমার ও কৃষ্ণনাথ হইলেই ভাল হয়।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কৃষ্ণনাথ সর্ব্বচিহ্নিত; তাহাকে এ বিষয়ে পাঠান ভাল হয় না বরং হজুরমল ও সূর্য্যকুমার যান।”

হজুরমল বলিল। “আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই অগ্রসর হই।”

রাজা গাত্রোত্থান করিয়া হজুরমল ও বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া বাহিরে গেলেন কিছু অন্তরে যাইয়া বলিলেন। “দেখ হজুরমল! আমার রায়গড়ে তোমাকে পাঠাবার কারণ ইন্দুমতী হরণ, দেখ যেন অনর্থক রায়গড় না লোটা হয়। রায়গড়ের ভাণ্ডার আমারই, তাহা কিছু শত্রুর নহে, অতএব তাহা লুঠিলে আমার ক্ষতি হইবে। দেখিও গঙ্গালিস যেন যথাসর্ব্বস্ব না লয়। তাহাকে অল্পই দিবে। বাকি যদ্যপি লোটে, তাহা তুমি লইয়া আসিবে। ইন্দুমতীকে তোমার সঙ্গে আনা বিধেয় হইতেছে না। গঙ্গালিস নৌকার উপর রাখিলে তুমি চলিয়া আসিবে। গঙ্গালিস ঘারীর জাঙ্গালের থাল দিয়া চড়েদের খালে পড়িবে। লোকে জানিবে, সে দক্ষিণ দিকে গেল। পরে কাটীগঙ্গায় ওজন বাহিয়া মনিখালির খাল

দিয়া এখানে আসিবে। গোপনে যত শীঘ্র কর্ম সাধিতে পার, সাধিবে। বহু বিলম্ব করিলে রায়গড়ে ফৌজ সমাগম হইবে, তবেই তোমাদিগের পলায়নের আর উপায় থাকিবে না। দেখ যেন প্রকাশ না পায় যে তোমরা আমার লোক।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "অনুপরাম অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিবেন। কৌশলে ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে বিরত করিবে।"

হজুরমল বলিল। "সে ভার আমার উপর থাকিল। সূর্যকুমারকে এ সকল ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন ও তাহাকে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বলিবেন। বিপক্ষের সময় মতামত হইলে কর্ম সুশৃঙ্খলে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সূর্যকুমার এখনি আসিবে, তোমার সম্মুখে তাহাকে উপযুক্ত আদেশ দেওয়া হইবে। তাহাতে চিন্তিত হইও না. সে বালক তাতে বড় সুবোধ, তাহাকে যদ্যপি বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, এটি বীরের কর্ম তাহা হইলে সে সকল পরামর্শ গুরুআজ্ঞা বলিয়া মানিবে।"

রাজা বলিলেন। "সে এবার বুঝিয়াছে যে, এ কর্মটি আমার মঙ্গলকর আর তাহারও মনোনীত। তাতে আবার তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত [illegible]বার আশা দিয়াছি। সে সম্প্রতি কোন মতে আমার মতের বিপরীত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সূর্যকুমার কিন্তু লোভে ভুলিবার নহে। তাহার কর্মটি মনো-নীত না হইলে সে কোন ক্রমে কর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না।"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ সে আপনার কথায় কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিল।"

রাজা বলিলেন। "প্রথমে অত্যন্ত উৎসুক হইল, পরে যখন ক্রমে সকল বিষয় শুনিল তখন যেন জড় হইয়া শুনিল।"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ তাহাকে কি সকল ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন? সে কি ভাল হইল।"

রাজা বলিলেন। "আমি তাহাকে সকল ভাঙ্গিয়া বলি নাই। কিন্তু অনেক বলিয়াছি। তাহা না বলিলে সে কোন মতে সম্মত হইবে না। সে যে এক প্রকারের মানুষ।"

হজুরমল বলিল। "আজ্ঞা হয় ত আমি শিবির হইতে ফিরিয়া আসি। সূর্যকুমারের আসিবার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইব।"

রাজা অনুমতি দিলেন ও হজুরমল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। হজুরমল চলিয়া গেলে রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! অদ্যকার কর্মটি সুশৃঙ্খলে সমাধা হইলে আমি তোমার মত সুখী হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ তাহাই হউন, কিন্তু আমার বড়ভয় হয়। আমার বোধ হইতেছে, ইন্দুমতী কখনই আপনার বশীভূত হইবে না। অনুপরাম ও গঞ্জালিস লুটতে ত্রুটি করিবে না। আমার কেমন এ কর্মটায় মন উঠিতেছে না। আবার আপনি অনুপরামকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। সেই বা কি? কেন অপরের জন্য

আপনার সৈন্যক্ষয় ও একজন ছত্রী রাজার সঙ্গে বিবাদ। দিল্লীশ্বর যদিচ যক্ষপুর পর্য্যন্ত আপনার তলবারী লইয়া যান নাই, তথাপি এ সকল রাজবিদ্রোহ তাঁহার কর্ণগোচর অবশ্যই হইবে। তিনি কিছু নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। গঞ্জালিসের নামও তাঁহার কর্ণে উঠিয়াছে। গঞ্জালিসের দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ রাজ্য এককালে জনশূন্য হইয়াছে। এ সকল কিছু দিল্লীশ্বর শুনিয়া স্থির নহেন।

রাজা বলিলেন। "দিল্লীশ্বরকে আমার ভয় করিবার কারণ কি? আমি তাঁহার অধিকার মধ্যে নহি, তিনি আমার উপর কি করিবেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনার পাঠানদিগের সঙ্গে মিলিয়া যক্ষপুরে সৈন্য পাঠান বড় সুবিধার কথা নহে। পাঠানদিগের উপর দিল্লীশ্বরের সতত দৃষ্টি আছে, তাতে আবার সম্প্রতি শুনিতেছি, মানসিংহ বাহাদুর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি শুনিলে অবশ্য আপনাকে নাড়া না দিয়া যাইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কিছু তাহার প্রভুর আজ্ঞা নাই। আর দিল্লীশ্বরেরও এমত অভিলাষ নহে যে, তিনি নূতন রাজ্য অধিকার করিবার আশয়ে শত্রু বৃদ্ধি করেন। তাঁহার অধিকারস্থ রাজাদিগের শাসন করুন, সে কর্ম্মে তাঁহার যাবজ্জীন নিযুক্ত থাকিবে। পাঠানেরা যতবার পরাজিত হইয়াছে, ততবার আবার তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহাদিগের জয় করাই এখন মানসিংহের কর্ম্ম। এখন আমাকে ত্যক্ত করিবেন না। আমার কথাই বা তাঁহার নিকট কিসে উঠিল।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "দিল্লীশ্বরের আপনার উপর চিরকাল নজর আছে। তাতে আবার তিনি যদি শুনিতে পান যে, আপনি গঞ্জালিসদস্যুকে সাহায্য করিয়াছেন ও পাঠানের সঙ্গে মিলিয়াছেন; তবে আর আপনার পরিত্রাণের উপায় নাই। শুনিয়াছি, দক্ষিণস্থ ফিরিঙ্গী দস্যুদল পরাজয় করা মানসিংহ মহারাজের এক প্রধান উদ্দেশ্য।"

রাজা বলিলেন। "তাহাতেই বা কি ভয়। মানসিংহের সাধ্য হইবে না যে, গঞ্জালিসকে জয় করে। গঞ্জালিস যুদ্ধপ্রণালীতে বিশেষ নিপুণ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "নিপুণই হউন আর দক্ষই হউন। বলের সম্মুখে কিছুই থাকিবে না। সম্রাটের ফৌজের কেমন বিভীষিকা শক্তি আছে, শত্রুদল দেখিলেই ভীত হয়, তাতে আবার সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ।"

রাজা বলিলেন। "তুমি ভয় পাইয়া থাক ত পলায়ন কর। আমার ভীত মন্ত্রীতে প্রয়োজন নাই, অকারণ কেবল ভয়ে জড় হইলে প্রকৃত বিপদ হইতে উদ্ধারের কি উপায় আছে। মানসিংহের নামেই তুমি পরাজিত হইয়াছ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! পরাজিতের কথা নহে। আমি ভয় ও প্রকাশ করিতেছি না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনার যুবা সেনানী অপেক্ষা সাহসী, ও বোধ করি, এখনও কৃষ্ণনাথকে রণে পরাস্ত করিতে পারি। কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই। ভয় আমার মন্ত্রণার কারণ নহে। আমি যুদ্ধকে ভয় করি না। আপনার মঙ্গলই

সদা চিন্তা করি। যাহাতে আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন, সেই আমার অভিলাষ ও তদুদ্দেশেই আমি মহারাজকে পরামর্শ দিতেছি। আপনি ইহাতে বিরক্ত হন, আমাকে নির্বাক্ হইতে হইবে; কিন্তু আমার মনের চিন্তা দূর হইবে না। আমার কেমন আর্থ জ্ঞানে ভয় হইতেছে। ভয়ের কারণ জানিনা ও বুঝাইতে পারি না। আমি আপনার পিতার সময়ের লোক। মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট কর্ম শিক্ষা করিয়াছি। আপনার যাহাতে ভাল হয়, সে চেষ্টা আমাকে কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে। ইহাতে আমি ধর্মের পথ পরিষ্কার করিব।"

রাজা বলিলেন। "খুড়া বসন্তরায়ের রাজ্য কৌশল অতি হীনবৃত্তি লোকের মত ছিল। তিনি আপন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া সিংহাসনে বসা সুখ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহার মত কাপুরুষ যশোরের সিংহাসন আর কেহ অপবিত্র করে নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে দিল্লীশ্বরকে পত্র লিখিয়া দিলেন ও তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন। যশোরের স্বাধীনতা এককালে নষ্ট করিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তিনি অন্যায় বা মানহীনের কর্ম করেন নাই। তখন যেরূপ বঙ্গের অবস্থা, তাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমানের মতই কর্ম করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "হাঁ বড় বুদ্ধিমান্। কাপুরুষেরা যুদ্ধকে ভয় করিয়া বুদ্ধিমানের কায করে ও সাহসী পুরুষকে অবোধ, গোয়ার বলে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ বিচার করুন। যখন আপনার পিতার কাল হইল। তখন আপনি বালক, রাজ্যের চির-পরিচিত নিয়মে তিনি সিংহাসনারূঢ় হইলেন। আমি তখন একজন সামান্য কর্মচারী।—"

রাজার একথাটি অসহ্য হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "চিরপরিচিত নিয়মটা কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ ক্রোধ করিবেন না। আপনার বংশের নিয়ম বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও পর্য্যায়শ্রেষ্ঠ অগ্রে রাজ্যভার পান। আপনার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কাল হইলে আপনার পিতা সিংহাসনে বসেন। আপনার জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র যুবরাজ নৃসিংহ বর্ত্তমান, তিনি দেশের প্রণালী মানিয়া ক্ষোভ ত করিলেন না। আপনার পিতা মহারাজের স্বর্গ যাত্রার পর বসন্তরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সে সময় পরিবর্ত্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের একতা নাই, বিশেষতঃ বঙ্গে হিন্দুরা ক্রমে বলহীন হইতেছে। এ অবস্থায় অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী বঙ্গরাজদলে ভুক্ত হইয়া অসহ্য দিল্লীশ্বরের তোপের মুখে যাওয়া পর্য্যন্ত হইবার কারণ। আবার রাজ্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে প্রজাবর্গের ধন প্রাণ নাশ ও কষ্টেরই, সুখকর নহে। তাতে আবার তিনি জানিতেন যে, দিল্লীশ্বরের বিপক্ষ হইলেও কিছু স্বাধীনতা স্থাপনে কৃতকার্য হইবেন না। এ সমস্ত অবস্থায় দিল্লীশ্বরের সহিত প্রীতি রাখা ব্যতীত আর কি সুবুদ্ধির কায ছিল। বিনা বিবাদে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট লোক পাঠাইলেন। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল দেব দিল্লীতে যান ও সেই খানে সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবর সাহাকে উপঢৌকনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকৃত হন। সন্ধিপত্রে কর দিবার নাম মাত্র

ত নাই ও তিনি কখন কর ত দেন নাই, আকবর সম্রাট্ যশোরের রাজাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরস্পর রায়গড়ের বিপদের সময় সাহায্য দানে বদ্ধ হইলেন। তদবধি যশোরের মান বৃদ্ধি হইল। কণ্টক চ্ছেদিত হইল।"

রাজা বলিলেন। "আহা কি বুদ্ধিমানেরই কায। অনর্থক দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যশোরের বন্ধুতায় কি লাভ হইল? জাতশত্রু মুসলমানকে আপনার হস্ত দিলেন ও হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করিলেন। হিন্দুদিগের মস্তকচ্ছেদ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি বিস্মৃত হইতেছেন। আর কি সে দিন আছে যে দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুরাজ বসিবেন। আমাদিগের সে অভিমান করা বৃথা, মানসিংহ যখন স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবরকে ভগিনী দিলেন, তখন আর অন্যের কথা কি। এক্ষণকার কৌশলই এই। দিল্লীশ্বরের সহিত মিলিয়া থাকিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল। হুমো বাদসাহ যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া আবার বীর পুত্র আকবরের বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তখন জানিবেন, দিল্লীশ্বর অজেয়। বসন্তরায় মহারাজ যাহা যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনিও সুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু আমি ভাবিতে সাহস করি না যে, আমাদিগের এ সকল বিদ্রোহী কৌশল কোথায় ক্ষান্ত পাইবে।

রাজা বলিলেন। "ভাল যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার ভয় নিবারণ করিতে পারি না। তুমি আপনার উপায় দেখ। এ বিদ্রোহ মধ্যে তোমার থাকায় অমঙ্গল ঘটিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ যদি ক্রুদ্ধ হন তবে, আমি নাচার। আমি কিছু আমার চিন্তায় চিন্তিত নহি। আপনি বার বার কেবল ঐ কথাই বলিতেছেন কেন?।"

রাজা বিজয়কৃষ্ণের বাক্যে উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মূঢ়! আপনার স্বার্থ বোধ নাই, হয় ত এই সামান্য স্ত্রীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইবে। বলিলেই রাগ করে ও কেবল আমাকেই ভীত কাপুরুষ জ্ঞান করে।" কৃষ্ণনাথকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিল। "কৃষ্ণনাথ! তোমার সমাচার কি?"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ আমায় রায়গড়ে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, আবার কি মনে হইল? বলিলেন, 'না তোমায় কষ্ট পাইতে হইবে না' রাজার রায়গড়ে ব্যাপারটা কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "কেন তুমি কি জান না?"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "আমার বিশ্বাস হয় না যে, একটা স্ত্রীর জন্য এত করিবেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "স্ত্রীই ত সকল বিপদের মূল। রাজা তাহার জন্য এমত অধীর হইয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যমাত্র নাই।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "কই সে ত তাঁহারে চাহে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "এত আশ্চর্য্য?" ক্রমে গঙ্গাদাস আসিয়া উপস্থিত হইলে বিজয়কৃষ্ণ ও কথা ত্যাগ করিয়া অপর কথা আরম্ভ করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ।"

এদিকে সূর্যকুমার রাজসভা ত্যাগ করিয়া অতি দ্রুতবেগে আপন শিবিরে আসিয়া দেখেন, মালিকরাজ তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়া আছে। মালিকরাজকে নিদ্রা হইতে জাগাইতে কিছু সন্দিহান হইলেন। মনে করিলেন, বুঝি কোন অসুখ হইয়া থাকিবে। সেই বিছানার একদেশে করতল-ন্যস্ত কপোলদেশ হইয়া বসিলেন। তাঁহার মনস্থির নাই। এক এক বার সরমার মুখশ্রী মনে উদয় হইতেছে, অমনি এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও বলিতেছেন। "আমার কি এত সৌভাগ্য হইবে। মহারাজ ত আমাকে আমার রাজত্ব দিবেন. এখন সে সিংহাসনে আমার কি সুখ হইবে? সরমা ব্যতীত কি সে সিংহাসন শোভা পাইবে? আমি রাজকর্ম হইতে অবকাশ পাইলে, কিরূপে সে বিষয় কর্মের বিকট শ্রম দূর করিব? কেই বা আমার আহারের নিকট বসিয়া আমার আহার দেখিবে? আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। আমি সিংহাসনে বসিব সত্য কিন্তু রাজকার্যান্তে কি করিব! একা কি করে বসিয়া কাল কাটাইব! সে বড় বিপদ, আমা হইতে তাহা সহ্য হইবে না। মালিকরাজ কি তাঁহার পিতার নিকট ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাইবেন? কেনই বা যাইবেন? তাঁহার যশোর রাজ্যে কত উচ্চপদাভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা। যশোরের একজন সামান্য সেনাপতি, জয়ন্তী রাজ্যের প্রধান অমাত্য অপেক্ষা লক্ষগুণে মানী ও ধনী। আমার মা নাই, কিন্তু বাল্যকালাবধি মাতৃহীন বলিয়া আমার বোধ হইত না। রাণী কেমন যত্ন করিতেন। অদ্য আমি সংসার শূন্য দেখিতেছি। আমি রাজসমীপ ত্যাগ করিলে ইহারা ভুলিবে। কাহাকেও আর দেখিতে পাইব না। যদি সরমা—তা কি আমার হতভাগ্যে আছে? আমি এ কষ্টে রাজ্য ইচ্ছা করি না। সরমার শ্রী আমি চিরদিন চক্ষে দেখিব। কেবল দেখিব। মহারাজ আমার অন্য কিছু পুরস্কার দিন। রাজ্য লইয়া কি করিব। হয়ত জয়ন্তীতে রাজবাটীও নাই মহিলাগণের কথা কি? আমি কতকাল মহারাজের নিকট আছি, তাহাও জানি না। মহারাজ বলিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি রাজ্যপালনে অক্ষম বলিয়া আমার রাজ্যভার গ্রহণ করেন ও আমাকে প্রতিপালন করেন। জয়ন্তী ত যশোর হইতে অনেক দূর। উভয় রাজ্যের মধ্যে কত রাজা আছেন, তাঁহারাই বা কেন রাজ্যভার লইলেন না। প্রতাপাদিত্যই বা কেন এত উৎসুক হইলেন। আমার মাতারই বা কতদিন মৃত্যু হইয়াছে। আমি এ সকল কিছুই জানি না. আমার মন কেমন করিতেছে। এ সংসারে আমাকে এ সকল বিষয় অবগত করায়, বোধ হয় এমন কেহই নাই। হা বিধাতঃ!

আমার সুখে কণ্টক দিলে! কেন আমাকে রাজবংশে জন্ম দিয়াছিলে। আমি সামান্য রাজপুরুষ হইলে বোধ করি অধিক সুখী হইতাম। রাজা আমার রাজ্য দানে অসুখীই করিলেন। রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। আমি যশোরের রাজার ক্রীতদাস হইয়া কাল কাটাইব। আমি রাণীকে মা বলিব ও সরমা আমার সম্মুখে থাকিয়া সদা সুখ-বর্দ্ধন করিবে। প্রিয় মালিকরাজের সহিত সমস্ত দিন যাপন করিব। আমি এক্ষণেই রাজাকে গিয়া সব বলিব। এখন মালিকরাজ উঠিলে তাঁহাকে অবগত করাইয়া যাই। ডাকিব—?" বলিয়া একটু ভাবিলেন। আবার বলিলেন "না অসুস্থ না হইলে কখন বৈকালে নিদ্রা যাইত না।" আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মালিকরাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখেন মালিকরাজ জাগ্রত আছেন।

সূর্য্যকুমার বলিল। "কিতবরাজ! উঠ, আর শয়নে প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট নিদ্রা হইয়াছে।"

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। "কি রাজ্যের কথা আপনা আপনি বলিতেছিলে? আমি জানি, আমরা নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন দেখি, তুমি যে আবার জাগ্রত স্বপ্ন দেখ। কে তোমায় রাজ্য দিল, আর কেনই বা তুমি সে রাজ্য অপ্রয়োজন জ্ঞানে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ সমূহ বিপদ উপস্থিত। এক্ষণে তোমার পরামর্শ আবশ্যক। বল দেখি কি করি? আমি অনেক ক্ষণ তোমার জাগরণের আশয়ে বসিয়া ছিলাম। যদি জানিতাম যে, তুমি নিদ্রিত নহ, তবে আমি তোমাকে ডাকিতাম। এক্ষণে উঠ।"

মালিকরাজ বলিল। "রাজা কি তোমায় তোমার রাজ্যে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিয়াছেন?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনি অদ্য আমায় ডাকিয়া বলিলেন 'তোমাকে তোমার রাজ্য দিব।' কিন্তু আমার রাজ্য পাওয়ায় কি লাভ? আমার রাজ্যে সুখ হইবে না। আমি একা জয়ন্তী পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া কি করিব। আমার অন্তঃপুর নাই, মহিলা নাই, কে বা আমাকে যত্ন করিবে। কে আমার রোগে সেবা করিবে। আমি সরমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তুমি কিছু আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার এ রূপ বনে রাজত্বের প্রয়োজন নাই।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার রাজ্যে যদি কেবল মহিলাগণের অভাব থাকে ও রোগে সেবাই প্রয়োজন থাকে, তবে ভাবিও না। তুমি সিংহাসনে বসিলেই তোমার আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিবে ও তোমায় যত্ন করিবে, সেবাও করিবে। ইহার জন্য কেন চিন্তিত হও। আমার মত শত শত আত্মীয় উপস্থিত হইবে। রাজার আত্মীয় অনেক হয়, কিন্তু আমি হতভাগ্য, কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি। চিরকাল তোমার সঙ্গে আছি; এখন তোমাকে ছাড়িয়া কি করে থাকিব। কাহারও সঙ্গ আমায় ভাল লাগে না। ইচ্ছা,

কেবল দিবারাত্রি তোমারই মুখশ্রী দেখি। কিন্তু বিধাতা বাম হইলেন। আমার অতি-দীন সুখে বিঘ্ন দিলেন। সূর্যকুমার! সিংহাসনে বসিলে তোমার অন্য অন্য চিন্তা উপস্থিত হইবে, অনায়াসে সময় বহিয়া যাইবে। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ যাতনা শেলের মত আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে! আমার ভাবিতে মন কেমন হইতেছে। সূর্যকুমার! আমি তোমার সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতার আমিই একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার অসময়ে আমার তাঁহাকে ত্যাগ করা নারকী কর্ম। ধর্ম রক্ষার্থে আমাকে তোমার সঙ্গ ছাড়িতে হইল। কি করি আমার কষ্ট আমিই সহ্য করিব। কিন্তু সূর্যকুমার! আমাকে মনে রাখিও। আমি ঈশ্বরের নিকট সতত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব। দেখিও, যেন দ্রুপদরাজের মত দীন বন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।" সূর্যকুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার ঈষৎ ক্ষুব্ধ মুখ দেখিয়া বলিল, "সূর্যকুমার! আমি তোমার সৌহার্দ্য সন্দেহ করিতেছি না। তোমায় আমি ভাল জানি। তুমি আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু রাজকর্মের বিষমজালে পাছে পত্র লিখিতেও ভুলিয়া যাও। সূর্যকুমার! যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার সম্বন্ধীয় কিছু পাইলেই তাহাতে আপ্যায়িত হয়। তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমার হস্তলিপি পাইলে আমি কত সন্তুষ্ট হইব। ইচ্ছা হইবে, সেটি পুনঃপুন পড়ি। আমার তোমার প্রতি অক্ষরে ও প্রতি চরণে যেন আত্মীয়তা প্রকাশ পাইবে। হয় ত তুমি যখন লিখিবে, তখন কিছু এত মনে করিয়া লিখিবে না, কিন্তু সেই সকল বাক্যের অমৃতময় অর্থ আমার মনে উঠিবে। সামান্যত পত্রে স্বাক্ষরের স্থানে 'নিতান্ত তোমারই' লিখিবে। এ পাঠ সকলে সকলকেই লেখে, কিন্তু আমার চক্ষে তাহার প্রকৃত অর্থই লাগিবে।"

সূর্যকুমার বলিল। "সত্য বলিয়াছ। আমারও মনে এই রূপ ঘটিতেছে। আমি এক্ষণে যেন সরমার হস্তলিপি পাইলেও অত্যন্ত আপ্যায়িত হই। প্রেমে মানুষকে হীনবল করিয়া ফেলে; আমার বীরত্ব যেন সেই কোমল সরমার নিকট হ্রাস পাইতেছে। আমি পরাজিত হইয়াছি। আমি বালকের মত হীনবুদ্ধি হইয়াছি আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, কোকিলের স্বরে ও কৃষ্ণবর্ণ রাধ্রের দর্শনে মনে কৃষ্ণ ভাবের উদয় হওয়া ও অভাবে কষ্ট হওয়া অসঙ্গত নহে। মালিকরাজ! আমরা উভয়ে এক্ষণে ঐ কথা গুলির ভাব ভাল বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রেম কি বীরের ধর্ম। আমি সরমাকে আর ভাবিব না। আমার মন হইতে দূর করিব। যখন লাভের কোন উপায় নাই, আর সম্ভাবনাও নাই, তখন তদভাবে যে প্রকারে পারি, সন্তুষ্ট হইতে হইবে।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! তোমার অদ্য কিছু মনের ভাবের ব্যতয় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তোমার ত সরমার উপর এরূপ ভাব ছিল না। তুমি অদ্য যেন পুরাতন বিরহ সহিষ্ণু প্রেমিকের মত কথা কহিতেছ। তোমার সঙ্গে কি সরমার কোন কথা হইয়াছিল? সরমা কি তোমার প্রেমাস্পদ হইয়াছেন ও সরমাকে কি তুমি মহিষী করিতে অভিলাষ কর?"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কেমন

হইয়াছে। আমি চিরকাল সরমাকে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাসিতাম। কিন্তু তোমাকে বলি নাই, আজ প্রায় এক বৎসর হইল। তাহার চক্ষে আমার চক্ষু মিলিলে অমনি যেন উভয়ে ঈষদ্ লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করি। অমনি যেন সরমার গণ্ডদেশ ঈষদ্ রক্তিমা বর্ণ হয়। আমার ত সেই সময়ে নাড়ি কিছু দ্রুত বেগে চলে। এই রূপেই প্রায় এক বৎসর গেল। অদ্য রাজবাটীতে গিয়া সরমার ঘরে বসিলাম। সরমা আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন ও আমি ও যেন অবোধের মত তাঁহার রসপূর্ণ মুখপদ্ম একতান দৃষ্টিতে শুষ্কতালু মশকের মত পান করিতেলাগিলাম। পরে আমার শরীর শিথিল প্রত্যঙ্গ অবশ হইল। যে বাহু কৃষ্ণনাথের বিষম খড়্গ ভাঙ্গিয়াছিল, সে বাহু আর নড়ে না, স্পন্দ রহিত। সরমাও সেই রূপ স্পন্দরহিতা। কিছু ক্ষণ পরস্পরের নেত্র মিলিত ছিল। মালিকরাজ! বিশ্বাস করিবে না, তোমার নেত্রে আমার নেত্র মিলিত হইলে যে রূপ হয়, যেন ততোধিক আমার মন সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর আর ক্ষণমাত্র আমি কিছুই দেখিতে পাই না, আমার কেমন হইতে লাগিল। দেখিলাম, সরমা হেটমুখ হইয়া ভাবিতেছেন। সরমার বক্ষস্থল ঘন ঘন নিশ্বাসে দুলিতেছে; যেন তিনি কি পরিশ্রম করিয়াছেন। হায় সে মুহূর্ত কাল পুনর্লাভে আমি জীবনের সুখ হইতে বিরত হইতে পারি।"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের দক্ষিণ কর আপনার করে লইল ও এক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল। "সূর্যকুমার! ভালই হইয়াছে। আমার চির পরিচিত সখা সহচরী পাইয়াছেন। ভাল, সখী বলিয়াও আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিলে সুখী হইব। ঈশ্বর করুন, তোমার শীঘ্র মিলন হউক, আমিই যেন সে মিলন দেখি ও যুগল রূপ দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করি। সত্য সূর্যকুমার! তোমার উপযুক্ত মিলিয়াছে। এটি বিধির মহান্ অনুগ্রহ। মনোবৃত্তানুসারিণী প্রেয়সী পাওয়া অতি সুকঠিন, তাতে আবার যখন সে প্রেয়সী তোমার প্রেমের প্রেমিক। আঃ! এ যে সুখের একশেষ হইল। সূর্যকুমার! তোমার সুখ চন্দ্রোদয়ে আমার মন পর্য্যন্ত প্রফুল্ল হইল। যখন প্রেমিক দ্বয়ের মনের মিল হইয়াছে, তখন আর কোন বাধাই দাঁড়াইবে না। অবশ্যই মিলন হইবে। বুঝিয়াছি তুমি সরমাকে ভাল বাস। সুখের কথা, সরমাও তোমায় ভাল বাসে। তবে তোমাদিগের মধ্যে কোন কথা বার্তা হইল না?"

সূর্যকুমার বলিল। "কৈ এমন কিছু কথা বার্তা হয় নাই, তবে আমি পুরস্কার চাহিলে সরমা বলিল, 'বল দেখি, আমি কি দিব'। আহা! কি মিষ্ট স্বরেই সে শব্দগুলি আমার কর্ণকে মোহিত করিল। আমি মোহিত হইলাম।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! রাজা তোমাকে যখন স্বেচ্ছায় রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন বোধ করি, তোমার অপর অভিলাষটিও পূর্ণ করিবেন। তাহা হইলেই ভাল হয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার অপর অভিলাষ কি? ও তাঁহারই বা সে অভিলাষ পূর্ণ করণে কি ক্ষমতা আছে?"

মালিকরাজ বলিল। "কেন তোমাকে তিনি সরমা দান করিবেন মনে করিয়াছেন; আমার ত এমত বোধ হয়। রাণী তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "রাণী ওবিষয়ে কিছুই বলেন নাই, কেবল আমি পুরস্কার চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আমি তোমায় আমার কণ্ঠের হার দিব'। ইহার ভাব কি? তিনি কণ্ঠের উপর জোর দিয়া বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে, সরমাকেই লক্ষ্য করিলেন। তোমার কি বোধ হয়? ইহাতে কি সরমার উপর লক্ষ্য বোঝায়?"

মালিকরাজ বলিল। "আমারও তাহাই অনুমান হইতেছে। ভাল, অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "অপেক্ষা না করিয়া কি করিব? এক্ষণে ঐমাত্র আত্মসন্তুষ্টির উপায়। আশায় বদ্ধ হইয়া থাকি। আশালতা বড় কঠিন, যাহাকে বদ্ধকরে, জীবনান্তেও তাহাকে ছাড়ে না। আবার প্রতাপাদিত্যেরও সেইরূপ ঘটিয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল। "তাঁহার আবার কি? তিনিও কি কাহারও প্রেমে বদ্ধ হইয়া আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনি আমারই অবস্থা পাইয়াছেন। কেবল তাঁহার উগ্র স্বভাবে প্রতীক্ষা সহ্য হয় না।"

মালিকরাজ বলিল। "কেন কাহার উপর তাঁহার নজর পড়িয়াছে। আমি.ত আমাদিগের মধ্যে এমত কোন কন্যা দেখিতে পাই না। সে সৌভাগ্যবতী কে?"

সূর্যকুমার বলিল। "সে দুর্ভাগ্যা রায়গড়ের ইন্দুমতী। মহারাজ তাহার রূপে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা, বলপূর্বক তাহাকে হরণ করিবেন। ইন্দুমতী তাঁহার প্রেমের প্রেমিকা নন। মহারাজ তাহা জানিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না। মানুষেও ক্ষান্ত হইতে পারে না। আমার ইহা কিছু অন্যায় বোধ হইতেছে না।"

মালিকরাজ বলিল। "বলপূর্বক আনিতে আজ্ঞা? এ কি অরাজক! এমন ত কখন শুনি নাই। কিন্তু রায়গড় বড় সামান্য দুর্গ নহে। মুহূর্ত বার্তায় প্রস্তুত হইতে পারে, এমত দশ সহস্র অশ্বারোহী তাহার বশীভূত আছে। তাতে আবার অনঙ্গপাল দেব একটি প্রকৃত যোদ্ধা, যুদ্ধ কৌশলে এমন নিপুণ! আমি জানি, মহারাজ বসন্তরায় বলিতেন যে, আমার দুর্গস্থ দশ সহস্র অশ্বারোহীতে পঞ্চাশ সহস্র আক্রমী অশ্বারোহীর বিক্রম সহ্য করিতে পারে। সত্য বটে গড়টীর চারি দিকে যে গভীর পগার, বার মাস তাতে জল থাকে আবার তার পাড় এমত সোজা যে, পদাতি দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে না। তুমি দেখ নাই। সেরূপ দুর্গম দুর্গ আমি আর কুত্রাপি দেখি না। গড়ের চারি দ্বার। প্রতি দ্বারের উপর পুল, টানিলেই উঠিয়া পড়ে ও দুর্ভেদ্য কবাট হয়। তাতে মহারাজ বসন্তরায়ের স্বহস্তের গুলম্যাক মারা। এক একটি গুলের মাতা প্রায় চারি অঙ্গুল প্রশস্ত। তাহার মধ্যে লৌহের পতর। মহারাজ বসন্তরায় কবাট প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর তোপ মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক স্থানে দ্বাদশ বার আঠার সেরা পড়িয়াছিল। তাতেও সে

টস্কায় নি। দুর্গের চতুর্দিকের পাড় দুই শত হাত উচ্চ ও অত্যন্ত মোটা। ক্রমে উপরে সমতল হইয়াছে। উপরের অধিত্যকায় চারি জন অশ্বারোহী পার্শাপার্শী করিয়া যাইতে পারে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তাহাতে কি তোপ আছে?"

মালিকরাজ বলিল। "তোপ কি আছে! এত তোপ আছে যে, তোমার প্রতাপাদিত্যের প্রত্যেক ঢালীর উপর এক এক তোপ যোজনা করিতে পারে। আশ্চর্য, চতুর্দিকের পাড়ে কত কোণ! এক একটি কোণ পাড়ের ব্যাস হতে প্রায় ২৮০ হাত বাহির হইয়াছে, তাহার দুই দিকে অন্তরে অন্তরে তোপ বসান। আবার এমনি গঠন কৌশল, যে গড়ের খালের অপর পাড় হইতে শত্রু-তোপের গোলা কোন মতেই উচ্চপাড়ের শৃঙ্গস্থ সৈন্যের গায়ে লাগে না, কিন্তু সেখানকার তোপের গোলা অক্লেশে বিপক্ষ সৈন্যের উপর পড়ে। আর তোপেরই বা কি জোর। দুই কোণের মধ্যস্থ স্থানে থাকিলে উভয় কোণ হইতে তোপ খাইতে হইবে। এই পাড়ের ভিতর পাকা ইটের প্রাচীর। তাহার উপর স্থানে স্থানে মুরচা। মুরচার বাহিরের দিকে ভাল করে মাটি দেওয়া। কেবল মাঝে মাঝে গোলা ও গুলী চালাইবার রন্ধ্র। বিপক্ষের তোপের গোলা মুরচায় পৌঁছিলেও মাটিতে বসিয়া যায়, প্রাচীরে আঘাত লাগে না। বসন্তরায়ের যে পরিমাণের গড়, অন্যের সে পরিমাণের গড়ে ৫০ হাত অন্তর করিয়া যত তোপ রাখা যায়; বসন্তরায়ের গড়ে তাহার অপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ৩২ গুণ তোপ ধরে। অথচ রায় দুর্গের তোপ সব অত্যন্ত অন্তর অন্তর বসান। এমন কি প্রত্যেক তোপের মধ্যে প্রায় ৮০ হাত জমী আছে।"

"ইটের প্রাচীরের ভিতর দিকে মাঝে মাঝে এক একটা মাটির প্রকাণ্ড চতুষ্কোণতল-সমন্বিত স্তূপ। তাহার ভিতর আয়ুধাগার। বারুদ, গোলা, শর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে পরিপূর্ণ। বাহিরের পাড়ের ভিতর দিকে প্রাচীর ভেদ করে এক এক দ্বার। সে দ্বার দিয়া পাড়ের ভিতরের ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের অপর দিকে এক একটি গবাক্ষ খালের উপর খুলিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যে এক একটি তোপের চোঙ্গা দেখা যায়। প্রতি প্রকাণ্ড গবাক্ষদ্বারের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ছিদ্র, সেই খান দিয়া মহারাজের গোলন্দাজেরা লক্ষ্য করে। ধানুকী ও বন্দুকীরা বাণ ও গুলী চালায়। এরূপ গবাক্ষশ্রেণী, সমস্ত পাড়ে তিন সার। নিম্নস্থ সারের দুই গবাক্ষের মধ্যে উচ্চস্থ সারের এক এক গবাক্ষ। একুনে পাড়ের অধিত্যকা লয়ে চার সার তোপ গড়কে রক্ষা করিতেছে। সে কি সামান্য গড়!"

সূর্য্যকুমার বলিল। "এ সকল কৌশল চালাইতে তো গড়ে অনেক সৈন্যের আবশ্যক। তা রায়গড়ে কি তত সৈন্য আছে?"

মালিকরাজ বলিল। "না এক্ষণে তত কেন, কিছুই নাই। সর্বসহিত বুঝি ২০।২৫ জন হইবে। তাহারা আবার সামান্য ভৃত্যের কায করে। কিন্তু বসন্তরায়ের এমনি বন্দোবস্ত যে, তাঁহার খানসামা ও পাচক পর্যন্ত অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ। বাটীর দাসীরা অস্ত্রধারিণী। সেখানে অতি সহজে কোন কর্মই হইতে পারিবে না। আবার রাজা বসন্ত

রায়ের সময় এমনি বন্দোবস্ত ছিল যে, গড়ের মুরচা হইতে তূরী বাজিলেই তাহার নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের জায়গীরদারেরা আপন আপন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হয়। এরূপ প্রণালী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমার সন্দেহ হয় যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য সে গড়ে বল করিতে পারিবেন কি না? পারিতেন ত বসন্তরায় বর্ত্তমানে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন না, কিন্তু এখনও পারিবেন না। অনঙ্গপাল দেব যদিচ রাজপুরুষ ও প্রজাবর্গের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন, কিন্তু তিনি জানেন, কি রূপে তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয়। প্রজারা সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত কিন্তু সে বিরক্তিতে তাহারা কখনই রায়গড়ের আক্রমণে স্থির হইয়া থাকিবে না। শুনিয়াছি, কমলা রাণী সকলকেই অত্যন্ত যত্ন করেন। তাতে আবার ইন্দুমতীর অলৌকিক দয়া ও নম্রতায় সকলে ক্রীত হইয়াছে। যেখানে স্ত্রীলোকে আপনারা স্বয়ং অস্ত্র ধরে আবার দয়া বিতরণে সৈন্ত-প্রীতি লাভ করে, সেখানে কোন শত্রুই দন্তস্ফুট করিতে পারিবে না।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধকৌশলে ভীষ্মদেব। তাতে আবার আমি যাইতেছি।"

মালিকরাজ বলিল। "তুমি যাইও না। কেন বৃথা অপমান ক্রয় করিবে। তোমার সাধ্য নহে যে রায়দুর্গ, দখল কর।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কি! আমি আপনার মত সৈন্য পাইলে পৃথিবীর কোন দুর্গই ভেদ করিতে ভয় করি না।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্য্যকুমার অদ্যকার ব্যাপারে তোমার যথেষ্ট যশোরাশি উপার্জন হইয়াছে। অনেক আশা করিতে গিয়া কেন তাহা কলঙ্কিত করিবে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কি! পরাজিত হইব ভয়ে আমি যুদ্ধে অপ্রস্তুত হইব? বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইব, বন্দী হইব। তথাপি নিশ্চয় পরাজয় জানে পরাঙ্মুখ হইব না। রণ প্রার্থনা করিলে সূর্য্যকুমার কখন অস্বীকার করিবে না। মালিকরাজ তুমি বীর হইয়া কেন এমত বলিতেছ।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্য্যকুমার আমি কাপুরুষ নহি। যদ্যপি মনুষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তোমায় এরূপ বলিতাম, তবে তোমার তিরস্কার উপযুক্ত হইত। কিন্তু গড়ের সঙ্গে যুদ্ধ। ইহাতে তুমি নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিছুই করিতে পারিবে না।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেন যদি গড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি?"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ! যদি পরাজয় করিতে পার। কিন্তু কি প্রকারে প্রবেশ করিবে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেন গুপ্তভাবে প্রবেশ করিব।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে ত যোদ্ধার মত হইল না। সে ত চোরের কায। ভাল তাই বা কি প্রকারে সম্ভব।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেন গঙ্গাদাস বলিয়াছে আমরা অতিথি হইয়া প্রবেশ করিব।"

মালিকরাজ বলিল। "ভাল এই ত বীরেরই কায। আশ্রয় দাতার বিশ্বাস নষ্ট করিবা! গঞ্জালিসের উপযুক্ত পরামর্শ। নিজে দস্যুশ্রেষ্ঠ, দস্যুর মত বলিল।"

সূর্যকুমার বলিল। "তুমি তাহাকে কেন অকারণ দোষী করে আপনি পাপী হইতেছ। সে কি দস্যু?"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার তুমি তাহাকে চেন না। সে ফিরিঙ্গী। তাহার নাম সিবাষ্টিন গঞ্জালিস। সনদ্বীপে তাহার প্রধান অবস্থান। সে বোম্বেটের দল লইয়া সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য করিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম বন হইয়াছে। সম্রাট্ তাহার শাসন জন্য মহারাজ মানসিংহকে পাঠাইয়াছেন। তাতে আবার তক্তে বসিয়াই মানসিংহকে ফিরিঙ্গী দস্যুদল এক কালে নি

সূর্যকুমার বলিল। "কি মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে আমি কখনই যাইব না। আমার বল ও বীর্য কখন নীচ কে

মালিকরাজ বলিল। "তোমাকে কি মহারাজ গঞ্জালিসের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।" সূর্যকুমার 'হাঁ' বলিয়া আনুপূর্বিক মহারাজের আদেশ সব মালিকরাজকে বলিল।

মালিকরাজ শুনিয়া বলিল। "সব বোঝা গেল, কেন মহারাজ তোমায় রাজ্য দিতে চাহিয়াছেন, ওত তাঁহার রাজ্য দেওয়া নয়। তোমার অপকৃষ্ট কর্ম করার বেতন। আমার বোধ হয়, মহারাজ কেবল স্বকর্ম সাধনেচ্ছায় তোমায় লোভ দিয়াছেন। ওসকলে ভুলিও না।"

সূর্যকুমার বলিল। "তুমি কি আমাকে এত নীচবুদ্ধি পাইলে? আমি এই বিষয়েই তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে যাই। মহারাজ আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গিয়া বলি যে, আমা হইতে মহারাজের এ কর্মটি হইবে না। মালিকরাজ বলিল, চল আমিও যাই।"

এই বলিয়া উভয়ে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখে তাহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া হজুরমল, গঞ্জালিস ও অনুপরাম তিনে অশ্বারোহণ করিয়া দ্বারে গমনোন্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদুর দ্বারের প্রতোদদেশে আছেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে আগত দেখিয়া, রাজা বলিলেন। "ঐ সূর্যকুমার আসিতেছে, ভাল হইল। মালিকরাজও যান।"

পরে সূর্যকুমার নিকটস্থ হইলে বলিলেন "এত বিলম্ব কেন? মালিকরাজকেও লইয়া যাও, আমার আদেশ সব স্মরণ থাকে। প্রত্যাগমন করিলেই তোমাকে জয়ন্তী রাজ্যের সিংহাসনের ফরমান্ (১) দিব।"

সূর্যকুমার কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল। "মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

১। মোগল সম্রাটের দস্তখতী আদেশ পত্র।

রাজা বলিলেন। "ক্ষমা করিলাম, প্রস্তুত হইতে বিলম্ব প্রায় হয়, তাহাতে বড় দোষ নাই, বিশেষত অদ্য যেরূপ শ্রম করিয়াছ।"

মাণিকরাজ মহারাজের ভ্রম বুঝিল। সূর্যকুমারের অগমনের কারণ ক্ষীণবল চিন্তিয়া অগ্রসর হইল। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। "মহারাজ! সূর্যকুমার অদ্যকার পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে। আমিও একান্ত হীনবল হইয়াছি। সূর্যকুমারের এমত বল নাই যে, অশ্বে আরোহণ করে? আপনার নিকট লজ্জায় বলিতে পারে নাই। আপনার নিকট হইতে শিবিরে যাইয়া একান্ত অস্থির হইল। এক্ষণে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ও শিবিরে গিয়া নিদ্রা যাইতে অনুমতি চাহে।"

আদৌ মহারাজের সূর্যকুমারকে এ ব্যাপারে পাঠাইতে কোন মতেই মত ছিল না, কেবল গঞ্জালিসের অনুরোধেই সূর্যকুমারকে বলিয়াছিলেন। বিশেষত তিনি সূর্যকুমারের মত পরিবর্তনের ভয় সর্বদাই করিতেন। ভাবিতেন পাছে সেখানে গিয়া ইন্দুমতীর ক্রন্দনে মোহিত হয়, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, আর হয় ত বিপক্ষ দলভুক্ত হইবে। এখন সূর্যকুমারের অসুস্থতায় তাহাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। গঞ্জালিসকে বলিলেন "তুমি আপনি অদ্যকার পরিশ্রম দেখিয়াছ। সূর্যকুমার অশ্বে আরোহণ করে এমত শক্তি নাই। অতএব এরূপ হীনবল যোদ্ধায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই।" গঞ্জালিস বিলম্ব হইতেছে জ্ঞানে উত্তর দিল "মহারাজ হজুরমল হইতে সকল কর্মই সমাধা হইবে।"

মহারাজ বলিলেন। "কালী তোমাদিগের ত্বরিত করুন।" গঞ্জালিস আপন অশ্ব চালাইল। হজুরমল ও অনুপরামও বেগে অশ্ব চালাইল। অশ্বত্রয় বেগে চলিল। গঞ্জালিস দূর হইতে আপনার টুপি হস্তে উঠাইয়া মহারাজকে বিদায় অভিবাদন করিল। মহারাজ দক্ষিণ হস্ত শিরোদেশে তুলিলেন ও আপন রুমালের কোণ হাতে লইয়া উচ্চ করিয়া দুলাইয়া উত্তর দিলেন।"

গঞ্জালিস নয়নপথের বহির্ভূত হইলে মহারাজ সূর্যকুমারকে বলিলেন। এক্ষণে শিবিরে বিশ্রাম কর; আহারের সময় রাজবাটীতে আসিও।"

সূর্যকুমার বলিল। "অদ্য রাত্রে আহার করিব না।" মহারাজ "তবে বিশ্রাম করগে।" বলিয়া সভাসদ সকলকে লইয়া রাজবাটীতে গেলেন। সূর্যকুমার ও মাণিকরাজ পরস্পরের স্কন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া শিবিরাভিমুখে চলিল।

সূর্যকুমার বলিল। "মাণিকরাজ! তোমার বড় প্রত্যুৎপন্নমতি, তুমি কেমন মহারাজের ভ্রম আশ্রয় করিয়া উত্তর দিলে।"

মাণিকরাজ বলিল। "কেন সুযোগ ছাড়িব। দস্যুর সঙ্গে যাইব না, স্পষ্ট মহারাজকে বলিয়া কষ্ট করায় লাভ কি?"

সূর্যকুমার বলিল। "গঞ্জালিসের সঙ্গে মহারাজের কিমতে আলাপ হইল; গঞ্জালিস দস্যু, তাতে আবার ফিরিঙ্গী।"

মাণিকরাজ বলিল। "অনুপরামের দ্বারা মহারাজের সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ হইল।

অনুপরাম যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, ইনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া যক্ষপুর ত্যাগ করেন ও গঞ্জালিসের সঙ্গে কিছু দিন দস্যুবৃত্তি করেন। ধন হীন, ফৌজহীন হইয়া যক্ষপুর অধিকার করিতে অক্ষম। মহারাজের সাহায্য লাভাশায় যশোরে যান। তথায় মহারাজের সঙ্গে অনুপরামের আলাপ হয়। মহারাজ হেজোমা ভাল বাসেন, ইহাঁকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। পরে রায়গড় অধিকারাশয়ে যমুনাতে সসৈন্য আসিলেন। ইতিমধ্যে ধূর্ত্ত অনুপরাম একক মহারাজের আশ্বাসে না ভুলিয়া বর্দ্ধমানাধিপের নিকট গিয়া অবস্থান করে ও ক্রমে তাঁহাকে সাহাষ্য দিতে অনুরোধ করে। বর্দ্ধমানাধিপও সাহাষ্য দিতে স্বীকার পান। ইত্যবসরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড় দখল ও ইন্দুমতী লাভেচ্ছা জন্মে। অনুপরামের পরামর্শে গোপনে [illegible] সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া গঞ্জালিসকে ডাকান ও তাহার সহিত মন্ত্[illegible] ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা হইলে কল্য প্রাতে মহা[illegible] অবস্থা শুনিয়া যেন তত্ত্বাবধানার্থ রায়গড়ে উপস্থিত হইবেন [illegible]মত ঘটনা না হয়, এই আশয়ে আপনার সমস্ত সৈন্য কৃষ্ণনাথের অধীনে সেই দুর্গে রাখিয়া আপনি উড়িষ্যা দেশে যাত্রা করিবেন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজের উড়িষ্যাতেই বা গমনের উদ্দেশ্য কি?"

মালিকরাজ বলিল। "পাঠানদিগের সঙ্গে সন্ধি। প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত দুষ্ট রাজা, স্বরাজ্যে অত্যন্ত দৌরাত্ম করেন, বঙ্গের অপর একাদশ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরের কোপ জন্মিয়াছে। তাতে আবার অনুপরামকে সাহায্য দিতে স্বীকার হইলেন। এ সমাচার আমাদিগের রাজ্যে প্রকাশ না হইতে হইতেই দিল্লীশ্বরের কর্ণে উঠিল। দিল্লীশ্বর ক্রমে শুনিলেন যে, পাঠানদিগের লোক যশোরে যাতায়াত করে। ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মহারাজ মানসিংহকে উড়িষ্যায় পাঠান শাসন, ফিরিঙ্গী-দস্যুদল নষ্ট ও প্রতাপাদিত্যের ব্যবহার ও রাজনীতি লক্ষ্য করিতে পাঠান। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, এমত অনুমতি আছে যে, মহারাজের দোষ দেখিলে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া শাসনও করেন। মহারাজ মানসিংহ এই অনুজ্ঞা লইয়া বাঙ্গালায় রওয়ানা হইলে পর সম্রাট্শ্রেষ্ঠ আকবরসাহের কাল হয়। জিহাঙ্গিরসাহ তক্তে বসিলে মহারাজ মানসিংহ বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়া নূতন বাদশাহের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে দিল্লী হইতে সমাচার আইলেই তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। দিল্লী হইতে সমাচার আসিবার সময় হইয়াছে। বোধ করি, আজ কালের মধ্যে সমাচার আসিবে। তখনই প্রতাপাদিত্যের হয় ত পালা সাঙ্গ হইবে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমাদিগের রাজার মাসুলের বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত নজর। ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত পীড়নে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আর এই বা কি কথা যে, এক বিপণী দ্রব্য উৎপত্তি স্থান হইতে ব্যবহারের স্থানে পৌছিতে ৯ বার মাসুল দিবে।"

মালিকরাজ বলিল। "মাসুল তো ধনের উপর দৌরাত্ম্য বই নহে। মহারাজ প্রতা-

পাদিত্যের অন্যান্য দৌরাত্ম্য শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। এখনও মহারাজ তোমাকে তোমার রাজ্যে যদি পুনর্বার অভিষিক্ত করেন, তবে তাঁহার বহুল পাপের মধ্যে একের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কিন্তু আমার এমত বোধ হয় না যে, তিনি তোমারে অকারণে রাজ্য দেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "তিনি আমায় সহজে রাজ্য না দেন, তবে আমার এ স্থান হইতে পলাইতে হইবে। একবার দেশে গিয়া দেখিব, প্রজাবর্গের কি মত। কিন্তু সরমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।"

মালিকরাজ বলিল। "সে দিকে নিশ্চিন্ত থাক, সরমা তোমারই হইয়াছে।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমায় রাজ্যদান করিলে মহারাজের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইল?"

মালিকরাজ বলিল। "সে বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে এস বসা যাগ।" এই বলিয়া উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া এক আসনে বসিলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ আমার গঞ্জালিসের যুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। গঞ্জালিস ইন্দুমতীকে অপহরণ করিয়া তাহার সে মুখশ্রী ম্লান করিবে, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। চল আমরা রায়গড়ে যাই।"

মালিকরাজ বলিল। "আমাদিগের সেখানে যাওয়া উচিত নহে। আমরা মহারাজের বিত্তভোগী। তিনি আমাদিগের সেখানে যাইতে বলিলেন, আমরা তাহে রোগচ্ছলে না যাইয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম না। আবার তাঁহারই ইচ্ছার বিপক্ষ কায করা কি ভাল হইবে। এটি ধর্ম সঙ্গত নহে। বিত্তভোগীর এ কি কর্তব্য। তাহা হইলে আমাদিগের বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে।"

সূর্যকুমার বলিল। "আঃ বড় ধর্মের কথা কহিলে। একটি কন্যাকে তাহার ইচ্ছার বিপরীতে বল পূর্বক হরণ করিতেছেন? আমরা তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিব।"

মালিকরাজ বলিল। "আমরা কিছু দেশের হাকিম নহি যে, রাজার কর্মের হিতাহিত বিবেচনা পক্ষ ভুক্ত হইব। কিন্তু মহারাজ অধিপতি। তাঁহার কর্মের ভাল মন্দ বিচার করা ও ধর্মাধর্মের শাসনের অধিকার, আমাদিগের নাই।"

সূর্যকুমার বলিল। "কি আমাদিগের জ্ঞাতসারে একের চিরকালের মত ধর্ম ও সুখ নষ্ট হইবে? আমরা তাহাকে সতর্ক পর্য্যন্ত করিব না? এ কি প্রকার ধর্ম?"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ তুমি অপর এক জনার সুখের জন্য মহারাজের সুখ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতেছ। তুমি যাহার পালিত, তোমার কর্তব্য তাহারই সুখ বৃদ্ধি করা। তা না করিয়া কে একজন অপর স্ত্রীর সুখের দিকে তোমার দৃষ্টি হইল।"

সূর্যকুমার বলিল। "ইহাতে মহারাজের কি সুখ হানি? তাঁহার রাজমহিষী কিছু কুৎসিতা নহেন, কুৎসিতা হইলেও ধর্মপত্নী। আবার তার পর তাঁহার আর কত মহিলা আছে।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! সংসারে ত কত রূপসী স্ত্রী আছে, তাহাদিগের

সকলকে ত্যাগ করিয়া তুমি সরমার জন্য এত ব্যাকুল হইলে কেন? মহারাজেরও সেইরূপ।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমাদিগের প্রেম জন্মিয়াছে। মহারাজের তো প্রেম নহে, কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করা।"

মালিকরাজ বলিল। "সে যাহা হউক আমাদিগের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। আমরা যখন সে কর্মে মহারাজের সহায় হই নাই, তখন আবার তাঁহার বিপক্ষে হস্তোত্তলন করা নিতান্ত দুষ্কর্ম। এস,এখন ক্ষান্ত হও, বিশ্রাম কর, অদ্য যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহাতে আমি ত আর বসিতে পারি না।"

সূর্যকুমার মালিকরাজের হস্ত ধরিয়া বলিল, "ভিরু, চতুর! প্রতাপাদিত্যের মত ভুলিব না। উঠ চল আমরা এক্ষণেই রায়গড়ে কি জানি নরাধম গঞ্জালিস কি করিবে। আমার মন স্থির হই চক্ষু-স্পন্দন হইতেছে। আর আমার এক দণ্ডও এখানে অবস্থান করিতে মন যাইতেছে না। আমার বোধ হইতেছে যেন গঞ্জালিসের হস্তে আমার বিষম বিপদ আছে।"

মালিকরাজ হাসিল। আবার ক্ষণেক পরেই তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। ভাবিল "অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ আকৃষ্যতে মনঃ।" এটি আর্য্যজ্ঞানের পরিচয়। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল। "বিধাতার ভবিতব্যতা অবশ্যই হইবে। প্রতাপাদিত্যের প্রাগ্বন্ধ যেরূপ। আমি কি বলিব। স্নেহটি ঈশ্বরের নিবন্ধন। আপনার পাত্রকে খুঁজিয়া লয় ও আকর্ষণ করে। সূর্যকুমার তোমার মতেই আমার মত; চল যাইতে হয় ত শীঘ্র চল, কিন্তু আমার একবার মালতীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। পিতার সঙ্গেও একবার দেখা করিতে মন যাইতেছে। হয় ত আমাদিগের আর এ শিবিরে আসিতে হইবে না। চল যাই। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে আর কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। তাহাতে মায়া বাড়িবে।" বলিয়া একলম্ফে আসন ত্যাগ করিল ও অতি শীঘ্র পদে অপর ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিতে লাগিল। সূর্যকুমার মালিকরাজের কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মৌন রহিল। আপনার ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিল। শীঘ্র সসজ্জ হইয়া বাহির হইল। উভয়ে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিল। ক্রমে ছাউনি দিয়া মাঠাভিমুখে চলিল। রাত্রি তখন ৩॥ দণ্ড হইয়াছে, ছাউনিতে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে, সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে এই দেশে রাত্রিতে বাহির হইতে দেখিয়া বলিল "মহাশয়েরা কোথায় যাইতেছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "প্রয়োজন আছে এখনি আসিব।"

সপ্তম অধ্যায়।

" কান্তাং সুপ্তে সতি পরিজনে বীতনিদ্রামুপেয়াঃ।"

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে বিদায় দিয়া আপন ঘরে গেলেন। কৃষ্ণনাথ মহারাজকে আপন ঘরে বসিতে দেখিয়া বিদায় লইল। বিজয়কৃষ্ণ বিদায় চাহিলে মহারাজ বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ! কিছু কথা আছে, অপেক্ষা কর।" বিজয়-কৃষ্ণ আদেশ মত বসিল। অন্যান্য সভাসদ সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, মহারাজ বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ! এক্ষণে গঞ্জালিস ত গেল, তোমার বোধ হয় কি, কৃতকার্য হইবে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! কৃতকার্য হইতে বাধা ত কিছুই দেখি না, তবে ভবিতব্যতা।"

রাজা বলিলেন। "হজুরমল এক জন প্রকৃত যোদ্ধা, অবশ্যই আমার কার্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "গঞ্জালিসের চতুরতা ও হজুরমলের বল একত্র হইলে কোন কর্মই অসিদ্ধ থাকে না। কিন্তু সতর্কে কর্ম করিলেই সফল হইবার সম্ভাবনা। রায়গড় বড় কঠিন স্থান। অনঙ্গপাল অত্যন্ত বহুদর্শী।"

রাজা বলিলেন। "উড়িষ্যা হইতে এখনও আমার পত্রের উত্তর আসিল না কেন। বহু দিন হইল আমার লোক উড়িষ্যায় গেছে। উত্তর না পাইলে আমি কোন দিকে ভরস্তর দিতে পারিতেছি না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমার বোধ হয়, উত্তর আজ কালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। দেখুন কল্য প্রাতে রায়গড় হইতে কি সমাচার আইসে।"

রাজা বলিলেন। "এখন সূর্যকুমারকে কি করা যায়?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহাকে যত শীঘ্র এ স্থান হইতে অন্তর করেন, ততই ভাল।"

রাজা বলিলেন। "এত তাড়াতাড়িতে প্রয়োজন কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আপনি জানেন যে, সূর্যকুমার এখানে থাকিলে কত বিপদ্ ঘটিতে পারে। সে যেরূপ যোদ্ধা ও অস্থির বুদ্ধি।"

রাজা বলিলেন। "অস্থিরবুদ্ধি হইয়া আমার কি ক্ষতি করিতে পারে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সূর্যকুমারকে সহজে বিদায় না দিলে সে অতি শীঘ্রই আপনার সভা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইবে। তাহার যেরূপ রাজ্য লাভে উৎসাহ জন্মিয়াছে, সে আর মহারাজের অধীন থাকিতে সন্তুষ্ট নহে বিশেষতঃ অস্ফুট প্রবাদ যে জয়ন্তী রাজ্যে বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা ও সূর্যকুমার সে সুবিধার কথা শুনিলে মত্ত হইবেক।"

রাজা বলিলেন। "কই আমিত তাহার অসন্তোষের চিহ্নও দেখি না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আরও এক সন্দেহ আছে। এমত কুলমানশালী স্ব শ্রেণীর যুবা পুরুষকে আপনার অন্তঃপুরে সর্বদা গমন করিতে দেওয়া বিধিবিহিত কর্ম

হইতেছে না, ইতর যুবা হইলেও অবস্থার তারতম্যে অনেক দমন থাকে।"

রাজা বলিলেন। "কেন, কিসে অবৈধ? সূর্যকুমার বালককাল অবধি আমার বাটীতে পালিত হইয়াছে, তাতে আবার মহিষী তাহাকে পুত্রবাৎসল্যে যত্ন করেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আপনার সরমা এক্ষণে আর বালিকা নাই। আমি প্রায় বৎসরাবধি উভয়ের মনের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। কিছু বাল্যকালের সরল প্রীতির বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি। আপনি লক্ষ্য করেন নাই?"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমারের সে ভাবোদয়ে তাহার স্বভাব বা আচরণের ব্যত্যয় হয় নাই। যদিচ তাহার সরমার প্রতি ভগীনি ভাবের কিছু চাঞ্চল্য হইয়া থাকে, তথাপি বিমল প্রেম ব্যতীত আর ত কিছুই আমার চক্ষে লাগে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সরমা দেবীরও মনশ্চাঞ্চল্য লক্ষ্য [illegible]

রাজা বলিলেন। "সরমা বালিকা, শৈশবাবধি সূর্যকুমারের স[illegible] চিরকাল একত্রে বাস করিয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সে যাহা হউক, সরমা দেবী বিবাহোপযোগী হইয়াছেন। তাঁহার পরিণয়ের কিছু চিন্তা করিয়াছেন?"

রাজা বলিলেন। "তুমি কি কোন পাত্র স্থির করিয়াছ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপের বয়স অল্প। তাহাকে কি বলেন?"

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানরাজ অল্পবয়স্ক বটে, কিন্তু তাহার বিবাহও হইয়াছে। সরমাকে আমি সপত্নীর কোলে সমর্পণ করিব না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তবে আমি ছত্রধারী পাত্রত দেখি না।"

রাজা বলিলেন। "আবার বর্দ্ধমানরাজকে আমার কন্যাদানে আর একটি বিশেষ বাধা আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনি কি আপনার পুত্র হইবে না ভাবিতেছেন?"

রাজা বলিলেন। "সে কি সামান্য ভাবনা? বর্দ্ধমানরাজ যশোরকে আপনার অন্যান্য সামান্য গ্রামের মত ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেই আমার পূর্বপুরুষদিগের নাম লোপ পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহা নিঃসন্দেহ হইবে। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আপনি আর কোথায় উপযুক্ত পাত্র পাইবেন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার কিছু অপাত্র নহে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আজও যে সূর্যকুমারের উপর আপনার পূর্বকার টান আছে। কিন্তু যদি সূর্যকুমার সকল জানিতে পারে, তবে কি আপনার [illegible] গ্রহণ করিবে?"

রাজা বলিলেন। "তাহা জানিবার কি উপায় আছে? আর পূর্বকার স্নেহই বা কেন? সূর্যকুমার সুপাত্র ত বটে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এ বিবেচনাটি ভাল হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে অতি শীঘ্র উভয়ের মিলন হয়, তাহায় আমাদিগের যত্নবান্ হওয়া উচিত। আপনি উড়িষ্যায় রওনা হইলে, আসিতে কত বিলম্ব হইবে, তাহার স্থির নাই, অতএব আমার অভিপ্রায় উভয়ের মিলনান্তে আপনি উড়িষ্যা যাত্রা করেন।"

রাজা বলিলেন। "কিন্তু আমার মনে মনে এক পণ আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "কি পণ?"

রাজা বলিলেন। "আমি ছত্রহীন পুরুষকে কন্যাদান করিব না। সূর্যকুমার এক্ষণে ছত্রহীন। আমার ইচ্ছা তাহাকে অগ্রে ছত্র ও দণ্ড দিয়া জয়ন্তীর সিংহাসন দিব, পরে ক কন্যা দিব। ইহাতেই বিলম্ব হইতেছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সে ত আপনার উড়িষ্যা গমনের পূর্বে হইতে পারে না। আপনার এ বিষয়ে মহারাণীর সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। দেখুন তিনিই বা মনে মনে কাহাকে জামাতা স্থির করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "তবে তাই চল তুমিও আপনি শুনিবে, দেখ তাঁহার কি মত হয়।" রাজা এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনিই যান।" রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে সরমা আপন গৃহে মালতীকে ডাকিয়া তাহার স্বহস্ত চিত্রিত একটি চিত্রলিপি দেখাইতেছেন, এমত সময় রাণী সরমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী প্রবেশ করিতেই সরমা কিছু ব্যস্ত হইয়া কাগজটি লুকাইলেন। রাণী বলিলেন। "সরমা! উটি কি? ছবি নাকি।"

মালতী বলিল। "ওটি আমাদিগের সূর্যকুমারের প্রতিমূর্তি।"

রাণী বলিলেন। "দেখি। কে আঁকিল?"

সরমা লজ্জিতা হইয়া আস্তে আস্তে কাগজটি লইয়া রাণীর হস্তে দিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। অবনতমুখী সরমা লজ্জায় মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে ম্রিয়মাণা কুমুদিনীর মত হইলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ ঈষদ্ আরক্ত হইল। অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রদ্বয় নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মুখটি ঝুলিয়া পড়িল। হাত দুটি শরীরের দুই পার্শ্বে ঝুলিল। ওষ্ঠদ্বয়ে কিন্তু ঈষদ্ হাস্যের আভা দিল।

রাণী চিত্রপটটি হাতে লইয়া বলিলেন। "মালতি! সরমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। এ যুগলমূর্তি বড়ই শোভা পাইতেছে। সরমা বীরপত্নী বটেন। ব্যাঘ্রটি কি পরিষ্কার হইয়াছে। আহা! সূর্যকুমার কেমন ভঙ্গি করিয়া ব্যাঘ্রের মস্তকে পা দিয়াছেন। আমার সরমা যেন কুসুমিত মাধবী লতার মত দীর্ঘ বপু সূর্যকুমারের বিশাল স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া কেমন ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, সরমার কল্পনাটি বেশ। আমি মহারাজকে অদ্যই দেখাইব ও সূর্যকুমার আহার করিতে আসিলে তাঁহাকেও দেখাইব। আমার ইচ্ছা য় যেন, এই চিত্রের প্রকৃত আদর্শকে এই ভাবে দাঁড়াইতে দেখি।" ফলে সরমা যে

চিত্রটী রাণীর হস্তে দিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন, সেটি সূর্যকুমারের প্রতিমূর্তি। বীরপুরুষ সূর্যকুমার যুদ্ধবেশে দক্ষিণ পদটি নতশির ব্যাঘ্রের মস্তকে দিয়া প্রকাণ্ড ধ্বজের নীচে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বামকটিতে রত্নমণ্ডিত সকোষ তলবারী। সম্মুখের কটিবন্ধে পেষকবচ। মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ। উষ্ণীষের উপর সুললিত হোমার পর, হীরক জড়িত দীর্ঘ শিরপেচ কলকার উপর ঢুলিতেছে। কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল। কণ্ঠে বড় বড় মুক্তার কণ্ঠী। দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ করিয়া দীর্ঘ শেল ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পদের নীচে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র সম্মুখের পাতিত হস্তদ্বয়ের উপর আপন মস্তক রাখিয়াছে। সূর্যকুমারের বামস্কন্ধে ভর দিয়া সরমা শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সূর্যকুমার বামহস্তে আলম্বিতা সরমার কটিদেশ ধারণ করিয়াছেন। সরমার উন্নত কোমল বক্ষ সূর্যকুমারের প্রশস্ত কঠিন বর্মাচ্ছাদিত বক্ষের বাম দিকে ঠেকিয়া কি শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাণী এই মূর্তি দেখিয়া এক কালে মোহিতা হইলেন ও ভূয় ভূয় ভিন্ন ভিন্ন আলোকে সেই চিত্রপটটি ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন। "মালতি! এ পটটি বড় মনোহর।"

মালতী বলিল। "মনের ভাব লোকের সকল কর্মকে স্পর্শ করে। সরমার প্রেম সরমাকে আচ্ছন্ন করিয়া এই অনির্বচনীয় সুন্দর মূর্তি তুলী হইতে নিঃসৃত করিয়াছে। সরমা অন্য কোন পদার্থ ইহার অর্দ্ধেক শোভার সহিত লিখিতে পারিবেন না!"

রাণী বলিলেন। "সত্য বলিয়াছ, কিন্তু চিত্রকরেরা এমত লিখিতে পারে না। ভাল হইল, সূর্যকুমারকে সরমার সহিত এই পটটি দিব। আর মহারাজ জয়ন্তীরাজ্যের ফরমান্ দিবেন। তবেই সূর্যকুমারের অদ্যকার বীরত্বের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।"

এক জন দাসী আসিয়া বলিল। "আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আজ্ঞা হইলে মহারাজকে সংবাদ দি।"

রাণী বলিলেন। "অমনি সূর্যকুমারকে ডাকিতে পাঠাও।"

দাসী আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। রাণী সরমার ঘর হইতে চিত্রটি লইয়া বাহিরে আসিলেন। সহচরী মহারাজকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া বলিল। "মহারাজ! আহার প্রস্তুত হইয়াছে। রাণী আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সূর্যকুমারকে ডাকিতে বলিতে চলিলাম।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার অদ্য অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।"

সহচরী রাজার বাক্যে নিবৃত্ত হইল ও মহারাজের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাণী অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন। "মহারাজ! কৈ সূর্যকুমার আসিলেন না।"

রাজা বলিলেন। "তোমার সহচরীকে আমি নিবৃত্ত করিলাম, সূর্যকুমার অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।"

রাণী বলিলেন। "তাঁহার কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন। “সে অদ্যকার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়াছে। আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতেছে।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! দেখদেখি এ চিত্রপটে কাহার মূর্ত্তি?” রাজা চিত্র পটটি হাতে লইয়া অমনি শিহরিলেন। ক্ষণেক এক দৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, “এটিকাহার কর্ম।”

রাণী বলিলেন। “যাহার কর্ম হউক, কেমন শোভিয়াছে বল।”

রাজা বলিলেন। “এ শিল্পী আপন কর্মে বিশেষ পটু, দিব্য ভাব শুদ্ধ পট লিখিয়াছে।”

রাণী বলিলেন। “এ যুগল মূর্ত্তি দর্শনে তোমার অভিলাষ হয় না?”

রাজা বলিলেন। “আমি তোমাকে অদ্য এই কথাই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছি।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! আগে এ পটের কথাটি সাঙ্গ করুন।”

রাজা বলিলেন। “আমি ঐ পটেরই কথা বলিতেছি শুন। সরমা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার যোগ্য বর অনুসন্ধান আবশ্যক।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! চিত্রপটটি দেখুন, ইহাপেক্ষা যোগ্যে যোগ্যা মিলন আর কোথা সম্ভবে?”

রাজা বলিলেন। “বর্দ্ধমানাধিপের সহিত সরমার বিবাহ হইতে তোমার কি মত? বর্দ্ধমানাধিপ অল্পবয়স্ক, সদ্বংশজাত ও মান্য রাজা।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! সূর্য্যকুমার কি অসদ্বংশজাত?”

রাজা সিহরিয়া বলিলেন। “সূর্য্যকুমারও সদ্বংশজাত বটেন, কিন্তু সূর্য্যকুমার ছত্রধারী নহেন।”

রাণী বলিলেন। “কেন তাহাকে ত তাহার পৈতৃক রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছ। এক্ষণে তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর ও আপন প্রিয়তমা কন্যা সরমাকে বামে বসাও।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন। “তবে দেখিতে পাই তোমার সূর্য্যকুমারের প্রতি সম্পূর্ণ ইচ্ছা।”

রাণী কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন। “শুদ্ধ আমার কেন সরমার ও ঐ চিত্রপটই তাহার প্রমাণ।”

রাজা বলিলেন। “তবে এ পটটি কি সরমার লেখা?”

রাণী বলিলেন। “হাঁ, সরমা নির্জনে বসিয়া স্বকল্পনায় এ চিত্রটি লিখিয়াছেন।”

মহারাজ বলিলেন। “তবে তাই হউক।”

রাণী বলিলেন। “কালী উভয়কে সুখে রাখুন।”

মালতী স্বস্তি বলিয়া হুলু দিল, পার্শ্বস্থ সহচরীচয় হুলু প্রতিধ্বনি করিল। প্রৌঢ়া মহিলাগণ শঙ্খ বাজাইল। রাজবাটী মঙ্গল শব্দে ফুলিয়া উঠিল। লোকপরম্পরায় শব্দ ও সমাচার ছাউনিতে গেল। ক্ষণেক পরেই ছাউনিতে ‘জয় কালী’ শব্দে তুমুল হইল। নহোবত বাজিল। বিজয়কৃষ্ণ অকাল নহোবত ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন যে, অন্তঃপুরে মহারাজের মতের সহিত রাণীর মত ঐক্য হইয়াছে, সরমা ও সূর্য্যকুমারের মিলন ধার্য হইল।

স্বস্তিবাচনাদি শব্দ থামিলে রাণী মালতীকে বলিলেন। "মালতি! দেখ, সূর্য্যকুমার কিরূপ আছেন, যদ্যপি একান্ত অসুস্থ না থাকেন তবে বলিবে যেন যুদ্ধবেশে অন্তঃপুরে এক্ষণেই আইসেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। মালিকরাজকেও সঙ্গে আসিতে বলিবে। আর মহারাজের সেনানী কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরকে আমার আশীর্বাদ দিবে, আর বলিবে ব্যাঘ্রটি ও একটি প্রকাণ্ড ধ্বজা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের ভিতর পাঠাইয়া দেন, বিলম্ব করিতে নিষেধ করিবে। বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান অমাত্যগণ স্ব স্ব সভ্য বেশে অন্তঃপুরে এক্ষণেই আইসে।"

মালতী রাণীর আজ্ঞা লইয়া দ্রুতপদে চলিল।

রাণী অপর এক সহচরীকে ডাকিয়া বলিলেন। "দেখ, সরমাকে উত্তম বেশভূষা করিতে বল ও মালতী প্রত্যাগমন করিলে তাহাকেও ভাল করিয়া বেশভূষা করিতে কহিবে। অন্তঃপুরের দাসীদিগকে বল, অদ্য প্রাঙ্গনে উৎসব হইবে, ভাল করিয়া সাজায় ও আলোক দেয়। সূপকারকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে বল।"

কিছুক্ষণ মধ্যেই মালতী ফিরিয়া আইলে, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত শীঘ্র যে ফিরিলে।" মালতী বলিল। "সূর্য্যকুমারের শিবিরে প্রথমে গিয়া দেখিলাম যে, সূর্য্যকুমার শিবিরে নাই। তাঁহার দাসকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 'সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ উভয়ে যুদ্ধবেশে অশ্বারোহণ করিয়া কোথায় গেলেন, বলিয়া গেলেন যে, আমরা বোধ করি অদ্য আসিতে পারিব না কল্য সায়ংকাল অবধি আমাদিগের অপেক্ষা করিবা। না আসি ত চিন্তিত হইও না 'পরশ্ব দিবস অবশ্য অবশ্য আসিব।' অতএব আপনার আজ্ঞা না পাইয়া কৃষ্ণনাথ ও বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারি না।"

রাণী বলিলেন। "ভাল করিয়াছ। সূর্য্যকুমার অবর্তমানে কাহারও প্রয়োজন নাই। তবে তুমি সহচরী ও সূপকারকে আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া আমার নিকট অতি শীঘ্র আইস।"

মালতী চলিয়া গেলে রাণী সরমার ঘরে গিয়া বলিলেন। "ওমা! সরমা! তুমি কি জান, সূর্য্যকুমার কোথায় গিয়াছেন?"

সরমা বলিলেন। "না, তিনি আমাকে ত কিছুই বলেন নাই। তিনি কি আপন শিবিরে নাই?"

রাণী বলিলেন। "না, মালতী শিবির হইতে এই আসিল।"

সরমা বলিলেন। "তাঁহার হৃদয়সখা মালিকরাজ কোথায়? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। সূর্য্যকুমার মালিকরাজকে না বলিয়া কোন কর্মই করেন না?"

রাণী বলিলেন। "সে মাণিক-যোড় কখন পরস্পরের দূরে থাকে না। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ উভয়েই অদ্য সায়ংকালের পর যুদ্ধবেশে অশ্বারোহী হইয়া কোথায় গিয়াছে, কেহই জানে না। তাহার ভৃত্যকে বলিয়াছে যে, পরশ্ব অবশ্য অবশ্য আসিবে। এ কি

বিপদ! দেখ কোথায় দুইজনে গেল। কোথায় বা যুদ্ধ উপস্থিত। আর এমত কি সহসা বিপদ হইল যে তাহারা মহারাজকে না বলিয়া চলিয়া গেল।"

সরমা বলিলেন। "মহারাজ কি জানেন না?"

রাণী বলিলেন। "মহারাজ যখন বাটীর ভিতর আহারের জন্য আসিয়াছিলেন তখন বলিলেন 'সূর্য্যকুমার অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।' হাঁ মা তুমি আজ রাজার আহারের সময় কেন যাও নাই? রাজা কত জিজ্ঞাসা কল্লেন। খেদ করে বল্লেন, সরমা কি আমাদিগের ত্যাগ করিতে না করিতে ভুলিল।"

সরমা অমনি ফুলকামুখী হইয়া রাণীর গলদেশে বাহু দিয়া ঘেরিলেন ও রাণীর মুখের দিকে ঘাড় তুলিয়া বলিলেন। "মা ওমা।" সরমার ওষ্ঠদ্বয় ঈষদ্ উলটিয়া পড়িল, চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইল। আধ দুঃখ, আধ অভিমানে মাতার নয়নে নয়ন মিলাইলেন। রাণী অমনি করতলদ্বয়ে সরমার মুখপদ্ম ধরিয়া সরমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন ও তাহার নিষ্কলঙ্ক ললাটে চুম্বিলেন। সরমার বাক্য রহিত দৃষ্টিতে পাষাণ দ্রব হয়, তা মায়ের মন। একেবারে গলিয়া গেল। রাণী আর থাকিতে না পারিয়া অশ্রু পাত্ত করিলেন। এইরূপ ক্ষণকাল স্নেহ পাশে উভয়েই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। ক্রমে সরমাকে অলসাঙ্গী দেখিয়া রাণী ক্রমে খাটের দিকে গিয়া বসিলেন। সরমা মাতার বক্ষস্থলে মস্তক দিয়া থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালিকা সরমা মাতার বক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। রাণী কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অতি অল্পে অল্পে সন্তর্পণে সরমার মস্তক হইতে আপনি সরিয়া তাহার মস্তকে বালিস দিলেন ও ময়ুর-পুচ্ছের পাখা দিয়া অল্পে অল্পে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সরমা গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইলে রাণীও খাটের এক পার্শ্বে শুইলেন। দাসীরা বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণকালের পরে সরমা নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রাণী চমকিয়া সরমার বক্ষস্থলে করতল চাপিয়া দিয়া বলিলেন। "কি মা, ভয় কি? সরমে! এই যে আমি আছি।" সরমা আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ঘন ঘন সুনিশ্বাস বহিতে লাগিল। রাণী সরমাকে নিদ্রিত দেখিয়া আবার শয়ন করিলেন। মালতী সরমার আলুলায়িত কেশপাশে হস্ত দিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল। কতক্ষণে বোধ হইল যেন সরমার সুখনিদ্রা হইতেছে। এই রূপে প্রায় এক প্রহর কাল অতীত হইলে রাণীও চিন্তাশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। মালতী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আনুপূর্বক সমস্ত ঘটনা বলিল। মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া রাজচিকিৎসক হরিশ্চন্দ্র রায়কে লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন। দেখেন সরমা আলুলায়িতকেশে আপনার পর্যঙ্কে শয়ান আছেন, তাঁহার পার্শ্বে রাণী সরমার বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া নিদ্রিতা। দাসীরা চামর ব্যজন করিতেছে। রাজা অতি মন্দপদ বিক্ষেপে সতর্কে পর্যঙ্কের নিকট গেলেন। সহচরী একটি ওড়না লইয়া সরমার গাত্রে ঢাকা দিল। পরে চিকিৎসক গম্ভীর হইয়া পর্যঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কিছু ক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সরমার মুখে রোগের লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিল কিন্তু মনে মনে মুখশ্রী

প্রশংসা করিতে ভুলিল না। অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া হস্ত ধরিয়া নাড়ি দেখিল। সরমা হস্ত ধারণে জাগ্রত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ও আপনার অঞ্চল লইয়া মুখে আবরণ দিলেন।

কবিরাজ প্রায় এক দণ্ডের পর বলিল। "নাড়ির অত্যন্ত বেগ। কিন্তু সেটি জ্বরের বেগ নহে; বোধ হয় মনে কোন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এস্থলে থাকা উচিত নহে। গাত্রের বস্ত্র খুলিয়া ইহাকে বায়ু সেবন করান বিধেয়। অল্পক্ষণেই সুনিদ্রা হইবে। বোধ করি নিদ্রা হইলেই আরোগ্য হইবেন।"

রাণী এই কথাগুলি শুনিয়া জাগ্রত হইলেন ও উঠিয়া বসিলেন। কবিরাজ ও বিজয়-কৃষ্ণ গৃহের বাহিরে গেলেন।

রাণী মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলেন। "সূর্যকুমার কোথায়? মালতী তাহার শিবিরে গিয়াছিল; দেখা পায় নাই; শুনিল যে মালিকরাজ ও সূর্যকুমার উভযে বদ্ধাস্ত্র হইয়া কোথা গেছেন। তোমার কি রাজ্যের কোন অংশে উপদ্রব সম্ভাবনা আছে?"

রাজা বলিলেন। "আমিও মালতীর প্রমুখাৎ শুনিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। দেখি বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি সরমাকে বাতাস করিতে বল।"

রাজা সভায় আসিয়া চিকিৎসককে বিদায় দিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ শুনিয়াছ, তোমার পুত্র ও সূর্যকুমার কোথায় গিয়াছে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "না আমি তাহা জানি না। তাহারা তএই আপনার নিকট বিদায় লইয়া বিশ্রাম করিতে গেল। ইহার মধ্যে আবার কি হাঙ্গামা উপস্থিত। ওস্তুটির মত স্বেচ্ছাচারী বালক আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই। কি মনের ভাব হইল; তাহারাই জানে। সূর্যকুমারের স্বভাবই ঐ মত; দেখিতে অতি শিষ্ট ও ধীরস্বভাব। ফলে অন্য বিষয়ে সদাই ধীর। কোন কর্মেই আগ্রহ নাই। আবার মন এমত অস্থির, যে অল্পেই জ্বলিয়া উঠে আবার অল্পেই নিবিয়া যায়।"

রাজা বলিলেন "হাঁ গতবার তাহাকে রায়গড়ে যাইতে কত বলিলাম, কোন মতেই স্বীকার পাইল না। আবার সহসা আপনি গেল। আমার বোধ হয় সে অদ্যও সেইখানে গিয়েছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সূর্যকুমার যদি সেখানে গিয়া থাকে তবে ভাল হয় নাই। সে গঞ্জালিসকে দস্যু জানিলে আপনার কর্মে ব্যাঘাত জন্মাইবে। কোন ক্রমে তাহাকে সাহায্য দিবেনা, বরং যাহাতে গঞ্জালিস নিষ্ফল হয় তাহার চেষ্টা পাইবে।"

রাজা বলিলেন। "তাহা জানিবার তাহার কোন উপায় নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মালিকরাজ কোন বিষয়ে অজ্ঞাত নাই। মালিকরাজ অবশ্যই বলিবে। কি বিপদ হইল! মহারাজ আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে রায়গড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় আপনার লাভ নাই। আপনি তাহা শুনিলেন না। আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।"

রাজা বলিলেন। "আমার কি বালককে ভয় করিয়া চলিতে হইবে? একি পাপ! সে বালকদ্বয় হইতে কি ঘটিতে পারে। তাহাদিগকে ত আবার আমার নিকটে আসিতে হইবে। তাহাদিগের কি মনে ভয় নাই?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সে বালক ভয়ে নম্র হয় না। যত বিপদ উপস্থিত হয় সে ততই আনন্দিত হয়।"

রাজা বলিলেন। "এক্ষণে ভাবিলে আর কি হইবে কাল প্রাতে উপায় দেখা যাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ বোধ করি তাহারা কল্য প্রাতে আসিবে। এক্ষণে বিদায় হই।"

রাজা বলিলেন। "আচ্ছা।"

বিজয়কৃষ্ণ রাজ গৃহ হইতে যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি দেখেন দ্বারে একজন অশ্বারোহী আসিয়া পৌঁছিল। তাহার অশ্বটি ঘর্মে স্নাত হইয়াছে। অতি ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের ধমকে তাহার সমস্ত শরীর দুলিতেছে। অশ্বারোহী পুরুষটি অতি কষ্টে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহারও শরীর ঘর্মাপ্লাবিত ও শ্রান্ত হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া শির নোয়াইল। আপনার অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে এক খানি পত্র লইয়া বিজয়কৃষ্ণের হস্তে দিল ও বলিল। "মহাশয় অনেক সমাচার আছে, কিছু শ্বাস পাইয়া বলিতেছি।"

বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলে সে বসিয়া জলপান করিল। পরে তমাক খাইয়া বলিল, "মহাশয়! শুনুন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "চল রাজসম্মুখে বলিবে।" পত্রবাহক বিজয়কৃষ্ণের অনুমত্যানুসারে বিজয়কৃষ্ণের পশ্চাতে রাজসভায় চলিল। রাজা সভাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া ফিরিয়া সভায় বসিয়া বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ! আবার কি, সকল কুশল ত?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনার যশ দিন দিন বৃদ্ধি হউক। বর্দ্ধমান হইতে আমাদিগের পত্রবাহক পত্র আনিয়াছে, মৌখিক সমাচারও আনিয়াছে. আজ্ঞা হয়ত শুনাই।"

রাজা বলিলেন। "পত্র অবগত হইয়া আমায় মর্ম্ম বল।"

বিজয়কৃষ্ণ পত্রটির আদ্যোপান্ত পড়িল, পড়িয়া ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিল। আবার পত্রটি আদৌ আরম্ভ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক সমস্ত পড়িল, পড়িয়া কিছু বিষণ্ণ হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কি সমাচার, কাহার পত্র?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! পত্রটি মেহের-উলন্নিসার জবানি, কিন্তু কোন মুন্সীর হস্তলিপি। নীচে নুরজিহানের পর মেহের-উলন্নিসার স্বাক্ষর দেখিতেছি।"

রাজা বলিলেন। "কেমন সের-আফগাণের কি সমাচার?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সের-আফগাণ আর নাই। কুতবউদ্দিন কোকলতায়ও পরলোক গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "সে কি ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! মেহের-উলন্নিসা লিখিতেছেন যে, তাঁহার পূর্ব স্বামী ষের-আফগাণের কাল হওয়াতে দিল্লীশ্বরই তাঁহার স্বাভাবিক স্বামী হইয়াছেন; অতএব দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে কোন মন্ত্রণা তিনি আপনার সঙ্গে করিতে ইচ্ছা করেন না।"

রাজা বলিলেন। "ইহার অর্থ কি ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ইহার অর্থ, আপনি যে রাজবিদ্রোহ পরামর্শ করিয়া ষের-আফগাণকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ষের-আফগাণের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়। তৎকালে বর্দ্ধমানে মেহের-উলন্নিসা না থাকাতে, তথাকার লোকে সে পত্র দিল্লীতে পাঠায়। দিল্লীতে মেহের-উলন্নিসা বর্ত্তমান বাদসাহ জিহাঙ্গির সাহের প্রধান বেগম নুরজিহান হইলেন। তাঁহার নিকট আপনার পত্র পৌঁছিলে তিনি এই বই আর কি উত্তর দিবেন।"

রাজা বলিলেন। "কি সর্বনাশ! তবে আমার পত্র দিল্লীশ্বরের চক্ষে পড়িয়াছিল।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "নিঃসন্দেহ জিহাঙ্গির সাহ আপনার পত্রপাঠ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "এই জন্যই আমার উত্তরের এত বিলম্ব হইল। ভাল, ষের-আফগাণ ও কুতবউদ্দিন-কোকলতাষ কিরূপে পঞ্চত্ব পাইল ?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ সেখানে শুনিলাম যে এক দিন সামান্য হাঙ্গামে উভয়েরই কাল হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "ভাল, এক্ষণে বর্দ্ধমানের আর কি সমাচার আছে ?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ আমার আগমনের ছয় দিন পূর্বে মহারাজা মানসিংহ সসৈন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক লস্কর। শুনিতেছি, তিনি আপনি পূর্বরাজ্যের কোন রাজাকে বদ্ধ করিয়া লইতে আসিয়াছেন। সে রাজা বদ্ধ হইলে, তথা হইতে উড়িষ্যার আফগাণদিগকে দমন করিয়া, দক্ষিণ রাজ্যের ফিরিঙ্গি নির্মূল করিবেন; অবশেষে একবার আরাকাণেও যাইবেন।"

রাজা বলিলেন। "ভাল তাঁহার লস্কর কত, তাহার কিছু তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিয়াছ ?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ! তাঁহার লস্করের শেষ নাই। আমি যে কয়েক দিন তথায় ছিলাম, সে কয়েক দিনই তাঁহার লস্করের আমদানি হইতেছিল। আমার আগমনের পরও শুনিলাম, আরও লস্কর আসিবে। এক্ষণে স্থির নাই, মহারাজ মানসিংহ কোথায় অগ্রে যান ও কোন্ দিকেই বা স্বয়ং যাইবেন। শুনিতেছি, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ এক দিকে ও তাঁহার কচুরায় নামক এক জন সেনানী অপর দিকে যাইবেন। সকলেই বোধ করিতেছে তিনি স্বয়ং উড়িষ্যায় যাইবেন।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! এ কচুরায় কি আমাদিগের কচুরায় ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "বলিতে পারি না। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বসন্তরায়পুত্র কচুরায় যদি হন, তবে বোধ করি তিনিই পূর্ব্ব রাজ্যে আসিবেন।"

রাজা বলিলেন। "তাহা হইলে আমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিব, আমাদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ দিতে সে বালকের সাহস হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ পত্রবাহককে বলিল। "ভাল তুমি কি কচুরায়কে দেখিয়াছ?"

পত্রবাহক বলিল। "না, যে কয়েক দিন আমি বর্দ্ধমানে ছিলাম, তাহার মধ্যে কচুরায়কে একদিনও দেখি নাই। আমি প্রত্যহই অপরাহ্নে দুগ্ধ বিক্রয় ছলে মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে যাইতাম কিন্তু একদিনও কচুরায় মানসিংহ, কি অপর কোন কর্ত্তৃপক্ষকে দেখি নাই! শুনিলাম কচুরায় অহর্নিশি রাজা মানসিংহের সঙ্গেই থাকেন। তাঁহারই পরামর্শে রাজা মানসিংহ সকল কর্ম্ম করেন।"

রাজা বলিলেন। "তুমি কি কাহার মুখে শোন নাই যে কচুরায় কোন্ দেশীয় লোক?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ তাহাও তত্ত্বাবধারণ করিতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু কেহই তাহার বিষয় কিছু বলিতে পারে না। সকলেই বলে কচুরায় মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণ হস্ত। মহারাজ মানসিংহ কচুরায়কে জগৎসিংহের অপেক্ষা অধিক যত্ন করেন, এমন কি কচুরায়ের সরল ধীর স্বভাবে তাহাকে মান্যও করেন। সকলে বলে কচুরায় রাজপুতনার কোন উচ্চবংশীয় রাজপুত্র; কোন দেশের রাজা হইবেন।"

রাজা বলিলেন। "ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর; কল্য প্রাতে আমার সভায় উপস্থিত থাকিও। তুমি কি উড়িষ্যার কোন সমাচার পাইয়াছ?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ আমি উড়িষ্যার কোন সমাচার জানি না। কেবল এই লস্করপুরে শুনিয়া আসিলাম যে পথের মধ্যে উড়িষ্যা হইতে আগত এক অশ্বারোহীকে দস্যুরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। পান্থ একজন তাহা দেখিয়া ফাঁড়িতে সমাচার দিল, কিন্তু তাহারা অগ্রাহ্য করিল।"

রাজা বলিলেন। "তুমি শুনিলে না যে, সে লোকটি কে, কাহার সমাচার লইয়া কোথায় যাইতেছে?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ আমি তাহা শুনি নাই।"

রাজা বলিলেন। "ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর।"

পত্রবাহক শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! এ সমাচার ত অত্যন্ত বিপদ্সূচক হইল।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এত স্বয়ং আপন স্কন্ধে আনিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "আমি কিসে স্বয়ং আনিলাম? বৈর-আফগাণের বিপক্ষে জিহাঙ্গির যেরূপ বক্র ছিলেন, তাহাতে কোন্ ভদ্র রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া পরিদর্শকের ন্যায় থাকিতে পারে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! দিল্লীশ্বরত আপনার অধীন রাজা নন, যে আপনি তাঁহার রীতি নীতির বৈধাবৈধ বিচার করিবেন ও কর্ম্মের মত ফল দিবেন।"

রাজা বলিলেন। "কেন, রাজমণ্ডলীর নিয়মই এই। একের দৌরাত্ম্যে অপরের দৃষ্টি থাকিলে, কেহ কাহার রাজ্যে অন্যায়াচরণ করিতে পারেন না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ গোস্তাকি মাপ করিবেন। আপনি রায়গড়ের যে ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দিল্লীশ্বর শুনিলে, কি করিবেন বোধ হয়?"

রাজা বলিলেন। "আমি ত একের পরিণীতা স্ত্রীর উপর দৃষ্টি করি নাই। আর তাহার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্য করি নাই। অবিবাহিতা ইন্দুমতী লাভে সকলেরই সমান অধিকার আছে। ভিহাঙ্গির বাদসাহ এক্ষণকার নুরজিহান লাভেচ্ছায় কি কি কুকম না করিয়াছেন? সের-আফগাণকে হস্তিপদে পাঠাইয়াছেন। একাকী নিরস্ত্র করিয়া বিকট ব্যাঘ্রের সম্মুখে পাঠাইয়াছেন। আবার নির্জ্জনে সুপ্ত সের-আফগাণকে নষ্ট করিবার জন্য ছয় জন অস্ত্রধারী লোককে তাহার গৃহে পাঠাইয়াছেন। দৈববলে দলস্থ বৃদ্ধের শব্দে সের-আফগাণ জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে আপনার বলে ও বীর্যে নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমিত এ সব করি নাই। যাহা হউক এক্ষণে সমূহ বিপদ উপস্থিত।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আমার পরামর্শ অদ্য রাত্রিতেই কৃষ্ণনাথকে ডাকাইয়া বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে যমুনা পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রহরী রাখা কর্তব্য ও বর্দ্ধমানে চারি পাচ জন চরও পাঠান উচিত। মানসিংহের চলন সব লক্ষ্য করিলেই আমরা সতর্ক হইতে পারিব।"

রাজা বলিলেন। "ভাল বলিয়াছ। আর যশোরে সমাচার পাঠাও, যে যত সৈন্য বাকি আছে, তাহা সব এই স্থানে অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "যশোর এককালে সেনাবলহীন করা বড় বুদ্ধি বিহিত হইতেছে না। কি জানি যদ্যপি অন্য কোন দিক হইতে শত্রু আইসে। দিল্লীশ্বরের অধিকার সর্বত্রেই আছে। তাঁহার সৈন্য সর্ব স্থানেই আছে। অনুমতি ও সুযোগ পাইলেই যশোর আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যাহারা যশোরে আছে তাহাদিগের সেই স্থানেই থাকা উচিত। বরং এ স্থান হইতে যশোর রক্ষার্থে মালিকরাজকে পাঠান যাগ।"

রাজা বলিলেন। "তবে তাই হউক; কিন্তু বীর্যমন্ত একাই যশোর রক্ষায় দক্ষ, সে তাহার মৃত পিতা কালীসেনানী তুল্য যুদ্ধকৌশলে পারগ। উড়িষ্যার সমাচার না পাইলে আমার করবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমার বোধ হয় উড়িষ্যার পাঠানরা আপানার দলভুক্ত থাকিবে। কিন্তু তাহাদিগের হইতে আপনার কি উপকার সম্ভাবনা?"

রাজা বলিলেন। "কেন তাহারা যদ্যপি এক্ষণে মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমিও সাহস করিয়া মানসিংহের সেনার পশ্চাদ্ভাগে

আক্রমণ করিতে পারি। মানসিংহ দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইলে আমাদিগের বেগ কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই আমরা জয়ী হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ঢাকায় যে দিল্লীশ্বরের সৈন্য আছে তাহার উপায় কি করিলেন? মানসিংহ কিছু তাহাদিগের ভুলিয়া যান নাই। তিনি অবশ্য তাহাদিগকে কোন আদেশ দিয়া থাকিবেন। পত্রবাহক প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম ও মেহের-উলন্নিসার পত্র লিখিবার ভাবে যাহা দেখিলাম, তাহায় সমূহ বিপদ বুঝিতে হইবে। মানসিংহ আপনাকে একবার না নাড়া দিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানরাজ কি করিবেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনি যেমত বোঝেন। বর্দ্ধমানরাজ স্পষ্ট আপনার দলভুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর; মনে মনে যদিচ দিল্লীশ্বরের বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা আছে, তথাপি স্পষ্ট তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন না। তিনি বোধ করি গোপনে মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন। "যাহা হউক, আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কৃষ্ণনাথকে ডাকিতে বল।"

বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত প্রহরীকে কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদুরকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজা বলিলেন। "এক্ষণে সূর্যকুমার থাকিলে অনেক কর্ম দেখিত?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহা হইতে আপনার কি উপকার হইত?"

রাজা বলিলেন। "কেন যুদ্ধকালে সে এক দিক ও হজুরমল অপর পার্শ্ব রক্ষা করিত। সে যুদ্ধ কৌশলে প্রায় কৃষ্ণনাথের মত নিপুণ, বরং কোন কোন স্থানে অধিক বুদ্ধিজীবির মত কর্ম করে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনার হজুরমল বোধ করি কল্য প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

রাজা বলিলেন। "তাহাকেত এইরূপ বলিয়া দিয়াছি কিন্তু সূর্যকুমার ও মানিক-রাজের জন্য আমার চিন্তা হইতেছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ, তাহারা আসিবার হয় পরশ্ব দিবস আসিবে। কিন্তু এই সময় গঙ্গালিসের কিছু ফৌজ আনিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ফিরিঙ্গীরা যুদ্ধ কৌশলে অত্যন্ত দক্ষ, তাহাদিগের অধিক পুরস্কারের লোভ দেখাইতে হইবে।"

রাজা বলিলেন। "শুদ্ধ পুরস্কার কেন তাহারা আমার দলভুক্ত হইলে তাহাদিগের স্বার্থ লাভও হইবে। উভয় সৈন্য একত্র হইয়া সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিব। দিল্লীশ্বর আমার ও গঙ্গালিসের সমান বৈরী।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহা সত্য বটে, তথাপি গঙ্গালিসের লোক সব দস্যু; তাহাদিগের সাধারণের স্বার্থাপেক্ষা, তাহারা স্ব স্ব লাভ কিছু ভাল বোঝে। মহারাজ,

কুলোকের প্রেম ক্ষণস্থায়ী, ধনের ডোর চিরস্থায়ী নহে, কেবল ধর্মই লোককে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারে।"

রাজা বলিলেন। "তাহাদিগকে ধন দিয়া আপন কোষ এক্ষণে শূন্য করাওত যুক্তি-বিহিত হইতেছে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ এক উপায় আছে। রায়গড়ের ভাণ্ডারে অনেক ধন আছে। সে ধন যদ্যপি আপনার প্রাপ্য বটে কিন্তু এক্ষণে আপনার নহে; তাহা হইতে কিয়দংশ গঞ্জালিসের লোকদিগকে দিতে স্বীকার করিলে, তাহারা প্রাণপণে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে।"

রাজা বলিলেন। "সে ধন আমার দিতে মায়া হইতেছে বটে, কিন্তু সে বৃথা মায়া। তাহাই ফিরিঙ্গি সৈন্যে বিতরণ করিব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "কৃষ্ণনাথ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে কি কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন?"

রাজা বলিলেন। কৃষ্ণনাথ! আমার জ্ঞান হইতেছে, দিল্লীশ্বর আমার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়াছে। বর্দ্ধমানে মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহার পূর্ব-রাজ্য শাসন করা উদ্দেশ্য। ঢাকাতে দিল্লীশ্বরের যথেষ্ট লস্কর আছে, অনুমতি পাইলেই তাহারা যশোর আক্রমণ করিবে। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে বর্দ্ধমান হইতে এ মোকাম পর্য্যন্ত, স্থানে স্থানে প্রহরী বসাই। তাহারা রাজা-মানসিংহের গতি লক্ষ করিবে ও সর্ব্বদা আমাকে সমাচার দিবে। নিজ বর্দ্ধমানেও চার, পাঁচ জন চর পাঠাইয়া দেও। যশোরে হজুরমল বা মালিকরাজকে যাইতে বল। তুমি আপন সৈন্যে ইতিমধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ কর। এ বড় সামান্য যুদ্ধ নহে। দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাণ্ডারে রসত কত আছে তাহা তত্ত্ব লও। যথেষ্ট না থাকে, সরকারে সমাচার দিলে, রাজপুরুষেরা সংগ্রহ করিবে। গঞ্জালিসের ফিরিঙ্গি সৈন্যের সাহায্য আশা করিতেছি। তাহারা উপ-স্থিত হইলে কোন্ ফৌজভুক্ত হইবে, তাহা বলিয়া দিব। ইতিমধ্যে যদ্যপি উড়িষ্যা হইতে সমাচার আইসে, তবে আমরা ত্বরায় পশ্চিম অঞ্চলে রওয়ানা হইব ও মানসিংহের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "লস্করপুরে একজন চর পাঠাইয়া বর্দ্ধমানাধিপের মানস বোঝা উচিত বোধ হইতেছে।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "আমারও সেই মত। অতএব মহারাজার অনুমতি পাইলেই সে কর্ম্মেও লোক নিযুক্ত করি।"

রাজা বলিলেন। "আমার তাহাতে অমত নাই।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ রায়গড় হইতে কিছু রত্ন আনাইলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন। "তাহাও আমি মনন করিয়াছি, কিন্তু হজুরমল না আসিলে সে কর্ম্মে মতামত স্থির করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহা যাহা বলিলাম, তাহায় নিযুক্ত হও।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ আমি অদ্যই স্থানে স্থানে উপযুক্ত লোক রাখিব। কল্য প্রাতে ভাণ্ডারে তত্ত্ব লইব।"

মহারাজ সমস্ত দিবসের ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন। "তবে এক্ষণে তোমরা উভয়েই বিদায় হও, আমি একটু বিশ্রাম করি। কল্য প্রাতে আবার পরামর্শ হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ উভয়ে বিদায় হইলে মহারাজ একাকী আপন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। শয়নে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল। ক্রমে উপস্থিত বিষয় একে একে মন হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে মন প্রায় নিশ্চিন্ত হইল। মহারাজের নেত্র ক্রমে মুদিত হইতে লাগিল। মহারাজ তখন নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অচেতন হন, এমন সময় বৈতালিকেরা শেষ গান ধরিল। দূরস্থ নহোবতে বংশী বাজিতে লাগিল। নহোবতে ও বৈতালিকে একতান হইল। দূরস্থ লোকেরা বুঝিতে পারিল না, যে যন্ত্রে কি স্বরে, শব্দ হইতেছে। মহারাজের কর্ণ কুহরে প্রতি শব্দ যেন দিব্যস্বরে স্পর্শ করিতে লাগিল। নির্জ্জন নিশীথে সুমিষ্ট দূরভেদী তানলয়বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণবিরহগান মহারাজকে মোহিত করিল। মহারাজ রাজকর্ম বিস্মৃত হইলেন। উপস্থিত বিপদমালা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইল। আপনার প্রেমোদয় হইল। ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। এককালে অধীর হইলেন। কতক্ষণ তাহাই চিন্তা করিলেন। সেক্ষণে রায়গড়ে কি ব্যাপার হইতেছে তাহাও মনে মনে কল্পনা করিলেন। কিন্তু এক দণ্ডের তরে ইন্দুমতীর মনের ভাব ভাবিলেন না। কেবল আপনি কৃতকার্য হইবেন, ইন্দুমতী লাভ করিবেন, কল্য প্রাতেই ইন্দুমতী তাঁহার হইবে, তাঁহার মহিলাগণ মধ্যে গণ্য হইবে, তাহাকে লইয়া মহারাজ দিবারাত্রি আমোদে রত থাকিবেন, এই সকল সামান্য ইন্দ্রিয়সুখস্বপ্নে রাত্রি কাটাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

"জনিষ্যঃ শোকাগ্নির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ।"

যে দিবস যমুনা পক্ষইয়ে এই ব্যাপার সমস্ত উপস্থিত হয়, সেই দিন প্রত্যুষে [illegible]দ্বীপে পূর্ব্বদিক রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে। পক্ষিগুলি কেহ আপন [illegible] ছাড়িয়া, নিকটস্থ [illegible] শাখায় বসিয়া, কেহ বা বাসায় থাকিয়াই, চঞ্চুপুট-দ্বারা [illegible]গুলি আঁচড়াইতেছে ও স্ব স্ব স্থানে পরিপাটি করিয়া বসাইতেছে, কখন বা [illegible] ভিতর মাতাটি দিয়া নীচের পালকগুলি পরিষ্কার করিতেছে ও হয়ত একটি অসাবধানপক্ষকীটকে চঞ্চুদ্বয়ে ধরিয়া অমনি উদরস্থ করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার দূরস্থ পক্ষির সুমধুর ডাকে উত্তর দিতেছে ও প্রতিক্ষণে চতুর্দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ঈষৎ দক্ষিণ বায়ু সঞ্চারে

পত্রাগ্রস্থ আলম্বিত মুক্তার মত জলবিন্দু গুলি পড়িতেছে। দূরস্থ তরুগুল্মাদির অস্পষ্ট অবয়ব সূক্ষ্ম বাষ্প রাশিতে আরও জড়ীভূত করিয়াছে। ঝোপের ভিতর হইতে একটি পুংকোকিল, বার দুই কুহু দিয়া, ফর ফর করিয়া উড়িয়া উচ্চ শাখা আশ্রয় করিল। বোধ হয় কোন হতভাগ্য নিদ্রাহীন পুরুষ অসময়ে সে দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সনদ্বীপ বঙ্গোপসাগরের উত্তর, মেঘনা নদীর মোহানার দক্ষিণ ও পূর্বে। এটি প্রায় বার ক্রোশ দীর্ঘ, পাঁচ ক্রোশ প্রশস্ত। দ্বীপটি কেবল ছোট ছোট ঝোপে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুই একটি বড় আম্র বা অশ্বত্থগাছ আছে। দ্বীপে নারিকেল গাছ অনেক, এমন কি দ্বীপের প্রধান ফসলই নারিকেল ও বাঁশ। সনদ্বীপে ফিরিঙ্গি বাসিন্দাই অনেক। একটি ফিরিঙ্গি গিরজা আছে; গিরজার অধীন একটি মঠও আছে। সনদ্বীপ যদিচ দিল্লীশ্বরের অধীন বটে; কিন্তু শাসন নাই; ফিরিঙ্গিরাই বলবান্। অধিক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, বাকি ইতর জাতির বাস। দ্বীপের মধ্যে একঘর মাত্র কায়স্থ আছে। গৃহকর্তার নাম বৈদ্যনাথ। সে কায়স্থটী অত্যন্ত ধনী। নিকটস্থ দ্বীপ সকলে ও পার্শ্বস্থ গ্রামে তাহার বহুল জমিদারী থাকাতে ও আরাকাণ, বর্ম্মা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশে ব্যবসা থাকাতে, তাহার ভৃত্যবল অত্যন্ত অধিক; এমন কি তখন তাহার সহস্র অশ্বারোহী প্রহরী ছিল। দ্বীপের দক্ষিণ অংশে সমুদ্র হইতে প্রায় একক্রোশ অন্তরে তাহার ভদ্রাসন। ভদ্রাসনটি দক্ষিণ দ্বারী। দ্বারের সম্মুখেই একটা পরিষ্কার তৃণচয়ে পূর্ণ প্রায় বিশ বিঘা মাঠ। মাঠের মধ্যে একটিও বন নাই, কেবল দীর্ঘ প্রায়-কৃষ্ণবর্ণ দূর্ব্বা। মাঠের পরেই একটি প্রায় বার হাত প্রস্থ সরকারী রাস্তা। রাস্তা হইতে তাহার ভদ্রাসনের দ্বার পর্য্যন্ত বাটীতে যাইবার একটি পরিষ্কার প্রায় ছয় হাত চৌড়া রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই সার ছোট ছোট বকুল ও চাঁপা গাছ। গাছগুলি যত্ন করিয়া ঝোপের মত করা, উর্দ্ধে প্রায় সাত হাত, অধিক ডাল; বোধ হয় প্রধান ডাল কাটিয়া দেওয়ায় গাছ গুলি গোল হইয়াছে। বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাস্তা পার একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ। গাছটি একটি স্তূপের উপর আছে। গাছটি বহুকালের পুরাতন। গাছের নীচে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ হইয়াছে। গাছের ডালগুলি ভদ্রাসনের সামনের মাঠের উপর পড়িয়াছে। তাহায় একটি প্রকাণ্ড মাধবীলতা আশ্রয় করিয়া সুগন্ধ পুষ্পভারে গাছের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গাছের নিকট হইতে রাস্তাটি ক্রমে নীচ হইয়া পশ্চিমবাহিনী চলিয়াছে। ভদ্রাসনের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। দ্বার সম্মুখে প্রায় দুই হাত উচ্চ রক। রকটি প্রায় তিন হাত প্রশস্ত ও ভদ্রাসনের সামনের দৌড় বরাবর লম্বা। বাটীর দ্বারটি উচ্চ ও প্রশস্ত। প্রাঙ্গণটী অত্যন্ত প্রশস্ত। সামনেই প্রকাণ্ড পাকা কলাগেছে ঝাড়থাম যুক্ত দালান। গৃহকর্তা আপনার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ‘গোবিন্দ’ বলিয়া ডাকিলে, পার্শ্বের ঘর হইতে এক জন যষ্টি হাতে বাহিরে আসিল।

বৈদ্যনাথ বলিল। “গোবিন্দ তোমার পাল সব বাহির হইয়াছে?”

গোবিন্দ বলিল। "আজ্ঞে, চাঁদা পাল লইয়া গেছে। আমি একবার গ্রামে যাইব। কাল সরকার মহাশয় আমাকে টাকা সাধিতে এক খানা দাখিলা দিয়াছেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "একবার শম্ভুকে ডাকিয়া দিও, আর ব্রজহরিকে জিজ্ঞাসা করিও কতগাঁট কাতা জাহাজে তোলা হইল।"

গোবিন্দ "যে আজ্ঞে।" বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ক্রমে অল্পে অল্পে দ্বারের নিকট আসিলেন। একবার চতুর্দিক নজর করিয়া দেখিলেন। আপনার প্রশস্ত রাস্তায় পদচালন করিতে লাগিলেন। বাটী হইতে একজন চাকর আসিয়া একটা হুঁকা হাতে দিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ হুঁকায় তমাক খাইতে খাইতে অশ্বত্থ গাছের মূলে আসিলেন। মাঠের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ ছিল। দেখেন যে পশ্চিম দিকের ঝোপের ভিতর হইতে কোকিল একটা উড়িয়া গেল, অমনি একটি স্ত্রীলোক সেই স্থান হইতে বাহির হইল।

বৈদ্যনাথ বলিল। "কে ও অরুন্ধতী নাকি? এত প্রত্যূষে কোথা হইতে? বনে কি করিতে গিয়াছিলে?"

অরুন্ধতীর তখন চব্বিশ বৎসর বয়স। অরুন্ধতী আকারে ঈষদ্ স্থূল। অতি দীর্ঘ নহে। তাহার মুখটি প্রায় গোল কিন্তু ক্রমে সরু হইয়াছে। নাশার মূল কিছু টেপা। নাসার অগ্রভাগ ছোট, রন্ধ্রদ্বয়ও ছোট। ওষ্ঠদ্বয় ধনুর মত। অধরটি ওলটান। চক্ষু কর্ণ পর্যন্ত বটে কিন্তু কিছু গোল। গণ্ডদেশ স্থূল কিন্তু কোমল। অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গ ললিত ও গঠনটি ভাবশুদ্ধ। তাহার চক্ষুর কোণ হইতে যেন চতুরতা দেখা যাইতেছে। মুখটি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলে শরীর পরিমাণ হইতে কিছু ছোট বোধ হয়। মস্তকে কেশভার ঘন ও সূক্ষ্ম। কবরী বন্ধ না থাকিলে বোধ হয় ললাটদেশ কেশপাশে প্রশস্ত ও উচ্চ দেখাইত। অরুন্ধতীর গলদেশ অত্যন্ত ভাবশুদ্ধ ও কি ভঙ্গি। বক্ষস্থল উচ্চ ও কুচদ্বয় কঠিন। স্কন্ধদেশ গলা হইতে ক্রমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাহুমূল স্থূল ও গোল, ক্রমে সরু হইয়াছে। মণিবন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ললিত। অঙ্গুলাগ্র দীপশিখার ন্যায় ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে ও নখগুলি আরক্ত। শরীর অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্তু কটিদেশে ক্রমে সরু। নিতম্ব স্থূল। জানুদ্বয় স্থূল। ফলে অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গে যেন প্রেম মাখা। অরুন্ধতী অল্পে অল্পে ঝোপ হইতে বাহির হইল ও নিতান্ত ম্লান ভাবে ভূদৃষ্টিতে বলিল। "বৈদ্যনাথ! আমার একপ্রকার উপায় চিন্তা কর। তোমার আশ্বাসে ও সাহায্যে এক প্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমি আর বনে বনে একাকী অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। আমি গতরাত্রি এ ঝোপের ভিতর শয়ান ছিলাম। তোমার গোলা হইতে কিছু বিচালি আনিয়া শয্যা করিয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রের হিমে আমার সর্বাঙ্গ ভারি হইয়াছে। আমি পদবিক্ষেপে অপটু।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তোমার এটি অন্যায় হইয়াছে। তুমি কেন আমার নিকট আসিলে না? আমি কি তোমাকে স্থান দিতাম না। আমি তোমার অন্বেষণে গোবিন্দকে

পাঠাইয়াছিলাম। গোবিন্দ তোমার দেখা পাইল না। কেমনেই বা পাইবে; তুমি যে স্থানে ছিলে, সেখানে ত মানুষে থাকে না।”

অরুন্ধতী বলিল। “কি করি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম, তখন মনুষ্যের নেত্রাতীত হওয়া শুভকর জ্ঞান করিলাম। তখন ভাবিলাম, তোমার বাটীতে যাই কিন্তু তোমার দ্বারে এত লোকের গোল ছিল যে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তোমার গোশালায় গিয়া রাত্রি কাটাইব মনে করিলাম। কিন্তু সেখানে সুবিধা বুঝিলাম না। ঘরে প্রত্যাগমন করিতে ভয় হইল, আর বিশ্বাসও করিলাম না। ঝোপের মধ্যে আসিয়া বিচালি পাতিয়া বসিলাম। তোমার দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম কিন্তু লোক সমাগম কমিল না। ক্রমে চিন্তা ও শ্রমে শ্রান্ত হইয়া সেই খানেই সুপ্ত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রভাতে ঝোপের ভিতর হইতে তোমাকে দেখিয়া বাহির হইলাম।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “কাল তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা হইয়াছিল?”

অরুন্ধতী বলিল। “না, সে পাপ কল্য প্রাতেই বিবাহ করিয়া, মেনাকে আপন ঘরে রাখিয়া কোথায় গিয়াছে। একণে মেনা যদ্যপি কোন গোলযোগ না করে, তবেই আমি রক্ষা পাইব।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তাহার গোলযোগের কারণ ত কিছুই দেখি নাই। তাহার ইহাতে ত অলাভ কিছু বোধ হয় না।”

অরুন্ধতী বলিল। “অলাভ কোথা, তাহার স্বপ্নের অধিক সৌভাগ্য হইয়াছে; ইহাতে একটি মাত্র সন্দেহ।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ! যদি জন বলে দেয়। কিন্তু জন আমার জমীদারীতে থাকিতে তাহা পারিবে না। তাতে আবার জন শুনিতেছি অতি শীঘ্র মান্দ্রাজে গিয়া বাস করিবে; তথায় তাহার কোন আত্মীয়ের কাল হওয়াতে সে অতুল্য বিষয়ের অধিকারী হইয়াছে।”

অরুন্ধতী বলিল। “সে কবে যাইবে তাহার কিছু সমাচার জান?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “শুনিয়াছি অদ্যই জাহাজে চড়িবে। আমার দুইখানা জাহাজ আজকে হয়ত ছাড়িবে। সে আমারই জাহাজে যাইবে।”

অরুন্ধতী বলিল। “এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। একণে আমার উপায় কি? আমি আর অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। আমার কপালে কি এই ছিল! কোথা আরাকাণের রাজবাটী, আর কোথা সন্দ্বীপের বন। কোথা দাসদাসী সেবা, আর কোথা বন্য মশক কীটের দংশন। কোথা কাশ্মীরের সাল, আর কোথা তুষার-দোপাট্টা। কোথা দুগ্ধফেণনিভ কোমল পর্য্যঙ্ক, আর কোথা বিচালির আঁটী। কোথা দেশের আমিরেরা আমার মুখাবলোকনে অক্ষম, আর কোথা মনুষ্যের নিকট মুখলুকান। যে বালা শত সহস্র দীনকে প্রত্যহ প্রাতে সহচরী দ্বারা কত শত মুদ্রা বিতরণ করিয়াছে, এখন সে আজ

দুই দিন আহারাভাবে বায়ু সেবন করে। হায়! আমার অদৃষ্টে আর কি আছে তাহা সেই দুষ্ট বিধাতাই জানেন! পূর্ব জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, এখন তাহার ভোগ হইতেছে। অল্প বয়সেই মাতৃহীনা। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ পিতৃহীনাও হইলাম। কুবুদ্ধি করিলাম, জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদে দেশত্যাগ করিলাম। তা আমিই বা কি করে জানিব যে অন্নুপ আমায় বিক্রয় করিবে? ভ্রাতার ত এ কার্যই নয়। যখন আরাকাণ হইতে আমায় আনে, তখন কতই যত্ন করেছিল, কতই বলেছিল। হা বিধাতঃ! আমি কি এই দুষ্টবুদ্ধির হস্তে এককালে নিপতিত হইলাম! ধর্ম যায়, জাত যায় আবার আহারাভাবে প্রাণও যায়। বৈদ্যনাথ! দয়া কর। তোমার ত সংসার আছে তুমিই জান যে আমার, মনে কি ভাব উঠিতেছে। এক্ষণে আমার একটি উপায় বলিয়া দাও।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "অরুন্ধতি! আমি তোমায় অর্থ দিয়া আরাকাণে পৌছিয়া দিতে পারি। ইতিমধ্যে তোমাকে আমার ঘরে থাকিতে হইবে। আমি তোমাকে স্পষ্ট রাখিতে পারিব না। তুমি আমার গোশালায় যেন গোসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, যত কায কর, বা না কর, অন্যে জানিবে যে তুমি গোয়ালের পাটের জন্য আছ। যত দিন না আমার আরাকাণের জন্য জাহাজ প্রস্তুত হয়, ততদিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। ইহাতে কি বল?"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি তাহা বই আর কি ইচ্ছা করিতে পারি। আরাকাণে যাইয়া কোন মঠ আশ্রয় করিব। কিন্তু এক্ষণে একটিমাত্র আমার শঙ্কা আছে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "শঙ্কা কি? তুমি গোশালা হতে কখন বাহির হইও না। তাহা হইলেই তুমি নিষ্কণ্টকে থাকিবে। গোশালায় অপর কেহ যাইতে পায় না।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি তাহার শঙ্কা ত করিতেছি না। আমার আরাকাণে যাইতেই ভয় হইতেছে। আরাকাণে গিয়া আমি কোথায় দাঁড়াইব। রাজা কখন আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আর দিলেও আমি সেখানে যাইতে পারিব না। বরং এই বনে শৃগালাদির দ্বারা চর্বিত হইব,—ত সে রাজবাটী আর প্রবেশ করিতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তবে আর কি উপায় আছে।"

অরুন্ধতী নিতান্ত অস্থির হইল ও কোন উত্তর না করিয়া একান্তে চিন্তিত হইল। বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল রাখিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিল। বৈদ্যনাথ এক বার অরুন্ধতীর দিকে দেখিয়া অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অরুন্ধতী কিছুক্ষণ এই ভাবে স্থির হইয়া রহিলে; তাহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। পরে বৈদ্যনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল। "বৈদ্যনাথ! তোমার দয়ায় আমি নিতান্ত বাধ্য আছি। তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। দেখ এ বিদেশে আমার কেহই আত্মীয় নাই। তোমার সঙ্গে অতি অল্পদিনের আলাপে তুমি আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছ ও উদ্ধার করিয়াছ। এক্ষণে আমায় একমাত্র ভিক্ষাদান কর, ইহাতে ভয় করিও না, আমি নিতান্ত অনাথা।"

বৈদ্যনাথ, অরুন্ধতীর হস্ত চালন ও বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া কিছু মোহিত হইল। আহার স্বভাবত কোমল মনে দয়ার উদ্রেক হইল; বলিল। "অরুন্ধতি! তোমার কি ইচ্ছা আছে বল।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমাকে তোমার গোশালায় আমার ইচ্ছাধীন থাকিতে দাও, আমি তোমার গাভি সকলের সেবা করিব। আমাকে তোমার ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিও না। আমাকে আরাকাণে আর পাঠাইও না; আমি সে দেশে মুখ দেখাইব না। যত কাল বাঁচি তোমার আশ্রয়ে গোসেবায় নিযুক্ত থাকিব। পরে সুবিধা পাই, পুরুষোত্তমে যাইয়া সেই কনকবালিতে শরীর ত্যজিব, আমায় এই ভিক্ষাটি দাও।"

এই কথাটি বলিয়া অরুন্ধতী দুই হাঁটু ভূমে গাড়িল ও আপনার অঞ্চল গলে লাগাইয়া করপুটে বৈদ্যনাথের পা ধরিতে বাহু প্রসারিল। আহা রসাল টলটান ওষ্ঠদ্বয় কি মৃদু-মন্দে কাঁপিতে লাগিল। চক্ষে কি দরদর বর্ষিল। ঊর্দ্ধমুখ হওয়ায় গ্রীবা বক্র হইলে কণ্ঠের লাবণ্য দেখা দিল। পূর্ণগণ্ডদেশ কি কোমল! বৈদ্যনাথ অমনি সিহরিয়া পশ্চাতে গেল ও কহিল। "অরুন্ধতি! উঠ আমার অমঙ্গল করিও না। তুমি রাজকন্যা, তোমার এরূপ সম্ভবে না। তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও। আমি তোমার সুখবর্দ্ধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম। উঠ, কেহ দেখিবে, আমাকে নিন্দা করিবে। চল আমার গোশালায় চল। তোমাকে আমি সেখানে রাখিয়া আসি, পরে তোমার গৃহকর্ম্মের দ্রব্যাদি পাঠা-ইয়া দিব।"

অরুন্ধতী যন্ত্রের মত গাত্রোত্থান করিয়া গোশালাভিমুখে চলিল বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

বৈদ্যনাথ স্বভাবত দয়াশীল। কিন্তু অত্যন্ত বিষয়কর্ম্মে সর্বদা ব্যাপৃত থাকাতে তাহার এই প্রবৃত্তিটি নিতান্ত মলিন হইয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালেই অরুন্ধতীর সহিত কথোপ-কথনে তাহার গুপ্ত প্রকৃতি জাগ্রত হইল। আবার কয়েক দিন অরুন্ধতীর হীনদশা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অত্যন্ত রূপ-সম্পন্না ও পূর্ণ-যৌবনা, তাহাতে আবার রাজদুহিতা ও স্বজাতি। মনে মনে তাহাকে পুত্রবধূত্বে বরিয়াছিল, সেই স্বার্থ উদ্দেশে আরও প্রীতি জন্মিয়াছিল। যাইতে যাইতে অরুন্ধতীর অবস্থা মনে মনে আন্দো-লন করিতে লাগিল ও ভাবিল 'বিধাতার কি অকাট্য নিবন্ধন। কাহার অদৃষ্টে কি লিখি য়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কে বলিতে পারে যে আমারও এক দিন ঐ অবস্থা হইবে না।' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে যাহাতে অরুন্ধতী আবার ভদ্রসমাজে গ্রাহ্য হন ও পূর্বাবস্থ হন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার ভদ্রাসনের পশ্চিমধার দিয়া উত্তরমুখে চলিল। ক্রমে ভদ্রাসনের এলাকা পার হইয়া খিড়কি পুষ্করিণীর পাড়ে গেলে; দেখে যে পুষ্করিণীর দক্ষিণের প্রধান ঘাটে তাহার স্ত্রী স্নান করিতেছেন। ক্রমে পুষ্করিণী পার হইয়া পুকুরের উত্তর পাড়ে গেল। চতুর্দিক নির্জন। কেবল ভাল ভাল ফলের গাছ ও ফুলের ছোট ছোট ঝোপ। তরুচ্ছায়ায় নূতন

পল্লবে টুনটুনি, দয়েল ও খঞ্জন নাচিতেছে। পূর্ব্বদিক্ অরুণোদয়ে উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রজাপতিগুলি যেন এ ফুল অগ্রাহ্য করিয়া অপর ফুলে গিয়া বসিতেছে। আবার মনোনীত হইল না বলিয়া যেন আর একটির কাছে গেল। যেন তাহার নিকটস্থ হইয়াই লাফাইয়া উচ্চে উঠিল ও আর একটিতে গিয়া বসিল। সে ফুলটি যেন অমনি দুই চারিটি কথা কহিয়া প্রজাপতিটিকে বিদায় দিল। আবার দুর্ভাগ্য প্রজাপতি আর একটির উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইল। হয়ত উভয়ের মিলন হওয়ায় প্রজাপতি সুখে বসিয়া মধুপান করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ সে স্থানটি ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভদ্রাসনের বাগানের উত্তর সীমায় পৌঁছিল। সেথায় বাগানের উপর দিয়া একটি কাঠের পোল আছে। সেই পোলটি দিয়া অপর এক বদ্ধ জমীতে পৌঁছিল। এ জমীতে প্রায় গাছ নাই, কেবল ঘাসের মাঠ। কদাচ দুই একটা অত্যন্ত পুরাতন তাল গাছ। কোন স্থানে চার পাঁচটি গাভি হেটমুণ্ড হইয়া দুই এক খাবল ঘাস খাইতেছে আবার সে স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেছে। অল্প বয়স্ক বৎসগুলি সুখে আনন্দে লাফ দিতেছে। একবার বা পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করিয়া চারিপদ বিক্ষেপে বেগে এক রসিপথ চলিয়া গেল, আবার এক বিঘা জমী ঘুরিয়া গাভির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জমীবদ্ধটি ন্যূন সংখ্যা চারশত বিঘা। চতুষ্পার্শেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল গাছ। নূতন দক্ষিণে হাওয়ায় অধিকাংশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে। ও শুষ্ক নিপতিত মোটা মোটা পাবড়িতে নীচের ভূমি আচ্ছাদন করিয়াছে। কোন জেঠ গাছে বা ছোট ছোট মুচি ধরিয়াছে। হয়ত ইন্দুরে তাহার মধ্য হইতে দুইটি কোমল নিটোল মুচি কাটিয়া ফেলিয়াছে। মাঠের পূর্ব্ব দিকে একতলা একাকার লম্বা ঘর। ঘরের সামনে একটি প্রাঙ্গণ, বোধ হয় মাপে তিন বিঘা জমী হইবে। চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের পশ্চিম দিকে একটি দ্বার। রাত্রি হইলে গরুগুলি সেই প্রাঙ্গণে থাকে। দিবাভাগে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘরগুলির ভিতর দিব্য পরিষ্কার। ঘরগুলির পোতা উচ্চ প্রায় চার হাত। একটি বড় ঘরে রাশীকৃত বিচালি গাদা দেওয়া রহিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় চার পাঁচ খানা বড় বড় খড়কাটা বঁটি পড়ে আছে, আর আটটা বড় ওড়া। প্রাঙ্গণের তিন দিক প্রাচীরের ধারে প্রায় এক হাত উচ্চ করা মাটির ঢিপি, সেটি প্রায় আড়াই হাত চৌড়া। তাতে সারবন্দি বড় বড় মাটির গামলা বসান আছে। সকল গামলাতেই বিচালির জাবনা। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পাঁচ হাত উচ্চ আল দেওয়া কূপ। তাহার দুই পার্শ্বে দুই মোটা খুঁটি পোতা। তাহায় একটা কাঠের চাকার উপর দিয়া দড়িতে গাঁথা একসার শুকনা তুম্বালাউ। তাহার ভিতর মাটি দিয়া ভারি করা। লাউগুলি ধরে টানিলেই ক্রমে অপর দিকের লাউগুলি কূপের জলে পড়ে, তার পর সামনে দিয়া হাতের কাছে জল ভরে উঠে। সেই খানে একটি নারিকেলের ডোঙ্গায় পড়িয়া নিকটস্থ জোবাচ্ছায় পড়ে। গোশালার অন্য অন্য গৃহে কৃষিকর্ম্মের যন্ত্র, বীজাদি থাকে। এক ঘরে বৈদ্যনাথের ভৃত্যেরা শয়ন করে। আর অপর তিনটি ঘর খালি ছিল।

অরুন্ধতী গোশালা প্রবেশ করিলে বৈদ্যনাথ বলিল। "অরুন্ধতী! ঐ উত্তর পার্শ্বে

তিনটি ঘর আছে। উহার মধ্যের ঘর তোমার শয়নের জন্য রাখ। দক্ষিণের ঘরে রন্ধন করিবে ও রন্ধন দ্রব্য সব রাখিবে। উত্তরের ঘরে দিবাভাগে বসিও। তোমার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না; আমি গোবিন্দকে এক্ষণেই পাঠাইয়া দিতেছি; সে আসিয়া তোমার সকল আয়োজন করিয়া দিবে। তোমার গোষ্ঠের কোন কর্ম করিতে হইবে না। গোপালেরা ও আমার অন্যান্য কৃষীরা তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। এক্ষণে ঐ রকে বসিয়া তিলেক বিশ্রাম কর। আমি গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিই। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে আমি আসিয়া দেখিয়া যাইব। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন হয়, এইখানকার ভৃত্য দিয়া বলিয়া পাঠাইও। দেখ যেন কোন বিষয়ের অভাব হইলে লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিও না। এ ঘর তোমার ও এ সকল দাসদাসী তোমারই সেবাইত। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।"

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল, অরুন্ধতী ক্ষণকাল চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। একবার বৈদ্যনাথের পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে বৈদ্যনাথ দৃষ্টির অগোচর হইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ভূমির উপর নিরাসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দ আর দশটি লোকে সংসারের সমস্ত দ্রব্যাদি আনিল ও একজন তিনটি ঘর পরিষ্কার করিয়া গৃহ-কর্মের দ্রব্যাদি সব-স্থানে স্থানে রাখিতে লাগিল। অরুন্ধতী চিত্রপুত্তলিকার মত স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে মকরের প্রখর রবি রশ্মি গোষ্ঠের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে সকল গাভিগুলি গোষ্ঠের মাঠ পার হইয়া অন্তরে গেল। এক জন রাখাল একটি নারিকেল গাছের উচ্চ মূলে বসিয়া পাট কাটিতে লাগিল।

এ দিকে বৈদ্যনাথের প্রধান ভৃত্য গোবিন্দ দুই তিন দণ্ডের মধ্যে তিনটী ঘর সুসজ্জিত করিয়া অরুন্ধতীকে বলিল। "মাতা গাত্রোত্থান করুন, আপনার ঘরগুলি দেখুন, আর কি প্রয়োজন হয় বলুন।"

অরুন্ধতী গোবিন্দের কথায় গাত্রোত্থান করিলেন ও একবার তিনটি ঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন। "যথেষ্ট হইয়াছে, বৈদ্যনাথকে আমার শত শত প্রণাম জানাইও, তোমাকেও আমি নমস্কার করিতেছি, আমি তোমাদিগের দয়ায় ক্রীত হইলাম। আমায় অনুগ্রহ করিও। আমি তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমি দীনা অনাথা।"

গোবিন্দ বলিল। "মাতা আমি আপনার আজ্ঞাবহ, আমাকে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, এক্ষণে বিশ্রাম করুন।"

অরুন্ধতী কাঁদিতে কাঁদিতে মধ্যের ঘরের পর্যঙ্কে গিয়া শয়ন করিলেন ও আপনার অঞ্চলে সেই কমলমুখ আবৃত করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ঘর হইতে বাহিরে গিয়া ভৃত্যদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। অরুন্ধতী এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া ক্রমে অশ্রু মুছিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। "বিধাতঃ তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" বলিয়া আবার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহার মন খেদে পরিপূর্ণ হইল। থাকিয়া থাকিয়া যেন নিশ্বাসরোধ হইতে লাগিল, এক একবার অত্যন্ত কষ্টে

বক্ষ উচ্চ করিয়া মুখ খুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কিছুক্ষণ ফুঁপিয়া ক্রন্দনে মনের যেন অনেক ভার দূরীভূত হইলে তিনি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া অঞ্চলটি মুখে দিয়া সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। আহা সেই রূপরাশি অরুন্ধতী যেন গৃহ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাভিভূতা অরুন্ধতী অজ্ঞানত আপনার মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন। দুঃখিনী অরুন্ধতীর সুন্দর বদন কি শোভিল? ঈষদ্ চম্পক দলের ন্যায় মুখ-মাধুরীর উপর কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ শোভিল।

গোবিন্দ অরুন্ধতীকে এই অবস্থায় রাখিয়া গোষ্ঠের মাঠ দিয়া যাইতেছে, পথে বৈদ্যনাথের পুত্র বরদাকণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বরদাকণ্ঠ গোবিন্দকে দেখিয়া বলিলেন। "গোবিন্দ এত লোক লইয়া কোথায় গিয়াছিলে?"

গোবিন্দ বলিল। "মহাশয় আমি গোলবাটীতে গিয়াছিলাম, অরুন্ধতী মাতার গৃহসামগ্রী সব রাখিয়া আসিলাম।"

বরদাকণ্ঠ কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন। "কি অনুপরামের অরুন্ধতী।"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ তিনিই।"

বরদাকণ্ঠ বলিলেন। "তাহার আসবাব এখানে কেন?"

গোবিন্দ বলিল। "কর্তা মহাশয় তাহাকে থাকিতে গোশালায় তিনটী ঘর দিয়াছেন। তাঁহার ঘর সাজাইতে দ্রব্য আমাদিগের বাটী হইতে আনিয়া দিলাম।"

বরদা বলিলেন। "তবে অরুন্ধতী কি এই খানেই বাস করিবেন।"

গোবিন্দ বলিল। "কর্তা মহাশয় তাহাইত আজ্ঞা দিয়াছেন।"

বরদা বলিলেন। "কেন আমাদিগের ঘরে স্থান দিলে ত ভাল হইত।"

গোবিন্দ বলিল। "ঘরে রাখিতে সাহস করেন না, লোকাপবাদ ভয় করিয়া চলিতে হয়।"

বরদা বলিলেন। "কতদিন এরূপ থাকিবেন?"

গোবিন্দ বলিল। "আমি তাহা স্থির জানি না, বোধ করি দুই এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা লইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে ঘরে গিয়া থাকিবেন।"

বরদা বলিলেন। "ভাল তিনি ত ধর্ম ত্যাগ করেন নাই তবে প্রায়শ্চিত্ত কিসের?"

গোবিন্দ বলিল। "সংস্পর্শ সন্দেহে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।"

বরদা বলিলেন। "গোবিন্দ! অরুন্ধতী এক্ষণে কোথায়?"

গোবিন্দ বলিল। "অরুন্ধতী মাতা ঐ ঘরেই আছেন।

বরদা বলিলেন। "ভাল তুমি এক্ষনে আপন কর্মে যাও, একবার অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, কোন বিশেষ কথা আছে। নূতন বাগানে বেস নির্জন স্থান আমি সেই স্থানের পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইব। তুমিও সেই খানে স্নানে যাইও। ভুলিও না।"

গোবিন্দ বলিল। না মহাশয় ভুলিব না, অবশ্য অবশ্য যাইব। এক্ষণে একবার গ্রাম হইতে আসি।"

গোবিন্দ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বরদা অল্পে অল্পে গোশালায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অরুন্ধতীকে দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া উত্তরের ঘরে গেলেন। ঘরটি দিব্য সাজান কিন্তু কেহই নাই; সেথা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার দক্ষিণের ঘরে আসিয়া দেখেন যে অরুন্ধতী পর্যঙ্কে সুপ্তা আছেন। নিদ্রাবশে তাঁহার মুখ হইতে বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে। কি সুন্দর মুখ চন্দ্র দেখা দিচ্ছে। তাহার মসীবর্ণ কেশে বদনের উজ্জ্বল লাবণ্য কি বৃদ্ধি করিয়াছে। নয়নদ্বয় মুদ্রিত, কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় কিছু খোলা। বোধ হয় যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। মুখটি মনের ও শরীরের কষ্টে কিছু মলিন হইয়াছে। বরদা অরুন্ধতীর প্রতি ক্ষণকাল এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত মোহিত হইলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। পর্যঙ্কের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে পর্যঙ্কের উপর হস্তটি দিলেন। ক্রমে হস্তে ভর দিয়া পর্যঙ্কের উপর শির নামাইলেন। তাঁহার নয়ন অনিমিষে সুপ্ত অরুন্ধতীর মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে অনিচ্ছায় তাহার মুখ নীচ হইতে লাগিল। এক্ষণে বরদার ঘন ঘন নিশ্বাস অরুন্ধতীর নিষ্কলঙ্ক রসপূর্ণ গণ্ড-দেশে লাগিতে লাগিল। ক্ষণেক এই অবস্থায় থাকিয়া বরদা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে কিছু ভাবিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। ঘরের রক হইতে গোশালার প্রাঙ্গণে নামিলেন। দু চার পা করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়া আবার দাঁড়াইলেন। একবার অরুন্ধতীর গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার ফিরিয়া আস্তে আস্তে অরুন্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা অরুন্ধতীর পদধারণ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুই তিনবার ডাকিলে অরুন্ধতীর চমক হইল। অরুন্ধতী গাত্রোত্থান করিলেন। চক্ষু মেলিলেই বরদার সতৃষ্ণ নয়নে মিলিল; অমনি বলিলেন "বরদা তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ? আমার বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

বরদা বলিল। "না আমি একবার তোমার ঘরে আসিয়াছিলাম, তোমাকে শয়নে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম; আবার ভাবিলাম, দিবানিদ্রায় শরীর অসুস্থ হইতে পারে, তাই তোমায় ডাকিলাম। এখনকার সমাচার কি। তুমি এখানে কেন? পাপী গঞ্জা-লিস কোথায়? তোমার ভ্রাতার কিছু সম্বাদ পাইয়াছ?"

অরুন্ধতী বলিল। "বরদা বস, অনেক কথা আছে।"

বরদা পর্যঙ্কের এক দেশে বসিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার নিকটে সম্মুখীন হইয়া বসিলেন।

অরুন্ধতী বলিল। "আমি এক্ষণে কেবল তোমার চিন্তায় চিন্তিত। আমি সকল সহ্য করিতে পারি। তোমার পিতা কোথায়?"

বরদা বলিল। "তিনি এক্ষণে বোধ হয় সদর বাটীতে আছেন। বিষয় কর্ম করিতেছেন। তোমার সঙ্গে কি তাঁহার দেখা হইয়াছিল, তিনি তোমাকে কোথা দেখিলেন? তুমি কাল কোথায় গিয়াছিলে, আমি কত অন্বেষণ করিলাম, তোমার কিছুই সন্ধান পাইলাম না। ভাবিলাম, আমার বুঝি মৃত্যু উপস্থিত, নতুবা অরুন্ধতী অদৃশ্য হইলেন কেন।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি সেই নরাধমের ভয়ে বনে বনে ঝোপে ঝোপে লুকাইয়া ছিলাম, কল্য সমস্ত রাত্রি তোমার ভদ্রাসনের পশ্চিমের ঝোপে কাটাইয়াছি।"

বরদা বলিল। "অরুন্ধতী! তোমার একথায় আমার মনে দুঃখ হইতেছে। তুমি আমাকে কি এত দুরাত্মা স্থির করিয়াছ। না আমাকে বিশ্বাস করিলে না।" এই কথা বলিতে বলিতে বরদার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল ও পবিত্র অভিমান ও খেদে মুখ এক প্রকার বিচিত্র ভাব ধারণ করিল। চতুরা অরুন্ধতী তাহা দেখিয়াই বুঝিল ও আপনার অসাবধান বাক্যে আপনাকে মনে মনে তিরস্কার করিয়া বরদার হস্তটী ধরিল ও বরদার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল। "বরদা তুমি রাগ করিও না, আমি দুঃখে কেমন অন্ধ হইয়াছিলাম। আমার তখন তোমাকে মনে পড়ে নাই, তাই আমি বনে রাত্রি কাটাইলাম।"

বরদা অরুন্ধতীর বাক্যে আরও চঞ্চল হইলেন।" তাঁহার এবার মুখশ্রীতে দুঃখ স্পর্শ করিল। মনে মনে আপনার মনের ভাব রাখিলেন। বুঝিলেন যে নারীর প্রেম তাঁহার বুদ্ধির মত চপলা। তথাচ প্রেমে বরদাকে দূর হইতে অতি অপরিষ্কার আশা দিল। ভাবিলেন বুঝি আমি অরুন্ধতীর ভাব বুঝিতে পারি নাই। আবার মনে করিলেন 'যদি অরুন্ধতীই প্রেমে প্রেমিক না হন, তথাপি আমার বাক্য কৌশলে মনের ভাব বুঝিলে অবশ্যই প্রেমের প্রেমিক হইবেন।' আবার মনে উঠিল যে তাও যদি একান্ত না হন তবু মুখেও ত চক্ষু লজ্জার বশে বলিবেন। আহা অবোধ বরদাকণ্ঠ এমনি অজ্ঞান, যে ভাল বিষয়ের মিথ্যা প্রবাদও শুনিতে ভাল বাসেন। একা বরদাকণ্ঠের কেন সকলেরই সে দোষ আছে। আপনাকে আপনি ফাঁকি দিতে অনেকেই ভাল বাসে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও যদি কেহ একবার কথার কথা বলে তাতেও মন যেন আমোদ পায়।

বরদাকণ্ঠ এইরূপ কিছু চিন্তা করিয়া বলিল। "অরুন্ধতী তোমার কথায় আমার আরও কষ্ট হইল। আমি নিতান্ত অবোধ তাই তোমাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার এতদিনে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন চৈতন্য হইল। যদি অগ্রে জানিতাম, তবে কি আমার এদশা! ভাল এখনও জানিলাম, যথেষ্ট হইল। এখনও আমার সাবধান হইবার সময় আছে। আমার প্রারব্ধ নিতান্ত মন্দ নহে।"

অরুন্ধতী বলিল। "বরদা আমায় অকারণ দুষিও না। আমার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখন আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমরা বালা, তাতে চিরকাল সুখ-সম্ভোগে যাপন করিয়াছি, স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমার এরূপ দশা হইবে। তোমাকে মনে পড়িল না, কেনই বা পড়িবে? মন কি জানে না যে, আমি তোমাকে স্বপ্নে কি কল্পনায়ও দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে বুঝিলাম, ভাল কার নই, যেহেতুক তুমি কিছু আমার দুঃখে দুঃখিত হইতে না। আমরা অবোধ বালা, সহজেই মোহিত হই। এত দিন আমি কেন ইন্দ্রজালে বদ্ধ ছিলাম। এক্ষণে আমার

চক্ষু হইতে যেন আবরণটা অপসৃত হইল। আমার চক্ষুর আচ্ছাদন খসিল। হা বিধাতঃ আমি সর্বত্রই বঞ্চিত হই! বরদাকণ্ঠ, স্ত্রী বঞ্চনা করা অতি সহজ। সে কাপুরুষের কর্ম। তুমি আমাকে স্পষ্ট বল। আমি নিরাশ হই, বৃথা কেন আর ছায়া আশ্রয় করিয়া মনকে কষ্ট দিই, আর এত যন্ত্রণাই বা পাই। আমাকে বল, আমি তাহা হইলে এ সংসারের মায়াও ত্যাগ করি। মনকে প্রবোধ দিই। আমার মনস্থ প্রতিমাকেই প্রকৃত জ্ঞান করে আরাধনা করি। ইহ জন্ম ত বৃথা গেল, দেখি জন্মান্তরেও যদি তোমাকে তুষ্ট করিতে পারি। তুমি কি আমার হইবে। ভাল দশ জন্ম তোমার উপাসনা করিলে দয়াও ত করিবে। দয়া হইলেই যথেষ্ট। আমার আর প্রেমে কায নাই। এ দুঃখিনি অরুন্ধতীর অদৃষ্টে বিধাতা তাহাই দিন। তোমার পাদপদ্ম যেন হৃদে ধরি।" অরুন্ধতীর কথা শুনিতে বরদাকণ্ঠের মনে সুখ ও দুঃখ উভই উপজিল। এরূপ প্রেম গর্ভ বাক্য শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নবীন প্রেম পাছে অত্যন্ত কষ্টে নষ্ট হয় এই ভয়ে অরুন্ধতীর কথার উপর বলিলেন। "অরুন্ধতী যথেষ্ট হইয়াছে। আমি ভয় করিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। আবার আপনার বীরত্বজ্ঞানও ছিল। কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম যে, মহতের প্রেম নীচানীচ বিবেচনা করে না, অতি অধমকে প্রেম জ্যোতিতে উত্তম করিয়া লয়। আমার এতক্ষণে সাহস হইতেছে। অরুন্ধতী, এখন সংসার আমার পক্ষে গোলোক ধাম।"

অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের হস্তটী নিষ্পীড়ন করিলেন। বরদাও নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যেন উভয়ের প্রেমের শক্তি সেই হস্ত নিষ্পীড়নে প্রকাশ হইল। ক্রমে পরস্পরের হস্ত নিষ্পীড়নে অধিক সময় নিয়োজিত হইল। উভয়েই মনে করিলেন যেন, অপরের হস্তে কষ্ট হইল কিন্তু সে নিষ্পীড়নে উভয়েরই সুখবৃদ্ধি বই আর কষ্ট জন্মিল না। প্রেমে এমতি অন্ধ করে। তখন জ্ঞান থাকে না যে যত শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন সে কেবল আপনার শিরা পর্যন্তই বদ্ধ আছে। সে যে আপনার হস্ত অতিক্রম করে নাই, সে অপরের করে স্পর্শসুখ ব্যতীত অধিক বলে লাগে নাই। ক্ষণেক এইরূপ বিমল সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নীরব মুখে কত সভাব বক্তৃতা হইল তাহা প্রেমিক যুগলই বুঝিল।

বরদা বলিল "অরুন্ধতি ভাল হইল। তুমি এইখানে থাক। এতদিনের পর বিধি বুঝি আমাদিগকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলেন। বিমল প্রেম এমতি বলবান্ যে কষ্টের মধ্যেও সুখ বাছিয়া লয়।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমার এখন সকল কষ্ট মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমি আর আপনাকে দুঃখিনী অনাথিনী মনে করি না। যখন হৃদয়বল্লভের সহিত দিবারাত্রি মিলন সম্ভাবনা, তখন আর আমার মনের কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে বাকি রহিল না। আমি এই ঘর গুলিকে ক্রমে ভাল করিয়া সাজাইব, যাহাতে তুমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হও তাহা করিব। প্রত্যহ তোমার উদ্যান হইতে সদ্যঃ প্রস্ফুট কুসুম সব সংগ্রহ করিব। সে সব পল্লবের সঙ্গে মিলাইয়া এই দ্বারটী ঘেরিব। কিন্তু বরদা একবার জনের উপর নজর

রাখিও। দেখিও যেন সে কোন কথা প্রকাশ না করে। আমার এক্ষণে তাহাকে মাত্র ভয় আছে। সে যদি এদেশ ত্যাগ করে, তবেই বরদা তুমি জানিবে যে, অবিবাদে আমি তোমার।”

বরদা বলিল। “কেন এত শঙ্কা করিতেছ। তাহার কি ক্ষমতা আছে যে তোমার অনিষ্ট করে। আমি বর্ত্তমানে তোমার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অনর্থক কল্পিত ভয়ে মনকে কষ্ট দিও না।”

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা আমার ভয়টি কিছু অমূলক নহে। তোমার পিতার সনদ্বীপে যথেষ্ট অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সে নারকীদ্বয় একত্র হইলে বৈদ্যনাথ কদাচ রক্ষা করিতে পারিবেন না। সে ফিরিঙ্গিটার বলাধিক্য আছে; তাতে আবার সে রাজবংশের কুলাঙ্গার মিলিলে তোমার পিতাকে এককালে পেষিয়া ফেলিবে। অতএব আমি যাহাতে গোপনে থাকি ও জন যে প্রকারে হউক দেশান্তর হয়, সে উপায়ে যত্নবান্ থাকা তোমার কর্ত্তব্য। তবেই কেবল আমাদিগের নিষ্কণ্টকে থাকা সম্ভব। নতুবা আমি ভাবিতে ভয় করি, আমার জন্য কি বিষম দুঃখ প্রস্তুত আছে।”

বরদা বলিল। “ভাল সে ভার আমার উপর রহিল। এক্ষণে আমি বিদায় হই। তুমি আহার কর, দুই দিনের উপবাসী তোমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে। তুমি ক্ষীণবল হইয়াছ। আমি আবার অতি শীঘ্র তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।”

অরুন্ধতী বলিল। “তবে এস” বরদা অরুন্ধতীর হস্তটি আর একবার নিষ্পীড়ন করিয়া উঠিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন হয় না যে সে পদ্মচক্ষু হইতে নয়ন অপর দিকে দেখে। নিরুপায়ে আস্তে আস্তে সে ঘর ত্যাগ করিলেন। চক্ হইতে নামিবার সময় একবার ফিরিয়া দেখিলেন। দেখেন অরুন্ধতী তাঁহার দিকে লক্ষ করিয়া আছেন। কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। পরে অল্পে অল্পে প্রাঙ্গণটি পার হইয়া মাঠে পড়িয়া চলিয়া গেলেন। অরুন্ধতী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; পরে পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া আহারের উদ্যোগ কি হইল, দেখিতে গেলেন।”

এদিকে বরদা মাঠ পার হইয়া, আপন ভদ্রাসনে গোবিন্দকে না দেখিয়া আপনার নূতন উদ্যানে গেলেন। সেথা পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া গোবিন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। গোবিন্দ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোবিন্দকে দেখিয়া বরদা বলিল। “তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?”

গোবিন্দ বলিল। “অনেক দূরে গিয়াছিলাম; আজ আবার জনকে জাহাজে পাঠাইলাম। আমাদিগের দুই খানা জাহাজ অদ্য মান্দ্রাজে ভাসাইলাম।”

বরদা বলিল। “আরাকাণে কি আজ কাল কোন জাহাজ যাইবে।”

গোবিন্দ বলিল। “এখন ত কিছুই উদ্যোগ নাই। এক মাসের মধ্যে বোধ হয় যাইতে পারে।”

বরদা বলিল। "গোবিন্দ অরুন্ধতীর সঙ্গে পিতার কোথা দেখা হইল।"

গোবিন্দ বলিল। "অদ্য প্রাতে ভদ্রাসনে। তিনি আমাকে কাল তিন চার বার অরুন্ধতীর অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন, আমি অরুন্ধতীর কোথাও দেখা পাই নাই। আমি অনুপরামের বাসায় গিয়া সেই বৃদ্ধাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কিছুই বলিতে পারিল না। অনেক জিজ্ঞাসায় বলিল। 'যে দিন অনুপরাম সনদ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়াছে সেই দিন অবধি অরুন্ধতীর দেখা পাওয়া যায় নাই। আমি সেই অবধি জ্বরে পড়িয়া আছি, বাটীর বাহির হইতে পারি নাই, কোন সমাচারও পাই নাই। অন্বেষণও হয় নাই। বাটীতে আর কেহ নাই, সকলে যশোরে গিয়াছে। তথা হইতে ঢাকা যাইবে। অনুপরাম অতি শীঘ্র করিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। এখানে দুই তিন দিনের মধ্যে আমাকে লইয়া আরাকাণে যাইবেন।"

বরদা বলিল। "তবে সে বৃদ্ধাও অরুন্ধতীর কিছু সমাচার জানে না।"

গোবিন্দ বলিল। "তাহার কথায় ত এমত বোধ হইল।"

বরদা বলিল। "ভাল, ক্ষেমার সঙ্গে তোমার অদ্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কি বলিল?"

গোবিন্দ বলিল। "সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইয়াছে। গঞ্জালিসের সমস্ত গৃহকর্ম্মের অধিপত্নী হইয়াছে। দাসদাসীতে তাহার সেবা করিতেছে।"

বরদা বলিল। "সে তোমায় কিছু অরুন্ধতীর কথা বলিল।"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ সে কত অরুন্ধতীর প্রশংসা করিল। বলিল তাহাকে বলিও এ দীনার সমস্ত সৌভাগ্য কেবল সে অরুন্ধতীর অনুগ্রহ হইতে। তাহাকে বলিও ক্ষেমা জন্মান্তেও তোমার এটি শোধিতে পারিবে না।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ তবে এদিকে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, এক্ষণে আমার বিষয় কি চিন্তা করিলে?"

গোবিন্দ বলিল। "তোমার কিছু উপায় স্থির করিতে পারি নাই। কর্ত্তাকে সাহস করিয়া স্পষ্ট কিছু বলিতে পারি নাই। কৌশলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার যেরূপ মত দেখিতে পাই, নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।"

বরদা বলিল। "কেন তিনি কি অরুন্ধতীকে ঘরে লইবেন না। অরুন্ধতীর কি দোষ?"

গোবিন্দ বলিল। "ঘরে লইলেই বা তোমার মনস্কামনা কিসে সিদ্ধ হয়। তুমি জ্যেষ্ঠ তোমাতে তাঁহার কুলরক্ষা হইবে, অতএব অজ্ঞাত কুলশীলের সঙ্গে তোমার কিরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে।"

বরদা বলিল। "অজ্ঞাত কুলশীল কিসে। অরুন্ধতীকে কে না জানে?"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ সকলেই জানে বটে কিন্তু তোমার পর্য্যায় মিল খায় না। তাতে আবার যে কলঙ্ক অরুন্ধতীকে স্পর্শ করিয়াছে।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ, তুমি দুই তিন বার কলঙ্কের কথা কহিলে; কলঙ্কটা কি?"

গোবিন্দ বলিল। "গঞ্জালিসের সঙ্গে সহবাস।"

বরদা বলিল। "তোমার সেই ভ্রম। অরুন্ধতীর সঙ্গে গঞ্জালিসের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। তুমি বুঝিতেছ না যে গঞ্জালিসের সঙ্গে দেখা হইলে সে কি কখন ক্ষেমাকে বিবাহ করিত। সে দুরাত্মারা জানে যে ক্ষেমাই অনুপরামের সহোদরা।"

গোবিন্দ বলিল। "বরদা এ বিষয় তুমি জান গ্রামস্থ সকলে ত জানে না। বোধ করি কর্ত্তা মহাশয়ও ইহা অবগত নহেন। তাঁহার যেন জ্ঞান আছে, অরুন্ধতী গঞ্জালিসের ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছেন।"

বরদা বলিল। "কি! অরুন্ধতী গঞ্জালিসের দ্বারেও পদার্পণ করে নাই।"

গোবিন্দ বলিল। "ইহা যদি সত্য হয়, তবে নির্দোষ অরুন্ধতীকে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে না। আমি এক্ষণেই কর্ত্তামহাশয়কে গিয়া জানাইব। বোধ করি তাহা হইলেই তিনি অরুন্ধতীকে আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন। তুমি কি বল? আমি কি তাঁহাকে গিয়া তোমার নাম করিয়া জানাইব?"

বরদা বলিল। "তবে তাই জানাও কিন্তু আমার কথা কোন সুযোগ পাইলে বলিতে ভুলিও না। তোমাকেই আমি আমার পরিত্রাতা লক্ষ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস হইতেছে যে তোমা হইতেই আমি কৃতকার্য হইব।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি বিধিমতে চেষ্টা পাইব কিন্তু দেখ কি হয়। আমার সঙ্গে কর্ত্তামহাশয়ের এক্ষণেই দেখা হইবে, দেখি সুবিধা পাই ত অদ্যই বলিব।"

গোবিন্দ এই বলিয়া পুষ্করিণীর স্বচ্ছজলে শরীর নিমজ্জন করিল। ঈষদ্ হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল। অবগাহনান্তে কটিদেশ পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে লাগিল। বরদা নির্ম্মল জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগসন্তরণে প্রশস্ত বক্ষে তেজে জলোর্ম্মি (১) লাগিল, যেন ক্ষুদ্র সাগরোর্ম্মি কঠিন প্রস্তরে নিপতিত হইতেছে। প্রতিক্ষণেই বাহু প্রসারিয়া জলে ভর দিয়া প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত জাগাইতেছে, আবার তাহার পরেই তরঙ্গের নিম্নভাগে পড়িয়া ফেনে শুভ্রাকৃত জল রাশি তাহার বিশাল পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিতেছে। যেন জলের উপর নৃত্য করিতেছে। ক্রমে ঘাটের নিকট হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে জলের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঈষদ্ বক্র রেখায় পুষ্করিণীর বামকুল হইতে দক্ষিণ কুল ব্যাপিয়া মালা বদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অপরকূলে ঘন ঘন তরঙ্গে শুভ্র রজতনিভ বালুকাময় মৃত্তিকা খসিয়া জলে মিশ্রিত হইতে লাগিল। চতুষ্পার্শ্বের জল শুভ্রবর্ণ হইল। সোপানচয়ের অল্প জলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া, তালে তালে ঊর্ম্মিরাশি ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার উভয় বাহুমূল হইতে আরম্ভ হইয়া ঊর্ম্মিমালা প্রকাণ্ড পক্ষদ্বয়ের ন্যায় ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জলকে ব্যাপিল। স্রোতে উপকূলে নবীন ক্ষুদ্র কমল পত্রে জলবিন্দুগুলি তেজস্বী মুক্তাফলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। কোকনদের চিকণ দলগুলি উলটাইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধ মুদ্রিত কুসুমচয় ললিত সরল নিষ্কণ্টক

---

(১) তরঙ্গ।

মৃণালে দুলিতে লাগিল। ধূর্ত ভ্রমরচয় কোকনদের বর্ণ সাদৃশ্যে লুক্কায়িত হইয়া নীরবে মধুপান করিতেছিল, পুষ্পের হিন্দোলে পক্ষে ভর দিয়া পুষ্পের চতুর্দিকে উড়িয়া উঠিল। প্রতিবার হিন্দোল বিশ্রামে পুষ্পে বসিতে উপক্রম করিতে না করিতে, আবার একটি তরঙ্গে ফুলটি কাঁপিয়া উঠিল, অমনি ভ্রমর নক্ষত্রবেগে প্রায় একহাত উর্দ্ধে উঠিল। আবার স্রোতটি কমিয়া গেলেই কোকনদের নিকট হইল। এইরূপ পুষ্প হইতে একবার দূর, একবার নিকট হইতে লাগিল। ও দিকে গোবিন্দের সুতান গঙ্গাস্তোত্র ও বেদোচ্চারণ শব্দ নির্জন উদ্যান ব্যাপিল। সোপানে স্রোতভঙ্গশব্দ ও বেদোচ্চারণ শব্দে তড়াগ কূল কি মনোরম হইল। পুষ্করিণীর পূর্বভাগের ঘাটটী প্রশস্ত। ঘাটের মধ্যে একটী প্রস্তরের মূর্তি। পুষ্করিণীর চতুষ্কোণে চার ঝাড় দোলন চাঁপা। ঘাটের দুইপার্শ্বে দুটী নাগেশ্বর চাঁপার গাছ। গাছদ্বয় নবকুসুমিত হইয়া সমস্ত পুষ্করিণীকুল সদ্গন্ধে আমোদিত করিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই দুটী নীলচম্পকের গাছ। তাহার পার্শ্বে পুষ্করিণীর কোণে দোলন চাঁপার পশ্চাতে চারটী চম্পকের গাছ। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে ইহার প্রতিরূপ। পূর্ব পাড়ের মধ্যে একটী কনক চম্পার গাছ। পশ্চিমপাড়ে তাহার সম্মুখেই একটী পুন্নাগ-চাঁপা। পরে উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া জহরে চাঁপা, আর একটী করিয়া কদলীচাঁপা। মাঝে রামধন চাঁপার স্বর্ণ বর্ণাভ কুসুম রাশি। কূলের চতুর্দিকে এক সার ভূমিচম্পকের গাছ। ঘাটের দুই পার্শ্বে দুটী ঔর্বা চাঁপা। চাদালের অনতিদূরে একটি পরিমিত শাখা-সমন্বিত সুস্নিগ্ধ ছায়াদ প্রকাণ্ড সরল দীর্ঘস্কন্ধ চালতার গাছ। পুষ্করিণীর জলে কোকনদ, অপর কোণে কুমুদের শ্বেত কুসুম। অপর কোণে রক্ত পদ্মের নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটী পাতা দেখা যায়। জলের চতুষ্পার্শ্বে পানিশেফালিকার ছোট ছোট শুভ্র পুষ্পচয়। ঘাটের উপরটি মধুক্ষরের শ্যামলপর্ণের কুটীরে আবৃত।

স্নান বিহিত পূজা সমাপনে গোবিন্দ নিকটস্থ প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। এ দিকে বরদাকণ্ঠ স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিল। শুভ্রবর্ণ পট্ট বস্ত্র পরিধান করিল। পট্ট বস্ত্রের উত্তরীয় বাম স্কন্ধে রাখিল। বরদাকণ্ঠ কি অনির্বচনীয় সৌম্য মূর্তি ধারণ করিল। দীর্ঘাকার, মাংসল, আজানুলম্বিত, বলিষ্ঠ, আলম্বমান বাহুদ্বয়। প্রশস্ত ললাট। বিশাল উন্নত বক্ষ ক্রমে কটিদেশ হইতে প্রশস্ত হইয়াছে। উচ্চ ললাটের নীচের পটলাকৃত নেত্রদ্বয় কমলকর্ণিকার ন্যায় গোল কপোলদেশ হইতে ঈষদ্ বহির্গত হইয়াছে। তাহা মধ্যাহ্ন-বিষ্ণুরূপীসূর্যের প্রচণ্ড আলোক হইতে উপরের পত্রদ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত হইয়া আবরণ করিতেছে। পূত মুখের উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণের মধ্যে অক্ষীণ আরক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের আভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। বরদাকণ্ঠের মূর্তি দেখিলে সত্যকালের ঋষি বোধ হয়। স্থূল বামস্কন্ধ হইতে শ্বেতবর্ণের যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ জানুমূল পর্যন্ত লম্বিত আছে। কায়স্থ-কুলতিলক বরদাকণ্ঠ যেন জনকরাজর্ষির মত প্রভা বিতরণ করিতেছে। দেখিলেই এককালে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ক্ষণে ক্ষণে বেদোচ্চারণ করিতে করিতে উদ্যানস্থ রম্যহর্ম্যে প্রবেশ করিল। সেটি উচ্চ পোতার একতলা ঘর। উদ্যানের প্রায় মধ্যভাগে থাকায় বিস্তৃত সোপান গিরির

উপর যেন কৈলাসালয় শোভিয়াছে। অত্যুচ্চ, স্থূল, কূর্মপৃষ্ঠাকার স্তম্ভ মূলে প্রস্তরের চতুষ্কোণ বেদির উপর হইতে তুঙ্গ, সরল, সাহঙ্কার দানবোপম, ভীমাকার স্তম্ভ। প্রত্যেকের মস্তকোপরি বিংশতিটি সহস্র দল কমল। তাহাদিগের শিরোদেশে লম্বমান বিশাল প্রস্তরের আশ্রয়। তাহাতে ভাস্কর আপনার শিল্পতার একশেষ চিহ্ন রাখিয়াছে। উদ্যানটী চমৎকার, মনোরম, অতি বিচিত্র প্রণালীতে স্থাপিত; অট্টালিকায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণে দেখিলে, বাটীর নিকটস্থ কতকগুলি উচ্চ তরুর মেঘাকার ঘনশাখার ভিতর দিয়া সম্মুখস্থ বিস্তৃত মাঠ দেখা যায়। তাহার পর, দূরে মসীবর্ণ সমুদ্র জল ও কূলে শ্বেতবর্ণ সফেন ঊর্মি, মাঠে কেবল ছোট ছোট ঝোপ। সকলই প্রায় উচ্চে সমান। কাহার পর্ণগুলি চিত্রিত; কাহার পর্ণ উজ্জ্বল রক্তিমা বর্ণ, ঝোপটী যেন অগ্নিময় দেখাইতেছে। কাহার দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রগুলি আপনার ভর সহ্য করিতে না পারিয়া নম্র হইয়া নীচমুখী হইয়াছে। কেহ বা দম্ভে কঠিন পত্র গুলিকে ঊর্দ্ধ মুখে রাখিয়াছে। সমীরণে সমস্ত পত্রটী দুলিতেছে, তথাপি তাহার এক দেশ নম্র হইতেছে না। কাহার পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার। কাহার পত্র হরিৎ বর্ণ। কেহ বা পুষ্পগুলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ, কাহার নীলবর্ণ, কহার হরিৎবর্ণ, কাহার ধূষর, কাহার পিঙ্গল, কাহার মসীবর্ণ, কাহার রক্তবর্ণ। কেহ তপ্তকাঞ্চনপ্রভ, কেহ ময়ূরকণ্ঠাভ, কেহ কাকপক্ষনিভ, কেহ চন্দ্রজ্যোতি, কেহ পাংশু-বর্ণে রক্ত বিন্দুতে বিচিত্রিত, কেহ বা অর্দ্ধ শ্বেতবর্ণ ও অর্দ্ধেক হরিৎ বর্ণ। কাহার বৃন্ত হরিৎ বর্ণ, কাহার অগ্রভাগ রসাক্ত, কাহার মধ্য নীল, কাহার আকার গোল, কাহার ঘণ্টাকার দল, কেহ তূরীর মত, কেহ বা মৃৎ কলিকামত। কেহ বহুদল। কেহ সকণ্টক, কেহ সলোম। কেহ স্থূল দল। কেহ সূক্ষ্ম বৃন্ত। কাহার পুষ্প সদ্গন্ধ যুক্ত। কাহার দুর্গন্ধ, কাহার মধুপূর্ণ, কেহবা শুষ্করস। করবীর বেত্রাকার দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাকে সূক্ষ্মাগ্র, দীর্ঘ, কঠিন, শ্যামল পর্ণ মালায় বেষ্টিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে হয়ত তিনটি স্বর্ণবর্ণ ত্রিকোণ বৃন্ত উঠিয়া ক্রমে বহুমুখী হইয়া উপরে বিস্তৃত হইয়াছে; তাহার শুভ্রবর্ণ কুসুমচয় মধ্যে মধ্যে ঈষদ্ ক্ষুদ্র, অর্দ্ধ পক্ক, ইষদ্ প্রস্ফুটিত কলিকাসমূহ অল্প সমীরণে দুলিতেছে ওকখন কখন দুই একটি পরিণত পুষ্প ফেলিতেছে; কোথাও বা ময়ূরকণ্ঠী পুষ্প, কোথাও বা একদল পুষ্প-রাশি মধ্য হইতে শৃঙ্গের মত এক একটি শুণ্ডী উঠিয়াছে। অদূরে গোলাকার ঝাঁটির ঝাড় নানা রঙ্গেরপুষ্পে সুপুষ্পিত ও তরুমূলে পরিণত পুষ্প সমাকীর্ণ। কোথাও বা কনকবর্ণ পিউলি উন্নত ঘণ্টাকার পুষ্পচয় সুদীর্ঘ ক্ষীণশাখা আবৃত করিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে চিক্কণ মেঘাকার পত্রগুলি শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া শাখা আচ্ছাদন করিয়াছে। এদিকে নবমল্লিকার শুভ্রবর্ণ কুসুমচয়ে দেশের মধুকরকে মোহিত করিয়াছে। নবপ্রসূত নধর গোলাব শাখা শিরে সকণ্টক, নিষ্কণ্টক, শ্বেত, রক্ত, ঈষদ্ উজ্জ্বল, নানাবর্ণের চারি দল, দশ দল, বিংশতি দল, শতদল বহুদলে সুগন্ধ, নির্গন্ধ কুসুম; কেহ বা সকল দল নিপাতিত করিয়া কেবল গোলাকার ক্ষুদ্র ফল শিরে ধরিয়াছে। কোথাও বা যূথিকার নবীন শাখা ও ঈষদ্ হরিদ্বর্ণ পর্ণচয়। কোথাও বা খর্ব্বাকার শেফালিকার সলোমতাম্বুলাকৃতিপর্ণরাশি। কোথাও

বা পঞ্চমুখী রক্তবর্ণ জবা। এ দিকে অশোকগুচ্ছ। এ পার্শ্বে মল্লিকা। একটি চৌকায় কেবল জাতি তরুচয় ও পার্শ্বে তগর তরুর শ্বেত পুষ্প, তাহার অব্যবহিত পরেই ওড্রজবার চতুর্দল রক্তপুষ্প। মধ্যে গন্ধরাজের ঝোপ। পার্শ্বে কামিনীর কমনীয় পর্ণশোভিত তরু। কোথাও বা রাধাপদ্মের বনের মধ্যে রঙ্গনের গুচ্ছ। কোথাও বা কৃষ্ণকেলির ঝাড়। কোন স্থানে কুন্দদল। কোথাও বা কৃষ্ণচূড়া। প্রতিপুষ্পের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন আকার। নানাজাতি পুষ্পের বন। তাহার মধ্য দিয়া বক্র, প্রশস্ত, অপ্রশস্ত পথ। কোন পথে কেবল কঙ্কর দেওয়া, কেথাও বা কেবল দূর্ব্বার চটি, কাহার পার্শ্বে রজনীগন্ধার সারী, কোথাও বা রাস্তাটি পরিষ্কার, চিকণ প্রস্তরখণ্ডে জড়িত। মাঠের কোন ভাগ উচ্চ, কোন ভাগ নীচ। কোথাও বা একটি সরল খাদের দুই ধারে বড় বড় আম্র, অশোক, তমাল, চম্পক প্রভৃতি ঘন তরুতে আবৃত। কিছুদূর এই রূপে সবল বহিয়া ঝিলটি এককালে বাঁকিয়াছে। সেই বাঁকের কাছে বোধ হয় ঝিলটির শেষ কিন্তু নিকটে গেলেই বক্র ঝিলের প্রশস্ত প্রবাহ কেবল ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া কিছু দূর গিয়া এককালে আবার নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছে। ঝিলে নৌযানে যাইতে বোধ হয় যেন তরু শাখা গুলি মাথায় লাগিবে। কোথাও বা ঝিলের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে জড়িত একটি ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ প্রবাহকে দ্বিধা করিয়াছে। কেথাও বা ঝিলের উপর দিয়া একটি প্রকাণ্ড খিলেন। খিলেন হইতে এক একটা প্রস্তর নীচে, পার্শ্বে বাহির হইয়া রহিয়াছে; বোধ হয় যেন সেটি গিরিগুহা। তাহার উপর অতি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ। সেই খিলেনের মধ্য দিয়া স্রোত অতি বলে নির্গত হইয়া পর্বতের পার্শ্ব বহিয়া এককালে অতি গভীর স্থানে পড়িয়াছে। সে স্থানে দিবা রাত্রি জলকল্লোলে একটি অনির্বচনীয় ঝরণার ঝঝ্‌ঝর শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। দিবারাত্রি স্রোতস্বতীর জলপাতে ফেন রাশি জমিয়াছে। সে স্থান হইতে জল অতি বেগে বহিয়া চলিয়াছে। ক্রমে শর ও হোগলা ও নল বনে বিস্তৃত হইয়া কিছুক্ষণ এক কালে নয়নের অগোচর হইয়াছে। সেখানে ছোট ছোট নানাবর্ণের সালুক ফুটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সোলার মোটা শাখা সব দেখা যাইতেছে। এই বীলটি অতিক্রম করিলেই বীলের জল সব একত্রিত হইয়া একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে শতধা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী রূপে সাগরে মিশাইয়াছে। অট্টালিকার অনতিদূরে দক্ষিণে প্রকাণ্ড ঝাউ, অশ্বত্থ, বট, চাম্পা, কদম্ব, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ, বিশাল শাখা সমন্বিত তরুবর। বাটীর উত্তরে কেবল পুষ্পোদ্যান। পূর্বে ও পশ্চিমে সেইরূপ। বাটী হইতে বহুদূরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অস্পষ্ট ফলের বড় বড় গাছ দেখা যায়। কোথাও নানাবিধ বাঁশ ঝাড়ও আছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে মাঝে মাঝে গাছের ছায়া দিয়া যাইবার নানাবিধ পথ। কোথাও বা কেবল মাধবীলতার গুচ্ছ, তলা দিয়া যাইতে বিন্দু বিন্দু মধু বর্ষণ হইতেছে, তাহার পর সমীরণে পুষ্প রেণুতে শরীর ধূষরিত হইতেছে। বকুল তরুতল পুষ্প পাতে আকীর্ণ। গন্ধে চতুর্দিক মত্ত। কোথাও বা শাল বন, বিদেশস্থ ভূমিতে জন্মিয়াছে বলিয়া খর্বাকৃতি; গন্ধি পুষ্পে মধুকর গুঞ্জ ধ্বনি করিতেছে। মধ্যে

মধ্যে মুচকুন্দের শুষ্ক পুষ্পে তরু মূল আবৃত ও গন্ধে দশদিক পূর্ণ। কোথাও বা নাগ-কেশর। এদিকে অশোকে নবপল্লব আরক্তবর্ণ পুষ্পে স্তরুচয় শোভিয়াছে। তরুতলে দিব্য মনোরম পথ। পথের ধারে আহা এক একটি প্রস্তরের মূর্ত্তি যেন বিশ্বকর্ম্মার গঠন; কি ভাব শুদ্ধ। কোথাও বা দশবাটীকার (১) ঘন রোপিত গাছের মধ্যে এক প্রস্তরের সরস্বতী কোথাও বা এক ঋষির কুটীর মধ্যে যোগাসনে আসীন কাষ্ঠের ঋষিমূর্ত্তি। হয় ত কোন কুরঙ্গিণী নৃত্য করিতে করিতে সেই আশ্রমের মালতী লতার নব পত্রগুলি চর্ব্বণ করিতেছে। হয়ত একটী আম্র বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ময়ূর কেকারব করিয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করিল। এক দিকে একটী তপোবনের অনুকল্প। অনুকল্পই বা কেন? সেই দিব্য পর্ণ শালা, সেই মত লতা গুল্মাদি দ্বারা আবৃত, সম্মুখে দুইটী ছোট ছোট নেবুর গাছ। তাহাদিগের মধ্যে বিচিত্র জলযন্ত্র মন্দির, তাহার পার্শ্বে ছোট আম্র বৃক্ষ তাহার বামে একটী রঙ্গনের গাছ। কুটীরের পশ্চাৎ ভাগে একটী খদির গাছ। তাহার দক্ষিণে একটী অর্ক তরু ও কিছু দূরে একটী বৃহৎ শমী বৃক্ষ। তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে একটী পলাশ। পলাশ তরুর মূল দিয়া একটী সূক্ষ্ম পথ বহিয়া অতিদূরে বিল্ব বৃক্ষচয়ে লুক্কায়িত একটী অতি ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন্দিরের দুই পার্শ্বে কনক ধুস্তুরা নম্রমুখী পুষ্পচয় ধরিয়া আছে। দেউলের সম্মুখে একটী বহুকালের পুরাতন অর্ক বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে চিত্রিত মৃগ সব চরিতেছে। শিবালয়ের পশ্চাতে বহু প্রকাণ্ড তরুচয়ের নীচে দিয়া গেলেই একটী প্রকাণ্ড মাঠে পড়িতে হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে আর কিছুই দেখা যায় না কেবল ঘন বৃক্ষ বন। মাঠের চতুঃসীমায় দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেলের গাছ ও গাছদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে এক একটী প্রস্তরের মূর্ত্তি। মাঠটী অতিযত্নে কেবল দূর্ব্বাচয়ে আবৃত। শ্যামল প্রভা দেখিলে নয়ন এক কালে স্নিগ্ধ হয়।

বরদাকণ্ঠ অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া এককালে আহারের ঘরে গিয়া আহারে বসিলেন। আহারান্তে বিধিপূর্ব্বক হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলে এক জন দাস আসিয়া অতি কোমল সুমিষ্ট জলপূর্ণ নারিকেল আনিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি নারিকেলের স্নিগ্ধকর সুতার বারিপানের পর হরিতকী দ্বারা মুখশুদ্ধ করিলেন। পরে অপর এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেটী তাঁহার পাঠের ঘর, সমস্ত ঘরটী জোড়া কোমল উর্ণার আসন বিস্তৃত। চতুষ্পার্শ্বে আচ্ছাদপর্য্যন্ত পুস্তকে পূর্ণ তাক। তাহায় কেবল রক্ত বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বস্ত্রাবৃত পুথি। বরদাকণ্ঠ সেই ঘরে গিয়া দক্ষিণ দিকের থাকের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন; পরে একখানি পুথি লইয়া আসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া পুস্তকটী হাতে লইয়া উদ্যানে নামিলেন। অট্টালিকার নিকটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋতু পুষ্পচয় নানা রঙ্গের পুষ্পে ভূমি আবৃত। কিছুক্ষণে পূর্ব্বাস্য হইয়া পুষ্পবন দিয়া ক্রমে পুষ্পোদ্যানের প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন একটী নির্জ্জন

(১) বৃক্ষের চক্রাকার বাবাশক্ত

স্থানে গাছের নীচে প্রায় পঁচিশটী ছাতারে পুচ্ছ নাড়িয়া কিচ কিচ করে ডাকিতেছে ও থপ থপ করে লাফাইতেছে। বরদাকণ্ঠকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে গেল। ক্রমে বরদকণ্ঠ ছায়া দিয়া যাইতে লাগিলে দূরে বৃহৎ আম্রডালে বসিয়া একটী ঘুঘু গম্ভীর স্বরে ডাকিতেছে। অপর দিকে শাখাবনের মধ্যে বসে একটী বুল্‌বুল ডাকিয়া নীরব হইল। দূরে চম্পাতীরে দোলনের ঝোপে বসে কুবো পাখি বিকট গম্ভীর স্বরে কুব কুব করিতেছে। একটী নারিকেলের গাছে দীর্ঘচঞ্চু কাঠ্‌ঠোকরা সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ ডাক ডাকিয়া ঘুরিয়া গাছের অপর দিকে গেল। একটী ময়ূর গাছের শাখায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে চক্ষুদ্বয় ফাঁক করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। তাহার দীর্ঘপুচ্ছ শাখার নীচে নামিয়াছে তাহা পত্রাভ্যন্তর দিয়া রবিরশ্মি প্রভাতে সুন্দর হইয়াছে। গাছের উপর পরগাছা। কেহ অপ্রশস্ত দীর্ঘ পত্রধারণ করিয়াছে, তাহায় উৰ্দ্ধস্থ সূর্যকিরণ তাহার স্বচ্ছপ্রায় পর্ণ দিয়া দেখা যাইতেছে, বোধ হয় যেন ঈষদ্ হরিৎ বর্ণ কাচের পত্র। গাছের ক্ষুদ্র উপশাখায় একটী বসন্তবিহারি প্রতি পলে চমৎকার স্বরে ডাকিতেছে। সে তরুতল কি রমণীয়। বরদাকণ্ঠ তাহার মধ্য দিয়া কুটীরে গিয়া বসিলেন। আপনার হস্তস্থ পুথী খানি খুলিলেন কিন্তু মনের চাঞ্চল্য বশত তাহা পাঠে মনোনিবেশে অক্ষম হইলেন। একমনে কেবল অরুন্ধতীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলেন, সময় আর অতিবাহিত হয় না। নিতান্ত অস্থির হইয়া সেথা হইতে উঠিলেন ও উদ্যান রক্ষকের ঘরে যাইয়া একটী নিড়াণ লইয়া কুটীরের দ্বারস্থ তৃণচয় পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বরদাকণ্ঠ গোবিন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "গোবিন্দ কুশল সমাচার বল। পিতার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার কথা কি উথাপন করিয়াছিলে। তিনি কি তাহাতে মত দিলেন। অরুন্ধতীর কি হইল। আমি আহার করিয়া সুস্থ হইতে পারি নাই। আমার কেমন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। আমি একবার অরুন্ধতীর নিকট যাইব মনে করিতেছিলাম আবার ভাবিলাম, বুঝি তাহার এখনও আহার হয় নাই।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি কর্তা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার কথায় বোধ হইল, অরুন্ধতীর প্রতি তাঁহার দয়া হইয়াছে। কিন্তু লোকাপবাদ ভয় করিয়া তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারিতেছেন না। একবার সাহাবাজপুরে লোক পাঠাইয়া ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের ও সেথাকার কুটুম্বদিগের মত জানিতে মানস করিতেছেন। আবার অরুন্ধতীর অজ্ঞাতবাস পাছে প্রকাশ পায় তাহাও ভাবিতেছেন।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "আমার আর একটি চিন্তা আছে।"

গোবিন্দ বলিল। "কিসের চিন্তা?"

বরদা বলিল। "আমি অরুন্ধতীকে শীঘ্র না পাইলে বোধ হয় ক্ষিপ্ত হইব। আমার কোন বিষয়ে মন যাইতেছে না। আমি দিবারাত্রি কেবল অরুন্ধতী রূপটী চিন্তা করি তেছি আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।"

গোবিন্দ বলিল। "তোমার এত ব্যাকুল হওয়া অন্যায়। অন্নপূর্ণামের আরাকান হইতে আসা অবধি তোমার অরুন্ধতীর সঙ্গে আলাপ। এত অল্প সময়ে যে অধিক প্রেম জন্মান অতি অসম্ভব।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ তুমি বিজ্ঞ হইয়া কেন অবোধের মত বলিলে। লোকের একদিনের মিলনে প্রেম জন্মিতে পারে, আমার সঙ্গে অরুন্ধতীর আলাপ আজ প্রায় এক বৎসর।"

গোবিন্দ বলিল। "এক বৎসর কিছু অধিক কাল নহে।"

বরদা বলিল। "আমার চক্ষে এক দণ্ড বহু দিন বোধ হইতেছে। ভাল পিতার সঙ্গে তোমার কি কথা হইল?"

গোবিন্দ বলিল। "আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম, মহাশয়! অরুন্ধতীর গৃহে দ্রব্যাদি সমস্ত পৌঁছিয়া দিয়া গ্রামে গিয়াছিলাম। এতক্ষণে বোধ হয় তাঁহার আহার হইয়া থাকিবে। তাহাতে তিনি বলিলেন। 'গোবিন্দ! আমি অরুন্ধতীর কষ্ট আর দেখিতে পারি না। সে রাজকন্যা যে স্বপাকে আহার করিবে, তাহা আমার সহ্য হয় না।' তাহাতে আমি বলিলাম, 'মহাশয়! মনে করিলেই তাহাকে কষ্ট হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন।' তিনি উত্তর করিলেন 'আমার কি অধিকার আছে?' আমি বলিলাম। 'কেন আপনি তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারেন।' তিনি আমার কথায় সিহরিলেন ও বলিলেন। 'গোবিন্দ তুমি অবিবেচকের মত কেন বলিলে, আমি কি অরুন্ধতীকে আপন গৃহে আশ্রয় দিয়া আপনার জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইব? আমা হইতে তাহা হইবেক না।"

বরদা এই কথাটি শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল। "কেন তুমি আমার কথা বলিতে পারিলে না।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি বলিয়াছিলাম।"

বরদা বলিল। "তাহাতে পিতা মহাশয় কি উত্তর করিলেন?"

গোবিন্দ বলিল। "তিনি প্রথমে আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না; কেবল বলিতে লাগিলেন, 'আমা হইতে তাহা হইবেক না। আমি কথন কুটুম্ব মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারিব না।' আমি আবার বলাতে বলিলেন। 'বরদাকণ্ঠকে ইহা কে বলিল? সে কিমতে জানিল?"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "তুমি তাহাতে কি উত্তর দিলে?"

গোবিন্দ বলিল। "আমি বলিলাম।' বোধ করি অরুন্ধতী তাঁহাকে বলিয়া থাকিবেন, নতুবা তিনি কি মতে অবগত হইলেন।"

বরদা বলিল। "তুমি বলিলে না কেন যে, আমি তাহার সকল সমাচার রাখি। ...র অজ্ঞাতে অরুন্ধতী কোন কর্ম্মই করেন না।"

...ন্দ বলিল। "আমি অত স্পষ্ট বলিতে সাহস করিলাম না। আমি বলিলাম,

বরদাকণ্ঠ বিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কখনই এমত বলিতে পারেন না। এমত সময় দেওয়া-নজি মহাশয় আসিলে কর্তামহাশয় বলিলেন 'ভাল, কেশব! তুমি অরুন্ধতীর বিষয়ে কি পরামর্শ দাও?' কেশব উত্তর দিলেন। 'মহাশয় আমার মতে এ বিষয়ে সাহাবাজস্থ আপনার আত্মীয় কুটুম্বদিগের মত আনান উচিত ও তত্রস্থ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের ব্যবস্থা লওয়াও কর্তব্য। ব্যবস্থা আসিতে এক সপ্তাহ হইবেক। ইতিমধ্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।' কর্তা মহাশয় বলিলেন। 'তবে তাহাই ভাল। এক্ষণেই পত্র পাঠাও।' দেও-য়ানজি বলিলেন। 'দুই ঘণ্টার মধ্যে সেথায় পত্র পৌঁছিবে। পরে তাঁহারা সকলে এক ত্রিত হইয়া সময় মতে উত্তর পাঠাইবেন।' কর্তা মহাশয় বলিলেন। 'আমার পরস্ত্রী শঙ্কিতা গৃহিণী অদ্য অরুন্ধতীকে আমার সঙ্গে দেখিয়া আমায় অরুন্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই ভৎর্সিলেন। আমার অরুন্ধতীকে ঘরে আনাও দায়।"

বরদা বলিল। "তবে কি সাহাবাজে পত্র পাঠান হইয়াছে?"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ ভজহরি পত্র লইয়া গিয়াছে।"

বরদা বলিল। "পত্রে কি লেখা আছে তাহা জান?"

গোবিন্দ বলিল। "পত্রে সংসর্গসন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছে।"

বরদা বলিল। "তবে ত অরুন্ধতী আমার হইবে না। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত কন্যা গ্রহণ ধর্মত অবৈধ নহে বটে, কিন্তু লৌকিক অপবাদে হয় ত পিতা মহাশয় কখনই সম্মত হইবেন না।"

গোবিন্দ বলিল। "আমার তাহাতে সমূহ সন্দেহ আছে।"

বরদা বলিল। "আমার কথা কি তাঁহার বিশ্বাস হইল না।"

গোবিন্দ বলিল। "তিনি তাহাও লিখিয়াছেন যে, একের বাক্যে কন্যাটি অপকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর দ্বার পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই।"

বরদা বলিল। "ইহার উত্তর কতদিনে আসিবার সম্ভাবনা?"

গোবিন্দ বলিল। "বোধ করি তিন চার দিনের মধ্যে আসিবে।"

বরদা বলিল। "ভাল তুমি তবে এক্ষণে যাও সায়ংকালে আমার সঙ্গে এই স্থানেই সাক্ষাৎ করিও।" গোবিন্দ স্বীকার পাইয়া চলিয়া গেল। বরদা কিছুক্ষণ ইতস্তত নিরী-ক্ষণ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন ও পদে পদে চন্দ্ররেখা কুঞ্জ পার হইলেন। রাজ-মার্গ দিয়া আপনার গোশালাভিমুখে চলিলেন।

নবম অধ্যায়।

"ক ঈপ্সিতর্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

এদিকে অরুন্ধতী বরদার গমনের পর অল্পে অল্পে আপন পর্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাকাদি সমাপন করিলেন ও আহারান্তে আপন বসিবার ঘরে গিয়া একান্ত চিত্তে আপনার ভূত সুখ ও বর্ত্তমান দাসীবৃত্তি ও নিরাশ ভাবী চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনুপরামের নৃশংসচরিত্রকে কতই দুষিলেন। গঙ্গালিসের ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথের দয়ায় কৃতজ্ঞতাশ্রুতে বক্ষস্থল আপ্লাবিত করিলেন ও বরদাকণ্ঠের নিরীহ পবিত্র প্রেমের দার্ঢ্যের সাহঙ্কারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শূন্য মন বরদাকণ্ঠকে সর্বে সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া সংসারমায়ায় আবদ্ধ হইল। আত্মীয় কুটুম্বের অভাব হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। ক্ষণ কালের জন্য তিনি সকলই বিস্মৃত হইলেন। কেবল বরদাকণ্ঠের মুখশ্রী, অনুপম যত্ন, তাঁহার আপদুদ্ধারণে অসীম অধ্যবসায় ও ভীম বল, শত্রুক্ষয়ে কঠিন পণ, অনিবার প্রেমবারিবর্ষণে অসহ্য শোকানল নাশ ও সিঞ্চিত সুখাঙ্কুরের দ্বিগুণ উন্নতি, তাঁহার মনকে ব্যাপিল। আবার ক্ষণেকে অনুপরামের চাতুরী ও গঙ্গালিসের ভুবন বিখ্যাত নিষ্ঠুরতা, ম্লেচ্ছধর্ম্মের খাদ্যাখাদ্য অবিচার, জাতিলোপ, বিবাহে পিণ্ডাবাধ, ফিরিঙ্গির বিপরীত অভ্যাস, অবৈধ আচার ও দৃঢ়বদ্ধ সঙ্কুচিতবেশ অরুন্ধতীর মনকে এককালে অবসন্ন করিল। যদিচ অরুন্ধতীর এক্ষণে সংসারে বরদাকণ্ঠ ভিন্ন স্নেহ পাত্র আর কেহ ছিলই না ও তিনি আপনিও বরদাকণ্ঠ ব্যতীত আর কাহারও স্নেহাস্পদ ছিলেন না; তথাপি এই সকল ভাব তাঁহার মনে উদিত হইলে তিনি বোধ করিতেন যে, গঙ্গালিসের অধীনা হইলে যেন এ সংসার হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, কেহই তাঁহাকে আর যত্ন করিবে না, সকলেই তাঁহাকে অপকৃষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিবে।

দুঃখিনী অরুন্ধতী কত ব্যবসিত হয়ে সম্ভাবিত দুঃখ সব কল্পনা করিলেন ও কি আগ্রহাতিশয়ে ইচ্ছা করিলেন যেন সে সব ঘটনা না উপস্থিত হয়। মনে মনে পণ করিলেন, কারাবদ্ধ হইব, প্রাণ পর্যন্ত দিব, তথাপি স্বধর্ম ত্যাগ করিব না ও মনোনীত বরদাকণ্ঠ ত্যাগে অন্য কাহাকেও প্রেমাস্পদ করিব না। একবার তাঁহার ত্যক্ত দেশের কথা মনে পড়িল। অমনি তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িল। তিনি বিষণ্ণ হইয়া একবার হা বিধাতঃ! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অমনি তাঁহার কোমল মন আর সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহার বক্ষস্থলে যেন বিশ্বম্ভর প্রস্তর চাপিল। তাঁহার শ্বাস রোধ হইল। অমনি তাঁহার ম্লান মুখটি বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িল। যেন ছিন্নমূল সন্তপ্ত পদ্মের মত বিষণ্ণ হইল। তাঁহার নিতম্ব ভার তাঁহাকে আর স্থির রাখিতে পারিল না। তিনি অমনি টলিয়া পড়িলেন। একাকিনী অনাথিনী প্রায় দুর্ভাগা অরুন্ধতী কতক্ষণ এরূপ পড়িয়াছিলেন, তাহা কেহই জানে না। মূর্চ্ছাবস্থা

হইতে ক্রমে প্রতিভা হইলে তিনি একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখেন যে, হৃদয়বল্লভ বরদাকণ্ঠ তাঁহার মুখে সুশীতল বারি সিঞ্চিয়া চামর লইয়া স্বয়ং অল্পে অল্পে দুলাইতেছেন। চক্ষু চাহিতে বরদাকণ্ঠ অমনি বলিয়া উঠিল। "অরুন্ধতি! এ আমি তোমার বরদাকণ্ঠ।" কিন্তু অরুন্ধতী উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় আবার মুদ্রিত হইল। আবার চেতনাবিহীন হইলেন। বরদাকণ্ঠ বাষ্পাকুলিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে অধীর হইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে তাঁহার মুখে সুশীতল বারি সেচিলেন ও চামর ঢুলাইলেন। অরুন্ধতীর স্থির মলিন মুখ যেন বিন্দু বিন্দু তুষারসিক্ত বিকশিতোন্মুখ কমলের ন্যায় দেখাইল। কতক্ষণে অরুন্ধতী আবার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন। আহা বরদাকণ্ঠের কি বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিবার নয়নোন্মীলনে তাঁহার মন আশাতে পূরিয়া উঠিল। আবার অব্যবহিত পরেই যেন উন্মূলিত হইল। কতক্ষণের শুশ্রূষার পর অরুন্ধতী আবার ক্রমে ক্রমে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন। বরদাকণ্ঠের হৃদয় হইতে যেন ঘন অন্ধকার বালার দৃষ্টিতে অপসৃত হইল। যেন এত ক্ষণের পর বরদাকণ্ঠের নয়নে দিবার আলোক লাগিল। বরদাকণ্ঠ যেন এতক্ষণ পরে সংসারে পশিলেন। অরুন্ধতী অল্পে হস্ত বিস্তারিলেন। বাক্‌শক্তি নাই, ইঙ্গিত করিলেন। বরদাকণ্ঠ আপনার হস্তে অরুন্ধতীর মৃদু ক্ষুদ্র করতলটি ধরিলে সুখস্পর্শে তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। অরুন্ধতী বহুক্ষণ মৌন দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "বরদা! তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "প্রায় দণ্ডের অধিক আসিয়া তোমাকে অচেতন দেখিলাম। তুমি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমি শয্যায় পতিতা আছ। তোমার কর ধরিয়া তোমাকে ডাকিলাম; উত্তর পাইলাম না। তোমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল দেখিলাম। গুরু ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝিলাম, তোমার মন স্থির নাই, দুঃখে অচেতন হইয়াছে। দ্রুতপদে অপর গৃহ হইতে জল আনিলাম। তোমার নেত্রে ও ললাটে সেচিলাম। চামর লইয়া ব্যজন করিলাম। তাহাতেও তোমাকে স্পন্দরহিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। অপর ঘর হইতে শয্যা আনিয়া তোমাকে মন্দে শয্যায় শয়ান করিলাম। তোমার মুখে আবার জল দিলাম, তুমি তখনও অচেতন। কতক্ষণ বায়ু সেবনের পর তুমি একবার নয়নোন্মীলন করিলে। আনন্দে আমার মন ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতা কি নিষ্ঠুর, নিমেষে তুমি আবার অভিভূতা হইলে। এইরূপ দুই তিনবারে তোমার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে স্ববল প্রাপ্ত হইলে তুমি এবার চাহিয়াছ। আর নয়ন বুজাইও না। আমি তোমাকে সে অবস্থায় আর দেখিতে পারিব না। পুনর্ব্বার সেরূপ হইলে আমিও সংজ্ঞাহীন হইব। অরুন্ধতী অস্থির হইও না।"

অরুন্ধতী ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল। "বরদা আমার উপায় কি চিন্তিলে। আমার আবার একটি আশঙ্কা হইতেছে। যখন অনুপরাম ও গঞ্জালিস সনদ্বীপে একত্রে মিলিবে, তখন গঞ্জালিসের ঘরে আমাকে দেখিবে না। ক্ষেমাকে দেখিয়া গঞ্জালিসকে

আমার সমাচার জিজ্ঞাসা করিবে। তবেই ত গঞ্জালিসের ভ্রম দূর হইবে। তবেই ত তাহার চক্ষু ফুটিবে। ক্ষেমাকে পীড়ন করিলেই সরলা ক্ষেমা সব বলিয়া দিবে।”

বরদা বলিল: “আমার এ চিন্তাটি হয় নাই। এক্ষণে আমি বুঝিতেছি যথেষ্ট বিপদ্ উপস্থিত, কি করা কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি চতুর্দিক শূন্য দেখিতেছি।”

অরুন্ধতী বলিল। “বৈদ্যনাথ কি আমাকে আশ্রয় দিবেন না।”

বরদাকণ্ঠ বলিল। “তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। এক্ষণে কিছু ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর আমিও প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িব না।”

অরুন্ধতী বলিল। “অনুপ তোমাদিগের নিকট থাকিতে দিবে না। গঞ্জালিসও পারত-পক্ষে ক্ষেমায় সন্তুষ্ট হইবে না।”

বরদা বলিল। “চিন্তিত হইও না। আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। আমি এক্ষণেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তাঁহার চরণ ধরিব।”

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা আমি তোমারই। তোমায় আর কি বলিব, আমাকে রক্ষা কর।” অরুন্ধতীর করুণ বাক্যে বরদা এক কালে দ্রবীভূত হইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন; ‘এখনি পিতাকে গিয়া সব বলিব ও যেরূপে হয় অরুন্ধতী রক্ষণে তাঁহার মত করাইব। তিনি একান্ত অমত করেন, আমি নিজেই সাধ্যমতে ত্রুটি করিব না।’ বরদাকণ্ঠ স্বভাবত অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন. কিন্তু তাঁহার অরুন্ধতীর প্রেম এত বলবান্ হইল যে, তাঁহার কর্তব্য কর্মেও অযত্ন হইতে লাগিল।”

বরদা বলিল। “সে চিন্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। অনুপরামের এমত অন্যায়া-চরণে সাহস হইবে না। এক্ষণে আমি যাই, দেখি পিতার কি মত।”

বরদাকণ্ঠ গাত্রোত্থান করিলে অরুন্ধতী তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি ধরিয়া যত্নে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে নিরব দৃষ্টি কত কথাই বলিল, কত বুঝাইল। বরদাকণ্ঠ দুই চক্ষে তাহা শুনিলেন ও চক্ষেই তাহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সাহস দানে প্রতিজ্ঞা করিলেন। চক্ষে চক্ষেই কথা হইল, তাহা সেই প্রেমিক যুগলই বুঝিল। কিছুক্ষণ পরে বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীর গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন ও চিন্তা করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, দেখেন তাঁহার পিতা সেই দিকে আসিতেছেন। বরদাকণ্ঠ বৈদ্যনাথকে দেখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। বৈদ্যনাথ নিকটস্থ হইয়া বলিলেন। “বরদা কি গোশালা হইতে আসিতেছ, অরুন্ধতীকে দেখিয়াছ? তিনি কোথায়?”

বরদা বলিল। “আমি অরুন্ধতীকে তাহার ঘরে রাখিয়া আসিতেছি, মহাশয় কি সেই খানে যাইবেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ আমি একবার অরুন্ধতী কেমত আছেন দেখিয়া আসি।”

বৈদ্যনাথ অগ্রসর হইলে বরদাকণ্ঠ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দূরে যাইয়া বলিলেন। “অরুন্ধতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মূর্চ্ছিত হইয়া-

ছিলেন। আপনি কি কিছু স্থির করিয়াছেন। অরুন্ধতীকে আমাদিগের ঘরে লইয়া গেলে হয় না?”

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ বরদাকণ্ঠের কথা নিরুত্তরে শুনিতেছিলেন ঘরে লইয়া যাইবার কথায় এক কালে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “ঘরে লইয়া গেলে আপনাদিগকে ঘর ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়। ফিরিঙ্গীর স্ত্রীকে কিরূপে ঘরে লইয়া যাই। আমি অরুন্ধতীর জন্য কি আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে ত্যাগ করিব?”

বরদাকণ্ঠ বলিল। “অরুন্ধতী ফিরিঙ্গীর স্ত্রী কিসে? আর আমাদিগকেই বা জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ত্যাগ করিবে কেন? আমরা অনাথা রাজকন্যাকে দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিলে কোন ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম করা হইল না।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “সেটি তোমার কথাপ্রমাণ কিন্তু গ্রামের কে না জানে যে অরুন্ধতী পতিতা হইয়াছে।”

বরদা বলিল। “মহাশয় নির্দোষীর অপবাদ ক্ষণস্থায়ী। অনুপরাম ও গঞ্জালিস আসিলেই তাহাদিগের মুখেই প্রকাশ পাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “ভাল সেই সময়েই বিবেচনা করা যাইবে।”

বরদাকণ্ঠ মনে মনে কত কথাই বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। পিতাকে গোষ্ঠদ্বারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোবিন্দ বলিল। “তুমি কি আবার অরুন্ধতীর নিকটে গিয়াছিলে?”

বরদা বলিল। “আমি তাহার সঙ্গ ছাড়িলেই আমার মন কেমন করিয়া উঠে। পিতা-মহাশয়ের সঙ্গে গোষ্ঠদ্বারে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কিছু বিরক্তি দেখিলাম। আমি ত আর এ অবস্থায় থাকিতে পারি না। আর একবার দেখিব, পিতার কি মত হয়, পরে আপনার চেষ্টায় নিযুক্ত হইব।”

গোবিন্দ বলিল। “তোমার চেষ্টা কি?”

বরদা বলিল। “যদি পিতা আশ্রয় দিতে অনিচ্ছা করেন, তবে অরুন্ধতীকে লইয়া দিল্লীশ্বরের আশ্রয় লইব। শুনিতেছি মানসিংহ এক্ষণে বর্দ্ধমানে আছেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। হিন্দু-শ্রেষ্ঠ মানসিংহ কখন ম্লেচ্ছকে বলপূর্ব্বক অরুন্ধতী হরিতে দিবেন না।”

গোবিন্দ বলিল। “তাহা হইলে কর্ত্তা মহাশয় আপনার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন।”

বরদা বলিল। “অকারণ ক্রুদ্ধ হইলে আমি কি করিতে পারি? আমি ত কোন কুকর্ম করিতেছি না। অসৎ কর্ম করিতাম তবে তাঁহার বিরক্তির ভয় করিতাম।”

গোবিন্দ বলিল। “এমত কর্ম করিও না। তাহা হইলে তিনি আপনাকে ত্যাগ করিবেন, আর কখন গৃহে লইবেন না।”

বরদা বলিল। "আমি তাঁহার মনের কষ্ট যত ভয় করি তাহার শতাংশও গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইতে ভয় করি না।"

গোবিন্দ বলিল। "তিনি এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

বরদা বলিল। "আমি তাহা জানি কিন্তু কি করি, আমার উভয়ই বিপদ্। আশ্রিত অরুন্ধতীর কষ্ট সহ্য হয় না।"

গোবিন্দ বলিল। ভাল এখন ত কোন বিপদই নাই: কেন অকারণ কল্পিত বিপদে ব্যথা পাও।"

বরদা বলিল। "এ কি প্রকার বিচার! অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অগ্রেই প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।"

গোবিন্দ বলিল। "তুমি এখনও জান না যে কি বিপদ্ ঘটিবে। আদৌ আপদ মাত্রই নাই তখন ছায়ায় ভীত হইয়া একটা গুরু কর্ম্ম করা বিবেচকের কায নহে।"

গোবিন্দ যদিচ বৈদ্যনাথের একজন সরকার ছিল কিন্তু বহু কালের ভৃত্য, এমন কি বৈদ্যনাথের পিতার আমলে তাহার আট বৎসর বয়সে ঐ সংসারে নিযুক্ত হয়। বরদাকণ্ঠের আজন্ম পর্যন্ত তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। বৈদ্যনাথও তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন; দেওয়ানকে ছাড়িয়াও গোবিন্দের সঙ্গে বিষয় কর্ম্মে পরামর্শ করিতেন বৈদ্যনাথের এক প্রকার সভাসদ্ ছিল। সর্ব্বদা বৈদ্যনাথের সঙ্গে অবকাশ হইলেই সায়ংকালে একত্রে বসিত ও পাঁচরকম কথা কহিত। গোবিন্দ বরদাকণ্ঠকে বিশেষ স্নেহ করিত ও বরদাকণ্ঠের একমাত্র পরামর্শক ছিল। বরদাকণ্ঠও তাহার নিকট কোন কথাই গুপ্ত রাখিতেন না। বরদাকণ্ঠ তাহাকে সর্ব্বদা মান্য করিতেন ও সময়ে সময়ে সমবয়স্কের মত ব্যবহার করিতেন।

বরদাকণ্ঠ গোবিন্দের কথায় বলিল। "তবে যতক্ষণ না বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে ও উদ্ধারোপায় এককালে অসম্ভব হইবে ততক্ষণ জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকিব। সেটি আমা হইতে হইবে না সে সব তোমার মত অলস, নিরুদ্যম লোকের কর্ম্ম।"

গোবিন্দ বলিল। "তুমি বালক, তোমার বয়ঃ স্বভাবচাঞ্চল্যে এত ব্যস্ত হইয়াছ। আমার বোধ হয় যে বিশুদ্ধ দয়া তোমার এরূপ চিন্তার একমাত্র মূল নহে। ভিতরে আরও কিছু আছে।"

বরদা বলিল। "আর কি থাকিতে পারে? আর যদিচ থাকে তাহাও কিছু কুনিমিত্ত নহে।"

গোবিন্দ বলিল। "তবে কেন শুদ্ধ দয়ার উপর এত ভর দিয়া প্রতিভাস(১) করিতেছ। স্পষ্টই বলনা যে তোমার অরুন্ধতী লাভ করিতে বিলম্ব সহে না।"

বরদাকণ্ঠ কিছু লজ্জিত হইয়া ঈষদ্ হাসিয়া বলিল। "যদি তাহা বলিলেই তোমার মনস্তুষ্ট হয় তবে তাহাই।"

(১) পক্ষাভাস, বৃথাতর্ক

গোবিন্দ বলিল। অরুন্ধতীর জন্যে, তত ভয়ের কারণ নাই। এক্ষণে সাহাবাজ হইতে পত্র প্রতীক্ষা কর।”

বরদা বলিল। “সে পত্রোত্তরের বিলম্ব আমার সহে না।”

গোবিন্দ বলিল। “দেখ, যখন উভয়পক্ষেই সমান সম্ভাবনা আছে, তখন তাড়াতাড়ি করিয়া কেবল দোষের ভাগী হইবার লাভ কি। যদি সাহাবাজের পত্রে অরুন্ধতীকে ঘরে লইতে ব্যবস্থা দেয় তবে অনর্থক কর্তামহাশয়ের কষ্টের কারণ হওয়া কি মনোনীত? হয়ত পত্র সাপেক্ষতার উপর আমরা অত্যন্ত গৌরব করিলে তোমাদিগের মিলনে তাঁহার মতও হইতে পারে।”

বরদা বলিল। “এটি ত ভাল বলিলে কিন্তু তুমি ভাবিলে না যে আমায় কত দিক হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। অনুপরাম যখন এখানে আসিবে তখন ত সব প্রকাশ পাইবে। তখন কি কর্তা মহাশয় অরুন্ধতীকে রক্ষা করিতে পারিবেন?”

গোবিন্দ বলিল। “সে উপস্থিতমতে বিবেচনা হইবেক। আর কর্তা মহাশয় কেনইবা না পারিবেন। অনুপরাম রাজ্যহীন, ধনহীন ও বলহীন, কখন কর্তার সঙ্গে সমকক্ষ হইবে না।”

বরদা বলিল। “না, অনুপরাম একক তাহার বিপক্ষ হইতে অসমর্থ বটে কিন্তু গঙ্গালিসের লোকবল অনেক।”

গোবিন্দ বলিল। “ঐ দেখ কর্তা অরুন্ধতীর নিকট হইতে আসিতেছেন। এত শীঘ্র যে ফিরিলেন। আমার বোধ হয় অরুন্ধতীর সঙ্গে অনেক কথা বার্তা হয় নাই।”

বরদা বলিল। “আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি একবার কর্তাকে আমার কথা গুলি জানাও।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি কি জানাইব; আমি তাঁহাকে এসব কথা বলিতে পারিব না।

বরদা বলিল। “ভাল তুমি থাক আমিই যাই।”

বরদা এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। হৃদয় দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। তালু শুষ্ক হইল। মন উচ্চাটিত হইল। পিতার রোষের ভয়, অরুন্ধতীর কষ্ট, পিতার অসন্তুষ্টি, আপনার মনঃপীড়া চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। মনে মনে প্রশ্ন ও উত্তর বিবেচনা করিলেন। পিতার সম্ভাবিক উত্তর সব বিদ্যুতের মত তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল; আবার সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্ভূত তাহার প্রত্যুত্তর গুলি ততোধিক সত্বরে উঠিয়া তাহা কাটাইল। লজ্জাও তাহার চক্ষুদ্বয়কে নীচ দৃষ্টি করিল। অল্পে অল্পে পিতার নিকট পৌঁছিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। বৈদ্যনাথের বরদাকণ্ঠ একমাত্র পুত্র থাকাতে তিনি নিতান্ত তাহাকে ভাল বাসিতেন। তাতে আবার বরদাকণ্ঠ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। গ্রামস্থ সকলেই বরদার সরলজ্ঞানীর মত স্বভাবকে প্রশংসা করিত, তাহাতেও বরদাকণ্ঠ তাঁহার পিতার চক্ষে অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। বরদাকণ্ঠ জ্ঞানোদয়াবধি

পিতার নিকট কোন আবেদন করেন নাই ও কখন কর্ম্মের কথাতেও লিপ্ত হন নাই। যাবজ্জীবন কেবল আপনার গৃহে পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মভীত। সংসারের মধ্যে সত্যই একমাত্র অবলম্বন জানিতেন। বহু পাঠে তাঁহার মনটি বিচারশীল হইয়াছিল। যখন আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন অন্যায়াচরণ বা অবিচার কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন ও আপনার উন্নত চরিত্রে তাহাকে সৎপরামর্শ দিতেন ও তিরস্কারও করিতেন। বিচারে প্রচুর অধিকার ছিল ও সুবিচারসম্ভূত জ্ঞানই তাঁহার স্থির জ্ঞান ছিল। বিচারাসঙ্গত বাক্য কর্ণে শুনিতেন না। আর কাহাকেও অবিচার করিতে দেখিতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলে 'অবিচারক' বলিয়া তিরস্কার করিয়া আপনার রোষ প্রকাশ করিতেন। তিনি জানিতেন, সত্য, জ্ঞানের একমাত্র পথ। জীবচরাপেক্ষা মানুষের উৎকর্ষতার মূল তাঁহার চক্ষে কেবল বিচার। অত্যুন্নত স্বভাব থাকায় তিনি স্বার্থসাধনে কণামাত্রও যত্ন করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু দয়ার সমুদ্র। অপরের জন্য আপনার যথাসর্বস্ব অকাতরে দিতে প্রস্তুত। অদ্য নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এ দিগে প্রবল পিতৃভক্তি, স্বার্থ যাচ্ঞার অতীব লজ্জা ওদিকে সমতীব্র অরুন্ধতীর প্রেম ও মহতী দয়ার বন্ধন তাঁহার মনকে জর্জরিত করিল। কতই চিন্তা করিলেন। ক্রমে তাঁহার পদ চালন শিথিল হইয়া আসিল। ভাবিলেন, তখন আর প্রত্যাগমন অসম্ভব। পিতার সম্মুখীন হইলেন। বরদাকণ্ঠের মন হইতে অরুন্ধতী চিন্তা সব অপসৃত হইল। ভক্তি বলবান্ হইল। বরদাকণ্ঠ সকল পরামর্শ বিস্মৃত হইলেন। ভক্তিতে তাঁহার মন গদগদ হইল। কেবল পিতার দিকে একবার চাহিয়া নীরবে ভূমি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথ বরদার ভাবে বুঝিলেন যে বরদা কোন বিষয় বলিতে আসিয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে না। পুত্রস্নেহ বৈদ্যনাথকে অধিকার করিল। বৈদনাথ কোমল বাক্যে শঙ্কিতমনা পুত্রের বৈক্লব্য (১) দূরাশয়ে বলিলেন "বরদাকণ্ঠ কি বলিতে চাহ, বল।"

বরদাকণ্ঠ পিতার প্রসন্ন বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন ও দৃষ্টিতে বুঝিলেন যে এক্ষণকার ভাব ভাল। স্থির মন হইলেন। অল্পে অল্পে তাঁহার বিচার গুলি ক্রমে ক্রমে বিদ্যুতের মত পর্যায় পরম্পরায় প্রণালীবদ্ধ হইয়া মনে পুনরুদ্ভাবিত হইল। কিন্তু এবারকার শৃঙ্খলের গ্রন্থি গুলি অন্য প্রকার। বলিলেন "আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। বলিতে লজ্জা পাই, সাহসও করি না। কিন্তু আপনাকে না বলিলেও কর্ম সিদ্ধ হয় না। যখন রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর গুপ্ত রাখায় লাভ নাই, বরং রোগের বৃদ্ধি হইবে। এক্ষণে আপনাকে অবগত করা আমার স্বার্থকর ও শ্রেয়স্করও বটে। আমার নিতান্ত অভিলাষও বটে। আজ প্রায় বৎসরাবধি এ ভাবটী আমার মনকে আশ্রয় করিয়াছে। আমি ইতিপূর্বে সংসারের অন্য কোন চিন্তা জানিতাম না, কেবল আপনার পুস্তক পাঠেই রত ছিলাম; এক্ষণে তাহাতে দেখিতে পাই ক্রমে যত্নের

(১) ক্ষোভ।

হ্রাস হইতেছে। বোধ করি এ পরিমাণে আর কিছু দিন হ্রাস পাইলে, অবশেষে একান্ত যন্ত্র-রহিত হইব, সেও কিছু শ্রেয়স্কর নহে।"

বরদাকণ্ঠ একটু থামিলেন। একবার পিতৃনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকণ্ঠের ভূমিকা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু স্থির হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছায় কোন উত্তর দিলেন না। প্রথমে যত পরিমাণে অনুগ্রহ-সহকারে শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কিয়ৎমানে কমিল, কিন্তু তাহাতে মুখের ভাবের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হইল না।

বরদা আরম্ভ করিলেন। "শারীরিক রোগের লক্ষণ সকল বাহিরে প্রতীয়মান হয় ও বহির্ব্যাপারে তাহার কারণ এক প্রকার ধার্য হয়; কিন্তু মনের কষ্টের শারীরিক লক্ষণ যথেষ্ট থাকাতেও তাহার কারণ অবগত না হইলে, কল্পনা বা বিদ্যার সাধ্য নহে। মনে একটিমাত্র বিদ্রধি (১) বর্তমানে শারীরিক শত ব্যাধিতুল্য বাহ্যিক লক্ষণ উৎপাদন করে। যখন সে আন্তরিক রোগ আপনার একমাত্র বাক্যে দূর হয়, তখন কেনই বা আমি আপনার নিকট হইতে গুপ্ত রাখিব, আর আপনিই বা কেন সে রোগকে বাক্য মাত্রের দ্বারা দূর করিবেন না? ইহাতে ক্ষতিই বা কি? আপনার মতদানে আপনার অযোগ্য কোন কর্মে মত দেওয়া হইবে না। বরং তাহায় আমাদিগের বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কাহার না ইচ্ছা যে আপনার গৌরব বৃদ্ধি করে। তাতে আবার যখন সে গৌরব লাভে পারত্রিক পর্যন্ত লাভ হইতেছে।"

বরদা থামিলেন। আবার তাঁহার পিতার দিকে চাহিলেন। বৈদ্যনাথের অঙ্কুরিত-সন্দেহ দৃঢ়মূলীবদ্ধ হইল কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। তিনি নিরুত্তরে রহিলেন।

বরদাকণ্ঠ আবার আরম্ভ করিলেন। "মনের বৈক্লব্য নিতান্ত অনুপশমনীয়। তাহা কিছুতেই দমন হয় না। তাহা অপর উপায়ে দমন চেষ্টা করিলে দ্বিগুণ বলে বৃদ্ধি পায়। মন নিতান্ত অজেয়। কেবল তাহার গতির অনুসরণ করিলে তাহা সাধ্যরোগ। যখন একান্ত কোন বিষয়ে মন নত হয়, তখন কোন বিপরীত বিচার তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না, তখন অবিচার প্রতিবন্ধক কি সামান্য!"

গোবিন্দ পিতাপুত্রের ব্যবহার লক্ষ করিতেছিল। বরদার ভূমিকা শুনিতে শুনিতে তাহাকে মনে মনে প্রসংশা করিতে লাগিল। ভাবিল, লোকে মনোনীত কর্ম সাধনে যেরূপ যত্নবান্ হয়, তাহায় কোন অভাবই বাধে না। বরদাকণ্ঠের স্বভাব ভাল জানিত। কখন তাহার বিশ্বাস ছিল না যে বরদাকণ্ঠ এরূপে আপনার নিবেদন পিতার নিকটে প্রকাশ করিবে। কিন্তু অদ্যকার ব্যাপারে এককালে বুঝিল যে স্বার্থচিন্তায় সকলই পরিবর্তিত হয়। ভাবিল প্রেমের কি অসহ্য বল!

---

(১) হৃদব্রণ, মনঃপীড়া।

বরদাকণ্ঠ বলিলেন। "সে রত্ন লাভে যে মন কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তদুদ্দেশে কায়মন পর্যন্ত পণ করে, তাহার বিধির ক্ষমতা নাই যে তাহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করেন। যখন কোন কর্মের বল অসহ্য হয় তখন তাহার মতানুসারী হইলেই শ্রেয়ঃ নতুবা আপনার বর্তমান অবস্থা হইতে অকারণ হীন হইতে হয়। যখন আমার মন একান্ত তল্লাভে যত্নশীল হইয়াছে, তখন তল্লাভব্যতীত আর কিছুতেই স্থির হইবে না। আপনি ইহাতে মত প্রকাশ করুন, আমি একান্ত তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। আরাকাণের রাজকন্যা আমাকে মোহিত করিয়াছে।"

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। যদিচ বরদাকণ্ঠের বাক্যে তাঁহার ক্রমে রাগ বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু অন্ত পর্যন্ত না শুনিয়া কোন ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এক্ষণে বরদাকণ্ঠের মুখে আরাকাণের নামোচ্চারণে এককালে অস্থির হইলেন। কোপে তাঁহার অধর কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, "বরদাকণ্ঠ যথেষ্ট হইয়াছে। বিদ্যায় তোমার জ্ঞানোদয় না হইয়া সামান্য বিষয়-বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তুমি কি কৃতঘ্ন! আমার এত কালের পরিশ্রম বিফল হইল! আমার সুখাশা উন্মূলিত হইল। তোমায় ধিক্! তুমি অন্ধ হইয়াছ; কি প্রকারে লজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা আমাকে জানাইলে? তুমি অনুরাগবদ্ধ হইয়া ধর্মাধর্ম জ্ঞান করিলে না? অনাচারী পতিতা স্ত্রীর চাতুরীতে মগ্ন হইলে!"

রোষে বৈদ্যনাথের জ্ঞান লোপ পাইল। এক্ষণে অরুন্ধতী তাঁহার চক্ষে পিশাচীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বলিলেন, "সে বিশ্বাসঘাতিনী দুর্মতি ডাকিনী অবোধ বালককে নারকী করণাশয়ে কত ছলনাই করিয়াছে। আমার নিকট কেমন সুশীলার মত কথাগুলি বলিল। কিন্তু অন্তরে গরল। তোমার সর্বনাশ চেষ্টা পাইতেছে। তুমি মূর্খ, তাহার মায়াজালে বদ্ধ হইলে। আবার এমনি নির্লজ্জ হইয়াছ যে, তাহার জন্য আমাকে বলিতে আসিয়াছ! যাও। তোমার দোষ নহে, অদৃষ্টের ভবিতব্যতা। আমি অজ্ঞাত-কুলশীলাকে আশ্রয় দিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম। গোবিন্দ! বরদার কথা শুনিলে?" গোবিন্দ কোন উত্তর করিল না।

বরদা বলিল। "মহাশয়! আরাকাণের রাজকন্যা যদ্যপি অজ্ঞাত-কুলশীলা হয়, তবে জ্ঞাত-কুলশীলা কে?"

বৈদ্যনাথ বলিল। "কে জানে, ঐ কুলটা আরাকাণ রাজকন্যা, তাহাতে আবার গঞ্জালিসের সহিত সহবাস করিয়াছিল; তুমি তাহার নাম আমার কাছে করিও না। আমি অদ্যই তাহাকে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিব। গোবিন্দ, তুমি সেই দুষ্টাকে বল, যে, সে অদ্য আমার গৃহ ত্যাগ করুক, তাহাকে থাকিতে দেওয়ায় আমার লাভ নাই; সে কি মায়াতে বরদাকে মুগ্ধ করিয়াছে।"

বরদা বলিল। "মহাশয়! তাহার যদি মায়ায় মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহাকে নয়নের অন্তর করিলেও তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইলেন না। কেন নিরপরাধে

আশ্রিতকে শাস্তি দিবেন? আপনার মত পরিবর্তন করুন। দয়াদৃষ্টিতে আমার প্রতি দেখুন ও উগ্রতা ত্যাগ করিয়া স্থির বিবেচনা মত আজ্ঞা দিন। অরুন্ধতী নিতান্ত অনাথা তাহাকে আশ্রয় দিয়া যত পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, কেন অকস্মাৎ ফুৎকারে তূলাপুঞ্জের মত বিকীর্ণ করিবেন ও হয় ত ইহাতেই ক্ষীণজ্যোতি অরুন্ধতীর জীবনের দীপটী এককালে নির্বাণ করিয়া পাপসমূহ পৃষ্ঠে ধারণ করিবেন। আপনি অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিলে, কেহই তাহাকে স্থান দিবে না; সে তরক্ষুযূথতাড়িত শ্বাসহীন মৃগীর মত মরিবে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন। অরুন্ধতীকে প্রাণ দান করুন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমি সে কালসর্পিণীকে আর গৃহে পুষিব না। গোবিন্দ! তুমি এইক্ষণেই তাহাকে দূর করিয়া আমায় সমাচার দাও।"

ববদাকণ্ঠ বলিল। "মহাশয়! আমায় দয়া করুন। নতুবা আমি এককালে জন্মের মত নষ্ট হইব।"

বৈদ্যনাথ বরদাকণ্ঠের বাক্যে কর্ণপাতমাত্র না করিয়া গোবিন্দকে অরুন্ধতীর বহিষ্করণে আদেশ দিলেন। গোবিন্দ প্রভু আজ্ঞা দুই তিনবার না শুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার বৈদ্যনাথকে নিতান্ত উগ্র দেখিয়া বলিল। "মহাশয়! আপনার আদেশ এই ক্ষণেই পালিত হইবে, কিন্তু একটী পরামর্শ দিতে আজ্ঞা চাহি।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "কি পরামর্শ? দেখি আবার তুমি কি বল।"

গোবিন্দ বলিল। "মহাশয়! আপনি যাহাকে একবার আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে কি বলিয়া সমুদ্রে নিপতিত করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। এক্ষণে মহাশয়ের রাগ হইয়াছে, বোধ করি ক্ষান্ত হইলে আবার তাহাকে আনিতে অনুমতি করিবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমি যখন তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার পাইয়াছিলাম, তখন অবগত ছিলাম না যে, সে বিষধারী কালসাপ।"

গোবিন্দ বলিল। "যদি বরদাকণ্ঠকে মোহিত করায় তাহার কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সেটি তাহার কর্ম নহে। বরদাও তাহাকে ততোধিক মোহিত করিয়াছেন। অত-এব যখন উভয়েরই মন একতান হইয়াছে, সে স্থলে তাহাদিগের মিলনে আপনার বাধা দেওয়া আমার মতে বড় শ্রেয়স্কর নহে। আপনার পুত্রের পক্ষেও কিছু শুভকর হইবে না। এক্ষনে আমি স্থানান্তরে যাই। কল্য প্রাতে আপনার নিকট আসিব, অবশ্য স্থিরবুদ্ধিতে যেরূপ অনুমতি করিবেন, সম্পাদন করিব।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "যদ্যপি তোমা হইতে আমার কর্ম এক্ষণে সম্পন্ন না হয়, তবে আমি যে ব্যক্তি সে কর্মে দক্ষ হইবে, তাহাকেই পাঠাইব।"

গোবিন্দ কোন উত্তর না করাতে বৈদ্যনাথের ক্রোধানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, "গোবিন্দ এখনও আমার কথা শুন, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় কালব্যয় করিও না।"

বরদাকণ্ঠ পিতাকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া গললগ্নকৃতবাস্ হইয়া যষ্টিবৎ ভূমে পড়িলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। "মহাশয় আমি ভিক্ষা চাহিতেছি আমায় অনুমতি দিন।"

বৈদ্যনাথ পুত্রকে এ অবস্থায় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে বরদাকণ্ঠের বাক্যের অনুমোদনে অনিচ্ছায়-মুখ ফিরাইয়া সে স্থান হইতে অন্তরে চলিয়া গেলেন। বরদাকণ্ঠ তাঁহার পিতাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিলেন ও নিতান্ত বিষণ্ণবদনে প্রাঙ্গন হইতে বহির্দ্বারে গমন করিলেন। গোবিন্দও বিসংজ্ঞে (১) তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। বরদাকণ্ঠ অল্পে অল্পে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অচেতনে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কত চিন্তাই উপস্থিত হইল। কিন্তু কি ভাবিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিতান্ত মনোবেদনায় অধীর হইলেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। পদদ্বয় অজ্ঞানত গোষ্ঠের প্রাঙ্গন পার হইল। ক্রমে অরুন্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে অরুন্ধতীকে দেখাতে তাঁহার যেন চমক হইল। কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি দেখিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের মুখের ভাব দেখিয়া নিতান্ত উচ্চাটিত হইলেন। আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু নিতান্ত ব্যাকুল বরদাকণ্ঠ তাহা লক্ষ করিলেন না। তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাঁহার সংজ্ঞাহীন দৃষ্টিতে অরুন্ধতী ভীত হইলেন। বুঝিলেন না যে কেন বরদার এরূপ ভাব। ভাবিলেন বুঝি অনুপরাম আসিয়াছে। অমনি সিহরিলেন ও অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমে পতিতা হইলেন। বরদাকণ্ঠ কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষের নিমেষ পড়িল না। পশ্চাতস্থ গোবিন্দ দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া অরুন্ধতীর মুখে জল সেচিতে লাগিল। ও বরদাকণ্ঠকে চামর লইয়া ঢুলাইতে বলিল। বরদাকণ্ঠ যন্ত্রের মত চামর লইলেন ও যেন যন্ত্র স্বরূপ ঢুলাইতে লাগিলেন। কতক্ষণের পর অরুন্ধতীর চেতনা হইলে তিনি কাতর আর্তনাদে বলিলেন। "আমায় রক্ষা কর মারিও না। না না আমা হইতে উহা হইবে না। আমি কখনই জাতি ত্যাগ করিব না। নরাধম গঞ্জালিস দূর হও। আমি ম্লেচ্ছ ধর্ম অবলম্বন করিব না।"

অরুন্ধতীকে উন্মত্তা প্রায় দেখিয়া গোবিন্দ নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল। "হা বিধাতঃ এ দুঃখিনীর মন এক কালে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে! দিবা রাত্রি কেবল সেই দুষ্টাচার অনুপরামকে ভয় করিতেছে। অরুন্ধতি! কেন অকারণ ভীত হও। অনুপরাম এখানে নাই। এ আমি তোমার পুত্র গোবিন্দ, আর ঐ দেখ তোমারই বরদাকণ্ঠ।"

বরদার প্রতি। "বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীকে শান্ত কর। কথা কও।"

এতক্ষণে যেন বরদার চমক ভাঙ্গিল। ব্যস্ত হইয়া অরুন্ধতীর পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিলেন ও তাহার বাম বাহুতে হাত দিয়া বলিলেন। "অরুন্ধতি চিন্তিত হইও না, এ

(১) বিসংজ্ঞ—সংজ্ঞাহীন অবস্থা।

আমি তোমারই বরদা, চাহিয়া দেখ, কোন চিন্তা নাই। দেখ বরদা তোমার সেবা করিতেছে। উঠ একবার চাহিয়া আমার চিন্তা দূর কর, আমি নিতান্ত অসুস্থ হইতেছি।" কত ডাকের পর অরুন্ধতী একবার অতি কষ্টে অতুল্য উদ্যমে চাহিলেন। অমনি বরদা-কণ্ঠের প্রেমময় নেত্র মিলিল। আহা যেন মন্ত্রপূত পুনর্জীবিতের ন্যায় ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন ও ব্যগ্র হইয়া বলিলেন। "কেও বরদাকণ্ঠ। আমারই বরদাকণ্ঠ। আমার হৃদয় বল্লভ। আমার রক্ষক। আমার ভ্রাতা। আহা বিপদের ছায়া, আমার সম্পদের জ্যোতিঃ। আমার নেত্রের তারা, শরীরের প্রাণ। মনের ভাব। আমার মস্তকের কেশ। এস আমার কল্পনাকে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ কর।"

উন্মত্তা অরুন্ধতী এই রূপে কতই বলিল, আহা তাহার পেষিত মন অনুপরামের চিন্তা হইতে এক কালে পরিত্রাণ পাইয়া কতই আগ্রহে হস্তগত ধনকে লইয়া অনুমোদন করিতে লাগিল। বরদাকণ্ঠের মনের ভাব ভিন্ন প্রকার ছিল। তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইয়া এক এক বার হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ উভয়ের বলাধিক্য প্রেমের গতি নিস্তব্ধে লক্ষ করিতে লাগিল ও মনে মনে ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ইহাদের মিলন হয়। আহা সে যুগল দেখিলে শত্রুর পর্যন্ত মন গলিয়া যাইত, তা গোবিন্দের কি। গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী যেন সায় দিয়া উভয়কে উৎসাহ দিতে লাগিল। অরুন্ধতী প্রতিবার নিষ্পীড়নে অধিকতর উগ্র হইয়া প্রেমভাবে নিযুক্ত হইলেন। অন্যমনস্ক বরদাও ক্রমে প্রেমের অসহ্য বলকে স্বীকার করিলেন ও মন হইতে কিছুক্ষণের জন্য সকল চিন্তা বহিষ্কৃত করিলেন। যেন চিন্তাগুলি ভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার চক্ষের কোণে লুকাইল। একটু বল শিথিল হইলেই অমনি আপনাদিগের স্বাভাবিক বেগে উদিত হইয়া বরদাকে মথিতে লাগিল। অতীব বেদনায় বরদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্তত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যেন এক অঙ্গে নিমেষ মাত্রও সে তীব্রযন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় অপর অঙ্গ সে যন্ত্রণার অধীন করিলেন। আবার ক্ষণেকে সেটিও শ্রান্ত হইলে অপর একটিকে তাহার বলের সম্মুখীন করিলেন। কিন্তু কতকক্ষণ এ রূপে চলেন বেদনার তীব্রতায় অতি অল্পকালের মধ্যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথিত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। আবার সে অবস্থা হইতে স্বভাব পাইবার পূর্বেই আবার বেদনার বলে নিয়োজিত হওয়াতে বরদা এককালে অস্থির হইলেন, কিন্তু সে মানসিক যাতনা কি অঙ্গে দূর হয়! আহা! অঙ্গের রোগের ঔষধ আছে। অন্যমনস্ক হইলে, অপর কর্ম্মে দৃঢ়-নিবেশে নিযুক্ত হইলে, লোকে বিস্মৃত (১) হয়; অচেতন হইলেও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু হায়! এ কঠিন অসহ্য মনের যাতনার শেষ নাই। ইহা হইতে ত্রাণ নাই। সুপ্ত হইলেও ইহা মনকে ছাড়ে না। ইহা যেন দুষ্ট আপালি (২) মত ধরিয়া থাকে। যত

---

(১) বিস্মৃত—স্মরণ রহিত।

(২) আপালি—এঁটিলি ইতি ভাষা।

কেন চেষ্টা পাও না, যত কেন বলে টান না, সে আপন মনে উদর পূর্ত্তি করিতেছে। শুনে না, কিছুই মানে না, কেবল শোণিত শুষিতেছে; আকর্ষণে বরং বেদনার বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম-পাতকীরও যেন সে কষ্ট না হয়। যে ইহার স্বাদ পাইয়াছে, সেই ইহা কিছু পরিমাণে জানে। এ যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে জনমের মত নষ্ট হইয়াছে। তাহার মুখে একটী অলোপী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। যাহাকে একবারমাত্র স্পর্শ করিয়াছে, তাহার পরমায়ুর অৰ্দ্ধেক গ্রাস করিয়াছে। আহা! তাহাকে মৃত্যুর পথে অনেক অগ্রসর করিয়াছে। তাহাকে ইহলোক হইতে শীঘ্র যাত্রা করিতে হইয়াছে। বিকট রোগে মনুষ্যের শরীর জর্জরিত হয় বটে, কিন্তু রোগ শান্তি হইলেই আবার ক্রমে সে স্বভাবকে পায়। কিন্তু মনের বেদনা! আঃ, চিন্তা করিতে ভয় হয়। মনের চিন্তা বলীকে ক্ষীণবল করে। জন্মের মত তাহার বল তাহাকে ত্যাগ করে। রূপ যায়, আর আসে না, শরীর ম্লান হয়। সুবুদ্ধি, আচাভূয়া হয়। পণ্ডিত, অকর্ম্মণ্যজড়পদার্থ হয়। হয় ত তাহার যাবজ্জীবনের উপার্জ্জিত জ্ঞান লোপ পায় ও কেবল জ্ঞানহীন বাতুল হইয়া জনসমাজে দয়াস্পদ হইয়া থাকে। কে জানে যে, এই খানেই তাহার শেষ। সে পাপ-চিন্তাই জানে, কবে তাহার চিহ্নিত বলীকে ত্যাগ করিবে? পরলোকেও কি চিন্তা নিরুপায় বলীকে ছাড়িবে না? একবার বরদাকণ্ঠের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, বজ্রকীটের মত তাহার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে চর্ব্বণ করিতেছে। আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াও বিষবোধ হইতেছে। আমোদ মত্ততার মত হইয়াছে। ক্ষণমাত্র অভিভূত রাখে পরন্তু চেতনা অবকাশ পাইলেই উদিত হয়। আহা! রাহুগ্রস্ত হইয়াই উদিত হয়। অরুন্ধতীর প্রেম-জ্যোৎস্নায় থাকিয়াও বরদার মন কাঁদিল। তাহার পঠিত বিদ্যায় কোন ফল দেখিল না। কখন কখন একবার বিদ্যুতের মত স্বাভাবিক তেজে দেখা দিতেছে, মনকে শান্ত হইতে বলিতেছে, কিন্তু অব্যবহিত পরেই আবার ঘনমেঘাবৃত গগনের ন্যায় তমসে আচ্ছন্ন করিতেছে। তড়িতের অসমজ্যোতিতে কেবল নিকটস্থ আগতপ্রায় ঘোরতর অগাধ অন্ধকার স্থবিরা ভীষণ বিভীষিকা মূর্ত্তিগুলি দেখাইতেছে। আহা! সে চপলা জ্ঞানালোকের অপেক্ষা চিরকাল অন্ধকারে থাকা ভাল, তাতে বিচ্ছেদের পরিবর্দ্ধিত কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। যে অরুন্ধতীর নয়নের কটাক্ষে বরদাকণ্ঠ বৈকুণ্ঠসুখ বোধ করিতেন, এবে আর তাঁহার সে ভাব নাই। অরুন্ধতীর প্রীতিবাক্যে তাঁহার মনের কষ্ট আরও জ্বলিয়া উঠিতেছে। কি ভাবিতেছেন, কেনই বা ভাবিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কতই চেষ্টা পাইতেছেন যে, জ্ঞানে চিন্তা দূর করেন, কিন্তু কার সাধ্য? গোবিন্দ বরদার কম্পিত কণ্ঠ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রুভাষিত নেত্র দেখিয়াই বুঝিল। বরদাকণ্ঠকে বিশেষ জানিত। তাঁহার সকল বিষয়ে ব্যগ্রতা জানিত। তাঁহার পিতার সহিত কথোপকথনও সব স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। কিছু ক্ষণ অবাধে আপনার পথে যাইতে দিল। অরুন্ধতীকেও ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিল। বরদা প্রায় এক দণ্ড নিস্পন্দ হইয়া অরুন্ধতীর হস্তে প্রাণহীন হস্ত রাখিয়া উন্মীলিত নয়নে রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে গোবিন্দ বুঝিল, চিন্তা এক্ষণকার

মত যথাসাধ্য কষ্ট দিয়াছে। আর সহিষ্ণু পাত্রাভাবে ক্ষণেকের জন্য ছাড়িয়াছে। আবার পুনর্জীবিত মন পাইলেই আসিবে, হায়! যদি না ছাড়িত, তবে হয়ত দুর্ভাগ্য বরদাকণ্ঠ আত্ম প্রাণদানে পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু চিন্তা কি নিষ্ঠুর! মনকে পুনর্বার বলসংগ্রহ করিতে দিল। আবার দ্বিগুণ বলে আক্রমণ করিবে, গোবিন্দ সময় বুঝিয়া বরদার বাহু ধরিয়া বলিল "বরদাকণ্ঠ চিন্তায় অভিভূত থাকিয়া নিস্পৃহ থাকিলে কিছু সিদ্ধ হইবে না। বৃথা কেন সময় নষ্ট কর। এক্ষণকার উপায় দেখ। আর স্ত্রীলোকের মত অচেতন হইয়া থাকিও না মনের ভাব প্রকাশ কর। দেখি যদি উপায় থাকে ত চেষ্টা পাই। তুমি পণ্ডিত, সর্বদা বলিতে যে বিপদে স্থিরবুদ্ধি থাকাই বিদ্যাভ্যাসের একমাত্র লাভ। বীর হইয়া কেন কাপুরুষের মত আচরণ কর।

বরদা বলিল। "গোবিন্দ আমি সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার পিতার জন্য চিন্তা হইতেছে। অরুন্ধতীর জন্যও চিন্তা হহইতেছে। আমি অরুন্ধতীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছি। আমার পিতার নিকটও বদ্ধ আছি। আমি অরুন্ধতীকে ছাড়িতে পারিব না। আমি পিতাকেও ছাড়িতে পারিব না। আমি অরুন্ধতী ত্যাগে সংজ্ঞাহীন হইব। আমি পিতৃবিচ্ছেদে অজ্ঞান হইব। আমি পিতার আজ্ঞার অমত কর্ম করিতে কষ্ট পাইতেছি। আমি পিতার আদেশ পালনে কষ্ট পাইব। আমার এ দিকে ধর্মলোপ ভয়, আহা! যিনি আমায় বালককাল অবধি পালন করিয়াছেন। আমায় জড় মাংসপিণ্ডাবস্থা হইতে সচেতন জ্ঞানী করিয়াছেন। আমি প্রতিক্ষণেই তাঁহার দয়ার ছায়ায় পোষিত হইয়াছি। তিনি আমার সুখসম্পাদনাশায় কত কষ্ট করিয়াছেন.ও এক্ষণেও সেই উদ্দেশেই এক প্রকার ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম করিতে প্রস্তুত। কি অসীম স্নেহ, কি অনির্বচনীয় প্রেম! আঃ কি বিষম মায়া, কি অনুপম দয়া! আমার জন্যই তাঁহার এত যত্ন। কিন্তু আমি কি মূঢ়! কি উন্মত্ত, আমার চৈতন্য হইতেছে না যে আমার মঙ্গলেচ্ছায় এতদূর পর্যন্ত স্বীকার করিতেছে, সেই শ্রেষ্ঠ গুরুর বাক্য অবহেলন করিতেছি। আমি কি নরাধম! গোবিন্দ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু অরুন্ধতীকেই বা কি বলিয়া ত্যাগ করি। সে অনাথা দুঃখিনী আমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়াছে। আমাকে তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে। এক দণ্ড না দেখিলে সে মূর্চ্ছিতা হয়। রাজ্যভ্রষ্ট, দেশবহিষ্কৃত, কুটুম্বত্যক্ত, ভ্রাতৃবঞ্চিত, ধর্মলোপ ভীত, নির্দয়াচরণ কম্পিত, প্রেমকবলিত, সর্বাংশে বর্জিত। তাহার আমি একমাত্র জীবনোপায়, কি করিয়া ত্যাগ করি। সে যে নিতান্ত আমা বই আর জানে না। তাহার আর কেহ নাই যে অসময়ে মুখে জল দেয়, আহা ঐ দেখ বিষণ্ণ মুখ। অরুন্ধতী আমি তোমারই।"

অরুন্ধতী অমনি কাতর হইয়া বরদাকণ্ঠের কণ্ঠ হস্ত দ্বারা ঘেরিল আর বাষ্পাকুলিত লোচনে গদ গদ স্বরে বলিল। "বরদাকণ্ঠ আমি তোমারই। কিন্তু আমার জন্য তোমার পিতাকে রুষ্ট করিও না। আমি সকল সহিতে পারি, সহিব।"

অরুন্ধতীর খেদে কণ্ঠরোধ হইল, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। কিছুই শোনা

গেল না, কেবল গলার অস্ফুট বাক্যোচ্চারণ আয়াসের ঘর্ঘর মাত্র। আহা! নিষ্কলঙ্ক বক্ষ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অরুন্ধতীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মুখকমল যেন আপ্লাবিত হইল। বরদা নীরবে তাহা দেখিলেন। তাঁহার প্রেম প্রবাহ বহিল। তরঙ্গে সকল চিন্তা দূরীকৃত হইল। তখন বরদার মনে আর কিছুই নাই, কেবল অরুন্ধতীর প্রেম! প্রেমের বশীভূত হইলেন। অমনি লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "গোবিন্দ চল তুমি যদি আমার প্রেমে প্রেমিক হও, চল অরুন্ধতীকে লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করি। আর আমি এখানে থাকিব না। এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করিব।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহে এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করা শ্রেয়। আর চিন্তায় প্রয়োজন নাই।"

বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীর হস্ত ধরিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ-বর্ত্তী হইল। তিন জনে গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আইলেন। কেহই দেখিল না। মাঠ পার হইলেন। কাহাকেই লক্ষ্য হইল না। মাঠ পার হইলে গোবিন্দ বলিল। "এখন কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ, সম্মুখ সন্ধ্যায় কোন স্থানে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। নিভৃত স্থান সকল অপেক্ষা ভাল। কর্ত্তামহাশয় না জানিতে পারেন।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ আমিও নিতান্ত অচেতন হইয়াছি, আমার সংজ্ঞামাত্র নাই, আমি কিছুই জানি না কোথায় যাইব। কি রূপে রাত্রি কাটাইব। তুমি কোন উপায় স্থির কর। কিন্তু এ স্থান হইতে অতিশীঘ্রই পলাইতে হইবে। মহারাজ মান-সিংহের নিকট যতদিন না পৌঁছিতেছি, তত দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। পথে কেহ দেখিলে, কি জানি কাহার মনে কি আছে। অনুপরাম ও গঞ্জালিসের লোকবল যথেষ্ট। তুমি যাহা করিবার হয় কর।"

গোবিন্দ বলিল। "চল মেঘনার পশ্চিম মোহনার তীরে বনের ধারে দ্বারিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজ রাত্রি কাটাইব, পরে কল্য প্রাতে পার হইয়া পলায়নের উপায় দেখিব।"

অরুন্ধতী বলিল। "সে নির্জ্জন স্থান বটে, সে দিকে কেহ যায় না। আমিও সেথায় পাঁচ রাত্রি কাটাইয়াছি, সেখানে দিবাভাগেও কেহ যায় না। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে একটু দ্রুতবেগে যাইতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন পার হওয়া উচিত।"

বরদা বলিল। "তবে বেগে চল, আমি প্রস্তুত আছি। তুমি যাইতে পারিবে ত?"

সকলে চলিল, অরুন্ধতী বলিল। "কেনইবা পারিব না। না পারিলেই বা রক্ষা কৈ।"

গোবিন্দ বলিল। "সন্ধ্যার পর বন দিয়া যাওয়া বড় যুক্তি মত নহে। তাতে আবার স্ত্রীলোক সঙ্গে। বনে ফিরিঙ্গিদিগের যে দৌরাত্ম্য!"

বরদা বলিল। "এ বনে দস্যুরা থাকিয়া কি লাভ পায়। এখানে ত জন সমাগম কদাচ হয় না।"

গোবিন্দ বলিল। "তাহারা এই বনের মধ্যে ছোট ছোট দিব্য গুপ্ত ঘর করিয়া বাস

করিতেছে। সমুদ্র নিকট ও মোহনার তীরে তাহাদিগের ডিঙ্গি চালনের সুবিধা হয়। তাহারা কিছু ঠাঙ্গাইবার আশে বনে বেড়ায় না, ডাঙ্গা তাহাদিগের এলাকা নহে। কিন্তু যদি গতায়াতে পথে দেখে, তবে অল্পে ছাড়িবে না।”

বরদা বলিল। “অরুন্ধতি তুমি এই দস্যু সমাকীর্ণ বনে কি রূপে যাতায়াত করিতে ও বলিতেছ কএক দিন দেবালয়ে বাস করিয়াছিলে। তোমার কি কিছু ভয় হয় নাই?”

অরুন্ধতী বলিল। “আমি বেলা এক প্রহরের পূর্বে অগম্য বন দিয়া লুকাইয়া সতর্কে যাইতাম। কোন লোক শব্দ পাইলেই অমনি ঝোপের ভিতর নিশ্বাস ধরিয়া লুকাইয়া যত ক্ষণ না চতুর্দিক নিঃশব্দ হইত, তত ক্ষণ আমি বনের পশুর মত ঘাসে পড়িয়া থাকিতাম। কিন্তু একদিন বড়ই বিপদ হইয়াছিল।”

বরদা বলিল। “কি কোন দস্যুর হস্তে পড়িয়াছিলে?”

অরুন্ধতী বলিল। “না তাহারা আমাকে দেখে নাই, কিন্তু আমি তাহাদের নিকটে দেখিলাম, অমনি একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়াইলাম। দুর্ভাগ্য পাপেরা সেই গাছের নিকটে বসিল। আমি একেবারে কাষ্ঠবৎ হইলাম। প্রতি মুহূর্তেই ভাবিলাম, বুঝি তাহারা আমায় দেখিয়া ধরে। কতক্ষণ এই মতে কাটাইলাম। তাহাদিগের কথা বার্তায় বুঝিলাম তাহারা সেই থানে কাহার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে, আমি অনেক ক্ষণ সেখানে সেভাবে দাঁড়াইতে ভয় পাইলাম। ভাবিলাম কিরূপে পরিত্রাণ পাই। কিছুই উপায় দেখিলাম না। পালাইবার ও সুবিধা বুঝিলাম না। অনেক চিন্তিয়া ইতস্তত দেখিলাম। কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দৈবের কর্ম। নিকটে রাশিকৃত পাঁশ দেখিলাম। আপনার অঞ্চল করিয়া পাঁশ গুলি উঠাইলাম। নিকট হইতে কতক গুলি বড় বড় কাঁকর উঠাইলাম। এই সব লইয়া অতি সাবধানে গাছে উঠিলাম। ডাল বাহিয়া যে ডালের নীচে তাহারা বসিয়াছিল তাহার উপর যাইয়া কিছু পাঁশ ফেলিলাম ও তাহারই অব্যবহিত পরে কতকগুলি কাঁকর ছড়াইয়া দিলাম। গাছের ডালটিতে দাঁড়াইয়া উপরের ডালটি ধরিয়া সজোরে নাড়িলাম। নীচের লোক গুলির মাথায় পাঁশ ও কাঁকর পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া উঠিল, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিল। পাঁশে চক্ষু অন্ধ হইল। নিবিড় জনশূন্য বনে সায়ংকালের পূর্বে এরূপ অননুভবনীয় ব্যাপারে তাহারা অভিভূত হইল। কঙ্কর পাতে তাঁহাদিগের ভয় দ্বিগুণ হইল। আবার গাছের ডাল নাড়ায় আরও আক্রান্ত হইয়া কে কোন দিকে পলাইল, তাহার হিসাব নাই। কেহ সাহস করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া আমার উৎসাহ হইল। আমি আরও পাঁশ বিক্ষেপ করিলাম। কঙ্করে চতুর্দিক ছাইয়া ফেলিলাম, আর বিকট ভরে শাখাটি দুলাইতে লাগিলাম। দুর্ভাগ্য বশত তাহাদিগের পলায়ন অব্যবহিত পরে সেই স্থানে আবার দুটি লোক আসিল। তাহারা পূর্ব আগত লোক দিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু পলায়িতদিগের নিকট কিছু স্পষ্ট উত্তর পাইল না। ‘গাছের উপর কি’ এই শুনিয়া উপরে দৃষ্টি করিতে, যেমন মুখ উঠাইবে

আমার অন্তরাত্মা শুকাইল, আমি একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলাম। আমার বিদ্যুৎ-বেগে মনে উদয় হইল অমনি অঞ্চলের পাঁশ ছড়াইলাম। চতুর্দিকে পাঁশে অন্ধকার। তাহাদিগের ঊর্দ্ধ মুখে পাঁশ পড়ায় তাহারা ব্যস্তে চক্ষুরুদ্ধ করিল, চক্ষুযাতনায় নিতান্ত কাতর হইল। আমি অমনি কাঁকর ছড়াইলাম। আর অতি বিষম বলে শাখা দুলাইতে লাগিলাম।"

একজন বলিল। "গাছে মানুষের মত দেখিলাম, বোধ হয় কোন দুষ্টবুদ্ধির কর্ম্ম।"

অপরটী বলিল। "না আমি তাহার কেবল পা দেখিয়াছি, সেটা প্রায় সাড়েসতের হাত লম্বা। চল পালাই।"

প্রথম বক্তা বলিল। "না আমার বোধ হয় কোন গ্রাম্য দুষ্ট বালকের কর্ম।"

আমি আত্মরক্ষা ভয়ে আরও পাঁশ ফেলিলাম ও কঙ্কর ছড়াইতে লাগিলাম। গাছের ডালটি জোরে নাড়িলাম। তাহাদিগের গায়ে কাঁকর লাগিল। প্রথম লোকটি বলিল। "ভূতের ঢিল তো গায়ে লাগে না, এ মানুষের কর্ম।"

আমি ভয়ে আরও পাঁশ ছড়াইলাম। ও অতি বেগে গাছ নাড়িলাম। আমার বলে ডালটা ভাঙ্গিল। আমি ভয়ানক শব্দে সেই শাখা সহিত ভূমে পড়িলাম। নীচের লোক দুটা অচেতন হইয়া পলাইল। একবারও পশ্চাতে তত্ত্বাবধারণে চাহিল না। আমি তাহাদিগের চমৎকৃতি সুযোগে আপন রক্ষা পাইয়া দৈব প্রশংসা করিলাম।"

বরদা বলিল। "এ সব বিপদ পূর্ণ স্থানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।"

গোবিন্দ বলিল। "না যাইয়াই বা কি করেন।"

ইহাদিগের কথোপকথনে পথশ্রম বোধ হইল না। বারিকেশ্বর মহাদেবের মন্দীর নিকটবর্ত্তী নিবিড় বনে পৌছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকের পক্ষী কল্লোল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমুদ্রকুলবাসী বকচয় উচ্চতর শাখা আশ্রয় করিয়া বসিল। অন্ধকার হইল। আর স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।

দশম অধ্যায়।

"বনে রণে শত্রু জলাগ্নিমধ্যে মহার্ণবে পর্ব্বতমস্তকে বা।"

এদিকে বৈদ্যনাথ অন্তপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বাহিরে বরদাকণ্ঠকে না দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। অল্পে অল্পে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া কাহার দেখা না পাওয়ায় পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দুই তিন দণ্ড কাল আছে। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া অশ্বত্থ গাছের তলে মাদুরের উপর বসিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন। 'বুঝি গোবিন্দ অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সে অনাথা বালা কোথায়ই বা আশ্রয় লইল। হয় ত গঞ্জালিসের দাসদলে তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বৈদ্যনাথের মনে অরুন্ধতীর প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল। কেবল লোকাপবাদ ভয়ে তিনি

প্রকাশ্যে বৈরাগ্য দেখাইতেন। ভাবিলেন, 'বরদা বোধ হয় রাগভরে আপনার ঘরে গিয়াছে। অরুন্ধতীকে বিদায় করিয়া দিলে তাহার কিছু দিন কষ্ট থাকিবে, পরে নয়নের অতীত হইলেই, ভাবিলেন, 'স্মৃতিপথ অতিক্রম করিবে।' আবার ভাবিলেন, 'বোধ হয় গোবিন্দ এ কাল-সন্ধ্যার সময় কখনই অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিবে না। কল্য প্রাতেই অরুন্ধতী স্থানান্তরিত হইবে। গোবিন্দ কিছু নিতান্ত অবিবেচক নহে, এ অসময়ে কখনই একাকিনী তাহাকে দস্যুহস্তে অর্পণ করিবে না। সাহাবাজ হইতে বা কি সমাচার আসিবে। বোধ হয় পণ্ডিতেরা অবশ্য অরুন্ধতীকে আশ্রয় দিতে বলিবে। কেনই বা তাহাকে ত্যাগ করিব। সে অনাথার কি দোষ।' আবার তাঁহার মনে বরদাকণ্ঠও অরুন্ধতী প্রতি দৃঢ়তর প্রেমের কথা উঠিল। তিনি অরুন্ধতীর সচ্চরিত্রে সন্দেহ করিলেন। ভাবিলেন 'সে কুটিলার জন্য আমার সাহাবাজে লোক পাঠান অন্যায় হইয়াছে। সে চাতুরী জানে। বরদাকে ছলনা করিয়া বশীভূত করিয়াছে। বরদা কখনই আমার সমক্ষে এরূপ উত্তর করে নাই। অদ্য নিতান্ত দুষ্টবুদ্ধির মত ব্যবহার করিয়াছে। অরুন্ধতীর সঙ্গে তাহার মিলনে তাহার সুখোদয় সম্ভব নহে। আমি কখনই উভয়কে মিলিতে দিব না। অরুন্ধতীকে স্থানান্তর করিব, বরদাকে সর্বদা শাসনে রাখিব। দুই তিন দিনের মধ্যে আপনি সাহাবাজে যাইয়া বরদার জন্য একটী পাত্রী স্থির করিয়া আনিব। শীঘ্র বরদার বিবাহ দিব।' আবার ভাবিলেন, 'যদি বলপূর্বক বরদার ইচ্ছার বিপক্ষে তাহার বিবাহ দিই, তবে ত বরদা জন্মের মত দুঃখী হইবে।' বৈদ্যনাথ একবার স্বভাব নিবন্ধন পুত্রবাৎসল্যে কাতর হইলেন, আবার অরুন্ধতীর দুঃখে নিতান্ত অস্থির হইলেন। পরক্ষণেই আবার সাহঙ্কারে বরদার অসহ্য বাক্যগুলি তাঁহার মনে উঠিল। তিনি রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দাস আসিয়া তাঁহাকে একটী হুঁকা দিতে তিনি তাহাকে গোবিন্দকে ডাকিতে বলিলেন। সেটী "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল। বৈদ্যনাথ তমাক খাইতে খাইতে একবার বহির্দ্বার দেশে ও একবার অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় পদচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন নিতান্ত চিন্তায় আকুলিত হইল। চিন্তায় নিমগ্ন বৈদ্যনাথ পদচালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্যদেব অস্তগত হইলেন। সন্ধ্যা-দেবী দর্শন দিলেন। বৈদ্যনাথ কিছুই লক্ষ করিলেন না। মাঠ হইতে গোপাল ঘরে রাখিয়া রাখালেরা তাঁহার বাটীতে সমাচার দিতে আসিল। বৈদ্যনাথকে কুশল সমাচার দিল। বৈদ্যনাথ অচেতনে 'আচ্ছা' বলিয়া বিদায় দিলেন। সায়ংদীপ জ্বালা হইল। অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল। একজন মহিলা একটি দীপ লইয়া অশ্বত্থ তলায় রাখিয়া নমস্কার করিল ও সায়ংশঙ্খ বাজাইয়া গেল। বৈদ্যনাথ এ সকল চক্ষে দেখিলেন, কিন্তু মনে ইহা স্পর্শও করিল না। দিনান্তরে তিনি পাল ফিরিবার সম্বাদ পাইলে স্বয়ং গোষ্ঠে যাইতেন ও গাভীদিগকে প্রণাম করিয়া আসিতেন। একবার অশ্বত্থ গাছকেও প্রণাম করিতেন; অদ্য সে সকল নিত্যক্রিয়া কিছুই হইল না। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক আসিয়া বলিল "মহাশয় সন্ধ্যার উদ্যোগ হইয়াছে, চলুন, আহ্নিক করুন।" বৈদ্যনাথ যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকার

মত তাহার অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসনে বসিলেন। আচমনও করিলেন। কিন্তু মার্জনার সময় তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি চিরপরিচিত মন্ত্র সব বিস্মৃত হইলেন। পুনর্বার আচমন করিলেন। আবার আসন পরিবর্তন করিয়া সংযত হইয়া বসিলেন, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য বশত সকল মন্ত্র স্মৃতিপথে আসিল না। অমনি যথাসাধ্য গায়ত্রী জপ করিলেন। যত সত্বর সন্ধ্যা কার্য সমাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন, মনের বিকার বশত প্রাত্যহিক সময়ের তিনগুণ অধিক কাল অতীত হইল, তথাপি সুশৃঙ্খলে সন্ধ্যাকার্য সম্পন্ন হইল না। পরে পুরুষপরম্পরাগত নিয়ম মতে অস্ত্র শস্ত্রাদির আরতি করিয়া আপনার বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন। একজন দাসকে ডাকিয়া গোবিন্দের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল। "মহাশয় সনাতন গোবিন্দের দেখা পায় নাই। গোয়াল ও নূতন বাগান খুঁজিয়া আসিয়াছে। গ্রামে তত্ত্ব লইতে গিয়াছে।"

পরেই দেওয়ানজি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিলে তাঁহাকে "অদ্য কিছু দেখা হইবে না" বলিয়া বিদায় দিলেন।

ক্ষণেক পরেই ভজহরি আসিল। বৈদ্যনাথ বলিল। "ভজহরি তোমার কি সমাচার?"

ভজহরি বলিল। "মহাশয় অদ্য কেবল দুই প্রহরের সময় 'সুর্পনখা' কূপক ছাড়িয়া পটভরে মান্দ্রাজে যাত্রা করিল। চারি হাজার গাঁট ঢাকাই কাপড় ও একশত গাঁট রেশম আর দশ সিন্ধুক আফিম আপনার এই নৌকায় পাঠাইলাম। গঞ্জালিসের ভ্রাতার দুইশত গাঁট সালরুমাল এই জাহাজে গেল। চড়নদার বাহান্ন জন। পাঁচ জনা মান্দ্রাজে যাইবে, বার জন বালেশ্বর, চার জন মছিপুর, এগার জন পুরী, বার জন কলিঙ্গপাটন, আর আট জন নীলাচলে যাইবে। ইহাতে জনও গেল।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "তবে তুমি একবার গোষ্ঠে গিয়া অরুন্ধতীকে এ সমাচারটি দিয়া যাও ও গোবিন্দকে আমার নিকট পাঠাইও। যদি পথে দেখা হয় ত বলিয়া দিও যে, আমি যাহা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে যেন না করে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিতীয় অনুমতির অপেক্ষা করে।"

ভজহরি "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হয়, এমন সময় বৈদ্যনাথ বলিল। "'রম্ভা' ফিরিয়াছে?"

ভজহরি বলিল। "আজ্ঞা এই এক ঘণ্টা মাত্র ঘাটে আসিয়াছে। এখনও তাহা হইতে কেহ নামে নাই। আমি দুইজনা চোপদার ও বার জনা পাইক তাহার রক্ষার্থে রাখিয়াছি। গোবিন্দের অবর্তমানে কাহাকেও নামিতে দিতে আপনার আদেশ নাই। কাল প্রাতে আপনার অবকাশ হয় ত একবার গোবিন্দের সঙ্গে যাইবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "তাই ভাল।"

ভজহরি বিদায় হইলে জনেক লোক আসিয়া বলিল, "মহাশয় গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম না। তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। বোধ হয় গ্রামে তহসিলে গিয়াছেন। নূতন বাগানে বলিয়া আসিয়াছি, আসিলেই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "তবে একবার বরদাকে ডাকিয়া আন।"

লোকটি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বহির্দ্বার পার হইয়া গোষ্ঠের দিকে চলিলেন। ক্রমে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অরুন্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিয়া অরুন্ধতীকে না দেখিয়া গোষ্ঠস্থ কর্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "অরুন্ধতী কোথায় গেলেন ?"

তাহারা বলিল। "মহাশয় আমরা বলিতে পারি না। মাঠ হইতে আসা অবধি তাঁহাকে দেখি নাই।"

বৈদ্যনাথ কিছু ক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন। প্রায় এক দণ্ড কাল অরুন্ধতীর প্রতিক্ষায় থাকিয়া অবশেষে গাত্রোত্থান করিলেন। ও তত্রত্য দাসগণকে বলিলেন, যেন অরুন্ধতী প্রত্যাগমন করিলেই তাহাকে সমাচার দেয়।

রজনীর অন্ধকারে একা মাঠ পার হইয়া আসিতেছিলেন। ঈষদ্ দক্ষিণ বায়ুসঞ্চারণে শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল। আহা বহু কাল উত্তর বায়ুর পর ঈষদ্ দক্ষিণ বায়ু কি সুখকর! পক্ষিগুলি অন্ধ হইয়া নিস্তব্ধে বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। কদাচিৎ একটার পাখা নাড়ার ঝটপট শব্দমাত্র বিজন মাঠের রম্য তপোবনোপম বিশ্রাম নষ্ট করিতেছে। কখন কখন ঝিল্লীর তীক্ষ্ণ, সময়পরিমিত স্ফূরন্ জগৎ ব্যাপিতেছে, প্রতিধ্বনিতে শব্দদ্বয়ের বিশ্রাম পূরিতেছে। বৈদ্যনাথের একতান মনকে শব্দ আক্রম করিল। তাঁহার কর্ণকুহর শব্দ, প্রতি শব্দে পূরিল। বৈদ্যনাথ আপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া কোন দিকে না দেখিয়া গোষ্ঠের মাঠ পার হইলেন। উদ্বিগ্নমানস থাকায় বরাবর মাঠ দিয়াই চলিলেম, গোষ্ঠ হইতে তাঁহার সদর বাড়ি যাইবার পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে পশ্চিম মুখে মাঠ বাহিয়া চলিলেন। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। অর্দ্ধোদিত চন্দ্র কিরণে মাঠ শোভিল। দীবা সমীরণে তাঁহার সন্তপ্ত শির স্নীগ্ধ হইতে লাগিল। প্রায় দুই ক্রোশ পার হইয়া, ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন। বন দেখায় বৈদ্যনাথের চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলেন কোথায় আসিলাম। পাদচালন বন্ধ করিয়া কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝিলেন যে, তাঁহার আবাস হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশের অধিক পশ্চিম দিকে আসিয়াছেন। বন পার হইলেই মেঘনার মোহানা। একবার করতল দিয়া আপনার ললাট চাপিলেন। চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। আবার ক্ষণেক পরেই চাহিয়া দেখিলেন যে, সত্যই বনের মধ্যে আসিয়াছেন। প্রত্যাগমন দুর্ঘট, পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্তও হইয়াছিলেন। বনের পথ অবগত ছিলেন না। চন্দ্র লক্ষ করিয়া পূর্ব দিকে গেলেই মাঠে পড়িবেন, পরে আপনার আবাসে যাইতে পারিবেন। এই স্থির করিয়া ফিরিলেন এবং কেবল চন্দ্রের দিকে চলিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ পথ দেখিতে না পাওয়ায় এক অতি কুটিল কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পশিলেন, চতুর্দ্দিকের কণ্টকরাশিতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। দুই চারিবার পাদচালনের পর অগম্য কণ্টকাবরোধ তাঁহার গতিরোধ করিল। অগত্যা সে দিক ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পার্শ্বে যাইতে

চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে এক স্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হওনের আশায় কেবল দক্ষিণ প্রান্তে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে পথশ্রমে নিতান্ত শ্বাসরহিত হওয়ায় ব্যাকুল হইলেন। মনঃপীড়ার উপর শরীর কষ্ট একান্ত অসহ্য হইল। বহিষ্কৃত হওনের পথ লক্ষ হইল না। বৈদ্যনাথ ভাবিলেন, 'একি বিপদ, এক্ষণে কি রূপে বন হইতে নিষ্ক্রমণ করি। একাকী এ নির্জন বনে রাত্রি বাস করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। শুনিয়াছি এ বন বরাহ ও বৃচক্ষয়ে পূর্ণ। রাত্রিকালে নিরাশ্রয়ে কি প্রকারেই বা থাকিব। হয়ত অদ্যই কোন হিংস্রক জন্তুর নৃসংশ দশনে চর্বিত হইব বা সর্পের শীতল আর্দ্র পঙ্কিল পাশে বদ্ধ হইয়া নিষ্পীড়িত হইব। আমি কি অদ্যকার কষ্ট সহ্যের জন্যই জীবিত ছিলাম। হা বিধাত! কেন আমাকে কুপথে আনিয়া সঙ্কটে ফেলিলে। জন মাত্রেরও শব্দ পাইতেছি না। এখানেই বা এ সময়ে কাহার প্রয়োজন।' দূরের একটি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটর হইতে একটি তক্ষক বিকট শব্দে উত্তর দিল। শব্দমাত্রেই বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প হইল। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে একটি পুরাতন মাচালের ভীষণ গর্জন ঝঞ্ঝনায় বন পূরিল। বৈদ্যনাথের শরীর লোমাঞ্চিত হইল। বৈদ্যনাথ সিহরিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একান্ত কাতর হইলেন। ক্রমে চন্দ্রদেব ঊর্দ্ধদেশ আশ্রয় করিলেন। কত ক্ষণের পর বৈদ্যনাথ পূর্বদিক দিয়া নিষ্ক্রমণে হতাশ হইয়া গাঢ় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্যোৎস্নায় পথ লক্ষ করিয়া ক্রমে বনের পথ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখেন একটি কাষ্ঠের সুগঠন কুটীর। তাহার অব্যবহিত দূরে একটি অতি প্রকাণ্ড বটগাছ। কুটীরের চতুর্দিকে কাষ্ঠের বেড়া। বেড়ার দ্বারটী ছোট বেড়ার উপর নানাবিধ লতা আশ্রয় করিয়া শাখা-প্রশাখায় প্রায় সমস্ত বেড়াটি আচ্ছাদন করিয়াছে। দূর হইতে কুটীর দৃশ্য হয় না। কুটীর দর্শনে বৈদ্যনাথের মন জনমিলন আশায় প্রফুল্লিত হইল। কুটীরে গিয়া আশ্রয় লওয়া স্থির করিয়া তাহার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বারটি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। শৃঙ্খলগ্রন্থি মোচন করিয়া দ্বার দিয়া কুটির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তর হইতে অর্গলা দিয়া দ্বারটী রুদ্ধ করিলেন। ক্রমে কুটীর দ্বারে প্রবেশ করিয়া কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন একটি দীপ জ্বলিতেছে, ঘরের মধ্যে তিন খানি কাষ্ঠের প্রায় দুই হাত ঊর্দ্ধ পাদপাঠ (১)। মধ্যে চতুষ্কোণ একটি কাষ্ঠের ত্রিপদী (২)। ঘরের অপর দিকে দুইটি পর্যঙ্ক, কাষ্ঠের প্রাচীরে দুইটী বন্দুক ঝোলান রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে বারুদ ও গুলির তোবড়া দশটা। অপর পার্শ্বে পাঁচটী ধনু, যোল সতেরটী তূণ সুতীক্ষ্ণ শর পূর্ণ। দুইটা তলবারি, একখানা চর্ম, একটা কৃপাণী। অপর দিকে ছিপ, বরসা, ভীষণ খড়্গ। দীপ্তিমান চন্দ্রহাসদ্বয়। ঘরের পূর্বদিকে আর দুইটী ছোট ছোট ঘর। একটীর দ্রব্যাদি দেখিয়া

(১) চৌকি। (২) টেবিল, তেপায়া।

রন্ধনালয় বোধ হইল। অপরটী কেবল দ্রব্যচয়ে পূর্ণ। বড় বড় সিন্ধুক, পেটারা, বাক্স প্রায় ঘরের চালপর্যন্ত সাজান আছে। ঘরে দ্রব্যাদি লক্ষ করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম লাভেচ্ছায় কুটীরের অন্তর্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দীপটী উজ্বল করিয়া এক পর্যঙ্কে শয়ন করিলেন। পথশ্রমে নিদ্রা শীঘ্রই আসিল কিন্তু স্থানান্তরিত হওয়ায় অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া আপনার বিগত বিপদ, দুর্গার কৃপায় বিজন অরণ্যে আশ্রয় লাভ; আবার অরুন্ধতীর কথা স্মরণে, তাহার উপায় চিন্তা, বরদাকণ্ঠের মনের চাঞ্চল্য, তাহার মনে পর্যায় ক্রমে উঠিতে লাগিল। একের পর অপর, অপরের পর আর একটী চিন্তায় বৈদ্যনাথের মন তাড়িত হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ পর্যঙ্কে কেবল পার্শ্ব ফিরিতে লাগিলেন। কিছুতেই সুখবোধ হইল না। শয্যাকণ্টক হওয়ায় নিতান্ত অস্থির হইয়া একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বারে লোকের শব্দ হইল। বৈদ্যনাথ ব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, ভাবিলেন। 'ভাল হইল গৃহকর্তা আসিতেছে, একা বনমধ্যকুটীরে থাকাপেক্ষা দুই জনে সৎকথায় কালযাপন করা সুখকর।' শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীর দ্বারে যাইতে, শুনেন বাহিরে চার পাঁচ জন দ্বার খুলিতে ক্রুরধ্বনিতে আদেশ করিতেছে। বাহির হইতে বলিল। "কে আমাদিগের আবাসে আছ। শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, নতুবা আমরা দ্বার ভাঙ্গিয়া তোমাকে যমালয় পাঠাইব। কে দুরাচার আমাদিগের নির্জ্জন কুটীরে পদবিক্ষেপে আপানার মুণ্ডকে শাস্ত্যার্হ করিল। কে নরাধম দস্যু আমাদিগের কুটীরের নির্জনতা নষ্ট করিতেছে। কে আমাদিগের ক্লেশোপার্জিত ধনচয় অপহরণাশয়ে এ জনশূন্য বনে আসিয়াছে।" বাহিরের এইরূপ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথের মন হইতে আশাকণা অপসৃত হইল। বৈদ্যনাথ ভীত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, এ বাসটী কোন ভদ্রলোকের নহে। আর ভদ্রের বাস এ জনশূন্য বনেই বা কেন হইবে। ব্যাধেরও ঘর নহে। ব্যাধের ঘরে এত দ্রব্যাদি থাকা অসম্ভব। বৈদ্যনাথের কণ্ঠ শুষ্ক হইল। বৈদ্যনাথ আর পদচালনে অশক্ত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে বন্যজন্তু অপেক্ষা পাষণ্ড মানুষ অধিকতর হিংস্রক ও ভয়ানক। বৈদ্যনাথ পরিত্রাণের কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিলেন না। দ্বার রুদ্ধ রাখায় পরিত্রাণের আশা নাই জানিয়া, কুটীরের দ্বার খুলিলেন। প্রাঙ্গণে দেখেন, কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ আছে। ব্যস্তে ঘরে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া দীপটী নির্বাণ করিলেন। অন্ধকারে ঘর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অতি সন্তর্পণে বহির্দ্বারটী খুলিলেন, অমনি একখানি চৌকী আনিয়া, তাহার উপর বসাইয়া আপনি ব্যস্তে ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইলেন। বাহিরের লোকেরা ঘন ঘন দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। কাহার উত্তর না পাইয়া, ভূয়োভূয়ঃ শাসাইয়া গালি শাপপ্রভৃতি দিয়া, বলে দ্বারে পদাঘাত করিল। দুই তিন পদাঘাতে চৌকিটী উলটাইয়া পড়িল। অমনি দ্বারটী খুলিয়া গেল। রোষ বসে তাহারা পাঁচজন বেগে প্রাঙ্গণ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অমনি সেই অবকাশে বৈদ্যনাথ বহির্দ্বার দিয়া বাহিরে গেলেন। চারজন কুটীরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে চলা অভ্যাস থাকায় শীঘ্র

অগ্নি আনিয়া দীপটী জ্বালিল। দীপালোকে একেবারে ঘরের চতুর্দিক দেখিয়া একজন বলিল। "আনথনি ঘরে কে ছিল, সে কোথায় গেল।"

আনথনি উত্তর করিল। "ঘরে আবার কে থাকিবে।"

প্রথম বক্তা বলিল। "কেন আমি যাইবার সময় ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখিলাম, বাহিরের শিকলি খোলা। তারপর, আবার ভিতর হইতে দ্বারের উপর চৌকীই বা কে রাখিল। এই দেখ এ শয্যা এখন গরম আছে ও যে শুইয়াছিল যাহার শরীরের ভরে বালীশ ও গদি মধ্যে বসিয়া গেছে। ক্লড এবড় সহজ কথা নহে। চল দেখিয়া আসি। আনথনি ত গ্রাহ্য করিল না।"

ক্লড বলিল। "আনথনি, যা বলে ফ্রান্সিস্কো শুন। ভিতর হইতে চৌকি দ্বারের উপর কে চাপিয়া দিল।"

বৃদ্ধ গোমিস্ তমাক খাইতে খাইতে বলিল। "এখন তাহার বিচারে আর কি প্রয়োজন। বস আপন আপন আহার করিয়া বিশ্রাম লও। কেহ আসিয়া থাকে আসিয়াছে, তাহাতে আমাদিগের কি ক্ষতি। সে সদর দ্বার দিয়া পলাইয়াছে। নতুবা আর পলাইবার পথ নাই। এখন ঘরের ভিতর দেখিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া বিশ্রাম কর। আর অনর্থক বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমায় কিছু খাইতে দাও।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "গোমিসের কথা শুনিলে। যে দিক যাও, গোমিস আপনার খাইবার কথা ভুলে না। গোমিস তোমার খাইয়া কি আশ মেটে না।"

গোমিস মুখ নামাইয়া রোষে গভীর স্বরে বলিল। "কি খাইলাম যে আশ মিটিবে। তোমরা সকলেই আমাকে অধিক খাইতে দেখ কিন্তু যখন খাইতে বসা যায় তখন দুর্ভাগা গোমিসের অদৃষ্টে কখনই আর সমান অশন মিলিল না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "সে দোষ আমাদিগের নহে তোমার দাঁত নাই, তুমি অতি মন্দে খাও কাযেই সকলের শেষ হয়।"

গোমিস বলিল। "আমিও ত তাই বলিতেছি। আমার কৃতাংশ কেহই ছাড় না। তোমরা শীঘ্র খাইয়া অধিক আত্মসাৎ কর আমি চিরকাল অর্দ্ধাশনে জীবন কাটাই।"

ক্লড বলিল। "আমি যদি তোমায় খাইতে দিই, তবে কি হইবে?"

গোমিস বলিল। "তবে পূর্ব্বেকার দোষ সব ভুলিব।"

আনথনি বলিল। "ফ্রান্সিস্কো কিছু খাদ্য আন, আমরা সকলেই শ্রান্ত হইয়াছি।"

ফ্রান্সিস্কো গৃহান্তর হইতে কিছু খাদ্য আনিয়া তেপায়ার উপর রাখিল। আর একটা মাটির জগে করে একজগ মদ একটা পিপে হইতেও আনিল। আনথনি ও ক্লড তেপায়াটাকে ধরিয়া গোমিস যে পর্য্যঙ্কে বসিয়া ছিল, তাহার নিকটে আনিল। আনথনি ও ক্লড মাটির জগটী লইয়া অভিরুচি পর্যন্ত মদ পান করিল। ক্রমে অপর তিনজনে জগটী শুষ্ক করিল। গোমিস পানান্তে একটী দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া বলিল। "গঞ্জালিস আসিলে আমাদিগকে অবশ্য পুরস্কার দিবে, অদ্যকার মত কর্ম্ম অনেক দিন হয় নাই।"

আনথনি বলিল। "সে ছুঁড়িটা ন্যূন সংখ্যা দুই শত খান মোহরে বিক্রয় হবে।"

ক্লড বলিল। "ছোঁড়াটা কি গোঁয়ার। গায়ে জোরই কত। গোমিসকে যে কিলটি মেরেছিল, আমার বোধ হল বুঝি সেই খানেই গোমিসের কবর হইল।"

আনথনি বলিল। "তোমরা তাদের দেখা পেলে কোথা।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা বৈদ্যনাথের 'সূর্পনখা' মেরে বেঞ্জামিনের ঘর থেকে আসিতে দেখা পাই।"

আনথনি বলিল। "তবে তোমরা আমার আসিবার অতি অল্প পূর্বেই গোল আরম্ভ করিয়াছিলে।"

ক্লড বলিল। "ছুঁড়িটাকে ধরিবার পরই তুমি এসে উপস্থিত হইলে। তুমি আজ কএক দিন কোথায় ছিলে।"

আনথনি বলিল। "আমি আজ যক্ষপুর হইতে আসিতেছি।"

ক্লড বলিল। "যক্ষপুরের কিছু নূতন সমাচার আছে ?"।

আনথনি বলিল। "সেখানকার আমীরেরা সকলেই প্রস্তুত আছে, বলিল অনুপরাম আসিয়া পৌছিলেই তাহারা সকলে খড়্গ হস্ত হইবে। একজন অনুপরামের ভগ্নীকে এক পত্র দিয়াছে, আমি সেটি দিতে প্রথমে অনুপরামের বাসায় যাই।"

গোমিস বলিল। "কেন তুমি কি জাননা যে অনুপরামের ভগ্নী গঞ্জালিসের প্রেয়সী হইয়াছে।"

আনথনি বলিল। "না আমি ত শুনিয়াছিলাম যে দুই তিন দিনের মধ্যে তাহাদিগের বিবাহ হবে কিন্তু মনে করিলাম, বুঝি অরুন্ধতী অনুপরামের বাটীতেই আছে।

ক্লড বলিল। "তার পর তুমি কোথায় তার দেখা পেলে।"

আনথনি বলিল। "আমার এখন একটি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তুমি যে যক্ষপুরে গিয়াছিলে, আমি তাহা কিছুই জানিতাম না।"

আনথনি বলিল। "জানিবে কি করে। আমাকে হঠাৎ প্রস্তুত হইতে হইল।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কেন, তোমাকে কি জন্য এত তাড়াতাড়ি যাইতে হইল।"

আনথনি বলিল। গঞ্জালিস যশোরাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যে দিন যাত্রা করিবে তাহার পূর্ব দিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিল। 'আনথনি আমার অনুপরামের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না। আমার বোধ হয় অনুপরামের সমস্ত প্রবঞ্চনা। যাহা হউক, কল্য আমাকে এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। সনদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া স্থির হইতে পারিব না। হয়ত বরাবর যক্ষপুরে যাত্রা করিতে হইবে। যক্ষপুরে সৈন্য সামন্ত কত ও অনুপরামের দলভুক্ত কে কে তাহা বিশেষ জানা আবশ্যক হইতেছে। অতএব তুমি এই ক্ষণেই যক্ষপুরে যাত্রা কর, সমাচার আনিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইবে। সনদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বড় জোর দুই দিন আমার প্রতীক্ষা করিবে।

আমার দেখা না পাও সৈন্য সব একত্র করিয়া ফ্রান্সিস্কোকে সঙ্গে লইয়া লেম্পোর মোহনায় গুপ্তভাবে আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমি সনদ্বীপে না যাই ত সেই স্থানে শীঘ্র পোঁছিব'।"

ক্রুড বলিল। "তবে যক্ষপুরে কি দেখিলে?"

আনথনি বলিল। "যক্ষপুরে যাহা দেখিলাম তাহা বড় সুবিধার কথা নহে। যক্ষরাজ অত্যন্ত প্রজাপ্রিয়। কেবল আমীরেরা তাহার উপর অসন্তুষ্ট। তাহারাই অনুপরামের প্রতীক্ষা করিতেছে। একজন বোধ হয় অরুন্ধতীর প্রেমাস্পদ। আমাকে অনেক করিয়া অরুন্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি অরুন্ধতীকে কখন দেখি নাই। কি করি, যত পারিলাম, কল্পিত উত্তর দিলাম। অবশেষে সে আমাকে চারখান মোহর ও দুইটা বড় হস্তিদন্ত দিল ও বলিল, তুমি এই পত্র খানি লইয়া অরুন্ধতীকে দিও।"

গোমিস্ বলিল। "গঞ্জালিসের ঘরে পত্র দিতে গিয়া ছিলে, ভাল, মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কি আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল?"

আনথনি বলিল। "মেরি তোমার নামও উল্লেখ করে নাই।"

ক্রুড বলিল। "কেন এতলোক থাকিতে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "অরুন্ধতী পত্র দিলে কি বলিলেন।"

গোমিস বলিল। "এখন সে আর অরুন্ধতী নাই এখন তাহাকে জুলিয়ানা বলিতে হয়।"

আনথনি বলিল। "জুলিয়ানার অন্বেষণে আমি অনুপরামের ঘরে গেলাম। আমি জানিতাম না যে অরুন্ধতী সেথায় নাই। সেথায় অরুন্ধতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলায়, একটি বৃদ্ধা দাসী মাত্র ছিল, কাতর স্বরে কাঁদিল। বলিল 'অরুন্ধতী কোথায় তাহা আমি জানি না। অনুপরাম আসিলে আমি কি বলিব। অরুন্ধতী অনুপরামের গমনের পর দিন অবধি কোথায় গিয়াছেন। কেহই যানে না।' বৃদ্ধাটি অবিচ্ছেদে কাঁদিতে লাগিল। আমি কিছু ক্ষণ অবস্থান করিয়া গমনোদ্যোগ করিলে বৃদ্ধাটি বলিল। 'বাবা আমায় রক্ষা কর, তুমি এখন যাইও না অনেক দূর হতে এসেছ। বস, বিশ্রাম করে কিছু জলযোগ কর।' কি করি অগত্যা সম্মত হইতে হইল। বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ মধ্যে আমার জলযোগের উদ্যোগ করাতে আমি হাত পা ধৌত করিয়া জলযোগ করিলাম। বৃদ্ধাটি বলিল। 'মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি অরুন্ধতীর কোন সমাচার আনিয়া দেন তবে আমি এস্থানে থাকিতে পারি, নতুবা আমাকে স্থানান্তরে পলাইতে হইবে। কোথায় বা যাই; সে দুর্দান্ত অনুপরাম আমাকে নিশ্চয় মারিয়া ফেলিবে। আমার মরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু অপঘাত মৃত্যু ভয় করি। মহাশয়ের কি মরিবার ভয় হয় না? আমার পুত্রটী বড় পণ্ডিত হইয়াছিল। নামতা তাহার কণ্ঠস্থ ছিল সেটির বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়া ছিলাম। বৌটী নিতান্ত সুন্দরী। আমার মত বর্ণ। চুল আমার অপেক্ষা ছোট ছিল বটে কিন্তু বড় লক্ষণমন্ত। আমার বাপের ঘরে মহাশয়ের মত কত লোক ছিল। কৃষ্ণদাস আমার বালককালের আত্মীয়। সে আমায় বড় ভাল বাসিত। সে দিন কি আর হবে।

আমার কৃষ্ণদাসও মরিয়াছে। যম কি নিষ্ঠুর। কৃষ্ণদাস ছুতারের কায করিত।' বৃদ্ধাটী এই মত কত অসঙ্গত কথা বলিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। আমি যত বিদায় হবার জন্য ব্যস্ত হইলাম, বৃদ্ধাটি ততই আমাকে জেদ করিয়া বসাইল। প্রায় দুই ঘণ্টার পর সেথা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাহির হইলাম। পথে ডিক্রুসের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সেই আমাকে বলিল যে, 'অনুপরামের ভগ্নী অরুন্ধতীকে গঞ্জালিস বিবাহ করিয়াছে। এক্ষণে গঞ্জালিসের বাসায় আছে। জুলিয়ানা বলিলে সকলেই বলিয়া দিবে'। তাহার পর জুলিয়ানাকে পত্র দিয়া আসিতেছিলাম।"

গোমিস বলিল। "জানি, সে বৃদ্ধাটি বাতুল। দিবারাত্রি সকলকেই এইরূপ করিয়া বলে।"

ক্লড বলিল। "অনুপরামের ভগ্নীর সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হওয়ায়, হিন্দুরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধাটি তাহাতেই উন্মাদপ্রায়।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে আনথনি, তুমি এখন আজ কোথায় যাইতেছিলে?"

আনথনি বলিল। "আমি তোমাদের আড্ডায় দেখা করিতে আসিতেছিলাম।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে চল একবার গেডিজে যাই, দেখি আমাদিগের বন্দীরা কি করিতেছেন, গোমিস তুমি এইখানে শয়ন কর।"

গোমিস বলিল। "যাও, আমি দ্বার রুদ্ধ করি।" আনথনি, ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড একত্র হইয়া কুটীরের বহির্দেশে গেল। গোমিস দ্বার রুদ্ধ করিল।

বৈদ্যনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া ইহাদিগের সমস্ত কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের বহির্গমনের পরামর্শ শুনিয়া কিছু দূরে যাইয়া এক গাছের পশ্চাতে লুকাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা অনেক দূর চলিয়া গেলে আপনার অদৃষ্টকে প্রশংসা করিয়া দ্রুতপদে বনমধ্যে যাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন "এ দস্যুরা আমার 'সূর্পণখা' মারিয়া লইয়াছে। ইহারা গঞ্জালিসের লোক, কি অরাজক! ইহা-দিগের দৌরাত্ম্যে কাহারও রক্ষা নাই। অদ্য আমাকে পায়ত মারিয়া ফেলে, এখন লুকাইয়া থাকা কর্তব্য। কল্য প্রাতে লোক দল লইয়া বেঞ্জামিনের ঘরে গেলেই সব মাল পাইব। আমি প্রাতে দেখিব ইহাদিগের কত লোকবল! 'সূর্পণখায়' অনেক মাল ছিল হায় কত নষ্ট হইল। হয়ত জাহাজটিও নষ্ট করিয়াছে। আমার জাহাজেও প্রায় ত্রিশ জন সৈন্য ছিল। ছটা তোপও ছিল। এ সব কি ইহাদিগের হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।" কিছু দূর গিয়াই চমকিয়া স্থির হইলেন। নিকটে মনুষ্যের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন বোধ হইল যেন পাদবিক্ষেপশব্দে লোকটি নিস্তব্ধ হইল। বৈদ্যনাথ কতক্ষণ স্থির হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তিনি দুর্গা নাম জপ করিয়া আবার আপন পথে চলিতে লাগিলেন। প্রতি পাদক্ষেপে চতুর্দিকে সযত্নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তত নিশীথকালে বিজন বনে মনুষ্য শব্দ পাইলেন বলিয়া তাঁহার মনটি এককালে আকুলিত হইয়াছিল।

সম্মুখে একটি প্রায় তিন হাত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীর দেখিয়া বুঝিলেন, কোন লোকের আবাস হইবে। আর সেই স্থান হইতেই শব্দ আসিয়াছিল, ইহা স্থির করিলেন। ক্রমে নিকটস্থ হইলে দেখেন সেটী কাল হাঁড়ির প্রাচীর। দীর্ঘে প্রায় দশহাত। কেবল উচ্ছিষ্ট হাঁড়িচয়। একের উপর আর একটী করিয়া সাজান। ঘরের প্রাচীর ভ্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে হাঁড়িরাশি দেখিয়া তাহা বাম পার্শ্বে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখেন, সে দিকেও সেইমত হাঁড়ির প্রাচীর। ক্রমে অপর দুইদিকেও তাহাই দেখিয়া কিছু চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, একি! এরূপ অসাধারণ ব্যাপার ত কখনই দেখি নাই। এটী যে হাঁড়ির ঘর দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার আচ্ছাদন নাই। বহুক্ষণ তথায় থাকিয়া চারিদিক বেষ্টন করিয়া তাহার দ্বার খুজিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাহার ভিতরে যাইয়া নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপনের স্থির করিয়া একে একে কতকগুলি হাঁড়ি নামাইয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। দেখেন, একটী অতি শীর্ণা, শুষ্কমাংস, কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহার কটীদেশে অতি মলিন বস্ত্রখণ্ড মাত্র। সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রহীন। মস্তকে শুভ্রবর্ণ কেশরাশি। তাহার মুখটী ক্ষীণ। বদনের অস্থিগুলি কেবল শুষ্ক সঙ্কুচিত চর্ম্মাবৃত। নাকটী দীর্ঘ। হনুদ্বয় উচ্চ। গণ্ডদেশ মাংসাভাব বশত মুখের মধ্যে টোল খাইয়াছে। তাহার একটী মাত্রও দন্ত নাই। চিবুক ঝুলিয়া পড়িয়া মুখের ফাঁদটাকে অনির্ব্বচনীয় ভীষণ করিয়াছে। ওষ্ঠ নাই বলিলেই হয়। মুখের ভিতরের সাদা মেড়ে দেখা যাইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, গোল, ক্ষুদ্রাকার ও গহ্বরগত। ভ্রূদ্বয় কুটিল। ললাট প্রশস্ত ও চর্ম্ম রেখাবৃত। সমস্ত শরীর ক্ষীণ। মাংসহীন। কণ্ঠার অস্থিদ্বয় বক্র হইয়া বাহুমূলে মিলিয়াছে। কণ্ঠা ও স্কন্ধ মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড গহ্বর স্বরূপ টোল। তাহার লোল চর্ম্ম নিম্নস্থ হৃদয় বেপনে দুলিতেছে। বক্ষের পঞ্জরগুলি পর্য্যায় পরম্পরা উরোস্থিতে মিলিয়াছে। উভয় পার্শ্বের বাহুমূলে অস্থির গ্রন্থিদ্বয় দেখা যাইতেছে। লোল শুষ্ক চর্ম্মাবৃত পঞ্জর গুলির উচ্চ নীচ গতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অপ্রশস্ত শীর্ণ বক্ষস্থল হইতে সঙ্কুচিত, ক্ষীণ, দীর্ঘাকার, জলৌকা-প্রায় স্তনদ্বয় লম্বমান। কুক্ষির অস্ত্রগুলি অনাহার ও অল্পাহারে শুষ্ক হইয়াছে, বোধ হয় উদরের চর্ম্ম এককালে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড স্পর্শ করিতেছে। অস্ত্রের লেশ মাত্রও নাই। কক্ষের নিকট শরীরটী অপ্রশস্ত। পঞ্জরগুলি উদরের নিকট তদপেক্ষা কিছু প্রশস্ত। পদদ্বয় যেন শুষ্ক শাখামাত্র। বহু চলনে শিরাগুলি উঠিয়াছে। বৃদ্ধাটি আটটি নরকপালের উপর বসিয়া দুলিতেছে। পার্শ্বে কতকগুলি ছিন্নবস্ত্ররাশি। দক্ষিণ পার্শ্বে একটি নৃকপালের পাত্রে অনুভবে বোধ হয় জল আছে। বৈদ্যনাথকে তাহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধাটি স্থির হইল। এরূপ ভয়ানক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল যে, বৈদ্যনাথ স্পন্দরহিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া অকস্মাৎ এরূপ অনৈসর্গিক স্বরে হাসিল, যে অট্টহাসের বিকট শব্দে ও বৃদ্ধাটির ভঙ্গিতে বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প হইল। কি কঠিন পঞ্চমস্বর! কি গলদেশ বাঁকাইবার ভঙ্গি! ক চক্ষেব বিভীষিকা! যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। হাস্যের হীঃ হীঃ শব্দে

চতুর্দ্দিক পূরিল। নিকটস্থ তরু শাখাস্থিত সুপ্ত পক্ষিচয় চমকিয়া ফর ফর করিয়া পক্ষ নাড়িয়া উড়িয়া উঠিল। বৃদ্ধার নৃকপালাসন তাহার শরীর হিন্দোলে মড় মড় করিল। বোধ হইল যেন তাহারাও হাসিল। রক্তনয়না, ভীষণবদনা বৃদ্ধা হাস্যান্তে বলিল। "বৈদ্যনাথ, বরদার পিতা, সনদ্বীপের জমীদার ও মহাজন" এ কথা গুলি এত শীঘ্র বলিল যে বৈদ্যনাথ কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার আরম্ভ করিল। "অনুপরামের ভগ্নী অরুন্ধতী!—তোমার পুত্র বরদাকণ্ঠ!—ও তোমার সরকার গোবিন্দ!—যাও সনদ্বীপের অধিকারী যাও। আমি দুঃখিনী, অনাথা, দুর্ভাগা, কুৎসিতা, বৃদ্ধা। যাও বরদাকণ্ঠের পিতা যাও। আমার রূপ নাই, যৌবন নাই, ধন নাই। বৈদ্যনাথ যাও দূর হও। এক কালে আমার রূপও ছিল, ধনও ছিল, যৌবনও ছিল। যাও এখন আমার সেবা কেন করিবে। দূর হও। দূর, দূর, দূর, পাপ, নরাধম, পিশাচ, পাষণ্ড, পঞ্চমপাতকী, মূঢ়। মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়ঃ—হীঃ হীঃ হীঃ হীঃ" বৃদ্ধাটী আবার হাসিল; সেটী হাস্য নহে, সে যে ডাকিনীর হুঙ্কার। বৈদ্যনাথ নির্জ্জীব স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। 'ভাবিলেন এ আমাকে কি প্রকারে জানিল। এ অরুন্ধতীকেও জানে। বরদাকণ্ঠকেও জানে।" বৃদ্ধাটী বলিল। "বরদার বাপ, অরুন্ধতীর শ্বশুর, গোবিন্দের প্রতিপালক, দূর হও। আমি এখন অনাথা, আমাকে কেন স্থান দিবে? কচুরায় থাকিত ত তাহার রেবতীকে চিনিত। পাপ প্রতাপাদিত্য। পাষাণ হৃদয়। বসন্তরায় জানে রেবতী কেমন রূপসী। এই কপালে সিন্দুর দিলে কি শোভা পায়?" রেবতী উঠিল। বৈদ্যনাথ, রেবতী উঠিয়া তাহার দিকে আসা উপক্রম দেখিয়া সিহরিলেন ও অল্পে অল্পে পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। রেবতী বৈদ্যনাথের দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। আপন মনে ছিন্ন বস্ত্রগুলির মধ্যে শুষ্ক, দীর্ঘনখ বিশিষ্ট দীর্ঘকাষ্ঠফলকের মত হাতটি দিয়া বস্ত্রগুলি উলটাইতে লাগিল। ক্ষণেক এইরূপ করিয়া ক্রমে বস্ত্র এক একটি করিয়া হস্তে তুলিয়া তাহার প্রতিকোণ দেখিতে লাগিল। ছিন্ন, মলিন, বস্ত্র খণ্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। তাহার প্রত্যেককে উঠাইয়া দেখিতে লাগিল। দশ বার খানা টুকরা উঠাইয়া একবার লাফাইয়া উঠিল। উর্দ্ধে করতালিত্রয় দিয়া আসনটী তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসনে আসিয়া বসিল। যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া করে জপ সংখ্যা রাখিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ এক দৃষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ করিয়া রহিলেন। এক মুহূর্ত্ত মধ্যে রেবতী আবার চাহিল। বৈদ্যনাথের চক্ষে তাহার চক্ষু মিলিল। সে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল। "তুই কে, কেন এখানে আসিয়াছিস্? দূরহ, দূরহ, দূরহ।" বৈদ্যনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন এটা উন্মত্তা। এত রাত্রে সে স্থান হইতে কোথায় যাই ভাবিয়া সেই স্থানে বসিলেন। বৈদ্যনাথকে বসিতে দেখিয়া রেবতী বলিল "বৈদ্যনাথ, আমার প্রিয়, আত্মীয়, বস, তোমাকে মন্ত্র দিব। আমার শিষ্য হও।" বৈদ্যনাথ কোন উত্তর করিলেন না। রেবতী বলিল। "ভয় করিও না। আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম। তোমার পুত্র বরদাকণ্ঠ, অনুপরামের ভগ্নী অরুন্ধতী, তোমার সরকার গোবিন্দ, একত্র হইয়া তোমার মাথা খাই-

তেছে। কড় মড় করিয়া চিবাইতেছে। আমি দেখিয়া আসিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খ। কোন কিছুই বোঝ না। আহাঃ উঃ কি দাঁতের জোর। বাপরে বাপ। আঁ, আঁ, আঁ, আঁ।" রেবতী এমত কাতর স্বরে আর্তনাদ করিল ও এমত মুখের ভঙ্গী করিল যে বৈদ্যনাথ ভাবিল, বুঝি তাহার কোন উৎকট যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। রেবতী অতি বিকটে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নাসিকাগ্র সঙ্কুচিত করিয়া কুটিল ভ্রূদ্বয় আরও কুটিল করিল। ক্ষীণ শরীর যেন যাতনায় বক্র হইল। শুষ্ক কুক্ষি আরও ব্যাবৃত্ত হইল। রেবতীর ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে একবার অঙ্গটি ব্যাবৃত্ত করিয়া টলিল। অমনি বৈদ্যনাথ ব্যস্তে অগ্রসর হইয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন। বৃদ্ধাটি সিহরিয়া বলিল "দেখিস্ আমাকে ছুস্নি, দূর দূর।" বৈদ্যনাথ অমনি ভয়ে জলৌকার মত হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন। রেবতী বলিল "অরুন্ধতীকে স্থান দিবে বই কি, সে যে যুবতী, রূপসী, রাজকন্যা। তোমার পুত্র তাহাকে প্রেয়সী করিয়াছে। আমাকে কেহই জিজ্ঞাসা করে না। আমার যখন বয়স ছিল, তখন একদিন বঙ্গের রাজাও আগ্রহে কটাক্ষ করিয়াছিল। তখন আমি সাড়ি পরিতাম। সে দিন কোথা গেল? আমার হাতে সোণার কঙ্কণ ছিল। আহা যে দিন বসন্তরায় আমাকে কচুবন হইতে বাহির করিল। আমার কতই মান করিল। সে দিন আর আসিবে না, আসিবে না; যা যায় আর আসে না পোড়া মন কিন্তু ভোলে না। ভোলে না, ভোলে না, কি মজা ভোলে না, তাই বলি বৈদ্যনাথ ভুলো না। এ বুড়ি রেবতীকে ভুলো না। এই স্তনদ্বয়। আহা যখন কচুবনে ছিলাম, এই স্তনদ্বয় বসন্তরায়ের কুমারকে জীবন দিয়াছে। আমার বক্ষের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছি। সে এখন কোথায়! আমি কোথায়। আমি কোথায়! আমি কোথায়।" ক্রমে রেবতীর চক্ষুর্দ্বয় ঘুরিতে লাগিল ও ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে বলিল। "আমি কোথায়।" বনে সে ভীমশব্দ ঘোষিল! 'আমি কোথায়।' রোষপরবশ হইয়া রেবতী দক্ষিণ করতল বিস্তারিয়া বৈদ্যনাথের মুখের কাছে নাড়িতে নাড়িতে বলিল "আমি কোথায়। আমি কোথায়। বল না আমি কোথায়। শুন্‌তে কি পাও না? কেন শুনিবে। এ যে দুঃখিনীর ডাক। তুই শুনিস্ না। কিন্তু সে" বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ঊর্দ্ধে দেখাইয়া "শুনিতেছে। ঐ দেখ দেখা দিল।" বলিয়া করপুটে প্রণাম করিল। বৈদ্যনাথ চমৎকৃত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রেবতী বলিল। "তোরা ধনী, তোরা বিষয়ী, তোরা কি ওকে দেখিতে পাবি?" বৈদ্যনাথ এতক্ষণ পরে মুখ খুলিয়া বলিলেন। "কাকে দেখিতে পাইব। তুমি কাহাকে দেখিতেছ?" রেবতী বলিল। "ওরে এ যে কথা কহিতে জানে। তুই এখানে কেন এসেছিস? তোর ছেলেকে খুঁজিতে এসেছিস? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" করিয়া হাসিল। বলিল "আমারও ছেলেকে আমি কত খুঁজেছিলাম। সে কোথায় গেল, কেবা জানে। সকলে বল্লে সে স্বর্গে গেছে, আমি তাই স্বর্গে এসেছি কিন্তু সে বেটাকে দেখি না। তোর ছেলে কিন্তু নরকে গেছে। গেডিজে গেছে। খ্রীস্তান হবে। তুই বুড়ো হাঁ করে বসে থাকবি। তখন

আমার মত হবি। কলসীর ঘর করবি। ঘোলটা মাতায় বসবি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" রেবতী আবার হাসিল। খল খল শব্দে জগৎ পূরিল। বৈদ্যনাথ সিহরিল। ভাবিল, এত বড় সহজ উন্মাদ নহে। কিন্তু এ যাহা বলে তাহা নিতান্ত প্রলাপ নহে। অবশ্যই ইহার কোন মূল থাকিবে। এ আবার অরুন্ধতীর সকল সমাচারই জানে, বরদাকেও জানে। ভাল ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। দেখি এ অরুন্ধতীর ধর্মের বিষয়ে কি বলে।" বলিলেন "রেবতী আমাকে তুমি কিমতে চিনিলে!" রেবতী বলিল। "হাঃ হাঃ তুমি আমাকে চেন না। তোমরা ধনী, বড় লোক। কেনই বা চিনিবে তোমাদের কাছে কত লোক যায়, আসে। তাতে আবার আমার রূপ নাই। কেনই বা মনে রাখিবে। আমি অরুন্ধতীর মত রূপসী হইতাম, আমার কটাক্ষ থাকিত, আমার স্তনদ্বয় উচ্চ থাকিত, আঃ ইহারা শুষ্ক হইয়াছে। আমার কিন্তু দিব্য চামরের মত কেশ আছে। এখনও মনে করিলে তোমার মন হরণ করিতে পারি। বুঝি তোমায় মোহিত করিয়াছি। নতুবা তুমি কেন আমায় জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি আমায় ভাল বাস? আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" বৈদ্যনাথ সিহরিল। রেবতী তাহা লক্ষ করিল না। বলিল "আমি মরিলে তুমি সহমরণ যাইবে। আহা এ কেমন মজা। সতী স্ত্রীই লোকে দেখে। এ যে সতী স্বামী দেখিবে। হীঃ হীঃ হীঃ হীঃ।" বলিল "আমি হাতে শাঁখা পরিব, কপালে সিন্দুর দিব।" বলিয়া নৃকপাল খণ্ডস্থিত জলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল "বা সিন্দুর দিলে এ ললাট কি শোভিবে। এস সিন্দুর পর" বলিয়া উঠিল ও আবার বস্ত্র সব খুঁজিতে লাগিল। সিন্দূর পাইল না। রোষে বলিল। "দূর হ সিন্দুর নাই, তবে মাটির টিপ পরিব" বলিয়া নৃকপাল হইতে একটু জল লইয়া ভুমে ঘষিয়া একটী মাটীর টিপ পরিল। বৈদ্যনাথ বলিলেন। "রেবতী! তুমি আমাকে কি মতে চিনিলে? আমাকে কোথায় দেখিয়াছ? বল আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

রেবতী বলিল। "সত্য বল দেখি তোমার কি কেবল ইহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, না আর কিছু মতলব আছে, মিথ্যা বলিও না। আমি সব জানিতে পারি।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "আমার আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা আছে, ভাল বল দেখি অরুন্ধতী এখন কোথায়?"

রেবতী বলিল। "নরকে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে।" বৈদ্যনাথ দেখিলেন যে রেবতী স্পষ্ট কোন কথার উত্তর দিবে না। বলিলেন, "গোবিন্দ কোথায়?"

রেবতী বলিল। "গোবিন্দ বড় ভদ্রলোক। তোমার পুত্র বরদার সঙ্গে আছে, অরুন্ধতীর রূপে তোমার পুত্র মোহিত হয়েছে। তাহার অনুসরণ করে নরকের নিকট গিয়াছে। না না। এখন সেও নরকে, গেডিজে। গেডিজ বড় ভয়ানক কেল্লা। ফিরিঙ্গির কেল্লা। নবম নরক। যমের দ্বারের পাশে। বড় পবিত্র স্থান। মেলাই ফুল আছে। সদাগন্ধ মিষ্ট। আমি যাইব। আমাকে পাপেরা বদ্ধ করিতে পারিবে না। আমি কাহাকেও ভয় করি না। কিসের ভয়? আমি মনে করিলে সংসার জ্বালাইতে

পারি। আমার মুখে আগুন জলে। ফু ফু ফু। জলে গেলে? আমার বুক জ্বলচে। বাপরে বাপ।” বৈদ্যনাথ কেবল স্বার্থ সাধন আশয়ে মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ও রেবতীর প্রলাপ মিশ্রিত কথা হইতে কিছু কিছু সমাচার পাইলেন। সে সব একত্রিত করিলে এইরূপ শুনায়। ‘রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা। পূর্ব্বে মহারাজ বসন্ত-রায়ের আশ্রয়ে ছিল। তাঁহার নবকুমারকে অত্যন্ত যত্ন করিত। আপনি তাহাকে স্তন দিয়া প্রতিপালন করিত। মহারাজ বসন্তরায় যখন যশোরের রাজা ছিলেন, একবার বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে গ্রামান্তে প্রায় দুই মাস থাকিতে হয়। প্রতাপাদিত্যের তখন বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ বৎসর। তাহার পিতার পরলোকাবধি তাহার খুড়া মহারাজ বসন্তরায় রাজ্য করেন। প্রতাপাদিত্য তখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন। খুড়ার অবর্ত্তমানে এক দিন কতকগুলি দস্যু লইয়া মহারাজ বসন্তরায়ের অন্তঃপুরে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করেন ও রাজ্যলাভাশয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের একমাত্র দুগ্ধপোষ্য বালককে নষ্ট করিতে উদ্যোগ পান। তাঁহার মতলব বুঝিয়া কমলা দেবী রেবতীর ক্রোড়ে নবকুমারকে দিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বলেন। প্রতাপাদিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকল মহিলাগণকে বদ্ধ করিল ও বসন্তরায়ের নবকুমারের অন্বেষণে প্রত্যেক ঘর ফিরিল কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইল না। অবশেষে কতক অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া কোন দুষ্ট লোক হইতে জানিল যে রেবতী নবকুমারকে লইয়া অন্তঃপুরের উদ্যানে লুকাইয়াছে। প্রতাপাদিত্য পরদিন ধনুর্ব্বাণ হস্তে উদ্যানে নবকুমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত উপবন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। কিন্তু কোথাও রেবতীর দেখা পাইল না। রেবতী দূর হইতে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া প্রতাপাদিত্যকে উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটি অন্তর্দ্বার দিয়া অতি গুপ্তভাবে নবকুমারকে লইয়া বনে পলাইল। সেখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া একটী অপরিষ্কার পগারের ভিতর, কচুগাছের বনে ক্রমান্বয়ে তিন দিন নবকুমারকে লইয়া রহিল। তিন দিন আহার নিদ্রা নাই, কেবল প্রতাপা-দিত্যের ভয়। স্তন্যদুগ্ধে কুমারটি পালন করিল। আপনার অঞ্চল দিয়া তাঁহাকে দুষ্ট মশক ও মক্ষিকা হইতে রক্ষা করিল। রাত্রি হইলে নব-কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া শিশির ও শীত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। কোন ক্রমে নব-কুমারের কষ্ট হইল না। তৃতীয় দিন বেলা দেড় প্রহরের সময় দূর হইতে কমলাদেবীর ক্রন্দনধ্বনি ও বসন্তরায়ের ‘রেবতী রেবতী’ বলিয়া ডাক শুনিয়া রেবতী উত্তর দিল, কিন্তু আহারাভাবে ক্ষীণস্বর হওয়ায় তাহার ধ্বনি তাঁহারা শুনিতে পাইলেন না। সে দিনের প্রায় সন্ধ্যার সময় সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া চার পাঁচ শত লোকের দ্বারা অন্বেষণ করায়, অবশেষে এক জন রাজপুরুষের চক্ষে পড়িলেন, সে লম্ফ দিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া হাস্যমুখে নবকুমারকে কোলে করিয়া বলিল, পাইয়াছি, পাইয়াছি। সকলে শব্দমাত্র সেই দিকে আসিল। কমলাদেবী দ্রুতপদে আসিয়া নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বসন্তরায়

রেবতীকে স্বয়ং হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষার পর প্রশংসা করিলেন ও আপনার রথে আরোহণ করাইয়া ঘরে গেলেন। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের প্রত্যাগমন শুনিয়া যশোর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। বসন্তরায় পরে আপন ঘরে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। সকলকে বলিলেন দেখ, যেন তাহাকে কষ্ট দিও না। তাহাকে বল, 'সে যেন অনর্থক রাজ্য-লাভাশয়ে এত বিকট পাপে হস্ত লিপ্ত না করে। আসিয়া আপনার পিতার আসনে বসুক, আমি বংশ পরম্পরা গত নিয়মের অধীন হইতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না।' প্রতাপাদিত্য তিন বৎসর পরে যশোরে আসিয়া দেখা দিলেন, বসন্তরায় তাহাকে যশোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া আপনি রায়দুর্গে গিয়া আপন পুত্র সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নবকুমার কচুবনে রক্ষা পাওয়ায় তাহার নাম কচুরায় রাখিলেন। রেবতী বসন্তরায়ের জীবদ্দশায় সুখে রায়গড়ে বাস করিল। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর এক দিবস চন্দ্ররেখা কুঞ্জে পুষ্পচয়নে গিয়াছিল, সেই দিন তথায় প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই কুঞ্জে একাকী রেবতীকে পাইয়া তাহার ধর্ম নষ্ট করে। পরে তাহাকে বলপূর্বক রায়গড় হইতে ধরিয়া লইয়া সনদ্বীপে ছাড়িয়া দেয়। একাকিনী দুঃখিনী রেবতী সনদ্বীপে ইতস্তত বেড়াইয়া মনের দুঃখে উন্মাদ হয়। আহারাভাব ও নানা মানসিক ও শারীরিক কষ্টে অকালবৃদ্ধা হইয়া জীর্ণা শীর্ণা শ্রীভ্রষ্টা হয়। রেবতী তাহার পুরাতন বৃত্তান্তটি বলিতে প্রায় রাত্রি শেষ করিল। বলবতী কল্পনাবলে পূর্বের সকল অবস্থা হস্ত পদাদি চালনে বৈদ্যনাথের প্রত্যক্ষ প্রায় করিয়া দিল। বৈদ্যনাথও তাহার কারুণিক বৃত্তান্তে নিতান্ত আদ্র হইলেন। বৃত্তান্ত বর্ণনে কত অসঙ্গত কথাই রেবতী কহিল, তাহা বৈদ্যনাথের মনেও রহিল না। তিনি কেবল প্রতাপাদিত্যের অকারণ জাতক্রোধ ও অমানুষী আচরণ ভাবিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, অভাগিনী রেবতীর উন্মত্ততার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া যাইতে কত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অবোধ রেবতী তাহায় কর্ণপতাও করিল না। আপন মনে প্রলাপ করিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে এক একবার বৈদ্যনাথকে শাপ দিতে লাগিল। দোষের মধ্যে রেবতী এক দিন বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে যাইয়া আহার করিতে চাহায়, বৈদ্যনাথ তাহাকে অজ্ঞাত-জাতিকুল জানিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া আহার করিতে বলিয়াছিলেন। রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা জ্ঞানে সেটি অপমান বোধ করেন ও অভিমান করিয়া অনাহারে বৈদ্যনাথের গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বৈদ্যনাথ কত সাধ্য সাধনা করেন, রেবতী কিছুতেই প্রত্যাগমন করিল না। রেবতীর প্রলাপবাক্য হইতে অরুন্ধতী ও বরদাকণ্ঠ গেডিজ কারাগারে ফিরিঙ্গি-দস্যু দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও সঙ্কলিত হইল। রাত্রি অতি অল্প অবশিষ্ট ছিল বলিয়া কথোপকথনে রেবতীর বিচিত্র দুর্গে বসিয়া রহিলেন। আগমনের সময় রেবতীকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন, তাহাতে রেবতী তাহাকে ভূরি তিরস্কার করিল। অরুনোদয়ে বৈদ্যনাথ বিচিত্র হাঁড়ির ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রেবতীও ক্রমে ক্রমে আপনার হাঁড়ি গুলি লইয়া বনের অপর প্রান্তে

গিয়া সাজাইতে লাগিল। তাহার নিত্যকর্ম্মই এই। প্রত্যহ প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত আপনার হাঁড়িগুলি বহিয়া স্থানান্তরে ঘর করিত। দুই রাত্রি এক স্থানে কদাচ বাস ছিল না। বাসস্থান অতি নিভৃত জনশূন্য দুর্গম বনে হইত। বেলা দুই প্রহ-রের পর গ্রামে গিয়া কাহার গৃহে অন্নে মিলিত ত উদর পূর্ণ করিত। বৈকালে বনে বনে পর্যটন করিত, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের পর আপন বিচিত্র দুর্গে আসিয়া নৃকপালা-সনে বসিয়া রাত্রি যাপন হইত, আবার প্রাতে হাঁড়ি স্থানান্তরে নাড়া হইত। বৈদ্য-নাথ রেবতীরআবাস ত্যাগ করিলেন, পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। মনে মনে বরদার কষ্ট সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে স্বকর্ণে ফ্রান্সিকো-প্রভৃতির 'সূর্পণখা', পরাজয় শুনিয়াছিলেন, আবার তাহাদিগের মুখেই এক জন রূপসী স্ত্রী ও দুই জন পুরুষ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে. তাহাও শুনিয়াছিলেন। আবার রেবতীর মুখে শুনিলেন যে, অরুন্ধতী বরদা, ও গোবিন্দ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে। এই সকল চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, 'একবার গেডিজে যাই। দেখি সত্য যদি বরদা কারারুদ্ধ হইয়া থাকে ত তাহাকে মুক্ত করি' আবার ভাবিলেন, 'না, আগে বেঞ্জামিনের ঘরে যাইয়া সূর্পণখার মালামাল সব স্বচক্ষে দেখিয়া আসি। ভাবিলেন, আমাকে দেখিলে তাহারা ভীত হইয়া অবশ্য দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিবে।' এই চিন্তায় বেঞ্জামিনের গৃহাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাহার দ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। দেখেন বেঞ্জামিন স্বয়ং দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

বৈদ্যনাথ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। "বেঞ্জামিন! এত প্রত্যূষে যে দ্বারে দাঁড়াইয়া?"

বেঞ্জামিন বলিল। "বৈদ্যনাথ! কুশল ত? তুমি যে এত প্রত্যূষে? তুমি কি কাল এখানে ছিলে?"

বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে এই কথাগুলি বলিতে, যেন কিছু চঞ্চল দেখিলেন। বেঞ্জামিন ফলত বৈদ্যনাথকে এত প্রত্যূষে সেখানে দেখিয়া কিছু ভীত হইল। ভাবিল, বুঝি বৈদ্যনাথ সকল সমাচার পাইয়াছে ও লোকবল লইয়া বলপূর্ব্বক সূর্পণখার দ্রব্যাদি ফিরিয়া লইতে আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "না আমি অদ্যই আসিয়াছি, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "জাহাজের কোন খবর আছে?"

বৈদ্যনাথ বলিল। "হাঁ অদ্য রম্ভা হইতে দ্রব্যাদি স্বয়ং থাকিয়া নামাইব বলিয়া আসি-য়াছি। রম্ভাতে গঞ্জালিসের ভ্রাতার কি কিছু মাল আছে?"

বেঞ্জামিন বলিল। "রম্ভা কবে ঘাটে আসিয়াছে। আমিত কোন সমাচার পাই নাই। আমার নিজের তাহাতে অনেক মাল আছে ও গঞ্জালিসের ভ্রাতারও অনেক মাল আছে।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "রম্ভা কাল বৈকালে আসিয়া পৌছিয়াছে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "রম্ভাতে কে কে চড়নদার আসিয়াছে, তাহার কোন সমাচার পাইয়াছ?"

বৈদ্যনাথ বলিল। "না আমি এখন সে সমাচার কিছু পাই নাই।"

বেঞ্জামিন বলিল। "চল না দেখা যাগ। আমার স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্রের অতি শীঘ্র আসিবার কথা ছিল। তোমার 'বিদ্যুৎ-তৃতিতে' কেহই আইসে নাই। তাই বোধ হই-তেছে অবশ্য আসিবে।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "চল যাই" বেঞ্জামিন অগ্রসর হইল। বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাৎ অনু সরণ করিলেন দুই চারি পা অগ্রসরহইয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন "বেঞ্জামিন আমি পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তোমার বাটীতে একটু বিশ্রাম করিতে চাহি। চল একটু বিলম্বে যাইব।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ভাল, তবে ঘরে চল।" বেঞ্জামিন ফিরিল। অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথের হাত ধরিয়া সম্মান পূর্বক আপন বাটীতে লইয়া গেল। এক ঘরের পর্যঙ্কে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে ঘরে আনিল বটে, কিন্তু তাহার কিছু সন্দেহ জন্মিল। ভাবিল, 'বুঝি বৈদ্যনাথ রাত্রের ব্যাপার জানিয়াছে' আবার ভাবিল, 'জানিয়া থাকে জানিয়াছে? আমার ঘরে দ্রব্যাদি আসিয়াছে, তাহাই বা কি মতে জানিবে?" বৈদ্যনাথ পর্যঙ্কে বসিয়া একবার ঘরের চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করিলেন। বেঞ্জামিনের বক্ষোবেপন বৃদ্ধি পাইল। ভাবিল, 'বুঝি বৈদ্যনাথ জানিয়াছে' আবার তাহা কি রূপে জানিবে, ভাবিয়া মনকে স্থির করিল। বৈদ্যনাথ ঘরের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া পর্যঙ্কে শয়ান হইলেন। পর্যঙ্কের পার্শ্বে একখানি পাদপীঠে বেঞ্জামিন বসিল। পথশ্রমে, সমস্ত রাত্রি জাগরণে আর মনের চিন্তায় বৈদ্যনাথের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। বৈদ্য-নাথ শয়ান হইলে সুখ বোধ হইল, ক্রমে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল, ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইল, ক্রমে বৈদ্যনাথ অকাতরে নিদ্রিত হইলেন। বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া অল্পে অল্পে আপন আসন ত্যাগ করিল। একবার ঘরের দ্বারের দিকে দেখিল, আবার গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়াই আবার উঠিল, উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল। কতক্ষণ পরে আর একবার দ্বারের নিকট হইতে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, বৈদ্যনাথ সুখনিদ্রায় সুপ্ত আছে। বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গেলে, পথে ভিক্রুসের সঙ্গে দেখা হইল।

ভিক্রুস অতি দ্রুতপদে বেঞ্জামিনের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। "বেঞ্জামিন! সমূহ বিপদ! গতকল্যকার ব্যাপার অদ্য বৈদ্যনাথের কুঠিতে খবর হইয়াছে, স্বর্ণলথার সক-লকে ছাড়িয়া দেওয়া বড় যুক্তিসিদ্ধ কর্ম হয় নাই। আমি কত নিষেধ করিলাম, কেহই তখন শুনিলে না।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তোমার যেমত বিদ্যা? তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া কি করি? ঐ ফ্রান্সিস্কো অমনি তিনটেকে ধরে এনে মিছে গেডিজে পুরিয়াছে। শুদ্ধ যদি ছুঁড়ীটাকে এনে ক্ষান্ত হত ত ভাল ছিল, এ ছোঁড়া হতে কি হবে?"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, ছোঁড়া হতে আশু উপকার হবে। সেটা বৈদ্যনাথের ছেলে। এখনি বৈদ্যনাথ সমাচার পেলে, বহু ধন দিয়া উদ্ধার করে লয়ে যাবে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "বৈদ্যনাথ যে আমার ঘরে শুয়ে আছে, সে বুঝি এ সমাচার জানে না।

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, সে আবার জানে না, সেই ত বিপদ উপস্থিত করেছে?"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি বিপদ?"

ভিক্রুস বলিল। "সূর্পণখার চড়নদারেরা এখন সব বৈদ্যনাথের গদিতে এসে খবর দিয়েছে। বুড় জন অত্যন্ত চটেছে। সে বলে, 'আমার যদি সময়ে মান্দ্রাজে না পৌঁছে দেও ত আমি খেসারত ধরে লব। সূর্পণখার অধিকারী রামময় গদিতে বলিয়াছে যে আমি ফ্রান্সিস্কো ও বেঞ্জামিনকে চিনিয়াছি, আর বেঞ্জামিনের পিঠের উপর এক ঘা কুঠার মারিয়াছি, তাহার খুব চোট লাগিয়াছে; তাহাকে ধরিতে পার ত আমি সে চোট দেখাইয়া দি।' গোমস্তা ভজহরি কাল রাতে বৈদ্যনাথের ঘরে গিয়াছে, এখন আসে নাই, তাই বৈদ্যনাথের চোপদার কিছু করিতেছে না। দুজন সওয়ারকে দ্রুত বৈদ্যনাথের নিকট পাঠাইয়াছে, আর ছয় জন সওয়ারকে তোমার উপর নজর রাখিতে বলিয়াছে তোমাকে কোথাও যাইতে দিবে না; এখন লোক ফিরিলেই একটী ব্যাপার উপস্থিত হবে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "সে লোক কখন গিয়াছে? আমার বোধ হয় বৈদ্যনাথ কোন সমাচার পায় নাই, তাহার কথা বার্তায় কোন চিহ্ন ত পাইলাম না?"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, সে বৈদ্যনাথ, সে কি এখন রাগ প্রকাশ করে প্রাণটী হারাবে? সে আমাদের মত মূর্খ নহে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমাদের দোষ কি? মূল দোষ তোমার, তুমিই ত সূর্পণখা আক্রমণ করিতে বলিয়াছিলে?"

ভিক্রুস বলিল। "সূর্পণখা আক্রমণে আমাদিগের কি দোষ?"

বেঞ্জামিন বলিল। "তবে কি অকারণ সব কটিকে মারাই বিধেয় ছিল?"

ভিক্রুস বলিল। "মারা আবার অকারণ কোথা থেকে? রামময় যখন কোপটী ঝাড়লে তখন আবার অকারণ?"

বেঞ্জামিন বলিল। তোমার যেমন জ্ঞান? তুমি তাহার জাহাজ নেবে, তাকে মারবে সে তায় কিছু বলবে না? তাতে আবার তোমরা যে ব্যাপারটী করেছিলে, নেকাম করে মাছ বেচতে গেলে।"

ভিক্রুস বলিল। "মাছ না বেচলে, জাহাজের মুখে যেতে যে কেঁদ তোপ বসান ছিল? জানাম দিয়ে কি অম্নে সূর্পণখা মারতে পারতে?"

বেঞ্জামিন বলিল। "ফলে কর্মটী বড় ভাল হয় নাই।"

ভিক্রুস বলিল। "এখন উপায় কি? গঞ্জালিস এখানে নাই, পরিত্রাণের উপায় দেখ।

বেঞ্জামিন বলিল। "পরিত্রাণের ভয় কি? সব জিনিসগুলি ফিরিয়ে দিলেই এখন আপস হতে পারে।"

ভিক্রুস বলিল। "এতক্ষণে তোমার মত পরামর্শটী দিলে। তোমার মত হওয়া কর্ত্তব্য। যাও, তুমি আমাদিগের দল ছাড়, এ কর্ম তোমার নহে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ভাল, তোমার কি মত।"

ভিক্রুস বলিল "চল গেডিজে যাই, সে স্থানে সকলেই আছে পরামর্শ হবে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমার ঘরে যে বৈদ্যনাথ একা সুপ্ত রহিল, তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি আতিথ্যের উচিত কর্ম?"

ভিক্রুস বলিল "তোমার পুত্রকে তাহার নিকটে বসিতে বল, সেই তোমার বন্ধুর সেবা করিবে।"

বেঞ্জামিন 'জন, বলিয়া ডাকিয়া, তাহার পুত্রকে বলিল। "জন! আমার ঘরে বৈদ্য নাথ সুপ্ত আছে। দেখ, তাহার কষ্ট না হয়, সে জাগ্রত হইলে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিবে, আমি আসিয়া তাহাকে বিদায় দিব।"

জন বলিল। "আচ্ছা।" ভিক্রুস ও বেঞ্জামিন চলিয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়।

"উত্তিষ্ঠধ্বং নরব্যাঘ্রঃ! সঞ্জীভবত মা চিরম্।"

সূর্যকুমার ও মালিকরাজে সসজ্জ হইয়া অশ্বে রাত্রিযোগে রায়গড়াভিমুখে চলিলেন। ক্রমে রাজপথ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, মাঠদিয়া কতক দূর অন্ধকারে যাইয়া মালিকরাজ বলিল "সূর্যকুমার তুমি কি রায়গড়ে যাইতে মাঠের পথ জান; আমি ত তাহা কিছুই জানি না।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমি মাঠের পথ জানি না, কিন্তু এই মাত্র জানি বরাবর দক্ষিণ বহিয়া গেলে দ্বারির জাঙ্গালে পড়িব, রায়গড় দ্বারির জাঙ্গালের উপর।"

মালিকরাজ বলিল। "রাত্রি যে অন্ধকার, ইহাতে ত কিছুমাত্র দিক্‌জ্ঞান হয় না। বরং এখন একটু আস্তে যাই, পরে চন্দ্রোদয় হইলে সব পরিষ্কার দেখা যাইবে, তখন দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্র যাইতে পারিব। তুমি ত এ পথে হজুরমলের সঙ্গে রাত্রিযোগে গিয়াছিলে, তোমার কি কিছু মাত্র স্মরণ নাই?"

সূর্যকুমার বলিল। "সে অন্ধকারে আমরা রায়গড় পার হইয়া অনেক পশ্চিমে গিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি বলি বরং একটু বামদিক চাপিয়া যাওয়া যাক।"

মালিকরাজ বলিল। "তাহা হইলেই ত ভাল হয়, কিন্তু বামদিকে কাদা ও জল। পূর্বদিকটা অত্যন্ত নাবাল জমী, বরং একটু ঘূরে যাওয়া ভাল, কিন্তু এ রাত্রে হজুরমলের মত কাদায় যাওয়া ভাল নহে।"

সূর্যকুমার বলিল। "সে দিনকার পরামর্শ কর। চল অশ্বের রশ্মি(১) ছাড়িয়া দিই। অশ্ব আপন ইচ্ছায় যাইতে পাইলে ভাল পথ দিয়াই যাইবে।

---

(১) রাশ—দড়ির বলগা।

সূর্যকুমার আপন হস্ত হইতে বল্‌গা ফেলিয়া দিল। মালিকরাজও আপনার অশ্বের বল্‌গা ফেলিয়া দিল। উভয়ে পার্শ্বাপার্শ্বী হইয়া চলিল। উভয়ের অস্ত্রচয় ও রত্নসমূহের চাকচক্যে যেন গগনস্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় শোভিল। প্রভুভক্ত ঘোটকদ্বয় প্রভুর মন বুঝিয়া সান্নিধ্যে সুখ জ্ঞান করিয়া এত নিকট হইল যে, মালিকরাজ ও সূর্যকুমারের পাদে পাদে মিলিল। অশ্বদ্বয়ের শরীরে মিলিল। অশ্বদ্বয় বল্‌গা শিথিল পাইয়া আপন মনে চলিল। ক্রমে পশ্চিম দিকে ভর দিয়া অন্ধকারে যাইতে লাগিল। মালিকরাজ বলিল। "সূর্য-কুমার! এখন ত আমরা রায়গড়ে পৌঁছিব, তাহার পর কি করা যায়?"

সূর্যকুমার বলিল। "রায়গড়ে গিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, পরে তাহাকে প্রতাপাদিত্যের পরামর্শ সব অবগত করাইয়া অনঙ্গপাল দেবকে সমাচার পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইব ও সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করাইয়া দুর্গ রক্ষা করিব।"

মালিকরাজ বলিল। "আর যদি আমাদিগের পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা গড়ে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কি করিবে?"

সূর্যকুমার বলিল। "তবে যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া ইন্দুমতীর উদ্ধার করিতে হইবে। মালিকরাজ! তুমি আমায় আগমনকালে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়-শ্চিত্ত হইবে। কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহা তুমি আমায় ভাঙ্গিয়া বলিলে না। আবার আগমনকালে তোমাকে অশ্রুপাত করিতেও দেখিলাম। তখন তোমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম না, কিন্তু সমস্ত পথটি চিন্তায় কিছুই ভাল লাগিল না। মালিকরাজ এখন আমাকে এই সব ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে। তোমাকে সজলনয়ন দেখিয়া আমার মনটি কাঁদিয়া উঠিল। আমি মনে বিশেষ পীড়িত হইয়াছি, এখন আমাকে স্পষ্ট করিয়া তোমার মনঃপীড়ার কারণ বল. দেখি আমা হইতে যাহা হয়, তাহা করিতে ত্রুটি করিব না।

মালিকরাজ সূর্যকুমারের কথায় নিতান্ত ব্যাকুল হইল। তাহার ইচ্ছা নহে যে সূর্য-কুমারকে তাহার অশ্রুপাতের কারণ বলে। বলিল, "সখে! মালতীকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া আমি অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। আমরা যে কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহায় মালতী পুনর্লাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই।"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন আমাদিগের রায়গড়ে যাওয়ার সঙ্গে তোমার মালতীর প্রেমের কি হানি হইল।"

মালিকরাজ বলিল। "তুমি বুঝিলে না? আমরা রায়গড়ের ব্যাপারের পর আর প্রতা-পাদিত্যের সম্মুখীন হইতে পারিব না। মালতীরও সে মুখপদ্ম আর দেখিতে পাইব না।"

সূর্যকুমার বলিল। "যদি তোমার মনঃপীড়ার কারণ এত সহজ হয়, তবে চল আমি এইক্ষণেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি।" সূর্যকুমার আপন অশ্বের বল্‌গা লইয়া তাহাকে উত্তর মুখে ফিরাইল। মালিকরাজ সূর্যকুমারকে অশ্ব ফিরাইতে দেখিয়া বলিল "সূর্যকুমার এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া ভাল হয় না। চল রায়দুর্গেই যাই।"

সূর্যকুমার বলিল। মালিকরাজ যে কর্মে তোমার কষ্ট জন্মে, তাহায় আমি আজন্ম-

কাল হস্তক্ষেপ করি নাই, করিবও না। আমার রায়গড়ে যাওয়া তত আবশ্যক হইতেছে না। তোমার স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি ইন্দুমতীর জন্য কিছু দুঃখিত হইতেছি বটে, কিন্তু সে কে? সে কিছু তোমাপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। তোমায় কষ্ট দিয়া তাহার সুখ বৃদ্ধি করা আমার মনোনীত হইতেছে না; তাতে আবার তুমি আমার প্রাণতুল্য সখা, আমার হৃদয়বল্লভ। আগে তোমার স্বচ্ছন্দ লাভ করিয়া পরে অন্যের স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি করা আমার উচিত।"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের এই কথাতে কিছু আর্দ্র হইল। ভাবিতে লাগিল. 'এক্ষণে কি করি? স্পষ্ট সূর্যকুমারকে বলিতে পারিতেছি না, আবার না বলিলেও এক্ষণে আর কি রূপে কাটাই। ভাবিল. যদি এক্ষণে সূর্যকুমারের মতে মত দিয়া ফিরাই, তবে আমার বেতনের জন্য সুহৃদের বিশেষ অনুপকার করা হয়। হয় ত ইন্দুমতী গঞ্জালিসের হস্তে এতক্ষণে বন্দী হইয়াছে। ঈশ্বর জানেন, পাপ গঞ্জালিস তাহাকে কি আচারে রাখিয়াছে, আবার প্রতাপাদিত্যের কর-কবলে নিপতিতা হইলে, কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবে। ভাবিলেন, আমি কি বিপদেই পড়িলাম! বিধাতা কেন আমাকে এ সকল জানিতে দিয়া আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছেন? পিতাই বা কি মনে করিবেন? ভাবিলেন, এ অবোধ বালক রহস্য গোপনে অশক্ত। গোপন করিলেও সমূহ বিপদ। এমত পাষণ্ড ত কখনই দেখি নাই! এ যে উষা ও ব্রহ্মার বৃত্তান্তের মত। এমত অনৈসর্গিক ব্যাপার কেহ কখন শুনে নাই। এ যে, হয় ত চক্ষেই দেখিতে পাইব। কিন্তু আমি সকল অবগত থাকিয়া না বলিলে, এক ভয়ানক মহাপাতকের অংশী হইব। আমার কর্তব্য ছিল, প্রতাপাদিত্যকে সকল প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করা। পিতা এ সকল অবগত হইয়া কেন এরূপ অবোধের মত কার্য করিলেন?' অনেক চিন্তিয়া ভাবিল, 'আমার ভাঙ্গিয়া বলার প্রয়োজন কি? এখন জেদ করিয়া সূর্যকুমারকে রায়গড়ে লইয়া যাই ও সুযোগ করিয়া ইন্দুমতীকে বাঁচাই, তাহা হইলেই ধর্মরক্ষা হইবে ও ইন্দুমতী রক্ষা পাইবে।' মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! এখন সে ভাবিয়া ফিরিলে ভাল হইবে না। চল, আমরা রায়গড়ে গিয়া দেখি যে কি হয়। যদ্যপি একান্ত আমাদিগের অস্ত্র ধারণ করা আবশ্যক হয়, তবে অস্ত্র ধরিব, নতুবা গুপ্তভাবে দূর হইতে যুদ্ধ দেখিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! তুমি যাহায় সন্তুষ্ট হও, আমায় তাহাই করিতে হইবে, কিন্তু তোমার মুখের ভাবে আমি দেখিতেছি, মনে মনে নিতান্ত আকুল হইয়াছ। ভাল মালিকরাজ! তোমারই কথা বাহাল রাখিলাম।" বলিয়া অশ্ব পুনর্বার দক্ষিণ দিকে ফিরাইল। অশ্বদ্বয় আপন স্বেচ্ছাগমনের অনুমতি পাইয়া পশ্চিম দিক দিয়া চলিল। কিছু দূরের পর ঘারির জাঙ্গালের উত্তর দিকের খালের উত্তর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্যকুমার দেখেন, সম্মুখে খাল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সম্মুখস্থ খালে বারো তেরো খানা অতি দীর্ঘ অপ্রশস্ত ছীপ দেখিতে পাইল। এক একটি প্রায় দুই শত হাত দীর্ঘ তিন হাত মাত্র প্রস্থে। গঠনে বোধ হয়, অত্যন্ত অল্প ভর, দ্রুতগামী। এক একটিতে প্রায় চল্লিশটি

ক্ষেপণি। প্রতিনৌকায় অগ্র ও অন্তমূলে এক একটি করিয়া প্রায় ছয় হাত উচ্চ ধ্বজা। তাহার একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চতুর্দ্দিকে প্রায় দেড় হাত পরিমাণের পতাকা। নৌকাগুলি খালের দক্ষিণ তীরে দ্বারীর জাঙ্গালে ছোট ছোট দণ্ডে বাঁধা। নৌকায় কেহই নাই। কেবল শেষে দুইটী নৌকায় দুই জন বসিয়া তামাক খাইতেছে। সূর্য্যকুমার বলিল "মালিকরাজ এই লও তোমার গঞ্জালিসের দল। ইহারা বোধ হয় অনেকক্ষণ আসিয়াছে। এতক্ষণে বোধ হয় ইহারা রায়গড় মারিয়া লইল।"

মালিকরাজ চুপি চুপি বলিল। "একটু ক্ষান্ত হও, আমি অগ্রসর হইয়া সন্ধান লই।" মালিকরাজ অগ্র হইয়া নৌকাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল "গঞ্জালিসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে।"

নৌকারক্ষক দাঁড়াইয়া বলিল। "আজ্ঞা হাঁ।" মালিকরাজ বলিল "অনুপরাম আসিয়াছিল।" সে বলিল "মহাশয় তিনি, আর একটি অশ্বারোহী, গঞ্জালিসের সঙ্গে আসিয়াছেন।

মালিকরাজ বলিল। "তাহারা কখন আসিয়া পৌছিল।"

কাণ্ডারি উত্তর করিল। "মহাশয় তাঁহারা প্রায় দুই দণ্ড পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন।

মালিকরাজ বলিল। "তাঁহারা এ স্থান হইতে কখন সৈন্য লইয়া গেলেন।"

কাণ্ডারি বলিল। "প্রায় আড়াই দণ্ড হইল।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমরা কয়খানা নৌকায় আসিয়াছ।"

কাণ্ডারী বলিল। "আমাদিগের দশখানা ছীপ আছে।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে তোমরা অনেকে আসিয়াছ। কে কে আসিয়াছে, ফ্রান্সিস্কো কোথায়?।"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় ফ্রান্সিস্কো আসেন নাই, ড্যাকষ্টা আসিয়াছেন, আর আমরা দুইশত পঞ্চাশ জন লোক আছি।"

মালিকরাজ সিহরিল। বলিল "এত অল্প লোকে দশখানা নৌকা কি করিয়া চালাইবা।"

কাণ্ডারী বলিল। মহাশয় গঞ্জালিসের আদেশ আছে। নয়খানাতে দ্রব্যাদি যাইবে। কেবল এক খানায় একশত আশী জন ক্ষেপণী ধরিবে ও যে কয়েকজন বন্দী আসিবে, তাহাদের সেই ছীপে বসাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মালিকরাজ বলিল। "কেন বন্দীর নৌকায় এত তরণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয়! কি তাহা জানেন না?"

মালিকরাজ বলিল। "আমি আজ একমাস প্রায় সনদ্বীপ ছাড়া, কাযেই সকল সমাচার জানি না। কেবল গঞ্জালিসের সঙ্গে অদ্য দেখা হওয়ায় সে আমাদিগকে আসিতে বলিয়াছিল।"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় বন্দীর মধ্যে কোন স্ত্রীলোক থাকিবার কথা আছে।

তাহাকে লইয়া চার পাঁচ প্রহরের মধ্যে সনদ্বীপে পৌছিতে হইবে। একশত আশী তরওধারী না হইলে কি মতে যাওয়া যায় ?" সূর্য্যকুমার অগ্রসর হইয়া বলিল। "এ ছীপে কয় জন তরওধারী বসিতে পারে।

কাওারী বলিল। "চলুন ছীপটি দেখাই।" সূর্য্যকুমার বলিল। তবে তুমি সে ছীপটী এপারে আন।" কাওারি আপনার ছীপ হইতে সেই ছীপে যাইয়া সেটিকে ধবজি ঠেলিয়া খালের উত্তর কূলে আনিল। ছীপটির আকার দেখিয়া সূর্য্যকুমার চমৎকৃত হইল। সেটী অতি দীর্ঘ অপ্রসস্ত। দীর্ঘ প্রায় চার শত হাত। তাহাতে আড়াই শত ক্ষেপণী লাগান আছে। নৌকার মধ্যে প্রায় তিন হাত উচ্চ স্থূল ধ্বজা। কাওারি বলিল। "তাহায় বন্দীদিগকে বাঁধা যায়।" নৌকাটি অতি সুগঠন।

মালিকরাজ। বলিল। "এছীপ কতক্ষণে সনদ্বীপে পৌছে।"

কাওারী বলিল। "মহাশয় যদি সুবিধার প্রসস্ত গাং পাই আর আড়াই শত ক্ষেপণীধারী হয়, তবে দুই চার দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌছিতে পারি। কিন্তু আমা-দিগকে অনেক ছোট ছোট খাল বাহিয়া যাইতে হইবে। আর আমাদিগের লোক অধিক আনা হয় নাই,তাই তিন চার প্রহর পৌছিতে লাগিবে।"

মালিকরাজ বলিল। "ইহারা কি কি অস্ত্র আনিয়াছে।"

কাওারী বলিল। "মহাশয় অস্ত্র বড় অধিক নাই। জন কতক ধানুকী, কুড়িজন তলবারীধারী, আর বাকী বরসাধারী।"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন বন্দুক আনা হয় নাই।"

কাওারী বলিল। "জল পথে আসিতে হইয়াছে, তাতে আবার নৌকার ছত্রি নাই বলিয়া বন্দুক আনা হয় নাই। আবার পূর্ব্বেকার মত সনদ্বীপে এখন আর তত বন্দুকও নাই। যাহা পূর্বে সংগ্রহ হইয়াছে ক্রমে ক্ষয় পাইয়াছে। আজকাল আমাদিগের লাভের কিছু হানি হইয়াছে। লোক জন প্রায় সতর্ক থাকে, আর মোগল বাদসার প্রহরী প্রায় সর্বত্রই বেড়ায়।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার নাম কি।"

কাওারী করপুটে অতি সম্মান পুরঃসর বলিল। "মহাশয় আমরা অতি ছোটলোক, আপনারা মহৎ। বড়লোকের এমনি দয়াই বটে। মহাশয় আমরা আপনাদের এক কথায় কেনা গোলাম হই। আমাদের গঞ্জালিস বড় ক্রুর। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আজ্ঞা, আমার নাম সোয়ারিস।" মালিকরাজ তাহার হাতে একটি মোহর দিল ও বলিল। "সোয়ারিস এইটি লও। জল খাইও।" সোয়ারিস কখন মোহর দেখে নাই। মোহরটি পাইয়া একেবারে আমোদে গলিয়া গেল, দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল। "পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন। মা দুর্গা ও মেরী তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। সেন্ট ডোমিঙ্কো তোমাকে আশ্রয়ে রাখুন।"

মালিকরাজ বলিল। "এখান হইতে রায়গড় কতদূর ?" সোয়ারিস বলিল। "মহাশয়

প্রায় তিন পোয়া পথ হইবে। ঐ পোল দিয়া গেলে কিছু ঘোর হইবে। নতুবা বলেন তো এই নৌকায় আপনাকে পার করিয়া দিই।" সূর্য্যকুমার বলিল। "আমাদিগের ঘোড়া আছে অতি শীঘ্রই যাইব।" সোয়ারিস আশীর্বাদ করিল মহাশয়েরা জয়ী হউন। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অশ্ব চালাইয়া খালের তীর বহিয়া পোলের উপর উঠিলেন। পোল পার হইলে মালিকরাজ বলিল। "সূর্য্যকুমার এখন রায়গড়ে বরাবর না যাইয়া একটা যুক্তি কর' বিধেয়।" সূর্য্যকুমার বলিল "তোমার কি যুক্তি শুনি।" মালিকরাজ বলিল। "চল এ দস্যুদের পলায়নের পথ বন্ধ করি।" সূর্য্যকুমার বলিল। "কি করিয়া তাহা বন্ধ করিবে।" মালিকরাজ বলিল। "তুমি এই খানে দাঁড়াও আমি দ্রুত গিয়া সোয়ারিস'কে নৌকা গুলি ওখান হইতে বহিয়া লইয়া রায়গড়ের পূর্ব্বে এক নিভৃত স্থানে লুকাইতে বলি।" সূর্য্যকুমার বলিল "তুমি মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাও যেমতে হয় শত্রু দমন করা বিধেয়।" মালিক অশ্ব ফিরাইয়া অতিবেগে নৌকার নিকট হইয়া বলিল। "সোয়ারিস পোলের নীচে আইস আমি নৌকা রাখিবার স্থান দেখাইয়া দিব। এ বড় ভাল স্থান নহে।"

সোয়ারিস মালিকরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। মালিকরাজ তাহাকে লইয়া দ্বারীর জাঙ্গাল দিয়া বরাবর উত্তর পূর্ব্বে প্রায় এক পোয়া অন্তরে গিয়া বলিল। "দেখ ঐ ঝোপের ভিতর সব নৌকা আনিয়া রাখ। কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে আমি কিম্বা গঞ্জালিস 'ঘোড়া ঘোড়া।' করিয়া চিৎকার করিলে উত্তর দিবা। তোমার বা তোমার সঙ্গীর নাম করিলে উত্তর দিও না।" সোয়ারিস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নৌকা সব আনতে গেল। মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার দুই জনে দ্বারীর জাঙ্গাল বহিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর পরে রায়গড়ের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গড়ের দ্বার বন্ধ হইতেছিল। দ্বারী তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিল। "মহাশয়রা কে, কোথায় যাইবেন। আর কোথা হইতে আসিলেন? "

মালিকরাজ বলিল। "আমরা বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছি, দক্ষিণ যাইব। বিদেশী, রাত্রি অধিক হইয়াছে, কোথাও আশ্রয় পাই নাই। এক্ষণে অতিথি হইতে তোমার দ্বারে আসিয়াছি।"

দ্বারী বলিল। "আজ যে অতিথির শেষ নাই। গ্রামস্থ লোক অপেক্ষা অতিথি অধিক। আজ এখানে স্থান হবে না। তোমরা স্থানান্তরে যাও" বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করায় মালিকরাজ বেগে আপন অশ্ব দ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইল। অশ্বের অর্দ্ধেক শরীর গড় মধ্যে ও অর্দ্ধেক গড় বাহিরে রহিল।

দ্বারী রুষ্ট হইয়া বলিল। "এ যে বলপূর্ব্বক অতিথি হয়! কে তুমি? তোমার ত প্রকৃত অতিথিরন্যায় আচরণ দেখি। যে হও দ্বার মুক্ত কর, নতুবা যমদ্বারে পাঠাইব।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আপনিও প্রকৃত আতিথ্যধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। ভাল সৎকার পাইলাম। এক্ষণে আমি কোন ক্রমে স্থানান্তরে যাইতে পারিব না।

একান্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে হয়, আমাকে নষ্ট কর। আমরা দুই জন বিদেশী, সমস্ত দিন পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আমাদিগের গমন মার্গ ত্যাগ করিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ আশ্রয় লাভাশয়ে মহাশয়ের দ্বারে আসিয়াছি।"

দ্বারী বলিল। "তুমি কি লোক? বোধ হয় ব্রাহ্মণ হইবে, নতুবা অতিথি হইতে আসিয়া এত বল প্রকাশ করিতেছ কেন?',

মালিকরাজ বলিল। "অনুমান সত্য। আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ।''

দ্বারী বলিল। ব্রাহ্মণ, এত অস্ত্র শস্ত্রে আবৃত কেন?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় পথভ্রমণে আত্মরক্ষা প্রয়োজন। পথে অত্যন্ত দস্যুভয়।"

দ্বারী বলিল। "ব্রাহ্মণের মত সকল আচরণই দেখিতেছি, ইনি দস্যুভয়ে সাস্ত্র হইয়া পথে ভ্রমণ করিতেছেন, আবার গড় না হলে রাত্রি যাপন হবে না, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।''

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় সন্দেহ করিবেন না, আমি ব্রাহ্মণ বটি। ব্রাহ্মণ বলিয়া ধর্ম্মস্থানে আশ্রয় দিন আমরা দুই জন কিছু আহার করিব না, আপনার মন্দুরায়(১) আমাদিগের দুটি অশ্ব রাখিতে স্থান দিন, আমরা মন্দুরাতেই বা বাহিরে পড়িয়া থাকিব। [illegible]ন্য কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।"

দ্বারী বলিল। [illegible]কারণ বিরক্ত করিতেছ, রায়গড়ে স্থান পাইবে না।''

মালিকরাজ ব[illegible] "কি রায়গড়ে দুই জন নিরাশ্রয় অতিথির স্থান নাই!"

দ্বারী বলিল। "আজ তোমার মত চার শত লোককে স্থান দেওয়া হইয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় রায়গড়ে দশসহস্র লোকে এক কালে আশ্রয় পায়। তিন চারি শত লোকের কথা কি বলিতেছেন।''

দ্বারী বলিল। "আমি তোমাকে হিসাব দিতে চাহি না। মোটা কথা বলিলাম, এস্থান হইতে যাও, এস্থানে অদ্য রাত্রিযাপন অসম্ভব।''

মালিকরাজ বলিল। মহাশয় দেখিতেছি ধর্মশীল বটেন, কি করিয়া এত নির্দয়-বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া কি মহাশয়ের দয়া জন্মিল না।?"

দ্বারী বলিল। "তোমাদিগের দেখিয়া দয়া দূরে থাকুক, আমার রাগ হইতেছে। তোমাদিগের যেরূপ সাস্ত্রবেশ, তাহে তোমরা মনে করিলে অক্লেশে নির্ভয়ে রাত্রিতে যাপন গ্রামে যাইতে পার।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমাদিগের পথ জানা নাই, তাতে আবার আমরা পথশ্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি, আমরা মহাশয়ের আশ্রয় লইলাম, স্থান দিন।"

দ্বারী বলিল। "তবে তোমাদিগের প্রগ্রীবে(১) থাকিতে হইবে অন্যত্র কোথাও স্থান পাইবে না।''

(১) মন্দুরার বাতায়ন

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! আমরা আপনার দয়ায় নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। মন্দুরাই আমাদিগের প্রার্থনীয় স্থান।"

দ্বারী বলিল। "তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।"

মালিকরাজ বলিল। "কি তবে আপনি এ দুর্গাধিপ নহেন?"

দ্বারী বলিল। "আমি এক প্রকার এ স্থানের অধিকারী বটে, যে হেতুক আমারই যোগক্ষেমে(২) এই দ্বারটি আছে।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার দুর্গে কি রাজা নাই যে তুমি রাণীর অনুমতি লইতে যাইতেছ?"

দ্বারী বলিল। "না রাণীদ্বয় এই দুর্গের অধিকারিণী। কিন্তু ইন্দুমতী দেবী এই সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা করেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে শীঘ্র আসিবে। বলিও বিদেশ হইতে দুইটি অশ্বারোহী যোদ্ধা অদ্য রাত্রে এ দুর্গে থাকিতে প্রার্থনা করে।"

দ্বারী চলিয়া গেল। "সূর্যকুমার ও মালিকরাজ দ্বারে প্রবেশ করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বারী একটি লোক সঙ্গে আনিয়া বলিল। "মহাশয়! আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, এই লোকটি অশ্বদ্বয় লইয়া মন্দুরায় রাখিয়া আসিবে।"

সূর্যকুমার ও মালিকরাজ দ্বারীর অনুসরণ করিলেন। ক্রমে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি আসনে এক জন নিচোলিনী বসিয়া আছেন। তাঁহার কিছু দূরে এক লৌহাবর্মাবৃত যোদ্ধা অপর একটি আসনে উপবিষ্ট। সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্ত্রীটি বলিল, "স্বাগত? এ দুর্গে যাহায় আপনাদিগের সুখবর্দ্ধন হয়, তাহা এ দীনা প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করিবে না। ঐ আসনে উপবিষ্ট হউন।"

সূর্যকুমার থল থল দৃষ্টিতে বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল। "অদ্য এ দুর্গে আশ্রয় লাভে আমরা যত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার সম্মুখীন হওয়ায় আমরা ততোধিক দশগুণ আপ্যায়িত হইলাম। আপনি স্বয়ং যখন আমাদিগের সম্ভাষণ করিলেন, আমরা তাহাতেই ক্রীত হইলাম ও আমাদিগের পথশ্রম সব দূর হইল।"

মালিকরাজ উপবিষ্ট কৃষ্ণ ও বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল। "আমি ব্রাহ্মণ। আশীর্বাদ করি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

স্ত্রীটি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। পরে একজন ভৃত্য আসিয়া যোড় করে বলিল। "মহাশয়! পাদপ্রক্ষালন করুন।" মালিকরাজ ও সূর্যকুমার গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের দক্ষিণস্থ ইন্দ্রকোষে পাদ ধৌত করিলেন, আসনে আসিয়া পুনর্বার অধিষ্ঠিত হইলেন। সূর্যকুমার একটু মৃদু হাসিলেন।

গৃহকর্ত্রী বলিলেন। "মহাশয়দিগের আগমনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি; এক্ষণে কি আহার করিবেন, আজ্ঞা করিলেই প্রস্তুত হয়।"

---

(২) জিম্মা

সূর্য্যকুমার বলিল। আমরা অদ্য আর কিছু আহার করিব না। অপরাহ্ণে আহার করায় অসুস্থ আছি। আপনার অনুমতি পাইলে বিশ্রামে যাই।”

কর্ত্রী বলিলেন। “মহাশয়েরা নিরাহারে থাকিবেন, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। আপনাদিগকে আহার আজ্ঞা করিতে হইবে। আপনারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “বারম্বার আপনার অনুরোধের বিপরীত আচরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যাহা হয় আহার করিব।”

কর্ত্রী বলিলেন। “মহাশয় কোন্ কুলের উজ্জ্বল তিলক?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমার ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম। ইনি আমার সুহৃৎ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব।”

কর্ত্রী মালিকরাজকে বলিলেন। “আমরাও ক্ষত্রিয়। আমাদিগের ঘরে ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহারে আপনার কোন বাধা নাই বোধ করি। ব্রাহ্মণপরিচারক প্রস্তুত।”

মালিকরাজ বলিল। “আমি ক্ষত্রিয়ের প্রস্তুত অন্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে পারি তা ঘৃতপক্ক কি, কিন্তু আমার আহারে এক্ষণে যথেষ্ট স্পৃহা নাই।”

চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের স্থান করিল, তিনখানি রৌপ্য পাত্রে ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি দিল।

কর্ত্রী বলিলেন। “মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন।” পূর্ব্ব উপবিষ্ট বর্ম্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ আসন হইতে উঠিয়া আহারে বসিলেন।

কর্ত্রী বলিলেন। “মহাশয়েরা অনুমতি দেন ত আমি একবার আমার অন্যান্য আগন্তুক আত্মীয়দিগের তত্ত্ব লইয়া আসি।” সূর্য্যকুমার ও বর্ম্মাবৃত লোকটি এককালে বলিলেন। “আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের তত্ত্বে যান।” কর্ত্রী গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

মালিকরাজ বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, গণ্ডূষ করুন।” সূর্য্যকুমার গণ্ডূষ করিলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন, “মহাশয়েরা আরম্ভ করুন, আমার কিছু বিলম্ব আছে।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহাশয়ের বিলম্বের কারণ?”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমার সায়ংকৃত্য হয় নাই।” সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণ এক জন দ্রুতপদে যাইয়া একটি রৌপ্য কোষা আনিয়া দিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ উত্তরাস্য হইয়া বসিলেন। ক্রমে শিরস্ত্রাণ মোচন করিলেন। হস্ত হইতেও করকবচ বহিষ্কৃত করিয়া সায়ংকৃত্যে নিযুক্ত হইলেন। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সায়ংকৃত্য সমাপনে তিনি বলিলেন। “আমি মহাশয়দিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিলাম, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহাশয়! আপনার মিষ্টতায় আমরা চিরক্রীত হইলাম।” বর্ম্মাবৃত পুরুষ গণ্ডূষ করিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ আহার করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ জাতীয়স্বভাববশত বাক্‌যত হইয়া আহার করি-

লেন। বর্মাবৃত পুরুষটি আলাপ করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তিন জনে হেঁটমুণ্ডে ক্রমে ক্রমে আহারান্তে গণ্ডূষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। উপস্থিত পরিচারকেরা হস্তপদাদি ধৌতের জল দিল। শুচি হইয়া তিন জনে কর্পূরবাসিত তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে নূতন আসনে বসিলেন। গৃহকর্ত্রী পুনর্বার আসিয়া আপন আসনে বসিয়া বলিলেন। "আমার আপনাদিগের আহারকালে এ স্থানে অনুপস্থিতির দোষ ক্ষমা করিবেন। অপর আড়াই শত ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রের জন্য এ গড় পবিত্র করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের আহার প্রস্তুত করাইতে গিয়াছিলাম। তাহাতেই এত বিলম্ব হইল।"

সূর্যকুমার বলিল। "তাঁহারাও আপনার দ্রষ্টব্য।"

কর্ত্রী বলিলেন। "এক্ষণে আপনারা বিশ্রাম করুন অমি বিদায় হই।

একজন লোক আসিয়া বলিল। "মহাশয়েরা কি এক ঘরে থাকিবেন, না, আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ঘর আবশ্যক হইবে ?"

সূর্যকুমার কোন উত্তর দিল না। মালিকরাজ বলিল। "আমরা একত্র থাকিলেই সুখী হইব।" বর্মাবৃতকে লক্ষ্য করিয়া "মহাশয়ের কি মত ?"

তিনি বলিলেন। "একত্র থাকাই সুখকর।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে তুমি তুইটি শয্যা প্রস্তুত কর। আমরা তুইজনে একত্রে শয়ন করিয়া থাকি। দাসটী যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল।"

মালিকরাজ বলিল। "এ গড়ে অতিথি সৎকারের প্রণালী বড় উত্তম।"

বর্মাবৃত পুরুষটি বলিলেন। "এরূপ সুপ্রণালী আমি কুত্রাপি দেখি নাই। আবার গৃহকর্ত্রীটির অসাধারণ গুণ।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় এ কর্ত্রীটী ছাড়া এখানে ত আরও কর্ত্রী আছেন ?"

বর্মবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয় এ স্থানে তিনটি কর্ত্রী আছেন! অপনারা কি রায়গড়ে পূর্বে কখন আসেন নাই ?',

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমাদিগের বিদেশেই সর্বদা থাকা, কাযেই যদিচ রায়গড়ের নিকট বাস তথাপি রায়গড়ের কোন সমাচার বিশেষ জ্ঞাত নহি।"

কর্মচারি একজন আসিয়া বলিল। "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, আপনাদিগের শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান করিলেন ও কর্মচারীটির সঙ্গে শয়নাগারে গেলেন। একটি একতলা সুপ্রশস্ত ঘর। তুইটি দীপ জ্বলিতেছে। তুইটি প্রশস্ত পর্যঙ্ক। তাহার পার্শ্বে একটি প্রশস্ত আসন আছে, তাহায় তাম্বূলচয়ের পাত্র। একটি রূপার বড় পাত্রে পানীয় জল ও তিনটি রূপার পানামৃত। সূর্যকুমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন ও বর্মাবৃত পুরুষকেও বসিতে সম্ভাষণ করিলেন। বর্মাবৃত পুরুষটি বসিলেন। মালিকরাজ ও সূর্যকুমারের পার্শ্বে বসিলেন। কর্মচারি বলিল। "মহাশয়দিগের আর কোন আবশ্যক না থাকে ত আমি বিদায় হই।" সূর্যকুমার

বলিল। "আমাদিগের আর কোন আবশ্যক নাই, আপনি বিদায় হউন।" কর্ম্মচারি চলিয়া গেল।

সূর্য্যকুমার বর্ম্মাবৃতকে বলিল। "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার কিছু সন্দেহ হইতেছে।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়কে আমি স্থানান্তরে দেখিয়াছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় আমার সন্দেহ তবে সমূলক বোধ হইতেছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমি আপনার বন্ধুকেও স্থানান্তরে দেখিয়াছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "অদ্য আপনি বোধ হয় লস্করপুর হইয়া আসিতেছেন।"

তিনি হস্ত বিস্তারিয়া বলিলেন। "আমি কি লস্করপুরের রণাভিনয়ের বীরের সম্মুখীন আছি।"

সূর্য্যকুমার ব্যগ্র হইয়া বিস্তারিত হস্ত আপন হস্তে লইয়া বলিল। "মহাশয়কে আমি তখন প্রণাম করিতে পাই নাই, এক্ষণে প্রণাম করি। অদ্যকার জয় কেবল আপনার সাহায্যেই হইয়াছে।"

মালিকরাজ সূর্য্যকুমারের প্রতি বলিল। "তুমি লক্ষ কর নাই, যখন কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন হজুরমল পশ্চাৎ হইতে তোমাকে ছেদনাশয়ে আসিয়াছিল। কুঠারও উঠাইয়াছিল আমিও অগ্রসর হইয়াছিলাম। কেবল এই বীরের বলে আমরা উভয়ে পরাজিত হইলাম ও তোমার প্রাণ রক্ষা হইল।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হইলাম, ভাল হইল। এতক্ষণে আমার মনের একটি ভার দূর হইল।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমি কোন্ বীরের প্রেমাস্পদ হইলাম?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় তবে আপনার নিকট আর আমাদিগের পরিচয় লুকাইয়া রাখার প্রয়োজন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সুযোগ হইল।"

বর্ম্মাবৃত বলিলেন। "মহাশয় আমাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আমি আপনাদিগের কর্ম্ম করিতে অত্যন্ত আনন্দ পাই। বিশেষত আমার এই বন্ধুর (সূর্য্যকুমারকে লক্ষ্য করিয়া) যে বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহায় আমি চির-ক্রীত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি, আপনাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে। আমি প্রাণপণে তাহা সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! ইনি জয়ন্তীরাজ-পুত্র সূর্য্যকুমার।"

বর্ম্মবৃত পুরুষটী সিহরিলেন। সূর্য্যকুমারের হস্তটি তাঁহার হস্ত হইতে খসিল। কিছু-ক্ষণ সে পুরুষটি একদৃষ্টে সূর্য্যকুমারের প্রতি চাহিলেন। সূর্য্যকুমার কিছু চমৎকৃত হইল। মালিকরাজ কিছু চমকিল। ভাবিল, "ইহার অর্থ কি?" পরক্ষণেই বর্ম্মবৃত পুরুষটি স্বভাবস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার অসভ্য আচরণ ক্ষমা করিবেন। আমার

কিছু রোগ আছে। তাহা কখন কখন আমাকে আক্রমণ করিলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই।

মালিকরাজ বলিল। "আপনার পরিচয় পাইতে সাহস করি না।"

বর্মাবৃত পুরুষটি বলিলেন। "আমি দিল্লীশ্বরের একজন কর্মচারী। আমার প্রকৃত নাম কোন কারণ বশত আপনাদিগকে এক্ষণে বলিব না। আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে আমাকে যথা ইচ্ছা নামে ডাকুন।" মালিকরাজ ভাবিল, 'বুঝি এ লোকটি মানসিংহের চর, তাহার নাম গোপনে রাখা বিধিবিহিত' জানিয়া নাম জানিতে ক্ষান্ত হইল।

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় বোধ করি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আসিয়াছেন?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আজ্ঞা, আপনাদিগের নিকট সকল বিষয় গুপ্ত রাখা অনাবশ্যক। আমি তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছি। আপনি কি এদেশে ভ্রমণে আসিয়াছেন?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমাদিগের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য বলিলেই সকল অবগত হইবেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয় আপনার কর্ম আজ্ঞা করুন।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমার বোধ হয় আপনি রায়গড়ের অবস্থা ভাল জ্ঞাত আছেন!"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয় আমি অদ্য সব অবগত হইলাম। আপনাকে বলিতেছিলাম যে, এ স্থানে তিনটি স্ত্রীলোক অধিকারিনী।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আর গুপ্তভাবে প্রয়োজন নাই, আমরা অত্রত্য সকল সমাচার অবগত আছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আমাদিগের সৎকার করিলেন, তিনিই কি ইন্দুমতী?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তিনিই ইন্দুমতী। আমি সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছি। কোন সমাচার লইয়া আসায় ইন্দুমতির সহিত আলাপ করিতে হয়।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় তবে ইন্দুমতীর একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটেন তাঁহার বিপদ হইলে অবশ্যই পরিত্রানের উপায় দেখিবেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "অবশ্য আমি তাহায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের নিকট ইহার একটি আত্মীয় আছেন, আমায় তাঁহার অনুরোধে জীবন পর্য্যন্ত দিতে হইবে। অদ্য ইন্দুমতির সঙ্গে আমার তাহারই কথা হইতেছিল, আপনারা কচুরায়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন?" মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, যেন শব্দে তাঁহাদিগকে মোহিত করিল। তাঁহারা এককালে একশ্বাসে বলিলেন। "মহারাজ কচুরায় কি জীবিত আছেন?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "ঈশ্বর তাঁহায় নিরাপদে রাখুন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয়! যদিচ তাঁহার সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষ হয় নাই, কিন্তু লোকমুখে তাঁহার গুণ শুনিয়া আমি তাঁহাকে যেন ভ্রাতার আদরে ভাল বাসি। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের ইচ্ছায় বিমলা মাতার

জন্য আমাকে ঔষধ আনিতে হয়, সে সময়ে বসন্তরায়ের সঙ্গে দেখা হয়। আহা, তিনি কচুরায়ের জন্য কতই আক্ষেপ করেন, সে সময় আমি লোকমুখে কচুরায়ের প্রশংসা ও গুণব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ কিছু চঞ্চল হইলেন, বলিলেন। "ইন্দুমতির সঙ্গে কচুরায়ের কুশল সমাচার বলিতেছিলাম।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজ কচুরায় কি এক্ষনে মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আছেন?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তিনি এক্ষণে মানসিংহের সঙ্গে বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তিনি কি এখানে আসিবেন না? তিনি থাকিতেন ত অদ্য বড়ই কুশল হইত।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে সৈন্য লইয়া অতি শীঘ্র এ অঞ্চলে আসিবেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তিনি থাকিতেন ত ইন্দুমতির কোন চিন্তাই থাকিত না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এমত ত বোধ হয় না যে, তাঁহার বিদ্যমানে তাঁহার আশ্রিত কাহার কোন বিপদ ঘটে।"

মালিকরাজ বলিল। "কেবল আশ্রিত কেন? তাঁহার প্রেমাস্পদের।"

বর্ম্মাবৃত বলিলেন। "ইন্দুমতি কি কচুরায়ের প্রেমাস্পদ।"

মালিকরাজ বলিল। "ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রেমাস্পদ হউন বা না হউন, লোকে ইহা খ্যাত আছে যে, ইন্দুমতির প্রেমাস্পদ কচুরায়। ইন্দুমতী সদা কচুরায়ের অবর্তমান কষ্টে মলিন হইতেছেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "ঠিক বলিয়াছেন, কচুরায়ের সমাচার পাইবায় ইন্দুমতীকে সোৎসুক দেখিলাম।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয়! ইন্দুমতি অনেক রাজকন্যা হইতে সরল-স্বভাবা অবশ্য কোন সদ্বংশজাত হইবেন।"

বর্ম্মাবৃত রাজপুরুষ বলিলেন। "আমারও ইহা সন্দেহ হইয়াছে, কিন্তু মহারাজ কচুরায়ের মুখে শুনিয়াছি, ৺ মহারাজ বসন্তরায় ইন্দুমতীকে কোথায় কুড়াইয়া পান।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কিন্তু তিনি ত ইন্দুমতীকে কখন অজ্ঞাতকুলশীলতার মত ব্যবহার করেন নাই? ইন্দুমতী কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি ক্ষত্রিয়া হইবেন, নতুবা কিরূপে কচুরায়ের প্রেম জন্মিল?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়ের সঙ্গে কি মহারাজ কচুরায়ের ইন্দুমতির জাতি-বিষয়ক কোন কথা হইয়াছিল?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "যাহা কথাবার্ত্তা হয়, তাহায় ইন্দুমতী ক্ষত্রিয়া বলিয়া আমার বোধ হয়, কিন্তু কচুরায়ের কথাবার্ত্তায় আমার এমত জ্ঞান হইয়াছিল যে, ৺ মহারাজ বসন্তরায় তাহার কুল ও জাতি অবগত ছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর কথার ভাবভঙ্গিতে তাহা কিছু প্রকাশ পায় না, বরং এমত বোধ হয় যে, ইন্দুমতী আপনার পিতামাতার নাম ধাম অনবগত থাকায় সদাই যেন দুঃখিতা থাকেন ও যেন কচুরায়ের প্রেমলাভে সঙ্কুচিত হন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয়! আমি আপনাকে ইন্দুমতীর বিপদের কথা বলিতেছিলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তাঁহার কি বিপদ উপস্থিত।"

সূর্য্যকুমার বলিল "মহাশয়! আপনি অবগত আছেন যে, অদ্য এই গড়ে দুই শত পঞ্চাশ জন অতিথি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।"

বার্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তাহা শুনিয়াছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আপনি মহারাজ মানসিংহের নিকট থাকেন, অবশ্য সিবাষ্টিন গঞ্জালিসের নাম শুনিয়াছেন?"

মালিকরাজ বলিল। "ফিরিঙ্গি-দস্যুদলের অধ্যক্ষ, যাহার দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য হইয়াছে ও দুষ্ট জন্তুর আবাস হইতেছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "গঞ্জালিসের নাম আমরা যথেষ্ট অবগত আছি, মহারাজ মানসিংহের বঙ্গাগমনের প্রধান এক উদ্দেশ্যই গঞ্জালিসের সঙ্গে আলাপ করা।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "গঞ্জালিস অদ্য এই গড়ে আগমন করিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুই শত পঞ্চাশ জন দস্যুও আসিয়াছে। আমরা তাহাদিগের ছীপও দেখিয়া আইলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তাহাদিগের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য কি?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তাহাই আপনাকে বলিতেছি।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় হুজুরমলেরও নাম শুনিয়া থাকিবেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ এই নামটি শুনায় চক্ষুর্দ্বয় বিশেষ উন্মীলিত করিলেন ও বলিলেন। "হাঁ হুজুরমলকে আমরা ভাল জানি, যে হুজুরমল পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের অধীনে একজন সেনানী ছিল। যে সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বেতনে আছে?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনিই।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন "তিনিও না অদ্য অভিনয়ে ছিলেন?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনিও ছিলেন। মহাশয়! আমাকে তাঁহার খরসান অসি হইতে বাঁচাইয়াছেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ হস্ত বিস্তারিয়া সূর্য্যকুমারের হস্ত ধরিলেন ও স্বহৃদয়ে তাহা পীড়িয়া বলিলেন। "আপনি তাহা বিস্মৃত হউন। আমি উহা শুনিতে কিছু লজ্জিত হই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহত্ত্বের চিহ্নই এই।"

বর্মাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। "তিনিও কি এখানে আছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনিও আছেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে ত মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বুঝি সত্য হইল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে গঞ্জালিসের পোষক। হুজুরমল কি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতসারে আসিয়াছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "তিনি তাঁহার আদেশমত আসিয়াছেন?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। প্রতাপাদিত্যের আদেশমতে তবে গঞ্জালিসও এখানে আসিয়াছে।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় শুনুন। প্রতাপাদিত্য গঞ্জালিস ও হুজুরমলকে পাঠাইয়াছেন। ইহারা অদ্য রায়গড়ে দস্যুর মত আক্রমণ করিবে, দ্রব্যাদি যত লউক বা না লউক, প্রতাপাদিত্যের অনুমতি ইন্দুমতীকে হরণ করিবে। বল পূর্বক লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দিবে, তিনি ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ এই কথাটি শুনিয়া সিহরিলেন, বলিলেন। "যথেষ্ট যথেষ্ট, আর আমি শুনিতে চাহি না। হা বিধাতঃ! পাপীর পাপের শেষ নাই। নারকী এক পাপ হইতে কেবল পাপান্তরে হস্ত ক্ষেপ করিয়া ক্রমে অধম নরকোপযুক্ত হয়। আঃ একি অসম্ভব ব্যাপার। এমত অনৈসর্গিক প্রবৃত্তি ত কখন দেখি নাই!"

বর্মাবৃত পুরুষ উঠিলেন। আপন তলবারীতে হস্ত ক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এমন কি প্রায় একদণ্ড কাল গৃহমধ্যে পাদচালন করিয়া অবশেষে আপন ললাট হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আপনা আপনি বলিলেন। "আরও কি ঘটে। পাষণ্ড নরাধম পামর। ইহার আর কখনই সুমতি হইল না।"

আসনে আসিয়া বসিলেন। একবার সূর্যকুমারের হস্তটি বল পূর্বক ধরিলেন। তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কতক্ষণ এরূপ থাকিয়া বলিলেন। "সূর্যকুমার! মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিতান্ত অপরাধী। কি করি আবার সেই রোগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! ইহার সঙ্গে অনুপরামও আছেন।"

বর্মাবৃত লোক বলিলেন। "কি যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা?"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি ইহার সঙ্গে কেন?"

মালিকরাজ বলিল। "তিনি আপন রাজ্য লাভাশয়ে গঞ্জালিসের আশ্রয় লইয়াছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "প্রতাপাদিত্যেরও আশ্রয় লইয়াছেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এ যে সকল নারকীর একত্রে মিলন দেখিতে পাই? এ নরাধম প্রতাপাদিত্য বঙ্গরাজ্য শূন্য করিয়াছে। বঙ্গের একাদশ রাজার রাজত্ব কোথাও বল পূর্বক, কোথাও বা কৌশলে, কোথাও বা অতি অকথ্য ভয়ানক পাপ পরামর্শে

লইয়াছে। বঙ্গে সেই একমাত্র ছত্রধারী। তাহার রাজত্বশাসনে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমার হি[illegible] বলিতে অহঙ্কার[illegible] আছে। বঙ্গে অদ্বিতীয়। বর্দ্ধমানাধিপ অতি নিষ্ঠুর, [illegible] মত [illegible] করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যে সে সব গুণ নাই! [illegible] তেজস্বীও বটে, কিন্তু এমত পাপবুদ্ধি আর দুটী দেখিতে পাই না। যদ্যপি ধর্ম্মপথে থাকিত, অদ্য কাহার সাধ্য বঙ্গ মুসলমান বলের অধীন করে। রাজ্য কৌশলে সুনিপুণ, রণক্ষেত্রে একটী প্রকৃত বীরও বটে, কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়দোষেই সব নষ্ট করিয়াছে। অদম্য বিষয়লাভাশয় তাহার সঙ্গে অসম্ভব উৎসাহ ও ব্যগ্রতা একত্রিত হইয়া সে কত পাপে লিপ্ত হইয়াছে। সে যদি সৎপথে থাকিত, তবে বঙ্গের আর এক, অবস্থা হইত। এত কালের পর পুরাতন বঙ্গরাজ্য নষ্ট হইল।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! প্রতাপাদিত্য যদি পরামর্শ শুনিতেন, তবে কি তাঁহার এমত পাপে মন হয়? বঙ্গের এককালে সূর্য্য অস্ত হইতেছে। প্রতাপাদিত্যের বলে বঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পাপেও কলুষিত হইল।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "প্রতাপাদিত্যের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। তাহার বলে দিল্লীশ্বরকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যে সকল সমাচার দিল্লিসম্রাটের কর্ণে উঠিয়াছে, তাহা বড় সহজ কথা নহে। শুনিতেছি, উড়িষ্যার পাঠানদিগের সঙ্গেও তাহার সন্ধি হইবার কথা। চরে বলিল যে, পাঠানরাজ অনুপরাম ও গঞ্জালিস প্রতাপাদিত্যের বশতাপন্ন হইয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপ অন্তঃশীলা বহিতেছেন; তিনি আন্তরিকে জয়ীর পক্ষ। ইহারা একত্র হইয়া প্রথমে অনুপরামকে যক্ষপুরে অভিষিক্ত করিবে?"

মালিকরাজ বলিল। "এইমত পরামর্শ হইয়াছে; সেই উদ্দেশেই মহারাজ পুরুষোত্তম দর্শনচ্ছলে উড়িষ্যার পাঠানদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যাইবেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমি এ সকল মানসিংহের সভায় শুনিয়াছি, অনুপরাম যক্ষপুরেশ্বর হইলেই, যক্ষপুরের সমস্ত বল একত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যের অধীন করিবে; যশোরপতি তাহা হইলে পাঠান সৈন্য, যক্ষপুর-সৈন্য; গঞ্জালিসের দস্যুবল, ও মনে মনে করিতেছেন, বর্দ্ধমানের সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন, পরামর্শটী নিতান্ত বুদ্ধিমত হয় নাই। অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে কি প্রতাপাদিত্যের জন্য আপন সৈন্য ক্ষয় করিবে? দিল্লীশ্বরের সঙ্গে তাহার কোন বাদ নাই।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! মহারাজ নিতান্ত বালক নহেন। তিনি বর্দ্ধমানাধিপের সৈন্য আপন সৈন্য ও গঞ্জালিসের সৈন্য লইয়া স্বয়ং উড়িষ্যা হইতে আসিবার সময় আপনি যক্ষপুরে যাইবেন। ইতোমধ্যে গঞ্জালিস কিছু সৈন্য লইয়া যক্ষপুর আক্রমণ করিবে। যক্ষপুরের প্রধান আমীরেরা অনুপরামের পক্ষ আছেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনুপরামকে আপনার একজন সেনানীপদ দিয়া যক্ষপুরে ধন ও সেনা সংগ্রহ করিবেন। অনুপরাম হীনবল, নবাভিষিক্ত, তখন কিছুমাত্র আপত্তি করিতে সমর্থ হইবে না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, আপনারা এই মতই জানেন, কিন্তু উহা প্রকৃত নহে। যক্ষপুরের প্রধান প্রধান আমীরেরা বর্ত্তমান রাজার পক্ষ, কেবল তিন চারি জন পাপাত্মারা বর্ত্তমান রাজার শাসনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু দেশস্থ সকলে অনুপরামের উপর রুষ্ট আছে। অনুপরামের ভগ্নীর সহিত গঙ্গালিসের বিবাহ হইবে, শুনিয়া তাহারা এককালে খড়্গহস্ত হইয়াছে। রাজ্যের জন্য ধর্ম্মবর্জ্জিত কর্ম্ম করা অত্যন্ত গর্হিত।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! প্রতাপাদিত্যের উপর দিল্লীশ্বরের কি ভাব?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি প্রতাপাদিত্যকে সামান্য জ্ঞানে নিশ্চিন্ত নহেন। যদিচ দিল্লী আক্রমণ পরামর্শে তত ভীত নহেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। যদি যশরোপার্জিত পরামর্শ মত সঙ্গী পান, তবে একান্ত দিল্লীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে না পারুন, দিল্লীশ্বরকে কম্পিত করিতে পারেন; তাতে আবার হিন্দু-রাজারা যদিচ আকবর বাদসাহের শাসনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন না, তথাপি কেমন একটু জাত্যভিমান বশত যদি কোথাও কোন হিন্দুরাজা বিদ্রোহ উপস্থিত করিত, তবেই সভাস্থ সমস্ত হিন্দুরাজারা তাহার পক্ষ হইয়া সম্রাটের সহিত বিচার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার কাল হইয়াছে। কে জানে, সেলিম জিহাঙ্গির কিরূপ লোকপ্রিয় হন। তাহাতে আবার আকবর সাহের খস্রু সিংহাসনারূঢ় হইবার কথা শুনিতেছি। মহারাজ মানসিংহ তাহাতে আকবর সাহের জীবদ্দশায় যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার কি অভিপ্রায় কিছুই বোঝা যায় না। রাজ্যনামের চক্রান্তর্গত চক্রাদির গতি অনুমান করা কঠিন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয়! অদ্যকার পরামর্শ শুনিলেন, এক্ষণে কি করা উচিত?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "দস্যুরা অনেকে এক্ষণে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বোধ হয় গড়ে যথেষ্ট সেনা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।"

মালিকরাজ বলিল। "ইদানীং বোধ হয় গড়ে যথেষ্ট সৈন্য বল নাই।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়েরা অশ্বে আসিয়াছেন?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "হাঁ, আমরা অশ্বে আসিয়াছি। আপনিও বোধ হয় অশ্বে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আপনাদিগের সমূহ অস্ত্র আছে দেখিতেছি, এক্ষণে আপন আপন অশ্বগুলি এখানে আনিয়া রাখা দিবেয়। আমি একটু বিশ্রাম করি, ইত্যবসরে আপনারা এক জন আপনাদিগের ও আমার অশ্ব এই খানে আনান।"

মালিকরাজ "তাই ভাল" বলিয়া ঘরের বাহিরে গেল। দূরের একটি ঘরের ভিতর দেখে, দুই জন চাসা বসিয়া আছে, তাহাদিগকে অশ্বের কথা বলায়, তাহারা কিছু ভাল উত্তর দিল না, আপনিও গড়ের মন্দুরা কোথায় জানিতেন না, অগত্যা কৃতকর্ম্মা না হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আহারের পর শিরস্ত্রাণ ও করকবচ পরিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল মোচন করিয়া শয়ান ছিলেন। মালিকের কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও শিরস্ত্রাণ, করকবচ, বাহুবর্ম্ম, উরোরক্ষ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ম্ম অঙ্গে লাগাইলেন ও গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। মালিকরাজ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সেই ঘরে

গিয়া বর্মাবৃত পুরুষ দেখিলেন যে, আমাদিগের পুরাতন আত্মীয় নসিরাম বসিয়া আছেন। তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া অন্তরে লইয়া কিছু বলিলে সে সিহরিল, বলিল "আমি অশ্ব সকল আনিয়া দিয়া অনঙ্গদেব পালকে সমাচার দিই ও মুরচায় অগ্নি জ্বালাই।" তাহে বর্মাবৃত পুরুষ নিষেধ করিয়া বলিলেন "যদি তাহাদিগের ও পরপরামর্শ থাকে ত অকারণ ভীরুপ্রকৃতি প্রকাশ করিয়া অনেককে কষ্ট দিতে হইবে।" পরে সে বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজের অশ্বত্রয় আনিয়া দিল।

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়দিগের অঙ্গত্রাণ কিছু থাকিলে ভাল হয়, বোধ করি আপনারা দুর্গরক্ষার্থে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছেন।"

মালিকরাজ বলিল। "সেই মানসেই আমাদিগের আগমন। অঙ্গত্রাণ হইলে কিছু ভাল হয়।"

বর্মাবৃত পুরুষ নসিরামকে ভাল দুটি অঙ্গত্রাণ আনিতে বলায় নসিরাম শীঘ্র দুইটি উৎকৃষ্ট অভেদ্য লৌহ বর্ম আনিয়া দিল। মালিকরাজ ও বর্মাবৃত পুরুষ আপনাদিগের উক্ত বাসে উপস্থিত হইলেন। সূর্যকুমার বর্মদ্বয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। নসিরামকে বর্মাবৃত পুরুষ কিছু কহিয়া দিলে নসিরাম চলিয়া গেল। মালিকরাজ ও সূর্যকুমার বর্মে শরীর আচ্ছাদন করিলেন। সূর্যকুমার যেন দ্বিতীয় অর্কের ন্যায় শোভা সম্পাদন করিলেন, মালিকরাজও দিব্য সাজিল। বীরদ্বয়ে পরস্পরে পরস্পরের দিকে সাহঙ্কারে লক্ষ্য করিলেন। যেন পরস্পরের সাহস উত্তেজিত হইল। অশ্বত্রয় আনিয়া ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া তিন জনে আসনে সাস্ত্র হইয়া বসিলেন। তখন সূর্যকুমারের মূর্তি পরিবর্তন হইল। আর কেহ দেখিলে বলিতে পারে না যে, এটি সূর্যকুমার। মালিকরাজ বক্ষপট উঠাইয়া বলিল। "মহাশয় তিন জনে কি তিনশত লোকের সম্মুখীন হইয়া কৃতকার্য হইতে পারিব।"

সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ এককালে বলিলেন। "মালিকরাজ! এ তিন জনে একত্র হইলে, অক্লেশে তিন শতলোক পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু পরিষ্কার স্থান আবশ্যক।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! উহাদিগের অস্ত্র ভাল নাই, তথাপি আমার মতে এক্ষণেই গড়ে সমাচার দেওয়া কর্তব্য।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সেটী নিতান্ত ভীত লোকের মত কর্ম হইবে। আমরা যদিচ নিশ্চয় জানি যে, ইহারা অদ্যই আক্রমণ করিবে, তথাপি কি জানি, যদি তাহারা গড়ের রকম দেখিয়া মত পরিবর্তন করে। আর সন্দেহমাত্রে অতিথির উপর দৌরাত্ম্য করাও কিছু অন্যায়। কিন্তু আমি তাহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে রহিলাম। ইতিমধ্যে মহাশয়েরা কিছু বিশ্রাম করুন, বিপদ উপস্থিত হইলেই সমাচার দিব।"

সূর্যকুমার বলিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিব না, তবে সতর্ক হইয়া শয়ন করা যাক্।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সে ভাল, বরং অশ্বপৃষ্ঠে পর্যাণ দিয়া শয়ন করুন।"

সূর্যকুমার উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। সূর্যকুমার পর্যাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দিল, কাঞ্চীতে(১) অশ্বকটী দৃঢ় বন্ধন করিল। খলীন লইয়া অশ্ববক্ত্রে দিয়া বল্গা(২) যোজনা করিল। পর্যাণ উদ্বন্ধে পাদবলয়-পরিমিত(৩) করিয়া বদ্ধ করিল। বর্মাবৃত পুরুষের অশ্বও সেইরূপে সসজ্জ করিল। অবশেষে মালিকরাজের অশ্বকেও সেই রূপে সসজ্জ করিল, কেবল খলীন পরিবর্তে তাহার বক্ত্রে কবিকা দিল। তিনটী অশ্ব প্রস্তুত করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে রাখিয়া পর্যঙ্কে শয়ান হইল। মালিকরাজও তাঁহার পার্শ্বে সবর্মে বিশ্রাম করিল। উভয়ে পর্যঙ্কে বিশ্রাম লইল বটে, কিন্তু কেহই চক্ষু মুদ্রিত করিল না, এই রূপে কিছু ক্ষণ অতীত হইবার পর, বর্মাবৃত পুরুষ গৃহে আসিল।

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় সমাচার কি ?"

তিনি বলিলেন। "তাহারা যে দিকে আশ্রয় লইয়াছে আমি সেই দিকে তাহাদিগের তত্ত্বে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তাহারা সকলেই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। ও ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা বার্তা কহিতেছে। বোধ হয় অতি শীঘ্র প্রস্তুত হইবে। আমার শেল কোথায় রাখিয়াছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! ঐ অশ্ব যে কোণে আছে, সে দিকের প্রাচীরে আছে।" বর্মাবৃত পুরুষ তথায় গিয়া আপন শেল লইয়া বাহিরে গেলেন, ক্রমে রায়গড় নিস্তব্ধ হইল। গতায়াত শেষ হইল। ক্রমে দুই জন প্রহরী দীর্ঘ শেলকরে যে গৃহে সূর্যকুমার ছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া বলিল। "অতিথি মহাশয়দিগের কিছু প্রয়োজন থাকে ত অনুমতি করুন, পরে আর কিছু পাইবেন না।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমাদিগের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাইয়াছি, আমাদিগের কিছু আবশ্যক নাই।"

প্রহরীরা চলিয়া গেল। কিছু পরেই রায়গড়স্থ অট্টালিকাচয়ের দ্বাররোধ শব্দ নির্জন দুর্গে দ্বৈগুণ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিছু পরেই তাহা ক্ষান্ত হইলে, দুর্গটী যেন জনশূন্য হইল।

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! আর আমাদিগের শয়নে প্রয়োজন নাই, উঠ আপন অশ্বে উঠিয়া একবার গড় দেখিয়া আসি। পরিজনেরা শয়ন করিয়াছে।"

মালিকরাজ গাত্রোত্থান করিল। সূর্যকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া আপন অশ্বে আরূঢ় হইল ও আপন অস্ত্রাদি লইল, মালিকরাজও অশ্বারূঢ় হইল। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হয়, এমন সময় বর্মাবৃত পুরুষ গৃহদ্বারে আসিয়া বলিলেন। "আমি অশ্বারূঢ় হই।" তিনিও অশ্বারূঢ় হইয়া তিন জনে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! তুমি এ দুর্গের পথ অবগত আছ। চল অগ্রসর হও। আমরা গড়টী ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করি।"

---

(১) কটিবন্ধ। (২) রাস। (৩) রেকাব।

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! আমি এ দুর্গের সকল পথ জানি, চলুন এ দুর্গটী দেখাইয়া আনি।"

বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পথে একজন প্রহরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল। "মহাশয়েরা কে, এত রাত্রে কি কারণ ভ্রমণ করিতেছেন?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমরা অতিথি, এই স্থানে আশ্রয় পাইয়াছি। গড়টী কেমন দেখিব বলিয়া বেড়াইতেছি, যদি তোমার ইহাতে কোন আপত্তি থাকে ত বল আমরা আপন ঘরে যাই।"

প্রহরী কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল। "আপনাদিগের যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করুন, এ আপনাদিগের আবাস।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! প্রহরী পর্যন্ত ভদ্র। আহা! এরূপ সুশাসন কোথাও দেখি নাই।"

তিন জনে প্রধান পথ দিয়া যাইতে যাইতে এক পরিখার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার উপর যে সেতু একটি ছিল, রাত্রি বশত সেটি উঠাইয় দ্বারস্বরূপ হইয়াছে; নিকটে এক জন প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, ইহাঁদিগকে দেখিয়া বলিল। "তোমরা কে, এত রাত্রে কি কারণ অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমরা অতিথি, দুর্গপর্যবেক্ষণ করিতেছি; অনুমতি কর ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করি, নতুবা তোমাদিগের দত্ত আবাসে যাই।"

দ্বারী বলিল। "মহাশয়েরা সুখে ভ্রমণ করুন।"

তিন জনে প্রতোলী(১) প্রাকার দিয়া ক্রমান্বয়ে প্রধান দ্বার পার হইলেন। পরে মধ্যস্থ রাজবাটীর সন্নিধান হইলেন। সম্মুখের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার পরিষ্কার জল ও চমৎকার ঘাটের প্রশংসা করিলেন। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, বাটির দ্বারে এক জনমাত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে, ইহাঁরা তিন জনে ক্রমান্বয়ে দ্বারের নিকট হইতে লাগিলেন। দ্বারী ইহাঁদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইল। পরে পরিচয় লইয়া আপন কর্মে নিযুক্ত হইল। ইহাঁরা দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়া যে ঘরে ফিরিঙ্গিরা বাস করিয়াছিল, তথায় আসিয়া দেখেন, তাহারা কেহই ঘরে নাই, ঘর শূন্য।

বর্মাবৃত পুরুষটী বলিলেন। "সূর্যকুমার! বোধ হয় ইহারা আক্রমণাশয়ে বাহির হইয়াছে, কিন্তু কোথায় গেল, আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না; এ কর্মে পাপেরা বিশেষ দক্ষ দেখিতেছি। এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত হওয়া কর্তব্য নহে। চল দ্রুত রাজদ্বারে যাওয়া যাক, তাহারা অবশ্যই সেখানে গিয়া থাকিবে।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! আমার জ্ঞান হয় তাহারা অপর প্রাসাদে গিয়াছে। যেখানে ইন্দুমতী দেবী আছেন, তাহারা সেই খানেই প্রথমে যাইবে। তাঁহাকে হরণ

(১) দুর্গের চতুর্দিগের প্রাচীর।

করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। এখন রাজদ্বারে যাইয়া কি করিবে? পাপাত্মারা পরে গোল উপস্থিত হইলে, কোষ আক্রমণ করিবে।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। আমার পরামর্শে এক্ষণেই একবার ইন্দুমতীর আবাস দেখিয়া আসা কর্তব্য। পরে রাজদ্বারে অবস্থান উচিত।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মালিকরাজ! তুমি কি অবগত আছ যে, ইন্দুমতী দেবী রাজবাটীতে অবস্থান করেন না?”

মালিকরাজ বলিল। “আমিও এইরূপ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে বোধ হয় তাহারা সেই খানেই গিয়াছে, ইহাদিগের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করা যাক।”

মালিকরাজ বলিল। “তবে তাই চলুন।” তিন জনে অশ্বে ক্রমে প্রশস্ত মার্গ দিয়া যাইতে যাইতে দূরে লোক-কোলাহল শুনিতে পাইলেন। মালিকরাজ অশ্ববেগ সংযত করিয়া বলিল। “মহাশয়! ঐ লন, শব্দ হইতেছে।” বর্ম্মাবৃত পুরুষ অমনি সাহঙ্কারে সরল হইয়া অশ্বে বসিলেন। একবার অশ্ববেগ ধারণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণনয়নে দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের শেলটী ভাল করিয়া ধরিলেন। বাম হস্তে তূরী লইলেন। সূর্য্য-কুমারও আপন অশ্বে সরল হইয়া বসিলেন ও আপন তূরী বাম হস্তে ধরিলেন। মালিক-রাজও আপন তূরী লইলেন। লোক কোলাহল শ্রবণে তিন জনের চক্ষুসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপিতে লাগিল। উৎসাহে তাঁহাদিগের আস্য মসীবর্ণ হইল। কুটিল ভ্রুকুটি আরও কুটিল হইল। এক দৃষ্টে, উন্নতগলে, বিস্ফারিত-বক্ষে, তাঁহারা চারি দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঈষৎ উত্তোলিত বাহুমূল তাঁহাদিগের সুপ্রশস্ত বক্ষকে আরও প্রশস্ত করিল। যোদ্ধাত্রয় পদাগ্রে পাদচালনের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধ উন্নত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পদ-দ্ধামূলস্থ প্রভোদকণ্টক অশ্বত্রয়ের পার্শ্বে লাগাতে তাহারা উন্নতকর্ণ, বক্রগ্রীব, বিস্তৃতপুচ্ছ হইয়া পদচালনে ভূমি খনন করিতে লাগিল। সূর্য্যকুমারও বর্ম্মাবৃত পুরুষের অশ্বদ্বয় উদগ্র খলীনের আস্যস্থ মূল চর্ব্বণে] ফেণ বিক্ষেপ করিতেছে। এক একবার অশ্বের সবলে গ্রীবা বা মুখ-হিন্দোলে ফেণরাশি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মালিকরাজের অশ্ব মুহুমুর্হু, তথাচ তাহার কবিকা চর্ব্বণ-ফেণে আপন বক্ষ আপ্লাবিত করিতে লাগিল। তিন বীরে আপন আপন তূরী লইয়া এমত বলে ধ্বনি করিলেন যে, তূরীধ্বনিতে বোধ হয় দুই ক্রোশের পর্য্যন্ত লোকে চমকিয়া উঠিল। তূরীশব্দে দূরস্থ কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। তাহা-রই অব্যবহিত পরে এরূপ আলোক ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, বোধ হইল যেন তূরীধ্বনি হিল্লোলে হুতাগ্নি জ্বলিল। উগ্র বীরত্রয় অমনি নক্ষত্রবেগে এক একটী গভীর সিংহনাদ করিয়া নক্ষত্রবেগে অশ্ব চালন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

"অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনায় রতিঃ পরযোষিতি।
স্বজন-বন্ধুজনেষ্বসহিষ্ণুতা প্রকৃতিসিদ্ধ মিদং হি দুরাত্মনাম্ ॥"

বেঞ্জামিন, বৈদ্যনাথকে আপন গৃহে রাখিয়া ভিক্রুসের সঙ্গে গেডিজে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আনথনি ফ্রান্সিস্কো ও ক্লডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বেঞ্জামিনকে, দেখিয়া বলিল "এই যে কর্তাই আসিতেছেন।"

ভিক্রুস বলিল। "সত্য এক্ষণকার কর্তাই বটেন, ইহাঁর হস্তে সকল ক্ষমতা আছে মনে করিলে এইক্ষণেই আমাদিগকে জন্মের মত বাঁচাইতে পারেন।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কি হে ব্যাপারখানা কি? তোমার হাতে কি এমন জিনিস আছে যে, আমাদিগের উদ্ধার করবে।"

ক্লড বলিল। "বেঞ্জামিন, ভিক্রুসের নিকট সকল শুনিয়া থাকিবে। এখন কি করা কর্তব্য। বৈদ্যনাথের লোকেরা খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনুমতি পাইলে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে। কিন্তু তোমরা ত আমার কথা শুন না। শুনিতে ত, এরূপ ঘটনা হইত না। আপনা অপনি এমত করা উচিত নহে। তাতে আবার এত নিকটে এ সকল দৌরাত্ম্য সহ্য পায় না। আবার কতকগুলা লোককে বন্দী করায় ফল কি?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তা এখন আর বলিলে কি হবে। যা হবার তা ত হয়েছে। আগে তখন যদি এতআগ্রহ প্রকাশ করে নিষেধ করিতে ত আমরা অবশ্যই শুনিতাম।"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি! আমি কি তা বলি নাই? যত নিষেধ করিলাম তোমরা তাতে কর্ণপাতও করিলেনা। তা আমি কি করিব। এখন আপন কর্মের ফলভোগ কর। মাঝে থেকে আমি ত যাই।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তাতে আমার বড় ভয় নাই। সত্য কিছু আমরা এত কাপুরুষ নহি, যে ভয়ে জড় সড় হব। তবে, কি জান, বৈদ্যনাথ হল এ দেশের লোক, তাতে আবার অত্যন্ত ধনী। তার লোকবলও যথেষ্ট। এখন আবার গঞ্জালিস নাই। সে থাকিত ত যা হউক একটা হাঙ্গাম উপস্থিত করা যেত হয়ত সনদ্বীপ আমাদিগেরই হইত। বৈদ্যনাথ ও গঞ্জালিস এক স্থনে বাস করিতে পারে না। কিন্তু এখন আবার আমাদিগের সৈন্যসব আরাকানে পাঠাইতে হবে। আবার সব লোকও এখানে নাই। কতক গঞ্জালিসের সঙ্গে গেল। কতক ছড়ান আছে

বেঞ্জামিন বলিল। "তুমি কি সত্য সত্য সকল লোক একত্র পাইলে বৈদ্যনাথের সঙ্গে বাদ করে সন্দ্বীপে বাস করিতে পারিবে? তা মনেও করো না! বৈদ্যনাথ বড় নিতান্ত হীনবল নহে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আপনাআপনির মধ্যে বলিতে কি, বৈদ্যনাথ যদ্যপি প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাদ উপস্থিত করে, তবে বলা যায় না আমাদিগের কি হয়। তবে আমরাও কিছু নিতান্ত অকর্মণ্য নহি। অল্পে কখনও বৈদ্যনাথকে ছাড়িব না।"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি করিবে। শুনিতেছি আনথনি লোক লইয়া যক্ষপুরে যইবে। তবে সেইসময় যদি বৈদ্যনাথ আপন সৈন্য লইয়া তোমাদিগের গেডিজে আক্রমন করে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা সেই পরামর্শ করিবার জন্য একত্রে মিলিয়াছি। এখন আনথনিকে সেনা লইয়া যাইতে দেওয়া উচিত কি না।"

ক্লড বলিল। "এক্ষণে এক মাত্র উপায় আছে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমার কি পরামর্শ।"

ক্লড বলিল। "আমি জানি এক্ষণে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের বাটীতে আছে তাহাকে ধরিয়া গেডিজে বদ্ধ করিলে মনিব না থাকায় তাহার লোকজন অবশ্য স্থির হইয়া থাকিবে? পরে এ সম্বাদ প্রচার হইতে না হইতে গঞ্জালিস আসিয়া পৌছিতে পারে ও আনথনিও আরাকাণ হইতে আসিতে পারে।"

ভিক্রুস বলিল। "বড় ভাল পরামর্শ। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। এমন কি আমার জ্ঞানে এই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। এ সুযোগ ত্যাগ করিলে আমরা নিতান্তই প্রাণ হারাইব, না হয় বন্দী হইব। আমি বেঞ্জামিনকে ইহা বলিয়াছি। বেঞ্জামিন তাহায় কোনমতে মত দিতেছে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন পাগল নহে। ইহাতে কি জন্য আপত্তি করিবে। এমত সুবিধা কোন ভদ্রলোক ছাড়ে। যখন শত্রু আপন ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর কিসের ভাবনা; অপর সকলের ইহাতে কি মত। গেডিজের প্রধান প্রধান লোকেরা এই পরামর্শে মত দিন।" সকলেই বলিল "ইহায় মত দ্বৈধ নাই।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ভদ্র, আমার কথা একবার শুন! তোমরা যখন সকলে এক মত হইলে, তখন আমার অমতে কোন কর্মই আটক থাইবে না। আর আমার অমত প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগের আপন প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি তোমাদিগের নিকট ভিক্ষাছলে কিছু প্রার্থনা করি তবে তোমরা আমার পূর্বকর্ম সকল স্মরণ করিয়া আমাকে এ দান করিতে অসম্মত হইবে না। আমি বহুকাল অবধি তোমাদিগের দলভুক্ত। এমন কি, আমি সনদ্বীপের আদিম বাসীন্দা। গঞ্জালিসের সঙ্গে আমি আসিয়া বাস করি। এমন কি এখানকার লোক-

দিগকে আমি আপনি পরাজিত করিয়া দূর করি! কেবল বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে আশ্রয় দেয়। তাহারই বলে অসহায়তায় আমরা এ দ্বীপে স্থাপিত হই। আমরা সেই অবধি এত দিন পর্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যনাথের কৃপায় বাস করিতেছি। বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে ব্যবসায়ী জানিয়া স্থান দেয়। পরে যখন আমরা স্ববৃত্তি সাধনে নিযুক্ত হই, তখন বৈদ্যনাথকে পিতার সঙ্গে এই গেডিজের সামনের মাঠে ঐ দেখ অশ্বত্থ গাছ আছে উহার তলায় বসিয়া এক সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, তাহাতে এমত সত্ব থাকে যে আমরা কখন বৈদ্যনাথের পিতার উপর দৌরাত্ম্য করিব না ও সেও আমাদিগের বিপক্ষ হইবে না। বহুকাল হইল এই সন্ধিপত্রের অনুরোধে গঞ্জালিস কখন ওদিকে কটাক্ষ করে নাই। আমিও তোমাদিগের এক জন প্রকৃত আত্মীয়। আমার দেশীয় লোক জ্ঞানে কখন তোমাদিগের বিপদে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম না। সর্বদা প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহা করিয়াছি। এক্ষণে সেই সন্ধিপত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে তোমাদিগকে বলিতেছি। আর আমিও ভিক্ষা চাহি যে, আমাকে এ দুরূহ পাপে লিপ্ত করিও না। বিশ্বাসঘাতকতাপেক্ষা আর পাপ নাই। বৈদ্যনাথ আমার ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতেছে। সে মনেও জানে না। তোমরা নিতান্ত অবোধ নহ! বোধ হয় তোমরা আমাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এরূপ উপহাস করিতেছ, তোমরাও কিছু সত্য এত পাষণ্ড নহ।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন যথেষ্ট। আমরা তোমাকে যথেষ্ট মান্য করি ও তোমার পরামর্শ সকল বুঝিতেছি। কিন্তু কি করি, অগত্যা এরূপ আচরণে নিযুক্ত হইতেছি। আমাদিগের উপায়ন্তর নাই। যদি বৈদ্যনাথকে এ সুযোগ পাইয়া ছাড়িয়া দিই, তবে সে এক্ষণে আপন সৈন্যবল লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সে আক্রমণ করিলেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এ সময় তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পরামর্শ দাও। সকল প্রকারে আত্ম রক্ষা করা কর্তব্য। অতএব আত্মরক্ষার্থে সকল কর্ম করা যায়। ইহাতে কিছু দোষস্পর্শ করিতেছে না। তুমি কেন অকারণ ভয় করিতেছ। পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে তিনি কি বলেন।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমাদের পাদ্রির আবার ধর্মজ্ঞান কি।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “কেন পাদ্রির ইহাতে কি মত।”

পাদ্রি উত্তর করিলেন। “অপকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগকে বিধিমতে নষ্ট করিবে। তাহারা সয়তানের বংশ। ঈশ্বর তোমাদিগের সহায়, আমি জননী মেরীর মূর্তির নিকট তোমাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে প্রার্থনা করি। তিনি কৃপা করিয়া তোমাদিগের শত্রুকে তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরের বিপরীতাচরণ করা হয় ও সেণ্টডোমিঙ্গোর অপমান করা হয়। খবরদার এমত পাপীর ন্যায় আচরণ করিওনা।”

বেঞ্জামিন বলিল। "আমি আর বিচার প্রার্থনা করি না। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই ভিক্ষাটি দাও।"

ভিক্রুস বলিল। "তবে আর বিলম্বে কি প্রয়োজন। চল আমরা যাইয়া বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এখন স্পষ্ট ধরিয়া আনিলে অনেক গোল উপস্থিত হইবে। চাই কি বৈদ্যনাথের লোকেরা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব আর এক পরামর্শ কর।"

ক্রুড বলিল। "আবার কি হেকমত চালাইবে। আর হমুবে কায নাই, সাদা কাযে বড় ফের লাগে না। হেকমতের একটু ত্রুটি হলে উল্‌টা বিপদ ঘটে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমার এ পরামর্শে কোনই বিপদ সম্ভাবনা নাই। একখানা শিবিকায় করিয়া তাহার হাত পা ও মুখবন্ধ করিয়া আনায় তোমাদিগের কি মত।"

ক্রুড ও ভিক্রুস এককালে বলিল। "মন্দ নয়, এও এক ভাল পরামর্শ বটে। তবে চল তাই করা যাক্। আমরা দুই জন ও ফ্রান্সিস্কো আর আট জন হইলেই যথেষ্ট।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আট জন লোক ডাকিয়া একটা শিবিকা লও।" ভিক্রুস আর ক্রুড লাফাইয়া উঠিয়া গেল। বাকি প্রায় পঁচিশ জন সভ্য এই পরামর্শে মত দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে চল।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তাহা কোন ক্রমেই হইবে না। আমাকে তোমরা অদ্য কোন দণ্ড দাও, আমি তাহা স্বীকার করিতেছি। আমায় কিন্তু এ ভয়ানক পাপে হস্ত লিপ্ত করিও না, আমায় রক্ষা—ক্ষমা কর। আমি জীবন পর্যন্ত তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি। পাদ্রি সাহেব একবার ধর্মের দিকে চাও। তোমার পালকে ফিরাও। ক্ষান্ত হইতে বল। আমি তোমাদিগের এক জন দলস্থ ও আত্মীয়। আমার অমঙ্গল সাধন কি তোমাদিগের ইচ্ছা। তোমরা আমায় রহস্য করিতেছ। আমি কিন্তু একান্ত ভীত হইয়াছি। ভিক্রুস ভাই আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাদেরই। ক্রুড তুমি কি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইলে।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন তুমি কি নিতান্ত উন্মাদ হইয়াছ? তোমার ভীমরতি হইয়াছে। অকারণ কতকগুলা বাতুলের মত বকিতেছ কেন। তোমার ইহাতে কি বিপদ হইল। আমার জ্ঞানাবচ্ছিন্নেও তোমার উপর দৌরাত্ম্য চিন্তা করি না।"

বেঞ্জামিন কিছু স্থির হইয়া বলিল। "তাই বল। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম এ কেমন হল। এমন কি কখন হইতে পারে। ফ্রান্সিস্কো রহস্য করিতেছে। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন আমি তোমায় রহস্য করি নাই। আমরা সত্যই

বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব, কিন্তু তোমার তাহে কি ক্ষতি হইবে যে তুমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফ্রান্সিস্কো সেটি কখনই হইবে না। সে ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া আমার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আমি ভিক্রুসকে বলিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছিলাম। হায় যদি না বলিতাম তো তোমরা কিছুই জানিতে না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “হাঁ তবে আমরা সকলেই ধরা পড়িতাম আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিতে। কেমন এই তোমার ইচ্ছা?”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফ্রান্সিস্কো তুমি কি আমাকে নীচপ্রকৃতি স্থির করিলে। আমি কি তোমাদিগের ছাড়িয়া আপন প্রাণ বাঁচাইতে এত যত্নশীল হইয়াছি। আমি আপন চিন্তা অনুমাত্রও করি নাই। আমাকে যে তোমরা শাস্তি দিতে চাহ, দাও। আমি কেবল একমাত্র ভিক্ষা চাহি। আমাকে ক্ষমা কর। বৈদ্যনাথ অদ্য আমার অতিথি, অদ্য তাহাকে কিছু বলিও না।”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ দিব্য ক্ষমা চাহিলে। বৈদ্যনাথকে ছাড়িয়া দিলে আর তোমার ক্ষমা করিবার লোক থাকিবে না। বেঞ্জামিন তোমার ন্যায়বিদ্যা এখানে খাটিবে না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা কি অবস্থায় বৈদ্যনাথকে বদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। ভাবিয়া দেখ, আমরা নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কখন তোমার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না। যখন তোমার মতের বিপরীত কর্ম্মে ইচ্ছা, তখনই তোমার বোঝা কর্তব্য যে আমাদিগের কত সমূহ বিপদ উপস্থিত। আর ইহাতেই বা তোমার কি ক্ষতি? সে তোমার অতিথি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে হিন্দু, আমাদিগের চিরশত্রু। শত্রু নষ্ট করিতে কোন উপায় ছাড়িবে না। কৌশলে শত্রু ক্ষয় কিছু অশাস্ত্র কথা নহে। তাহাকে অদ্য বদ্ধ করিলে আমরা তাহার হস্তে নিপতিত না হইয়া বরং তাহাকে আমাদিগের বশবর্ত্তী করিলাম। তাহাকে মারিব না। তবে যত দিন গঞ্জালিস না আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তাহাকে গেডিজে থাকিতে হইবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “শুদ্ধ যদি উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ ব্যতীত আর নোক উদ্দেশ্য না থাকে, তবে আমার কথা শুন। তাহাকে বদ্ধ করিও না। চল তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া তাহার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি। তাহাকে বলি যে ভ্রম বশত তাহার জাহাজ আক্রমণ করা হইয়াছে। সকল দ্রব্য ফিরাইয়া দিতেছি। তাহা হইলে সে আর অস্বীকার করিবে না।”

ভিক্রুস বলিল। “আঃ কি পরামর্শই দিলেন, আমাদিগের সোলেমান্। মাথা কাটাইয়া কি মতে বাঁচিব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ইহাতে বোধ হয় আমরা নিরুদ্বেগ হইতে পারিব না। বৈদ্য-

নাথের পুত্রকে আমরা কারাবদ্ধ করিয়াছি, বৈদ্যনাথ সংবাদ পাইলে গেডিজ আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না। তোমার পরামর্শে আমাদিগের উভয় কুলই যাইবে।"

ভিক্রুস বলিল। "বেঞ্জামিনের উভয় কুল রক্ষা হইল।"

বেঞ্জামিন বলিল। "যদি বৈদ্যনাথ ধর্মসাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তবে বোধ হয় সে কখনই তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন তোমার সেটি ভ্রম, তোমার মত সরলচিত্ত লোক অতি বিরল। তুমি বুঝিতেছ না, অবশেষে তুমিই পরিতাপ করিবে। বেঞ্জামিন ক্ষান্ত হও। ইহাতে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে না। তোমার অমতে আমরা তাহাকে বদ্ধ করিতেছি।"

বেঞ্জামিন বলিল। "কেবল মৌখিক অমত হইলে কি হইবে। আমি পারতপক্ষে বৈদ্যনাথকে বন্দী করিতে দিব না।"

ভিক্রুস বলিল। "আমরা বলপূর্ব্বক বন্দী করিব।"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি আমার বাটিতে কাহার সাধ্য আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে।"

ভিক্রুস আপন বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল। "এই বীর তোমার বাটীতে গিয়া বলপূর্ব্বক বৈদ্যনাথকে বন্দী করিয়া আনিবে। আনিবে।"

বেঞ্জামিন উগ্র হইয়া বলিল। "তাহা কখনই হইবে না, আমি তোমাকে যাইতে দিব না।"

ভিক্রুস বলিল। "এই লও আমি চলিলাম।"

বেঞ্জামিন দ্রুতপদে ভিক্রুসের অগ্রসর হইলে ভিক্রুস বলপূর্ব্বক বেঞ্জামিনের হস্ত ধরিল। বেঞ্জামিন রুষ্ট হইয়া আরক্ত নয়নে বলিল। "ছাড়িয়া দাও। ভিক্রুস ছাড়িয়া দেও।"

ভিক্রুস বেঞ্জামিনের হাত ধরিয়া বলিল। "আমি তোমাকে ছাড়িব না। চল তোমাকেও ঘরে বন্দী করি।" বেঞ্জামিন এই কথা শুনিবামাত্র অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল। "নরাধম ছাড়।" অমনি এমত বলে হাত টানিল যে ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া আপনি দূরে দাঁড়াইল। ভিক্রুস অমনি পশ্চাতে টলিয়া পড়িয়া গেল। ভিক্রুস শীঘ্র উঠিয়া রোষে দন্তপেষণ করিয়া বলে বেঞ্জামিনের কপালে মুষ্ট্যাঘাত করিল। বেঞ্জামিন বিদ্যুৎবেগে তাহার সুদ সহিত ঋণ শোধিল। ভিক্রুস আবার মুষ্ট্যাঘাতে উত্তর দিল। ক্রমে বেঞ্জামিনও পুনঃ মুষ্টি আঘাত করিতে লাগিল। মুষ্টির উপর মুষ্টি, কিলের উপর কিল। বলপ্রহারে উভয়ের বদন রক্তবর্ণ হইল। সে বলের সম্মুখীন হওয়া দুর্ঘট। এক একবার দুই চারি পা পশ্চাতে গিয়া বেগে আসিয়া উভয়ে ঠাঁঠাঁ শব্দে কিল চালাইতে লাগিল। প্রতি কিলে মুখের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল ও ক্রমে উভয়ের মুখ কেবল রক্তে পূর্ণ হইল। ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যখন বেঞ্জা-

মিনের ভীষণ মুষ্ট্যাঘাতে ভিক্রুস অস্থির হইয়া দূরে দাঁড়াইল, তখন বেঞ্জামিন বলিল। "পাপ নরাধম উপযুক্ত দণ্ড পাইলে।" ভিক্রুস উত্তর না করিয়া পুনর্বার বেগে আসিয়া বেঞ্জামিনের দীর্ঘ কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে ভূমে পাড়িল। যেন ঘটোৎকচ পতনে মেদিনী কাঁপিল। বেঞ্জামিন তড়িৎ বেগে উঠিয়া ভিক্রুসের কণ্ঠ পাঞ্চি দ্বারা এরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিল যে ভিক্রুসের চক্ষুদ্বয় উলটাইয়া পড়িল। ভিক্রুস মুখ ব্যাদান করিয়া অস্থির হইল। বেঞ্জামিন ভিক্রুসকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া ছাড়িয়া দিল ও একটি বলে পদাঘাত করিয়া বলিল। "নরাধম পলাও। এখানে আর থাকিও না। আমি তোমাকে একান্ত মারিব।"

ভিক্রুস দূর হইতে বলিল। "ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনের কথা শুনিলে? সভাকুট্টিমে যে আমাকে অপমান করিল, ইহার বিচার প্রার্থনা করি।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "অকারণ আত্মবিচ্ছেদ করা বড় যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে আবার এ বিপদের সময়। ক্ষান্ত হও।"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, সকলে বলিতে পারে, আমাকে যখন তোমাদিগের সম্মুখে বেঞ্জামিন অপমান করিল, তোমরা তাহা দেখিয়া যখন কথাটীও বলিলে না, তখন আর তোমাদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা আমার অন্যায়। ভালই হইল। আমি কিছু বেঞ্জামিনের সঙ্গে আপনকার কর্মের জন্য বিবাদ করি নাই।"

ভিক্রুস ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগে আর বলিতে না পারিয়া একখানা পাদপীঠে বসিয়া পড়িল।

ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনের দিকে চাহিয়া বলিল। "তোমার এখানে এরূপ আচরণ করা বড় ভাল হয় নাই।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তোমাদিগের কি চক্ষু নাই? তোমাদিগের সম্পূর্ণ মতিভ্রম দেখিতে পাই। পাপাত্মা ভিক্রুস অগ্রে আমায় স্পর্শ করিয়াছিল, আমাকে অগ্রসর হইতে দিল না।"

ক্রুড় বলিল। "তাহাতে তাহার কি অন্যায়? আমিও তোমায় অগ্রসর হইতে দিব না, তোমাকে গেডিজে থাকিতে হইবে। আমরা বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব।"

বেঞ্জামিন বলিল। "যদি অধর্মে মন দাও, তবে আমি কি করিতে পারি? কি, আমিও বালক নহি। আমাকে তোমরা কি কারণে কারারুদ্ধ করিতে চাহ? আমি তোমাদিগের কোন অনুপকার করি নাই যে আমার উপর এরূপ অন্যায়াচরণ করিতেছ।"

ক্রুড বলিল। "বেঞ্জামিন! তোমার যথেষ্ট ভদ্রতা হইয়াছে। আর রহস্য ভাল লাগে না, কেন বক। আমরা একান্তই বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব। ইহাতে তোমার আপত্তি খাটিবে না।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমিও জীবন সত্বে তোমাদিগকে তাহা করিতে দিব না।"

ফ্রান্সিস্কো কিছু রুষ্ট হইয়া বলিল। "বেঞ্জামিন এখনও সময় আছে বিবেচনা কর।

এ বড় সামান্য কথা নহে। অকারণ বন্ধু বিচ্ছেদ ভাল নহে। আমরা যখন কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন তোমার আমাদিগের মতের বিপক্ষ হওয়া অত্যন্ত গর্হিত।"

বেঞ্জামিন বলিল। "এ কি অত্যাচার! তোমরা আমার ঘরে কি বলিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবে।"

ক্লড বলিল। "আমাদিগের বন্দীকে তুমি আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছ। তন্নিমিত্ত আমাদিগের নিয়ম মতে আমি তোমাকে বদ্ধ করি।" ক্লড অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বারা বেঞ্জামিনের দক্ষিণ স্কন্ধ দেশ ধারণ করিল।

বেঞ্জামিন বলিল। "কোথা পরওয়ানা দেখাও, বিনা রুবকারিতে আমার শরীর স্পর্শ করিলে আমি তোমাকে আমাদিগের নিয়মানুসারে দণ্ডার্হ করিব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ক্লড চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।" ক্লড ফ্রান্সিস্কোর কথায় তাহার পশ্চাদ্গমন করিল। "বেঞ্জামিন দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন তুমি এখানে থাক। আমাদিগের সঙ্গে যাওয়ায় তোমার লাভ কি?"

বেঞ্জামিন বলিল। "তোমাদিগের সঙ্গে যাইয়া বৈদ্যনাথ যাহাতে না বন্দী হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন তোমা হইতে তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবে না। যাও গেডিজে আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর। আসিয়া একত্রে আহার করিব।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমাকে কি গমিস পাইলে? যে, আহারের লোভে তোমার এখানে বসিয়া থাকিব? আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

ক্লড বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! এ বৃদ্ধ কুকুরকে শৃঙ্খলে না বাঁধিলে, আমাদিগের কর্ণ স্থির হইবে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন! আমার কথা রাখ, এইখানে আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ফ্রান্সোস্কো! তুমি কি আমাকে মান না? যে এরূপ ঘন ঘন নিবারণ করিতেছ, আমি কি ব্যঙ্গ করিতেছি? আমি কখনই এখানে থাকিব না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ক্লড! বেঞ্জামিনকে ছোট একটা কামরায় বদ্ধ করিয়া আইস।

ক্লড দ্রুতপদে বেঞ্জামিনের নিকট যাইয়া তাহার হাত ধরিল। বেঞ্জামিন বলে তাহা ছাড়াইল। ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনের ব্যবহার দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আপনি বলে বেঞ্জামিনকে ধরিল। বেঞ্জামিন উভয়ের গ্রাসে পড়িয়া যেন দীপের কীটের ন্যায় ক্ষণেকমাত্র ঝট্‌পট্‌ করিল, কিন্তু কতক্ষণ সে স্ফূর্ত্তি থাকে? ক্লডের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড তাহাকে অক্লেশে উঠাইয়া লইয়া চলিল। ভিক্রুস বেঞ্জামিনের এই অবস্থা দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া বেঞ্জামিনের বক্ষে একটী সবলে কিল মারিল। নিষ্ঠুর ফ্রান্সিস্কো চমকিয়া উঠিয়া বলিল। "ভিক্রুস! তোমার এটী অত্যন্ত অন্যায়। এ কি দৌরাত্ম্য? অচেতন শরীরে মারা কি তোমার কর্তব্য?"

ভিক্রুস কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল। "চল, ইহাকে কোথায় লইয়া যাইবে আমি ধরিব।"

ক্লড রোষভরে বলিল। "না, আর তোমায় ধরিতে হইবে না, তুমি আট জন বেহারা আন।"

ভিক্রুস ইহাদিগের নিকট হইতে এক্ষণে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ পাইবামাত্র "আমি এখনই বেহারা আনিতেছি।" বলিয়া চলিয়া গেল। ক্লড ও ফ্রন্সিস্কো বেঞ্জামিনকে একটী ছোট ঘরে লইয়া গিয়া একটী বেঞ্চের উপর তাহাকে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল। দ্বার রুদ্ধ করণ সময় ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ক্লড! বেঞ্জামিনের জন্য এক পাত্র মদ রাখিয়া গেলে ভাল হয়। নির্বোধ অনেক প্রহার খাইয়াছে।"

ক্লড বলিল। "চল, বাহিরে কাহাকে বলিয়া যাই।"

দুই জনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলে, দেখে ভিক্রুস একটী শিবিকা আব আট জন বেহারা আনিয়া বসিয়া আছে। ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি। এক জন ভৃত্যকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল। "লাকারষ্টিন! চাবি লও। বেঞ্জামিন ছোট কুটুরিতে আছে, তাহার চৈতন্য হইলে, একটু মদ দিও। আর যদি বাহিরে যাইতে চাহে ত এক ঘণ্টা পরে ছাড়িয়া দিও।"

লাকারষ্টিন "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুঞ্চি লইয়া চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এস, আমার সঙ্গে চল।" ক্লড, ভিক্রুস ও আট জন বেহারা শিবিকা লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ফান্সিস্কো বলিল। "ভিক্রুস! তুমি কি করিয়া বেঞ্জামিনকে এরূপ মারটী মারিলে, আবার তাহাকে অচেতন দেখিয়াই বা কেন বক্ষে সে ভয়ানক কিল মারিলে?"

ভিক্রুস কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল। "বেঞ্জামিন অত্যন্ত মন্দ লোক।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিনের কেবল বৈদ্যনাথের জন্য আমাদিগের সঙ্গে বিবাদ করা একমাত্র দোষ, তা আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, সে দোষও বলিয়া বোধ হয় না।"

ভিক্রুস বলিল। "দোষ নহে কেমনে? সে যখন আমাদিগের শত্রুকে আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, আবার তাহার জন্য আমাদিগের সঙ্গে বিবাদ করে, তখন আমাদিগের নিয়ম মতে তাহাকে নষ্ট করাই বিচার-সঙ্গত।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আবশ্যক বশত এ দোষটী আমরা অন্যায় করিয়া তাহার স্কন্ধে ফেলিতেছি। বৈদ্যনাথের সঙ্গে আমাদিগের কোন বাদ নাই। বেঞ্জামিনের ঘরে গিয়া

বলপূর্ব্বক তাহার আত্মীয়কে অপহরণ করা আমাদিগের নিয়মের বিপরীত কায, কিন্তু আমরা একান্ত নিরুপায় বলিয়াই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা হউক, তোমার মারাটা ভাল হয় নাই।”

ভিক্রুস বলিল। “সেও ত আমায় মারিয়াছে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “উত্তম করিয়াছে। তুমি তাহাকে কি জন্য ধরিলে? আমাদিগের নিয়মে ইহার নিষেধ আছে। গঞ্জালিসের নিকট ইহার বিচারে, তুমি অবশ্য দণ্ডার্হ হইবে।”

ভিক্রুস বলিল। “বেঞ্জামিনও দণ্ডার্হ বটে। আমরা উভয়ে সমান। ইহাতে কেবল আমিই কি জন্য শাস্তি পাইব?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ভাল, সেও যদি কুকর্ম করিয়া থাকে, তুমি কি জন্য এমত করিলে?”

এমত সময়ে দূরে অশ্বপদের শব্দ পাইয়া ক্রুড বলিল। “পশ্চাৎ হইতে অশ্বের শব্দ পাইতেছি, এখন এ দিকে অশ্ব কে লইয়া যায়?”

ভিক্রুস বলিল। “বোধ হয় বৈদ্যনাথের লোক। তাহারা প্রাতঃকাল অবধি এই দিকে গতায়াত করিতেছে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “দেখ হয় ত বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের ঘরে নাই, বুঝি বেঞ্জামিনকে কষ্ট দেওয়া মাত্র হইল।”

ভিক্রুস বলিল। “এস আমরা ঐ ঝোপে লুকাইয়া দেখি, বেহারারা শিবিকা লইয়া আগে যাউক।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তাই চল” ফ্রান্সিস্কো, ক্রুড ও ভিক্রুস ঝোপের ভিতর দাঁড়াইল। বেহারারা শিবিকা লইয়া চলিয়া গেল। দূরের পদশব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটস্থ হইলে, দুই জন অশ্বারোহী দেখা গেল।

ভিক্রুস বলিল। “ঐ লও, বৈদ্যনাথ আর তাহার এক জন লোক।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “সঙ্গে কে আছে।”

ভিক্রুস বলিল। “চেনা যায় না।” অল্প বিলম্বে নিকটস্থ হওয়ায় ভিক্রুস বলিল “ভজহরিকে দেখিতে পাই।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “উহাদিগের হাতে কি কিছু অস্ত্র আছে?”

ভিক্রুস বলিল। “অস্ত্রের মধ্যে প্রতোপমাত্র।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ক্রুড! বল ত এই খানেই ইহাদিগকে আক্রমণ করা যায়।”

ক্রুড আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস্কোকে কিছু বলিল। ফ্রান্সিস্কো ভিক্রুসের কর্ণে কি বলিল, অমনি ভিক্রুস করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ফ্রান্সিস্কো হেঁটমুণ্ডে পথে যাইয়া দাঁড়াইল। ক্রুড দ্রুতপদে শিবিকার দিকে দৌড়িল। বৈদ্যনাথ ও ভজহরি নিকটস্থ হইলে ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয়! যে কেন হউন আমার প্রতি

কৃপাদৃষ্টি করুন, আমি বিদেশী। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হঠাৎ রাস্তায় পড়িয়া গিয়া পাটী ভাঙ্গিয়াছে, এস্থানে শিবিকা পাই এমত উপায় নাই। অশ্বও পাওয়া দুর্ল্লভ, কিন্তু অশ্ব বা অশ্বতর না হইলে, শিবিকায় তাহার যাওয়াও কষ্টকর। যেহেতুক পায়ের যে অস্থিটী ভাঙ্গিয়াছে, তাহে অশ্বে বসিয়া যাওয়াই সুখকর বোধ হইতেছে। আমি একক আছি, তাহাকে বন হইতে পরিষ্কার স্থানেও লইতে অশক্ত হইতেছি। মহাশয়! অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার ক্রীত হইব।" বৈদ্যনাথ অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। ভজহরি বলিল। "মহাশয় এখানে বিলম্ব করা বিধেয় নহে, বিলম্বে কর্ম্ম ক্ষতি সম্ভাবনা।"

ফ্রান্সিস্কো কাতরস্বরে করপুটে বলিল। "মহাশয় দয়াময় এ দুর্ঘট বিপদ হইতে আমার পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, অযত্ন করিবেন না। ক্রমে রৌদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত রৌদ্রের উত্তাপে আমার ভাইটি মরিয়া যাইবে" ফ্রান্সিস্কো হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষু আবরণ করিল অমনি পশ্চাৎ হইতে ভিক্রুস কাঁদিয়া উঠিল। সে কাতর স্বরে প্রস্তর দ্রব হয়, তা বৈদ্যনাথের মন। বৈদ্যনাথ আর্ত্তনাদে সিহরিল।

ভজহরি বলিল। "মহাশয় পরের জন্য আপনার ক্ষতি করা বিষয়ী লোকের কর্ত্তব্য নহে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "ভজহরি চল একবার অবস্থাটা দেখিয়া আসি। দৈবের ঘটনা অগ্রাহ্য করিতে নাই। কে জানে আমরা যাইতে যাইতে ঐ মত বিপদে পড়িব না।" ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথকে সুলভ জ্ঞানে দৌড়িয়া বৈদ্যনাথের দক্ষিণ পাদ ধরিল।

ভজহরি বলিল। "পান্থ! আমাদিগের প্রয়োজন আছে, এক্ষণে বিলম্ব করিতে পারিব না।" ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথের চরণ ধরিয়া একবার বৈদ্যনাথের মুখের দিকে এমত করুণভাবে চাহিল যে বৈদ্যনাথ অমনি পাদবলয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার ভজহরির প্রতি চাহিলে, ভজহরি সে চক্ষুর অবাক্ বক্তৃতায় বশীভূত হইল বটে, কিন্তু বিলম্বে ক্ষতি হইবে জ্ঞানে চক্ষুর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিল। ফ্রান্সিস্কো ভজহরির মনের ভাব বুঝিয়া বৈদ্যনাথের পা ছাড়িয়া ভজহরির চরণ ধরিল। ভজহরি আর সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। পরে বৈদ্যনাথও অশ্ব হইতে ভূমে নামিলেন। দুই অশ্বের বল্গা লইয়া নিকটস্থ ছোট গাছের ডালে বাঁধিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আপনারা দয়ার সাগর। আমি আপনাদের ক্রীতদাস আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ঈশ্বর আপনাদিগকে পুরস্কার করিবেন ধর্ম্মের চিরদিন বৃদ্ধি হয়। আহা! আমি আমার ভ্রাতার জন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার শরীরে প্রাণ আসিল। এই দেখুন এতক্ষণে আমার নিশ্বাস বহিতেছে।"

ভজহরি বলিল। "চল তোমার ভাইকে দেখিগে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় সে নিতান্ত কাতর হইয়াছে, তাহার এমত শক্তি নাই যে উঠে, মহাশয়দের সেই খানে যাইতে হইবে।" ভজহরি বলিল "তাই চল।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয়েরা একটু অগ্রসর হউন আমার একটি লোক এই দিকে একটু জল আনিতে গিয়াছে আমি তাহাকে দেখিয়া আসি, আপনারা ঐ গাছ তলায় যাইয়া আমার অপেক্ষা করুন।"

বৈদ্যনাথ ও ভজহরি অগ্রসর হইলে ফ্রান্সিস্কো অল্পে অল্পে ভজহরির অশ্বের নিকট গিয়া একটি কণ্টক লইয়া তাহার কর্ণমূলে এমত বলে বিদ্ধ করিল যে অশ্বটা একটা বিকট চীৎকার করিয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া বল্গা ছিঁড়িয়া দৌড়িল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আপনার একটা অশ্ব পলাইল। দ্রুত আসিয়া অশ্ব ধরুন।" ভজহরি ও বৈদ্যনাথ অশ্বের শব্দ পাইয়া দ্রুত সেই দিকে আসিতেছিল ফ্রান্সিস্কোর কথা শুনিয়া ত্বরা করিয়া আসিল। দেখে ভজহরির অশ্ব দৌড়িতেছে। ভজহরি দ্রুত পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাইটিকে দেখুন; বলিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া আপনার অশ্বে চড়াইয়া গ্রামে লইয়া যাই।" বৈদ্যনাথ অন্য মনস্কে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতোমধ্যে ক্লড শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অমনি ফ্রান্সিস্কো কিছু হৃষ্ট হইয়া বলিল। "মহাশয় ভাল হইল আপনি এই শিবিকায় আরোহণ করুন, আমরা আপনার উদ্দেশ্য স্থানে লইয়া যাই। আর আপনার অশ্বে আমার ভ্রাতাকে লইয়া গ্রামের কোন ভদ্র লোকের নিকট অশ্রয় লই।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমার শিবিকায় যাইবার অপেক্ষা তোমার ভ্রাতাকে তাহাতে লইয়া যাও, আমি বরং তোমাদিগের সঙ্গে যাই।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, তবে কেন আর অল্পের জন্য আমাকে ক্ষুব্ধ করেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "মহাশয় আমি কিছু আমার অশ্ব দিতে অমত প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু তোমার ভ্রাতার অশ্বে যাওয়ায় কষ্ট হইবে বলিয়া এমত বলিতেছি।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আমার প্রতি দয়া করুন। কেন আমার ভ্রাতাটিকে মারিয়া ফেলিবেন। আমার উপায়ান্তর নাই।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তুমি আমার পরামর্শ শুন। তোমার ভ্রাতাকে শিবিকায় লইয়া যাও। অশ্বে যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে।"

ফ্রান্সিস্কো হাঁটু গাড়িয়া বসিল ও করপুটে বলিল। "মহাশয় আপনি যদি এত দয়া প্রকাশ করিলেন, তবে কেন আমার ভাইটিকে মারেন। শিবিকায় উঠাইলেই কষ্টে প্রাণত্যাগ করিবে। আমরা শিবিকায় কখন চড়ি না আমাদিগের দেশে ও রূপ বাক্স

নাই। ও রূপ সিন্ধুকে উহাকে উঠাইতে অত্যন্ত আমার ভয় হইতেছে। তাহাতে আবার সে যে শ্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণেই ঘর্মাক্ত হইয়া প্রাণ হারাইবে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "মহাশয় আপনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নির্বোধের মত বলিতেছেন। রোগীকে শিবিকায় লইয়া যাইতে হয়, তাহায় অমত কি জন্য করেন।"

ক্লড বলিল। "আমরা বুঝিলাম এ ভদ্রলোকটি আপন অশ্ব ছাড়িবেন না। বৃথা চেষ্টা কর। দেখ কপালে যা থাকে, তাই হইবে। এই সিন্ধুক কেন কফনের ভিতর তোমার ভাইকে বন্ধ কর।" ফ্রান্সিস্কো ক্লডের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ফ্রান্সিস্কোর ক্রন্দন দেখিয়া নিতান্ত আর্দ্রচিত্ত হইলেন। বলিলেন "মহাশয় আপনার মতই আমার মত। কিন্তু এখনও আমি বলিতেছি, শিবিকায় তোমার ভ্রাতাকে উঠাইয়া দাও। অশ্বে কষ্ট পাইবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আমি কি পর্যন্ত আপনার নিকট বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনি এক্ষণে কোথায় যাইবেন, এই শিবিকায় উঠুন। বেহারারা আপনাকে লইয়া যাইবে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তোমার ভ্রাতাকে আগে পাঠাও আমি পরে যাইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আমাদিগের বিলম্ব হইবে; ভাইটীকে একটু তৃষ্ণার জল দিব। আপনি অগ্রসর হউন, আপনার অশ্ব কোথায় পৌঁছিয়া দিব।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমার গদিতে।"

ক্লড বলিল। "আপনার নাম কি বৈদ্যনাথ?"

বৈদ্যনাথ বলিল "হাঁ।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা মহাশয়ের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার গদিও জানি; গত রাত্রে সেই খানে অতিথি হইয়াছিলাম। আহা! কি সেবার পরিপাটী! আপনার গদিতে অদ্য বেলা তিন প্রহরের সময় এই অশ্ব উপস্থিত হইবে। আপনি শিবিকায় আরোহণ করুন।"

বৈদ্যনাথ বিলম্ব হইয়াছে ভাবিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। অমনি ক্লড ও ফ্রান্সিস্কো উভয় পার্শ্ব হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে চাবি লাগাইল।

বৈদ্যনাথ বলিল। "তোমরা দ্বার কি জন্য বন্ধ করিলে?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয়! এখানে বড় দস্যুভয়। বিশেষতঃ ফিরিঙ্গিরা আপনাকে মারিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আপনাকে দেখিলেই নষ্ট করিবে; আপনি শিবিকায় গমন করুন। এক্ষণে কোথায় যাইবেন, অনুমতি করিলে বেহারারা সেই খানে লইয়া যাইবে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমি এক্ষণে আমার গদিতে যাইব। ভজহরি কোথায় গেল?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আপনাকে সেই খানেই লইয়া চলিলাম, আপনি নিস্তব্ধ হইয়া থাকুন।" বাহকেরা শিবিকা উঠাইয়া দ্রুতপদে চলিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয়! অনুমতি করেন ত আমার ভ্রাতাকেও এক্ষণে আপনার গদিতে লইয়া যাই, পরে তাহার রোগের কিছু সমতা হইলে স্থানান্তরে যাইব।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "চল সেই খানে যথেষ্ট-যত্ন পাইবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে বাহকেরা কিছু অপেক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে অশ্বে বসাই।" বাহকেরা দাঁড়াইল। ফ্রান্সিস্কো অশ্ব আনিলে, ভিক্রুস অক্লেশে তাহায় আরোহণ করিল। কেবল এক একবার আর্তনাদ করিল। কিছু পরেই ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয়! আমরাও চলিলাম। বাহকেরা চল।"

পরে বাহকেরা চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড চলিল। ভিক্রুস সুখে অশ্বে যাইতে লাগিল।

কিছু দূর যাইলে, বৈদ্যনাথ বলিল। "মহাশয়! আপনি কোথায়?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা আপনার সঙ্গেই আছি, কি অনুমতি করেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে, এক বিন্দু ছিদ্র নাই যে, বায়ু কি আলোক আইসে; দ্বার একটু খুলিয়া দাও।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি কি আপনার শত্রু যে দ্বার খুলিয়া দিয়া আপনাকে বিপদে ফেলিব। এক্ষণে অল্প কষ্ট সহ্য করুন। কি করিবেন, আপনার সঙ্গে কেহ লোক নাই যে ফিরিঙ্গিদিগের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মহাশয় অতি শীঘ্রই আপনার গদিতে পৌঁছিবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "এতক্ষণে বোধ হয় সদর রাস্তায় আসিয়াছি, এখানে ভয় নাই দ্বার খুলিয়া দাও।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আর একটু অপেক্ষা করুন দ্বার খুলিয়া দিব।"

বাহকের প্রতি বলিল। "চল তোমরা এইটুকু দ্রুতচল।"

বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তে বলিল। "মহাশয় একটু নীরব হইবেন। দূরে কাহাকে দেখিতেছি।" বাহকেরা অত্যন্ত বেগে দৌড়িতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল। ক্রমে গেডিজের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হইল। শিবিকা দ্বার পার হইল। সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড মাঠ দিয়া চলিল। শিবিকা দেখিয়া গেডিজস্থ লোকেরা চতুর্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রান্সিস্কো সকলকে ইঙ্গিত করিয়া বাক্য কহিতে নিষেধ করিল, সকলেই নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে বিকট কারাগারদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকেরা শিবিকা নামাইল। কারাগার দ্বারস্থ প্রহরী ভয়ানক শব্দে ভীষণ দ্বার খুলিল। ফ্রান্সিস্কোর ইঙ্গিতমাত্র দশ বার জন লোক আসিয়া চতুর্দিকে দাঁড়াইল। ফ্রান্সিস্কো শিবিকার দ্বার খুলিল। ভিক্রুস ব্যস্ত হইয়া অগ্রে দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ ভিক্রুসকে দেখিয়াই অত্যন্ত উদাস হইলেন। ভিক্রুস বলিল। "মহাশয় আমারই পা ভাঙ্গিয়াছিল। এক্ষণে বাহির হউন, আপনি গেডিজের কারারুদ্ধ হইলেন। বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সৈন্য লইয়া সনদ্বীপ ফিরিঙ্গি

শূন্য করিবেন। এখন কে শূন্য হইল! একখানা জাহাজ লইয়াছিলাম, তাহা সহ্য করিতে পারিলে না। এখন তোমার সকল বিষয় কাহার হইল?"

বৈদ্যনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। ভিক্রুস অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া শিবিকা হইতে উঠাইয়া লইল। বৈদ্যনাথ জীবন হীন পদার্থের মত ভিক্রুসের বশবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকার কারায় লইয়া গেল। সেখানে রাখিয়া তাহার ভীম দ্বারে প্রকাণ্ড অর্গলা ও কুঞ্চি বাহির হইতে লাগাইয়া দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বৈদ্যনাথ বসিলেন। চেতনাবিহীন বৈদ্যনাথ কতক্ষণ এ অবস্থায় রহিলেন, তাহা কেহই জানে না। সায়ংকালে একজন লোক আসিয়া দ্বার খুলিল ও একটি দীপ ঘরের এক কোণে রাখিয়া গেল। দীপটি দেখিয়া স্বভাব বশত বৈদ্যনাথ সন্ধ্যা দেবীকে প্রণাম করিলেন। তখন চেতন্য হইল যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। ঘরটি কেবল অন্ধকারে পূর্ণ। একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ঘরের উচ্চকোণে থাকায় তাহার আলোকে ঘরে দিবারাত্রি জ্ঞান থাকে না। বৈদ্যনাথ ভাবিলেন "এ কি বিপদ এ পাপেরা আমার যৎপরোনাস্তি দণ্ড দিল। এরূপ অরাজক কখন দেখি নাই, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইল। ধর্ম্মের দিন আর নাই। আমি কোথা উহাদিগের উপকার করিতে গেলাম, তাহার এই প্রতিফল। ভজহরিই বা কোথায় গেল। সে কতই অন্বেষণ করিবে। পাষণ্ডেরা আমার পুত্রকে বন্দী করিয়াছে। আমাকেও বন্দী করিল। আমার জাহাজ লুটিল। আবার হয় ত আমার ঘর লুটিবে। এই সকল বিষয় রক্ষার উপযুক্ত গোবিন্দ আবার সময় বশত বন্দী হইল। পাপ অরুন্ধতী যত নষ্টের মূল। তাহাকে লইয়াই ত আমার এ সব ঘটিল। সে না থাকিলে, বরদাকণ্ঠ কখন আমার গৃহ ত্যাগ করিত না। গোবিন্দও তাহার সঙ্গ লইয়া বন্দী হইয়াছে, আবার আমিও হইলাম। বিধাতঃ! আমি কি এমত উৎকট পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার এরূপ অবস্থা হইল। পাপেরা আমাকে কখনই ছাড়িবে না। বোধ করি, অদ্য রাত্রেই আমার ঘরে গিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইবে। হয় ত স্ত্রীলোকদিগকেও বন্দী করিবে। গদিতে হঠাৎ যাইতে পারিবে না, কিন্তু তাহাও লইলে আপত্তি করিবার কেহই নাই। এখানের গদিতে পঞ্চু একা কি করিতে পারিবে? সৈন্যেরা অধ্যক্ষ না থাকায় নিতান্ত নির্ব্বীর্য। যদি দেওয়ানজী মহাশয় যত্নবান্ হন, তবেই একমাত্র উপায়। আমরা কারারুদ্ধ হইয়াছি, এ কথা দেওয়ানজীও জানে না। বিধাতা এককালে নিরাশ করিলেন?"

বৈদ্যনাথের অশ্রুতে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। বৈদ্যনাথ অচেতন হইয়া ভূমে পড়িলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা হইল। পিপাসা পাইল। ভাবিলেন, এইবারেই ত প্রাণ যায়, ফিরিঙ্গির ঘরে কিরূপে জলপান করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"সল্লোহস্থালৈর্দৃঢ়বদ্ধদন্তৈঃ সুকল্পিতৈরুজ্জিতপাদবক্ষৈঃ।
প্রবীরবোধৈর্মদদুর্নিবারৈঃ। ——————————"

ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিস ভয়ানক বেগে অসি চালন করিতেছে। ফিরিঙ্গিরা বিকট শব্দে গর্জন করিতেছে। দীর্ঘ উল্কা সব চারি দিকে জ্বলিতেছে। ফিরিঙ্গিরা বলপূর্বক দ্বারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। রায়গড়ের লোকেরা তাহা নিবারণ উদ্দেশে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। যুদ্ধানল প্রকৃত প্রস্তাবে জ্বলিতেছে। সকলেরই চেতনা নাই, উন্মত্ত অস্ত্রধারী কেবল স্বকার্য সাধন প্রবৃত্ত। বর্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্যকুমার তূরীধ্বনি করিয়া দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে ফিরিঙ্গিরা দেখিবামাত্র ভীত হইল। ক্ষণমাত্র অস্ত্রচালনে নিরস্ত হইল। গঞ্জালিস অবিশ্রামে অসি চালন করিতেছে। ইহাদিগের আগমন লক্ষ করিল না। তাহার পার্শ্বস্থ ফিরিঙ্গি যোদ্ধাকে অস্ত্র চালনে নিরস্ত দেখিল কিন্তু তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার অবকাশ পাইল না। রায়গড়ের একজন সেনা অমনি এমত বেগে তীক্ষ্ণ দীর্ঘ শেল ক্ষেপ করিল যে শেলটি ফিরিঙ্গীর শরীরটি ভেদ করিয়া প্রায় পশ্চাৎ হইতে দুই হাত বহির্গত হইল। গঞ্জালিস দ্রুতবেগে সেই সেনা লক্ষ করিয়া অসি চালন করিল। বীর সেনা আপদ ভীষণ খড়্গে তাহা অবরোধ করিল। পরক্ষণে গঞ্জালিস আপনার পার্শ্বে কাহাকেই দেখিতে না পাইয়া যেমন পশ্চাৎদিকে চাহিল, দেখে যে তিন জন সুসজ্জ সবাস্ত্রসমন্বিত অশ্বারোহী যোদ্ধা। ভাবিল, ইহারা রায়গড়ের সেনানী, ইহাদিগের সেনারা আসিতেছে। গঞ্জালিস কিছু চলচ্চিত্ত হইল। অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন তাহাকে অসি দ্বারা দ্বিধা করণাশয়ে অসি উঠাইল। গঞ্জালিসের বিদ্যুৎ মত চক্ষু যেমন তাহা লক্ষ করিল অমনি জলৌকার মত সঙ্কুচিত হইয়া স্খলিয়া(১) স্থানান্তরে গেল। আততায়ীর ভীমবলে উত্তোলিত অস্ত্র আঘাত পাত্র আততায়ী সম্মুখ অশ্বীবতে আশ্রয় করিয়া ভূমে পড়িল। গঞ্জালিস ফিরিয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে নিমেষমাত্র পড়িল না। কিন্তু দক্ষ গঞ্জালিস পশ্চাতস্থ একজনের কঠিন যষ্টির অচেতনী আঘাত অতিক্রম করিতে পারিল না। অশ্বারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন কিন্তু হজুরমলকে দেখিতে না পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সূর্যকুমার বলিল। "কৈ হজুরমল কোথায়, সে কি এত শীঘ্র অস্ত্রে বলিত্ব পাইয়াছে?"

মালিকরাজ বলিল। "আমার তাহা বোধ হয় না, বুঝি সে স্থানান্তরে আছে।"

বর্মাবৃত বলিল। "এখন সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই, চল অগ্রসর হওয়া যাক" অমনি পাদবলয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল ও দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহাস লইয়া সম্মুখস্থ ফিরিঙ্গি সেনাকে

(১) পিছলাইয়া।

একই আঘাতে দুই খণ্ড করিল। অমিততেজা অশ্ব প্রথম রক্তস্রাব দেখিয়া একটি গভীর, দুর্গভেদী, শত্রু বিজয়ী ধ্বনি করিয়া দক্ষিণ পদদ্বারা দ্বিধাভুক্ত শোণিতাপ্লাবিত শবকে আঘাত করিল। পরেই একটি দীর্ঘ লম্ফ দিয়া যেখানে ফিরিঙ্গিদিগের সৈন্যেরা অসহ্য বলে যুদ্ধ স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল। দুই তিন জন ফিরিঙ্গি সেনার হস্ত পদাদি অশ্ব পাতাঘাতে নষ্ট হইল। রায়গড়ের সেনা ও ফিরিঙ্গি সেনা উভয়েই নিস্তব্ধ হইল। কেহই বুঝিল না যে এ বর্মাবৃত পুরুষ কে। তাহাদিগের সন্দেহ দূর হইতে না হইতে অমনি সূর্যকুমার সেই স্থানে লম্ফে উপস্থিত হইল। মালিক-রাজও তাহার পশ্চাৎ অনিমেষ বিলম্বে উপস্থিত হইল। তিন জন অশ্বারোহী সাস্ত্রযোদ্ধা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দিক হইতে লোকেরা সরিয়া অন্তরে দাঁড়াইল'। ক্ষণেকের জন্য যুদ্ধ প্রবাহ রুদ্ধ হইল। বর্মাবৃত পুরুষ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই একটি সিংহনাদ করিয়া বলিল। "রে দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গী অগ্রসর হও, আমি তোমা-দিগকে যমালয় দেখাইব" অমনি তীক্ষ্ণ খড়্গ এক জনার উপর চালাইল। সে লোকটি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া যেন হস্তদ্বারা অস্ত্রাঘাত আবরণ করিবে বুঝাইল। তাহার কটিদেশ কিছু বক্র করাতে তাহার শরীরটি বামপার্শ্বে হেলিল, বামকর্ণ ভূমিদিকে করিয়া উর্দ্ধনেত্রে বর্মাবৃত পুরুষের দিকে দৃষ্টি করিল। দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উঠাইয়া করতল বিস্তারিল। বর্মাবৃত পুরুষ খড়্গে তাহাকে আঘাত করিয়া যমালয় পাঠাইল। গঞ্জালিস একবার চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া ফিরিঙ্গী ভাষায় কি বলিল অমনি সৈন্যেরা বলপূর্বক 'সেণ্ট ডোমিঙ্গো' বলিয়া দ্বারাভিমুখে হল্লা করিল। দ্বারের প্রহরীরা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। ফিরিঙ্গীরা মহা কোলাহলে বেগে দ্বারে প্রবেশ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ তাহাদিগকে অবরোধ করিতে অশক্ত হইলে উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিল। আপন দীর্ঘশেল তাহাদিগের উপর চালাইল, কিন্তু দ্রুতগামী সেনারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইল। একান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বর্মাবৃত পুরুষ স্থির হইলে, পশ্চাৎ হইতে সূর্যকুমার অগ্রসর হইয়া আপন বন্দুক ফিরিঙ্গী সৈন্য লক্ষ করিয়া মারিল। বন্দুকের ভীষণ শব্দমাত্র সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গী সেনা অমনি ভূমীশায়ী হইয়া আপন আপন অষ্ঠীবতে ভর দিয়া চলিল। কিন্তু অব্যর্থসন্ধান সূর্যকুমার পুনর্বার বন্দুক ছাড়িয়া দুই জন ফিরিঙ্গি সেনাকে আঘাত করিল। তাহারা অমনি অচেতন হইয়া ভূমিশায়ী হইল। সূর্যকুমারকে বন্দুক চালাইতে দেখিয়া বর্মাবৃত পুরুষ ও মালিকরাজ ক্রমান্বয়ে বন্দুক চালাইতে লাগিল। সে ভয়ানক শব্দে রায়গড় কম্পিত হইল। বন্দুকের উপর বন্দুক, গুলির উপর গুলিতে ফিরিঙ্গী সেনারা ছিন্ন ভিন্ন হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দ্রুতপদে অন্তর বাটী প্রবেশ করিল। গুলির সন সন শব্দে কর্ণ-পাত দুর্লভ হইল। ফিরিঙ্গীরা বাটীতে প্রবেশ করিলে বর্মাবৃত পুরুষ চাহিয়া দেখেন বাহিরে আর জনমাত্র নাই। রায়গড়ের একজনও লোক বাহিরে ছিল না। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন "সূর্যকুমার রায়গড়ের এ অবস্থা আমি কখন দেখি নাই। এ কি!

রায়গড়ে কি জনমাত্র যোদ্ধা নাই। হায় কি দশা উপস্থিত হইল! চল এখন অন্তরে যাই।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “চল ভিতরে যাইয়া দেখি পাপেরা কিরূপ আচরণ করিতেছে।

মালিকরাজ বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।”

অমনি তিনজন অশ্বারোহী যোদ্ধা বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখে প্রথম প্রাঙ্গণে জনমাত্র নাই। সকলেই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে ভাবিয়া তাহারা দ্বিতীয় প্রাঙ্গণাভিমুখে দ্রুতবেগে অশ্ব চালন করিল! পথে দেখে দুই জন ফিরিঙ্গী একটী অন্তঃপুর রমণীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহার আভরণাদি হরিতেছে। বর্ম্মাবৃত-পুরুষ দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া শেলে একজনকে বিদ্ধ করিলেন। অপরটি দ্রুতপদে পলাইল। স্ত্রীটি ইহাদিগকে দেখিয়া স্থানান্তরে পলাইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ দ্রুতবেগে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ তাহার পশ্চাদগমন করিল। প্রাঙ্গণে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কে কাহাকে মারিতেছে, কে কাহার ভূমে পাড়িয়াছে, তাহার কিছুমাত্র বোঝা যায় না। রণসঙ্কুলে যোদ্ধারা নিবেশিত হইয়াছে। কেবল ‘মার মার’ শব্দ শ্রবণ গোচর হয়। অসির চাকচক্য লক্ষ হইতে লাগিল। অস্ত্রে অস্ত্রে মিলিয়া একটি ভয়াবহ বিকট ঝঞ্ঝনা উদ্ভাবিত হইল। গুলি ও বাণের সন সন শব্দে কর্ণকুহর পূরিল। কত যোদ্ধা! কেহ হস্তহীন, কেহ বাহুহীন কাহার বাহুমূলে কেবল চর্ম্মমাত্র সংলগ্ন আছে, অমনি ভূমে শয়ান হইয়াছে। কাহার অর্দ্ধ বিগত প্রাণ, অপর যোদ্ধার পাদভরে নির্গত হইল। মাঝে মাঝে স্ত্রী যোদ্ধারা আলুলায়িত কবরী, হস্তে খরশান অসি লইয়া নিমগ্নাপ্রায় আত্মশরীরে অযত্ন করিয়া করাল অসি অবিশ্রামে ইতস্ততঃ চালন করিতেছে। এদিকে কেহ ছিন্নবাহু হইয়া শবের উপর অচেতন হইয়া পড়িল। ফিরিঙ্গীরা ক্ষণকাল রণমদে মত্ত হইবার পর গঞ্জালিস একটি ভীষণনাদে সিংহনাদ করিল। অমনি কার্পাসরাশির মত কে কোন দিকে ছুটিল, তাহা লক্ষ্য হইল না। যে যোদ্ধা যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল সে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। হয়ত ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গী কিছু দূর দৌড়িয়া তাহার অনুসারক জানিতে না জানিতে ফিরিয়া তাহাকে এমতবেগে আক্রমণ করিল যে সে [নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যমকবলে নিপতিত হইল। ক্ষণমধ্যে প্রাঙ্গণ যোদ্ধাহীন হইলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ সূর্য্যকুমারের নিকটে আসিয়া বলিল “সূর্য্যকুমার বুঝি ফিরিঙ্গী জয়ী হইল। আমরা এখন তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলাম না। চল এ প্রাঙ্গণে আমাদিগের হইতে কোন উপকার সম্ভবে না। বাহিরে যাই আমাদিগের অশ্বচালন স্থান না পাইলে নিতান্ত পঙ্গুর মত থাকিতে হইতেছে। মাঠে ইহাদিগকে দেখিব।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু ইন্দুমতীর কি দশা হইল তাহাও জানি না।”

মালিকরাজ বলিল। “তাহার গন্ধমাত্রও কোথায় পাইতেছি না। বোধ হয় তিনি

কোথাও লুক্কায়িত হইয়াছেন। আমি রায়গড়ে যথেষ্ট সৈন্য বল দেখিতেছি না। এত অল্পলোকে ফিরিঙ্গীদিগকে পরাজয় করা বড় সুবিধা নহে।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “আমি হজুরমলকে দেখিতেছি না, সে কোথায়। তোমারা কি নিশ্চয় জান যে সে আসিয়াছে।”

সূর্যকুমার বলিল। “আমরা তাহাকে গঞ্জালিসের সঙ্গে লস্করপুর হইতে যাত্রা করিতে দেখিয়াছি।”

মালিকরাজ বলিল। “আমরা ফিরিঙ্গীদিগের নৌবাহকের নিকট শুনিয়াছি, সে আসিয়াছে।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “তবে সে নরাধম কোথায় গেল আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। সে নরাধমকে চক্ষে না দেখিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। চল বাহিরে যাই, সে পাপীকে অবশ্য ধরিতে হইবে। আমার বোধ হয় সে নরাধম পাষণ্ড কোন মন্দ পরামর্শে নিযুক্ত আছে। চল বাহিরে যাই তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে হইবে।”

সূর্যকুমার বলিল। “ইন্দুমতীর জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা হইতেছে, এমন কি ইন্দুমতীর কুশল না পাইলে আমি সুশৃঙ্খলে যুদ্ধ করিতে অপটু।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “সূর্যকুমার আমারও চিন্তা হইতেছে।” ক্রমে তাহারা বহির্দ্বার পার হইল।

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আর চিন্তা নাই ঐ দেখুন চতুর্দিকের দুর্গমঞ্চে, উচ্চ বলভীতে(১) অগ্নি জ্বলিয়াছে। উচ্চ মুরচা(২) হইতে পটহ(৩) বাজিতেছে। এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামস্থ সমস্ত সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কোনমতে ফিরিঙ্গীদিগকে বিলম্ব করিয়া আটক করা। তাহা হইলেই সমস্ত সেনা রায়গড়ে আসিয়া পৌঁছিবে।

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “সূর্যকুমার একটি কর্ম কর। দ্রুত যাইয়া বাহির হইতে ফটক বন্ধ কর, তাহা হইলেই ফিরিঙ্গীরা শীঘ্র বাহির হইতে পারিবে না।” সূর্যকুমার নক্ষত্রবেগে ইন্দুমতীর আবাস দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিলেন। ভীম দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। দুর্গ-বলভী হইতে ঘন ঘন পটহ বাজিতে লাগিল ও চারিদিকে দাবানল সম অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে অসি করে অশ্বে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অন্তপুরের কলরব বৃদ্ধি হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই চারিদিগের ইন্দ্রকোষের দ্বার খুলিয়া গেল। আবাসের প্রতি ঘরে অগ্নিদৃষ্ট হইল। অগ্নি শিখা গবাক্ষ দ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নির মধ্যে ফিরিঙ্গিদিগের রক্তবর্ণ প্রতিবিম্ব লক্ষ্য

---

(১) দুর্গশিখর। (২) দুর্গশিখরের বাতায়ন। (৩) দামামা, নাগাড়া বিশেষ।

হইতে লাগিল। ক্রমে চতুর্দিকের বাতায়ন(১) দিয়া ফিরিঙ্গিরা লম্ফ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। সূর্য্যকুমার বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও মালিকরাজ অমিতবেগে একবার এ বাতায়নে, একবার এপ্রগ্রীবে, একবার বা ইন্দ্রকোষের(২) নিম্নে আসিয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের অবতরণ রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিন জনে কত স্থানে এককালে বর্ত্তমান হইতে পারেন। দুই চারি জন ফিরিঙ্গী লম্ফকালে অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইল বটে কিন্তু অধিকাংশ সুস্থ শরীরে ভূমে উত্তরিল। সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গিরা ভূমে নামিয়াই শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অগ্রে ভীম বল অসমসাহসী সেনা দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাতে লুপ্তভার লইয়া দাঁড়াইল। প্রতিকুলযোদ্ধা তিন জন অশ্বারোহী মাত্র। কিন্তু অমিততেজা বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার কণামাত্রও ভীত হইল না। অসম বল দেখিয়া তাহাদিগের সাহস দ্বিগুণ উত্তেজিত হইল। "কবীর কবীর" বলিয়া ভীম সিংহনাদে তিন জন পাদবলয়ে দাঁড়াইয়া অসি লইয়া বহুল বিপক্ষ ফিরিঙ্গী সেনা আক্রমণ করিল। যাইতে যাইতে বাম হস্তে তূরী লইয়া ধ্বনী করিল। ফিরিঙ্গি সেনারা সিংহনাদ ও তূরী ধ্বনিতে সিহরিল। কিন্তু সেনানী গঞ্জালিস ইহাদিগকে তূরী বাজাইতে দেখিয়া খল খল করিয়া এরূপ অট্টহাস হাসিল যে, মালিকরাজ বোধ করিল এটা ভুবনান্তরের শব্দ। গঞ্জালিসের প্রকৃত যুদ্ধ করণে মন ছিল না। কোন মতে আপনারা অল্প ক্ষতিতে পলায়ন করে, এই চিন্তাই তাহার বলবতী ছিল। তিনটি কালশমনসদৃশ বিরাটযোদ্ধার অসহ্য আক্রমণ দেখিয়া একটি গভীর চীৎকার করিল। অমনি শ্রেণীবদ্ধ সেনারা একটি সঙ্কট(৩) শব্দ করিয়া দ্বিধা হইল অশ্বারোহীদিগের সম্মুখ শূন্য হইল। অমনি সেনারা পার্শ্ব ও পশ্চাৎ হইতে তিন জন যোদ্ধাকে আবরণ করিল বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার ইহাদিগের গতি দেখিয়া ফিরিয়া অস্ত্র উঠাইল। অশ্বশাস্ত্রপটু মালিকরাজ বেগে অশ্ব ফিরাইয়া যুদ্ধাবর্ত্ত হইতে বাহিরে পৌঁছিল। ফিরিঙ্গি-সেনারা ব্যূহবদ্ধ হইয়া অশ্বারোহিদ্বয়ের উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। অশ্বারোহিদ্বয় সব্যসাচী। উভয় হস্তেই অস্ত্র চালনে দক্ষ। অবিরত অস্ত্র চালনে ফিরিঙ্গি নিক্ষেপিত অস্ত্র হইতে কেবল আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে অবকাশ পাইলেই দুই এক জনকে আঘাতও করিতে ছাড়িলেন না ফিরিঙ্গিরা কেবল অশ্বারোহিদ্বয়ের উপর লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র চালাইতেছিল; দেখে নাই যে, মালিকরাজ পশ্চাতে গিয়াছিল। মালিকরাজ শকট-ব্যূহ-শিরস্থ এক জন লুপ্তভারাবনত লোককে অস্ত্রে দ্বিধা করিলেন, অমনি তাহার পর আপন বন্দুক দ্বারা আর এক জনকে আঘাত করিয়া অতি বেগে অস্ত্র চালন করত সেনা নষ্ট করিয়া ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমারের সম্মুখীন যোদ্ধারা পশ্চাতস্থ যোদ্ধাগণের রণে ভঙ্গ দেখিল, রণপ্রবাহও ক্রমে অপর দিক হইতে বহিতে লাগিল। ক্রমে ফিরিঙ্গি-

(১) বারাণ্ডা, ছাত। (২) উদগ্র আচ্ছাদিত বারাণ্ডা। (৩) বিপদসূচক

সেনারা ব্যূহরক্ষায় অক্ষম হইল। গঙ্গালিস কেবল দাঁড়াইয়া সেনাদিগকে এতক্ষণ উৎসাহ দিতেছিল। তিন জন অশ্বারোহীর বলে সেনাভঙ্গ ভয় করিয়া স্বয়ং রণস্রোতে মিশিল। আর উচ্চৈঃস্বরে ব্যূহ পরিবর্ত করিতে আদেশিল। সেনারা ব্যূহ পরিবর্ত করিতে না করিতে দূর হইতে চারি জন অশ্বারোহীর তূরীধ্বনি শুনিল, অমনি সূর্য কুমার দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিঙ্গিসেনা আক্রমণ করিলেন ও কত লোককে আঘাতী করিলেন, তাহা নিশ্চয় দেখা গেল না। ফিরিঙ্গি, নিকট সঙ্কট বুঝিয়া আরও বিক্রমে চতুর্দিক্ হইতে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। মালিকরাজও ক্রমে বলে ব্যূহের শ্রেণীসকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। একবার বা এ পার্শ্বে, একবার বা তুমুল সেনাতরঙ্গে, একবার বা অপর পার্শ্বে শফরীর মত চঞ্চল হইয়া কেবল বিধিমতে ফিরিঙ্গিদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিলেন। দূরস্থ অশ্বারোহীরা নিকট হইল; ক্রমে তড়িদ্বেগে আসিয়া ক্ষণেক রণ তরঙ্গে মিশাইয়া গেল। তাহারা স্রোতে পড়িয়াই কেবল অসিচালনে যাহাকে পাইল, ছেদন করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গিরা হুতাশনের মত নবাগত যোদ্ধা-চতুষ্টয়ের আঘাতে জ্বলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মধ্যে নবাগত অশ্বারোহীদিগকে পরাস্তের মত করিল, তাহারা রণস্রোতে পড়িয়া চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইল। তাহাদিগের শরীরে বর্ম ছিল না, অল্প ক্ষণেই অবসন্ন হইল। এমন সময় দূর হইতে অনঙ্গপাল দেবের গভীরশব্দ শোণা গেল। এক খানি তলবারিমাত্র লইয়া দ্রুত আসিতেছিলেন। নিকটস্থ হইয়া ব্যাপারটী সামান্য নহে জ্ঞানে দাঁড়াইলেন। চারি জন অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া এক জনকে বলিয়া দিলে, সে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। অনঙ্গপাল অমনি এক লম্ফে সেই অশ্বে আরোহন করিলেন। অনঙ্গপাল যদিচ পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু অশ্বারোহণ করিলে, তাঁহাকে অনেক যুবাপেক্ষা বলবান্ দেখাইল। অনঙ্গপাল অশ্বে আরোহণ করিয়া তিন জন অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন; তিন জনে নক্ষত্রবেগে গিয়া রণস্রোতে মিলিল। তরঙ্গে পড়িয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল; কিন্তু দুরন্ত ফিরিঙ্গি-বল সহ্য করিতে না পারায়, অতিশীঘ্র হতাশ্বাস হইয়া অবসন্ন হইল। এক জন অস্ত্রাঘাতে নিপাতিত হইল। অপর দুই জন কিছু ক্ষণ যুঝিল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারাও ভূমিশায়ী হইল। অনঙ্গপাল যুদ্ধে আপনার বলহীন দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, কেবল তিন জন অশ্বারোহী বর্মাবৃত বলিয়া প্রায় এক শত সুশিক্ষিত সেনার সম্মুখীন রহিল। বহু পরিশ্রমে তাহারাও ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। ফিরিঙ্গিরা অশ্বারোহিত্রয়ের এই অবস্থা দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ কিন্তু অস্ত্রচালনে নিরস্ত হইলেন না। মালিকরাজও অপর দিক হইতে প্রাণপণে আঘাত করিতে লাগিল। ইহাদিগকে একান্ত হীনবল হইতে দেখিয়া অনঙ্গপাল আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; দ্রুতবেগে অশ্ব লইয়া যুদ্ধস্থলে দৌড়িল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কুড়ি জন অশ্বারোহী ঝনর ঝনর শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন অগ্রসর হইয়া তূরী

বাজাইল; তাহার পরেই দ্রুত আসিয়া অনঙ্গপালের অশ্ব-রশ্মি ধরিয়া বলিল। "মহাশয়! এরূপ অনাচ্ছাদিত হইয়া রণমধ্যে প্রবেশ করিবেন না। আপনি থাকিলে রায়গড়ের মঙ্গল; দাঁড়াইয়া আজ্ঞা করুণ!" অনঙ্গপাল তাহার কথায় ক্ষান্ত হইয়া দূরে দাঁড়াইল। কুড়ি জন অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল। এমত সময় বল্লভ বর্ম্মাবৃত হইয়া সাস্ত্র অনঙ্গপালের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। "মহাশয়! একটা অশ্ব আজ্ঞা করুন।"

অনঙ্গপাল বলিল। "বল্লভ! তুমি আমার অশ্ব লও, আমি অশ্বান্তরে আরোহণ করিব।"

বল্লভ বলিল। "যে আজ্ঞা।"

অনঙ্গপাল আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল, বল্লভ লম্ফে অশ্বে বসিল। বল্লভ অশ্বারূঢ় হইয়া আপন বন্দুক লইয়া এক জন ফিরিঙ্গিকে সন্ধান করিয়া মারিল। ফিরিঙ্গি গুলিকাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। পর ক্ষণেই বন্দুক পুনর্ব্বার বারুদাদি দিয়া প্রস্তুত করিল; বন্দুক প্রস্তুত হইলেই আপন ধনুতে শরযোজন করিয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত সন্ধান করিল; শরটী সন্ সন্ শব্দে উড়িল। বল্লভ সে ধনু হইতে নিক্ষেপমাত্র তাহার পতন লক্ষ না করিয়া আবার তূণ হইতে শর লইয়া গুণে যোজিল; সেটীও নিক্ষেপ করিল। এই রূপে একের পর আর এক, আর একের পর আর এক করিয়া ঘন ঘন শরক্ষেপে ভূমি আচ্ছন্ন করিল। শর বর্ষণে শূন্যমার্গ মেঘাবৃত প্রায় হইল। বল্লভ শরবর্ষণে এরূপ দক্ষতা দেখাইল যে অনঙ্গপাল দূর হইতে তাহার যুদ্ধকৌশলে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই অনঙ্গপাল এক অশ্বে আরোহণ করিয়া একটী রৌপ্যময় বন্দুক লইয়া ঘন ঘন গুলিকাক্ষেপে ফিরিঙ্গিদিগকে অবসন্ন করিল। ফিরিঙ্গিরা সমূহ বিপদ জ্ঞানে আর স্থির-যুদ্ধ অসম্ভব বুঝিল। গঞ্জালিসের ইঙ্গিতমাত্র সকলে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার বিধিমতে শান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শত্রুর শ্রেণীভঙ্গ দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনঙ্গপাল দেব বল্লভ ও অন্যান্য রায়গড়ের রাজপুরুষ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ইত্যবসরে মালিকরাজ অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিতে শত্রুর অগ্রসর হইয়া এক কালে বন্দুক ও শরে তাহাদিগের একাই গতি রোধ করিল পরে শর ত্যাগ করিয়া অসিকরে যেথান দিয়া শত্রুরা পলায়ন করিতে উদ্যোগী হয়, সেই খানেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে অনঙ্গপাল ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসা করিল অমনি বল্লভ ও অনঙ্গপাল দ্রুত অগ্রসর হইয়া মালিকরাজের সহায় হইল। পশ্চাৎ হইতে বর্ম্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও অপর তিন জনা অশ্বারোহী ইহাদিগকে আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ করিতে করিতে অল্পে অল্পে রণপ্রবাহ চালাইয়া প্রধান সিংহদ্বারের পিণ্ডলে উপস্থিত হইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ, বল্লভ ও অনঙ্গপাল ও অন্যান্য রায়গড়-সাপেক্ষ লোকেরা এইবারই শেষ রক্ষা জানিয়া যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল; ফিরিঙ্গিরাও এইখান পার

হইতে পারিলেই নিরাপদ হইবে জ্ঞানে, অসম্ভব বেগে রণে নিযুক্ত হইল। অস্ত্রের চকমকিতে যোধদিগের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না ঝঞ্চনাতেও কিছুমাত্র শুনা যায় না; ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিল। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। কেবল ছেদনই সকলের উদ্দেশ্য। ফিরিঙ্গিদিগের বলাধিক্য বশত তাহারা ক্রমে জয়ী হইতে লাগিল। অনঙ্গপাল ক্রমে ভীত হইলেন বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন। কতক্ষণ অসম সৈন্যের সহিত যুদ্ধ সম্ভব? ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ-গতিক দেখিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য রায়গডের অশ্বারোহীরা নিপাতিত হইল। ফিরিঙ্গিদিগের জয়ধ্বনির দ্বিগুণ চীৎকারে গগন পূরিল। ফিরিঙ্গিরা এক্ষণে পলায়ন-পরামর্শ করিলে সহজেই কৃতকার্য হইত, কিন্তু গঞ্জালিস অনুমতি দিল যে, বর্মাবৃত চারি জন অশ্বারোহীকে নষ্ট করিয়া চল ঘরে যাওয়া যাক্। ফিরিঙ্গিরা সিংহের মত উত্তেজিত হইয়া কেহ খড়্গহস্ত, কেহ অসি-করে, কাহার হস্তে কৃপাণ, কেহ বা দৃঢ় লগুড় লইয়া, কেহ পরশ্বধ, কেহ ভীমগদা, কেহ ভীষণ শেল লইয়া ইহাদিগকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিল। ইহারা চারি জনে শত যোদ্ধার মত হইয়া ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে বিদ্যুতের মত ফিরিতে লাগিল ও যেখানে যাইল, সেখানকার দুই এক জনকে আঘাত করিল, কিন্তু বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজের অশ্ব বহু পরিশ্রমে ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। ইহারা কণ্টকে অশ্ব-পার্শ্ব ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। নিতান্ত শ্রান্ত অশ্ব প্রাণপণে যোদ্ধার আজ্ঞা বহন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের প্রাণ সংশয় হইল। অনঙ্গপাল গতিক বুঝিয়া নীরব হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এমত সময় দূর হইতে ভীষণ তূরী নিনাদ শ্রবণ গোচর হইল। তূরীধ্বনিতে ফিরিঙ্গিরা মুহূর্তের জন্য স্থির হইল। যে হস্ত উঠাইয়াছিল, তাহার হস্ত উঠানই রহিল। তূরী শব্দ শ্রবণমাত্রে বর্মাবৃত পুরুষ সূর্য্যকুমার ও মালিক-রাজ আপন আপন তূরীধ্বনি করিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার তূরীধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। আবার তূরীধ্বনি। ক্রমে তূরীধ্বনি নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে বহু অশ্বের পদচালন শোণা গেল। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার সাহস পাইলেন। অধিক বলে শত্রু ক্ষয়ে নিযুক্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ জন বর্মাবৃত সর্বাস্ত্র সমন্বিত সপতাক অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে আসিয়া মিলিল। তাহাদিগের অগ্রে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভাবতী। ক্ষণেকের জন্য তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রায়গড়ের সেনাবল অধিক হইল। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে অপর বিশজন সেই রূপ অশ্বারোহী আসিয়া মিলিল। অশ্বে অশ্বে ফিরিঙ্গিদিগকে ঘেরিল। ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন নিপাতিত হইতে লাগিল। ক্রমে অশ্বারোহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ফিরিঙ্গিরা পদে যুদ্ধ করিতেছিল। বহু অশ্বারোহী দেখিয়া ভীত হইল। এমত সময় এক দিক হইতে ভীষণ সিংহনাদ করিয়া হজুরমল ও দেড়শত সেনা দেখা দিল। তাহারা আসিয়া মিলিবামাত্র এক কালে রণ প্রবাহ পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিল। পরশু খড়্গ চন্দ্রহাস ও বল্লমে

অশ্বারোহীর অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল। প্রথমেই সূর্য্যকুমারের অশ্বের একপদ চন্দ্রহাসের সকৃৎ প্রহারে হজুরমল স্বয়ং ছেদন করিল। অশ্বটি এককালে ভূতলশায়ী হইল। একান্ত শ্রান্ত সূর্য্যকুমারও অশ্বের সঙ্গে পড়িলেন। সাধ্যমত চেষ্টা পাইলেন যে অশ্বতল হইতে আপন পদ বাহির করেন কিন্তু কোন মতেই তাহার সাধ্য হইলেন না। এমন সময় একজন ফিরিঙ্গি আসিয়া কঠিন পরশু দ্বারা তাঁহায় শিরস্ত্রাণে আঘাত করিল। পরশু শিরস্ত্রাণ ভেদ করিয়া সূর্য্যকুমারের মুণ্ডে লাগিল। সূর্য্যকুমার বহু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, আঘাতে এক কালে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ দূর হইতে সূর্য্যকুমারকে পড়িতে দেখিয়া "ধন্য রে বালক!" বলিয়া ভীম পরাক্রমে ফিরিঙ্গি অক্রমণ করিলেন। হজুরমল কেবল অশ্বক্ষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইযা অশ্বনাশে সেনা নিয়োজন করিল। সমাগত সেনারা অতীব উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হজুরমল একটি ভীষণ শেল লইয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষের বক্ষে লক্ষ করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ আপনার খরসান তলবারী দ্বারা দ্রুত আসিয়া শেলটি ছেদ করিল। অমনি হজুরমল একখানি চন্দ্রহাস লইয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষের অশ্ব স্কন্ধ সকৃৎ প্রহারে যেমন ছেদ করিল, অমনি বর্ম্মাবৃত পুরুষ অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে দাঁড়াইল। অশ্বটি ছিন্নগ্রীব হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া ভূমে পড়িল। হজুরমল চন্দ্রহাস লইয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষকে আক্রমণ করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ আপন তলবারি লইয়া হজুরমলের প্রতি আঘাত করিল। হজুরমল ভীষণ চন্দ্রহাস প্রহারে বর্ম্মাবৃত পুরুষের তলবারী খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ নিরস্ত্র হইবামাত্র দ্রুতবেগে হজুরমলের কটিদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূমে পাড়িলেন। হজুরমল চন্দ্রহাস ত্যাগ করিয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষের হস্ত হইতে আপন কটিদেশ ছাড়াইতে যত্নশীল হইল। এই রূপে উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইল। এমত সময় প্রভাবতী দ্রুত আসিয়া হজুরমলকে বল্লমের দ্বারা যেমন বিদ্ধ করিবেন অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন, একটি গদাঘাতে প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্তটি স্পন্দ রহিত করিল। প্রভাবতী চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর ক্ষণেই সেই ফিরিঙ্গি ভীষণ পরশু আঘাতে বর্ম্মাবৃত পুরুষকে ভূমিশায়ী করিল। হজুরমল অমনি দাঁড়াইয়া অপর অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিল। একজন গদা প্রহারে অনঙ্গপালকে ভূমিশায়ী করিল। গঞ্জালিস দ্রুত পদে হজুরমলের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। "আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই চল বন্দী লইয়া যাই।"

হজুরমল বলিল। "ঐ স্ত্রীটিকে লইতে হইবে। আর ঐ অনঙ্গপালকেও লইতে হইবে। কি বল।" গঞ্জালিস বলিল। যাহাকে লইতে হয় লও, কিন্তু শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিলম্ব হইলে ইহাদিগের আরও সেনা উপস্থিত হইবে।"

হজুরমল বলিল। "তবে চল। ইন্দুমতীকে চারজন লইয়া নৌকায় গিয়াছে, আমরা যুদ্ধ করি, অপর আট জনে ঐ স্ত্রীটিকে আর অনঙ্গপালকে লইয়া যাক।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে আমি লোক দিতেছি।" পরেই চারি জন লোক আসিয়া

কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান প্রভাবতীকে ধরিল। প্রভাবতী ক্ষমতা পর্যন্ত তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে বজ্রমুষ্টি হইতে তিলমাত্রও অপসৃত হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্ত্রী স্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর ক্রন্দন শুনিয়া অনঙ্গপাল ও বল্লভ দ্রুত সেই দিকে ধাবমান হইতে গেলেন; অমনি হজুরমল ও গঞ্জালিস তাহাদিগের সম্মুখীন হইল। বল্লভ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিল। হজুরমল আপন ভীষণ পরশু লইয়া তাহার অশ্বের শিরোদেশে আঘাত করিল; অমনি অশ্বটি ভয়ানক আর্তনাদ করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। বল্লভ নিরশ্ব হইলে ভূমিতে পড়িলেন। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া নিতান্ত। অসম্ভব বোধে আপন বল্লম লইয়া হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু গঞ্জালিস পার্শ্ব হইতে আসিয়া ভীম চন্দ্রহাসে তাহা ছেদ করিল। অমনি হজুরমল অগ্রসর হইয়া বল্লভকে বলে বাহু প্রসারিয়া ধরিল। বল্লভ নিতান্ত হীনবল ছিল না, হজুরমলের আক্রমণ ছাড়াইয়া ভীম মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। হজুরমল কিন্তু প্রাণপণেও বল্লভকে ছাড়িল না। বল্লভ বহুক্ষণ যুঝিয়া অবশেষে হজুরমলকে ভূমে পড়িয়া বলপূর্বক পুনর্বার উঠিল। উঠিয়াই এমত বলে বল্লভের মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল, যে বল্লভের নাসিকা ও মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইল। বল্লভ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা গেল। এ দিকে অনঙ্গপাল প্রভাবতীর পশ্চাৎ গমন করিল। গঞ্জালিস তাহাকে কিছুমাত্র রোধ না করিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়িল। ক্রমে গড় পার হইয়া খালে আসিল। ওদিকে হজুরমল বল্লভকে অচেতন দেখিয়া মৃতপ্রায় জ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিল ও গঞ্জালিসের পশ্চাৎ চলিল। অন্যান্য ফিরিঙ্গি সেনারাও তাহার পশ্চাৎ জয়ধ্বনি করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। রায়গড়ে আর এমত লোক কেহই রহিল না যে, তাহাদিগের গতিরোধ করে। তাহারা খালের তীরে যাইয়া বলপূর্বক অনঙ্গপালদেবকে বন্দী করিয়া নৌকায় আরোহণ করাইলে হজুরমল গঞ্জালিসের অনুমতি লইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া লস্করপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস নৌকা লইয়া পশ্চিমাভিমুখে বাহিতে লাগিল।

চতুর্দশ অধ্যায়।

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।"

এ দিকে কিছুক্ষণ পরেই রায়গড়ে অন্যান্য সেনা সব গ্রাম হইতে আগমন করিতে লাগিল। সকলে আসিয়া যুদ্ধ শেষ দেখিয়া আপনাদিগের বিলম্বের জন্য কেহ কোন ওজর, কেহ বা আপনাকে নিন্দা, কেহ বা অত্যন্ত দূর বাস বলিয়া আসিতে পারে নাই

বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং কমলাদেবী অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সমাগত সেনারা সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সম্মান করিল তিনি বলিলেন, "তোমরা অনঙ্গপালদেবের অন্বেষণ কর। শুনিতেছি, পাপেরা ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়াছে। এক জন যাইয়া তাহার সমাচার আমায় আনিয়া দাও ও অন্যান্য সকলে আঘাতী ও ক্ষতশরীর সেনা সকলের সেবায় নিযুক্ত হও। সকল সেনাগণকে অতিথিশালায় ভাল ভাল শয্যায় শয়ন করাইয়া সেবা ও চিকিৎসা কর। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে যাই। সমাচার যখনকার যেরূপ হয়, তাহা আমাকে দিও। তোমরা সময়ে আসিতে পার নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমি তোমাদিগকে ভাল জানি, তোমরা কেহ ইচ্ছা পূর্বক বিলম্ব কর নাই।"

কমলা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সেনারাও একত্রিত হইয়া আপনাদিগের অধ্যক্ষ স্থির করিবার জন্য চিন্তিত হইল। এমত সময় রণাঙ্গন হইতে শঙ্কর ও নসিরাম উঠিয়া আসিল। শঙ্কর সমূহ বিপদ দেখিয়া প্রথমেই কিছু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে একই আঘাতে ভূমে শয়ান হইয়াছিল। যদিচ তাহার উঠিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তথাপি ইচ্ছাপূর্বক আর ওঠে নাই। এক্ষণে চতুর্দিক নিরস্ত দেখিয়া অল্পে অল্পে উঠিয়া দাঁড়াইল। নসিরাম কিছু কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। বর্মাবৃত পুরুষের পতনের পর সেও বিনা আঘাতে তাহার পার্শ্বে অশ্বের নিকট লুকাইয়াছিল। নসিরাম শঙ্করকে উঠিতে দেখিয়া বলিল। "শঙ্কর আমিও জীবিত আছি চল একত্রে যাই।"

শঙ্কর নসিরামের স্বর বুঝিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নিকটে সেনা সমাগম দেখিয়া দাঁড়াইল। সেনারা নসিরাম ও শঙ্করকে দেখিয়া বলিল। "আইস এক্ষণে আমাদিগকে সমাচার দাও। কমলা রাণী যুদ্ধের সমাচার পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি।"

নসিরাম বলিল। "তোমরা আগে বর্মাবৃত যোদ্ধা কয়জনকে যত্ন পূবক উঠাইয়া লইয়া আইস। আমার বোধ হয় না যে তাহারা কেহই জীবিত আছে। তাহাদিগের শরীরের বর্ম সকল খুলিয়া দিয়া এক এক পর্যঙ্কে এক এক জনকে শয়ান কর। আমি কমলারাণীর নিকট গিয়া সকল সমাচার দিতেছি। শঙ্কর তোমাদিগের সঙ্গে রহিল।"

নসিরাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কমলাদেবীর নিকট চলিয়া গেল। কমলাদেবী আপন ঘরে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একজন সহচরী দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গিদিগের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতেছিল। নসিরাম ঘরে প্রবেশ করিয়া শির নোয়াইয়া প্রণাম করিল। কমলা দেবী বলিলেন। "কেও নসিরাম? এস বাপু। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। তুমিত ভাল আছ। আর বাপু আজ এই আমাদিগের সমূহ বিপদ গেল। এখনও জানি না আমার কত দূর পর্যন্ত কপাল ফাটিয়াছে। বস, আজকের কোন সমাচার জান?"

সখীকে বলিলেন। "দীপটি উজ্জল করিয়া দাও।" নসিরাম ঘরের একপার্শ্বে

বসিল। বলিল "মা ঠাকুরাণী আজকার সমাচার আমি প্রায় আগাগোড়া সব জানি, আপনাকে বলি শুনুন!"

কমলাদেবী বলিলেন। "বাপু তুমি আগে ইন্দুমতীর কুশল বল। তুমি কি জান ইন্দুমতী আমার কি অবস্থায় আছে। আহা! সে বালিকা আমাব গর্ভপ্রসূত পুত্রাপেক্ষা আমায় স্নেহ করে। আমি পুত্র গর্ভে ধরিয়াছিলাম বটে। সে যত দিন অবোধ ছিল, ততদিন আমার বশীভূত রহিল। একটু মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই অমনি সব মায়া কাটিয়া কোথায় গেল। আমাকে অন্ধ করিল। আহা! মহারাজ তারই শোকে হঠাৎ শরীর ত্যাগ করিলেন। আমি অনাথা হইলাম। প্রতাপ এখন অনাথা দেখে কত কথা বলে পাঠায়। আমার অন্ধের ভগ্নযষ্টি ইন্দুমতী এখন কুশলে থাকিলেই ভাল। কচুরায় বাছা যেখানে থাকুন জীবনে বাঁচিয়া থাকিলেই ভাল।" বলিতে বলিতে কমলা দেবীর মনে স্নেহের উদ্রেক হইল। কমলাদেবী কিছুক্ষণ মৌনবতী হয়ে অশ্রুবারিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। "বাপু নসিরাম! তুমি মহারাজের সময়ের লোক। তুমি এখন আমার এক জন দুঃখের সাক্ষী। অনঙ্গপালও একবার এ বিপদে দেখা দিল না! বোধ হয় তাহার কোন রোগ হয়েছে, নতুবা সে কখন রায়গড়ের বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহে। বাপু ইন্দুমতীর কি সমাচাব জান বল।"

নসিরাম বলিল। "মা ঠাকুরাণী আজ বৈকালে যখন মাঠ হইতে পাল লইয়া আসিতে ছিলাম, তখন খালে কএক খানা নৌকা আসিতে দেখিলাম। আমার প্রথমে বোধ হইল সে সব মহাজনের নৌকা, কিন্তু এখন বেশ বুঝিলাম, ফিরিঙ্গিরা ঐ সকল নৌকায় করে এসেছিল। সন্ধ্যার পর রায়গড়ে প্রায় তিন শত লোক এসে অতিথি হইল। তখনই আমার সন্দেহ হল। কিন্তু কি করি ইন্দুমতী দেবীর আজ্ঞায় তাহাদিগের সকলকে বাসা দেওয়া গেল ও যত্নে সেবাও করা গেল। ইহাদিগের আসবার পূর্ব্বে এক জন বর্ম্মাবৃত সসজ্জ অশ্বারোহী যোদ্ধা আসিয়া অতিথি হইয়াছিল। সেও তাহাদিগের বাসার পাশে রহিল। কিছু রাত্রি হইলে আর দুইজন অশ্বারোহী আসিয়া অতিথি হইল। তাহাদিগের আহারাদি হইলে ইন্দুমতী দেবী আপন আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বর্ম্মাবৃত অতিথি আমার ঘরে এসে আপন পরিচয় দিতে আমি জানিলাম সে আমার এক জন অত্যন্ত আত্মীয়। পরে তার অনুরোধে আমি আয়ুধাগার হতে দুইটা ভাল লৌহবর্ম্ম আনিয়া দিলাম ও অন্যান্য যে যে অস্ত্র তাহাদিগের প্রয়োজন হইল, তাহাও আনিয়া দিলাম। আমার আত্মীয়টি আমায় কেবল রাত্রিতে সাস্ত্র হইয়া সতর্ক থাকিতে বলিল। কিছু ভাঙ্গিল না। সকলে সুপ্ত হইলে দেখি তিন শত অতিথি জাগিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহাদিগকে সেই অবস্থ দেখিয়া আপনি একখানি তলবারী ও একটি লাঠি লইয়া আমার আত্মীয়ের ঘরে গেলাম। দেখি আমার আত্মীয় ঘরে নাই। আর দুই জনা অশ্বারোহীও নাই। আর অশ্বও সেখানে নাই।"

কমলাদেবী বলিলেন। "বাপু! এটী তবে তোমার আত্মীয়ের কর্ম্ম। তোমার ইটী

করা কি ভাল হয়েছে? না তোমারই বা কি দোষ, তুমি কেমনে জানিবে যে, তাহার মনে এই ছিল! তুমি বহুকালের পুরাতন লোক, তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দেওয়া ভাল হয় নাই, কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতে পার নাই। দয়াস্বভাব বশত চাহিবামাত্র দিয়াছ।"

নসিরাম বলিল। "মা ঠাকুরাণি! আমি বিশ্বাসঘাতকের মত কায করি নাই, আমার আত্মীয়ও কিছু অন্যায় করে নাই।"

কমলাদেবী বলিলেন। "হাঁ বাপু, ঠিক বলিয়াছ। তাহাদিগের জীবিকাই পরদ্রব্য লুট করা, ইহাতে তাহাদের সকল কৌশল চেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য; তা তুমি বাপু তাহার মনের ভিতর ত যাইতে পার না? সরল মানুষ, যেমন সে চাহিয়াছে, অমনি অস্ত্র আনিয়া দিলে। আমার নিকট অস্ত্র চাহিলে আমিও দিতাম। ভাল করিয়াছ, অস্ত্র না দিলে, অতিথি সেবার দোষ পড়িত। অতিথি যাহা চাহিবে, তোমাদিগের উপর আজ্ঞা আছে তাহা আনিয়া দিবে। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট আছি। কল্য প্রাতে আমি তোমাকে পুরস্কার দিব।"

কমলাদেবী যাহা বলিলেন, অন্যলোকে হইলে তাহা ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ভয় পাইত নসিরাম কমলাদেবীকে বিশেষ জানিত। কমলাদেবী অত্যন্ত সরলা, এমন কি সংসারের কিছুমাত্র বোঝেন না। যে যাহা বলে, কমলাদেবী তাহাই মানিয়া লন। সকলকেই আপনার মত সরলস্বভাব জ্ঞান করেন। জন্মে কখন কাহার কথায় অমত প্রকাশ করেন নাই। রোষের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সারল্য এত অধিক ছিল যে, বালিশ্য দোষে লিপ্ত। নসিরাম বলিল। "মাঠাকুরাণী তার পর দেখি যে ইন্দুমতীর আবাস। দ্বারে তাহারা দলবদ্ধ আসিয়া দাঁড়াইল। অপর প্রায় দেড়শত জন নিকটস্থ আম্রবনে যাইয়া লুকাইল। ক্রমে বাকি প্রায় দেড় শত লোক দ্বারের কিছু অন্তরে দাঁড়াইল। আবাস দ্বারে একজন মাত্র যাইয়া কবাটে আঘাত করিয়া বিকট আর্তনাদ করিতে লাগিল। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। এমত সময় দ্বার খুলিয়া একজন সহচরী সঙ্গে ইন্দুমতী দেবী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। যে ব্যক্তি আর্তনাদ করিতেছিল, সে ইন্দুমতী দেবীকে দেখিয়া তাহার পদধারণ করিয়া বলিল। "দেবী আপনার অনুগ্রহে আমরা এ গড়ে রাত্রিবাস করিতে পাইয়াছি ও যথোচিত সৎকারলাভও করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের একজনের অত্যন্ত ব্যামোহ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন চলুন।"

ইন্দুমতী অমনি বলিলেন। "চল যাইতেছি।" সহচরীকে বলিলেন। "তুমি আমার ওড়নাটা আনিয়া দাও।"

সহচরী যেমন ওড়না আনিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, অমনি সেই আট জনে ইন্দুমতীকে ধরিয়া আম্রবনে লইয়া গেল। ইন্দুমতী দেবী একবারমাত্র 'মা' বলিয়া ডাকিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি তাহাদিগের কঠিন-হস্তে অচেতন হইলেন। তাঁহারই পরে বাকি দেড় শত লোক দৌড়িয়া দ্বারা-

ভিমুখে চলিল। সহচরী ওড়না আনিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ইহারা দ্বার ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। এমত সময় দূর হইতে আমার আত্মীয় ও অপর দুই জন অশ্বারোহী তূরী ধ্বনি করিল। তাহারই পরে দীর্ঘ দীর্ঘ উল্কা জ্বালিয়া দ্বার ভাঙ্গিল। দ্বারে অন্তঃপুরের প্রহরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, পশ্চাৎ হইতে তিন অশ্বারোহী গুলি চালাইতে লাগিল।"

কমলাদেবী বলিলেন। "তবে পাপেরা আমার ইন্দুমতী লইয়া গিয়াছে।" কমলা দেবীর নির্ম্মল বদন অশ্রুবারিতে আপ্লাবিত হইল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন। "নসিরাম এতকালে আমি অবীরা হইলাম। এখন আমার মৃত্যু হইলেই ভাল। সে অশ্বারোহী তিন জন কোথায়?"

নসিরাম বলিল। "তাহারা তিনজনেই যুদ্ধে পড়িয়াছে। আমি জানি না, জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে।"

কমলাদেবী বলিলেন। "অনঙ্গপাল দেব সমাচার পাইয়াছেন।"

নসিরাম বলিল। "তিনি সমাচার পাইবামাত্র অসি করে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা প্রভাবতী দেবীও আসিয়াছিলেন। উভয়ে অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইয়াছেন। পাপেরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

কমলা বলিলেন। "তবে আমি নিরাশ্রয় হইলাম।"

নসিরাম কমলাদেবীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া নীরব হইল। কতক্ষণের পর কমলাদেবী বলিলেন। "নসিরাম বাপু তুমি স্বয়ং যাইয়া সে তিন জন অশ্বারোহীর বিধিমতে সেবা কর।"

নসিরাম বলিল। "বল্লভ গুরুমহাশয়ও যুদ্ধে পড়িয়াছেন।"

কমলাদেবী বলিলেন। "কল্য প্রাতে আমি স্বয়ং যাইয়া সকলকে দেখিব। ইতো-মধ্যে তোমায় সকল ভার দিলাম। তত্ত্বাবধারণ কর।" নসিরাম শির নামাইয়া অভি-বাদন পূর্ব্বক ঘর হইতে বাহিরে গেল।

নসিরাম বাহিরে আসিয়া অতিথিশালায় যাইয়া দেখে, যে শঙ্কর সকল যোদ্ধাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যঙ্কে শয়ান করিয়াছে। বর্ম্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ একটি ভিন্ন ঘরে আপন আপন পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নসিরাম নিকটস্থ হইলে বর্ম্মাবৃত-পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম রাত্রি কত আছে?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয় বোধ হয় আর ছয় দণ্ড রাত্রি আছে। আপনারা বিশ্রাম করুন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় ইন্দুমতীর কোন সমাচার বলিতে পারেন?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয় ইন্দুমতী দেবী, অনঙ্গপাল ও তাঁহার কন্যা প্রভাবতী দেবী ফিরিঙ্গিদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। দুষ্ট ফিরিঙ্গিরা তাহাঁদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল। "আমার তাহাই বোধ হইয়াছিল।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমি তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণে যাই। আপনারা কিছু দিন রায়গড়ে থাকিয়া সুস্থ হউন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমি যথেষ্ট সুস্থ হইয়াছি। আমার অস্ত্রে তত আঘাত লাগে নাই। আমি নিতান্ত শ্বাসহীন হইয়াছিলাম বলিয়া অচেতন হইয়াছিলাম।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়ের যাওয়া আবশ্যক হইতেছে না। বিশেষত আপনি এক্ষণে অসুস্থ আছেন। ব্যস্ত হইবেন না। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার তোমার এ অবস্থায় কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না। তুমি সুস্থ না হইলে, কে তোমার এমত শত্রু আছে যে, তোমায় পুনর্যুদ্ধে প্রেরণ করে।" (বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি) "মহাশয়ইবা একা কি বলিয়া এখন যাইতে চাহিতেছেন? প্রথমত মহাশয় রাজা মানসিংহের বশীভূত, তিনি আপনাকে যে কর্মে পাঠাইয়াছেন, মহাশয়ের তাহা সাধন করা উচিত। মহাশয় এখন কি তত্ত্ব করিতে যাইবেন। আর একক যাইয়াই বা কি কর্ম সিদ্ধ করিবেন? আমার পরামর্শ শুনুন। আপনি যে কর্মে আসিয়াছেন, তাহা প্রথমে সিদ্ধ করুন, পরে মহারাজ মানসিংহের নিকট এ সকল সমাচার দিন। তিনি তাহাতে যেমত আজ্ঞা করেন, তাহা করিবেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মালিকরাজ তুমিত জান, আমার যে উদ্দেশে এ অঞ্চলে আসা। এখন কেবল মহারাজ মানসিংহের সৈন্য লাভাশয়ে আমার স্থানান্তরে যাওয়া। কিন্তু বোধ করি তাহারা সনদ্বীপে রওয়ানা হইবে। ফলে আমাকে একবার অদ্য রাত্রেই বজবজে গিয়া সমাচার লইতে হইবে। এখানে নৌকা পাওয়া যাইতে পারে। নসিরাম আমায় একখানি শীঘ্রগামী নৌকা আনিয়া দিতে হইবে, শীঘ্র যাও।"

নসিরাম বলিল। "মহাশয় কি রাত্রেই রওয়ানা হইবেন?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ আমি এইক্ষণেই যাইব।"

নসিরাম বলিল। "যে আজ্ঞা। আমি শীঘ্র আনিতেছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় কখন একা যাইতে পারিবেন না। আমি একক এখানে কোন ক্রমেই থাকিব না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্যকুমার তুমি বালকের ন্যায় ব্যবহার করিও না। আপনার প্রাণে এরূপ অযত্ন করা কর্তব্য নহে। তুমি এখন উঠিতে পার না, কি প্রকারে যাত্রাকষ্ট সহ্য করিবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া আমি মানসিংহের নিকট যাইব না।"

সূর্যকুমার বলিল। "ভাল বলিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর উদ্ধারের কি উপায় চিন্তিলেন?

আমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর কুশল আমার অধিক প্রিয়। মহাশয় আমাকে তাহার কিছু কহিয়া দিন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তোমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর উদ্ধারে আমার অধিক যত্ন। আমি কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন আছি, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন ইন্দুমতীকে লইয়া তাহারা কোথায় গেল, তাহা জানা আবশ্যক। নতুবা অন্ধকারে ঘুরিলে কি ফলোদয়। মালিকরাজ! তুমি কি বোধ কর?"

মালিকরাজ বলিল। "আগে লোকপরম্পরায় সমাচার লওয়া কর্তব্য, কিন্তু সমাচার আনিবার লোক দেখিতে পাই না। তাহারা কল্য প্রাতে প্রতাপাদিত্যের নিকট পৌঁছিবে। তবেইত আমাদিগের সম্মুখ যুদ্ধ না করিলে ইন্দুমতী পাওনের আর কোন উপায় দেখি না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এখন তোমরা এই খানে আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি একবার বজবজে হইতে ফিরিয়া আসি।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! আমাদিগের এখন এখানে অবস্থান করা বড় সুবিধার কথা নহে। আমরা জানি, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কল্যই এখানে সসৈন্যে আসিবেন, তখন আমাদিগকে এখানে দেখিলে আমরা কি বলিব? আমরা গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তাহাতে আমার ভয় নাই। প্রতাপাদিত্যকে বলিব, আমি ইন্দুমতীকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সেটী বড় ভাল কায হইতেছে না। এখন স্পষ্ট বিবাদ করিলে কোন ক্রমেই মঙ্গল সম্ভবে না; অতএব আমি বলি, তোমরা কল্য প্রাতেই অল্পে অল্পে লস্করপুরে রওয়ানা হও।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমি আর সে পাপের মুখাবলোকন করিব না। আমার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে, ইহাতে চিন্তিত হওয়া মূর্খের কর্ম্ম।"

নসিরাম আসিয়া বলিল। "মহাশয়! নৌকা প্রস্তুত আছে; অনুমতি হয়, নৌকায় দ্রব্যাদি প্রয়োজন মত পাঠাইয়া দি।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম! আমি তোমার প্রেমে বদ্ধ হইলাম। এত শীঘ্র কোথা হইতে নৌকা পাইলে?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয়! ফিরিঙ্গিরা লোকাভাববশত এ নৌকাখানি এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ভাল যোদ্ধা দণ্ডবাহক পঁচিশ জন মহাশয়ের সঙ্গে দিব।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম! নৌকায় কত [illegible]রণ্ড (১) আছে?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয়! নৌকায় দুই শত [illegible]রণ্ড আছে।"

---

(১) দাঁড়।

বর্ম্মাবৃত বলিলেন। "নসিরাম! তুমি আমাকে এক শত আশি জন বাহক দিলে, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।"

নসিরাম বলিল। "যে আজ্ঞা, আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি। সম্প্রতি সকল সেনারা উপস্থিত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে উপযুক্ত দেখিয়া বাছিয়া দিতেছি।"

নসিরাম বাহক অন্বেষণে চলিয়া গেলে বল্লভ অল্পে অল্পে যে ঘরে সূর্য্যকুমারেরা ছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল। "মহাশয়দের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই বটে, কিন্তু রায়গড়ের প্রকৃত বন্ধু জ্ঞানে আমি মহাশয়দিগকে আত্মীয় বোধ করিলাম; আমি অদ্য রাত্রে রায়গড়ের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম, যথাসাধ্য রক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু কি করি, হীনবল।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়কে আমি যুদ্ধকালীন দেখিয়াছিলাম। মহাশয় বীরের মত ব্যবহার করিয়াছেন।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! আমার নাম বল্লভ, আমি রায়গড়ের প্রতিপালিত গুরু-মহাশয়। গ্রামের বালকবৃন্দ আমার নিকট শিক্ষা পাইতে আসে, কিন্তু আমার কি সাধ্য, যে বিদ্যাদান করি, কোন মতে শিশুদিগকে আটক রাখা। শুনিলাম মহাশয়েরা ইন্দুমতীর উদ্ধার চেষ্টা পাইতেছেন। আমিও তাহায় অত্যন্ত উৎসুক। সত্য বলিতে কি, আমার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। আমি প্রভাবতী ও তাঁহার পিতার বিশেষ আত্মীয়; তাঁহাদিগকে উদ্ধারও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অনুমতি করেন ত সাহস করিতে পারি না, আপনাদিগের সঙ্গে যাই, উদ্ধার করিতে পারি না পারি, একবার সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হই ও হয় ত ফিরিঙ্গিদিগের দ্বারে প্রাণ হারাই, তাহা হইলেই আমার সুখে মৃত্যু হইবে। মনে জানিব যে, সদুদ্দেশে প্রাণ হারাইলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! আমরা আপনার আশ্রয়-দানে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আপনি স্বাগত হউন, কিন্তু আমরা এক্ষণে উদ্ধারের কোন উপায় চিন্তায় কৃতকার্য হই নাই। আমরা জানি না যে, পাপেরা এক্ষণে কোথায় গিয়াছে।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! এ দীনদাস তাহা স্বকর্ণে অবগত হইয়াছে। যুদ্ধের পর আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু অতিশীঘ্রই চেতনা পাইলাম। উঠিয়া খালের তীরে গেলাম, তখন পাপেরা সব নৌকায় বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে। গুপ্ত ভাবে তাহাদিগের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহাদিগের কথা বার্ত্তায় যাহা বুঝিলাম।" বল্লভ একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া থামিল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! শঙ্কা করিবেন না, এখানে সকলেই আত্মীয় ও রহস্যরক্ষায় পটু।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! বুঝিলাম যে, এ ব্যাপারটীর মূল মহারাজ প্রতাপাদিত্য" বল্লভ একবার বর্ম্মাবৃত পুরুষের মুখের দিকে চাহিল। বলিল। "মহাশয়? আরও

শুমুন, হজুরমল বলিয়া কে এক জন প্রতাপাদিত্যের লোকও আসিয়াছিল।” বল্লভ থামিল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! হাঁ, তার পর?”

বল্লভ বলিল। “মহাশয়! গঞ্জালিস এ দস্যুদিগের অধ্যক্ষ। অনুপরাম ইহাদিগের এক জন কর্তৃপক্ষ।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমরা এ সমাচারের জন্য আপনার নিকট নিতান্ত বাধিত হইলাম। এরূপ সমাচারে দস্যু ধরার অনেক সুবিধা হয়, কিন্তু আপনি যদি বন্দীসব লইয়া তাহারা কোথায় গেল, জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা আরও আপ্যায়িত হইতাম।”

বল্লভ বলিল। “মহাশয় এত ব্যস্ত হইবেন না। এ গুরুমহাশয় নিতান্ত মূর্খ নহে, আমি তাহাও শুনিয়াছি। ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে নৌকায় উঠাইলে হজুরমল বলিল ‘গঞ্জালিস আমার পরামর্শ শুন। ইন্দুমতীকে আমায় দাও, আমি তাহাকে লইয়া যাই। তুমি প্রভাবতী লইয়া সন্তুষ্ট হও।’ গঞ্জালিস তাহাতে বলিল। ‘হজুরমল আমি প্রভাবতী পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। এটিও কিছু মন্দ নহে, কিন্তু এখন সকলকেই লইয়া সনদ্বীপে যাই।’ অনুপরাম বলিল। ‘তোমরা স্ত্রৈণ, স্ত্রী লইয়া কলহ কর। কিন্তু ঐ লোকটি আমার। মন্ত্রীর যথেষ্ট ধন আছে, আমি তাহাকে লইব।’ হজুরমল বলিল। ‘তবে আমি গিয়া রাজাকে কি বলিব।’ গঞ্জালিস বলিল। ‘বলিও যে মহারজ ইন্দুমতীকে হরণকালে এক জন রায়গড়ের লোক তাহাকে অস্ত্রাঘাতে ছেদ করিল। আমরা মৃত শরীর নৌকায় আনিতেছিলাম, পরে ভাবিলাম, মৃত শরীরে কি প্রয়োজন। জলে ফেলিয়া দিলাম।’ হজুরমল বলিল। ‘বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই বলিব। দুই তিন দিনের মধ্যে আমি সনদ্বীপে যাইয়া হাজির হইতেছি। আর রাজা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?’ গঞ্জালিস বলিল। ‘বলিও গঞ্জালিস জীবিত ইন্দুমতীকে মহাশয়ের নিকট আনিতে পারিল না বলিয়া লজ্জায় সনদ্বীপে গেল। শীঘ্র আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।’ বল্লভ নিস্তব্ধ হইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ এক মনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, বাক্য শেষ হইলে হেঁটমুণ্ডে বসিলেন। সূর্যকুমার পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বসিল। মালিকরাজ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

সূর্যকুমার বলিল। মহাশয় পাপীদিগের আত্মীয়তা এই রূপই হইয়া থাকে।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হজুরমল অত্যন্ত পাপাত্মা, মুসলমানদিগের কোন ধর্ম্ম জ্ঞান নাই। এরূপ আচরণ ত কখন কর্ণেও শুনি নাই। এ নরাধমের তুল্য বিশ্বাস-ঘাতক আর সংসারে নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের উপযুক্ত শাস্তি হইল।” (বল্লভের প্রতি) “মহাশয় আপনার সমাচারে আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। চলুন এই ক্ষণেই আমরা নৌকায় রওয়ানা হইব। আমি অগ্রে বজবজে যাইব, সেখানে মহারাজ মানসিংহের সৈন্য আগমনের কথা আছে। আসিয়া থাকে ভাল, নতুবা এক দিন অপেক্ষা

করিয়া পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইব। যেমন সৈন্য আসিবে, অমনি সনদ্বীপে রওয়ানা হইবে। ইতোমধ্যে রায়গড়ের সেনা সংগ্রহ আবশ্যক। মহাশয় দেখিয়াছেন, কতগুলি সেনা এক্ষণে রায়গড়ে আসিয়াছে ?''

বল্লভ বলিল। "আমার বোধ হয় দুই সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতি। কিন্তু আরও সেনা আসিবে। বড় বিলম্ব হইবে না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আর কত সেনা অদ্য রাত্রে আসিবে বোধ করেন ?''

বল্লভ বলিল। "মহাশয় বোধ হয় আর ও ছয় সাত সহস্র পদাতি ও তিন চারি সহস্র অশ্বারোহী আসিবে।''

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "ভাল ইহাদিগের যাত্রার উপায় কি ? এখানে ত অধিক নৌকা পাওয়া যাইবে না।"

এমত সময় নসিরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল। "মহাশয় নৌকা বাহক দুই শত জন প্রস্তুত আছে। তাহাদিগের সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রও আছে। অনুমতি করেন, আরও অস্ত্র দি।

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম! এত লোকে আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। তুমি বলবান্ ও সোৎসুক দেখিয়া দেড় শত লোক আমায় দাও। যত গোলা গুলি ও বারুদ তোপ ও বন্দুক দিতে পার নৌকায় দাও। বাকি লোক লইয়া অদ্য প্রত্যুষে বজবজে রওয়ানা হইও। আমার সহস্র অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতি সেনা আবশ্যক। বজবজের গড়ে কল্য দুই প্রহরের মধ্যে পৌঁছিতে চাহ। যে যত অস্ত্র লইতে পারে দিবে। দেখ, যেন অস্ত্রাভাব না হয়। আমরা এক্ষণেই বজবজে যাত্রা করিলাম। (সূর্যকুমারের প্রতি) "মহাশয় তবে একান্ত যাইবেন ত চলুন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি না যাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।''

বর্মাবৃত পুরুষ বল্লভকে বলিলেন। "মহাশয়! আমাদিগের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হয় ত প্রস্তুত হউন।' আমরা এই ক্ষণেই রওয়ানা হইব।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয় আমি প্রস্তুত আছি। অনুমতি হইলেই অগ্রসর হই।"

সূর্যকুমার আপন পর্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মালিকরাজ অগ্রসর হইয়া তাঁহার বর্মাদি তাঁহাকে দিল। সূর্যকুমার কষ্টে বর্মাবৃত হইলেন। কেবল শিরে শির-স্ত্রাণ দিলেন না। শিরস্ত্রাণটি হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ দাঁড়াইয়া সূর্যকুমারের হাত ধরিলেন। সূর্যকুমার আপন দক্ষিণ হস্ত তাঁহাকে দিলেন। বামহস্ত মালিকরাজ ধরিল। তিনজনে পরস্পরের হস্ত ধরিয়া রায়গড়ের অতিথি শালা হইতে বহির্গত হইলেন। বল্লভ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে রায়গড়ের সিংহদ্বার পার হইলেন। ক্রমে খালের তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে নৌকায় আরোহণ করিলেন। অল্প বিলম্বে নসিরাম দেড়শত লোক লইয়া তীরে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে যথাসাধ্য অস্ত্রাদির

বোঝা লইয়া নৌকায় উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ সকলকে এক এক তোরণে নিযুক্ত করিলেন। বাকি প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক স্থানে অস্ত্রাদি রাখিয়া স্বয়ং নৌকার ধ্বজা উঠাইয়া জয়ধ্বনি করিলেন। অমনি দেড়শত বাহকে এক কালে "জয় কালী" বলিয়া দণ্ডক্ষেপ করিল। তরণী বেগে যেন লম্প দিল। একবার দণ্ডক্ষেপে প্রায় দুই রশী পথ বহিয়া গেল। আবার বাহকেরা এক কালে দ্বিতীয়বার দণ্ডক্ষেপ করিল। তরণী দমকে দমকে চলিতে লাগিল। কিছু দূর এইমত যাইয়া একভাবে তেজে চলিল। ক্রমে খাল বাহিয়া চড়েলের মোহনায় উপস্থিত হইল। সেথা হইতে নক্ষত্রবেগে কাটি গঙ্গায় পৌঁছিয়া নৌকা উত্তরবাহিনী হইল ক্রমে বজবজের দুর্গের নিম্নে আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। বর্মাবৃত পুরুষ দূর হইতে বজবজের দুর্গের নিকট অনেক জাহাজাদির সমাগম দেখিয়া কিছু হৃষ্ট হইলেন। সূর্যকুমারকে বলিলেন। "সূর্যকুমার বোধ হয় আমরা কৃতকার্য হইব। এ সকল জাহাজ বোধ হয় দিল্লীশ্বরের। মহারাজা মানসিংহ আসিয়া থাকিবেন। তুমি একবার এই নৌকায় বস আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "আপনার আসা আমি অপেক্ষা করিব, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, একবার মহারাজ কচুরায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হই।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্যকুমার ব্যস্ত হইও না। ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ হইবে।"

বর্মাবৃত পুরুষ নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন। বাহকেরা নৌকা তীরে লাগাইল। বর্মাবৃত পুরুষ নামিয়া চলিয়া গেলেন।

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার তোমার বোধ করি কোন কষ্ট হয় নাই। নৌকায় গমন অত্যন্ত সুখকর। নৌযাত্রায় রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ আমার রোগের অনেক শান্তি বোধ হইতেছে! বায়ু সেবনে আমার মস্তক শীতল হইয়াছে। ক্ষতের আর তত যন্ত্রণা নাই।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার ইচ্ছা হয় ত শয়ন কর। ক্ষীণবল হইলে বিশ্রাম প্রয়োজন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ আমার এক্ষণে বিশ্রামের তত প্রয়োজন নাই। আমার মন অত্যন্ত সোৎসুক হইয়াছে। এখন কোন মতে ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে আমার মনের একটা ভার দূর হয়।"

মালিকরাজ বলিল। "যদি মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়া থাকেন, তবেই আমাদিগের অদৃষ্টসুপ্রসন্ন জানিবা।"

সূর্যকুমার বলিল। "এই লোকটিত বলিল, বোধ হয় এ সকল দিল্লীশ্বরের জাহাজ। এটি বড় ভদ্রলোক। এমন দয়ার্দ্রচিত্ত আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। পরের জন্য

প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ যোদ্ধা যেরূপ রণে মাতিয়াছিল, আমার বোধ হয় উভয় পক্ষের যোদ্ধার মধ্যে কেহই সেরূপ একতান চিত্ত ছিল না।”

মালিকরাজ বলিল। “আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার কণামাত্রও স্বার্থ সিদ্ধ হইল না। এ লোকটিকে আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। ইহার নাম ধাম না জানিলে যেন সুস্থ হইতে পারিতেছি না।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি এরূপ বালকের মত কথা কহিলে কেন। যখন এটি বলিল যে তাহার নাম গোপনের কোন পণ আছে, তখন আর তাহার নাম জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত কেন হও!”

মালিকরাজ বলিল। “আমার এটী নিতান্ত কৌতূহল নহে, আমার সন্দেহ হইতেছে। এব্যক্তি যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য লোকের কর্ম নহে। এ অবশ্য কোন প্রধান রাজপুরুষ। আমার বোধ হয় মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগতসিংহ। তাহারই এরূপ রণদক্ষতা শুনিয়াছি।”

সূর্যকুমার বলিল। “ইনি যে হউন, আমার হৃদয়বল্লভ হইতেছেন। আমি তাঁহার নাম জানিতে তিলেক উৎসুক নহি। আমার এখনকার একমাত্র অভিলাষ যে, দিবা রাত্রি এই বীরের সহবাস করি। এরূপ অসামান্য বীর আমি কখন দেখি নাই। মালিকরাজ! আমার এখনই তাঁহার অদর্শনে কষ্ট হইতেছে।”

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। “সূর্যকুমার তোমার কথায় আমার হিংসা হইতেছে। এ আবার আমার প্রেমের অংশী হইতে আসিল।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি মূর্খ, তোমার প্রেমের অংশী কে হইতে পারে? সে তোমার প্রেমাস্পদ হইয়াছে। তোমারও তাহার অদর্শনে অবশ্য কষ্ট হইতেছে।”

মালিকরাজ বলিল। “আঃ বড়ই কষ্ট। কষ্টটা কিসের? তাহার সঙ্গে আমার কতক্ষণের আত্মীয়তা? যে, তাহার অবর্তমানে আমার কষ্ট হইবে। লোকের সঙ্গে এত শীঘ্র আত্মীয়তা জন্মান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিক! সাধে তোমাকে মূর্খ বলি। বহুদিনের পরিচয় তোমার নিকট বন্ধুতা জন্মাইবার প্রামাণ্য সময়। বিশ বৎসরে যে আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, অদ্য তিন চার দণ্ডে তাহার সহস্র গুণ পরিচয় পাইলাম। ইহাতেও যদি প্রেম না জন্মে, তবে সে প্রস্তরহৃদয় লোকে কণামাত্রও প্রেম নাই।”

মালিকরাজ বলিল। “ভালা প্রেম শিখিয়াছ। তোমার নিকট দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসিবার যো নাই। একটু অবকাশ পাইলেই আইবড় বুড়া যেমন বিবাহের কথায় মত্ত হয়, তুমি তেমনি প্রেম প্রেম করিয়া ত্যক্ত কর। তোমার ও প্রেম ইহলোকের যোগ্য নহে। সে বৈকুণ্ঠে পাঠাও। সেইখানেই ভাল শোভা পায়।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তোমার সঙ্গে আমার এই কথা উপস্থিত হইলেই

তুমি সদা এইরূপ অযত্ন প্রকাশ করিয়া থাক। তোমার মন কখন ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিল না। আর বুঝিবার চেষ্টাও পাইবে না। বুঝাইলে আবার কর্ণপাতও করিবে না।”

মালিকরাজ বলিল। “ভাল এখন সে বুঝিবার সময় নাই, বারান্তরে সময় হইলে শুনা যাইবেক।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তোমার এ কথা শুনিতে কখনই অবকাশ হয় না। তুমি সকলই বোঝ, তথাচ কেমন আপনার পণ, কখনই স্বীকার করিবে না। কিন্তু জান না যে প্রেমই আমাদিগের সকলকে একত্রে বাঁধিয়াছে। কেহই কাহার নহে, পিতা পুত্রে স্নেহের মূল প্রেম। পুত্র হইলেই কিছু পিতার প্রেমাস্পদ হয় না। স্ত্রী হইলেই, পতির প্রেমাস্পদ হয় না। সেটি স্বতন্ত্র পদার্থ। এমন কি স্নেহ, ভক্তি, রক্তের টান, আত্মীয়তাকৃত স্মরণ সকলেই প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আবির্ভূত হওয়ার রূপভেদে নামভেদ মাত্র।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার ক্ষান্ত হও তোমার আর বক্তৃতায় কায নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি যে অঙ্কুশ মাত্র অবকাশ পেলে তোমার একমাত্র বাণ ঝাড়িতে ছাড় না।”

সূর্যকুমার বলিল। “সত্য আমি সুবিধা পাইলে আমার বাঁধি গদ ঝাড়িতে ছাড়ি না বটে, কিন্তু তুমিও ত আপনার ঝাড়ান মন্ত্র ভোল না। আমি কথাটি পাড়ি, তুমিও অমনি ওড়াতে সংকল্প কর। এখন বল দেখি, কে সুযোগ ছাড়ে না। ভাল মনে কর আমিই যেন বালস্বভাব বশত হউক বা অন্ধতা বশত যেন ছিদ্র পাইলেই প্রকাশ পাই, কৈ তুমিত বিজ্ঞের মত এ বিষয়ে আমার একান্ত প্রীতি জানিয়া আপনি কখন ক্ষান্ত হও না।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার তোমার ও সব পুরাতন কথা কি শুনিব। তোমার নিকট লক্ষবার শুনিয়াছি আর সকলের নিকটে শুনিতে পাই।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি কখন শুন নাই, শুনিলে এরূপ অযত্ন প্রকাশ করিতে না। সংসারে প্রেম ব্যতীত আর কি নিত্য আছে। প্রেমই সংসার বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় শৃঙ্খল। প্রেমাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ সংসারে আমার চক্ষে আর কিছুই লাগে না।”

মালিকরাজ বলিল। “ঐ দেখ বর্মাবৃত পুরুষটি দ্রুত আসিতেছেন। আমার বোধ হয় কোন কুশল সমাচার আছে।”

ক্রমে বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাবিকেরা নৌকা তীরে লাগাইল। বর্মাবৃত পুরুষ নৌকায় উঠিয়া বলিলেন। “নৌকা খুলিয়া দাও। বিলম্ব করিও না। চল আমরা সনদ্বীপে যাই।” সেনারা শীঘ্র ধ্বজি মারিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। বর্মাবৃত পুরুষ আপনি এক দণ্ড লইয়া বহিতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকা বহু বাহকের এককালে তোরণক্ষেপ ও উত্তোলন ও দীর্ঘছন্দে ক্ষেপন বশত

নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে বজবজের দুর্গের প্রকাণ্ড মুরচা দৃষ্টিগোচরের বহির্ভূত হইল। ক্রমে উভয়কূলের তরু গুল্মাদি বিপরীত দিকে তদনুযায়ী বেগে চলিতে লাগিল। ক্রমে কাটীগঙ্গা ত্যাগ করিয়া ইহারা চড়িয়ালের খালের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে পূর্বাভি-মুখে নৌকা যাইতে লাগিল।. নৌকা এত অধিক বেগে চলিল যে তীরের বৃক্ষাদি আর কিছুমাত্র বোঝা যায় না অৰ্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে নৌকা চড়িয়ালের খাল ত্যাগ করিয়া ঠাকুর পুকুর দিয়া আদ্য গঙ্গায় পড়িল। নৌকা দক্ষিণ বাহিনী হইল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্যকুমার কুশল সমাচার তোমাকে এতক্ষণ বলি নাই। শুন।"

সূর্যকুমার বলিল। "কি কুশল সমাচার আছে, আমায় বলুন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহারাজ মানসিংহ বজবজেতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়াই অদ্য সায়ংকালে একসহস্র অশ্বারোহী ও পাঁচ সহস্র পদাতি সেনা সনদ্বীপে পাঠাইয়াছেন। তাহাদিগকে সনদ্বীপে গিয়া আমার অপেক্ষা করিতে কহিয়া দিয়াছেন। আর চিন্তা নাই। আমরা অক্লেশে দস্যুদিগকে পরাজয় করিব। আমি বলিয়া আসিয়াছি যে রায়গড় হইতে যে সকল সেনা আসিবেক তাহাদিগকেও সনদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। আমার বোধ হয় বেলা এক দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌঁছিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার এতক্ষণে বক্ষ হইতে একটি ভার দূর হইল।"

কর্ণধার বলিল। "মহাশয় এখন কোন্ দিকে যাইব? আমি এ সকল পথ বিশেষ জ্ঞাত নহি।" বর্মাবৃত পুরুষ উঠিয়া দেখিলেন যে গঙ্গা এই স্থান হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, অপর একটি শাখা পূর্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। ভাবিয়া বলিলেন। "চল পূর্বদিকেই যাও" কর্ণধার নৌকা ফিরাইল। নৌকা পূর্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে অপর একটা চতুর্মুখী মোড়ে আসিলে দক্ষিণবাহিনী স্রোত দিয়া ক্রমে বাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই কাল সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমিও এ সকল পথ ভাল অবগত নহি। এইবার কিছু চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাল তীর দিয়া পূর্বাভিমুখে চল।" নৌকা ক্রমে পূর্বাভিমুখে যাইতে যাইতে অরুণোদয় হইল। সূর্যকুমার পূর্বাস্য হইয়া কুমারী ঋগ্বেদযুতা কুশহস্তা ব্রহ্মামূর্ত্তী সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন। দূরে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবযান দেখিয়া বর্মাবৃত পুরুষের দিকে চাহিলেন। তিনিও সেই সময় সূর্যকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া-ছিলেন। সূর্যকুমারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সমাচার?" সূর্যকুমার অঙ্গুলি দ্বারা পোতসমূহের দিকে লক্ষ্য করিল। বর্মাবৃত পুরুষ কিছু ক্ষান্ত হইয়া আপন প্রাতঃকৃত্য সাঙ্গ করিয়া বলিলেন। "আর দ্রুত যাইবার প্রয়োজন নাই। ঐ দেখ সম্মুখে দিল্লীশ্বরের পতাকা উড়িতেছে।"

বাহকেরা বলিল। "মহাশয় অনুমতি করেন ত আমরা প্রাতঃকৃত্য করিয়া লই।"

কর্ণধার বলিল। "সকলে এককালে দাঁড় ত্যাগ করা ভাল নহে কতকগুলি এখন সন্ধ্যা কর, আবার তাহাদিগের সাঙ্গ হইলে অপরেরা আপন কৃত্য করিও।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমাকে কর্ণ (১) দাও তুমি আপন প্রাতঃকৃত্য কর। কর্ণধার বর্মাবৃত পুরুষকে কর্ণদিয়া সন্ধ্যার উপাসনায় নিযুক্ত হইল। ক্রমে নৌকা অর্ণবযানের সন্নিকট হইল। ক্রমে সকল বাহকদিগেরও কৃত্য সমাপন হইল। নৌকা আবার পূর্ববেগে বহিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে পোতের পার্শ্বে আসিয়া যেমন মিলিল, অমনি বর্মাবৃত পুরুষ আপন তূরী বাজাইলেন ও তাহারা পরেই "আল্লা হো আকবর জল্লা জেলালোহু, ফতেঃ হো রোশনি দিল্লী কি" প্রভৃতি কএক রকম দিল্লী সভার অভিবাদন শব্দ করিলেন। অমনি পোতের উপর হইতে এক জন বাহির হইল। বর্মাবৃত পুরুষকে দেখিবামাত্র "আল্লা হো অকবর" বলিয়া অভিবাদন করিল। অমনি আর এক জন পোতের পার্শ্ব হইতে একটি শৃঙ্খলের অবতরণিকা নামাইয়া দিল। ডিঙ্গির লোকেরা পোতের পার্শ্বে লম্বমান লৌহ শৃঙ্খলে আপনাদিগের ডিঙ্গি বাঁধিল। বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে শৃঙ্খল দিয়া পোতে উঠিলেন। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সনদ্বীপ কত দূর?" সেই লোকটি উত্তর দিল, "মহাশয় ঐ দেখা যাইতেছে, আর বড় অধিক হয়ত এক পোয়া মাত্র আছে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তুমি অপর দুই খানা জাহাজকে শীঘ্র চলিতে বল। তোমরাও শীঘ্র চল।" লোকটি উচ্চৈঃস্বরে কর্ণধারকে কি কহিল। অমনি পোতের প্রধান কুপকের (২) উপর হইতে একটা পতাকা উঠাইয়া দিল। অপর দুইখানার কুপক হইতেও সেইরূপ দুইটি পতাকা উঠাইল। অমনি পোত তিন খানি পার্শ্বাপার্শ্বি মিলিয়া চলিতে লাগিল। ক্ষণেকে সনদ্বীপের তীরে আসিয়া মিলিল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তোমরা এখন দিল্লীশ্বরের পতাকা নামাইয়া উড়িষ্যার পাঠানদিগের পতাকা উঠাও। অমনি তিন খানি পোতের কুপক হইতে দিল্লীশ্বরের চিহ্ন যুক্ত পতাকা নামান হইল ও উড়িষ্যার পাঠানদিগের পতাকা উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ তীরে নামিলেন। তীরে নামিয়া বাজারে যাইয়া সনদ্বীপের সমস্ত সমাচার অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদ্যনাথের গদিতে সনদ্বীপের অবস্থা সকল অবগত হইলেন। ভজহরির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। সেও সকল সমাচার দিল ও বলিল এক্ষণে বৈদ্যনাথের সেনারা একত্র হইয়াছে, অদ্যই তাহারা গেডিজ আক্রমণ করিবে। বর্মাবৃত পুরুষ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাকে কোন বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। গদির গোমস্তার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রায় একদণ্ড কাল পরামর্শ করিলেন, পরে আপনি অর্ণবপোতে আসিয়া সকল লোককে অবতীর্ণ হইতে কহিলেন। সেনারা অবতীর্ণ হইয়া গদিতে উপস্থিত হইতে লাগিল, ক্রমে বেলা তিন চার দণ্ডের পর সকল সেনা বাজারে পৌছিল। বাজারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই উড়িষ্যা হইতে আগত বলিয়া সকলে পরিচয় দিল। গদির গোমস্তাও তাহার আপন সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা দিলেন। উভয় সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে বাজারের বড়ই গোল হইল। বর্মাবৃত

১। হাল। ২। মাস্তুল।

পুরুষ পরে পোত হইতে তোপ সকল নামাইতে লাগিলেন। ক্রমে সকল তোপ গদির সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে স্থাপিত হইল। সূর্যকুমার প্রভৃতি ডিঙ্গির লোকেরাও ক্রমে অবতীর্ণ হইল, সকলে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সসজ্জ হইতে লাগিল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "দেখ এক্ষণে কোন মতেই আক্রমণ করা যাইতে পারে না। সকলে পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছে। এক্ষণে অস্ত্রত্যাগ পূর্বক আহারের উপায় দেখা যাউক। প্রায় অর্দ্ধ রাত্রে চন্দ্রোদয় হইবে। চন্দ্রোদয় হইলে গেডিজ আক্রমণ করা যাইবেক। ইত্য-বসরে আমি ও দুই এক জন লোক লইয়া গেডিজের অঙ্কিসন্ধি, দেখিয়া আসি। সেনারা হৃষ্ট হইয়া আপন আপন অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষণেকে সকলে আপন আপন আহারের উদ্যোগ পাইল। সূর্যকুমার, বর্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও বল্লভ বৈদ্যনাথের গোমস্তার নিকট আহার করিলেন। আহারান্তে বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্যকুমার তুমি একবার বিশ্রাম কর, আমি সকল সমাচার আনি।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তোমার এ অবস্থায় যাওয়া প্রয়োজন নাই। তুমি বিশ্রাম কর বরং রাত্রিতে আমাদিগের সঙ্গে যাইও।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। "সূর্যকুমার তোমার একা থাকা কিসে হইল। তোমার নিকট মালিকরাজ থাকিবেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "না আমি একান্তই তোমার সঙ্গে যাইব। আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে চল কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে আমার বড় চিন্তা হইতেছে। কি জানি কি ঘটে।"

সূর্যকুমার বলিল। "কোন চিন্তা করিও না। আমার কোন বিপদ হইবে না। আমার জন্য তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমি কি নিজ কষ্টে ভয় পাইতেছি। আমি তোমার কষ্টে বড় ব্যথিত হই।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। "একান্ত যাইবে ত চল।" পরে বর্মাবৃত পুরুষ আপন বর্ম ত্যাগ করিয়া ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন। সূর্যকুমার ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক তাহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে গোমস্তার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ যদিচ বর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা নামান্তর না দিয়া সেই নামে তাঁহাকে ডাকিব। বর্মাবৃত পুরুষ তাহাকে মালিকরাজের সঙ্গে সেনা প্রস্তুত করণের পরামর্শ করিতে আদেশ দিলেন। পরে উভয়ে গদি হইতে বহির্গত হইয়া বাজারে প্রবেশ করিলেন। বাজারে গিয়া এ

দোকান ও দোকান করিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় আমাদিগের পুরাতন আত্মীয় বৃদ্ধা রেবতী এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইল। আসিয়া সূর্যকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। সূর্যকুমার বলিল। "মাতা এই টাকাটি লও আহার কিনিয়া খাইও।"

বৃদ্ধা রেবতী বলিল। "বাবা আমার টাকায় কি কায। তুমি টাকা তোমার কাছে রাখ, আমায় কিছু খাবার বলিয়া দাও।"

সূর্যকুমার বলিল। "মাতা দোকানে তোমার যাহা প্রয়োজন হয় খাও, এ টাকাটি লইয়া রাখ প্রয়োজনমত ব্যয় করিও।"

রেবতী বলিল। "বাবা আমার সঞ্চয়ে কায নাই। অদৃষ্ট মন্দ হইলে সঞ্চিত নষ্ট। কেন বাবা আমার কষ্ট বাড়াইবে। তুমি তোমার টাকা রাখ, আমি দোকানে এক পয়সার জলপান খাই।"

বর্মাবৃত পুরুষ দোকানীকে বলিল। "পসারী ইনি যাহা চান, তাহা খাইতে দাও আমরা মূল্য দিব।"

রেবতী বলিল। "বাবা আমি কিছুই খাবনা। আমার এই লোকটির কথায় বড় প্রীতি জন্মিল। আমার পেট পূর্ণ হইয়াছে। আঃ সংসারে কথার চেয়ে আর কি মিষ্ট আছে! বাবা আর একবার কথা কও!"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মাতা তোমার কোথায় নিবাস?"

রেবতী বলিল। 'বাপ আমার নিবাস আবার কি? আমি দুঃখিনী অনাথা আমার আবার বাস! আমি ত অরুন্ধতী নই। আমার ত যৌবন নাই। আমার ত রূপ নাই যে আমার নিবাস। অরুন্ধতীর বাস না থাকিয়াও তাহার নিবাস আছে এখন সে প্রবাসে প্রবেশ করিয়াছে। সে যেখানে যায় সেই তার বাস। সকলেই তার আদর করে। আবার আর দুটি তার চেয়েও রূপসী গেডিজে এয়েছে। তারা আবার সকলের মাথার মণি। আমি সকলের পায়ের কাঁটা। আমি ধনহীনা, রূপহীনা।"

সূর্যকুমার বলিল। "মাতা তুমি দুঃখ করিও না। তুমি আমাদিগের মস্তকের মণি। তোমার নাম কি?"

রেবতী বলিল। "আমাকে তুমি কেন চিনিবে? তোমরা বিদেশী মহাজন। আমি যদি অরুন্ধতীর মত হইতাম, তবে সকলে আমায় না চিনিয়াও আমার আলাপে গর্ব করিত। সময়ে সব করে। এখন যে আমায় চেনে সেও আমায় ভুলিয়া যায়।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মাতা আমরা তোমায় কখন দেখি নাই। কেমতে চিনিব।"

রেবতী বলিল। "বৈদ্যনাথ কি কখন অরুন্ধতীকে পূর্বে দেখিয়াছিল, যে তাহাকে চিনিল। বাপু ও সব তোমাদের দোষ নয়। ও সব সময়ে করে। গ্রহতে করে। যাও তোমরা যাও। তোমাদিগের নিকট থাকিয়া আমার কি হইবে?"

রেবতী মুখ ফিরাইয়া গমনদ্যোগ করিলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন। "মাতা তুমি কোথায় যাও। আহার করিয়া যাও। তুমি আহার না করিলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আমাদিগের উপর রুষ্ট হইও না।"

রেবতী বলিল। "কেন বাপু দগ্ধাও, যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছে। আমি সকলের নিকট তোমাদিগের দান শক্তির প্রশংসা করিব। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি স্থানান্তরে যাই।"

সূর্যকুমার বলিল। "মাতা কিছু আহার করিয়া যথা ইচ্ছা যাত্রা কর। আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত হইব।"

রেবতী বলিল। "কি খাব?"

সূর্যকুমার বলিল। "তোমার যাহা অভিরুচি হয়। এ দোকানের সকল দ্রব্য তোমারই।"

রেবতী হা হা হা করিয়া হাসিল। বলিল। "মাগো। এ সকলই আমার। আমার। আমার। আমিই এ সংসারের প্রভু। আমারই সব। তুই আমার, ও আমার। আমি তোকে ভাল বাসি। ওকেও ভাল বাসি। ভালবাসা বড় ভাল। তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

সূর্যকুমার বলিল। "আগে তুমি আহার কর, পরে এ সকল কথা হইবে।"

রেবতী বলিল। "তবে দে কি দিবি।"

সূর্যকুমার বলিল। "তোমার যাহা অভিরুচি হইবে, তাহাই দিব।"

রেবতী বলিল। "আমি মুড়ি খাইব।" সূর্যকুমার দোকানীর নিকট হইতে মুড়ি লইয়া রেবতীকে দিল। রেবতী আপন মলিন অঞ্চলে তাহা লইল।

সূর্যকুমার বলিল। "আর কিছু দিব।"

রেবতী বলিল। "আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।" মুড়ি লইয়া দোকানের সম্মুখে ভূমে বসিল। বসিয়া মুড়ি খাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধেক গুলি আহার হইলে, এক জন বাজারের বালককে ডাকিয়া বাকি মুড়ি তাহাকে দিল। সূর্যকুমার পসারীকে দাম দিয়া, সূর্যকুমার ও বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহারা কিছু দূর যাইলে রেবতী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল। "ওগো! ও বাপু! একবার দাঁড়াও, আমার কিছু প্রয়োজন আছে।"

সূর্যকুমার বর্ম্মাবৃত পুরুষকে বলিল। "সেই রেবতী আবার ডাকিতেছে।" বর্ম্মাবৃত পুরুষ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

রেবতী দ্রুত আসিয়া বলিল। "তোমরা কে, কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আসিলে?" সূর্যকুমার বর্ম্মাবৃতপুরুষের প্রতি চাহিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, বলিলেন। "মাতা আমরা বিদেশী। এখানে কোন কর্ম্মের জন্য আসিয়াছি। গেড়িজে যাইবার পথ জান? আমরা এখন গেড়িজে যাইব।"

রেবতী বলিল। "না বাবা! গেড়িজে যাস্‌নি। সে বড় কঠিন স্থান, সেথা যে যায়,

সে আর ফেরে না। আহা পাপেরা কার বউ ঝিকে কাল রেতে ধরে এনেছে। তারা বড় কাঁদছে। ওঃ! ওঃ! আমার শুনে বুক ফাট্‌চে। হায়রে এই বুকে কচুরায়কে রেখেছিলাম। এইখান থেকে সে দুধ খেত। এই হাতে তাকে ধরেছিলাম। এখন সে কোথায়, আর আমি কোথায়।" রেবতী অতীব ভীমবলে আপন বক্ষস্থলে চট্ চট্ করিয়া কয়বার চপেটাঘাত করিল। সূর্য্যকুমার ও বর্ম্মাবৃতপুরুষ তাহার আরক্ত নয়ন দেখিয়া স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। সূর্য্যকুমার একটি শব্দমাত্রে মোহিত হইয়া গেল। "কচুরায়" এ কথাটি তাহার কর্ণে ঘোষিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ একদৃষ্টে রেবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রেবতী কতক্ষণ অবাক্ হইয়া অবশেষে বলিল। "তোদের আমি ভাল বাসি, তোদের দেখে আমার কেমন হচ্চে। না! না! দেখে নয়। ঐ তোর (বর্ম্মাবৃত পুরুষ) কথা শুনিলে যেন আমার বোধ হয় আমি যমালয়ে আছি। যেন আমার ছেলে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়াছে। যেন কচুরায় আমার দুধ খাচ্ছে। আমার ছেলেকে আমি দুধ দিচ্ছি। না? ওঃ! কচুরায় কি যমালয়ে আছে? আহা বসন্তরায় কোথায় গেল। কোথায় বা রায়গড়!"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা! তুমি যদি রায়গড় দেখিতে চাহ, ত আমি তোমাকে রায়গড়ে লইয়া যাইতে পারি। রায়গড় ভাল আছে। কচুরায়ও জীবিত আছেন। তিনি দিল্লীশ্বরের একজন প্রধান সেনানী। রাজা মানসিংহের প্রিয়পাত্র।"

রেবতী বলিল। "কি! কচুরায় বেঁচে আছে! না! না! না! তুই আমায় তামাসা করছিস্। কি! আমি কি তোর তামাসার যুগ্যি।" রেবতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। রেবতী রোষে কাঁপিতে লাগিল।

সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা আমি সত্য বলিতেছি, কচুরায় জীবিত আছেন। তুমি আমার সঙ্গে যাইলেই, রায়গড় দেখিতে পাইবে।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "তোমার কচুরায়ের সঙ্গে কি প্রয়োজন?"

রেবতী বলিল। "সে মরিয়া গেছে। বাঁচিয়া থাকিলে আমাকে কখনই ভুলিত না। সেত প্রতাপাদিত্যের মত পাপী নয়। কমলা! বেমলা! আহা দুটি সতীন। আমার সতীনে কায নাই। সতীন বড় জ্বালা, আমার হাতটা যখন পুড়ে গেছলো তার চেয়েও সতীনের জ্বালা। গঙ্গার সতীন দুর্গা; আহা কি মজা। পণ্ডিতে বলে 'মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি। বসুধা—' আমি গঙ্গা স্তব জানি। আমার যখন দীক্ষা হয়। সে গুরুদেব বড় রাগী। তোমার মত বেঁটে। আমার স্বামী বড় দুর্ব্বল ছিল। শীঘ্র মরে গেল। উঃ! কি জ্বালা! আমি বিধবা হলাম।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা আমরা এখন বিদায় হই। তোমার স্ববাস বল। আমরা যাইবার সময়, তোমার নিকট দিয়া হইয়া যাইব। তোমার ইচ্ছা হয়ত রায়গড়ে লইয়া যাইব। সেথা তোমার সকলের সঙ্গে দেখা হবে।"

রেবতী বলিল। "যাও বাবা যাও। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধাট তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া একটা কুক্কুর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে তাহার পশ্চাৎ দৌড়িল। সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া গেড়িজের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্রুস সবেমাত্র বৈদ্যনাথকে কারাবদ্ধ করিয়া, আহারান্তে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। "মহাশয় এইটী ফিরিঙ্গিওঁকা গেড়িজ আছে ?"

ভিক্রুস বলিল। "তুমি কেহে! তোমার গেড়িজে কি দরকার ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "খোদাবন্দ হঁইই আমীর গঞ্জালিস হৈঁ।

ভিক্রুস বলিল। "মর এ গঞ্জালি আবার আমীর কবে হল। তোমরা কারা দেখতে পাই দিশী লোক নুহ ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "জিনাব! মৈ উড়িয়ার মুলুকসে আতাহুঁ।"

ভিক্রুস বলিল। "তোমার সঙ্গে গঞ্জালিসের কি দরকার ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "গরিবনওয়াজ! গঞ্জালিস বাহাদুরসে কুছ গরজ নহি হৈ। আপন মুলুকমে উনকা নাম শুনা থা। এই গেড়িজ হৈ। ক্যা বোলনেকো কুছ হরজা হোগা।"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ এই গেড়িজ, তোমরা এদেশে কি কর্তে এসেছ ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। মৈ হুঁ, উড়িয়া বেপারী বোজকারকে লিয়ে পাঠান ফৌজকে সাথ উরদু বাজার লেকর আছে। কিনে গেড়িজকে তারিফ শুণা। দেখনেকো খাইস হৈ।

ভিক্রুস পাঠান সেনার নাম শুনিয়া বলিল। "চল আমি লইয়া দেখাইব। এস আমার সঙ্গে এস।"

বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার গেড়িজে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ভিক্রুস তাহাদিগকে গড়ের ভিতর লইয়া গিয়া সকল দেখাইতে লাগিল। পথে জিজ্ঞাসা করিল। "ভাল পাঠানেরা এখানে কি করিতে আসিয়াছে ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মুঝে মালুম নহি। সুবা হৈ অমীর গঞ্জালিসকে সাথ বাঙ্গালা চঢ়াও হোগা।"

ভিক্রুজ এই কথা শুনিবামাত্র বলিল। "তোমারা এইখানে দাঁড়াও; আমি অতি শীঘ্র আসিতেছি। এই রাস্তা ধরিয়া বেড়াও।" ভিক্রুজ চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গেড়িজের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া তাহার গতায়াত পথ, বিশেষতঃ চারি দিকের গড়-খাদ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। ভিক্রুজ ফিরিল না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল বলিয়া তাঁহারা গেড়িজ ত্যাগ করিয়া, বাজারে বৈদ্যনাথের গোমস্তার বাসায় আসিলেন। কিছু বিশ্রাম করিয়া সমস্ত সেনা একত্র করিয়া যথাবিধি আদেশ দিলেন। নসিরাম বেলা আড়াই প্রহরের সময়

সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনারা বিশ্রাম করিল। সেনারা অপরাহ্ণে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সজ্জা করিল। বেলা একদণ্ড প্রায় আছে এমত সময় বর্মাবৃত পুরুষ সসজ্জ হইয়া সূর্যকুমারের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। মালিকরাজ ও বল্লভ বর্মাবৃত হইয়া পশ্চাতে চলিল। নসিরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য রায়গড়ের প্রধান প্রধান সেনারা পশ্চাতে চলিল। বৈদ্যনাথের গোমস্তা, নায়েব, ভজহরি ও পঞ্চু, আর আর প্রধান প্রধান বৈদ্যনাথের কর্মচারীরা চলিল। তাহার পশ্চাৎ রায়গড়ের সেনা ও বৈদ্যনাথের সেনারা একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। গোমস্তা কুদ্দাল প্রভৃতি যন্ত্র সকল আনিয়াছিল। লোক লাগাইয়া খাদে সেতু বন্ধ করিতে লাগিল। এক দণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র খাদে প্রায় বিশ হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেনারা সেতুর উপর দিয়া গেড়িজে প্রবেশ করিল। গেড়িজে প্রবেশ করিয়া একটি দীর্ঘ নির্জন বাগানে গিয়া সকলে একত্রিত হইল। বর্মাবৃতপুরুষ ও সূর্যকুমার একত্রিত হইয়া একবার অন্তর্গেড়িজের নিকট গমন করিলেন। দেখেন, অন্তর্গেড়িজের পূর্বধারে গঞ্জালিসের আবাসে বড় ধুম। লোক সমাগম অত্যন্ত অধিক ও আলোকে চতুর্দিক্ উজ্জ্বল। বাটীর ভিতর হাস্যের কলরব। নৃত্য গীতাদি নানাবিধ আমোদ হইতেছে।

সূর্যকুমার বলিল। "ইহাদের আজ কোন উৎসব হইবে।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "বোধ হয় কাহার বিবাহ আছে। যাহা হউক ও দিকে আমাদিগের যাওয়া কোন মতে কর্তব্য নহে। চল আমরা অন্তর্গেড়িজের চতুর্দিক দেখিয়া আসি। আমাদিগের বন্দী উদ্ধার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর মহারাজ মানসিংহের অনুমতি সিদ্ধ করিব। ফিরিঙ্গি-দস্যু এককালে নির্মূল করিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "ইন্দুমতীকে পাইলেই আমার স্বকার্য সিদ্ধ হয়।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "তুমি ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে কি করিবে?"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার আর কিছু ইচ্ছা নাই, কেবল তাহাকে সুখে থাকিতে দেখা আমার একমাত্র ইচ্ছা।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "দ্বার অত্যন্ত কঠিন দেখিতে পাই। ইহা ভেদ করিবার উপায় কি?"

সূর্যকুমার বলিল। "এক পরামর্শ আছে; অন্তর্গেড়িজে আসিবার চতুর্দিকের, পথে বৃক্ষের অন্তরালে, সব লোক যোজনা করা যাক। কাহাকেও যেন আসিতে না দেয়। বাছিয়া ভাল ভাল অব্যর্থ সন্ধান ধানুকী রাখিলে তাহারা যে কেহ আসিবে তাহাকে মারিতে পারিবে। প্রতি ধানুকীর সঙ্গে দশ জন করিয়া বলবান্ মল্লযোদ্ধা থাক। এক এক স্থানে ছয় জন এমত দলবদ্ধ ধানুকী থাকুক। মল্ল যোদ্ধারা সকলকে ধরিয়া এক কালে মুখবন্ধ করিবে। ইত্যবসরে আমরা তোপ আনিয়া দ্বারে ভাল করিয়া সাজাই।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "সে মন্দ পরামর্শ নহে, তবে চল সেই চেষ্টায় যাওয়া যাক।"

বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার অন্তর্গেড়িজের দ্বার হইতে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রি অত্যন্ত

অন্ধকার ছিল। কেহই দেখিতে পাইল না। আর সেখানে ভাল রকম প্রহরীও ছিল না। ফিরিঙ্গিদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে সৈন্য-শৃঙ্খল ছিল না বলিয়াই, ইঁহারা এরূপ অলক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

"যথা নক্রমাকর্ষতি কূলসংস্থং শ্বানঞ্চ নক্রঃ সলিলাভ্যুপেতম্।"

ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথকে কারারুদ্ধ করিয়া সভাকুট্টিমের দিকে চলিয়া গেল। ভিক্রুজ ও ক্রুড তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। সভায় কেহই ছিল না। ফ্রান্সিস্কো সভায় গিয়া সভ্য সংগ্রহ ঘণ্টা বাজাইল। ক্রমে এক একজন করিয়া সভ্য আসিতে লাগিল। এমত সময় একজন লোক আসিয়া বলিল। "গঞ্জালিস সনদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার এখানকার সমাচার পাইয়া নৌকাতেই রাত্রি কাটাইয়াছে। বোধ হয় এইক্ষণেই এক একজন করিয়া গেডিজে আসিয়া পৌঁছিবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভালই হইল। তবে এক্ষণেই ঘাটে লোক পাঠান যাগ।"

আন্থনি আসিয়া বলিল। "গঞ্জালিস্ বোধ হয় ঘাটে উঠে নাই। কোন আঘাটায় নামিয়াছে। অতএব আমাদিগের ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল। "তিনি সভায় আসিতেছেন।"

ফ্রান্সিস্কো সভায় পতাকাধারীকে ডাকাইয়া, তাহাকে পতাকা লইয়া সভাদ্বারে যাইতে বলিল ও সভ্য সম্প্রদায় একত্র করিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া গঞ্জালিসকে অভ্যর্থনা করিতে সভায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই গঞ্জালিস ও অনুপরাম পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া সভাদ্বারে আগমন মাত্র সকল সভ্যেরা সম্ভাষণ করিয়া বরণ করিল। গঞ্জালিস সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণানন্তর ফ্রান্সিস্কোর হাত ধরিয়া একখানা কেদারায় যাইয়া বসিল। ফ্রান্সিস্কো অনুপরামকে বসিতে বলিয়া, আপনি আর এক কেদারায়(১) বসিল। পরে গিরজা(২) হইতে পাদ্রিকে (৩) ডাকান হইলে, পাদ্রি আসিয়া যথানিয়ম "মাস"(৪) আশীর্বাদ করিল। গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! এখানকার সমাচার বল। (ক্রুডকে লক্ষ করিয়া) তুমি যাইয়া বন্দীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখিয়া আইস।"

ক্রুড আপন কর্মে চলিয়া গেল। ফ্রন্সিস্কো বলিল "এখানকার সমাচার এখন সব

(১)। কেদারা—চৌকী।

(২)। খ্রীষ্টানদিগের উপাসনা মন্দির।

(৩)। খ্রীষ্টানদিগের পূজক পুরোহিত।

(৪): খ্রীষ্টানদিগের শান্তি প্রয়োগ।

মঙ্গল। এক ঘণ্টা পূর্বে কিন্তু আমাদিগের জীবন সংশয় হইয়াছিল।"। ক্রমে ফ্রান্সিস্কো গঞ্জালিসকে সমস্ত অবগত করাইল।

গঞ্জালিস বলিল। "বেঞ্জামিন কোথায়?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। সে এখনও বন্দী আছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিবার অবকাশ পাই নাই, তাহারই জন্য এই সভা আহ্বান করিয়াছি।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে এখন বেঞ্জামিনকে ডাকিয়া আন।" ভিক্রুস আপন আসন ত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইলে ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভিক্রুস তোমার যাওয়ায় প্রয়োজন নাই, আনথনি যাইবেক।" আনথনি আপন আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণেক বিলম্বে বেঞ্জামিনকে সঙ্গে লইয়া আনথনি সভামন্দিরে প্রবেশ করিলে, গঞ্জালিস আপন আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া বেঞ্জামিনের সম্মানপূর্বক একখানি আসনে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তর আসনে উপবিষ্ট হইলে, গঞ্জালিস বলিল। "বেঞ্জামিন এখন ত বৈদ্যনাথকে বন্দী করা হইয়াছে। তোমার এক্ষণে কি অভিরুচি?"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি বিষয়ে আমার অভিরুচি জানিতে চাহ?"

গঞ্জালিস বলিল। "এখনও কি তুমি আমাদের শত্রু থাকিবে?"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমি কবে তোমাদিগের শত্রু হইলাম যে, তুমি আমাকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে? আমি তোমাদিগের আত্মীয়তা ব্যতীত শত্রুতা কবে করিয়াছি। তবে যে বৈদ্যনাথের জন্য এত বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ সকলেই জান। তোমাদিগের অপেক্ষা. সে কিছু আমার অধিক আত্মীয় নহে। তবে আমার বাটীতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাকে অকারণ বন্দী করা কি ভাল হইয়াছে। না. তাহাতে আমার নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য ছিল? যাহা হউক, এখন আর আমার কিছু কর্তব্য নাই। আমার যতদূর সাধ্য তাহার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ধর্ম্মের বাদী হই নাই। সেও কিছু আমার বাটীতে ধৃত হয় নাই। এই আমার একমাত্র সন্তুষ্টির আশা।"

গঞ্জালিস বলিল। "যাক, গত বিষয়ের শোচনায় আর প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে তোমাকে কষ্ট দেওয়ায় দোষী আছি. এক্ষণে আমরা সকলে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

সভ্য সকলেই বলিয়া উঠিল। "ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

দুষ্টবুদ্ধি ভিক্রুস অতি অল্পে অল্পে বলিল। "ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

বেঞ্জামিন বলিল। "এক্ষণে গত বিস্মৃত হওয়া যাক। তোমার কি সমাচার?"

গঞ্জালিস বলিল। "আমি এক প্রকার কৃতকার্য হইয়াছি। দুইটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ আমাদিগের বন্দী।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আর সনদ্বীপের বন্দী একটি স্ত্রী আর তিনটি পুরুষ।"

গঞ্জালিস বলিল। "হাঁ, আর এখানকারও চারিজন বন্দী আছে। আর রায়গড়

হইতে যথেষ্ট ধনও সংগ্রহ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের অনুপরামকে ইহার কিরূপ অংশ দেওয়া যায়, তাহাই অদ্য সভায় বিচার্য। তোমাদিগের যাহা বিচার সঙ্গত বোধ হয়, তাহা বল।”

গঞ্জালিসের কথা সাঙ্গ হইলে, অনুপরাম আপন আসন ত্যাগ করিয়া বলিল। “মহাশয় সভ্যগণ! আমার একটি আবেদন শ্রবণ করুন। আমি বিদেশী, সনদ্বীপে আসিয়া গঞ্জালিসের ও তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমার এখানে আসিবার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা সকলে বিশেষ অবগত আছ। আমি গঞ্জালিসের সহায় পাইবার আশয়ে আপন ভগ্নী অরুন্ধতীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি। আমিই যশোরপতি প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লইতে যাইয়া, তাঁহার সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ করিয়া দিই ও যখন রায়গড়ে যাইবার কথা হয়, তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমাকে পাঠান। আমি রায়গড়ে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বরাবর গঞ্জালিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। যথাসাধ্য গঞ্জালিসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার কষ্টের অংশও লইয়াছি। আবার আমার কুটুম্ব বলিয়া স্নেহপূর্বক তাঁহার প্রাণ রক্ষায় যত্নবান ছিলাম। পরে রায়গড়ে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল। তাহার কণামাত্রও যশোরপতিকে অংশ দিতে হইল না। আমার যত অর্থের প্রয়োজন, তত আর কাহারও নহে। এক্ষণে তোমরা বিবেচনা কর, যে লুপ্ত অর্থের অংশ তোমাদিগের লওয়া কর্তব্য কি না।”

অনুপরাম বসিল। ফ্রান্সিস্কো দাঁড়াইয়া বলিল। “অনুপরাম যাহা বলিল, তাহা আমরা সকলেই সমস্ত জ্ঞাত আছি। আমাদিগের কর্তব্য, সকলই অনুপরামকে দেওয়া; কিন্তু আমরাও আহার করিয়া থাকি, আমাদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। বিশেষত বৈদ্যনাথের ব্যাপারটি এখনও চোকে নাই। কে জানে, ইহাতে কত ধন ব্যয় হইবে। আমাদিগের অর্থোপার্জনের উপায়ান্তর নাই। বলে ধনোপার্জনই আমাদিগের একমাত্র উপজীবিকা। আর অনুপরাম একক হইলে এ সকল অর্থ কোন মতে উপার্জিত হইত না। এ সকল আমাদিগের স্বোপার্জিত ধন। অনুপরাম তাহার ভগ্নীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ ব্যতীত আমাদিগের কি? অরুন্ধতী অন্ধকার হইতে আলোকে আসিল। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বনে তাহার পরকালের কার্য হইল।” ফ্রান্সিস্কো বসিল। কতকগুলি সভ্য প্রশংসা করিয়া করতালি দিল।

আনথনি বলিল। “ফ্রান্সিস্কো যাহা বলিল, তাহা কিছু অসঙ্গত নহে; কিন্তু আমরা যখন অনুপরামকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছি, তখন আমাদিগের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্তব্য নহে। অনুপরাম সেই আশয়ে আমাদিগের সহিত মিলিয়াছে। যাহাতে অনুপরাম স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সেটী আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।”

ক্লড বলিল। “আমরা অনুপরামকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ সকল আমাদিগের উপার্জন। অনুপরাম সহচরের অংশ মাত্র পাইবেন।”

ভিক্রুস বলিল। “অনুপরাম আমাদিগের নিকট বাধ্য আছে। তাহার ভগ্নীকে

আমরা সত্য ধর্ম দান করিয়াছি। অতএব অনুপরাম সেটি না শোধিলে অনুপরামের কোন বিষয়েই কথা কহা উচিত নহে।” ভিক্রুস বসিল। কিন্তু আর কেহই দাঁড়াইল না।

গঞ্জালিস বলিল। “তোমাদিগের এখন কাহার কি মত প্রকাশ কর। বেঞ্জামিন! তোমার কি অভিরুচি? তুমি কেন কোন কথা কহিতেছ না?”

বেঞ্জামিন উঠিয়া বলিল। “সভ্য সম্প্রদায়! আমার এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা আমি স্পষ্ট বলিব। আমি কিছু কোন পক্ষ হইয়া বলিব না। যদিচ আমি নিজে তোমাদিগের একজন ও তোমাদিগের পক্ষে কথা বলিলে আমার স্বার্থসিদ্ধ হইবে, তথাচ আমি তাহা বলিব না। আমি অনুপরামের পক্ষও বলিব না। সে কিছু আমার অধিকতর আত্মীয় নহে। আমার মতে যাহা ন্যায় বোধ হইতেছে, তাহাই তোমাদিগকে জানাই, পরে তোমাদিগের যে রূপ অভিরুচি। অনুপরামের সঙ্গে তোমাদিগের যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, আমি তাহা বিশেষ অবগত আছি। সে স্বত্বমত কহিতে গেলে, তোমরা রায়গড়ে যে কিছু উপায় করিয়াছ, তাহা সকল অনুপরামের। তোমাদিগের আহারের উপযুক্ত ব্যয় পর্যন্ত তোমরা এক্ষণে পাইতে পারিবে না। যত দিন না, তোমরা অনুপরামকে সিংহাসনে বসাইবে, তত দিন পর্যন্ত তোমাদিগের অনুপরামের উপর কোন দায় নাই। অনুপরাম সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে, আরাকাণে হাজার মুদ্রা বৎসরে আয় জমীদারী তোমাদিগকে দিবে। গঞ্জালিসকে কর্তৃত্বের জন্য আপন ভগ্নী দিয়াছে ও স্বতন্ত্র একশত মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমীদারী দিবেক। প্রথমাবধি যত ব্যয় হইবে অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অঙ্ক পাতিয়া তোমাদিগকে দিবে। এক্ষণে রায়গড়ে যাহা তোমরা পাইয়াছ, তাহায় প্রতিজ্ঞামতে তোমাদিগের কোন অধিকার নাই। রায়গড়ের বন্দী ও ধন সকলই অনুপরামের। সভ্যগণ! একথা গুলি বড় তোমাদিগের প্রিয় হইতেছে না। একথা কাহার প্রিয় নহে। কিন্তু বিবেচনা কর, যদি তোমরা অনুপরামের আশ্রয় লইতে; আর অনুপরামের সঙ্গে যাইয়া অনুপরামের বলে কোন দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইত, তবে কি তোমরা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনুপরামকে দিতে সুখী হইতে? সভ্য! তোমরা কাহার বশীভূত নহ, সকলে স্বাধীন; আপন কৃত সম্প্রদায়-নিয়ম ব্যতীত তোমাদিগকে বন্দী করিবার আর কিছুই নাই। যখন ন্যায় কথা উপস্থিত হয়, তখন ন্যায় বিচার করাই স্বাধীন লোকের কর্ম। স্বাধীনদিগের মনে স্বার্থাপেক্ষায় অন্যায়াচরণ অত্যন্ত গর্হিত। তোমরা যাহাকে নষ্ট কর, একটা কারণ দর্শাইয়া মারিয়া থাক। স্বাধীন লোকের রীতিই এই, স্পষ্ট বলপূর্বক অন্যায় করণে তোমরা কদাচ রত নহ। বল! অনুপরামের সকল প্রাপ্য কি না?”

অধিকাংশ সভ্যেরা বলিল। “অবশ্য প্রাপ্য” “সকলই প্রাপ্য” “অনুপরাম সকল পাইবে” “বেঞ্জামিন ঠিক বলিয়াছে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “সভ্য মহোদয়গণ! আমার বন্ধুরা! সমব্যবসায়ী! সহধর্মী! স্বজাতীয় ফিরিঙ্গিগণ! তোমাদিগের এরূপ উদার চরিত্রে আমি একান্ত আপ্যায়িত

হইলাম। কিন্তু আমার সন্তুষ্টির অপেক্ষা তোমাদিগের সন্তোষের আরও গুরুতর কারণ আছে। তোমরা এই ন্যায় পরামর্শ স্বীকার জন্য, মাতা মেরীর (তাঁহার আত্মা সুখে থাকুক) প্রিয় হইলে। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার আপন ক্রোড়ে রাখিবেন। তাঁহার কোমল হস্ত তোমাদিগের বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়াছে। তোমাদিগের সৎচরিত্রে আমি নমস্কার করি।"

সকলে বলিল। "সাধু বেঞ্জামিন! ভদ্র বেঞ্জামিন!" সভা নীরব হইল। আর কাহার মুখে কোন কথাই নাই। ভিক্রুস অল্পে অল্পে উঠিয়া গঞ্জালিসের পার্শ্বে গিয়া চুপি চুপি বলিল। "মহাশয় অনুমতি করেন ত এ সভা হইতে পাপ বেঞ্জামিনকে দূর করিয়া দি। কাপুরুষ যেন পাদ্রির মত বক্তৃতা করিতেছে, যেন আমাদিগের ধর্মের সভা বসিয়াছে।"

গঞ্জালিস্ বলিল। "ভিক্রুস ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না।"

গঞ্জালিস কিছু চিন্তিত হইল। দেখিল সকলেই বেঞ্জামিনের কথায় সায় দিয়াছে। এক্ষণে বেঞ্জামিনের বিপক্ষ হওয়া নিতান্ত শ্রেয়স্কর নহে। আনথনি উঠিল। অন্যান্য যাহারা ফুস ফুস করিয়া অতি সতর্কে কথা কহিতেছিল, আনথনি কি বলে, শুনিতে সোৎসুক হইয়া নিস্তব্ধ হইল। সকলেই একদৃষ্টে আনথনির প্রতি লক্ষ্য করিল।

আনথনি বলিল! "বন্ধুগণ? তোমাদিগের এ বিষয়ে এক প্রকার স্থির মত শুনিলাম। এক্ষণে তাহা পরিবর্তনাশয়ে আমি উঠি নাই। দশ জনের যে মত, আমারও সেই মত। দশ জনের মতেই কর্ম করা হইবেক। তোমরা এক রকম এ বিষয় নির্ধার্য করিয়াছ, আমি কিছু তোমাদিগের অনুমতির বিপক্ষে বলিতে উঠি নাই। তোমাদিগের ভিন্ন মত হইতে বলি নাই। তোমাদিগের নব প্রচারিত মতের বিপক্ষে কর্ম করিতেও উঠি নাই। আমি কেবল আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি তোমাদিগের নিকট নূতন কোন আবেদন করিব না। আর কিছুই চাহি না। কেবল এই প্রার্থনা, যে মনোযোগ পূর্বক আমার কথাগুলি শুন। আমি যাহা বলিব তাহা জ্ঞানকৃত অন্যায়াশয়ে বলিব না। আমার যত দূর জ্ঞান, ততদূর বিচার করিয়া দেখিলাম, ইহাতে আমার ন্যায়ে প্রেম ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি উদ্ভাবিত হয় নাই। বেঞ্জামিন যাহা বলিলেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বটে। আমাদিগের কর্তব্য সকল লুপ্ত দ্রব্যাদি, বন্দী পর্যন্ত, অনুপরামের হস্তে অর্পণ করা। যদি আমি একক অধ্যক্ষ হইতাম ত এতক্ষণে অনুপরামের সম্মুখে সকল আনিয়া দিতাম। যেহেতু অনুপরামেরই সমস্ত। অনুপরামই সমস্ত দ্রব্যাদির অধিকারী। মাতা মেরী (তাঁহার আত্মা সুখে থাকুক) করুন অনুপরাম সুখে সে সকল দ্রব্যভোগ করুন। আমি আশীর্বাদ করিতেছি গিব্রেল (চিরদিন তিনি জ্যোতির্ময় থাকুন) তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা সকলেই কায়মনোবাক্যে অনুপরামের কার্যসিদ্ধি উদ্দেশে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আত্ম স্বার্থ ক্ষয় পর্যন্ত স্বীকার করিয়া তাহায় নিযুক্ত ছিলাম। আবার এই মুহূর্তে প্রয়োজন হয়ত, প্রস্তুত আছি। যত দিন না অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হন,

আমরা তাঁহার ক্রীত দাস। তাঁহার চিহ্নিত সেবাইত। আমাদিগের সেবার ত্রুটি হয় নাই। অনুপরাম স্বয়ংই বলুন যদি কখন আমাদিগকে অযত্ন করিতে দেখিয়া থাকেন?"

অনুপরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল। "না, না, আমি তোমাদিগের নিকট প্রেমপাশে বদ্ধ আছি।"

আনথনি বলিল। "দেখ আমাদিগের আচরণে অনুপরাম নিতান্ত প্রীত আছেন। আমরা আপন ব্যয়ে সেনা সংগ্রহ করিয়াছি। আপন ব্যয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা আপন ব্যয়ে আমাদিগের উৎকৃষ্ট সেনা লইয়া রায়গড়ে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া অনুপরামের কর্ম্ম সফল করিয়াছি। আমরা কখন অনুপরামকে কোন কারণে বিরক্ত করি নাই। কখন কিছু দিতে অনুরোধ করি নাই। আমরা যে অনুরোধ করি নাই, আমাদিগের ইষ্টসত্তা কিছু তাহার কারণ নহে। তোমরা সকলেই জান যে আমাদিগের রায়গড়ে যখন সেনা পাঠান হয়, তখন সাধারণ কোষে অর্থাভাব ছিল। যথেষ্ট অর্থাভাব ছিল। এমন কি আমরা আমাদিগের আত্মীয় মহাজন বেঞ্জামিনের নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়া লইয়া উপযুক্ত অস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছি। আপনাদিগের পাথেয় পর্য্যন্ত ঋণ করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও আমরা অনুপরামকে একবারও ত্যক্ত করি নাই। এমন কি তাঁহার কর্ণগোচর পর্য্যন্ত করি নাই, কেন না জানি, যে তাঁহারও অভাব। তাঁহারও হস্তগত কিছুই ছিল না। অভাব জানাইলে তাহার উপশম হইবে না, অথচ অনুপরামকে নির্বহণাবস্থ(১) হইতে হইবে। আমরা আপনার কষ্ট, আপনারাই সহিলাম। এখন অনুপরামের যথেষ্ট ধন হইয়াছে। যেহেতু লুপ্ত দ্রব্য সকলই তাঁহার। এক্ষণে অনুপরামের কি কর্তব্য? আমি কিছু বলিতে চাহি না। কেবল অনুপরাম আপন কর্তব্য করিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। আমি বসিলাম, অনুপরাম আপন কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া বলুন। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, ভাল করিয়া বিবেচনা করুন।"

আনথনি বসিল। সকলেই অনুপরামের দিকে চাহিল। অনুপরাম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া হেঁটমুণ্ডে রহিল। ভাবিতে লাগিল। বিবেচনা করিল, আনথনি যাহা বলিল তাহা কিছু অন্যায় নহে। উঠিবার উপক্রম করিতেছে কিন্তু আবার ভাবিল, দেখা যাগ ইহারাই বা কি বলে; এমত সময় গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। "অনুপরামের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার এ বিষয়ের কিছু বক্তব্য আছে। সকলের বিচারে যাহা নির্ধার্য হইয়াছে, তাহা আমার শিরোধার্য্য। অনুপরামের সঙ্গে আমাদিগের যে পণ হয়, তাহার সমস্ত অর্থ আমি-মহাশয়দিগের নিকট ব্যক্ত করি। অনুপরাম আমাকে বলেন, যে তুমি যদ্যপি আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে বৎসরে হাজার টাকা আয়ের বিষয় দিব, আর তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য একশত টাকা আয়ের বিষয় দিব। এক্ষণে আমার পরমাসুন্দরী ভগ্নী অরুন্ধতী তোমাকে দিলাম। আমি এই

(১) শেষাবস্থ।

[illegible] তোমাদিগকে পূর্বে অবগত করাইয়াছি ও তোমাদিগের অনুমতি লইয়া পণে স্বীকৃত হইয়াছি। তোমরা সকলে বর্তমান থাকিয়া, পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছ। যদিচ আমাকে কর্ম বশত বিবাহ দিবসেই অরুন্ধতীর সঙ্গ সুখ হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছে, তথাপি তিন চারি ঘণ্টায় যে সুখ পাইয়াছি, তাহাতে আমি যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা আমি ইহজন্মে বিস্মৃত হইব না! ভয় করি পাছে আমি অত্যন্ত প্রেমে বশীভূত হইয়া ফিরিঙ্গিবর্গের ক্ষতি করিয়া অনুপরামের পক্ষ হই। অনুপরামের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, কেন না আমরা সেই মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যাহাতে আমরা বদ্ধ আছি, তাহা ত্যাগ করিতে কোন মতে ইচ্ছা করি না। ফ্রান্সিস্কো 'সুর্পণখা' মারিয়া যে সকল ধন পাইয়াছে ও যে সকল বন্দী পাইয়াছে, আমার বোধ হয়, অনুপরাম সে সকল দ্রব্যের অংশ প্রার্থনা করেন না। তাহারও যদি অংশ চাহেন ত স্পষ্ট বলুন, আমরা তাহা বিচার করিয়া কৃতাংশ করি।"

অনুপরাম বলিল। "না, না, আমি তাহার অংশের অধিকারী নহি।"

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম আপনি স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি এ সকলের অধিকারী নহেন। তোমরা বিবেচনা কর, অনুপরাম কি জন্য ইহার অধিকারী নহেন। অনুপরাম ইহাতে আমাদিগকে বদ্ধ করেন নাই। আমরা এ সকল উপার্জন জন্য তাঁহার নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ নহি। রায়গড়ের ব্যাপারও সেইরূপ। অনুপরাম যদি আমাদিগকে রায়গড়ের ব্যাপারের বিষয়ে কিছু অংশের কথা কহিয়া থাকেন, তবে আমরা অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। নতুবা আমরা যদি রায়গড়ের লাভের অংশ দিই, তবে সনদ্বীপের লাভের অংশ কি জন্য দিব না? তাহাও দিতে হইবে।"

গঞ্জালিস বসিল। ভিক্রুস উঠিয়া বলিল। "আমাদিগের একথা শুনাই অন্যায় হইয়াছে, ইহাতে অনুপরামের নাম উল্লেখও করা কর্তব্য নহে। অতএব আমরা সকলে একমত হইয়া বলিতেছি, এ বিষয়ে অনুপরামের কণামাত্রও নাই।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ভিক্রুসের কথা মতে আমার বোধ হইতেছে, সকলের মত অনুপরামকে কিছুমাত্র না দেওয়া। আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই, সকলের মতই প্রামাণ্য কিন্তু আমার দুই তিনটী প্রশ্ন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। অনুমতি করেন ত জিজ্ঞাসা করি।"

গঞ্জালিস বলিল। "বেঞ্জামিন! তোমার যে কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, জিজ্ঞাসা কর।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, যদি অনুপরামের এ বিষয়ে কোন সম্পর্কই নাই, তবে কেন তুমিই অনুপরামকে 'কি অংশ দেওয়া যায়' এমত প্রস্তাব করিলে? তোমার প্রস্তাবেই যে অনুপরামের অংশ আছে, প্রকাশ পাইল। তাহার যতটুকু অংশ থাকুক না কেন, তাহার এককালে অংশে দায়াধিকার না থাকিলে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া অংশ নির্ধারণে প্রস্তাব হইত না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনুপরামের সঙ্গে তোমার রায়গড় সম্বন্ধে বিষয়ে কোন কথা হইয়াছিল কি না?

যদি হইয়া থাকে ত সেটি কি? তুমি কিছু স্বয়ং রায়গড়ে যাও নাই। অনুপরাম তোমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। যখন লইয়া যায়, তখন রায়গড়ে প্রাপ্য ধনের কে কি লইবে, তাহা নির্ধারিত হইয়াছিল কি না? যদি তুমি নিজে প্রতাপাদিত্যের অনুরোধে রায়গড়ে গিয়া থাক, তবে রায়গড়ে অনুপরামের গমনের কোন কারণ ছিল না। অনুপরাম আমাদিগকে এ সকল বিষয়ে অবগত করুন।'

অনুপরাম উঠিয়া বলিল। "মহাশয়েরা যত্ন পূর্বক শ্রবণ করুন। আমি যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে সনদ্বীপে আসিলাম, তখন গঞ্জালিসকে সমস্ত অবগত করাইলাম। গঞ্জালিসকে বলিলাম যে এই উপায়ে আমার যথেষ্ট ধন লাভ হইবে। গঞ্জালিস বলিল। 'ইহাতে যে কিছু ধন পাওয়া যাইবে, তাহা সকলই তোমার সেবায় দিব।' এই স্বত্বে আমি গঞ্জালিসকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন করিলাম। স্বীয় গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত মহারাজের ধনে তত লোভ ছিল না। তাঁহার নিকট আমার ধন সংগ্রহের কথা বলায় তিনি মৌন রহিলেন। আমি তাহাতে বুঝিলাম, নিতান্ত অমত নহে। আমি আশায় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া প্রাণ পণে গঞ্জালিসের সঙ্গে যুঝিলাম। এখন আমি যথাসর্বস্ব লইতে ইচ্ছা করি না। যে বন্দী পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি অপকৃষ্টটিকে লইতে ইচ্ছা করি। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল আমার হইবে। আর যত ধন লইয়াছেন, তাহার কিছু অংশ আপনাদিগের জন্য রাখিয়া বাকি আমাকে দিলে ভাল হয়। তোমাদিগের অন্য কোন ভাবেও যদি দিতে নাই ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে ঋণ চ্ছলে দাও, আমার ধনের বিশেষ প্রয়োজন।"

অনুপরাম থামিলে ভিক্রুস উঠিয়া বলিল। "ধনের প্রয়োজন! ধনে কাহার প্রয়োজন নাই? আমাদিগের প্রায় কোষ পূর্ণ আছে যে, অনুপরামকে ধার দিব। আমাদিগকে কে ধার দেয় তাহার ঠিকানা নাই। আমাদিগের ধার শোধ না করিলে বেঞ্জামিন পীড়ন করিবে। যদি অনুপরামের একান্ত অর্থের প্রয়োজন হয় ও তাহার জন্য ধার করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে বেঞ্জামিনের নিকট লউক।"

ভিক্রুস বসিল। আণ্থনি বলিল। "আমার মতে আপস করাই বিধেয়। এক্ষণে সভাদিগের যে রূপ মত হয়, সেই মতই কর্তব্য, অনর্থক কালব্যয় করা উচিত নহে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আপস হইলেই সকল ভাল হয়। অনুপরামকে কিছু ছাড়িতে হইবে। আমাদিগকেও কিছু ছাড়িতে হইবে। এ ব্যাপারে যদি আমাদিগেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ও আমাদিগের সমূহ আয়াসে এটি সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি এটির সমস্ত অনুপরামের প্রাপ্য। আমাদিগের যথার্থ ব্যয় দিয়া অনুপরাম বাকি সকল লউন। ইহাতে সভাদিগের কি মত?"

সকলে বলিল; "উত্তম উত্তম।"

গঞ্জালিস বলিল। "শুদ্ধ ক্ষতিপূরণ করিলে আমাদিগের পরিশ্রমটি বৃথা যায়, তবে আমি এক কথা প্রস্তাব করি, তোমরা যত্ন করিয়া শুন ও বিবেচনা করিয়া অনুমতি দাও।

আমি বলি যে অগ্রে আমাদিগের যত ব্যয় হইয়াছে তাহা সমষ্ট হইতে লইয়া বাকি যাহা থাকিবে, তাহার এক অংশ অনুপরামের প্রাপ্য। ইহার মধ্য হইতে অনুপরাম আমাকে যাহা হাত তুলিয়া দিবেন সেটি আমার আপনার।'

বেঞ্জামিন বলিল। "তাহা হইলে অনুপরাম সকল অপেক্ষা অল্প পাইল; আমি বলিতে পারি না, অনুপরাম ইহাতে সম্মত হইবে কি না।"

অনুপরাম বলিল। "আমি ইহাতে কি প্রকারে সম্মত হইতে পারি? আমি এরূপ অংশ স্বীকার করি না। তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। তোমরা যদ্যপি একান্ত আমার উপর নির্দয় হও, তবে আমি নিতান্ত নিরুপায়। আমি অদ্য এ বিষয় স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করি। কেবল বন্দীর বিষয়টি নির্ধারিত হইলে, এক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যে কএক জন বন্দী হইয়াছে, তাহার মধ্যে কে কাহার অধীন?"

গঞ্জালিস বলিল। "আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই। তুমি আপন কহতমত অনঙ্গপালকে লও। বাকি দুই জনার মধ্যে একজন আমার ও একজন হজুরমলের।"

অনুপরাম বলিল। "যাহার হউক, আমার কোন আপত্তি নাই।"

সকলে বলিল। "অনঙ্গপাল অনুপরামের অধীন।"

গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। "তবে অদ্য অনুপরামের ইচ্ছামত সভা বরখাস্ত হইল।" সকলে আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া সভাকুট্টিম হইতে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস বেঞ্জামিনের নিকট বিদায় লইয়া অনুপরামের হাত ধরিয়া আপনার বাটীর দিকে চলিল।

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস একবার আমি অনঙ্গপালের নিকট যাই, দেখি সে যক্ষ হইতে কি অর্থ পাওয়া যায়। আমার আহার সেই খানে পাঠাইয়া দাও।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমিও একবার প্রভাবতী ও ইন্দুমতীকে দেখিগে, তাহারা কেমত আছে।"

ভিক্রুস পশ্চাৎ হইতে বলিল। "তবে আমরাও আপন আপন বন্দীর নিকট যাই।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "যত শীঘ্র তাহাদিগকে সম্মত করা যায় ততই ভাল।"

ভিক্রুস বলিল। "আমি বৈদ্যনাথের বক্ষ হইতে আঠার শত আশি মোহর লইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমার ধনে তত লোভ নাই, আমি যাই, সে স্ত্রীটাকে যদি সম্মত করিতে পারি। সেটী গঞ্জালিসের অরুন্ধতী অপেক্ষা রূপসী।"

ক্রুড বলিল। "তবে আমি একজন বন্দীর ঘরে যাইব।"

মার্টিন দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল। "তবে আমি অপরটীর ঘরে যাই।"

সকলে আপন আপন বন্দীর নিকট চলিল। অনুপরাম অনঙ্গপালের ঘরের দ্বারে গিয়া ভাবিল। "ইহারা যেরূপ মনস্থ করিয়াছে, তাহাতে আমি ত একান্ত অকর্মণ্য হইব। অর্থ না থাকিলে এ সংসারযাত্রা কোন মতেই নির্বাহ হইবে না। আবার গঞ্জালিস যে পরামর্শ করিয়াছে তাহাতে হয় ত প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া আমাকে আশ্রয় দিবেন না; ইন্দুমতীর জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, আর ইহারা ম্লান বদনে ইন্দুমতীকে

লইয়া আসিল।” ভাবিল। “আমার কথায় কায কি। আমার এক্ষণে এট যত্নে গোপন রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা আমারই মন্দ কিন্তু গঞ্জালিস এখন আমার ধন দিবে না। না দেয়, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি। আমি সুযোগ করিয়া আপন রাজ্যে বসিলেই হইল। পরে যাহাকে যাহা দিব, তাহা আমার মনেই আছে। গঞ্জালিসকে কারারুদ্ধ করিতে হইবে। তবেই ইহার উপযুক্ত দণ্ড। নরাধম আমার সঙ্গে এমত আচরণ করিল। পাষণ্ড পারে না, এমত কর্ম্মই নাই। এখন আত্মীয়তা রাখিতে হইবে। কোন মতে স্বকার্য সাধন করা কর্ত্তব্য। এখন রুষ্ট হইলে গঞ্জালিস আমাকে ত্যাগ করিতে পারে। যাহা হউক, চেষ্টা পাইতে ক্রুট করিব না। অরুন্ধতী একবার গঞ্জালিসকে বশীভূত করিলে হয়। তবেই নরাধমের শিখা আমার হস্তগত হইবে। অরুন্ধতী চতুরা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে।”

দ্বারী কারাগারের দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইলে, অনুপরাম কারাগারে প্রবেশ করিল। অনঙ্গপাল এক পার্শ্বে বসিয়া হেঁটমুণ্ডে ভূমিদৃষ্টিতে ছিল। অনুপরামকে একবার মাথা তুলিয়া দেখিল। চিনিল, ইনিই গতরাত্রের একজন প্রধান। ইহার নামও নৌকায় আসিবার সময় শুনিয়াছিল। এক্ষণে অনুপরামকে দেখিয়া কিছু আশাযুক্ত হইল। ভাবিল এ রাজপুত্র বুঝি দয়া করিয়া মুক্ত করিতে আসিয়াছে। অনুপরাম ক্রমে অগ্রসর হইলে অনঙ্গপাল উঠিয়া দাঁড়াইল। অনুপরাম নিকটস্থ হইলে অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপ রাম, যক্ষরাজ! আমার প্রভাবতী কেমন আছে? আমাকে একবার তাহাকে দেখিতে দাও। আমি প্রভাবতীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। তোমরা আমাদিগকে এক ঘরে রাখিলে না কেন। আমার প্রভাবতী অভাবে কষ্ট দ্বিগুণ হইতেছে।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল ব্যস্ত হইও না। প্রভাবতী জীবিত আছে। তুমি মনে করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে। এখন তোমার সঙ্গে কোন বিষয়-কর্ম্মের কথায় আসিয়াছি, যত্ন করিয়া শুন। তোমার নিষ্কৃতি তোমার বুদ্ধির উপর ঝুলিতেছে মনে করিলেই কারামুক্ত হইতে পার।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কি বিষয় কর্ম্ম আছে বল। আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে একবার প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।”

অনুপরাম বলিল। “অল্প পরেই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, স্থির হইয়া অবগত হও। পরে তোমার কথা আমি শুনিব। তুমি জান, যে আমরা তোমাকে বন্দী করিয়াছি। এখন তোমার জীবন মৃত্যু আমাদিগের অধিকার।”

অনঙ্গপাল বলিল। “তাহার সন্দেহ কি। তোমাদিগের অধীন হইয়াছি। তোমরা যাহা মনে করিবে, তাহাই সাধ্য হইবে। কিন্তু আমার প্রতি দয়া দৃষ্টি করিও। আমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, অনাথ। আমার পুত্র নাই। আমার অকালের একমাত্র আশ্রয় প্রভাবতী, তাহাকে কষ্ট দিও না। সে বালিকা অবোধ, আহা কখন কষ্ট সহে নাই। কষ্ট কাহাকে বলে সে যে জানে না, সে কদাচ অসন্তুষ্ট হয় নাই। আমি তাহাকে আমার বক্ষে

রাখিতাম। তাহার কি বুদ্ধি হইল। কেন অবোধ, আপন গৃহ ত্যাগ করিল। আহা! সে বালিকার কি ক্ষমতা যে রায়গড় রক্ষা করে। যুদ্ধ কাহাকে বলে, সে তাহা জানে না। তাহার মুখচন্দ্র আমার মনে উদিত হইলে আমার মন সিহরিয়া উঠে। আহা সে কেমতে একা বসিয়া আছে! কতই চিন্তা করিতেছে। অনুপরাম তুমি আমার এক মাত্র সহায়। আমাকে একবার প্রভাবতীকে দেখিতে দাও। দূর হইতে দেখিব। আমি কাছে যাইব না। একবার চক্ষে দেখিব। আমার প্রভাবতী কেমতে আছে। দেখিলেও আমার মন জুড়াইবে। দেখিলে আমি চেতনা পাইব। আমার মন কেমন করিতেছে। আমি না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।।" অনঙ্গপাল ক্রমে অধৈর্য হইল। ক্রমে তাহার বক্ষঃস্থল নেত্রবারিতে আপ্লাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া যোড় করে অনুপরামের হাত ধরিল। সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিল। আহা! যেরূপ করুণদৃষ্টি! পাষাণও দ্রব হয়। কিন্তু পাপ অনুপরামের নিমেষমাত্র পড়িল না। প্রস্তর পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু পরে বলিল। "অনঙ্গপাল, এত ব্যস্ত হইলে কোন কর্ম হইবে না। ক্ষান্ত হও, নচেৎ আমি চলিলাম।"

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। "আমি ক্ষান্ত হইলাম, অনুপরাম তুমি যাইও না।"

অনুপরাম বলিল। "শুন আমি তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি মনে করিলেই মুক্ত হইতে পার। আর তুমি আপনি মুক্ত হইলে, উপায়ন্তরে প্রভাবতীরও উদ্ধার চেষ্টা পাইতে পার। তোমার আত্মমোচন না হইলে, তোমার প্রভাবতীর মোচনের কোন উপায় নাই। এক্ষণে বল দেখি তুমি প্রভাবতীর উদ্ধার প্রার্থনা কর কি না?"

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। "করি! করি। আমার প্রভাবতী ছাড়িয়া আর স্নেহাস্পদ কেহই নাই। আমার প্রভাবতী কতই ভাবিতেছে! আহা! সে মুখপদ্ম মলিন হইয়া থাকিবে। আমি দেখিতেছি। আহা! ওষ্ঠ নীরস হইয়াছে। চক্ষু আরক্ত হইয়াছে। ফুলিয়াছে। আহা। তাহার কেশবন্ধ নাই। নরাধমেরা নিষ্কণ্টক রাজ্যে অগ্নি দিল। আহা আমার হৃদয় কমল ঝলসিয়া গেল। আমার এখন মৃত্যু হইলেই ভাল। আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই তোমার যদি ধর্ম চিন্তা থাকে ত আমার শিরচ্ছেদ কর। আমাকে এরূপ অসহ্য কষ্ট দিও না।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! বিপদে পড়িয়া কি তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইল। অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগে তোমার কি লাভ। এখন প্রভাবতীর মুক্তির চেষ্টা পাও।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমা হইতে তাহার কি উপায় হইতে পারে? আমিত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমি নিজেই বন্দী, তা প্রভাবতীর বন্দিত্ব মোচন কি মতে করিব?"

অনুপরাম বলিল। "এক উপায় আছে, যদি তাহাতে সম্মত হও, তবে তোমাদিগের উভয়ের বন্দিত্ব মোচন এক কালেই হইতে পারে। অনঙ্গপাল- অবিশ্বাস করিও না। অমন করিয়া ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন। আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুন।

পরে বিশ্বাসের যোগ্য হয় বিশ্বাস করিও। অবিশ্বাস কর, আমার তাহাতে ক্ষতি কি? তুমিই পিঞ্জরে জন্তুবৎ জীবন কাটাইবা।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কি বলিবে বল, আমার মন কেমন করিতেছে। আমি শেষ না শুনিলে স্থির হইতে পারিতেছি না।”

অনুপরাম বলিল। “তুমি ধন দিয়া আপনাদিগের দুই জনের উদ্ধার করিতে পার। যদি ধন দিতে প্রস্তুত থাক, তবে বল, আমি তোমাদিগের মোচনের উপায় দেখি।”

অনঙ্গপাল কিছু সুস্থ হইয়া বলিল। “কত ধন দিলে আমাদিকে মুক্ত করিয়া দিবে। আমি দুঃখী আমার অধিক ধন নাই।”

অনুপরাম বলিল। “যদি আমাকে এক লক্ষ স্বর্ণ মোহর দাও, তবে আমি তোমাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।”

অনঙ্গপাল দেব বলিল। “অনুপরাম! আমি তোমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, জাতিতে ব্রাহ্মণ. আবার এক্ষণে অসীম মনস্তাপে আছি, আমার সঙ্গে তোমার ব্যঙ্গ করা উচিত হয় না। রহস্যের সময় আছে। পাত্রও আছে। আমার সহিত রহস্য করিলে আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই। আমি একমাত্র ঘরে বসিয়া আপনার অদৃষ্টকে দুষিতেছিলাম। তাহায় আমার এতকষ্ট বোধ হয় নাই, যত তোমার ব্যঙ্গে হইল।”

অনুপরাম বলিল। “যদি আমার কথায় ব্যঙ্গ বোধ হয় ত শুনিও না। এই পিঞ্জরে থাক তোমার প্রভাবতীর এই পিঞ্জরেই মৃত্যু হইবে। হয়ত ফিরিঙ্গি গঞ্জালিসের উপস্ত্রী হইবে। ব্রাহ্মণকন্যার উপযুক্ত সেবা হইল।”

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম আমার প্রতি দৃষ্টি কর, কেন দীন ব্রাহ্মণকে মর্মান্তিক কষ্ট দিতেছ। ইহাতে তোমাদিগের কি লাভ?”

অনুপরাম বলিল। “তোমার কন্যা রূপসী বটে, গঞ্জালিসের ও আমার উপস্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইহাতে তোমার কি মত।” অনঙ্গপাল এই কথাটি শুনিবা মাত্র অগ্নিপ্রায় জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল। “পাপ নরাধম! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। নতুবা আমি তোকে এককালে মারিয়া ফেলিব।”

অনুপরাম অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া বলিল। “বিটল ব্রাহ্মণ! আপনার অবস্থা বুঝিয়া কথা কও, এ স্থানে তুই একমাত্র, নিরস্ত্র। আমাকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিস ত পদাঘাতে তোর বক্ষ ভাঙ্গিব। স্থির হইয়া গুরুজনের সেবা কর।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কাপুরুষ নারকী। নিরাশ্রয়-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেন অকারণ ত্যক্ত করিস্। আর অবোধ বালিকাকেই বা কি জন্য কষ্ট দিস্। এখন তোর শেষ সাধ্য আমাকে নষ্ট করা। আমি তাহায় তিলেকও ভয় পাই না। আমার মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছি, আমি মরিব, কিন্তু তোমাকে জীবিত দেখিয়া মরিব না।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল বৃথা আস্ফালন করিও না। এখন তুমি আমাদিগের

হস্তগত আছ। মনে করিলেই আমরা বিধিমতে তোমার মৃত্যু কষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারি। তোমার প্রভাবতীকে আনিয়া তোমার সমক্ষে কষ্ট দিব। তাহার অপমান করিব। তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিব। তুমি জড়ের মত দেখিবে। কোন ক্রমেই তাহার কষ্টের উপশম করিতে পারিবে না। এখন যদি বুদ্ধিমান্ হও। আপনাদিগের শ্রেয়ঃপ্রার্থনা কর ত আমার কথায় সম্মত হও। সকল কুশলে থাকিবে।"

অনঙ্গপাল কিছু চিন্তা করিয়া বলিল। "কিন্তু তোমরা ত এ সকল চিন্তার কোন চিহ্নই দেখি না। তোমার যদ্যপি আমাদিগকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তুমি কখন আমাকে এরূপ অন্যায় বলিতে না।"

অনুপরাম বলিল। "অন্যায় কি বলিলাম।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমার কি লক্ষ মোহর দেওয়া সম্ভবে, যে তুমি আমাকে লক্ষ মোহর দিতে বলিলে।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! আমি স্বচক্ষে রায়গড়ের অবস্থা না দেখিতাম ত তোমার চাতুরীতে ভুলিতাম। রায়গড়ের একমাত্র মন্ত্রীর লক্ষ মোহর দেওয়া অসম্ভব নহে। তোমার যথেষ্ট ধন আছে। তুমি অর্থলোলুপ বলিয়া, আপনার মুক্তির জন্য, তোমার জীবনাপেক্ষা প্রিয় প্রভাবতীর জন্য, লক্ষ মোহর দিতে পারিতেছ না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা কর। আমি আপনার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তোমাকে পঞ্চাশ মোহর দিব, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

অনুপরাম বলিল। "পামর! তুমি যে এত অর্থলোলুপ, আমি তাহা জানিতাম না। তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম তোমার জয় হউক! আমাকে রক্ষা কর, আমি যাহা দিতে স্বীকার হইতেছি, তাহাতে সন্তুষ্ট হও। আর আমাকে কষ্ট দিও না। এ যবন গৃহে আহারাদি সম্ভব নহে। আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, পিপাসায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। আমি আর জীবনধারণে অক্ষম। আমার প্রিয় প্রভাবতী কি করিতেছে। আহা, তৃষ্ণায় তাহার কষ্ট হইতেছে। তোমাদিগের হৃদয় কি পাষাণময় যে, জন্তুমাত্রও জলপান করিতে পায়, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিব?"

অনুপরাম বলিল। "আমাদিগের দোষ কি। তোমাকে পান জল দিয়া গেল। তাহাত তুমি স্পর্শও করিলে না।"

অনঙ্গদেব বলিল। "কে আমাকে পানার্থ জল দিল, যবনদত্ত জল আমি কিরূপে পান করি।"

অনুপরাম বলিল। "তবে আর আমাদিগকে দোষ কেন। তুমি আপনি ভণ্ডামি করিয়া জল পান করিলে না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "তুমি কি হিন্দু, না যবন? তোমার যেরূপ ব্যবহার প্রণালী,

তাহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, তুমি এ স্থান হইতে যাও। আমাকে স্থির হইতে দাও। আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না।"

অনুপরাম বলিল। "আমার গরজ নহে। আমি চলিলাম। তবে তুমি একান্ত মুক্ত হইতে চাহ না?"

অনঙ্গপাল অনুপরামকে ঘরের দ্বারের দিকে যাইতে দেখিয়া বলিল। "দাঁড়াও, আমি তোমাকে আর দশ থান মোহর দিব। আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর না বলিও না। দয়া করিয়া ছাড়। অনুগ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।"

অনুপরাম বলিল। "বিটল! তুমি কি শাকের দর করিতেছ। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আমায় একবার প্রভাবতীর ঘরে যাইতে হইবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে হাত দিব না, অকল্যান হইবে। তোমার হাত ধরি। আমাকে ক্ষমা কর, আর কষ্ট দিও না। লও আর দশ থান দিব। ইহার অধিক আর আমার সঙ্গতি নাই। ইহাতে না সম্মত হও ত আমাকে কাটিয়া ফেল। এই সত্তর থান মোহর দিতে আমার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিতে হইবে। আবার হয়ত ঋণও করিতে হইবে। আমাকে আর অধিক দিতে বলাপেক্ষা আমাকে এককালে বলা ভাল যে, আমি আর পরিত্রাণ পাইব না। অনুপরাম ধর্মের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল তোমার অপেক্ষা অধিক অর্থপিশাচ আর আমি কাহাকেও দেখি নাই। তুমি আপনাকেও আপনাপেক্ষা প্রিয়তর প্রভাবতীকেও অর্থের জন্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। মনে কর, তোমার মৃত্যু হইলে তোমার ধন কে ভোগ করিবে, তোমার প্রভাবতী কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তোমার অর্থের যত্ন কে করিবে এক্ষণে তোমার পরিত্রাতা কেহই নাই। স্বীয় অর্থ দিয়া কারামোচন লাভ করহ। নতুবা তোমার অর্থ তোমার ভোগে লাগিবেক না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমার অর্থ কোথায়, যে 'কে যত্ন করিবে।' আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা সকল বিক্রয় করিলেও তোমাকে এক শত মোহর দিতে পারিব না। ভাল তাহায় যদি তোমার সন্তুষ্টি হয় ত আমি তাহাই স্বীকার করিলাম।"

অনুপরাম বলিল। "পাপী! তোমার এখনও ধনে লোভ আছে। থাক্‌ আমি চলিলাম।" অনুপরাম দ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল। অনঙ্গপাল দেব কত ডাকিল। আরও পঞ্চাশ মোহর অধিক স্বীকার করিল। অনুপরাম তথাপি ফিরিল না। অনঙ্গপাল যখন দেখিল যে, অনুপরাম একান্ত ফিরিল না, তখন হতাশ হইয়া ভূমিতে বসিল। "ভাবিল কি বিপদ! ইহাদিগকে দেড়শত মোহর দিতে চাহিলাম, ইহারা তাহাতেও স্বীকার পাইল না। আরও কিছু দিলে ভাল হইত। লক্ষ মুদ্রা অত্যন্ত অধিক। আমি তাহা কোন মতেই দিব না।" আবার ভাবিল, "না দিলেই বা কি প্রকারে রক্ষা পাই! কিন্তু ইহাদিগের যেরূপ গতিক, তাহায় নিতান্ত দুই তিন সহস্রে সন্তুষ্ট হইবে না।—ভাল

যদি আর একবার আইসে তবে দশ সহস্র দিতে এককালে স্বীকার করিব। যদি তাহায় না পরিত্রাণ পাই, তবে আমার পরিত্রাণ হইল না।"—এইরূপ কতই চিন্তা করিতে লাগিল। একবার প্রভাবতীর কথা মনে উদয় হইল, অমনি ভাবিল, "আমি দুই লক্ষ মোহর দিব, ইহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিক।" আবার যখন দুই লক্ষ মোহর কত শ্রমে জন্মে, ভাবিল, তখন একান্ত বিহ্বল হইল। মনে করিল, "এবার অনুপরাম আসিলে এক প্রকার তাহার সম্মতি লইতে হইবে। নতুবা অনাহারে কত দিন বাঁচিব।" ভাবিল "ধন দেওয়াত আমার হাত। দিবার সময় কিছু কমাইয়া দিলে ক্ষতি নাই। দস্যুকে প্রবঞ্চনা করাতে কোন দোষ জন্মে না।" ভাবিল, "এবার যদি রায়গড়ে যাইয়া বসিতে পাই, তবে একবার ফিরিঙ্গি কেমন, তাহা বুঝিব। ইহারা সম্মুখ যুদ্ধে কদাচ অগ্রসর হইবে না।" মনে মনে বলিল, "যদি অগ্রে সমাচার পাইতাম, তবে কি ইহারা কিছু করিতে পারিত? প্রভাবতী কি অবোধ, সে বালিকা কি বুঝিয়া দস্যু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার এটি নিতান্ত অবিহিত কর্ম্ম হইয়াছে। সে যদি রণে না মাতিত, তবে কি পাপেরা আমাকে ধরিতে পারিত?" এইরূপ নানা চিন্তায় মগ্ন হইল। ক্রমে মনের কষ্টে ও শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত হওয়ায় অচেতন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এদিকে অনুপরাম অনঙ্গপালের কারাগার হইতে বাহির হইয়া গঞ্জালিসের বাটীর দিকে যাইতে পথে আনথনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আনথনি বলিল। "গঞ্জালিস প্রভাবতীর কারাগারে গিয়াছে।" অনুপরাম আপন বিশ্রাম আবশ্যক জ্ঞানে আপন আবাসে যাত্রা করিল।

ওদিকে গঞ্জালিস অনুপরামকে অনঙ্গপালের ঘরে রাখিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দুমতী ম্লানা হইয়া করতলে গণ্ডদেশ রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। স্পন্দমাত্র নাই, চিত্র পুত্তলিকার মত নিমেষ শূন্য প্রায়। গঞ্জালিস ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু অন্তর হইতে "ইন্দুমতি! কি ভাবিতেছ?" বলিয়াই সম্ভাষণ করিল। কিন্তু দুঃখাবনত ইন্দুমতী মৌন হইয়া রহিলেন। গঞ্জালিস অল্প অগ্রসর হইয়া বলিল। "ইন্দুমতি! এখন চিন্তা নিষ্ফল। নবাগত দলকে প্রীতিসম্ভাষণে গ্রহণ কর। বিগত চিন্তায় প্রয়োজন নাই।" ইন্দুমতী কোন উত্তর দিলেন না। যে অবস্থায় হেঁটমুণ্ডে বসিয়া ছিলেন, তেমতই রহিলেন। গঞ্জালিস অগ্রসর হইয়া বলিল। "ইন্দুমতি! তুমি কি অচেতন আছ, আমার কথা কি শুনিতে পাইয়াছ। না, অভিমান করিয়া উত্তর দিতেছ না। আমি কি তোমার নিকট দোষী আছি। যদি মোহবশত কোন অপরাধ করিয়া থাকি ত আমায় সে দোষ হইতে মুক্ত কর। বল, কি প্রায়শ্চিত্তে সে দোষের পরিত্রাণ হয়, আমি কিন্তু কোন অসৎভাবে তোমাকে আনি নাই। আমার কথা শুন, আমি তোমার মঙ্গলাভিলাষে তোমাকে আনিয়াছি।" ইন্দুমতী মৌনাবনত হইয়া রহিলেন। কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। গঞ্জালিস দাঁড়াইয়া ইন্দুমতীর

মুখচন্দ্রের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া এককালে মোহিত হইল। কতক্ষণ এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক ক্ষণের পর ইন্দুমতীর সম্মুখে বসিলে ইন্দুমতী উঠিয়া দূরে বসিলেন।"

গঞ্জালিস বলিল। "ইন্দুমতি! পথশ্রমে তোমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কিছু আহার কর।" ইন্দুমতী কোন উত্তরই করিলেন না। গঞ্জালিস বহুক্ষণ নিকটে থাকিয়া ভাবিল। "ইহার শোক ও অহঙ্কারের সমতা হয় নাই। ক্রমে কালবশে সকলই কমিয়া যাইবেক। এক্ষণে কোন কথা শুনিবেক না।" এই চিন্তিয়া গঞ্জালিস আস্তে আস্তে ইন্দুমতীর কারাগার ত্যাগ করিল। বাহিরে আসিলে ফ্রান্সিস্কোর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমার সমাচার কি, তোমার বন্দী কি তোমার উপর দয়াদৃষ্টি করিয়াছেন?"

গঞ্জালিস বলিল। "আমি এই ইন্দুমতীর ঘর হইতে আসিতেছি, ইন্দুমতী আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না। প্রভাবতীর নিকট এ বেলা আর যাওয়া হইল না, বৈকালে একবার উভয়ের নিকট যাইব। এখন তোমার কি সমাচার?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমার এক প্রকার কুশল। যে স্ত্রীলোকটিকে বন্দী করিয়াছি, সেট বড় সুবোধ। অল্পে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া এক প্রকার আমাদিগের ধর্মাশ্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। পরে দেখা যাক, কি হয়। এখন আমি অধিক আশা করি না। অল্পে অল্পে ভাল।"

গঞ্জালিস বলিল। "চল আমার সঙ্গে আহার করিবে। বিবাহ অবধি অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার আলাপ করা হয় নাই। অবকাশ কোথায়! এখন যাইয়া আমার নূতন গৃহিণীর বন্দোবস্ত দেখাইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভাল বলিয়াছ, চল একবার তাহাকে দেখা কর্তব্য। গঞ্জালিস ও ফ্রান্সিস্কো একত্রে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এ বন্দীদিগের শীঘ্র কোন বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এখানে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যদিচ এক্ষণকার মত বৈদ্যনাথকে ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছে বটে, তথাপি রোগটি কোনমতে নির্মূল হয় নাই। বৈদ্যনাথের লোকেরা হঠাৎ কিছু যুদ্ধে প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিবে না।"

গঞ্জালিস বলিল। "এখন আর তাহার জন্য যুদ্ধ করে, এমত লোক কে আছে?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তাহার গদির গোমস্তা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, সেই উদ্যোগী হইয়াছে, তিন চারি দিনের মধ্যে একখানা ব্যাপার উপস্থিত করিবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমারও এখানে আর অধিক দিন থাকা হইবে না। আমাকে শীঘ্রই যশোরপতির আদেশে সেনা লইয়া আরাকানে যাইতে হইবে। তোমরা এমত হাঙ্গামায় বদ্ধ থাকিলে আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে ফেলিয়া যাই, যাহাতে শীঘ্র এটি চোকে, তাহার চেষ্টা দেখ।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "রায়গড়ের বন্দীদিগের কি করিবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "রায়গড়ের আর বন্দী কে রহিল। এক অনঙ্গপাল, তা অনুপরাম তাহার সঙ্গে চুকাইবে। প্রভাবতী আমার। ইন্দুমতীকে হজুরমল লইবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে ক্রুড ও ভিক্রুসকে ডাকাইয়া অদ্যই সন্ধ্যার সময় সকল মিটাইয়া দিব। তুমি অনুপরামকে কিছু সত্বর হইতে বলিও। আর অধিক লোভে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র যে কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমি অনুপরামকে পত্র লিখিব, অদ্য বৈকালে আমার সঙ্গে আহার করিবে, পরে দুই জনে একত্রে আপন আপন বন্দীর ঘরে যাইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি একবার ঘুরিয়া আসিতেছি।" ফ্রান্সিস্কো অপর দিকে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস আপন আবাসে যাইয়া আহারে নিযুক্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

"অন্তর্গচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিন্দ্রাভিদাসতো
মন্যবন্নাধ্যাস্য বা দাসস্য বা সন্নুতো যবয়া বধম্।"

ক্রমে সায়ংকাল অতীত হইল। অনুপরাম গঞ্জালিসের আবাসাভিমুখে চলিল। ফ্রান্সিস্কো, ভিক্রুস, ক্রুড, আনথনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফিরিঙ্গিদিগের গঞ্জালিসের ঘরে নিমন্ত্রণ থাকায় সকলেই গঞ্জালিসের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিসের আবাস দ্বারে বড় বড় দীপ জ্বলিতেছে। চতুর্দিকে আলোক। ঘরের বাতায়ন দিয়া আলোকের জ্যোতি অন্ধকার মাঠ হইতে দেখা যাইতেছে। আমোদের সীমা নাই। সকলেই হৃষ্ট। হাস্য, পরিহাস, গান বাদ্য, প্রভৃতি বিবিধমত সুখকর আমোদ হইতেছে। অনুপরাম গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ফ্রান্সিস্কো ও গঞ্জালিস অগ্রসর হইয়া সম্ভাষণ করিল। গঞ্জালিস স্বয়ং অনুপরামের হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমার এত বিলম্ব কেন?"

অনুপরাম বলিল। আমি মনে করিলাম, তোমরা এত শীঘ্র আসিবে না। তোমরা যে পেট ধুয়ে এসেছ, আমি ত তা জানি না।"

ভিক্রুস অন্তরে ছিল, অনুপরামকে দেখিয়া আনথনিকে চুপি চুপি বলিল। "দেখ অনুপরামকে এ বেশে কেমন শোভিয়াছে? সত্য বলিতে কি, অনুপরাম সিংহাসনে বসিলে বড় ভাল দেখাইবে।"

আনথনি বলিল। "অনুপরামকে কেমত বলবান্ দেখাইতেছে, অনুপরাম দেখিতে অতি সুপুরুষ।"

ভিক্রুস বলিল। "ইহার ভগ্নী কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী।"

আনথনি বলিল। "ইহার ভগ্নীর কিন্তু মুখশ্রী আর এক গঠনের। অনুপরাম আসিয়া অবধি আপন ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।"

ভিক্রুস বলিল। "ওদের কি স্নেহ আছে। তা থাকিলে কি আপনার ভগ্নীকে আমাদের দিয়া রাজ্য লইতে আসিত।"

আনথনি বলিল। "ঠিক বলিয়াছ. ইহাদিগের ধনই একমাত্র আত্মীয়।"

ক্রমে অনুপরাম নিকটস্থ হইলে ভিক্রুস ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া অনুপরামকে অভ্যর্থনা করিল।

অনুপরাম বলিল। "ভিক্রুস কতক্ষণ?"

ভিক্রুস বলিল। "আমরা অনেকক্ষণ আসিয়াছি, তুমি কতক্ষণ?"

অনুপরাম বলিল। "আমি এই আসিতেছি। আনথনি! কখন আসিয়াছ?"

আনথনি বলিল। "আমি ভিক্রুসের পূর্ব্বে আসিয়াছি।"

অনুপরাম ক্রমে অল্পে অল্পে বাতায়নের নিকটবর্ত্তী হইলে তথায় দণ্ডায়মানা অরুন্ধতী সরিয়া স্থানান্তরে গেল। অনুপরাম অপর তিন জন ফিরিঙ্গি স্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিল। গঞ্জালিসের নিকট হইতে অনুপরাম ভিক্রুসের দিকে গেল। গঞ্জালিস অরুন্ধতীর জন্য একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরে দূর হইতে অরুন্ধতীকে বাতায়নে দেখিয়া সেই দিকে আসিতেছিল, কিন্তু অরুন্ধতীকে সেখান ত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল। অরুন্ধতী ক্রমে সে ঘর ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে গেল; গঞ্জালিস তাহাকে গৃহান্তরে ডাকিয়া বলিল। "অরুন্ধতি! কোথায় যাইতেছ? অনুপরাম আসিয়াছে চল দেখা করিবে।"

অরুন্ধতী ম্লান হইয়া বলিল। "আমার অত্যন্ত অসুখ করিতেছে। আমি এত জনসমাগমে যাইতে পারি না।"

গঞ্জালিস বলিল। "কি অসুখ হইয়াছে?"

অরুন্ধতী বলিল। "আমার অসহ্য শিরঃপীড়া হইয়াছে, আমি কথা কহিতে পারি না।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে আর এ গোলে থাকিও না। আপন ঘরে যাইয়া শয়ন কর, আমি অনুপরামকে লইয়া তোমার নিকট আসিতেছি।"

অরুন্ধতী বলিল। "না আমার এত ব্যামোহ হয় নাই যে তোমরা আমোদ ত্যাগ করিয়া আমাকে দেখিতে আসিবে। অনুপরামকে আমার নিকট আনিতে হইবে না। দশ জন আত্মীয় ভদ্রলোক আসিয়াছে, তাহাদিগের আমোদে কণ্টক দেওয়া ভাল নহে।"

গঞ্জালিস বলিল। "এও কি কথার কথা! যখন গৃহিণী অসুস্থ হইয়াছেন, তখন আর কি সে গৃহে আমোদ সম্ভবে? এখনি সকলকে বিদায় দিয়া, আমি ও অনুপরাম তোমার গৃহে যাইতেছি।"

অরুন্ধতী ব্যগ্র হইয়া বলিল। "আমি তোমায় বিনতি করি, তুমি অধিকক্ষণ ও ঘর ত্যাগ করিয়া থাকিও না। উহারা কি মনে করিবে। আমাকে ক্ষমা কর, আমি

নতুবা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। এ কি লজ্জার কথা, যে আমার জন্য এতগুলি লোক ক্ষুণ্ণমন হইয়া ফিরিয়া যাইবে।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার ত আমোদে মন যাইবে না। অদ্যকার লোক সমাগম তোমারই মান্যার্থে, তোমার অবিদ্যমানে আর যোগাবস্থায় সে উৎসব বৃথা। আজ তোমার সঙ্গে সকলেই আলাপ করিতে চাহিবে। আমি তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব। তাহারা তোমাকে না দেখিতে পাইলে অপমান বোধ করিবে, অতএব তাহাপেক্ষা তাহাদিগকে স্পষ্ট বলা ভাল, অন্য এক দিন আবার আমন্ত্রণ করা যাইবেক।”

অরুন্ধতী বলিল। “আজ প্রায় সকলের সঙ্গেইত আমার পরিচয় হইয়াছে।”

গঞ্জালিস বলিল। “বাকি সকলের সঙ্গে আলাপ না হইলে তাহারা দুঃখিত হইবে। আবার আহারের পূর্বে সকলেই তোমাকে দেখিতে চাহিবে। আর অন্যান্য স্ত্রী কুটুম্বের কে সমাদর করিবে? তুমি ঘরে যাও, আমি ইহাদিগকে বলিয়া আসি।”

অরুন্ধতী বলিল। “আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম!”

ভিক্রুস গঞ্জালিসকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল। “ব্যাপার খানা কি?”

গঞ্জালিস বলিল। “ভিক্রুস আসিয়াছে, ভাল হইয়াছে। অরুন্ধতীর অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে। লোকের সমাগমে থাকিতে পারিলেন না। তাই তুমি যদি একবার সকলকে গিয়া বল।” দূরে অনুপরাম দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, ভিক্রুস অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করিলে অনুপরাম দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুপরামকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অরুন্ধতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টলিয়া পড়িল। অমনি গঞ্জালিস ও অনুপরাম হস্ত বিস্তারিয়া ধরিল। অরুন্ধতীকে লইয়া নিকটস্থ ঘরের পর্যঙ্কে শয়ান করিয়া দিলে অনুপরাম বলিল। “এ স্ত্রীলোকটি কে? ইহার কি হইয়াছে?”

গঞ্জালিস কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল। “এটি কে তা তুমি কি জান না? এখন কি তোমার ব্যঙ্গ করিবার সময়।” অনুপরাম কিছু থামিয়া ভিক্রুসকে জিজ্ঞাসা করিল। “এ স্ত্রীলোকটি কে, তুমি জান?”

ভিক্রুস বলিল। “আহা ইনি পাঁচ ছয় দিনে সব ভুলিয়া গেলেন। ইটি যে তোমার ভগ্নী অরুন্ধতী? তুমি কি এখনই আত্মীয়বিস্মৃত হইলে?”

অনুপরাম বলিল। “ভিক্রুস! আমি তোমায় বিনতি করি। সত্য করিয়া বল, রহস্য করিও না।”

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম! তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তোমার আপনার সহোদরাকে চিনিতে পারিতেছ না। না চিনিবার কারণ কিছু দেখি না।”

অনুপরাম কিছু অবাক হইয়া রহিল। ক্রমে সেই ঘরে সকল আগত আত্মীয়ের সমাগত হইতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে অনুপরাম গঞ্জালিসের হাত ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। নির্জন স্থানে গিয়া বলিল। “গঞ্জালিস আমি উন্মত্ত নহি, আমার

যথেষ্ট চেতনা আছে। আমি তোমাকে এ সময় এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতাম না। কিন্তু ইহাতে দুটি ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে। আমার স্থির হইয়া থাকাই বিধেয় ছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইলে পাছে তুমি আমায় কুপরামর্শ প্রয়োগ কর, এই ভয়ে আমি এখনই ইহার তত্ত্বাবধারণে উৎসুক হইতেছি। আরও আমার আপনার ভগ্নীর কি হইল, তাহাত আমার বিশেষ অবগত হওয়া কর্তব্য। আমার তাহার প্রতি কিছু অত্যন্ত স্নেহ বশত আমি অনুসন্ধান করিতেছি না, আমার আত্মরক্ষাও আবশ্যক। তোমার বিবাহের সময় আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি বিশেষ জানিতাম, তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে অরুন্ধতীর অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। যাহা হউক, এখন আমি, তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, ঐ ঘরে যে ব্যামোহ ছল করিয়া শয়নে আছে, সে আমার ভগ্নী নহে। আমি তাহাকে পূর্বে কখন দেখি নাই। তুমি ইহার তত্ত্বাবধারণ কর যে এ স্ত্রীলোকটি কে, আর আমার ভগ্নীই বা কোথায় গেল?"

গঞ্জালিস এক মনে অনুপরামের কথা শুনিতেছিল। তাহার বলা শেষ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনুপরামের অর্থ ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে কণামাত্রও সন্দেহ হইল না যে এ অরুন্ধতী নহে। কিন্তু অনুপরামেরই বা এরূপ আগ্রহাতিশয়ে বলিবার কারণ কি। ভাবিল, অনুপরামের বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টি পরিষ্কার করণাভিলাষে অনুপরামকে বলিল। "তুমি এই খানে একটু দাঁড়াও আমি আসিতেছি।"

যে ঘরে অরুন্ধতী শয়নে ছিল, তথায় গিয়া সকলে বলিল "আপনারা এখানে ভিড় করিবেন না।" সকলে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে গঞ্জালিস অরুন্ধতীর শয্যায় বসিল। অরুন্ধতী লোক সব অন্তরিত হইল দেখিয়া কিছু সুস্থ হইল।

গঞ্জালিস বলিল। "অরুন্ধতি! তোমার ভ্রাতা অনুপরাম তোমাকে চিনিতে পারিতেছে না। ইহার মর্ম কি, তুমি অনুপরামকে বুঝাইয়া দাও। আমি তাহাকে তোমার এখানে আনিতেছি।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি এখন অত্যন্ত অসুস্থ আছি। এখন তাহাকে আমার নিকট আনিও না।"

গঞ্জালিস বলিল। "সে তোমার সহিত না কথা কহিলে স্থির হইবে না।"

অরুন্ধতী বলিল। "কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না।"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন? আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছ? তাহার সঙ্গে কেন পারিবে না?"

অরুন্ধতী বলিল। "তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে, আমার দেশের কথা সব মনে পড়িবে। কেন আমার সুখে কণ্টক দিবে। আমি এখন তোমাকে পাইয়া আপন ধর্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি। এখন সে সকল ভুলিয়া রহিয়াছি। তাহাকে দেখিলেই আবার সে সকল চিন্তা উথলিবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "তোমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি তোমাকে এই বিনয় করি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কোন হানি করি নাই। তোমাকে পাইয়া অবধি তোমার সেবায় ও সুখবর্দ্ধনে নিযুক্ত আছি, তবে কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিবে।" এ কথাতে গঙ্গালিসের মন কিছু ভিজিল।

গঙ্গালিস বলিল। "যদি একান্তই তোমার কষ্ট হয় তবে প্রয়োজন নাই, কিন্তু কিসে তাহার বিশ্বাস হয়।" অনুপরাম অল্পে অল্পে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া এ সকল শুনিতে ছিল, অগ্রসর হইয়া বলিল। "গঙ্গালিস! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এ আমার ভগ্নী নহে" অরুন্ধতীর প্রতি "কি গো! তুমি অরুন্ধতী বলিয়া এখানে আসিয়াছ, ভাল বল দেখি আমার জ্যেষ্ঠ যিনি এখন আরাকাণে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নাম কি?"

অরুন্ধতী কর যোড় করিয়া বলিল। "অনুপরাম ক্ষান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর, আর সে সকল কথা আমার মনে তুলিও না। তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধি ভ্রম না হইলেই বা কেমন করিয়া আপনার ভগ্নীকে অর্থলোভে অন্য ধর্ম্মীকে দিয়ে যাও। তুমি আর আমার সম্মুখে আসিও না। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল। এখন আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইয়া কাল কাটাই! আর আমায় দগ্ধ করিও না।"

অনুপরাম বলিল। "হা ধর্ম্ম! এ পাপীয়সী বলে কি! এত প্রকৃত বেশ্যা দেখিতে পাই। এমত দুষ্টবুদ্ধি আর ত কুত্রাপি দেখি নাই। ও সকল চাতুরী ছাড়, এখন বল আমার ভগ্নী কোথায় গেল, নতুবা আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব।"

অরুন্ধতী ঈষদ্ বিরক্ত হইয়া বলিল। "যাও তোমার যত দূর সাধ্য ছিল, তাহা করিয়াছ। এখন আর আমি তোমাকে ভয় করি না।" গঙ্গালিস ইহাদিগের দুই জনের কথা বার্ত্তায় কিছু আশ্চর্য হইল। একবার ভাবিল বুঝি অনুপরাম সত্য বলিতেছে, আবার ভাবিল, সত্য না বলিবারই বা উদ্দেশ্য কি? ফলত এ স্ত্রীলোক যে হউক আমার স্ত্রী ত বটে, ইহাকে এখন কোন ক্রমে ত্যক্ত বা অপমান করিতে দেওয়া হইবেক না।" অনুপরামকে বলিল। "অনুপরাম তোমার এ অত্যন্ত অন্যায়! আমার ঘরে থাকিয়া আমার স্ত্রীকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছ।"

অনুপরাম বলিল। "হাঁ, এ তোমার স্ত্রী হইত, যদ্যপি এ সতী থাকিত। এটা কোন কুলটার কন্যা, চাতুরী করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ করিয়াছে। তুমি সন্তুষ্ট হইতে চাহ থাক, কিন্তু আমি ইহাকে আমার ভগ্নী বলিব না।"

গঙ্গালিস বলিল। "অরুন্ধতি! ইহার একটা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তুমি সত্য করিয়া বল তুমি কে, আর অনুপরামের ভগ্নীই বা কোথায়।"

অরুন্ধতী কাতর স্বরে বলিল। "তুমিও কি পাষণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ড হইলে। আমার মৃত্যু হইলেই আমি সুখী হই। আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস হয়ত, আমাকে কাটিয়া ফেল, আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই, রাজ্য গেল, দেশ ত্যাগ করিলাম, ধর্ম্মও ছাড়িলাম, ইহাতেও যদি শান্তি নাই তবে আমি মরিলেই ভাল।"

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম তুমি ক্ষান্ত হও।" অনুপরামের হস্তে ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আইল। অনুপরাম কিছু আপত্তি করিল না। তাহার মনে কেমন একটি অব্যক্ত চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিল "একি ঘটনা, ইহার কিছু ভাব বুঝিতে পারিলাম না।" এটি যে অরুন্ধতীর পরামর্শ, তাহা নিশ্চয় বুঝিল। কিন্তু এক্ষণে সে কোথায় আছে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে আমন্ত্রিত লোকেরা গৃহকর্ত্রীর ব্যামোহ শুনিয়া নিতান্ত ম্লান হইল। সকলেই আপন আপন ঘরে যাইবার উদ্যোগ পাইল, এমত সময় অরুন্ধতী আসিয়া গঞ্জালিসকে বলিল, "আমার এখন রোগ শান্তি হইয়াছে, সকলকে যত্ন করিয়া আহার করিতে বল।"

গঞ্জালিস হৃষ্ট মনে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একত্রে মহা আনন্দে আহারে বসিল। আহারান্তে বহুক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিয়া অবশেষে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সকলে বিদায় লইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। কেবল ফ্রান্সিস্কো, আনথনি, ভিক্রুস্ ও ক্লড বসিয়া রহিল। সকলে বিদায় হইলে গঞ্জালিস বলিল। "চল একবার আমাদিগের বন্দীদিগকে দেখিয়া আসি, তাহারা কি করিতেছে।" সকলেই কারাগারে যাইতে প্রস্তুত হইলে অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস আমি এক্ষণে আপন ঘরে চলিলাম।"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন, চলিবে কেন কারাগারে চল, বন্দীদিগের একটা বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক।"

অনুপরাম বলিল। "চল যাই। কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়াছে, কাল প্রাতে হইলেই ভাল হইত।"

গঞ্জালিস বলিল। "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" অনুপরাম গঞ্জালিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে অন্তর্গেডিজের দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। এক জন বৃদ্ধ দ্বারী ভিতরে অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে বসিয়াছিল, ইহাদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিকট হইতে গঞ্জালিস সকল দ্বারের চাবি লইয়া এক একটি এক এক জনকে বাঁটিয়া দিল। সকলে আপন আপন বন্দীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিল। বন্দীরা নিতান্ত ম্লান বদনে বসিয়াছিল, পাষণ্ডদিগকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল। দুর্ভাগা ইন্দুমতীর ঘরে গঞ্জালিস প্রবেশ করিলে ইন্দুমতী মাথাটি তুলিয়া দেখিল। অনুপরাম অনঙ্গদেবের ঘরে, ফ্রান্সিস্কো অরুন্ধতীর ঘরে, আনথনি বৈদ্যনাথের নিকট, ক্লড গোবিন্দের ও ভিক্রুস বরদাকণ্ঠের ঘরে প্রবেশ করিল। অনুপরাম বহুক্ষণের পর অনঙ্গপাল দেবকে এক লক্ষ মোহর দিতে স্বীকার করাইল। অনঙ্গপাল বলিল। "ভাল এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রভাবতীকে লইয়া যাই।"

অনুপরাম বলিল। "তা কি করে হইতে পারে, আমি তোমাদিগকে এখান হইতে যাইতে দিতে পারি না। তুমি এই খান হইতে পত্র লিখিয়া দাও, আমাদিগের লোক মোহর লইয়া ফিরিয়া আসিলে তুমি মুক্ত হইবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আর মোহর লইয়া তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া না দাও, তবে

ত আমার উভয় কুল নষ্ট হইবে। আমি ইহাতে কোন মতে সম্মত হইতে পারি না।

অনুপরাম বলিল। "ভাল, আর তুমি যদি আমাদিগের দেশ অতিক্রম করিয়া আর মোহর না দাও, তবে আমি তোমার কি করিব ?"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমি ধর্মত স্বীকার করিতেছি, ইহাতেই তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য।"

অনুপরাম বলিল। "তবে আমার কথায় তোমারও বিশ্বাস করা উচিত। আমি বলিতেছি, ধন পাইলেই তোমাকে ও তোমার কন্যা প্রভাবতীকে ছাড়িয়া দিব।"

অনঙ্গপাল বলিল। "দস্যুর কথায় বিশ্বাস কি ? যে অপর লোককে অকারণে বন্দী করিতে পারে, সে মনে করিলে আপনার পণ শতবার ভাঙ্গিতেও পারে।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! তোমার একান্ত অবিশ্বাস হয়, তবে যাইও না, আমিও ধন চাহি না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "নরাধম! কেন অকারণ আমাকে বন্দী করিয়াছ ? তুমি কি ভাবিতেছ না যে, পরকালে কি উত্তর দিবে ? তোমার যে কোন্ নরকে বাস হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

অনুপরাম হাসিয়া বলিল। "অনঙ্গপাল বৃদ্ধ হইয়া তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে, নতুবা এরূপ অনুপযুক্ত যথেচ্ছা বাক্য আমাকে প্রয়োগ করিতে না। আমি এক্ষণে তোমার প্রভু, তুমি আমার ক্রীতদাস, তোমার মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির হওয়া উচিত নহে। আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা কহা ভাল।"

অনঙ্গপাল বলিল। "পাপী চণ্ডাল। তোর এত বড় সাধ্য যে আমাকে ক্রীতদাস বলিস! জানিস না, আমি উৎকৃষ্ট সারস্বত ব্রাহ্মণ, আমার পাদস্পর্শে তোর অধিকার নাই। গুরুলোকের অবমাননায় সমুচিত দণ্ড পাইবে। দূর হ। আমার সম্মুখ ত্যাগ কর। তোর সঙ্গে বাক্যালাপে আমাকে পাপ স্পর্শ করে। আমি গৃহে প্রতিগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

অনুপরাম বলিল। "সেই ভাল, যখন গৃহে যাইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করিও, এখন বাপের সুপুত্র হইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত থাক।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম জাত্যভিমান নষ্ট করিও না। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণ, আমাকে অবমাননা করায় তোমার কি লাভ ?"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! আমি অগ্রে তোমায় কোন অপমান বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তুমি আপনি অত্যাচারে আমাকে উত্তেজিত করিতেছ। পরন্তু আমাকে ধন যদ্যপি না দিতে পার, তবে তোমাকে দাসের কর্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহাতে আর বিলম্ব করিও না। মত স্থির কর, নতুবা এক্ষণেই তোমাকে কারাগার হইতে লইয়া

আমার ঘরে যাইব। আর তোমার প্রভাবতী আমার দাসানা দাসী হইবে। ক্ষত্রিয়-বংশের এই নিয়ম, রণে পরাজিত শত্রুকে দাসত্বে নিয়োজন।"

অনঙ্গপাল বলিল। "ভাল আমার কন্যাকে ছাড়িয়া দাও, সে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ধন আনিয়া তোমাকে দিবে। আমি তত দিন তোমার নিকট বন্দী রহিলাম।"

অনুপরাম বলিল। "তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। তোমার মত হীনবল বৃদ্ধ লইয়া আমার কোন উপকার দর্শিবে না, তোমার কন্যা থাকিলে আমার যথেষ্ট সুখ সম্পাদন করিবে।"

অনঙ্গপাল এই কথা শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিল। কোপে তাহার বদন মসীবর্ণ হইল। নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল, কিন্তু কোপ প্রকাশে আপনার হানি জ্ঞানে মনের রোষ মনেই রহিল। ভাবিল, এখন কোন মতে পরিত্রাণ পাওয়াই উদ্দেশ্য কি করিয়া স্বকার্য সাধন হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। অত্যন্ত ধনপ্রিয়, এক কালে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার যদি তাহাই দেয়, তথাপি আপনাদিগের উদ্ধারের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান রহিল। কি জানি, যদি পাপেরা অর্থ পাইয়া আবার অধিক অর্থ লোভে ছাড়িয়া না দেয়, তবেই ত ধন নষ্ট ও আত্মরক্ষা দুর্লভ। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া নিতান্ত নিরাশ হইল। অনাহারে শরীর হীনবল হইয়াছিল, আবার ভাবী আহারাভাব-চিন্তায় দ্বিগুণ ক্ষীণ করিল। অনঙ্গপাল অবসন্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। মধুসূদন নাম চিন্তা করিয়া আপনাকে তাঁহায় অর্পণ করিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, "প্রাণ যায় যাক, তথাপি জাতি ত্যাগ কোন মতেই হইবে না। ফিরিঙ্গিদত্ত অন্ন বা জল গ্রহণ করা হইতে পারে না।" কিন্তু প্রভাবতীর চিন্তায় অনঙ্গপাল জীর্ণ হইল। সে নব্যা বালা, কি করিয়া এ দুঃসহ অনাহার যন্ত্রণা সহ্য করিবে। আবার এ পাপদিগের তাড়নে কিরূপ ব্যবহার করিবে। অনঙ্গপালের চিন্তা অত্যন্ত হইল। সন্তানের প্রাণের জন্য, ধর্মের জন্য পিতার যতদূর ভাবনা হয়, তাহার অধিক অনঙ্গপালের হইল। অনঙ্গপালকে সংসারে বদ্ধ করিবার একমাত্র গ্রন্থি প্রভাবতী। অনঙ্গপাল নিতান্ত কাতর হইলেন, কিন্তু পাষাণহৃদয় অনুপরাম তাহা দেখিয়াও লক্ষ্য করিল না। মনে মনে তাহার আনন্দ হইতে লাগিল, ভাবিল, "এইবার এ নরাধম অবশ্য ধনলোভ ত্যাগ করিবে, আরও অধিক পণে আপনাদিগের স্বাধীনতা ক্রয় করিবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম! আমার পত্র লিখিবার পাত্র নাই। আমার ঘরে এমত কেহ নাই যে, আমার পত্র পাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমাকে ধন পাঠায়। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার সঙ্গে চাতুরী করিব না।" অনঙ্গপাল অষ্টিবতে ভর দিয়া গললগ্ন-কৃতবাস হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। "অনুপরাম ধর্মার্থে দয়া করিয়া আমাদিগকে মুক্ত কর, আমরা ঘরে পৌঁছিয়াই তোমাকে ধন পাঠাইয়া দিব।"

অনুপরাম বলিল। "সেটি কোন মতেই হইবে না কেন আমাকে ত্যক্ত কর। পিশাচ! তোমার উপযুক্ত না হইলে তুমি সরল হইবে না। এখনও তোমার ধনে এত যত্ন।"

অনঙ্গপাল ভাবিল। "কি বিপদ! এ পাপকে আমি যেন পত্র দিলাম। কিন্তু পত্রের উত্তর আসিতে ন্যূনসংখ্যা দুই দিন লাগিবে। আমি দুই দিন বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া কি রূপে প্রাণধারণ করি। আমারও যদি সম্ভব, প্রভাবতীর ত একান্তই অসাধ্য হইবে। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে অবশেষে এই লিখিয়াছিলে! আমা অপেক্ষা বন্যজন্তুরাও সুখী।" অনঙ্গপাল কতই চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মাঝে অনুপরাম অনঙ্গপালকে চিন্তায় মগ্ন দেখিলে আপনার হস্তস্থ যষ্টির অগ্রভাগ দিয়া জাগ্রত করিতেছিল। ক্রমে অঙ্গ স্পর্শে অনঙ্গপালের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে অনুপরামের দৌরাত্ম্য অসহ্য হওয়ায় অনঙ্গপাল চিন্তিল, কি করা যায়, এ দুষ্টের জ্বালায় ত স্থির হওয়া দুর্লভ, আর এ কারাগার হইতে অব্যাহতি পাওয়াও একান্ত অসম্ভব। বহুক্ষণ ব্যর্থ বচসায় অনুপরামেরও ক্রোধ জন্মিল। ক্রমে দুই একবার কথায় কথায় অনুপরাম আপনার যষ্টির দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ কালে দুই এক ঘা প্রহারণ করিতে লাগিল। অনঙ্গপাল দেবের লোমকূপে কূপে ক্রোধাগ্নি জ্বলিতে লাগিল; কিন্তু কি করে, প্রভাবতীর কুশলাকাঙ্ক্ষায় সকলি সহিতে হইল। অনুপরাম আপন উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে বিরক্ত হইয়া অনঙ্গপালের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। অপরিমিত অপমান ও পীড়নে অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম আর আমি তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারি না। আইস, তোমাকে শরগুনার উগ্রসেনের নামে পত্র লিখিয়া দি।"

অনুপরাম বলিল। "লিখ, তবে কাগজ ও লেখনী আনি।"

অনঙ্গপাল বলিল। "যাও শীঘ্র আন।"

অনুপরাম কারাগার হইতে বাহিরে গেল।

এদিকে ভিক্রুস বরদাকণ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বলিল "কি এত রাত্রে যে আবার জ্বালাতে এলে? রাত্রিটায় নিদ্রা যেতে দাও, আবার প্রাতে যে রূপ নিত্য নীতি আছে, তাহা করিও।"

ভিক্রুস বলিল। "আমরণ! বন্দীর আবার সুখ কি? বন্দী তাহার প্রভুর সুখ সম্পাদন করিবে। আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, একটু বিশ্রাম করি" বলিয়া ভিক্রুস্ বরদাকণ্ঠের সম্মুখে বসিল। আপনার পাদদ্বয় অগ্রসর করিয়া বরদাকে বলিল, "আমার পদ সেবা কর।" বরদা ভিক্রুসের কথায় কোন উত্তর করিল না। কোপে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।

ভিক্রুস্ বলিল। "কিহে বাপু! আমার কথাটা কি গ্রাহ্য হইল না?" হস্তস্থ আপনার বেত্রের দ্বারা বরদাকে একটি আঘাত করিল। বরদার শরীরে বেত্র স্পর্শমাত্র সে অঙ্গের

চর্ম্ম ছিড়িয়া গেল। বরদা অমনি উত্তেজিত সিংহের ন্যায়, অগ্নিকণা স্পর্শে বারুদপুঞ্জের ন্যায় ধপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একেবারে এক লম্ফে ভিক্রুসের স্কন্ধ ধারণ করিয়া ভীষণ প্রস্তরাপেক্ষা কঠিন মুষ্টি ভিক্রুসের পৃষ্ঠে মারিল। ভিক্রুস প্রহারবলে পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইল, আর একটি অব্যক্ত নাতিভীষণ নাতিকরুণ শব্দ করিল। মুষ্ট্যাঘাত পরে বরদাকণ্ঠ বলিল। "কেমন সেবা হইয়াছে, না আরও আবশ্যক ?"

ভিক্রুস বলিল। "নরাধম! তোর এতদূর সাহস, যে তোর প্রভুর উপরে হাত চালাস ?" ভিক্রুস বেত লইয়া আবার বরদাকণ্ঠের উপর চালাইল। বরদাকণ্ঠ দক্ষিণ হস্ত বিস্তারিয়া সে বেত্রটি ধরিল ও অমনি বলপূর্ব্বক ভিক্রুসের হস্ত হইতে লইয়া তাহার দ্বারা অসহ্য বলে ভিক্রুসের পৃষ্ঠে এক আঘাত করিল। ভিক্রুস প্রহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু ক্রোধে তখন সেটিও তত অধিক বোধ হইল না। দাঁড়াইয়া দ্রুত বরদাকণ্ঠের গলদেশ ধরিল। বরদা ভিক্রুস অপেক্ষা অধিক বলবান্ ছিল, ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ধরিল। ভূমিসাৎ করিল। ভূমিসাৎ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিল। ভীম মুষ্ট্যাঘাতে তাহার মুখ আরক্ত করিল। পরে আপনার উত্তরীয় দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহার পা ধরিয়া টানিয়া গৃহের অপর দিকে লইয়া ফেলিল। অমনি দ্রুত পদে দ্বারাভিমুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে শৃঙ্খলা দিয়া কুঞ্জী বন্ধ করিল। বাহিরে আসিয়া একবার চতুর্দিক দেখিল। কেহ নাই, দেখিয়া বরাবর ফাটকের দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিল, ফটকে এক জন বৃদ্ধ দ্বারবান্ বসিয়া আছে। তাহার নিকট পার হওনের চিন্তা মুহূর্ত্তমাত্র হইল না। দ্বারের কুঞ্জীটি লইয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ফাটক পার হইল। বৃদ্ধ কুঞ্জীটী লইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বরদাকণ্ঠ ফিরিয়াও দেখিল না।

গঞ্জালিস ইন্দুমতীর ঘরে প্রবেশ করিলে ইন্দুমতী বলিলেন। "আবার রাত্রে দগ্ধ করিতে কেন আসিলে ? আমাকে নিষ্কণ্টকে মরিতে দাও।"

গঞ্জালিস বলিল। "ইন্দুমতি! তুমি এমত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমার জীবন থাকিতে তুমি কষ্ট পাইবে না। তুমি আমার অন্তরের অস্থি, শরীরের শোণিত।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "আমি তোমার যাহা হই, আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না। আমার আর বাক্‌শক্তি নাই। আমার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছে।"

গঞ্জালিস ব্যস্ত হইয়া বলিল। "আমি জল আনিয়া দিব ?"

ইন্দুমতী হাসিয়া বলিলেন। "তোমার মত কথা তুমি বলিলে. তাহায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমার জলে প্রয়োজন নাই। তোমাদিগের এখানে জলস্পর্শ করা হইবে না।"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন আমরা কি এত অপকৃষ্ট, যে আমরা জল স্পর্শ করিলে তাহা দূষিত হয় ?"

ইন্দুমতী বলিলেন। "আমি যদি কখন মুক্ত হই।"—

গঙ্গালিস বলিল। "তুমি বদ্ধ কিসে? তুমি এইক্ষণেই মুক্ত হইলে, চল আমার ঘরে চল। আমার প্রধান গৃহিণী হইবে।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "আর কেন মৃত শরীরে আঘাত কর।"

গঙ্গালিস বলিল। "আমি অজ্ঞানেও তোমাকে আঘাত করিতে পারি না। তুমি আমার সর্ব্বে সর্ব্বস্ব।" গঙ্গালিস মদ্যপানে চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিল। ইন্দুমতীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে একদৃষ্টে সেই মুখপদ্ম দেখিয়া এককালে মোহিত হইল, আশংসা (১) উত্তেজিত হইল। সুন্দরী দুঃখে ম্লান হইলে আরও চমৎকার শোভা ধারণ করে। ইন্দুমতীর ললিত লাবণ্য দুঃখে আরও কোমল হইয়াছে। চক্ষে কেমন একটি অনির্ব্বচনীয় প্রেমগর্ব্ভ ভাব দেখা দিল। ঈষদ বক্রদৃষ্টি যেন দেবতার মনোহারী। ইন্দুমতী যদিচ আধিতে (২) এককালে অবসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট চৈতন্য ছিল। বক্রদৃষ্টিতে দিব্য লক্ষ্য করিলেন, যে গঙ্গালিসের গতিক বড় ভাল নয়। কিন্তু কি করেন, মনে মনে হিমাদ্রিসুতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পার্ব্বতী তাঁহার মনে যেন উদিত হইলেন। আর সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা মূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। যেন ইন্দুমতীকে ক্রোড়ে করিয়া অভয়দান করিলেন। পূর্ণযৌবনা ইন্দুমতী মনে মনে ইষ্টদেবীব আরাধনাবসানে যেন সুস্থ হইলেন। গঙ্গালিস ক্রমে মদমদে মত্ত হইয়া অন্ধ হইল। অনুগ্রহ লাভ বিশ্বাসে ইন্দুমতীর মন প্রফুল্লিত হইয়াছে, দেখিয়া অন্যভাব বুঝিল। ক্রমে নিকটস্থ হইয়া বসিল। ইন্দুমতী গঙ্গালিসকে নিকটে বসিতে দেখিয়া সিহরিলেন। বসিয়াছিলেন গাত্রোত্থান করিলেন। গঙ্গালিস ইন্দুমতীকে উঠিতে দেখিয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাঁহার বস্ত্র ধরিতে উপক্রম করিলেই, ইন্দুমতী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, আর এমত কঠিন দৃষ্টে গঙ্গালিসের প্রতি ঘৃণা দৃষ্টিপাত করিলেন যে, গঙ্গালিস ভীত হইয়া অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইল! ইন্দুমতী গৃহের কোণান্তরে যাইয়া বসিলেন।

গঙ্গালিস টলিতে টলিতে উঠিয়া বলিল। "ইন্দুমতি! আমার জীবনের অবলম্বন! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। আমি একান্ত তোমার প্রেমের বশবর্ত্তী।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "দেখিতেছি, তুমি অচেতন হইয়াছ, কেন এরূপ অসংস্কৃত বাক্যে আমার কর্ণ দূষিত করিতেছ। যাও আমার এ নির্জন আবাস হইতে স্থানান্তরে যাও। হা বিধাত! আমি কি কারাবদ্ধ হইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না? আমার কি ইহাতেও অব্যাহতি নাই?"

গঙ্গালিস বলিল। "ইন্দুমতি! আমি তোমার একান্ত ক্রীত দাস, আমাকে রক্ষা কর। আমি নিতান্ত তোমারই সেবাইত।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "মূঢ়! অকারণ কেন আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে কষ্ট দাও। তোমার কি চেতনা নাই?"

(১) তীব্রইচ্ছা। (২) মানসিক কষ্ট।

গঙ্গালিস বলিল। "আমার বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে, আমি আর চক্ষে কিছুই দেখিতেছি না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাল দেখিতে পাই। আমার মনে তোমার প্রতিমূর্ত্তি চিহ্নিত হইয়াছে।" গঙ্গালিস অচেতন হইয়া আপন আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, ইন্দুমতীর দিকে হস্ত বিস্তারিয়া টলিতে টলিতে চলিল। ইন্দুমতী নিকট সঙ্কট বুঝিয়া একবার একপল মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অমনি সেই অসহায়ের একমাত্র চিরসহায় জগদ্ধাত্রী যেন তাঁহার জ্ঞানচক্ষে দেখা দিলেন। ইন্দুমতী অমনি চাহিয়া গঙ্গালিসের দিকে দেখিলেন ও আপনার সুললিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া বলিলেন। "যথেষ্ট হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না। ঐ খানেই থাক। গঙ্গালিস ইন্দুমতীর ভঙ্গী দেখিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু পর ক্ষণেই আবার কি মনে উদয় হইল, সাহস করিয়া আবার অগ্রসর হইল। ইন্দুমতী একান্ত তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিলেন। "নরাধম! যদি আর এক পদ অগ্রসর হও, তবে এই দেখ" বলিয়া আপনার কটি বস্ত্র হইতে একখানি কৃপাণ বাহির করিলেন ও বলিলেন; "একই আঘাতে তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব ও আমিও মরিব।" ইন্দুমতীর বাক্য সাঙ্গ হইতে না হইতে কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল, অমনি ফ্রান্সিস্কো ও ক্রুড দ্রুত প্রবেশ করিয়া উভয়েই এককালে গৃহের চতুর্দ্দিকে ব্যস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "কৈ এখানেও ত—" ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ঐ যে, ওঁর ও এই দশা দেখিতে পাই। এ স্ত্রীটা যে ইহাঁকেও বশীভূত করিয়াছে। গঙ্গালিস যে একটা স্ত্রীর অস্ত্রে চোরের মত ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর খেলায় প্রয়োজন নাই, এস, সমূহ বিপদ উপস্থিত।" একটা তোপের শব্দ হইল। অমনি গঙ্গালিস ও ইন্দুমতী সিহরিল। গঙ্গালিস ইহাদিগের সহসা কারাগারে আগমন ও সমূহ বিপদ শ্রবণ, আর তোপের ধ্বনিতে এককালে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। তায় আবার অধিক মদ্যপানে বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়াছিল, ইহাদিগের কথার কোন উত্তর করিল না, কেবল এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। দাঁড়াইয়া আর দেখিতেছ কি? বৈদ্যনাথের লোক জন সব গেডিজ আক্রমণ করিয়াছে। বৈদ্যনাথের পুত্র বরদা পলায়ন করিয়াছে। সে ভিক্রুসকে অতীব প্রহারে হীনবল করিয়া তাহার হস্ত পদাদি মুখ বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা গোলমাল ও প্রহারের শব্দ পাইয়া সে ঘরে আসিয়া দেখি যে শব্দমাত্রটি নাই, বাহিরে কুঞ্জী দেওয়া। দ্বারবানের নিকট হইতে কুঞ্জী লইয়া দ্বার খুলিয়া দেখায় ভিক্রুসের যৎপরোনাস্তি দুর্দশা দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, বরদাকণ্ঠ পলাইয়াছে। অনুপরাম অনঙ্গপালের পত্র লিখিবার জন্য কাগজ আনিতে গিয়াছিল। আর ফিরিল না। পথে কাতরে চীৎকার করিতেছে। কে তাহাকে তীরে বিদ্ধ করিয়াছে। আমরা সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া দ্বারের নিকট যাইয়া দেখি যে, দ্বারের সম্মুখে বহুল সৈন্যদল, আর নিজ দ্বারের উপর ছটা তোপ সাজান। সেনারা তোপে বারুদ গোলা দিতেছে। আমাদিগকে

দেখিয়া অগ্রসর হইলে আমরা দ্রুত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এখন দ্বারের উপর তোপের গোলা মারিতেছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "চল আর এখানে প্রয়োজন নাই, বাহিরে পরামর্শ করা যাগ। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়ে! আমাকে মনে রাখিও।" গঞ্জালিস, ফ্রন্সিস্কো ও ক্লডের সহিত বাহিরে আসিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া গঞ্জালিস বলিল, "এক উপায় আছে, প্রধান মুরচা হইতে বড় ঘণ্টাটা বাজাও, আর অগ্নি জ্বালিয়া দাও। খড়কি দিয়া কাহাকে পাঠাও, আমাদিগের সেনাসমূহ একত্র করে, বাহির হইতে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই ভাল। গেডিজের উপর বহুক্ষণ তোপ চালাইলে আমরা পরাজিত হইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি সোয়ারিসকে পাঠাইয়াছি ও মুরচায় অগ্নিও জ্বালিয়াছি। একবার উপরে চল ইহাদিগের সেনাদল দেখিতে পাইব।"

গঞ্জালিস বলিল। "তাই চল।" ফ্রান্সিস্কো, গঞ্জালিস আর ক্লড উপরে যাইয়া গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টিপাত করাতে গেডিজের চতুর্দিক সেনা সমূচয়ে পূর্ণ দেখিল।

গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! এত বড় সহজ বাহিনী নহে, এত সেনা ত বৈদ্যনাথের নহে। সে এত সেনা কোথায় পাইল। আর এ সকল তোপ কাহার? এ কোন ক্রমে বৈদ্যনাথের নহে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কিন্তু ঐ দেখ বর্মাবৃত পুরুষের সম্মুখে বরদাকণ্ঠ দাঁড়াইয়া আছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "বোধ হয় এ আর কাহারও সেনা। ঐ বর্মাবৃত লোকটিকে আমি আর কোথাও দেখিয়াছি, বোধ হয় গত রাত্রে রায়গড়ে ইহার বর্মের মত বর্ম ও এইরূপ গঠন। আমার তূরীটি একবার দাও, আমি সেনা সংগ্রহ করি ও বুঝি এ লোক সব কাহার?" ফ্রান্সিস্কো দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। তাহার পরেই আনথনি আসিয়া বলিল। "এ সব কি ব্যাপার?"

গঞ্জালিস বলিল। "দেখ আমাদিগের প্রহরীরা কি শিথিল, এত সেনা আইল, কেহই লক্ষ্য করিল না। আর এত রাত্রেই বা সিংহদ্বার কি জন্য খোলা ছিল।"

আনথনি বলিল। "অনুপরামকে তীরে আঘাত করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পদটি এককালে নষ্ট হইল। মার্টিন ও ডাকষ্টায় তাহাকে খড়কি দিয়া তুলিয়া আনিয়াছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম কোথায়?"

আনথনি বলিল। "কেন সে নীচের ঘরে বসিয়াছে।" ফ্রান্সিস্কো তূরী আনিল। গঞ্জালিস তাহার হস্ত হইতে তূরী লইয়া ভীষণবলে তূরীধ্বনি করিল। তূরী নিনাদ দূরের বন হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। দূরের গ্রামের ভিতর হইতে অন্যান্য তূরীর শব্দ উত্তরিল। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে "যাইতেছি" বলিয়া উত্তর দিল। গঞ্জালিসের তূরী নিনাদ দিঙ্মণ্ডল হইতে অপসৃত হইতে না হইতে বর্মাবৃত পুরুষ আপন তূরী লইয়া বাজাইলেন। সে ভীম শত্রুবিজয়ী শব্দে গঞ্জালিস শিহরিল; তূরী নিনাদে গগনমণ্ডল কম্পিত হইল। সে তূরী

নিনাদ শেষ হইতে না হইতে স্বর্ণকুমার স্বতূরী বাজাইলেন। মালিকরাজও আপন তূরী ধ্বনি করিলেন। ক্রমে একে একে সকলেই আপন আপন তূরী ধ্বনি করিল, তূরী নিনাদে ভূমণ্ডল পূরিল। অসহ্য শব্দে কর্ণ কুহর জীর্ণ হইল। গঞ্জালিসের মর্মভেদ করিল। গঞ্জালিস তূরী শব্দে বুঝিল যে, এ রায়গড়ের সেনাসমূহ। গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! নীচে চল।" সকলে উপর হইতে নীচে দ্রুতপদে আসিলে সম্মুখে অনুপরামকে দেখিল। দেখিবামাত্র ফ্রান্সিস্কো বলিল। "অনুপরাম তোমার অরুন্ধতী এই খানে বন্দী আছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "কে? অনুপরামের প্রকৃত ভগ্নী?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "হাঁ তাঁহার প্রকৃত ভগ্নী অরুন্ধতী।"

অনুপরাম বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! একবার তাহাকে আমার নিকট আন, আমি দেখি সেই প্রকৃত অরুন্ধতী কি না?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি এখনি তাহাকে আনিতেছি।" ফ্রান্সিস্কো চলিয়া গেল।

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস! তখনত তুমি আমার উপর রুষ্ট হইয়াছিলে। এখন এ যদি প্রকৃত অরুন্ধতী হয়ত তোমার ও কুলটা দুষ্টা স্ত্রীর কি হইবে? তাহার চাতুরী অসীম।"

গঞ্জালিস বলিল। "এ যদি তোমার প্রকৃত ভগ্নী হয়, তবেত আমার অত দুষ্টাসঙ্গে একত্রে বাস অসম্ভব। আমি এইক্ষণেই সেটাকে ত্যাগ করিব। নষ্ট স্ত্রীর কি কুটিল বুদ্ধি।"

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস ইহাতে কোন ভয়ানক মন্ত্রণা আছে। নতুবা এত চাতুরী কেবল স্ত্রীলোকের সম্ভব নহে।" ফ্রান্সিস্কো অরুন্ধতীকে অগ্রে লইয়া আসিল। অরুন্ধতী সরল মুণ্ডে সাহঙ্কারে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে। নিকটে অনুপরামকে ক্ষতপদ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পরিত্রাণে নিরাশ হইয়া বলিল, "কিগো! আবার কি মনে করিয়া আমায় ডাকিয়াছ? আবও কিছু মন্ত্রণা আছে? একজনকে কতবার কত স্থানে বন্দী দিবে? তোমার গঞ্জালিসের সঙ্গে একবার ত বিবাহ হইল, এখন আর কার সঙ্গে থাকিতে বল? আহা! এমন দয়ালু ভ্রাতা আর কোথায় পাইব!" অনুপরাম অরুন্ধতীর অস্বাভাবিক সাহস ও সাহঙ্কার বচনে কিছু লজ্জিত হইল। কোন উত্তর করিতে পারিল না। হেঁট মুণ্ডে বসিয়া রহিল।

গঞ্জালিস বলিল। "তোমার নাম কি? তুমিই কি আমাদিগের আত্মীয় অনুপরামের ভগ্নী?"

অরুন্ধতী বলিল। "হাঁ আমিই অনুরামের ভগ্নী, তোমার প্রদত্তা স্ত্রী। আমাকে তোমরা কি জন্য কারাবদ্ধ করিয়াছ ও কি কারণেই আবার এখানে আনিলে?"

গঞ্জালিস বলিল। "আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছে ও যে অরুন্ধতী নাম ধরিয়া আমার ঘরের গৃহিণী হইয়াছে, সে কে?"

অরুন্ধতী বলিল। "সে যে হউক, তাহাকে এক্ষণে তুমি ত্যাগ করিতে পার না। সে এক্ষণে তোমার ধর্মপত্নী; আর এক পত্নী সত্ত্বে পত্ন্যন্তর গ্রহণ তোমাদিগের শাস্ত্রে নিষেধ।"

অনুপরাম অরুন্ধতীর দিকে দৃষ্টি করিতে সাহস করিল না। অপর দিকে চাহিয়া বলিল, "দুষ্টা! তুমি আমার কথা অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছ? এখন তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। ফ্রান্সিস্কো! অরুন্ধতীকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমি ইহাকে লইয়া সম্ভোগ কর।"

অরুন্ধতী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল। "নরাধম নির্লজ্জ পামর! তোর তিলমাত্রও চৈতন্য হইল না যে, তোর ভগ্নীকে সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় যাহাকে তাহাকে অর্পণ করিস। যক্ষরাজ পুত্রের এরূপ দুর্বুদ্ধি হইবে, ইহা আমার স্বপ্নেও ছিল না! ধূর্ত আপনার ভগ্নীর সঙ্গেও শঠতা কর। গঞ্জালিস তুমি জান না? এ চণ্ডাল আমাকে কি বলিয়া এদেশে আনে ও আমার অমতে তোমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি এ পাপাত্মার চাতুরীতে মুগ্ধ হইও না। আমার সঙ্গী দুইজনা কোথায়? আমি দেখিতে চাহি। আমাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি দাও।"

গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো এক্ষণে এরূপ অকারণ বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। তুমি খড়কি দিয়া বাহিরে যাও। সৈন্য সামন্ত লইয়া আগত শত্রুদলের সহিত বাহির হইতে যুদ্ধ কর। আমার অন্তর্গেডিজে এক্ষণে প্রায় চারি পাঁচ শত যোদ্ধা আছে। ইহারা অন্তর্গেডিজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কয় জন বন্দীকে এক ঘরে রাখিলে ভাল হয়? উহারা যে সকল ঘরে আছে, তাহা হইতে গেডিজ রক্ষার সুবিধা।"

গঞ্জালিস বলিল। "সকলকে এক ঘরে রাখাত বড় সদ্‌যুক্তি নহে। আমি ইহাদিগের বন্দোবস্ত করিব। তুমি বাহিরের উপায় দেখ।" ফ্রান্সিস্কো চলিয়া গেল। গঞ্জালিস দ্রুত উপরের গবাক্ষ সকলে লোক নিয়োজন করিয়া দিল। তাহারা গবাক্ষ দিয়া বন্দুক ও শর নিক্ষেপ করায় ক্ষণেকের জন্য আক্রমী সেনারা হটিয়া গেল।

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম! এখন তোমার ভগ্নীকে কি করিতে চাহ? এত আমাদিগের বন্দী হইয়াছে। যদি মুক্ত করিতে ইচ্ছা কর ত, তৎপরিবর্তে তোমাকে কিছু ক্ষতি পূরণার্থ দিতে হইবে।"

অনুপরাম বলিল। "আমার ভগ্নীকে বন্দী কে করিল? সেত বন্দী নহে। এরূপ বিষয় হইলে হয়ত কাল প্রাতে তোমার কোন নূতন লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়া বলিবে, তুমি আমার বন্দী।"

গঞ্জালিস বলিল। "যে কেহ তোমায় ধরিতে পারিবে তুমি তাহার বন্দী। ইহাতে কোন গোল নাই। তুমি রায়গড়ের যে একজন বন্দী চাহিয়াছিলে, তাহার পরিবর্তে অরুন্ধতী মোচন পাইল। এই আমাদিগের নিয়ম ও ধর্ম। ইহাতে সন্তুষ্ট হও ভাল,

নতুবা অরুন্ধতী আমাদিগের বন্দী রহিল।" অনুপরাম ভাবিল, অরুন্ধতী বন্দী থাকিলে আমার কি ক্ষতি? "বলিল তবে তাই থাকুক, আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই।"

গঙ্গালিস বলিল। "কিন্তু তুমি রায়গড়ের কোন বন্দী পাইবে না, আমাকে তোমার ভগ্নী দাও নাই, অতএব আমাদিগের সকল প্রতিজ্ঞা কাটিয়া গেল।"

অনুপরাম বলিল। "নরাধম শঠ আত্মবিচ্ছেদ স্বীকার করিয়াও স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ?"

গঙ্গালিস বলিল। "কেন তুমিইত সে পথ দেখাইয়াছ [illegible]মার আপনার ভগ্নীকে পণ দিতে প্রস্তুত ছিলে। এক্ষণে অরুন্ধতী চল, তুমি আমার বন্দী হইয়াছ, সেবাদাসী পদে, নিযুক্ত হইলে।"

অরুন্ধতী বলিল। "কি! আমি কাহার সেবাদাসী হইলাম? যক্ষরাজ-কন্যা সামান্য হীনবল পরিপন্থীর (১) সেবাদাসী! গন্‌জালিস! তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ। তোমার ভ্রম হইয়াছে। এরূপ অসম্ভব বাক্য বলিও না। রাজকন্যা তোমার সেবাদাসী! গঙ্গালিস! আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলা ভাল। আমার বোধ হয়, অধিক মদ্যপানে তোমার বুদ্ধি জড় হইয়াছে। যাও এক্ষণে আপনার কর্মে যাও, সময়ান্তরে আসিয়া এ অসংলগ্ন কথার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"

মানিনী অরুন্ধতী সগর্বে এই কথা বলিয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিল। অনুপরাম ভূমে নিরাসনে পতিত ছিল, গঙ্গালিস্ দাঁড়াইয়া কিছু থতমত খাইয়া রহিল। অরুন্ধতীর সাহঙ্কার আচরণে গঙ্গালিস কিছু হীনসাহস হইল। মহদ্বংশের গরিমা ও মাহাত্ম্য চিরকাল প্রকাশ পায়। ভদ্রলোকের একটী বালক বহুবলযুক্ত যুবা বা প্রৌঢ় চাসাকে বাক্যে বশীভূত করে। আধোরণ (২) যত কেন খর্ব ও হীনবল হউক না, মদমত্ত বারণকে আজ্ঞাবহ করিয়া রাখে। ক্ষণকালের জন্য গঙ্গালিস যেন প্রকৃত স্বদেশের ডাকিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল। "অহঙ্কারিণী! বৃথা গর্বে কোন ফলোদয় হয় না। যক্ষপুরে তুমি আপন দাস দাসীকে ঐ সকল কথা কহিয়া ভয় দেখাইও। সনদ্বীপের অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গের দণ্ডস্বরূপ গঙ্গালিস ইহাতে কর্ণপাতও করে না। এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। আমার কারাগারবদ্ধ। এমত কাহার সাধ্য নাই যে, তোমাকে আমার অনুমতির বিপক্ষে এক পাত্র জল পর্যন্ত দেয়। আর এমত কোন রাজাই বঙ্গে নাই যে, গঙ্গালিসের নামে নমস্কার না করে। আমার সাহায্য লাভাশয়ে যশোরের দোর্দণ্ডবল প্রতাপাদিত্য আপন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যমুনা পরুইয়ে আসিয়াছে। যক্ষপুরের রাজা আমার বৃত্তিভোগী ও অন্যান্য আবসথিকের (৩) মধ্যে গণ্য! আমি যতক্ষণে তাহার প্রতি প্রীতিদৃষ্টি করিব, ততক্ষণে তাহার মনের ভার দূর হইবে। ঐ পড়িয়া আছে। অনুপরাম! বল তুমি আমাকে মূল অবলম্বন জ্ঞানে আমার আশ্রয় লইয়াছ কি না।"

অনুপরাম অপমান ও স্বার্থসাধন ভয়ে কোন কথাই কহিল না। অরুন্ধতী বলিল।

(১)। পথের ডাকাইত—রাহাজান। (২)। মাহুত। (৩)। গৃহসম্বন্ধীয় ভৃত্য।

"গঙ্গালিস! তোমার এ সকল গুণও মহত্ত্ব বুঝিতাম, যদি তুমি সামান্য চোর না হইতে। অদ্যই দিল্লীশ্বর মনে করিলে তোমাকে ধরাইয়া উপযুক্ত দণ্ড দিবেন। তোমার ও বড়াই জনান্তিকে বলিও, আমার আর কোন বিষয় অজ্ঞাত নাই। এক জমিদার বৈদ্যনাথের ভয়ে তোমার সমস্ত সেনানীরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে।"

গঙ্গালিস বলিল। "গর্বিণি! জাননা যে তোমার জাতি, ধর্ম ও প্রাণ আমার পদতলে আছে। আমি মনে করিলে তোমায় পেষিয়া ফেলিতে পারি। কেবল স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার অনুপরামের সহোদরা, আবার আমার বাগ্দত্তা স্ত্রী বলিয়া অনুগ্রহ করি। কিন্তু দেখিতেছি তুই সে অনুগ্রহের যোগ্য নস্।"

অরুন্ধতী বলিল। "আঃ কি বীরত্ব! রাত্রিযোগে বনে একজন অসহায় অবলা পাইয়া বলপূর্বক তাহাকে বন্দী করিয়াছ। এই ত তোমার বীরত্ব আর পুরুষত্ব! ইহার এত বড়াই! আহা কতই রাজ্য দখল করিলে, কতই রাজা মারিয়াছ, কতই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ যে, তাহার আবার বর্ণনা করিতেছ। রায়গড়ে ডাকাইতি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, এই ত তোমার জয় মালা। তাহার পর নিরস্ত্র হীনবল স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিবে, প্রাণে নষ্ট করিবে, তাহার এত আস্ফালন! ধন্য ধন্য! দেখ যেন তোমার বীরত্ব সংসারে প্রচার না হয়।"

গঙ্গালিস বলিল। "অনুপরাম; তোমার এ ভগ্নী উন্মত্তা হইয়াছে, যথেচ্ছা বলিতেছে।"

অনুপরাম বলিল। "গঙ্গালিস; ইহার উপযুক্ত দণ্ড দাও, ইহাকে তোমার ঘরে লইয়া যাও।"

অরুন্ধতী বলিল। "অরে নারকী নরাধম; তুই রাজবংশে কেন জন্মিয়াছিলি? তুই এত কাল পরে যক্ষরাজ-বংশে কলঙ্ক দিলি। চাষা লোকে কোন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের উপর দৌরাত্ম্য দেখিলে আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিয়া তাহাকে রক্ষা করে। তুই বীরবংশে জন্মিয়া আপনার ভগ্নীর এইরূপ অপমান দেখিতেছিস; আবার যাহাতে অপমান বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টায় আছিস। ধিক্; তোর রাজ্যে ধিক্; তোর মানে ধিক্; তোর এ শরীর ধারণে ধিক্; তোর প্রতি আমার দৃষ্টি করিতে ঘৃণা হইতেছে। আমি কদর্য ভেককে হাতে করিতে পারি, টীকটীকিকে বক্ষে রাখিতে পারি। গৃহগোধার পাপ নাই, সে নিরীহ, তাহার স্বজাতীয়ের অপমান সহ্য করে না। সে তাহার ভগ্নীকে বিক্রয় করে না। আমি শূকরকে ক্রোড়ে লইতে পারিব। সে তোর অপেক্ষা লক্ষগুণে বীর, প্রাণ পর্যন্ত দিয়া আপনার পরিবারকে রক্ষা করে। তুই মনুষ্যজাতির হেয়, কলঙ্ক, অপকৃষ্ট কীটাপেক্ষা অকর্মণ্য। তোর মুখ দর্শনে আমার ঘৃণা হয়। তোকে সহোদর বলিতে আমার লজ্জা হয়। তুই হীন জাতি ম্লেচ্ছ বিধর্মীদস্যুর আশ্রয় লয়েছিস। কেন আমার আশ্রয় লও না? আমি স্বয়ং অস্ত্র লইয়া তোকে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। তুমি সিংহাসনের যোগ্য নও। আমার সে ভ্রাতা তোমা অপেক্ষা —না না, তাহার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না। নরাধম!

গঞ্জালিস বলিল। "এ স্ত্রীটা যে অসহ্য হল। অরুন্ধতি! তোমার উপস্থিত মৃত্যু, যদি বাঁচিবে ত আমার সেবাদাসী হও।" গঞ্জালিস অরুন্ধতীর দিকে অগ্রসর হইল। অরুন্ধতী সদর্পে মস্তক উন্নত করিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। কপোলরাগ বৃদ্ধি পাইল। বামকটিদেশে বামহস্ত দিয়া বলিল। "অস্পর্শ দুর্ভাগা! দূর, আর অগ্রসর হস্‌নি যথাযোগ্য অন্তরে থাক।"

গঞ্জালিস কোন গ্রাহ্যই করিল না। অরুন্ধতীর নিকট আসিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া অরুন্ধতীর যেমন স্কন্ধ দেশ ধরিবে অমনি অরুন্ধতী একটী চীৎকার করিয়া আপন চৌকি পশ্চাৎভাগে ফেলিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। অন্য লোকে সকল মায়া কাটাইতে পারে, কিন্তু গোত্রমায়া কোন মতেই কাটাইতে পারে না। নরাধম অনুপরামকে সে মায়া বদ্ধ করিল। অনুপরাম এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল। গঞ্জালিস অরুন্ধতীর পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অরুন্ধতী উপায়ান্তর না পাইয়া দ্রুতপদে ঘরের কোণে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। গঞ্জালিস যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি অরুন্ধতী আপনার কটিদেশ হইতে একটী ছোট চন্দ্রহাস বাহির করিয়া। "ধর্ম সাক্ষী, আমি আপনার রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতেছি। বলিয়া ভীষণ বলে চন্দ্রহাস তুলিয়া গঞ্জালিসের দক্ষিণ হস্ত লক্ষ করিয়া মারিল। গঞ্জালিস নক্ষত্রবেগে আপনি সরিয়া গিয়া পুনর্বার অগ্রসর হইয়া চন্দ্রহাসটি অরুন্ধতীর হস্ত হইতে বল পূর্বক হরণ করিল। তাহারই অব্যবহিত পরে অরুন্ধতীর কণ্ঠদেশ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিল। "কেমন এখন তোমার অহঙ্কার কোথায়? তোমার চন্দ্রহাস কোথায়?" অরুন্ধতী কোন উত্তর করিল না। নৃশংস গঞ্জালিস অরুন্ধতীর কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাহার কেশ ধরিল ও কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। অনুপরাম চক্ষু মুদ্রিত করিল। অরুন্ধতী সহৃদয়ে অম্বিকাদেবীর স্মরণ করিতে লাগিল। এই বারই ধর্ম নষ্ট হইল, প্রাণও গেল, ইটী স্থির করিল। গঞ্জালিস চন্দ্রহাস লইয়া ভাবিল, ইহাকে ছেদ করি, কি আমার সেবার জন্য রাখি। তাহার বিবেচনা করিতে নিমেষমাত্রও পড়িল না। চন্দ্রহাস বলপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধরিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় স্থিরাগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় রোষে বিস্ফারিত হওয়ায় যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। তাহার নাসারন্ধ্রদ্বয় ফুলিয়া উঠিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় কুটিল হইল। অরুন্ধতী একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিল। অরুন্ধতী অশ্বত্থ দলের মত কাঁপিতে লাগিল। গঞ্জালিস রোষে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রহাস পড়িলেই অরুন্ধতীর শরীর স্পন্দ রহিত হইবে। চন্দ্রহাস নামিল। অমনি দ্বারের দিকে এককালে বিকট তোপের শব্দ হইল। গঞ্জালিস সিহরিল। অযত্নে চন্দ্রহাস নিক্ষেপ করিয়া অরুন্ধতীকে ছাড়িয়া দ্রুত দ্বারাভিমুখে যাত্রা করিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

"মার্গে চ দুর্গে বিনিবিষ্টসেনো বিধায় রক্ষা" বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ।

এদিকে বর্ম্মাবৃতপুরুষ অধিকাংশ সেনা দূরের ঝোপ ও আম বাগানে রাখিয়া অতি অল্প ধানুকী ও ছয় তোপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। স্থানে স্থানে ঝোপের ভিতর গাছের অন্তরালে কুটীর পার্শ্বে ধানুকী ও বল্লমী স্থাপিত হইল। তাহারা অতি গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত রহিল। অন্য কোন লোককে অন্তর্গেডিজের দ্বারাভিমুখে যাইতে দিবে না। বর্ম্মাবৃত পুরুষ স্বয়ং দুইটী তোপ নিজ দ্বারের সম্মুখে প্রায় কুড়ি হাত অন্তরে রাখিলেন। সূর্য্যকুমার অধিকাংশ সেনা লইয়া দূরে আমবাগানে রহিলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ দুইটী তোপ স্থাপন করিয়া আর দুইটী তোপ লইয়া গেডিজের অপর দিকে স্থাপন করিলেন। অন্তর্গেডিজটী অতি সুকঠিন দুর্ভেদ্য ক্ষুদ্র দুর্গ। ইহার পরিসর কিছু বড় অধিক নহে। ইহার চারি দিকে গভীর খাদ। খাদের উপর হইতেই অতি উচ্চ সুপ্রশস্ত ভিত। ভিত্তিপাব একসার ঘর, তাহার মাঝে মাঝে এক একটা প্রহরীর জন্য উচ্চ উচ্চ মুরচা। তাহার বহির্দিকে এক একটা অস্ত্র চালাইবার গবাক্ষ। মুরচার উপর উরপর্য্যন্ত কঠিন প্রাচীর, তাহার ছাদ নাই। যোদ্ধারা তথায় দাঁড়াইলে তাহাদিগের বক্ষ পর্য্যন্ত প্রাচীরে রক্ষা পায়। মুরচা গুলি প্রাচীর হইতে অগ্রসর হওয়ায় সম্মুখ ও উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিতেছে। মুরচার ভিতরে দাঁড়াইয়া যোদ্ধারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সম্মুখস্থ শত্রু সেনা নষ্ট হইবে, আর প্রাচীর আক্রমীরাও আঘাত পাইবে। দ্বারের নিকট একটী জঙ্গম (১) সেতু। তাহা উঠাইলেই দ্বারের অবরোধক কবাট হয়। সেতু পার হইলেই একটা অত্যন্ত প্রকাণ্ড মুরচা, তাহার পর একটী খাদ, সে খাদের উপরও আর একটী জঙ্গম সেতু। তাহার পর প্রকৃত গেডিজের ঘর। এই দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রগ্রীব ভূমী হইতে উঠিয়া বরাবর গেডিজেব অপেক্ষাও উচ্চ; ও উর্দ্ধে মুরচা দ্বয়ে পরিণত। প্রগীব দুইটি, তিন কোষ্ঠে বিভক্ত, প্রথম কোষ্ঠের গবাক্ষ দ্বার ভীম লৌহ শলাকায় রক্ষিত, গবাক্ষ দিয়া নিজ দ্বারের চলসেতুস্থ লোক সমুচ্চয়কে অস্ত্রে আঘাত করা যায়, দ্বিতীয় কোষ্ঠও তদ্রূপ। তৃতীয় কোষ্ঠের ছাদ নাই। তাহায়ও বক্ষ পর্য্যন্ত প্রাচীর। বর্ম্মাবৃত পুরুষ গেডিজের অপব দিকে তোপ নিয়োজন করিয়া যখন ফিরিয়া আসেন, সেই সময় অনুপরাম গেডিজ হইতে বহির্গত হইয়া কাগজ আনিতে যাইতেছিল। ঝোপের ভিতর হইতে একটী তীক্ষ্ণশর সন্ সন্ করিয়া আসিয়া অনুপরামের দক্ষিণ পদে লাগিল,

(১)। চল সেতু—দুর্গদ্বারের সম্মুখস্থ সেতু উঠাইয়া দিলে কবাট হয়।

অমনি অনুপরাম চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িল। পড়িয়াই শরের জ্বালায় দ্রুত উঠিয়া গেডিজের দ্বারে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই বরদাকণ্ঠ ভিক্রুসকে পরাভূত করিয়া গেডিজের বাহিরে গেল। বাহিরে যাইবামাত্র একজন ঝোপ হইতে শর সন্ধান যেমন করিবে, অমনি তাহার পার্শ্বস্থ ভজহরি তাহার হাত ধরিল। বলিল "দেখিতেছ না এ কে? এ যে আমাদিগের বরদাকণ্ঠ একজন বন্দী হইয়াছিল।" ভজহরি অগ্রসর হইয়া দ্রুত বরদাকণ্ঠের হাত ধরিয়া ঝোপের ভিতর আনিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি তাঁহার সহিত বরদার পরিচয় করিয়া দিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাকে অন্তর্গেডিজের ভিতরের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া তোপ যোজনা করিলেন। ফ্রান্সিস্কো ভিতর হইতে এই ব্যাপারটি দেখিয়া দ্রুত চল-সেতু তুলিয়া দ্বার বন্ধ করিল। অমনি তাহার উপর তোপের ভীম গোলা গিয়া লাগিল। কবাট অত্যন্ত কঠিন লৌহ নির্ম্মিত থাকায় দুই তিন গোলায় কিছুই হইল না।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "ভজহরি! এরূপ অনিয়মে তোপ ছোড়ায় কোন ফলোদয় হইবে না। একবার নসিরাম ও শঙ্করকে এখানে ডাক।" ভজহরি অন্তরে চলিয়া গেল। কিছু পরেই নসিরাম ও শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। বল্লভও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "দেখ নসিরাম! তুমি সূর্য্যকুমারের নিকট যাইয়া সহস্র ধানুকী ও পাঁচশত ঢালী পাঠাইতে বল। আর সাবল, খন্তা, মই সিঁড়ি প্রভৃতি দুর্গারোহণী যন্ত্র সকল আন।" নসীরাম দ্রুত আপন কর্ম্মে চলিয়া গেল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ উপস্থিত ধানুকীদিগকে দুর্গের প্রতোলী প্রাকারের প্রতি গবাক্ষ দ্বারে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তাহারা আপন আপন গুপ্ত স্থান হইতে নির্গত হইয়া দুই দুই জনে এক এক গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শর চালাইতে লাগিল। ঐ শর সকল সন্ সন্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। প্রতি শরই গবাক্ষ ভেদ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। এদিকে বর্ম্মাবৃত পুরুষ তোপ চালাইলেন। তোপের বিকট শব্দে গঞ্জালিস অরুন্ধতীকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গবাক্ষ সকলের নিকটস্থ যোদ্ধাদিগকে আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহারা কেহ শর, কেহ বন্দুক লইয়া গবাক্ষ দ্বার হইতে বিপক্ষ সেনা লক্ষ্য করিয়া চালাইতে লাগিল। গঞ্জালিস স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপে কত সেনা নষ্ট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এ গবাক্ষে, কিছুক্ষণ ও গবাক্ষে থাকিয়া প্রধান দ্বারের মুরচার উপর যাইয়া দাঁড়াইল ও তথাকার সেনাদিগকে বিপক্ষ সেনাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহারা গোলন্দাজ ও বর্ম্মাবৃতপুরুষ ও অন্যান্য ধানুকীর উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। আক্রমী সেনা অস্ত্রাঘাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অব্যর্থসন্ধান ফিরিঙ্গিরা কাহার বক্ষদেশ, কাহার চক্ষু, কাহার দক্ষিণ বাহু, কাহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া শর ও বন্দুক চালাইতেছে। গবাক্ষ দ্বার হইতে সূক্ষ্মাগ্র সম্ভূত ধূমরাশি নির্গত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে ভীষণ অগ্নি মূর্ত্তি যমদূত লৌহগুলি সকল

সন্ সন্ বেগে বর্মাবৃতপুরুষের সেনাকে আঘাত করিতে লাগিল। সে ভয়ানক লৌহ খণ্ড স্পর্শমাত্রে তাঁহার সেনারা পতিত হইতে লাগিল। দক্ষ ফিরিঙ্গিসেনা গবাক্ষ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই প্রাচীরান্তরালে লুক্কায়িত হইল। বর্মাবৃত পুরুষের সেনারা গবাক্ষ লক্ষ করিয়া অস্ত্র চালাইল বটে, কিন্তু তাহায় কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমান্বয়ে সেনাক্ষয় ও শত্রুর লোমও ক্ষতি হইতেছে না দেখিয়া বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "ধানুকীরা অন্তর হও। কেবল বন্দুকীরা প্রতি গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শত্রু নষ্ট কর।" ইত্যবসরে বর্মাবৃতপুরুষ তোপ লইয়া ঘন ঘন দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রতি তোপ ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তোপের ভীষণ গোলা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময়ান তোপের মুখ হইতে নির্গত হইয়া শূন্য মার্গে উঠিল। পরেই বজ্রবেগে লৌহ দ্বারে আসিয়া লাগিল। দ্বার অত্যন্ত কঠিন। গোলা দ্বারে লাগিয়াই কিছু হঠিয়া গেল। ভূমে পড়িল। এক গোলা ভূমে পড়িতে না পড়িতেই তোপ হইতে আবার এক গোলা শূন্যমার্গে উঠিল। সেটিও সেইরূপ বেগে দ্বারে আঘাত করিল। প্রতি গোলাঘাতে দ্বারদেশ কাঁপিয়া উঠিল। এদিকে নসীরাম বৈজয়ন্তী (১) ও সাবল প্রভৃতি যন্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলে ক্ষণেকের জন্য তোপ বন্ধ হইল। বৈজয়ন্তী দ্বারে লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে সাবলাঘাত করিতে লাগিল। প্রগ্রীবের সেনারা গুলি ছুড়িতে ক্রুটি করিল না। কেহ গুলি খাইয়া বৈজয়ন্তী হইতে টলিয়া ভূমে পড়িল। বহুক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টার পর দ্বারের পার্শ্বের ভিত্তিতে একটি গবাক্ষের মত ছিদ্র হইল। নসীরাম প্রভৃতি লোকেরা নামিয়া আসিলে সেই ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তোপ আরম্ভ হইতে লাগিল। ক্রমে ভিত্তি ভাঙ্গিতে লাগিল। ক্রমে আক্রমী সেনাদিগের সাহস উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহারা ভীম বলে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কষ্টের পর বহু সেনা ক্ষয় হইলে বর্মাবৃত পুরুষের সেনারা ভিত্তিতে একটি প্রকাণ্ড দ্বার করিল। কিন্তু চল সেতুর দ্বাব কিছুমাত্র নষ্ট হইল না।

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এখন এই পরিখার উপর দিয়া সেতু বাঁধ। ইত্যবসরে বন্দুকীরা লক্ষ্য করিয়া গবাক্ষস্থ লোকদিগকে এত ঘন ঘন গুলিতে আচ্ছন্ন কর, যে তাহারা কোন মতে আমাদিগের উপর শর বা গুলি চালাইতে অবকাশ না পায়। গবাক্ষ দ্বারে কোন মতে না আইসে।" আক্রমী সেনারা ক্রমান্বয়ে প্রতি গবাক্ষে বন্দুক মারিতে লাগিল। বন্দুকের ধূমে গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল। ভীষণ নিনাদে চারি দিক পূরিল। গবাক্ষস্থ সেনারা আর লক্ষ্য করিতে অবকাশ পাইল না। কি করে, একবার গবাক্ষে দাঁড়াইলে অমনি সন্ সন্ শব্দে গুলি আসিয়া হয়ত এককালে যমালয় পাঠায়। অর্বাচীন দুই এক সেনা অহঙ্কারে গবাক্ষে লক্ষ্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু অব্যর্থসন্ধান রায়গড়ের সেনার গুলিতে নিপাতিত হইল। গঞ্জালিস এরূপ অবস্থায় দুর্গ রক্ষা নিতান্ত

(১)। সিড়ি—বজ্র নির্মিত।

দুর্লভ স্থানে কতক গুলি সেনা লইয়া নবকৃত ভিত্তি দ্বার রক্ষাশয়ে চলিল; কিন্তু বর্মাবৃত পুরুষের সেনার গুলির সম্মুখীন হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। তাহারা ভিত্তির অন্তরালে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ গুলি বৃষ্টি করিলে বর্মাবৃতপুরুষ, নসীরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বীর পুরুষদিগকে লইয়া বাঁসের সেতু দিয়া দুর্গের প্রতোলী প্রাকার আক্রমণ করিল। অমনি ফিরিঙ্গি সেনারা অগ্রসর হইয়া তীর ও গুলি চালাইতে লাগিল। আক্রমী সেনারাও আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পরাঙ্‌মুখ হইল না। উভয়দলের সেনারা বন্দুকে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়েই হীনবল হইল। বর্মাবৃত পুরুষ তূরীর দ্বারা পশ্চাতস্থ সেনাদিগকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি নূতন সেনাপ্রবাহ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেতুর শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ ত্রিশ জন সেনা নষ্ট না হইলে এক যব ভূমি অধিকারে সমর্থ হইল না। এ রূপে বহু সেনা ক্ষয় স্বীকার করিয়াও অমিতসাহসী প্রায় একশত জন বর্মাবৃত পুরুষের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রু নিকটস্থ হইলে বাণ ও বন্দুক ত্যাগ করিয়া ফিরিঙ্গিরা অসি, বল্লম, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া ভীমবলে বর্মাবৃতপুরুষকে আক্রমণ করিল। নিযুদ্ধে বর্মাবৃতপুরুষ অত্যন্ত দক্ষ; খড়্গ চালনে তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভয়ানক খড়্গের ঝঞ্ঝনা মর্মভেদ করিতে লাগিল। নসীরাম পরশু লইয়া যাহাকে আঘাত করিল, সে আর পুনরায় চাহিল না, জীবন হীন হইয়া পড়িয়া গেল। সেতুর উপর যুদ্ধে আক্রমীদিগের অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগের অসম্ভব বিক্রম ও সমূহ সৈন্যে তাহায় অধিক ক্ষতি হইল না। এক এক যব করিয়া ক্রমে বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতক গুলি সম্মুখের যোদ্ধারা সেতু পার হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। অন্যান্য যোদ্ধার তরঙ্গে সেতুটী ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি প্রায় তেইশ জন সেনা এক কালে পরিখার গভীর জলে ডুবিয়া গেল। কেহ ডুবিয়া বলপূর্বক সন্তরণ দিয়া কূলে উঠিল। কেহ সন্তরণ দিয়া উঠিতে না উঠিতে গবাক্ষস্থ ফিরিঙ্গিসেনার শরে কালগ্রাসে কবলিত হইল। কেহ তীরে উঠিয়াও ফিরিঙ্গির অস্ত্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আবার জলে গিয়া অদৃশ্য হইল। সেতু ভঙ্গে সেনাবল জলে পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। বর্মাবৃত পুরুষ ভিত্তি মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোকাভাবে কিছু অস্থির হইলেন। ফিরিঙ্গিরা অন্ধকারে ছিল, তাহারা অবিরামে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। বর্মাবৃত পুরুষ আলোক আনিতে আদেশ করিতে অবকাশ পাইলেন না। নসীরাম অন্ধকারে যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞানে পশ্চাতে ফিরিয়া আলোক আনিতে বলিবে, দেখে সেতু ভাঙ্গিয়া গেছে। চীৎকার করিয়া পারের সেনাদিগকে আলোক আনিতে আদেশিল। সেনারা শীঘ্র দীর্ঘ দীর্ঘ উল্কা জ্বালিয়া অপর পারে দাঁড়াইল। কিন্তু যোদ্ধাদিগের নিকট আলোকাভাবে নসীরাম নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া জলে ঝাঁপ দিল। নসীরামকে জলে পড়িতে দেখিয়া অপর পারের সেনারা উল্কা লইয়া জলে লম্ফ দিয়া পড়িল। এক হাতে উল্কা উচ্চ করিয়া সন্তরণ দিয়া পারে উঠিতে চেষ্টা পাইল। গবাক্ষ-

দ্বারের ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন শর বর্ষণে তাহাদিগের অধিকাংশকে নষ্ট করিল। অতি অল্প সেনা উল্কা লইয়া ভিত্তির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আলোক দেখিয়া দ্বিগুণ বলে শত্রু আঘাত করিতে লাগিলেন। শত্রু ক্ষয়ে দক্ষ যোদ্ধারা বহুক্ষণ যুঝিয়া ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। নসীরাম ইতোমধ্যে নূতন বাঁশ লইয়া আবার সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল। প্রায় একদণ্ডের মধ্যে আবার সেতু প্রস্তুত হইলে রায়গড়ের সেনারা অবিশ্রামে পার হইয়া আসিতে লাগিল। সেনাস্রোতে ফিরিঙ্গিরা হটিয়া গেল। ইহাদিগের বেগ সহ্য করিতে না পারায় দ্রুত পলায়ন করিয়া দ্বিতীয় খাদ পার হইয়া জঙ্গম সেতু উঠাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। আক্রমী সেনারা প্রথম জঙ্গম দ্বার খুলিয়া দিলে এক কালে সকল সেনা প্রবেশ করিল। গবাক্ষস্থ ফিরিঙ্গি সেনারা পলায়ন করিয়া অন্তরের গবাক্ষ রক্ষায় নিযুক্ত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ এক দ্বার পার হইলেন। আবার তদ্রূপ দ্বিতীয় দ্বার ভেদ করিতে হইবে, দেখিয়া তোপ সব আনিতে আজ্ঞা দিলেন ও নসীরামকে সূর্যকুমারের নিকট পাঠাইলেন। বলিলেন, "সূর্যকুমারকে এই গড়ের চতুর্দিক ঘেরিতে বল।"

নসীরাম তোপ আনিয়া উপস্থিত করিল। বলিল, "আর সূর্যকুমারের এদিকে আসিবার উপায় নাই। ফিরিঙ্গি সেনারা গড়ের বাহির হইতে তাঁহার সেনার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছে।" বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে তুমি সূর্যকুমারের সাহায্যে যাও, আমি ইহাদিগকে পরাভব করিতেছি।" নসীরাম বর্মাবৃত পুরুষের আদেশানুসারে চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ দূরের ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, বাহিরেও ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। বর্মাবৃত পুরুষ আবার তোপ লইয়া একবার দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারের পার্শ্বের প্রাচীরে আঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিকট তোপ মারিবার পর এককালে ভিত্তিটি পড়িয়া গেল। অমনি বর্মাবৃত পুরুষ সেই ভেদ দিয়া পরশু হস্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য প্রধান প্রধান যোদ্ধারা দৌড়িয়া চলিল। ভিতরে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস প্রভৃতি কএক জন ভীম যোদ্ধার সম্মুখীন হইলেন। অমনি বর্মাবৃত পুরুষ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ভীমবলে তাহাদের উপর পরশু চালাইতে লাগিলেন, ভূমিতল রক্তস্রাবে কর্দমাবৃত হইল। ঘন ঘন অস্ত্রে অস্ত্রে লাগায় ঝঞ্ঝন শব্দে চতুর্দিক পূরিয়া উঠিল। গঞ্জালিস ভয়ানক বলে যুঝিতে লাগিল। তুমুল যুদ্ধে সকলেই মাতিয়াছে, সকলেই উন্মত্ত, ক্রমে একে একে সকল উল্কাধারী নষ্ট হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আর কিছুই দেখিতে পান না, কেবল অবিশ্রামে পরশু চালনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে শত্রুর আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করা দুর্ঘট হইল। অন্ধকারে সন্ধান বা লক্ষ্য সম্ভবে না। বর্মাবৃত পুরুষ বাম হস্তে আপনার কঠিন দীর্ঘ চর্মদ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন পূর্বক দক্ষিণ হস্তে পরশু লইয়া বেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে "রায়গড়ের সেনা আলোক আন, শীঘ্র যাও, ভয় পাইও না। দস্যু নষ্ট হইল, গেডিজ আমাদিগের" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপে অন্ধকারে অস্ত্রের

ধ্বনি ও প্রবল গোলযোগ হইতে লাগিল। অন্ধকারে দীর্ঘ অপ্রশস্ত পথমাঝে কেবল লোকের যন্ত্রণাচীৎকার ও বিকট মৃত্যুযন্ত্রণা শোনা গেল! বহুক্ষণের পর কতকগুলি লোক উল্কা লইয়া দূরে আসিতে লাগিল। ক্রমে বর্ম্মাবৃত পুরুষ সে অন্ধকার পথ পার হইয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ মাত্রে সকল বিপক্ষ ফিরিঙ্গি যোদ্ধারা পলায়ন করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ প্রাঙ্গণে কোন বিপক্ষ লোক না দেখিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। তাঁহার অনুসারকেরাও জয়ধ্বনি করিল। জয়ধ্বনিতে গেডিজের প্রতি প্রাচীর কাঁপিল। জয়ধ্বনির পর বর্ম্মাবৃত পুরুষ সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন। "তোমরা যে যাহা অভিরুচি, দ্রব্যাদি লও। কিন্তু আমাদিগের আত্মীয় বন্দীদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া প্রাঙ্গণে রাখ। আমি বন্দীর অন্বেষণে যাই।" ডাকিয়া বলিলেন। "বরদাকণ্ঠ কোথায়?" বরদাকণ্ঠ ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষের সম্মুখীন হইলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "চল আমাকে পথ দেখাও, আমি বন্দীদিগকে মুক্ত করি।"

বরদাকণ্ঠ অগ্রে চলিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহার পশ্চাতে চলিলেন। ক্রমে গেডিজের পশ্চিম পার্শ্বে যাইয়া দ্বারের সম্মুখ হইতে একটি অপ্রশস্ত গলির ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বরদা বলিল। "মহাশয় আমি এই ঘরে ছিলাম। এই খানেই ভিক্রুস ছিল। অপরের সমাচার আমি বলিতে পারি না।" বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহার পার্শ্বের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। দ্বারটিতে শৃঙ্খল দেওয়া রুদ্ধ করা। বাহিরে তালক দেওয়া। কুঞ্জী না থাকায় তালক খুলিতে পারিলেন না। আপনার পরশু দিয়া অতি বেগে তালকে আঘাতমাত্র তালক ভাঙ্গিয়া গেল। শৃঙ্খল খুলিয়া ঘরের দ্বার খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রভাবতী অতি অবসন্ন হইয়া বসিয়া আছেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিল, "কি আবার একি বেশে আমাকে দগ্ধ করিতে আসিলে, আর কেন কষ্ট দাও, আমাকে ছেদন কর।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তোমার চিন্তা নাই, আমরা আত্মীয়। রায়গড় হইতে তোমাদিগের উদ্ধারে আসিয়াছি। ফিরিঙ্গিরা এ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এখন বাহিরে আইস।"

প্রভাবতী একবার একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল। "আর ব্যঙ্গে কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়াছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমি সত্য বলিতেছি, আমরা আত্মীয়, এখন সুস্থ হও।"

প্রভাবতী বলিল। "আত্মীয় হও ত, আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চল। আমি তাঁহাকে না দেখিলে আর থাকিতে পারি না। তাঁহার কি দশা হইল?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আইস তোমার পিতার নিকট লইয়া যাই। কিন্তু আমরা জানি না, তিনি কোথায় আছেন।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "বোধ হয় এই পার্শ্বের ঘরে আছেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ পার্শ্বের ঘরের তালা কাটিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্খল খুলিয়া ঘরের ভিতর

প্রবেশ করিয়া দেখেন, ইন্দুমতী অতি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। আহা সে কমল মুখচন্দ্র শুষ্ক হইয়াছে, অবনতমুখী ইন্দুমতীর কবরী বদ্ধ নাই। কেশপাশ আলুলায়িত। নিরাসনে ভূমে ভূমিদৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। দক্ষিণ হস্তে খরসান কৃপাণ। কৃপাণটীর অগ্রভাগ চিবুকে ঠেকিয়াছে। স্পর্শস্থানে চিবুকরাগ নষ্ট হইয়া একটি নীল বিন্দু, পেষণে তাহার চতুষ্পার্শ্ব রক্তহীন। বর্ম্মাবৃত পুরুষের প্রবেশ শব্দে ইন্দুমতী চাহিয়া দেখিলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "দেবি! গাত্রোত্থান কর, দুষ্ট ফিরিঙ্গিরা পলাইয়াছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষের মন ভাবে পূরিল। বাক্যস্ফূর্ত্তি ভাল হইল না। অসহ্য বেগে শোণিতস্রোত ললাটে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গণ্ডরাগ বর্দ্ধিত হইল। ইন্দুমতী বলিলেন। "আমি কোন্ বীরকে আমার উদ্ধারের জন্য প্রণাম করিব? আপনা হইতে আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা আমি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। মহাশয়! এটি কোন্ বীরের পুরুষত্ব?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "দেবি! এস্থান অতি কদর্য্য, অনাহারে আপনার কষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করিয়া হিন্দুর আবাসে চলুন।"

বরদাকণ্ঠ ব্যগ্র হইয়া বলিল। "আমি লোক দিতেছি, আমার গদি আপনার জন্য নিয়োজিত হইবে।"

বরদাকণ্ঠ দ্রুত ঘরের বাহিরে যাইয়া ভজহরিকে ডাকিয়া আনিল ও তাহার নিকট ইন্দুমতীকে সমর্পণ করিল। প্রভাবতীকে লইয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষ অপর এক ঘর খুলিলেন। তাহায় অনঙ্গপাল দেব ছিলেন। প্রভাবতী আপনার পিতাকে দেখিয়া দ্রুত যাইয়া তাঁহার গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনঙ্গপাল অকস্মাৎ প্রভাবতীকে দেখিলে এককালে আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষোদেশ ভাসিয়া গেল। ঘন ঘন প্রভাবতীর শিরোঘ্রাণ ও ললাট চুম্বন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরস্পরের মিলনে সুখলাভ করিলে বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "বরদাকণ্ঠ! তুমি অন্যান্য বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার গদিতে লইয়া যাও, আমি একবার সূর্য্যকুমারের যুদ্ধ দেখিয়া আসি। তাহার জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা হইয়াছে।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "ইহাদিগের জন্য আপনি তিলেক ভাবিবেন না। আপনি সূর্য্যকুমারের নিকট যান।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ অন্তর্গেডিজ হইতে বাহির হইলেন। দ্বারের বাহিরে আসিয়া একটা অশ্ব লইয়া দ্রুত আম্রবাগানের দিগে চলিলেন। দূর হইতে দেখেন, ফিরিঙ্গি সেনারা পলায়ন করিতেছে। রায়গড় ও বৈদ্যনাথের সেনা জয়ধ্বনি করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে। কিছু দূর যাইয়াই ফিরিঙ্গি সেনাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা ভীম বেগ সহ্য করিতে পারিল না। অধিকাংশ যমকবলে নিপতিত হইল। দুই চারি জন পলাইয়া গেল। আর প্রায় সাতজন প্রধান প্রধান সেনাপতি বন্দী হইল।

দেখিতে দেখিতে বর্ম্মাবৃত পুরুষ সূর্য্যকুমারের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যকুমার বলিলেন। "গেড়িজের সমাচার কি?"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "দুর্গ আমাদিগের হইয়াছে, পাপেরা পলায়ন করিয়াছে। তোমারও জয় দেখিতে পাই। ভাল হইল। এখন সেনাদল শীঘ্র একত্র করিয়া রায়গড়ে যাওয়া কর্ত্তব্য। আমার মূল কর্ম্ম এখনও হইল না।"

সূর্য্যকুমার বলিলেন। "ইন্দুমতীলাভই আমার মূল উদ্দেশ্য। আহা তাহা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আর আমাদিগের এখানে থাকায় প্রয়োজন নাই।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "এক্ষণে সকল সেনা একত্র কর। আর জাহাজ ও নৌকা হইতে সকল নিশান আনিতে বল। প্রত্যুষেই আমরা আমাদিগের সেনা হইয়া যাত্রা করিব। সূর্য্যকুমার আপন তূরী লইয়া বাজাইলেন। অমনি সেনারা শ্রেণীবদ্ধ হইল। পরে একে একে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা মাঠে দাঁড়াইল। চন্দ্রের কিরণে কি অনির্ব্বচনীয় শোভিল। সেনারা একত্র হইয়া দাঁড়াইলে সূর্য্যকুমার তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি তাহারা দুই পার্শ্ব হইতে হটিয়া গিয়া দুই দিকে দুটি পঙ্ক্তি দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "কাহাকে গেড়িজ হইতে সেনাদলকে এখানে আনিতে বল।"

সূর্য্যকুমার একজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলে সে দ্রুত আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন, "এখন আর সকল সেনা একত্র করা উচিত নহে। রায়গড়ের সেনা ও মহারাজ মানসিংহের সেনারা ভিন্ন ভিন্ন হউক, বৈদ্যনাথের সেনারা একদল হইয়া মণ্ডলব্যূহে দাঁড়াক।" সূর্য্যকুমারের অনুমতিমাত্র সেনারা পৃথক হইতে লাগিল। ক্রমে মাঠের তিন অংশে তিন থাক সেনা দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন, "ঐ গেড়িজ হইতে অপর সেনারা আসিতেছে, তাহাদিগকে আপন আপন দলে মিশিতে আজ্ঞা দাও।" সূর্য্যকুমার সেইমত আজ্ঞা দিলে তাহারা যে যাহার দলভুক্ত হইল। সূর্য্যকুমার সেনাশ্রেণী ত্যাগ করিয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মালিকরাজ ও বল্লভও সেই স্থানে দাঁড়াইল। পরে নসীরাম আসিলে সেও অন্তরে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রভৃতি অন্যান্য রায়গড়ের লোক যে যাহার পদে থাকিয়া সেনামধ্যে গণ্য হইল। ওদিকে বৈদ্যনাথের গোমস্তা পঞ্চু ও অন্যান্য লোকেরা বৈদ্যনাথের সেনামালায় দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষের অনুমতিতে মহারাজ মানসিংহের সেনানীরা আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল। কিছু পরেই লোকেরা মহারাজ মানসিংহের সেনাদিগের পতাকা লইয়া উপস্থিত করিল। আপন আপন পতাকা ভিন্ন পদাভিষিক্ত সেনা ও সেনাপতিরা বাছিয়া লইল। পরে বর্ম্মাবৃতপুরুষ সকল সেনাকে আপন আপন বাদ্য বাজাইতে অনুমতি দিলেন। জয়বাদ্য বাজিতে লাগিল। বাদ্যোদ্যমে সন্দ্বীপ পূরিল। ক্রমে অরুণোদয় হইলে গ্রামস্থ লোকেরা দেখা দিল। তাহারা সমস্ত রাত্রি তোপধ্বনিতে ভয় পাইয়া আপন আপন ঘরে লুকাইয়াছিল। সূর্য্যোদয়মাত্রে দূর হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে বাদ্যধ্বনিতে মোহিত হইয়া

ক্রমে অগ্রসর হইল। বন্দী ফিরিঙ্গিদিগকে লৌহের পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পিঞ্জর বসান হইল। পরে বর্ম্মাবৃতপুরুষ সেনাদিগকে সমুদ্রতীরে যাইতে আদেশিলেন। সেনা-স্রোত তালে তালে সমুদ্রদিগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তীরে উপস্থিত হইলে রায়গড়ের সেনাদিগকে আপন আপন অস্ত্র, তোপ প্রভৃতি লইয়া নৌকারোহণ করিতে আদেশিলেন। তাহারা তোপ খুলিতে লাগিল। তাহার পর দিল্লীশ্বরের সেনাপতি কুতব-উদ্দিনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি সহস্র অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতি ও চারি তোপ লইয়া সনদ্বীপে থাক। পরে আমি বজবজে যাইয়া যেমত সমাচার পাঠাইব, সেই মত করিও। বাকী সেনাদিগকে অদ্যই যাইতে বল।" সেনাপতি অনুমতি পাইয়া সেইরূপ করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথের সেনাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন ও রায়গড়ের সেনাকে রায়গড়ে যাত্রা করিতে অনুমতি দিলে, রায়গড়ের সেনা ও বাকী মহারাজ মানসিংহের সেনারা আপন আপন নৌকায় ও জাহাজে উঠিল। কেবল একখানা নৌকামাত্র তীরে রহিল। বন্দীদিগকে মানসিংহের পোতে উঠাইয়া লইলেন। বন্দীর মধ্যে ফ্রান্সিস্কো ও আনথনি ছিল। সূর্যকুমারকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের গদীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈদ্যনাথের সঙ্গে সক্ষাৎ হইল। বৈদ্যনাথ ইহাঁদিগকে তাহার ঘরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল ও বহু যত্ন পাইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন, "মহাশয়! আমাদিগের অন্য বিশেষ কর্ম্ম আছে, বারান্তরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "মহাশয়! আমি আপনার সঙ্গে রায়গড়ে যাইব। আমার এখানে নিষ্কর্ম্ম থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।" বৈদ্যনাথ অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু বরদার ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে অনুমতি দিল। অরুন্ধতী বরদার সঙ্গে রায়গড়ে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করায়, ইন্দুমতী ও প্রভাবতী যত্ন করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। অনঙ্গপাল দেব, বল্লভ, নসীরাম, সূর্যকুমার, মালিকরাজ, বর্ম্মাবৃতপুরুষ ও বরদাকণ্ঠ, ইন্দুমতী, প্রভাবতী ও অরুন্ধতীকে লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। বৈদ্যনাথ নৌকা ধরিয়া অনেক ক্ষণ কথা কহিয়া অবশেষে সূর্যকুমার ও বর্ম্মাবৃতপুরুষের হস্তে বরদাকে সমর্পণ করিলেন ও তাঁহাদিগকে পুনরায় সনদ্বীপে আসিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া বিদায় দিলেন। বিদায়কালীন বৈদ্যনাথের চক্ষে জল পড়িল। গোবিন্দ বরদার সঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্তু বরদা ও বৈদ্যনাথের ব্যগ্রতায় সনদ্বীপে রহিল। বেলা প্রায় একদণ্ড হইয়াছে, বর্ম্মাবৃতপুরুষ তূরী বাজাইলেন। সূর্যকুমার ও মালিরাজও তূরী বাজাইলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বাহকেরা ধ্বজি ঠেলিয়া নৌকা তীর হইতে অন্তর করিয়া দণ্ড ধারণ করিল। ঝপ ঝপ শব্দে দণ্ড চালাইতে লাগিল। [illegible] অন্তর হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ তীরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরদাক নৌকায় উঠিয়া দূর হইতে আপনার পিতাকে নমস্কার করিল। গোবিন্দ আপন উত্তরীয় লইয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া দূর হইতে উড়াইতে লাগিল। এ দিকে নৌকা হইতে বরদাকণ্ঠ

আপন উত্তরীয় উঠাইল। অরুন্ধতী বর্ম্মাবৃতপুরুষকে বলিল "মহাশয়! আমার ভ্রাতা অনুপরামকে কোথাও দেখিয়াছিলেন?"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "না আমি তাহাকে জানি না।"

বরদা বলিল। "আমি বোধ হয়, যেন তাহার মত একজনকে গঞ্জালিসের স্কন্ধ ধরিয়া গেড়িজের খড়কি দিয়া পলাইতে দেখিয়াছি।" নৌকা বেগে বহিতে লাগিল। ক্রমে সনদ্বীপের লোক আর দেখা যায় না। গাছগুলি মিলিয়া একটি ঝোপরাশি হইল। ক্রমে সমুদ্রের জলে সনদ্বীপের কুল ডুবিল। ক্রমে ঘর দ্বারও ডুবিল। ঝোপ তরুও সমুদ্রের জলে ডুবিল। এখন কেবল দুই একটা অত্যন্ত উচ্চ তরুর শিখা ভাসিতেছে। ক্রমে সেও ডুবিয়া গেল। পূর্ব্বদিকে আর সনদ্বীপের চিহ্নও নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।"

যখন রায়গড় হইতে বর্ম্মবৃতপুরুষ ও অন্যান্য সেনাবা সনদ্বীপ যাত্রা করিয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইল, যখন সনদ্বীপে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও তাহার ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল, সেই সময়ে যমুনাপরুইয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আবাসদ্বারে বড় গোলযোগ। উদ্যানে বিজয়কৃষ্ণ বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারের সোপানে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বয়ং। তাঁহার বিস্রস্ত (১) কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। আকণ্ঠ পার্ষ্ণি (২) পর্য্যন্ত শ্লথ অঙ্গরক্ষ দীর্ঘবপুকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শিথিল কটিবন্ধের দশা ও রেশমের প্রলম্বদ্বয় সম্মুখে ঝুলিতেছে। সুপ্রশস্ত পিপ্‌পলের (৩) মধ্য হইতে বলবান্ স্নায়ুমান হস্ত দেখা যাইতেছে। মহারাজ বামহস্তে আপনার কেশপাশ ধরিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তটি কঙ্কালে আছে। মহারাজের পায়ে লপেটা পাদুকা। মহারাজ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টি করিয়া উদ্যানে নামিলেন ও যেখানে বিজয়কৃষ্ণ এক মনে দাঁড়াইয়া ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না। মহারাজও নিকটে গিয়া কিছুই বলিলেন না; উভয়ে কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এখন হজুরমল আসিলে সে সমাচার পাওয়া যায়। দেখুন রায়গড়েই বা কি হইল। শাস্ত্রে বলে যখন মন্দ সময় উপস্থিত হয়, তখন সর্ব্বত্রই প্রতিকূল ফলোদয় হয়।"

(১) বিগলিত। (২) গুল্‌ফের অধোভাগ। (৩) জামার আস্তিন।

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কিন্তু আমার ত এমত বোধ হয় না যে, আমার সৌভাগ্য এত শীঘ্র অস্ত হইবে। আমার ত আশার এখন অৰ্দ্ধেক কার্য হয় নাই। আমার অদৃষ্টসূর্যের সমুচিত উদয়ই হয় নাই, তা তাহার অস্ত কি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সকলের ভাগ্যে সে ভাস্করের উদয়পর্যন্তও হয় না। আপনার পক্ষে ত তিনি উদিত হইয়াছেন। অনেকে সেই রবির অরুণোদয়েই আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য করে।

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ তোমার কথা সত্য বটে। অনেকের ভাগ্যে তড়িতের ন্যায়ও দৃশ্য হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্য কি সাধারণের ভাগ্যের ছাঁচে ঢালা যে, তুমি এত শীঘ্র আমাকে হতাশ হইতে বল। আমার আশার কণামাত্রও অঙ্কুরিত হয় নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আপনার তাহায় পরিবেদনা (১) করা যোগ্য হইতেছে না। মহারাজ! আপনার তুল্য ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারে ক জন আছে। এ হেন বঙ্গে একছত্রী হইলেন। বঙ্গের সকলেই আপনার শাসন স্বীকার করিয়াছে ও অনেকে করও দিতেছে। বঙ্গের দ্বাদশ সূর্যের মধ্যে আপনি একমাত্র সকলের সমষ্টি। বৰ্দ্ধমান রাজকে গণ্য করা যায় না। তাঁহার রাজচিহ্ন নাই। সামান্য ভূম্যধিকারীর সঙ্গে ছত্রদণ্ড ধারীর তুলনা হয় না। এ অপেক্ষা আর কি আশা করেন। এতদতিরিক্ত অভিলাষ ফলকরী নহে।"

মহারাজ বলিলেন। "তুমি আপনার মত কথা কহিলে। এক রাজ্যের মন্ত্রিত্বে বৃত হইয়াছিলে। একের সুশৃঙ্খলে রাজকর্ম প্রবাহিত হইলেই যথেষ্ট রাজকার্য্য হইল জ্ঞান করিতে। এখন দ্বাদশমাত্র রাজত্বের চিন্তা করিতে হয়, যথেষ্ট জ্ঞান করিলে, কিন্তু বিবেচনা করিলে না যে, প্রতাপাদিত্যের মন ভারতবর্ষ এককালে গ্রাস করিতে সমর্থ। এখন বলিতে পারি না, সে পদ হইলে আবার মনের কত দূর গ্রাসশক্তি বৃদ্ধি হইবে। বিজয়কৃষ্ণ! আমার অল্পেতে সন্তুষ্টি হয় না। আমি যত দূর পর্যন্ত মনপটে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অপর কাহার শাসন আমার যেন হৃদে শেলমত লাগে। আমার তাহা সহ্য হয় না। এ কি আমার রাজ্য! সামান্য ভূমিখণ্ডমাত্র, ইহাতে আমার হস্তপদাদি বিস্তারের স্থান নাই। এই দেখ, যমুনাপরই পার হইলেই গঙ্গাতীরে বৰ্দ্ধমান রাজার অধিকার, আবার তাহার মধ্যে দিল্লীশ্বরের অৰ্দ্ধচন্দ্র চিহ্নও দেখা দেয়। বিজয়কৃষ্ণ! আমার কেবল রাজ্যলাভেচ্ছাই বলবতী নহে। আমি লোভে মুগ্ধ হইতেছি না। পাপ আবার আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে বলিয়া সমাচার পাঠাইয়াছিল। কি আস্পৰ্দ্ধা! একি কাহার সহ্য হয়? আমি ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যে বিদেশীয় যবন বসিবে, ইহা আমার অসহ্য। পৃথুরাজ চৌহান যে ছত্র শিরে ধারণ

(১) পরিতাপ।

করিয়াছিলেন, সে ছত্র, অশ্বমাংসলোলুপ, রাসহীন, অসভ্য, তাতাবে অধিকার করে এ কোন সৎ হিন্দুর বক্ষে সহে। আমাদিগের দেশ, আমাদিগেব ধন, আমাদিগের অস্ত্রবল; আমাদিগের সেনা, আবার আমাদিগেরই সেনানী কি ম্লেচ্ছ যবনের স্ববৃত্তি চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে! এ কেমন কথা? যে সমাচার পাইলাম, কালী করুন, মহারাজ মানসিংহ কৃতকার্য হউন, তবেই আমি সুস্থ থাকিব, যাহা হউক, তাঁহাতেও হিন্দুশোণিত আছে। জিহাঙ্গিরকে সিংহাসন দেওয়া নিতান্ত অসহ্য। ভাল, মুসলমানদিগের মতেও খুসরু কিছু অন্য কেহ নহে, সেও বাদসাহজাদ। যোধপুরপতি গতবার আমায় যেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একান্ত হিন্দুপক্ষ। জয়পুর ওয়ালা মহারাজ মানসিংহ, তিনিও মনে মনে আমাদিগের পক্ষ, কিন্তু ভীরুস্বভাববশত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পাবেন না। আমি সেরূপ নহি। আমার ইহলোকে কাহাকেই ভয় হয় না। ভয় কাহাকেই বা করিব? বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও জান, আর আমিও শুনিয়াছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় করিতাম না। আর কাহাকেই বা ভয় করি, আমা অপেক্ষা অধিক বলবান, অধিক সাহসী, অধিক বুদ্ধিজীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলে ত আমার ভয়ের পাত্র হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যাহা বলিলেন তাহা সত্য, কিন্তু দেখুন, মহারাজ মানসিংহ স্পষ্ট আপন মনের ভাব প্রকাশ করেন না। তিনি কিছু ভীরু নহেন। তাঁহার বিবয়জ্ঞান আছে, মনে জানেন এখন আস্ফালন নিতান্ত ফলহীন। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই মতই ব্যবহার করেন। দেশকাল পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া কর্ম কবিবে। সময় পরিণত না হইলে আস্ফালনে বিপরীত ফল প্রসব করে। মনে করুন, যখন দিল্লীতে বর্তমান ছিলেন, তখন যদ্যপি মহারাজ এরূপ মত প্রকাশ করিতেন, তবে কি আপনি ফিরিয়া যশোরে আসিতেন, না রাজত্বই পাইতেন? তৎক্ষণাৎ দিল্লীশ্বর আপনাকে যথেচ্ছাচরণ করিত। মনের ভাব মনেই রাখুন, সময় হয়, প্রকাশ করিবেন। মহারাজ মানসিংহ সদ্যুক্তি করিতেছেন। গুপ্তভাবে স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত আছেন। ইহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে। কালী দয়া করেন ত এক দিন হিন্দু সম্রাটের ধ্বজা দিল্লীর মুরচার উপর হইতে উড়িবে।"

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! সকলই কালীর ইচ্ছা বটে, কিন্তু আমাদিগকেও যত্নশীল হইতে হইবে। উদ্যোগ না করিলে কে কোথায় স্বার্থলাভ করে। মহারাজ মানসিংহ গুপ্তভাবে পরামর্শ করায়, সিংহের মত আচরণ করিতেছেন না। তিনি যতখানি লোকপ্রিয়, আমার যদ্যপি তাহার অর্দ্ধেক লোক বশীভূত হইত, তবে আমার আর রাত্রে জাগরণের কারণ কি? বিজয়কৃষ্ণ! আমায় ওরূপ পরামর্শ দিও না। আমি অন্তঃশীলা বহিতে পারি না। আমার বল ম্লেচ্ছ তাতার সহ্য করিতে পারে, ভাল, নতুবা একবার পৃথুরাজার আসনের জন্য আমায় যত্নবান হইতে হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই করা বিধেয়। রাজশ্রীর

কুশলেই আমরা জীবিত থাকি। আমরা ছত্রচ্ছায়ার বৃদ্ধি পাই। গত বিষয়ের শোচনায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণকার বিবেচনা কি। মানসিংহও বঙ্গবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সেনাদল অত্যন্ত অধিক।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! বৰ্দ্ধমানাধিপ কি বলিলেন, আমার দূত কি করিয়া আসিয়াছে, দেখ একবার তত্ত্ব লও। উড়িষ্যায় যে পাঠানরা ভীত হইল, তাহার অর্থ কি? আমার দূতকে যে মানসিংহের লোক বলপূর্ব্বক লইয়া গেল, তাহারই বা কি শাস্তি? এত রাজনীতি নহে। দূতেরা চিরদিন সর্ব্বত্রই অবধ্য। যদি দূতের স্বাধীনতা না রক্ষা হইল, তবে আর রাজত্বই বা কি। আমার এ অপমান কোন মতেই সহ্য হয় না। কৃষ্ণনাথের নূতন কিছু সমাচার পাইয়াছ? সে যে প্রায় তিন দণ্ড স্বয়ং তত্ত্ব লইতে গেল, তাহার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমার ত এমত বোধ হয় না যে, রণবীরবাহাদুর সহসা কোন বিপদে পড়িবে। তবে বলা যায় না, আমাদিগের সময়ের গুণ। অন্তঃপুর হইতে যমুনা দ্রুত আসিতেছে, তাহার কি বার্ত্তা? আবার কি সরমার কোন নূতন উপসর্গ ঘটিল। রোগে নিতান্ত আমাদিগকে জীর্ণ করিতেছে।"

ক্রমে যমুনা মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। "মহারাজ! সরমাদেবীর মোহ হইয়াছে। তিনি এখন কি বলিতেছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না ও বলপূর্ব্বক এক একবার শয্যা হইতে উঠিতেছেন। রাণী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আপনাকে সমাচার দিতে অনুমতি করিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কি বিপদ! এ সমস্ত রাত্রি আমাদিগকে কষ্ট দিল। আপনিও যথোচিত কষ্ট পাইতেছে। এমত রোগ ত কখন দেখি নাই। একবার বৈদ্যরাজ হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাও।"

বিজয়কৃষ্ণ দূরস্থ প্রহরীকে ইঙ্গিত করাতে সে অগ্রসর হইল। তাহাকে হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়কে ডাকিতে অনুমতি দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "যমুনা! তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও, আমরা তাহাকে লইয়া শীঘ্র যাইতেছি।" যমুনা অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

মহারাজ বলিলেন। "এ রোগটা কি, তাহা এখন নিশ্চয় হইল না? রোগ স্থির না হইলে তাহার ব্যবস্থা চলে না। রায়জি কি বলেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ এটি আমার মতে কোন শারীরিক রোগ বোধ হয় না। অত্যন্ত হর্ষে বিষাদ হওয়ায় এটি জন্মিয়াছে। এক্ষণে বিকার প্রাপ্ত বলিতে হইবে। ইহার শান্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছুই লিখে না।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে সরমার কি পরিত্রাণ নাই। হরিষে বিষাদেরই বা কারণ কি? সরমা কি সেই দুষ্টটার জন্য এত ব্যথা পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যে যাহার প্রিয় হয়, তাহার চক্ষে সকল দোষ

গুণরূপে পরিণত হয়। উভয়ের বাল্যাবধি একত্রে বাস থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে। তাহাতে আবার সূর্য্যকুমার কিছু নিতান্ত অপাত্র নহে। তাহার গুণ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। সে যে অদ্বিতীয় বীর অসামান্য সরলস্বভাব। বিশেষত সে ভুবনমোহন রূপে সকলকেই বশীভূত করে।”

মহারাজ বলিলেন। “সত্য বটে, কিন্তু এখন ত তাহার কোন বিপদ ঘটে নাই, যে সরমা বিষণ্ণ হইল। সে অল্প সময়ের জন্য কোথায় গিয়াছে, ফিরিয়া আসিলেই আবার উভয়ের মিলন সম্ভাবনা।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ যাহা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিলাম, কিন্তু প্রেমিকদিগের আর একরকম বিচার। তাহাদিগের বুদ্ধির গতি স্বতন্ত্র। তাহাদিগের ভাব স্বতন্ত্র। তাহারা সংসার ছাড়া। প্রেমিকের বিবেচনা নাই। যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে কখন অন্যচক্ষে দেখে না। তাহাকে চক্ষের তারা করে। প্রাণের আশ্রয় জ্ঞান করে। দুই প্রেমিককে একত্রে ছাড়িয়া দাও, তাহারা আর কিছুই চাহে না। তাহাদিগের পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। একই অপরের পক্ষে সংসার। সেই তার সকল ভাবের আধার। মহারাজ! আপনি ত এ সকল ভাল জ্ঞাত আছেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “আমি স্ত্রীলোকের প্রেমে এক কালে মত্ত হই না। আমার অন্য চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখে। বশিষ্ঠ ঋষির বচনটি আমি কখন ভুলিব না। বাহিরে আমি সকল বিষয়েই সংশ্লিষ্ট, কিন্তু হৃদয়ে আমার কিছুই নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ যদি এমত হয়, তবে ইন্দুমতীর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইলেন কেন?”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! আমি তখন যেন চেতনাশূন্য হইলাম। এখনও ইন্দুমতীর কথাটি মনে পড়িলেই আর আমার কিছুই ভাল লাগে না। ভাল এখনও হজুরমল আসিল না কেন? তোমার কি বোধ হয়, সে কৃতকার্য্য হইয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! কৃতকার্য্য না হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে সূর্য্যকুমার ও মালিকবাজ কোথায়, তাহা না জানিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। ঐ রায় মহাশয় আসিতেছেন।”

মহারাজ বলিলেন। “ভাল, ইন্দুমতীর তুল্য আর কাহাকেও চক্ষে দেখিয়াছ। আমার চক্ষে ত আর কেহই তেমত রূপসী লাগে না। সে যে আমাকে এককালে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। রায়মহাশয়কে নিকটস্থ দেখিয়া বলিলেন। “রায়জি সরমার রোগের শান্তি হইতেছে না। আরও বৃদ্ধিকে পাইয়াছে। চল একবার দেখিবে।”

হরিশ্চন্দ্র বলিল। “মহারাজ দেবীর যে রোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহায় ত কোন চিকিৎসাই খাটে না। আমি তাঁহার জন্য নিতান্ত চিন্তিত আছি।”

মহারাজ বলিলেন। “চল একবার দেখিয়া আসি।” মহারাজ অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। ক্রমে রাজ বাটীর ভিতরেও গেলেন,

পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সরমার ঘরে গেলেন। দেখেন, সরমা তাঁহার শয্যায় বসিয়া আছেন, তাঁহার বক্ষস্থলে বস্ত্র না থাকাতে প্রশস্ত বক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া তুঙ্গ স্তনদ্বয় সাহঙ্কারে উন্নত হইয়া আছে। কণ্ঠার হার পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত উন্মীলিত ও আরক্ত। কপোলরাগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত। মহারাজ ঘরে প্রবেশ করিয়াই হটিয়া বাহিরে আসিলেন। যমুনা ব্যস্তে সরমার গাত্রে ও মস্তকে ওড়না ঢাকিয়া দিল। মহারাজ কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল। চিকিৎসক ঘরে প্রবেশ করিয়াই সরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অমনি তাহার অচেতন অতীব বিস্ফারিত নেত্রভঙ্গি দেখিয়া কিছু ভীত হইল। কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া বলিল। "মা সরমা! একবার তোমার হাত দেখি।"

সরমা কোন উত্তরই করিলেন না। একদৃষ্টে এক নিমেষ চাহিয়া রহিলেন। চিকিৎসক দুই তিনবার বলিলেও সরমা কোন উত্তর করিলেন না ও কোন ভাবও তাঁহার চক্ষে দেখা দিল না। কেবল এক দৃষ্টে যেমন চাহিয়াছিলেন, তেমতই চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। "সরমা! বৈদ্যরাজ আসিয়াছেন, একবার তোমার হাত দাও, তোমার হাত দেখিবেন।"

সরমা কোন উত্তর করিলেন না। মহারাজ দুই তিনবার বলিলে পর, চিকিৎসকের দিক হইতে ফিরিয়া মহারাজের দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া ক্রমে সরমার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার হস্তপদাদি কঠিন হইল। মুষ্টি বদ্ধ হইল, গলার শীরা সকল উচ্চ হইয়া খেঁচিয়া ধরিল। ক্রমে সরমার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে উদর ও বক্ষস্থল বায়ুপূর্ণ হইয়া উচ্চ হইল। ক্রমে তাঁহার বর্দ্ধিত কপোলরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল! ক্রমে সরমার নীরস চক্ষুতে রস উপজিল। ক্রমে সরমা নাসাপুট সঙ্কুচিত করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণের পর তাঁহার মনের ভাব উথলিল, সরমা আর আপনাকে সাবধান করিতে পারিলেন না। সরমা আর স্থির রহিলেন না, সরমার উন্নত কুচাচ্ছাদন বস্ত্র ক্রমে ঘন ঘন দুলিতে লাগিল, সরমা একটি "হা বিধাতঃ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া রাণীর গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাণী অমনি বাম হাত সরমার কটিদেশে ও দক্ষিণ হাত সরমার গলদেশে দিয়া তাঁহার কপোলস্থ বিগলিত অশ্রুধারা চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণীরও চক্ষের জল পড়িল। সে পবিত্র স্নেহভাব দেখিয়া কঠিনহৃদয় চিকিৎসক আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না। সরমার দুঃখাবনত মুখচন্দ্রও নিতান্ত ব্যাকুল আধ প্রস্ফুটিত, আধ গদ্‌গদধ্বনিতে মিশ্রিত বাক্যে সকলেরই মন গলিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ আপন অশ্রুসংযমে অক্ষম হওয়ায় মুখ ফিরাইয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। মহারাজও মুখে হস্ত দিয়া বাহিরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরমার শয্যায় বসিলে, হরিশ্চন্দ্র বাহিরে আসিল। মহারাজ সরমার নিকটে বসিয়া বলিলেন। "সরমা! মা! তোমার

কিসের জন্য মনস্তাপ হইয়াছে, তাহা আমাকে বল, আমি এইক্ষণে সে তাপের কারণ দূর করিতেছি।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! তোমার সরমার দুঃখের কারণ সূর্যকুমারের অদর্শন। আপনি সূর্যকুমারকে কোথায় পাঠাইয়াছেন বলুন, এখন সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আনাই। সূর্যকুমারকে এক্ষণে না দেখিলে আমার সরমা—” রাণীর ক্রমে বাক্য মনের ভাবে অস্ফুট হইতে লাগিল, তিনি আর এ কথাটি শেষ করিতে পারিলেন না। স্নেহে অভিভূত হইয়া সরমার মুখদেশে একটি চুম্বন করিলেন।

রাজা বলিলেন। “সরমা তুমি তাহার জন্য এত চিন্তিত হইও না। সূর্যকুমার কুশলে আছে, আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই, সে ও তাহার ছায়া মালিকরাজ গতরাত্রে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই জানে না, অদ্য এইক্ষণেই ফিরিয়া আসিবে। তাহাতে তোমার ভয়ের কারণ নাই। সে কিছু বালক নহে, তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! সরমা ভয় করিতেছে, বুঝি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছেন। নতুবা কেন, এই তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার কথার পরই সে স্থানান্তরে নিরুদ্দেশ হইল। আর স্কন্ধাবার (১) হইতে যমুনা শুনিয়া আসিয়াছে, যে আপনার আজ্ঞায় হজুরমল কোথায় গিয়াছে, আপনি সূর্যকুমারকে প্রথমে যাইতে বলিয়াছিলেন, সে যাইতে স্বীকার করে নাই। আবার শুনিতে পাই, মালতী বলিতেছিল, কোথায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে আর শত্রু আসিয়াছে বলিয়া রণবীর-বাহাদুর নাকি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পরিগমে (২) গিয়াছে। সরমার চিন্তা হইতেছে, বুঝি সূর্যকুমার আপনার কোন অনুমতি লইয়া কোথাও গিয়া বিপদে পড়িয়াছে। আপনি এই ক্ষণেই কাহাকেও পাঠান, সূর্যকুমারকে গিয়া আনুক। সরমার আর কোন রোগ নাই, এইমাত্র এক চিন্তায় তাহার নবাঙ্কুরিত কোমল প্রেমকে এককালে অবসন্ন করিয়াছে। মালতী আপনি সরমার দুঃখ দেখিয়া অশ্বারোহণে তাহাদিগের অন্বেষণে গিয়াছে। সেও প্রায় দুই প্রহর কাল হইল। এখনও আসিতেছে না।”

রাজা বলিলেন। “যদি এই সরমার রোগের কারণ হয়, তবে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সরমা! তুমি কণামাত্রও ভাবিও না, সূর্যকুমার অতিশীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে। আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই।”

মহারাজ উঠিলেন ও ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। “দেখ সূর্যকুমার কোথায় তাহার অনুসন্ধান লও। সূর্যকুমারের জন্যই সরমা নিতান্ত অস্থির হইয়াছে।”

মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চলিলেন, বিজয়কৃষ্ণ পশ্চাৎ হইতে বলিল। মহারাজ তবে হরিশ্চন্দ্রের অনুমান সত্য হইল।”

(১) ছাউনী। (২) অনুসন্ধানে ভ্রমন।

চিকিৎসক বলিল। "মহারাজ যখন রাত্রে আর দুই তিনবার দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহায় একবারও কোন রোগের চিহ্নমাত্র দেখি নাই।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ এ বালকদ্বয় কোথায় গেল ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। আমি ত অনুমান করিতে পারিতেছি না। বোধ করি, উভয়েই রায়গড়ে গিয়াছে। এক জন সেনাকে রায়গড়ে পাঠাইয়া সমাচার লইলে হয়। কিন্তু হজুরমল এক্ষণেই আসিবে দেখি সে কি বলে ?"

রাজা ক্রমে ক্রমে উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র অনুমতি লইয়া বিদায় হইল। মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! দেখ আবার সূর্য্যকুমারের জন্য আমায় কত কষ্ট পাইতে হয়. এমত অব্যবস্থিত আর দুটি নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ ভূয়োভূয় আপনার উপর দোষারোপ করা আমার উচিত হইতেছে না। কিন্তু কি করি, এমত করিয়া সর্ব্বদা আপনাকে না দেখাইয়া দিলে. আপনার মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হই.না।"

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ বল আবার আমার কি দোষ হইল। তুমিত আমার পদে পদে দোষ দেখিতেছ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আপনি ত আমার পরামর্শে কর্ণপাত করেন না।"

মহারাজ বলিলেন। "তোমার কোন্ পরামর্শের বিপরীত আমি ব্যবহার করিয়াছি ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি সূর্য্যকুমারকে সরমা দান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। একটু স্থির হইয়া বিবেচনা করিলেন না। যদি অদ্য ব্যস্ত হইয়া তাহা না বলিতেন, তবে সরমার এত চিন্তা হইবার কোন কারণ ছিল না। সরমা দেবী যদিচ মনে মনে তাহাকে ভাল বাসিতেন, তথাপি আপনার অনুমতি না পাইলে তাহায় তত স্থিরচিত্ত ছিলেন না। গত কল্য মহারাজের কথায় তিনি মনে মনে সূর্য্যকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলেন, আবার গত রাত্রেই তাহার সঙ্গে মিলন হয়, এমত আশাও করিলেন। অন্তঃপুরে মহা উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল, মহা উৎসাহে সরমাদেবী মিলনোপযোগী বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের সকল ভাব এককালে উত্তেজিত হইল। একদণ্ডও যাইবে না, সূর্য্যকুমার ও সরমা একাঙ্গ হইবেন, চিরদিনের আশা চিরকালের প্রেম, বাল্যকালের একত্রে বাসে উদ্ভাবিত স্নেহ মিলন ফল ধরিবে। সরমার নবীন মনে আর উৎসাহ ধরিতে স্থান ছিল না। সরমার কেশপাশ বদ্ধ করিতে বিলম্ব সহে না, আয়োজনের বিলম্ব সহে না। প্রেম উথলিল। সরমা হরিষে উন্মত্তা হইলেন। সরমা স্বর্গের চন্দ্র হস্তের নিকট পাইলেন। শেষ সুখলাভাশয়ে হস্ত বিস্তারিলেন, ঐ দেখুন চন্দ্র পলাইল। সূর্য্যকুমার তাঁহার শিবিরে নাই, কোথায় গেছেন, কেহই জানে না। সকল আয়োজন বৃথা হইল, সরমার অর্দ্ধবদ্ধ কবরী অমনি রহিল। সরমার এক নয়নে অঞ্জন হইল না। সরমার একহস্তে অলঙ্কার হইল না। সরমা অমনি

উঠিলেন, সরমার মনের আশা অমনি মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সরমার আর দুঃখের সীমা নাই, সরমা অবসন্ন হইলেন। মহারাজ যদি এমত করিয়া সরমাকে সপ্তম স্বর্গে না তুলিতেন, তবে সরমার পতনে এত কষ্ট হইত না। সরমা অতীব উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তাহাকে একবালে অগাধ পঙ্কে ফেলিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ ক্ষান্ত হইলেন। মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না, অবাক্ হইয়া বিজয়কৃষ্ণের কথাগুলি শুনিলেন। মনে মনে আপনাকে দূষিলেন, সরমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, মহারাজের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন। "আহা! কি কুকাজই করিয়াছি। নবাঙ্কুরিত-প্রেমকে মথিয়াছি, আহা! তাহার কোমল অঙ্গ জীর্ণ করিলাম, আমি কি অর্বাচীন!" বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! সত্য বলিয়াছ, আমার সেটী বড় সুক্তিমত কর্ম হয় নাই, আমি পবিত্র-প্রেমে কণ্টক দিয়াছি। আহা! নির্ম্মল প্রেম মলিন হইল। এ মলা নষ্ট হইতে কত দিন যাইবেক। আমার সরমা এক রাত্রের মধ্যে ক্ষীণা হইয়াছেন, চিন্তা এমতি ভয়ানক। রাক্ষসী যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত ম্লান হয়! এখন সদ্যুক্তি কি, কিসে সূর্য্যকুমারকে শীঘ্র আনা যায়?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ঐ মালতী আসিতেছে, তাহার তত্ত্বাবধারণের ফল শ্রবণ করুন; পরে উপস্থিতমতে বিচার হইবে।"

মালতী অতি দ্রুত আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে বিজয়কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "মালতি! মহারাজ তোমায় স্মরণ করিতেছেন, এ দিকে এস।"

মালতী মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিল।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মালতি! তোমার কুশল বল।"

মালতী বলিল। "মহাশয়! আমি যাহা দেখিলাম ও শুনিয়া আসিলাম, তাহাতে বড় কুশল সমাচার নহে। আমি বোধ করি, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ রায়গড়ে গিয়াছিলেন।"

রাজা ও বিজয়কৃষ্ণ এক শ্বাসে বলিলেন। "ইহারা কি রায়গড়ে গিয়াছিল? তুমি কেমতে জানিলে?"

মালতী বলিল। "মহারাজ! আমি প্রথমে সূর্য্যকুমারের তাম্বুতে গিয়া সমাচার নিলাম; তাঁহার দাস বলিল, 'তিনি ও মালিকরাজ উভয়ে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দুই অশ্বে আরোহণ করিয়া গমনকালে বলিয়া গেলেন যে, অদ্য বা কল্য অবশ্য আসিবেন, তাহাতে চিন্তিত হইতে নিষেধ করিও।' আমি তাঁহার ভৃত্যকে অনেক জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, 'বোধ করি, তাঁহারা রায়গড়ে গিয়াছেন, কেন না তাঁহারা দুই জনে রায়গড়ের কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন'।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তার পর?" মহারাজ নিস্তব্ধে শুনিতেছিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না।

মালতী বলিল। "আমি তাঁহার দাসের কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য রণবীরের তাম্বুতে গেলাম, সেখানকার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আমাকে গত রাত্রের

প্রথম প্রহরী-সকলের নাম কাগজ দেখিয়া বলিয়া দিল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, 'হাঁ, গত রাত্রেতে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ অশ্বে দক্ষিণ দিকে রাজমার্গ বহিয়া চলিয়া গেলেন; জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, প্রয়োজন আছে,' সে বলিল। 'তাঁহাদিগের সঙ্গে অস্ত্রাদি ছিল'।"

মালতী বলিল। "তাঁহাদিগের রায়গড়ে যাওয়া স্থির জানিয়া আমি রায়গড়াভিমুখে অশ্ব চালাইলাম, পথে কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু আসিবার সময় ববাবর পার্শ্বাপার্শী দুই অশ্বের ক্ষুরচিহ্ন দেখিলাম। রায়গড়ে গিয়া বিষম বিপদ শুনিলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ সভয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, মহারাজও সাকূতে (১) উত্তরিলেন। মালতী বলিল। "মহারাজ রায়গড়ে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত রাত্রে ফিরিঙ্গিরা অতিথিবেশে রায়গড়ে আশ্রয় লয়, নরাধম বিশ্বাসঘাতকেরা রাত্রে রায়গড়ে ডাকাতি করিয়াছে ও দেবী ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আর অনঙ্গপাল দেব ও প্রভাবতীকেও হরিয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিল। মহারাজ অন্তঃশিলাতে উত্তরিলেন। মালতী বলিল। "মহারাজ সেখানে শুনিলাম, সন্ধ্যার পর একজন বর্মাবৃত অশ্বারোহী পুরুষ অতিথি হয়, ও তাহার পর দুইজন সাস্ত্র অশ্বারোহীও অতিথি হয়, যে দুই জন পরে অতিথি হইয়াছিল, তাহাদিগের রূপবর্ণনে আমার বেশ বিশ্বাস হইল যে, তাহারা বন্ধুদ্বয়। এই তিন জনেই রায়গড়কে অনেক রক্ষা করে। এমন কি, যদ্যপি তাহাদিগের মত আর এক জন থাকিত, তবে ফিরিঙ্গিরা পরাজিত হইত ও অনেকে বন্দী হইতে পারিত। তিন জনে প্রায় অৰ্দ্ধেক ফিরিঙ্গিকে নষ্ট করিয়াছে। মহারাজ রায়গড়ের বিপদে আমাদিগেরও সমূহ বিপদ শুনিলাম, দুইজন অশ্বারোহী যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন।"

বিজয়কৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে মালতীর দিকে চাহিল। মালতী বলিল। "মহারাজ! সে বর্মাবৃত অশ্বারোহী পাতিত হইয়াছিলেন। শুনিলাম, পরে তাঁহার চেতনা হইলে তিনি উঠিয়া রায়গড়ের সেনা সংগ্রহ করিয়া ইন্দুমতীকে মুক্ত ও ফিরিঙ্গি নষ্ট মানসে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ জানে না, সে ফিরিঙ্গিরা কোথা হইতে আসিয়াছিল।"

রাজা বলিলেন। "ভাল অপর দুই জন অশ্বারোহীর কি সমাচার?"

মালতী বলিল। "মহারাজ সেখানে কেহই কিছু নিশ্চয় বলিতে পারে না। কেহ বলে 'তাঁহারা উভয়েই কালকবলে পড়িয়াছেন।' কেহ বলে 'না, তাঁহারা পরে চেতনা পাইয়া উঠিয়া সেই বর্মাবৃত পুরুষের সঙ্গী হইয়াছেন'।" মালতী নিস্তব্ধ হইল। বিজয়কৃষ্ণ অতীব বিষণ্ণ হইল। মালিকরাজ তাহার একমাত্র সন্তান। মালিকরাজের অমঙ্গল সম্বাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে মালতির প্রতি চাহিয়া বিজয়কৃষ্ণ সহসা ভূমে বসিল।"

(১) সাভিপ্রায়।

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! এত চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই; এখনও সমূহ সন্দেহ আছে। কে বলিতে পারে যে, মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার রায়গড়ে গিয়াছে, এ সমস্তই এখন অনুমানের উপর চলিতেছে।"

বিজয়কৃষ্ণ কাতর হইয়া বলিল। "মহারাজ! আমার একমাত্র পুত্র মালিকরাজ।" বিজয়কৃষ্ণ দুই তিনবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ পুঁছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মালতীকে বলিল। "মালতি! যাও বিশ্রাম কর, এ সমাচার সরমাকে দিও না।" মালতী বিদায় হইল। বিজয়কৃষ্ণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মৌনী রহিল। মহারাজও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সম্ভাবনা পরিমাণ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন "বুঝি, সূর্য্যকুমার জীবিত আছে।" আবার ভাবিলেন। "বোধ হয় সে সূর্য্যকুমার নহে, মালতীর অনুমানের ভ্রম। যাহা হউক হজুরমল না আসিলে কোন মতেই ইহার সিদ্ধান্ত হইতেছে না। মালতীর অনুমান যদি সত্য হয়। আমি তাহা ভাবিতে পারি না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার সরমা তবে কি সুস্থ থাকিবে?"

রাজা দূর হইতে হজুরমলকে অতি বেগে অশ্ব চালাইতে দেখিয়া বলিলেন। বিজয়কৃষ্ণ! হজুরমল আসিতেছে, সমাচার পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, আমি নিতান্ত কাতর হইতেছি। আমার বৃদ্ধাবস্থায় কালী কি আমাকে মর্ম্মবেদনা দিবেন। হা বিধাতঃ! আমার কি এমত পাপ আছে যে, শেষ দশায় পুত্রশোক পাইব। আহা আমার মালিকরাজ অত্যন্ত বীর।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে বুদ্ধি ভ্রম হইল, দেখিতেছি। তুমি দুর্ভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বেই যে অবসন্ন হইলে। মালতীর কথায় এত দৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। সকলই অনুমান।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সত্য বলিতেছেন, তথাপি মন তাহা বোঝে না। আমার অন্ধের ছড়ি মালিকরাজ।" হজুরমল নিকটে আসিয়া মহারাজকে শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইল। মহারাজ বলিলেন। "হজুরমল! তোমার কুশল বল।"

হজুরমল বলিল। "আপনার স্থির লক্ষ্মী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। এ দাসকে যে বিষয়ে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমার সাধ্যমত অঞ্জাম করিয়াছি।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে ইন্দুমতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ আপনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া সন্ধ্যার পর রায়গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে গঙ্গালিসের লোকজন লইয়া রায়গড়ে অতিথি হইলাম। রায়গড়ের অতিথিসেবার বন্দোবস্তে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এরূপ ব্যবস্থা ও আদর আর কুত্রাপি দেখি নাই। সেখানে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় রোগের ছল করিয়া ইন্দুমতীকে তাহার গৃহ হইতে বাহিরে আনাইলাম, সেই অবকাশে আমি

তাহাকে লইয়া এক আম্রবনে গেলাম। পরে গঞ্জালিসের সেনারা ডাকাইতি আরম্ভ করিলে রায়গড় হইতে অন্য অন্য সেনাসামন্ত সব বাহির হইল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। চতুর্দিক হইতে পঙ্গপালের মত তাহাদিগের সেনা সব বাহির হইতে লাগিল। চারিদিগের মুরচার উপর হইতে উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। আর ঘন ঘন দামামা বাজিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে নিকট গ্রাম সকলে মহাকোলাহল উঠিল। চারিদিগের গ্রামে উল্কা জ্বলিল। গ্রামস্থ লোকেরা তরী ভেরী তাসা দামামা প্রভৃতির শব্দে উত্তরিল। দুর্গাক্রমে যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, ততোধিক সমারোহ হইল। ক্ষণেকের মধ্যে প্রায় দশ বার সেনাদলে আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘেরিল। চন্দ্রোদয় হইয়াছিল বলিয়া আমার নিভৃত স্থানেও সেনাসব আসিয়া উপস্থিত হইল। যুদ্ধ স্রোতে আমরা নাচিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলে ফিরিঙ্গি সেনারা ভঙ্গ দিল। যুদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কোন মতে মহারাজের আদেশ সাধন করা। ইন্দুমতীকে লইয়া পলায়ন করিলাম। কিন্তু রায়গড়ের সমূহ সেনা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি তাহাদিগকে পরাভব করি, এমন সময় একজন নিষ্ঠুর দ্রুতবেগে আসিয়া ইন্দুমতীর শিরশ্ছেদ করিল। ইন্দুমতীর এই অবস্থা দেখিয়া আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে আমি রায়গড় ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কতক্ষণ পরে যুদ্ধাবশিষ্ট ছয়জন ফিরিঙ্গি, অনুপরাম ও গঞ্জালিসের সঙ্গে দ্রুত পদে বাহিরে আসিল। আমার সহিত দেখা হওয়ায় আপনাদিগের অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া আমরা প্রত্যাগমন করিলাম। পথে দেখি যে রায়গড়ের অশ্বারোহী সেনা সব আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। আমরা একটা সেতুর অন্তরালে লুকাইলাম। পরে বেলা হইলে বাহির হইয়া আমি এদিকে আসিলাম। তাহারা লজ্জায় আপনাকে মুখ দেখাইবে না বলিয়া সনদ্বীপে চলিয়া গেল। মহারাজ! আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই বলিয়া হুজুরের নিকট অপরাধী আছি। কিন্তু ধর্ম জানেন, আমি কোন বিষয়ে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে পুরস্কারের পাত্র হই, আজ্ঞা করুন।” হজুরমল ক্ষান্ত হইল। অন্তরে হেট মুণ্ডে দাঁড়াইল। মহারাজ একমনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, কথা সাঙ্গ হইলে কোন উত্তর করিলেন না। মৌন হইয়া ভূমি দৃষ্টিতে রহিলেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হুজুরমল! তুমি কি রায়গড়ে সূর্যকুমার ও মানিকরাজকে দেখিয়াছ?”

হজুরমল বলিল। “আমি তাহাদিগকে সেখানে দেখি নাই। তাহাদিগের ত সেখানে যাইবার কথা ছিল না। এ প্রশ্নের অর্থ কি? কিন্তু গতকল্য যুদ্ধাভিনয়ে যে কৃষ্ণ বর্মাবৃত অজ্ঞাত অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে রায়গড়ে দেখিয়াছি। কিন্তু বোধ করি সে জীবিত নাই। সে আমারই পরশু আঘাতে পড়িয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “সেখানে বর্মাবৃত অশ্বারোহী কয়জন ছিল।”

হজুরমল বলিল। "তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না. বোধ হয় সহস্র বর্ম্মাবৃত-পুরুষ ছিল।"

মহারাজ বলিলেন। "ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর, পরে হাজির হইও।" বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। "হজুরমলকে একটি খেলাত দাও।" বিজয়কৃষ্ণ আপনার অঙ্গ রক্ষ হইতে একটু কাগজ বাহির করিল। একটি মস্যাধার ও লেখনী বাহির করিয়া একখানি ফরমান লিখিয়া দিল। মহারাজ আপনার অঙ্গুরীয়ক লইয়া পত্রে মুদ্রাঙ্কন করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সেই ফরমানটি লইয়া হজুরমলকে দিল। হজুরমল শির নোয়াইয়া যত্ন পূর্ব্বক তাহা লইয়া চলিয়া গেল। হজুরমল দূরে গেলে মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ এই লও, আর তোমার চিন্তায় কি প্রয়োজন? মালতী প্রকৃত সমাচার আনিতে পারে নাই। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্টকরণে তাহাদিগের কি ইষ্টলাভ হইল?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমি এ ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালতীর বর্ণনের সঙ্গে হজুরমলের বর্ণন কিছুই মিলিল না। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্ট করা বেশ বোঝা যাইতেছে। তাহারা ধর্ম্মনষ্ট ইন্দুমতী জীবিত থাকাপেক্ষা মৃত্যু হওয়া ভাল জ্ঞানে তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকিবে।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? আমার মতে চল আমরা রায়গড়ে যাই, সেখানে গিয়া রায়গড় দখল করি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ রায়গড় যাইতে ইচ্ছা হয়, চলুন, কিন্তু হজুরমলের কথা যদি সত্য হয়, তবে সেখানে বড় দন্তস্ফুট সম্ভব নহে। তাহাদিগের সেনাবল অত্যন্ত অধিক।"

মহারাজ বলিলেন। "কি আমি সৈন্যাধিক্যে ভয় করিব? আর রায়গড়ে আমার বিপক্ষ কে হইবে। রায়গড়ের আমিই ধর্ম্মাধিকারী।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "যদি কৌশল করিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করাইতে পারেন, তবে আমাদিগের পক্ষে শুভকর বটে। এক্ষণে যেরূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের যমুনা-পরুই বড় দৃঢ়সন্ধি (১) স্থান নহে। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাকার নাই। রায়গড়ে গিয়া অনায়াসে মানসিংহের আক্রমণ সহ্য করিতে পারা যাইবেক।"

মহারাজ বলিলেন। "আমি কিছু রায়গড়ে গিয়া মানসিংহের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিব না। আমি মানসিংহকে আক্রমণ করিতে দিব না। আমিই তাহার সেনা আক্রমণ করিব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তবে যদি যাইতে হয় ত অদ্যই যাওয়া বিধেয়।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে তুমি স্কন্ধাবারে সমাচার দাও। আমার এ গড়ে কেবল সহস্র পদাতি ও কুড়ি তোপ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। বর্দ্ধমানপতি কি সমাচার পাঠান,

(১) দৃঢ়রক্ষিত।

তাহাও আমাকে জানাইও। তুমি এক্ষণে প্রস্তুত করহ, আমি দুই দণ্ডের মধ্যে স্নানাহার করিয়া প্রস্তুত হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ রাজাজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। মহারাজ আবাসাভিমুখে চলিলেন। ভাবিলেন, "আমার প্রেমাস্পদ ইন্দুমতী আর নাই, কি করি দৈবের কর্ম, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই।" মহারাজ ইন্দুমতীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে আপনার আবাস দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখেন সরমা অগ্রে অগ্রে, তাহার পশ্চাৎ মালতী ও যমুনা আসিতেছে। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরমা কোথায় যাও?" মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ একবার দেবী বায়ুসেবনে উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেছেন।" মহারাজ শুনিয়া কিছু সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন। "ভাল বায়ুসেবনে শরীরে স্বাস্থ্য জন্মে।" মালতী অগ্রসর হইয়া সরমার হাত ধরিয়া বাহিরে গেল। যমুনা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহারাজ আপন পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতী সরমাকে লইয়া উদ্যান পার হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইল। পথ দিয়া রাজার স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিল, ক্রমে সকল তাম্বু পার হইয়া অমাত্যের তাম্বুর পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া বামদিগে ফিরিয়া সূর্য্যকুমারের তাম্বুদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। মালতী সরমারে বলিল "চল ভিতরে চল।"

সরমা বলিল। "সখি! আমার এ তাম্বুর ভিতর যাইতে ভয় করিতেছে। আমার এ তাম্বুদ্বার পর্য্যন্ত আসাতেই যথেষ্ট সুখ সম্পাদন হইল। আমি লক্ষ তাম্বুর মধ্য হইতে এটিকে চিনিয়া লইব।"

মালতী বলিল। "যদি তাম্বুর ভিতরই যাইবে না, তবে কেন এদিকে আসিলে? এ কেমন নূতন রকম ভালবাসা।"

সরমা বলিল। "তাম্বুর ভিতর যাওয়ায় আমার কোন লাভ নাই।"

মালতী বলিল। "তবে তাম্বুর বাহির হইতে দেখাতে তোমার কি লাভ হইল।"

সরমা বলিল। "সখি! তুমি বুঝিয়াও বোঝ না, সূর্য্যকুমার যে স্থানে থাকেন, সে স্থানও আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রিয়। এখন চল, আর স্কন্ধাবারে থাকা উচিত নহে। ক্রমে লোক সমাগম অধিক হইতেছে। চল এখন আপন ঘরে যাই।"

মালতী বলিল। "সখি! যাহাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহাই কর।"

সরমা তাম্বুর দ্বার হইতে আপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। কিছু দূর যাইয়া বলিল। "মালতী, সখি! আমার আর একটীমাত্র ইচ্ছা আছে, সেটী তোমা হইতেই সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলেই আমি এ জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইলাম।" সরমার শান্ত নীরস মুখশ্রী দেখিয়া মালতী অত্যন্ত দুঃখিতা ছিল। তাতে আবার স্বয়ং মল্লিকরাজের অমঙ্গল বার্ত্তা শুনিয়া আসিয়াছে। মালতী মৌখিক কিছু স্থির ছিল, থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। পাছে তাহার ভাবান্তর দেখিয়া সরমার মনে কোন যাতনা হয়, বলিয়া মনের ভাব মনেই গোপন রাখিয়াছিল। সরমার এই কথাটি শুনিবা-

মাত্র তাহার মন আর সহ্য করিতে পারিল না। মালতীর চক্ষু দিয়া অশ্রু বিগলিত হইল। মালতী মুখ ফিরাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া অশ্রু পুঁছিতে লাগিল। সরমা তাহা দেখিল, বলিল। "মালতি! তুমি আমায় বলিলে না, কিন্তু মনের ভাব কি কেহ সখীর নিকট গোপন করিতে পারে। আমি বুঝিয়াছি, আমার সর্বনাশ হইয়াছে। ভাল! এখন ঐ তাম্বুর ভিতর যাও, সূর্যকুমারের ব্যবহারের কোন একটি জিনিস তাহার দাসের নিকট হইতে আমার জন্য আন, আমি আর তোমায় বিরক্ত করিব না।"

মালতী বলিল। "সরমা তুমি কি আমাকে পর জ্ঞান কর যে, থাকিয়া থাকিয়া আমাকে এমত বলিতেছ। এখন তোমা ভিন্ন আমার আর কে অধিক প্রিয় আছে?"

মালতীর শেষের কথাগুলি কিছু অপরিষ্কার হইল, মালতীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুতে ভাসিতে লাগিল। মালতী অতীব আয়াসে অশ্রু দমন করিল। সরমার কিন্তু চক্ষে জলমাত্র নাই। সরমা সৌম্য মূর্তিতে চাহিয়া রহিল। মালতী তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষণেক বিলম্বে এক হাতে একটি উষ্ণীষ, অপর হাতে একটী কৃপাণ আনিয়া সরমাকে দিল। বলিল "সরমা এটি সূর্যকুমারের উষ্ণীষ। এ কৃপাণটি আমার জন্য আনিয়াছি। এটি মালিকরাজের কটিদেশে সর্বদা বাঁধা থাকিত।"

সরমা উষ্ণীষটি লইল। সযত্নে তাহার চতুর্দিক ভাল করিয়া লক্ষ করিল। কৃপাণটি ও একবার চাহিয়া লইল। বলিল। "আহা এ কৃপাণটি আমার সূর্যকুমারের আত্মীয়ের। মালতি! এ কৃপাণটি তুমি রাখ।"

সরমা ছাউনি হইতে বাহিরে গেল। মালতী বলিল। "চল এখন ঘরে যাই, আর এখানে থাকায় কি ফল?"

সরমা মালতীর স্কন্ধে এক হাত ও যমুনার স্কন্ধে অপর একটি হাত দিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

একোনবিংশ অধ্যায়।

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা।"

বেলা আড়াই প্রহরের সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্য লস্কর লইয়া রায়গড়ে পৌঁছিলেন। কমলাদেবী মহারাজের আগমনবার্তা পাইবামাত্র ব্যস্তে লোক জন ডাকাইয়া অভ্যাগত সেনাসমূহের বাসস্থান দিতে অনুমতি দিলেন। তাহাদিগের আহারাদির জন্য অন্য অন্য লোক নিয়োজন করিলেন। কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়, ভাবিয়া আপনি ঘন ঘন সকল সংবাদ লইতে লাগিলেন। বাটির ভিতর মহারাজের জন্য ঘর পরিষ্কার করিতে অনুমতি দিলেনও পরিপাটী করিয়া সাজাইতে বলিলেন। সরমা, রাণী ও

রাজমহিলাদিগকে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া লইয়া আপনার বাসগৃহে বসিতে দিলেন। এ দিকে মহারাজ রায়গড়ে পৌঁছিয়াই আপনার সেনা-নিবেশ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রায়গড়ের লোকেরা গত রাত্রের যুদ্ধে মৃত-সেনার শব তাহাদিগের আত্মীয় কুটুম্বকে সমাচার দিয়া উঠাইয়া গঙ্গাতীরে রায়গড়ের বায়ে সৎকারজন্য পাঠাইয়াছে; কেবল যে সকল শরীর অত্যন্ত ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায়, শবগুলি চিনিতে পাবে নাই, সেই গুলিই রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, ক্রমে পরিষ্কার হইবে। ফিরিঙ্গি-শব ডোমেরা উঠাইয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেছে। এ দিকে রণক্ষেত্র অত্যন্ত ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কোথাও একটা পাদুকা পড়িয়া, কোথাও উষ্ণীষ কোথাও চর্ম্মের খণ্ডমাত্র, এ দিকে তলবারি একখানা, ও পার্শ্বে দীর্ঘ-শেলের ভগ্ন-খণ্ড, পার্শ্বে বৃক্ষের শাখায় একখানা তলবারি ঝুলিতেছে, অপর দিকে শাখায় কাহার কটিবন্ধ, কাহার উষ্ণীষ শোণিতে চিত্রিত। রণক্ষেত্রে স্থানে স্থানে শোণিতের দাগ। ধূলিতে শোণিত মিসাইয়া ভয়ানক কর্দ্দম হইয়াছে, তাহায় কোটি কোটি মশক ও মক্ষিকা বসিয়া আছে, কাকোল বা কঙ্কের পক্ষ বায়ুতে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া উঠিতেছে। প্রখর সূর্য্যতাপে ভূমিস্থ শোণিত-পেষিত মস্তিষ্ক হইতে অবর্ণনীয় দুর্গন্ধময় বাষ্প উঠিতেছে। চতুর্দ্দিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এ দিকে একটা ছিন্ন হাত, তাহায় স্বর্ণের বলয়, ও পার্শ্বে উপানদ্‌গূঢ়-পাদমাত্র, এ দিকে স্কন্ধহীন, হয় ত একটা হস্তহীন-শরীর। কোথাও একটা ছিন্ন-মুণ্ড। কোথাও কতক মস্তিষ্কমাত্র। এ দিকে কাকোলচয় (১) ছিন্নাঙ্গ-সমাকীর্ণ-ক্ষেত্রে সঙ্ঘাত (২) করিয়া বসিয়াছে ও উদর পূরিয়া শুষ্ক-শোণিত ও আধ-শুষ্ক আধ-পচা মাংস কাল-কঠিন সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চু দ্বারা টানিতেছে। হয় ত তাহার আকর্ষণ-হিল্লোলে মক্ষিকাগুলি ভন্ ভন্ করিয়া উড়িল। এ দিকে শকুনীসমূহ বক্র-কঠিন তীক্ষ্ণধার চঞ্চু দ্বারা অশ্ব-শবের জঠরস্থ অন্ত্র, নাড়ী, কোষ্ঠাদি আকর্ষণ করিতেছে; উদরস্থ আধ-শোণিত, আধ-রসে তাহাদিগের পক্ষহীন লোমশ মলিন দীর্ঘ গলদেশ এককালে ভিজিয়া স্নেহপদার্থে আবৃত হইয়াছে। মুখ উচ্চ করায় গলদেশের অনেক অংশ হইতে সেই রসধারা পড়িতেছে। রস কিছু গাঢ় হওয়ায়, ধারাটী শীঘ্র ছিন্ন হইতেছে না। যে দিকে শকুনী মুখ ফিরাইতেছে, সেই দিকেই ধারাটী যাইতেছে। পার্শ্ব হইতে ক্ষুধার্ত্ত-কাক সতৃষ্ণ-নয়নে চঞ্চুদ্বয় ব্যাদান, ঊর্দ্ধমুখ করিয়া সেই রস পান করিতেছে। হয় ত দুই তিনটা কাকে পক্ষ উচ্চ করিয়া চঞ্চু দ্বারা বলে শকুনীর ছিন্ন মাংসখণ্ড হরিতে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি ভীষণ-চঞ্চু শকুনী গলদেশ বক্র করিয়া ঠোকরাইতে যাইতেছে; ধূর্ত্ত-কাক অমনি উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। এদিকে পাঁচ ছয়টা কাকে একত্র হইয়া শকুনিকে ঘন ঘন চঞ্চু-দ্বারা ব্যস্ত করিতেছে। কেহ দূর হইতে গলদেশ লম্বা করিয়া, তাহার পুচ্ছের পালক ধরিয়া টানিতেছে। কেহ উড়িয়া চিলের নকল করিয়া, নখদ্বারা শকুনির মস্তকে আঘাত

(১)। দাঁড়কাক।　　(২)। সমূহ কাকের দল।

করিতেছে। দুই তিন বার ত্যক্ত হইলে, শকুনিটা মুখ বাঁকাইয়া তাড়া দিলে, কাক কা কা করিয়া উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। কোথাও গৃধিনী একটা, উদর পূর্ত্তির পর শুভ্র বিরাট পক্ষদ্বয় বিস্তারিয়া পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া রৌদ্রে পক্ষ শুকাইতেছে। কোথাও একটা বন্য কুকুর একপা কোন স্কন্ধহীন শবের পেটে দিয়া অপর নখল পা দ্বারা তাহার ছিন্নগলদেশ আঁচড়াইতেছে। হয়ত কিছু মাংস খসিলে ভীম দংষ্ট্রা ব্যাদান করিয়া, পার্শ্বের দন্তের দ্বারা শুষ্ক মাংস চর্ব্বণ করিতেছে। দূরের ঝোপের ভিতর শৃগালেরা লুকাইয়া আছে। দিবাবশত সাহস করিয়া বাহির হইতেছে না। একটা হয়ত অসমসাহসীকের মত ঝোপ হইতে বাহির হইয়া একবার ইতস্তত দৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে একটা ছিন্ন পা বা হাত মুখে লইয়া ঝোপের ভিতর গেল। কাকেরা শৃগালাগমে কা কা করিয়া উঠিল। শৃগালটি ঝোপে যাইয়া হাতটি চর্ব্বণ করিতেছে, এমত সময় অপর দুইটি শৃগাল আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার মুখের আহার লইয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ দেখিতে অতি ভীষণ। কুক্কুরচয়ের বিকট ডাক, কাক ও শৃগালের ডাক, মাঝে মাঝে দুই তিনটা কুক্কুরের পরস্পরের সঙ্গে কলহ ও চীৎকার। বনের মধ্য হইতে শৃগালের বিবাদের ক্যাঁক্ ক্যাঁক শব্দে চতুর্দ্দিক্ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে একটি মসীবর্ণ রক্তনেত্র বিড়াল মুখ ফিরাইয়া বসিয়া একটি হাতের কিছু মাংস অল্পে অল্পে চর্ব্বণ করিতেছে। নিকটের গাছে শকুনি, গৃধিনী, কাক ও কাকোলপূর্ণ। কেহ উড়িয়া আসিয়া গাছে বসিল, কেহ গাছ হইতে উড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে এক আধটা চিল দুই একবার ক্ষেত্রের উপর ঘুরিয়া একটী মাংসখণ্ড লক্ষ্য করিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। ডোমেরা আসিয়া ঝোড়া করিয়া টুক্‌রা মাংস সব উঠাইয়া লইতে লাগিল। ডোমের পৃষ্ঠদেশ বহিয়া রস ও গলতানি পড়িতে লাগিল। পথে রসধারা পড়িল, মক্ষিকাচয় তাহায় যাইয়া বসিল, কাকেরা মহা কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। শকুনী ও গৃধিনীরা গম্ভীরভাবে অন্তরে লাফাইয়া বসিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণক্ষেত্র দেখিয়া শীঘ্র পরিষ্কার করিতে আদেশ দিলেন। ক্রমে তাঁহার সেনারা আপন আপন বাসস্থানে স্তূপাকারে দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ চতুর্দ্দিগ দেখিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কমলাদেবীর সম্মুখীন হইয়া বিধি পূর্ব্বক নমস্কার করিলে, কমলাদেবী আশীর্ব্বাদ করিলেন ও সকল কুশল সমাচার জিজ্ঞাসিলেন। পরে গত রাত্রের বিপদের কথা সংক্ষেপে প্রতাপাদিত্যের গোচর করিলেন।

মহারাজ বলিলেন। "আমি লোক-মুখে সমাচার পাইয়াই আসিয়াছি। এ কি দৌরাত্ম্য! এখানে ত বাস করা দায় দেখিতে পাই? আমি একটা বন্দোবস্ত না করিয়া এখান হইতে যাইব না।"

কমলাদেবী বলিলেন। "বাপু! এ ত তোমারই বিষয়? ইহাতে তোমার যত্ন না করায় দোষ হইতেছে; আমি তোমাকে যশোর ত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিতে বলিতে পারি না; কিন্তু তোমার এক একবার এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।"

মহারাজ বলিলেন। "আমি সর্বদাই সমাচার লইয়া থাকি, তবে বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকায়, আসিয়া শ্রীচরণের ধূলি স্পর্শ করিতে পারি না। ছোট খুড়ী কোথায় ?"

কমলাদেবী বলিলেন। "তিনি তাঁহার ঘরে আছেন।"

প্রতাপাদিত্য কমলাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া বিমলাদেবীর আবাসে গেলেন। বিমলাদেবী আপন ঘরে বসিয়া আছেন, নিকটে প্রিয়-সহচরী এক জনও বসিয়া আছে। মহারাজকে দেখিয়া সম্ভাষণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য বিহিত সম্মান-পুরঃসর আসনে বসিলেন। দাসী উঠিয়া তাম্বূল আনিতে চলিয়া গেল। বিমলাদেবী বলিলেন, "মহারাজ! কি মনে করে এখানে শুভাগমন হইল? কোথায় যাত্রা হইতেছে, সঙ্গে লোক লস্কর অনেক আসিয়াছে।"

বিমলাদেবী মহারাজ প্রতাপাদিত্য হইতে বয়সে ছোট, মহারাজ তাঁহা হইতে প্রায় তিন বৎসর অধিকবয়স্ক হইবেন। বিমলাদেবী ৺মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রধান অমাত্য জয়দেব লালার কন্যা। বাল্যকালাবধি মহারাজের সঙ্গে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। তাতে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের সঙ্গে বিবাহে আরও প্রীতি জন্মিল। মহারাজ, লোক জন থাকিতে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, আর দুই জনে একক হইলে প্রায় তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন ও বালককালের প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করিতেন, ইহাতে বিমলাদেবীর সন্তোষ জন্মিত। মহারাজ বলিলেন। "বিমলা! তোমাদের বিপদ ঘটিয়াছে শুনিয়া এখানে আসিলাম, এখানে একটা বন্দোবস্ত করিব বলিয়া লস্কর আনিয়াছি।"

বিমলা বলিলেন। "কি বন্দোবস্ত করিবে? আর বন্দোবস্ত করিবার কি আছে? একে একে সকল বন্দোবস্তই ত হইয়াছে?"

মহারাজ বলিলেন। "কি বন্দোবস্ত করিয়াছি? আমার ত মহারাজ বসন্তরায়ের কাল হইবার পর আর এখানে আসা হয় নাই?"

বিমলাদেবী বলিলেন। "আমাদিগের অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইল। মহারাজের অকালে কাল হইল। কি দুঃখের বিষয়! রায়বংশে জলদানের আর কেহই রহিল না।"

বিমলাদেবীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল। দেবী অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য স্থির হইয়া বিমলাদেবীর শোক দেখিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। মৌনী হইয়া কিছুক্ষণ থাকিলে বিমলাদেবী বলিলেন। "মহারাজের বাসার ত কোন অসুবিধা হয় নাই? এখানে দেখিবার লোকমাত্র নাই। গতরাত্রের ব্যাপারে অনঙ্গপালদেব কন্যার সহিত বন্দী হইয়াছেন। আমাদিগের প্রিয় ইন্দুমতীও আর এখানে নাই। পাপ বিশ্বাসঘাতকেরা তাহাকেও লইয়া গিয়াছে। আমরা অনাথা দুই অবীরা সতিনী এই জনশূন্য স্থানে পড়িয়া আছি। আহা! ইন্দুমতী আমাদিগের শোকাপনোদনের একমাত্র আশ্রয় ছিল। আমাদিগের একমাত্র প্রেমাস্পদ। আমরা কেবল তাহার প্রেমে ও শুশ্রূষায় সপত্নীবাদ সাধিতাম। কেবল ইন্দুমতীর স্নেহের

সময় আমরা সপত্নীর মত হইতাম। এখন বিধাতা আমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিল। মহারাজ! আমরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।”

মহারাজ বলিলেন। “দেবি! আমি যমুনাপরুইয়ে এই সমাচার পাওয়া অবধি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এখন যাহাতে পুনরায় সে ঘটনা না হয়, তাহার উদ্দেশেই আসিয়াছি। কিছু লস্কর গড় রক্ষার্থে রাখিয়া যাইব। আর সন্ধান লইয়া দুষ্টদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। ইন্দুমতীর কি হইয়াছে?”

বিমলাদেবী বলিলেন। “মহারাজ! পাপেরা ইন্দুমতীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।” বিমলাদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনে তাঁহার প্রায় শ্বাসরোধ হইল। মহারাজ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিমলা কোন মতেই ধৈর্য ধরিলেন না। বিমলাকে নিতান্ত অস্থির দেখিয়া মহারাজ বলিলেন “বিমলা! তুমি যে আমার জোষ্ঠা খুড়ীর অপেক্ষা অধিক শোকার্ত হইলে। ক্ষান্ত হও, নিতান্ত অসঙ্গত রোদনে কোন ফলোদয় নাই।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। আমি কেমন আচাভূওর মত হইয়াছি।”

মহারাজ বলিলেন। “বিমলা! এটি তোমার নূতন ব্যাপার, তোমার স্বভাব ত এমত নহে।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! কেন কিসে আমার স্বভাবের বিপরীত দেখিলেন। যখন সংসারের সকল সুখ হইতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইলাম, তখন আর আমার জীবনে ফলোদয় কি? আমার প্রেমাস্পদ ইন্দুমতীকে পর্যন্ত আপনি হরিলেন।” বিমলা বাক্যাবসানেই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মহারাজ বিমলার শেষ কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ প্রকাশের পাত্র পাইলেন না বলিয়াই মনের রোষ মনেই বৃদ্ধিকে পাইল। বহুক্ষণ পরে আপনি বলিলেন “ইহার অর্থ কি? বিমলার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কিছু বোধ হইতেছে না। কাহাকেই বা এ কথা বলি, কাহার নিকট এ বিষয়ের আন্দোলন করি। মনের কষ্ট আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করায় অনেক হ্রাস হয়, আবার হয় ত তাহার পরামর্শে কর্মটি সিদ্ধ হইতে পারে। এ বিষয় বিজয়কৃষ্ণকে জ্ঞাত করায় কোন অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। হজুরমলই আমার এ সকল গুপ্ত কথা জানে। তাহাকেই ডাকান কর্তব্য। আর সুন্দরী সহচরীও বলিতে পারে। সে আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছে।” মহারাজ মনে মনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, যেমন ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি বিমলা আসিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহারাজ! কিছু বলিবার অভিলাষ আছে, একবার নির্জনে আসিলে ভাল হয়।”

মহারাজ বিমলাকে পুনর্বার সেই ঘরে আসিতে দেখিয়াই কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার নানা চিন্তায় ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কেমত এক প্রকার ভয়ই হউক বা রাগই হউক বা অন্য কোন কারণে মহারাজের চিত্ত চাঞ্চল্য হইল। মহারাজ বিমলার

কথায় কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। জড়ের মত ক্ষণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন। বিমলা মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই তাঁহার মনের সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। মহারাজের উত্তরের জন্য ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, অমনি মহারাজের হাত ধরিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেলেন। সহচরী সুন্দরী বিমলার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়াছিল, মহারাজের অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। মহারাজ ও বিমলা গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে সুন্দরী মন্দ পাদবিক্ষেপে তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিল। গৃহমধ্যে বিমলা প্রবেশমাত্রে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। সুন্দরী গৃহের বাহিরেই রহিল। মহারাজকে আসনে বসিতে বলিলে মহারাজ আসনে বসিলেন। বিমলা দেবীও সেই আসনের এক পার্শ্বে বসিলে মহারাজ বলিলেন। "বিমলা! ভাল হইল। নির্জনে তোমর সঙ্গে কিছু কথা বলিতে চাহি।"

বিমলা মহারাজকে আলাপারম্ভে উৎসুক দেখিয়া আনন্দে বলিলেন। "মহারাজ! আপনার যাহা মনোনীত হয়, তাহা বলুন; আমি যত্নে শুনিব।"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বাল্যকালাবধি আত্মীয়তা, মহারাজ বসন্তরায়ের সঙ্গে বিবাহ হইবার পূর্বেও তোমার সঙ্গে আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি। তোমার স্মরণ হয় আমার সঙ্গে বাল্যকালে কি কথা বার্তা হয়? আমরা একাত্মা। একত্রেই ক্রীড়া করিতাম।"

মহারাজ থামিলেন। বিমলা বলিলেন "মহারাজ বাল্যকালের কথায় আর এক্ষণে কি লাভ, সে সকল সুখের দিন আর নাই, অজ্ঞানাবস্থায় এক প্রকার সুখে ছিলাম। তখন আর ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না, সকলই সুখের হইত। তখন রাত্রিকালে অবিরোধে নিদ্রা যাইতাম। তখন প্রাতে সুষুপ্তির পর প্রকৃত স্ফূর্ত্তিতে গাত্রোত্থান করিতাম। তখন সমস্ত দিন মহারাজের উদ্যানে ফুল তুলিয়া বেড়াইতাম। সে সকল সুখ এখন স্বপ্নের মত হইল। মহারাজ এখন রাত্রে নিদ্রা হয় না। প্রাতে বিশ্রামান্তে শরীর সুস্থ থাকে না। এখন ফল দেখিলে প্রকৃতির বিকার হয়।"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! তোমার এ সকল মনঃপীড়ার কারণ কি? অতি অল্প সময়ে যে তোমার এত ভাবান্তর হইল, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। আমার প্রতিই বা প্রেমের হ্রাস কি জন্য হইল। আমার জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই। আমি কখন ইঙ্গিতেও তোমার বিপরীতাচরণ করি নাই। তবে বহু দিন কর্মবশত তোমার সম্মুখীন হইতে পারি নাই। কিন্তু সে কি আমার অপরাধ? আর তাহার কি এই শাস্তি সম্ভব? যুগান্তে মিলনে প্রেমাস্পদেরা প্রেমবর্ষণ লাভ করে। কিন্তু আমার পক্ষে রোষাগ্নি জ্বলিতেছে।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! আপনি অকারণ আত্মতাপ দিবেন না। আপনার মনস্তাপ আন্তরিকও নহে। আমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবত চঞ্চলবুদ্ধি, বাল্যকালের অজ্ঞানাবস্থায় যে সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহায় এক্ষণে আর বড় প্রীতি জন্মে না। আর আমিও বয়স্থা হইয়াছি! বিরুদ্ধ সম্পর্কে বিপরীত আত্মীয়তা নিতান্ত দোষকর হয়।

মহারাজ! ইন্দুমতী লাভের উপায় দেখুন। ইন্দুমতী নবীনা বটেন, আর রূপের সমষ্টিও বটেন। এক্ষণে যেমন কৌশলে হরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ কৌশলে তাহাকে ভোগ করিলেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু আমাদিগের অদর্শন ক্লেশ কখনই যাইবেক না। ইন্দুমতী আমার গর্ভসম্ভূতাপেক্ষাও আমার প্রেয়সী ছিলেন। মহারাজ পাপের সম্মুখে কোন আপত্তি স্থির হয় না। পরন্তু আপনাকে ধন্যবাদ দি। আপনার অসীম ক্ষমতা! আমার কিন্তু আর পরিত্রাণ নাই। আমার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইল। স্ত্রীলোক, সকল সহিলাম। না সহিলেই বা কি উপায় সম্ভব! মহারাজ! আমি এক্ষণে জীবিত থাকিতে আর অভিলাষ করি না। আপনি সুখে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকুন।"

বিমলা ক্ষান্ত হইলেন। রোষে ও মনস্তাপে তাঁহার হৃদয়কে মথিয়া ফেলিল। স্ত্রী-স্বভাবসুলভ অশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেও লাগিল। অমিতরূপা বিমলা কি শোভাই ধারণ করিলেন। নির্ম্মল কমলদলের উপর যেন হিম বিন্দুপাতে শুক্তিমত (১) শোভিল। এক একবার হৃদয়ের উত্তেজনায় শোণিতস্রোত কপোলদেশকে আক্রমণ করিল। কপোলরাগ বর্দ্ধিত হইল। আগোলাব রঞ্জিত কপোলের পার্শ্বে নিরলঙ্কার কর্ণমূল নীলবর্ণে সূর্য্যকান্ত-দূলদ্বয়ের ন্যায় শোভিল। স্বচ্ছ চর্ম্মের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম শিরা সকল আকাশবর্ণে দেখা দিল। ক্রমে বিমলার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ সহজে বিমলার মুখশ্রীর দিকে স্থির হইয়া দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে এখন এই ভুবনমোহিনী রূপধারণ করিলে একান্ত চলচ্চিত্ত হইলেন। কিন্তু এক এক বার বিমলার রোষ রঞ্জিত ঘূর্ণায়মান চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টিতে ভীত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া সাহসে ভর দিয়া বলিলেন, "বিমলা আমার প্রতি রুষ্ট হইও না। আমার কোন অপরাধ নাই। আমাকে বার বার ইন্দুমতীহরণের অপযশ দিতেছ, কিন্তু আমি তাহার বাষ্পও জানি না। কোথাকার বিশ্বাসঘাতকেরা ইন্দুমতীকে নষ্ট করিয়াছে, কি হরিয়াছে, তাহা আমি কণামাত্রও জ্ঞাত নহি। আর ইন্দুমতীর প্রতিই বা আমার কি জন্য এত লক্ষ্য। আমি আজ প্রায় চারি বৎসর এ দিকে আসি নাই। অদ্য প্রাতে যেমত তোমাদিগের দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম, অমনি কি অবস্থায় আছ, দেখিতে আসিলাম। তোমার জন্য আমি নিতান্ত অধীর হইলাম। এখন দেখি, যাহার জন্য আমি উদ্বিগ্ন, সেই আমার দোষ দেখে। এ কেবল বিড়ম্বনামাত্র।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! আমার নিকট আর ছলনায় কি লাভ? আমি মহারাজের প্রায় সমস্ত পরামর্শ অবগত আছি। ইন্দুমতীর উপর যে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। গত রাত্রের ব্যাপার যে মহারাজ-কৃত, তাহাও আমি জানি। সুন্দরী আসিয়া গত রাত্রে আমায় বলিল যে, হজুরমল ইন্দুমতীকে লইয়া ফিরিঙ্গির নৌকায় তুলিয়া দিল। মহারাজ! আপনার মনের কোন প্রবৃত্তিই আমার নিকট গুপ্ত নাই।"

(১) মুক্তাপ্রসূ।

মহারাজের মুখের কিছু বৈলক্ষণ্য হইল। মহারাজ হেঁট মুণ্ড হইলেন। বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! ইহাতে লজ্জিত হইবেন না। আপনার জাতিরই এই স্বভাব। আমার পূর্বেই বিবেচনা করা কর্তব্য ছিল। অপরিণত বুদ্ধি তখন বুঝিল না। অন্ধকারে ঝাঁপ দিল। বিপদের নামে হাসিল। সৎপরামর্শ অপহেলা করিল। এখন জটিল পঙ্কে জড়ীভূত হইয়াছে, আর উদ্ধার পাওয়া দুরূহ। কিন্তু আমি চেষ্টা পাইব। একান্ত অক্ষম হই ত বদ্ধাঙ্গ ত্যাগ পর্যন্তও স্বীকার করিব। অঙ্গের অপেক্ষায় সমষ্টি নষ্ট করিব না। মহারাজ! যথেষ্ট হইয়াছে। আপনি আপনার মত ব্যবহার করিলেন।" বিমলার মুখে একেই অবগুণ্ঠন ছিল না, কোমল মস্তকমাত্র আচ্ছাদিত ছিল। বিমলার মস্তকের হিন্দোলে সে বসন শিরোদেশ হইতে খসিল। আহা কি ঘন কেশভার। কবরী বন্ধ ছিল না বটে কিন্তু কেশপাশের শিখা মস্তকের শেষে একত্রে গ্রন্থি দিয়া জড়ান থাকায় মস্তকটি দ্বিগুণ বড় দেখাইতে লাগিল। কেশগুলি কি পরিষ্কার, আর কেমন অসামান্য ঘন জলদের শ্যামবর্ণের জ্যোতি। আর কি সূক্ষ্ম। যেন মসীবর্ণের উর্ণাতন্তু। গলদেশেরই বা কি ভাব। আর কি অসামান্য অবর্ণনীয় মাধুরী। কি নির্মল। মহারাজ দৃষ্টি করিয়া একান্ত অধীর হইলেন। মহারাজের ওষ্ঠ শুষ্ক হইল। মহারাজের নেত্রদ্বয় বিমলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইল। প্রতাপাদিত্য স্তম্ভিত হইলেন। স্থির হইয়া একতানে অনিমিষ নয়নে রূপ পান করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। মন বিষম চিন্তায় মগ্ন হইল। বিমলা কটাক্ষে তাহা লক্ষ করিলেন। মনে মনে ইষ্টসিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানে হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব চপলতাবশত একবার মহারাজের নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বস্ত্র টানিয়া, মস্তকে আবরণ করিলেন। বিমলারও কপোলরাগ বর্ধিত হইল। বিমলা ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির বিপক্ষে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? বিমলার শরীর শিথিল হইল। বিমলা শীঘ্র শীঘ্র কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, আর প্রতিবারের দৃষ্টি ক্রমে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে লাগিল। ক্রমে প্রতাপাদিত্যের মুখ হইতে আর চক্ষু অপসৃত করিতে অসমর্থ হইলে চারি চক্ষু মিলিল, অমনি বিমলার মস্তকের বসন আবার খসিল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দ্বারের শব্দ মাত্রে, বিমলা যেন সচেতন হইয়া, বসন তুলিয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্যের ও চমক ভাঙ্গিল। দ্রুত উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। সুন্দরী সহচরী বলিল। "মহারাজ! হজুরমল বহির্দ্বারে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কি বিশেষ সমাচার আছে? রণবীর বাহাদুর ও বিজয়কৃষ্ণও সেইখানে আছেন।" মহারাজ সুন্দরীর কথান্তেই, ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু গমনকালে মুখ ফিরাইয়া একবার বিমলার প্রতি লক্ষ্য করিতে ভুলিলেন না। বিমলার বস্ত্র শিথিল হইয়াছিল। ব্যস্তে কটির বসন সংগ্রহ করিতেছেন, সেই অবকাশে একবার বক্ষ হইতে বস্ত্র খসিয়াছিল। মহারাজ সেটিও দেখিতে পাইলেন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে হজুরমল ডাকিবে না জ্ঞানে অবস্থান করিতে পারিলেন না, অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া

চলিয়া গেলেন। বিমলা মহারাজের গমনে, কিছু বিমর্ষা হইলেন। বহুযত্নে গোপিত তরুর পরিণত ফল ভোগের জন্য হস্তে লইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহা হরিল। একেবারে বিষণ্ণা হইলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না বলিয়া রোষ জন্মিল। পর ক্ষণেই আবার মহারাজের শীঘ্র প্রত্যাগমনাশয়ে কিছু স্থির হইলেন। মনে মনে ইষ্টভাবী সুখের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষীণ মনের গতিই এইরূপ! প্রকৃত সাধনে অক্ষম হইলে, কল্পনায় সুখ সম্ভোগ করে। আহা সেই একমাত্র সন্তোষের উপায় ছিল। বিমলা জাগ্রদবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। কল্পনা কি বলবতী! প্রকৃত বহির্ব্যাপারাপেক্ষাও ইন্দ্রিয়সকলকে আঘাত করে। বিমলা কিছুক্ষণ এই চিন্তায় মগ্না রহিলেন। সুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে সমস্ত বুঝিল। এরূপ শ্রেষ্ঠ সুখকর ধ্যানভঙ্গে সমূহ কষ্ট জন্মিবে জ্ঞানে, বিমলাকে কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু না বলিলেও যে বিমলা মায়ামোহে বদ্ধ হইয়া আশায় অতিরিক্ত ভর দিবেন, পরে তাহা কণামাত্রও সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহে আবার এতদতিরিক্ত কষ্ট জন্মিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে বিমলাকে নিতান্ত শূন্য দেখিয়া সুন্দরী বলিল। "দেবি! মহারাজের সমূহ বিপদ! আমাদিগেরও আর পরিত্রাণ নাই।"

বিমলা বলিলেন। "রাজার আবার বিপদ? রাজার ত এক্ষণে চারিদিকে সম্পদ উপস্থিত। বিপদ আমাদিগের বটে। কিন্তু সুন্দরি! এ রূপে আর চলিবে না। তোমার কিছু মাত্র বিবেচনা নাই। অসময়ে কি জন্য আমাকে ত্যক্ত করিলে। তুমিই ত মহারাজকে বিদায় করিয়া দিলে।"

সুন্দরী বলিল। "হাঁ আমিই এক প্রকার বিদায়ের মূল কারণ হইলাম বটে, ইহাতে কিন্তু আপনার ক্ষতি হইল না। রাজার গমনকালে আমি বিশেষ করিয়া তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম। তাহায় ভাল বিশ্বাস হইল যে, এখনও তিনি আপনার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হজুরমলের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাজ মানসিংহ সসৈন্যে বজবজে আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। শুনিলাম কচুরায়ও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। মহারাজ অদ্যই হউক বা কল্য প্রাতে এ গড় অধিকার করিতে আসিবেন। কি বিপদ! আমাদিগের কি হইবে?"

বিমলা বলিলেন। "সুন্দরি! বোধ করি এ কথা সত্য না হইবে, মানসিংহ এখানে কি জন্য আসিবেন? আর সে দিন যে রায়গড়ে কচুরায়ের প্রেতকৃত্য হইল। অনঙ্গপালদেবেরও কদাচ সাধ্য হইতে পারে না যে, কচুরায় বর্তমানে সেরূপ কায করে। আর অনঙ্গপালদেব কিছু কচুরায়ের বিপক্ষ নহে।"

সুন্দরী বলিল। "সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। কিন্তু মানসিংহ আসিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা হজুরমল এত ব্যস্ত হইবে কেন। এখন আমরা কি করিব?"

বিমলা বলিলেন। "আমাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিবার কোন ভয় নাই। যে আসুক, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাহার বাদ নাই, তাতে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের পরিবার।"

সুন্দরী বলিল। "তাহা না হইলেই ভাল। কেন না, আপনাদিগের কণামাত্র বিপদে আমাদিগের দুঃখের একশেষ হইবে। মহারাজ কি বলিলেন? আমি তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিলাম, তিনি এখনও আপনার অধিকার স্বীকার করেন।"

বিমলা বলিলেন। "সুন্দরি! মহারাজের বড় যখন আমার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন?"—

সুন্দরী বলিল। "কিন্তু তিনি এত অধীন ছিলেন না। তাঁহার কেমন একটু ক্ষমতা ছিল, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।"

বিমলা বলিলেন। "কিন্তু প্রতাপাদিত্যের আর এক রকম মোহিনী শক্তি আছে।"

সুন্দরী বলিল। "তাই ত আপনি এক একবার আত্মবিস্মৃত হন ও প্রতাপাদিত্যের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখানে উভয় পক্ষে সমান টান আছে।"

বিমলা বলিলেন। "প্রতাপাদিত্য যতক্ষণ আমার সম্মুখীন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাকে আমি সূচ্যগ্রে নাচাইতে পারি। আমার অসাক্ষাতে সে কিছু অবাধ্য হয়। আজ কিন্তু কিছু কালের মত পরাজয় করিয়াছি।"

সুন্দরী বলিল। "তা যা হউক, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর ইহাঁর অত্যন্ত দৃষ্টি। তাহাকে লইয়া কোথায় গেল, কিছুই বলা যায় না। ইহাতে আপনার কিছু খর্ব্বতা সম্ভাবনা।"

ইন্দুমতীর নামে বিমলার কিছু চাঞ্চল্য জন্মিল। আপনার অমঙ্গল চিন্তা, তাহার উপর আবার ঈর্ষা। ত্যক্ত হইয়া বলিলেন। "তা ইন্দুমতীই হউন, আর যে হউন, আমার স্বার্থসিদ্ধি কিছুতেই বাধিবে না। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কি ভয়ানক নারকী। আমাকে অমূলক আশ্বাসে বদ্ধ করিল। এখন অসময় জ্ঞানে আমাকে ত্যাগ করিল। ত্যাগ ত করে না, অথচ ইন্দুমতীর জন্যও ব্যাকুল হয়।"

সুন্দরী বলিল। "আমার বোধ হয় আপনাকে সামান্যার ন্যায় জ্ঞান করেন।" বিমলা ক্রোধবশে আপন আসন ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন।

সুন্দরী বলিল। "এখন আমার উপর রাগ করিলে কি হইবে। প্রতাপাদিত্য আপনাকে ত অযত্নই করেন।"

বিমলা বলিলেন। "অযত্ন করে সত্য, কিন্তু আমাকে বারবার তাহা শুনানতে এক্ষণকার কি লাভ?"

সুন্দরী বলিল। "নিতান্ত কিছু অকারণ বলিতেছি না। আপনার লাভ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। আমার পক্ষে স্পষ্ট তাহা বলা বিধেয় হইতেছে না, কিন্তু ইঙ্গিতে আপনাকে না বলিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করে।"

বিমলা বলিলেন। "আবার তোমার দোষ কি? তুমি কি এখন আমাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আসিলে নাকি?"

সুন্দরী বলিল। "আমি নিতান্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসি নাই, কিন্তু যাহাতে আপনার হিত সাধন হয়, তাহা আমার সর্ব্বত কর্ত্তব্য। আমার মতে এক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠতা থাকা বড় শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। অন্যান্য বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ করিলেও স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে। গতরাত্রের ব্যাপারে ইন্দুমতী হরণ ব্যতীত, যথেষ্ট ধনক্ষয়ও হইয়াছে, তাহায় আপনারই ভাণ্ডারের ক্ষতি হইয়াছে। আবার যখন মহারাজ স্বয়ং আজ ছলনা করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ত রায়গড়ের স্বাধীনতা এক কালে নষ্ট হইবে। রায়গড়ে তাঁহার সেনা রাখিয়া গেলে, আপনারা নজর বন্দীর মত রহিলেন। আর রায়গড় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত হইল।"

বিমলা উন্মীলিতনেত্রে সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন সুন্দরী বলিল। "রায়গড়ের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল, ক্রমে আপনাদিগকে প্রতাপাদিত্যের আজ্ঞাবর্ত্তী হইতে হইবে। মহারাজ বসন্তরায়ের স্ত্রীর কিছু সে সকল বড় মানের কথা নহে। মানও ত্যাগ করিলে আপনাদিগের বিষয় ভোগেরও যথেষ্ট হানি হইবে।"

বিমলা বলিলেন। "যাহা হইবার তাহা হউক, আমার তাহায় কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাধীন হইতে পারে, তাহাকে কেন আজ্ঞাবর্ত্তী না করি?"

সুন্দরী বলিল। "হাঁ আপনার এখন এই মতই বুদ্ধি হইয়াছে বটে। মহারাজ বসন্তরায়ের স্ত্রীর মতই হইল। আপনার কি কণামাত্রও লজ্জা হইল না? আপনার কি বোধ নাই যে আপনি কে?"

বিমলা বলিলেন। "সুন্দরী! যথেষ্ট হইয়াছে। আমায় আর কষ্ট দিও না। এক্ষণে আমি নির্জ্জন হইতে চাহি। ইতোমধ্যে মানসিংহের সমাচার ও প্রতাপাদিত্যের মনের ভাব অবগত হইতে চেষ্টা পাও। অদ্য সায়ংকালে একবার আমার নিকট আসিও।"

বিংশ অধ্যায়।

"বিধায় বৈরং সামর্ষে নরোঽরৌ য উদাসতে।
প্রক্ষিপ্যোদর্চ্চিষং কক্ষে শেরতে তেঽভিমারুতম্॥"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য হজুরমলের সহিত বিমলাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া আপনার বাসমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ, রণবীর ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার সভাকুট্টিমে প্রবেশমাত্র সকলে ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। মহারাজ আপন আসনে উপবিষ্ট হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল বসিয়া শ্বাস লইলে বিজয়কৃষ্ণ করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল। "মহারাজ! রণবীর বাহাদুরের চরেরা অত্যন্ত অমঙ্গল সমাচার আনিয়াছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। মহারাজ

মানসিংহ সসৈন্য বঙ্গবঙ্গে আছেন, তিনি সনদ্বীপ হইতে তাঁহার সেনানীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতি মুহূর্তেই লোক আসিতেছে। সনদ্বীপ হইতে জাহাজ সব কত দূর, সম্বাদ দিতেছে। তাঁহার সেনাবলে তুমুল আয়োজন। সকলে অস্ত্রবদ্ধ। উৎসাহে মত্ত। আজ্ঞার অঙ্কুরমাত্রেই রায়গড়ে আপনাকে আক্রমণ করিতে আসিবে। তাঁহার চরেরা মহারাজের এখানে উপস্থিতির সমাচার তাঁহার কর্ণে যোজনা করিয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপ ও তাঁহার সৈন্যদল রায়গড় আক্রমণে মহারাজ মানসিংহের পক্ষ হইবে বলিয়া রওয়ানা হইয়াছে, দূতের জ্ঞান হইতে [illegible] এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। এ দিকে যশোর হইতেও তদ্রূপ বু[illegible] ঢাকার নবাবের সেনা যশোর দখলে অগ্রসর হইয়াছে। বিদ্রোহে শুনিতে [illegible] হইতে বেষ্টিত আছেন। মহারাজের যমুনা হইতে প্রেরিত সেনা এক্ষণে পথে মহারাজের আদেশ লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিতেছে। শুনিতে পাই, যশোরেশ্বরী প্রস্তরময়ী দেবী বিমুখ হইয়াছেন। কেনই বা না হইবেন। যশোরে যখন যবনাধিকার হইল, তখন সকলই সম্ভবে। জয়ন্তীরাজ সেনারা কতকগুলি তদ্দেশীয় আমীরের অজ্ঞাবর্তী হইয়া সম্প্রতি রাজকুমার সূর্যকুমারের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছে। তাহারাও গত রাত্রে যমুনা পর্কটয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সূর্যকুমারের অন্বেষণ না পাইয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট আবেদন করে। মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগকে যত্নে বাসস্থান দিয়া সনদ্বীপ হইতে সেনা আগমনের আশে অপেক্ষা করিতেছেন। মহারাজ কচুবায় স্বয়ং ও সূর্যকুমার ও মালিকরাজ সনদ্বীপে গিয়াছেন। এ দিকে মহারাজ মানসিংহের কাজীউল্ কুজ্জার দপ্তরে মহারাজার বিপক্ষে কএকখানা আবেদনপত্র পৌঁছিয়াছে। তিনি সেই সকল আবেদন পত্রের মর্ম ও তাহার উপর ইসলামী ধর্মসঙ্গত ফতোয়া (১) লিখিয়া মহারাজ মানসিংহের অবগতিতে পেষ করিয়াছেন। তাহায় লোকমুখে শুনিতে পাই, অনেক অসঙ্গত ও অননুভবনীয় দোষ আয়ুষ্মানের উপর নিযুক্ত হইয়াছে। একজন দূত বহু যত্নে তাহার একখানি অনুরূপ আনিয়াছে। ইহা মহারাজের অবলোকনার্থে দিই ”

বিজয়কৃষ্ণ আপনার অঙ্গরক্ষের মধ্য হইতে একখানি ফারসিতে লেখা পত্র মহারাজার হস্তে দিল। মহারাজ তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। পাঠান্তে পত্রখানি অত্যন্ত অযত্নে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে এরূপ বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, তাহা জানিতাম না। তুমি এরূপ গর্হিত পত্র কি করিয়া আমার অবগতিতে আনিলে? ইহার লেখককে এক্ষণেই আমার কর্ম হইতে দূর কর। আর তুমি পুনরায় এরূপ অবোধের মত কর্ম করিও না। আমার নিন্দাসূচক সংবাদ আমাকে অবগত করান তোমার উচিত হয় নাই। সে পাপিষ্ঠের কি অতীব সাহস! আমার জ্ঞান হয়, সে এখন উন্মাদ হইয়াছে।”

(১) মুসলমানী ধর্ম ব্যবস্থা।

বিজয়কৃষ্ণ করযোড়ে বলিল। "মহারাজ! রোষ ত্যাগ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক্, কিন্তু পত্রের বিষয় গোপনে ধর্ম্মরাজের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন। "ভাল, যাহা নির্জ্জনে বলিতে চাহ, বল।" একবার সভাসদের প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র সকলে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এ পত্রের মর্ম্মে আপনার রাগ করিবার কোন কারণ নাই। এখন সম্প্রতি কয়েক বৎসর দিল্লীশ্বরকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জ্জনে তাঁহার অধিকারস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাঁহার অধিকারভুক্ত না হইলেও রাজগণমধ্যে প্রচলিত প্রথানুসারেও আপনাকে এ পত্রে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হইবে।"

রাজা রোষে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ। তুমিও যে আমায় দোষী জ্ঞান কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমার এত ক্ষমতা হয় না। পরন্তু মহারাজের অপযশ হইলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয়। স্কন্ধাবারে এ সমাচার রাষ্ট্র হইলে ও প্রধান প্রধান আমীরেরা ইহা অবগত হইলে মহারাজের প্রতি যে প্রীতিটুকু আছে, তাহা লোপ পাইবে। সকল দলেই সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি লোক আছে। সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক, স্পষ্ট মহারাজের কলঙ্ক উঠিলে, বিপক্ষ লোক অনেক জন্মিবে।"

রাজা বলিলেন। "ভাল তাহা তুমি কি প্রকারে নিষেধ করিতে পার?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া গোপনে তাঁহার সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিলে এ কথাটি রাষ্ট্র হইবে না। নতুবা এই সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ সম্প্রতি বিপক্ষদল হইতে পারে।"

মহারাজ বলিলেন। "কি আমি ইহাদিগকে ভয় করিব! ইহারা আমার বিপক্ষ হইলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি সম্ভবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এক্ষণে আমার পরামর্শে মত প্রকাশ করুন। আমার জ্ঞানে উপায়ান্তরে রক্ষা নাই। আপনার অপযশের কারণ আমার অগোচর কিছু নাই। সে সকল কথা লোকে জানিলে আর আপনার সাধারণসম্মুখে বাহির হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে। পত্রে দেখিলেন, কতগুলি পাপ আপনার শিরে দিয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "আমি কিন্তু সে সকল পাপের কণামাত্রেরও অংশী নহি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি অংশী হউন বা নাই হউন, সে সকলের সম্বলিষ্ট আপনার নাম উচ্চারণ মাত্রেই যথেষ্ট হইল।"

রাজা কিছু ত্যক্ত হইয়া বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার অসঙ্গত বাক্য সহ্য হয় না। তোমারা যথেচ্ছা গমন কর। তোমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য সুহৃদে আমার আবশ্যক নাই। মানসিংহকে ভয় হইয়া থাকে, তাহার পদাবনত হও। আমার তাহে কোন ক্ষোভ নাই। বরং তাহে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! রোষ-পরবশ হইয়া আত্মস্বার্থ ভুলিবেন না। আমার অবর্তমানে মহারাজের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মহারাজ যাহাতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সে বড় শুভকর নহে।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! আমি তোমাকে দূর করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তোমার ভীরু পরামর্শেও মত দিব না। এক্ষণকার কর্তব্য কর্মে আমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইতে চাহ, ভাল, নতুবা তুমি পুরাতন লোক, তোমাকে আমি কিছু জায়গীর দিই, দেশে যাইয়া সুখে কাটাও। রাজকীয় বিষয়ের জঞ্জাল তোমার অতিপ্রবীণ বয়সে সহ্য হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ একান্ত আমার যুক্তি অগ্রাহ্য করেন, আমি নিতান্ত হীনবল হইলাম। কিন্তু মহারাজ বর্ত্তমানে আমি আর কোথাও থাকিতে পারিব না। আপনার কুশল সদা দেখিব। পরে কালীর অভিরুচি ও আমাদিগের পুণ্যবল। এক্ষণে যে মত আজ্ঞা করেন, প্রস্তুত আছি।"

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার মতে আমার যেরূপ আপদ উপস্থিত, তাহে মানসিংহের বশবর্ত্তী হইলেও ত্রাণ নাই। দিল্লীশ্বর একান্ত বঙ্গরাজ্য তাঁহার অধীন করিবেন, মানস করিয়াছেন। এস্থলে আমার চেষ্টা বিফল। তথাচ স্বদেশ গৌরব, জাত্যভিমান ত্যাগ করা কায়স্থ বংশে সম্ভবে না। আমি ইচ্ছা করি যে শেষ পর্য্যন্ত একবার দেখা যাক। আমা হইতে নীচের কর্ম হইবে না। আমি ম্লেচ্ছ যবনকে প্রভু বলিয়া কখনই স্বীকার করিব না। বুঝিলাম, বঙ্গের শেষ উপস্থিত। ইহকালে বাঙ্গালির আর সুখোদয় হইবে না। আমার বংশেরও এই শেষ। কচুরায় একান্ত মতিভ্রষ্ট হইয়াছে। আত্মবিচ্ছেদে দেশ নষ্ট করিল। কিন্তু তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। গঞ্জালিস আমার পক্ষে আছে, আর যদি চারি পাঁচ দিন কোন ক্রমে বিলম্ব করিতে পারি, বোধ করি আমার সকল সেনা একত্রিত হইবে। গঞ্জালিসও আসিয়া উপস্থিত হইবে। পাঠানেরাও কিছু এককালে অবসন্ন হয় নাই। এ সকল সেনা একত্র করিলে বিজয়কৃষ্ণ! প্রতাপাদিত্য জয় করিতে পারে না, এমত শত্রুই নাই। যখন বঙ্গের একমাত্র ছত্রী হইয়াছি। তখন আমার চক্ষে দিল্লীশ্বর বড় ভীষ্ম শত্রু নহেন। উড়িষ্যার সমাচার মাত্র আমার বিলম্বের কারণ। এখন রায়গড়ের বশবর্ত্তী সেনাদিগের সমাচার লও। আর উগ্রসেন কত অর্থ এক্ষণে দিতে পারে, তাহারও বার্ত্তা পাওয়া আবশ্যক। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, ভাণ্ডারে যথেষ্ট রসদ আছে। আমার সেনাবলও কিছু নিতান্ত হীন নহে। রায়গড় পরিপাটী করিয়া রক্ষণে সমর্থ। কিন্তু সেনাপতির অভাব জ্ঞান করিতেছি। তোমার সে বিষয়ে কি যুক্তি হয়? হজুরমল, ও রণবীর বাহাদুর দুই পার্শ্ব রক্ষা করিবে। আমি এক দিক রাখিতে পারিব। তোমাকে দক্ষিণ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিব। কিন্তু মাঝে মাঝে গড় হইতে বাহির হইয়া মানসিংহের সেনাকে বিরক্তকরাও আবশ্যক। তাহাদিগকে গড় আক্রমণে নিযুক্ত করিলে, আমরা এক প্রকার সুবিধা পাইব। গড় বড় সামান্য নহে, আমি চারি দিক ভাল করিয়া দেখিয়াছি, কোন

স্থানই আমার চক্ষে হীনবল বোধ হয় না। কিন্তু শত্রুসেনা গড় আক্রমণ থাকিলে সেই সময় বাহির হইতে আমার সেনা যদি তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে, তবে বোধ করি শত্রুবলের অনেক হ্রাস হইবে। গড়ের বাহিরে কাহাকে পাঠাই। আমি স্বয়ং যাইতে পারি। তোমাদিগের ক্ষমতা আমি জ্ঞাত আছি। তোমরা অনায়াসে দুর্গ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু আমার বোধ হয় তোমরা আমাকে গড়ের বাহিরে যাইতে দিবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! তাহার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি কিছু এখনও এত হীন বল হই নাই, যে শত্রুসেনার সম্মুখে হটিয়া যাইব। আজ্ঞা হয় ত আমিই বাহিরে যাই। হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ দুর্গ রক্ষায় যথেষ্ট পারগ। আপনার এসকল দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা বর্ত্তমানে যদি আপনি কষ্ট পাইবেন, তবে আমাদিগের থাকায় লাভ কি?

রাজা বলিলেন। "ভাল তবে তাহার বন্দোবস্ত কর, আমি জানি তোমরা সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। সম্প্রতি কৃষ্ণনাথকে ডাকিয়া যুক্তি কর। হজুরমলকে একবার আমার নিকট পাঠাও। আমি গঞ্জালিসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

বিজয়কৃষ্ণ সেস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই হজুরমল আসিলে রাজা বলিলেন। "হজুরমল গঞ্জালিসের আগমনের বিলম্ব কি? সে এখনও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না কেন? তাহার সেনাই বা কোথায়?"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ! সে ইন্দুমতীর ব্যাপারে কৃতকার্য হয় নাই বলিয়া, লজ্জায় শ্রীমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে নাই। বোধ করি, তাহার সেনারা দুই এক দিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

রাজা বলিলেন। "হজুরমল, তাহার আশয়ে আমি আর থাকিতে পারি না। আমাকে অতি শীঘ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। যখন মানসিংহ এত নিকট, তখন আমি আর কোন মতে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। আমাকে যে রূপে হউক এইক্ষণেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি শত্রু সেনা গড় আক্রমণ করে, তবে আমরা আর আপন বল প্রকাশের উপায় পাইব না। আমার চতুরঙ্গ সেনা এককালে স্থানাভাবে হস্তবদ্ধ হইবে। অতএব মানসিংহের এখানে আগমনের পূর্ব্বেই আমার সতর্ক থাকা আবশ্যক। যদি সময় পাই, তবে একবার গড় ছাড়িয়াও মানসিংহকে আক্রমণ করা উচিত বোধ হইতেছে। তাহার উপর তাহার স্বস্থানে আক্রমণ করিলে, চাহি তাহাকে পঙ্গু করিতে পারি। পরন্তু এ সকল পরামর্শ গঞ্জালিস সাপেক্ষ। তোমাকে বোধ করি, অদ্যই গঞ্জালিসের নিকট সনদ্বীপে যাইতে হইবে।"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ আমি এইক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আজ্ঞা পাইলেই যাত্রা করি। পরন্তু শুনিতেছিলাম, আমাকে দুর্গ রক্ষায় থাকিতে হইবে। আমার যদি যাত্রাও করি, আর গঞ্জালিস পথান্তর দিয়া সনদ্বীপ হইতে মাতাবাকের উদ্দেশে বাহির হইয়া

থাকে, তবে অকারণ এখানকার কর্ম নষ্ট হয়। মহারাজের যে রূপ অনুমতি। আমার নিবেদন যে গঞ্জালিসের প্রতীক্ষা করিয়া, চার পাঁচ দিন পরে এখান হইতে যাত্রা করিলে ভাল হয়। হজুর মালিক, যে রূপ আদেশ হয়।”

মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল তাহাই ভাল, কিন্তু সে অপেক্ষা কি সহিবে? যখন শত্রু এত নিকট, তখন আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকা উচিত হইতেছে না।” বিজয়-কৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এত শীঘ্র যে আসিলে? কুশল বল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আয়ুষ্মন্! রাজলক্ষ্মী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। মহারাজ মান-সিংহের স্কন্ধাবারে যুদ্ধায়োজন হইতেছে। শুনিতে পাই, অদ্য রাত্রিতে তাঁহার সেনা রায়গড়াভিমুখে যাত্রা করিবে। হয় ত অদ্যই তাহারা রায়গড় আক্রমণ করিবে। একান্ত অদ্য রাত্রিতে না হয়, কল্য প্রত্যূষে অবশ্য অবশ্য আক্রমণ হইবে। অতএব সেনাগণ এক্ষণকার আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। আজ্ঞা হয় ত কৃষ্ণনাথকে সম্মুখে আসিতে কহি। এখান হইতে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। রণ-বীরবাহাদুর সেনাগণুলীর মধ্যে আছেন। এখন হজুরমলকে ক্ষণেকের জন্য সেখানে পাঠাইলে তাহাকে অবকাশ দিতে পারে।”

রাজা বলিলেন। “হজুরমল! তবে তুমি যাইয়া শীঘ্র কৃষ্ণনাথকে পাঠাইয়া দাও।”

হজুরমল শির নত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ গঞ্জালিসের বিলম্ব কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ হজুরমলের প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম, যদি সত্য হয়, তবে গঞ্জালিসের আশা ত্যাগ করুন, সে আর এখানে আসিবে না। দস্যুপতির কত সাহস সম্ভবে। আবার লোক মুখে যাহা শুনি, তাহায় ত হজুমলের কথা আদ্যন্ত মিথ্যা দাঁড়াইতেছে। তাহা হইলেও গঞ্জালিস আর এখানে আসিবে না। মহারাজ যখন পরা-মর্শ নিবেদন করি, তখন ত কর্ণপাত করিতে আজ্ঞা হয় না। গঞ্জালিস মহারাজের সঙ্গে চাতুরী করিয়াছে, এই কথা ত বাজারে রাষ্ট্র।”

রাজা বলিলেন। “তুমি কি শুনিয়াছ? ভাল বলিয়াছ। আমিও যাহা লোক পরম্পরায় শুনিলাম, তাহায় আমার হজুরমলের উপর অবিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু অমূ-লক বার্তায় ভর দিয়া বিশ্বাসী লোকের উপর সন্দেহে বিপরীত ঘটে। পাছে হজুরমল অবিশ্বাসী হয়, ভয়ে আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু তোমার কথায় আমার তাহার তত্ত্বাবধারণ করা উচিত হইতেছে। গতরাত্রের রায়গড়ের ব্যাপার কি শুনিয়াছ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “শ্রীমান্! তাহা শ্রবণে আপনার প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল রোষ বৃদ্ধি হইবে।”

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! ওতে আমার সন্দেহ সমূলক হইল। পাপ হজুর-মল গঞ্জালিসের সঙ্গে যোগ করিয়া, আমার বিশ্বাস নষ্ট করিল। গঞ্জালিস নরাধম কি

আর আমার নিকট কখন আসিবে না। অনুপরাম কি ভাবিল। তাহাকে সাহায্য দেওয়া হইবেক না। কিন্তু আমাদিগের পরামর্শের কি হয়। ইন্দুমতীকেই বা পুনর্লাভের সুযোগ কি? শত্রুবল মথনের সহায় হ্রাস পাইল। ফিরিঙ্গিরা যদি মোগলদিগের সঙ্গে যোগ দেয়, কি তাহাদিগের বশবর্ত্তী হয়, তবেই ত দিল্লীশ্বরের বলাধিক্য হইল। আরাকাণ হইতে কোন লাভ সম্ভাবনা রহিল না। বিজয়কৃষ্ণ! এতক্ষণে আমার মন্ত্রণা বিফল হইল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ! আমি তাহে ভীত নহি। দেখিব, শত্রুর বলাধিক্য হইয়াই বা আমার কি ক্ষতি হয়। আমি কদাচ ভয় করিব না। এইক্ষণেই হজুরমলকে স্কন্ধাবার হইতে আদালতে উপস্থিত হইতে বল। বিচারে যে দণ্ড বিধেয় হয়, অবিলম্বে তাহা হজুরমলের উপর নিয়োগ করিব। আর গঞ্জালিসের সহিত যেরূপ আত্মীয়তা রাখা উচিত বোধ হইবে, সেই মত পত্র তাহাকে লিখ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ব্যস্ত হইয়া সকল বিষয় ক্ষতি করিবেন না। ক্ষান্ত হউন। অধীর হইলে উভয় কূল হারাইবার সম্ভাবনা। হজুরমল নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে। আপনি বোধ হয় উহাদিগের পরামর্শ সকল অবগত নহেন। নরাধমেরা ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে লইয়া গিয়াছে, হজুরমল ইন্দুমতীকে ও গঞ্জালিস প্রভাবতীকে লইবে স্থির হইয়াছে। পাপেরা এক্ষণে উভয়কে সনদ্বীপে লুকাইয়া রাখিবে। পরে হজুরমল কোন ছলে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্থানান্তরে ইন্দুমতী লইয়া বাস করিবে।" মহারাজ রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। কপোল-রাগরঞ্জিত মহারাজের মুখশ্রী কি শোভিল। সঙ্কুচিত-নেত্রে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ কষ্ট হইবার সময় নহে, এখন যদি হজুরমলকে সে কথা লইয়া পীড়ন করেন তবে, আত্মবিচ্ছেদ সম্ভব। আমার মতে সে কথার উল্লেখমাত্র না করেন। পরে মহারাজের যেমত আজ্ঞা হয়। গঞ্জালিসকেও এ অবস্থায় পত্র লিখার কোন প্রয়োজন নাই।"

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া উঠিলেন। বলিলেন। "কৃষ্ণনাথ আসিলে, তাহাকে আক্রমণের আয়োজন করিতে বল। আমি বিমলাদেবীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল মহারাজের রাগ বৃদ্ধি হইবে।"

রাজা বলিলেন। "না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।" আপন আবাস হইতে বাহির হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ভাবিল। "এ রাজার ত আর পরিত্রাণ নাই। ইহার পাপ যথেষ্ট হইয়াছে। শেষ উপস্থিত। এত পাপে কখন মঙ্গল ঘটে না। হজুরমল অল্পেই ইহার দল ত্যাগ করিবে। আত্মবিচ্ছেদে আপনাদিগের বলহীন হইতেছে। আবার এখন বিমলার

নিকটে গেলেন। কত দুর্দশা ইহার অদৃষ্টে আছে, তাহা বলিতে পারি না।" কৃষ্ণনাথকে দেখিয়া বলিলেন। "কৃষ্ণনাথ! তোমার কুশল বল। গড়ের কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ লোক নিয়োজন করিলে? তোমার বীর্য প্রকাশের সময় উপস্থিত। মহারাজ তোমার শৌর্যে ও কৌশলে নিশ্চিন্ত আছেন। আমরাও উপস্থিত বিপদে তোমার বাহুর ছায়ায় নিরাপদ বোধ করিতেছি। কেমন নূতন কোন সমাচার পাইয়াছ?"

রণবীর-বাহাদুর বলিলেন। "এখন ত এক প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গুরুবলে বোধ করি এ অবস্থায় কোন শত্রুরই ভয় করি না। যত বড় সেনাপতি হউক না কেন; আর যত সমৃদ্ধ শত্রু উপস্থিত হউক, এ গড়ে কাহারই দন্তস্ফুট করা দুরূহ। তবে যদি বহুকাল আবদ্ধ থাকিলে দ্রব্যাদির অভাব ঘটে। সেই শঙ্কাই সমূলক। এখন অগ্নি-কোণের ফাটকের নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ খোদিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি। শীঘ্র সেইটি সম্পন্ন হইলে নিশ্চিন্ত হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "কেন নূতন সুড়ঙ্গে প্রয়োজন কি? মহারাজ বসন্তরায়ের কৃত সুড়ঙ্গ চার পাঁচটা আছে। তাহায় কি কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে না?"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। "আমি তাহা অবগত নহি। কোথায় মৃদ্‌ভেদী পথ আছে। যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তবে আমি অনেক পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ পাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "আমি এক্ষণকার অবস্থা অবগত নহি, তবে দেখাইয়া দিব বিবেচনা করিও।"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। "এখন যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে চলুন দেখিয়া আসি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "চল মহারাজ বসন্তরায় এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।" বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ বাহিরে গেলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

"বাচা স্খলদ্বিগলদশ্রুকণাকুলাক্ষীং।
সঙ্কিতয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাম্॥"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সভা কুট্টিম হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিমলা দেবীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিমলা দেবী তথায় না থাকাতে তাঁহার সহচরী সুন্দরীকে ডাকিলেন। সুন্দরী সম্মুখীন হইয়া বলিল। "মহারাজ! দেবীর আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আয়ুষ্মান্ অপেক্ষা করুন।" রাজা আসনে বসিলে, সুন্দরী মহারাজের প্রতি স্ত্রীস্বভাবসুলভ ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এক একবার বস্ত্র টানিয়া অবগুণ্ঠন দিতে লাগিল। আবার বা সেটি অল্পে অল্পে মোচন করিল। একবার দ্বারে

ভর দিয়া দাঁড়াইল; আবার তাহা যেন মনোনীত হইল না বলিয়া গৃহের এক কোণে গেল। সেটিও তত মনের মত স্থান হইল না বলিয়া তথা হইতে আসিয়া মহারাজের সম্মুখ দিয়া দ্বারের বাহিরে গেল। মহারাজ আপন মনের চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। সুন্দরীর এ সকল ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করিলেন না। সুন্দরী আবার ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইল। মহারাজ লক্ষ্য করিলেন না। সুন্দরী পলার্দ্ধমাত্র অধিষ্ঠান করিয়া গৃহের একদিকে গেল। সেখান হইতে অপর দিকে যাইয়া গৃহস্থ দ্রব্যাদির নিকট বসিল। একটা ফুলের পাত্র লইয়া স্থানান্তরে রাখিল। পরে একটি রেশমের মার্জনী লইয়া পাত্রটী অতি প্রত্যক্ষ যত্নে পরিষ্কার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। ইহাতেও মহারাজের মন আকর্ষণ করিতে না পারায়, ঝাড়িবার ছলে আপনার হস্তের কঙ্কণ বাজাইল। মহারাজ যেন প্রস্তরময় পুত্তলিকার মত শব্দ সকল অগ্রাহ্য করিয়া, আপন মনে বসিয়া রহিলেন। সুন্দরী কোন মতে মহারাজের লক্ষ আপনার প্রতি আনিতে না পারিয়া, একান্ত উদ্বিগ্ন হইল। ক্রমে ব্যাকুল হওয়ায় অন্যমনস্ক হইল। অসাবধান বশতই হউক বা ইচ্ছাক্রমে তাহার হস্ত হইতে ফুলের পাত্রটি ভূমে পড়িল। একটি অতি তীক্ষ্ণ ঝঞ্ঝনা হইল। মহারাজ জাগ্রত প্রায় হইয়া শব্দের দিকে দেখিলেন। সুন্দরী অমনি যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইল। পাত্রটি হস্ত হইতে খসিয়া পড়ায় ভাঙ্গিয়া গেল। পাত্রস্থ পুষ্পচয় চারিদিকে বিকীর্ণ হইল।

মহারাজ বলিলেন। "সুন্দরি! কি সদ্গন্ধই বিস্তারিলে! আহা! এমত ঘটনায় যথেষ্ট লাভ আছে। পাত্রস্থ পুষ্পচয় এতক্ষণে যেন জীবিত হইয়া আপনাদিগের সৌরভ-যশ চারি দিকে বিস্তারিল।"

মহারাজের এরূপ প্রেমগর্ভ-কথায় সুন্দরী যেন সাহস পাইয়া বলিল। "মহারাজ! কি কুকর্মই করিলাম? আহা! এ পাত্রটী বহুমূল্য, মহারাজ বসন্তরায় চিনদেশ হইতে আনিয়াছিলেন; দেবীকে আদর করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! আমি অতিরিক্ত ক্ষতি করিলাম; এ ক্ষতি আমা হইতে পূরিবে না।"

রাজা সুন্দরীকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন। "সুন্দরি! আমার চক্ষে তুমি কোন ক্ষতি কর নাই। আহা! আমাকে কি আপ্যায়িত করিলে? পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, ভাঙ্গিয়াছে, তাহায় ক্ষতি নাই; উহার প্রকৃত ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু এ কুসুমচয় এ রূপে বিকীর্ণ না হইলে, কদাচ আত্ম-সৌরভ প্রকাশে সমর্থ হইত না। আহা! ইহাদিগের পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিলে, আমার বিশেষ কষ্ট হয়। বনের ফুল বনে থাকিলে, যেন অকাল-বিধবা অবীরার ন্যায় শুষ্ক হয়। তাহাকে আনিয়া পাত্রে রাখিয়াছিলে, যেন কারাবদ্ধ ছিল। তাহারা খেদ করিতেছিল, এমত দুরদৃষ্ট যে, যদি ভাগ্যবশত চয়ন করিয়া আনিল, কিন্তু আমাদিগের কতকগুলিকে একত্র করিয়া বদ্ধ করিয়াছিল। ভাগ্যে সুন্দরীর হস্তে পড়িয়াছিলাম, তাইত রসগ্রাহী-পুরুষের ভোগে লাগিলাম।" মহারাজ ঈষদ্ হাসিলেন।

সুন্দরী বলিল। "মহারাজ! আর ব্যঙ্গ করিয়া কেন আমার কষ্ট বর্দ্ধন করেন। এ সকল রসপূর্ণশ্লেষ পাত্রান্তরে ভাল শোভে। আমার কর্ণে যেন বিষবৎ বোধ হয়। আমরা অভাগিনী দুঃখিনী, আবার অদৃষ্ট বলে শোকিনী দেবীর হস্তে পড়িয়াছি। মহা-রাজ! আমাদিগের আর ও সকল ভাব চিন্তিবার সময় নাই। চিরদিন ম্রিয়মাণা অপ্রা-ণার ন্যায় কাটাইলাম। বিধি জানেন, আরও কত দিন এই মতে যাইবে।" সুন্দরী ছলে এমত পটু ছিল, যে এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সুন্দরী কিছু দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাতে আবার পূর্ণযৌবন। শরীরের গঠনটি অত্যন্ত মনোহর। এমন কি যদি বর্ণটি আর একটুকু উজ্জ্বল হইত, তবে বিমলাদেবীর সঙ্গে একত্রে দাঁড়াইলে কে সংসার মোহনে অধিক পারক বলা দুষ্কর হইত। সহচরীবেশ থাকায় প্রায় জানুর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত ছিল। আহা কি কোমল ও অক্ষীণ জানুর আরম্ভ। কটিদেশে অঞ্চল বেষ্টিত থাকায় কটীর ক্ষীণতা, নিতম্ব ও বক্ষের সুগোল গঠন অধিক শোভা পাইতেছে। কণ্ঠদেশের কি বক্রভাব! আর স্কন্ধদেশের কি মাধুরী! মহারাজ, সুন্দরী অশ্রুভাসিত বদন, ঈষদ্বিস্ফারিত অধর আর অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রদ্বয় দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন। বলিলেন "আহা! এ বন মল্লিকা, যত্নাভাবে মলিন হইয়াছে।"

সুন্দরী বলিল। "মহারাজ! অস্বামিক পদার্থের ভূস্বামীই অধিকারী। আমি মহারাজের অবশ্যপোষ্য। আপনার কোমল দয়াল কথায় আমি আপ্যায়িত হইলাম। মহারাজ দয়ার সমুদ্র। আপনার নিকট অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই, বলিয়াই মহা-রাজের শ্রীচরণ একাশ্রয় করিয়াছি।"

মহারাজ সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার রূপ ও ভাবভঙ্গীতে মোহিত হইলেন। ঘন ঘন তাহার দিকে লক্ষ করিলেন। দুষ্টের মন অল্পেতেই দূষিত হয়। বলিলেন। "সুন্দরি! তুমি আমার আশ্রয় লইয়াছ, দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে যত্নে রাখিব। চল আমার সঙ্গে থাকিবে।"

বিমলাদেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া মহারাজের সঙ্গে সুন্দরীর এরূপ আত্মীয়ভাব দেখিয়া, অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। রোষে তাঁহার বদন আরক্ত হইল। সাহঙ্কারে পাদ বিক্ষেপ করিয়া, মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন। "মহারাজ! অসময়ে আমার গৃহে আসায় মহারাজের কি প্রয়োজন?" রাজা সহসা বিমলাকে গভীর স্বরে এরূপ কথা কহিতে শুনিয়া চমকিলেন। সুন্দরী ব্যস্তে অন্তরে দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন। "দেবি! আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একক বসিয়া থাকাপেক্ষা, সুন্দরীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলাম। সুন্দরী অত্যন্ত রসিকা।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! ভাল হইয়াছে। রসজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বত্র রসিকা লাভ করে। এখন আপনারা মিষ্টালাপ করুন। আমি স্থানান্তরে যাই।"

বিমলা গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। মহারাজ গতিক দেখিয়া ব্যস্তে বিমলার সম্মুখীন

হইয়া বলিলেন। "দেবি বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন কথা আছে। এক বার আইস।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! কি কথা আছে এই খানেই বলুন?"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! ঘরে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ কেন। একবার ঘরে বসিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিব।"

বিমলা যেন অগত্যাপ্রত্যাগমন করিলেন। বলিলেন। "মহারাজ। কি প্রয়োজন আছে?"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! গতরাত্রে ইন্দুমতীর কি দশা হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইতে ইচ্ছা করি। তুমি অবশ্য সকল শুনিয়াছ।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ আপনার সকল মন্ত্রণা পণ্ড হইয়াছে, আমি তাহা ভাল অবগত আছি। মহারাজ যে গঞ্জালিস ও হজুরমলকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও রায়গড়ে রাষ্ট্র হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের কুমন্ত্রণার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন, আর শাস্তির বোধ করি এখন শেষ হয় নাই।" বিমলা থামিলেন। প্রতাপাদিত্যের অসহ্য দৌরাত্ম্য ও অতীব পাপাচরণ বিমলার মনে এক কালে উঠিল। তিনি সিহরিলেন। আপনার অবস্থা ও বসন্তরায়ের অকালমৃত্যু তাঁহার মনকে মথিল। মনস্তাপে ও শোকে এককালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তাতে আবার অদ্য স্বচক্ষে মহারাজের সুন্দরীর প্রতি যেরূপ ভাব দেখিলেন, তাহাতে নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অদ্য কিছু পূর্বে সুন্দরীর সঙ্গে মহারাজবিষয়ক যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাও মনে উদয় হইল। ঈর্ষা, অপমান, অভিমান, অহঙ্কার, এক কালে নাচিয়া উঠিল। বলিলেন। "মহারাজ! আপনার মন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে। শুনিতে পাই মহারাজ মানসিংহ সকল অবগত হইয়াছেন। কচুরায়। আহা যদি জীবিত থাকে, চীরজীবী হউক, আমি তাহার কত ক্ষতি করিয়াছি। যদি জীবিত থাকে ত মহারাজের শোণিতে তর্পণ করিবে। আমি দাঁড়াইয়া দেখিব। সেটি দেখিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমাকে অবোধ বালা পাইয়া কুমতি দিয়াছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। অগাধ সাগরে লম্ফ দিলাম। এখন ভয়ানক পঙ্কিল হ্রদে পড়িয়াছি। কিন্তু আমার এখনও পরিত্রাণের উপায় আছে, আমি ত্যাগ করিব। দেখি যদি সর্বস্ব দিয়াও উদ্ধার পাইতে পারি। আপনার কিন্তু এখনও চেতনা হইল না। ক্রমে হইবে, তখন বুঝিবেন যে, আপনার জন্য কি দশা প্রস্তুত আছে।" বিমলা শ্বাস লাভাশয়ে থামিলেন। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। উন্নত বক্ষ ঘন ঘন দুলিতে লাগিল। আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় ঘুরিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন। "দেবি! তোমার বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে। ক্ষান্ত হও, আমি তোমাকে কোন অযত্ন করি নাই। এত ছল রোষে প্রয়োজন নাই। অধিক রাগান্বিত হইলে আত্মকষ্ট ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না।"

বিমলা বলিলেন। "হাঁ, মহারাজ! আমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছিল, নতুবা আপনার

ভণ্ড পাষণ্ডের কথায় ভুলিব কেন? কিন্তু এখন স্বভাবস্থ হইয়াছি। তাইত আমার আর মহারাজের বিষগর্ভ বাক্য সহ্য হইতেছে না। আমি ছল রোষ করিতেছি! মহারাজ যেমন সকল কর্মেই ছল আশ্রয় করেন। মহারাজ! আপনার ঐ মিষ্ট চাতুরীই ত আমার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি আর মহারাজের মুখের দিকে সহজে চাহিতে পারি না। মনুষ্য যদি মনুষ্যের খাদ্যদ্রব্য হইত, (বিমলা দন্তে দন্তে পেষিয়া বলিলেন) তবে আমি আপনাকে চর্বণ করিতাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমি কিন্তু অল্পে ক্ষান্ত হইব না।"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! আমার বয়সে কাহার বাক্যে আমি ভয় পাই নাই, তুমি ত স্ত্রীলোক অবধ্য ও নির্বীর্য, কিন্তু তুমি যেরূপ উন্মাদিনীর মত আচরণ করিতেছ, তাহে তোমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমার পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিয়া, তোমার অবলাবস্থা জানিয়া, আবার সম্পর্ক অনুরোধে কিছু বলিব না।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! আপনি অত্যন্ত নির্লজ্জ। পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার দোষটি মনে লাগিতেছে না। আর সম্পর্ক-অনুরোধ যথেষ্ট রাখিয়াছিলেন, যে এখন রাখিবেন। আপনার আর দয়ায় প্রয়োজন নাই। আমি বলি আপনার যথাসাধ্য শাস্তি দিন। আমি কিছু আপনাকে ভয় করিয়া চলিব না। যখন কচুরায় এখানে উপস্থিত হইবে, তখন আপনার সমস্ত কর্মের হিসাব লইবে। মহারাজ! তখনকার চিন্তা করুন, বল্লভ এখনও জীবিত আছে; সে আমাদিগের সাক্ষী, ধর্ম ক্রমে সকল প্রকাশ করিবে। ভাল, বলি মহারাজ! আপনার কি বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই? এখনও আপনার সমূহ কুপ্রবৃত্তি বর্তমান আছে। সুন্দরীকে প্রীতিবাক্য বলিতেছিলেন। আপনাকে ধিক্! আপনার পাপ আর সংসারে ধরে না। মহারাজ! আপনার দুষ্টবুদ্ধি আপনাকে কত শত ভয়ানক গর্হিত প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপে লিপ্ত করিয়াছে, তাহা অবগত নহেন। ইন্দুমতীর উপর লক্ষ্য। হা ধর্ম! কিন্তু ধর্ম তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। আপনাকেও শাস্তি দিয়াছে। আপনার লোকেই আপনাকে বঞ্চনা করিল। পাপের মিলন ক্ষণস্থায়ী। হজুরমল ও গঞ্জালিস কেমন আপনার অভিরুচিটিকে স্বার্থসাধনে যোজিল। ভাল হইল। এখনও ধর্ম আপনাকে এক প্রকারে রক্ষা করিল। মহারাজ! ইন্দুমতী আপনার পাপ ভোগের ফল। মহারাজ! বসন্তরায় তাহাকে বনে পান বটে, কিন্তু মহারাজ! আপনি জানেন তাহাকে কে বনে ছাড়িয়াছিল? মহারাজ! জয়ন্তিরাজ মহিষীর কি গতি হইয়াছে, তাহা অবগত আছেন? সে যে অবোধ দুঃখিনী বালা আপনার চাতুরীতে পড়িয়া এককালে নষ্ট হইল। প্রাণ পর্যন্ত দিল এখন আবার তাহারই কন্যার উপর দৌরাত্ম!" বিমলা থামিলেন।

মহারাজ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া বলিলেন। "বিমলা এটি তোমার উত্তপ্ত কপোলকল্পিত ব্যাপার, এ কখনই সত্য নহে। কেন অকারণ আমাকে কষ্ট দাও। দেখ, আমি বালককালাবধি তোমার অনুগত।

আমি ইন্দুমতীর হরণবিষয়ে কিছুই জানি না। আর যদিও আমি তাহায় লিপ্ত থাকি, কিন্তু তোমার প্রকৃত মানহানির ভয় নাই। যত্নের পাত্র কখন অযত্নে থাকে না।” রাজা এটি বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। মনমগী চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। সম্প্রতি বিমলার সন্তোষ উদ্দেশে রচিত কথা বলিলেন। কিন্তু মন এমত অবাধ্য যে, একবার সত্য জ্ঞান পাইলে তাহা শীঘ্র ছাড়িতে সাহস করে না। আবার বুঝিলেন যে, রচা কথা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। কি করেন, অগত্যা চাতুরী আশ্রয় করিতে হইল। কিন্তু অত পরিষ্কার চাতুরী ব্যবহারেও লজ্জিত হইলেন। বুঝিলেন যে, বিমলাদেবী তাহা সমস্ত ভেদ করিয়াছেন। কি করেন, উপায়ন্তর না থাকাতে অগত্যা এরূপ করিতে হইল।

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ। আপনার মধুমাখা গরলপূর্ণ কথাগুলিতে দগ্ধ বিমলা আর ভুলিবে না। আপনার যাহার সঙ্গে আলাপে প্রীতি জন্মে, তাহার সহিত আলাপ করুন। আমাকে এখনও ছাড়িয়া দিন। মহারাজ! উৎকট পাপের চিন্তা ও মনস্তাপ আমাকে জীর্ণ করিয়াছে। নতুবা আমি আপনার যোগ্য উত্তর দিতাম। আঃ! সে সকল পাপ ভাবিলে সংসারে দাঁড়াইবার বল থাকে না।” বিমলার ক্ষণলব্ধ স্নিগ্ধ মূর্তি বিচলিত হইল। তাহার মন ব্যাকুল হইল। বিগত ক্ষতির চিন্তায় জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা মনকে আক্রমণ করিল। উন্মত্তা বিমলা নক্ষত্রবেগে গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন বেগ গমনে মস্তকের আবরণ খসিল। বিগলিতকেশা বিমলা দ্বারের বাহিরে গিয়া আরক্ত চক্ষু দিয়া একবার প্রতাপাদিত্যকে দেখিলেন। ক্ষণমাত্র দৃষ্টিতেই যেন পূর্ব্বের আত্মীয়তা তাঁহার মনকে ক্রমে কোমল করিবার চেষ্টা পাইল। অমনি বেগে অপর দিকে দৃষ্টিমাত্রে যেন সে ভাবটি মন হইতে অপসৃত করিলেন। আবার প্রতাপাদিত্যের দিকে চাহিলে বহুকালের সম্পর্ক যেন তাঁহাকে ক্রমে বশীভূত করিল। তিনি সৌম্য দৃষ্টিতে প্রতাপাদিত্যের চমৎকৃত মুখ অবলোকন করিলেন। মনে বিপরীত ভাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কি করিবেন। কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। উভয় দিকে সমান। আকৃষ্ট মন কোন দিকেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। বিলম্বে বদ্ধমূল ভাব জয়ী হয়। সহসাগত ভাব বল পায় না। বিমলার উগ্রমূর্তি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে নয়নের শিরা সকল শিথিল হইতে লাগিল। কুটিল ভ্রূ ক্রমে সরল হইল। হৃদয়ের শোণিত কপোলদেশ হইতে ক্রমে হৃদয়ে ফিরিল। ওষ্ঠের শিরা সকল কোমল হইল। সঙ্কুচিত ওষ্ঠ ক্রমে সরল হইল। স্বভাব পাইল। আহা! যেন বিমলা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় লালসাঙ্গী হইলেন। মুখে কি চক্ষে কোন ভাবই নাই। যেন নির্জীব। ক্রমে ওষ্ঠের মূলদ্বয় অতি অল্পে অল্পে বিস্তৃত হইতে লাগিল। দৃষ্টি ক্রমে প্রেমময় হইল। বিমলা ঈষদ্ হাস্যবদন হইলেন। অগ্রসর হইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকটে আসিলেন। তাঁহার বামস্কন্ধে দক্ষিণ হস্তটি অতি স্নেহের সহিত রাখিলেন। বলিলেন “প্রতাপাদিত্য! তুমি বিষময় হইলেও ত্যাজ্য নও। আমি তোমায় কণ্ঠে রাখিব। আমার নীলকণ্ঠ

অপযশ হইলেও তোমাকে ছাড়িব না। তুমি আমার এ সংসারের আত্মীয়। একমাত্র প্রেমাস্পদ।” বিমলা থামিলেন। বিমলার আবার যেন চেতনা হইল। বিমলা এক দৃষ্টে প্রতাপাদিত্যের যেন অন্তরের লক্ষণ দেখিবেন। অল্পে অল্পে প্রতাপাদিত্যের স্কন্ধ হইতে তাঁহার কোমল হাত স্খলিত হইল। নানা চিন্তামগ্ন প্রতাপাদিত্য ম্রিয়মাণ ছিল। সম্প্রতি বিমলার কোমল বাক্যে কিছু স্বাস্থ্য পাইয়াছিলেন। আবার ক্রমে দেবীর হাত স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইলে বুঝিলেন, নূতন প্রলয়ের সৃষ্টি হইতেছে। দেবী স্থির মূর্তিতে অতি অল্পে অল্পে এক একটি করিয়া কথা বলিলেন। “মহারাজ আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইতেছে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি দাঁড়াইয়া জন সমাজে অবমানিত হইতে পারিব না। আপনি আমার বহুকালের আত্মীয়। আপনাকেও সহজে অবমানিত হইতে দেখিতে পারিব না। আপনার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছি। আপনিও তাহা চিরকাল সুখে সহ্য করিয়াছেন। আমাদিগের আত্মীয়তা ন্যায়সঙ্গত হউক বা না, যাহা হউক পরস্পরের সুখের জন্য ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন সে আত্মীয়তা কি রূপ তাহা অতি শীঘ্রই ধার্য হইবে। প্রণয় ও পরিণয়ের মধ্যে যাহার বলাধিক্য সে জয়ী হইয়াছে, এখন পরে উহাদিগের গুণাগুণানুরোধে যেরূপ দাঁড়াইবে তাহা আমি চিন্তিতে সাহস করি না। প্রণয় প্রাণবল পর্যন্ত স্বীকার করে। বল্লভের এখনও শাস্তি আবশ্যক। প্রতাপাদিত্য তোমার হস্ত দাও।” প্রতাপাদিত্য ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া বিমলার বিস্তৃত হাত ধরিলেন। বিমলা প্রতাপাদিত্যের হাতটী আপনার কোমল হস্তে ধরিলেন। আহা যেন চন্দ্র কুমুদিনী স্পর্শ করিল। প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিলেন। আহা কি মধুর প্রেম দৃষ্টি! তাহাতে কোন রোগের চিহ্ন নহে। কেবল প্রেমময় দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরেই বিমলার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বিমলা ধীর মূর্তিতে অবিরোধে নিস্তব্ধে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। আহা অশ্রু বারিতে কর যুগল স্নাত হইল। কিছুক্ষণ পরেই বিমলা সহসা প্রতাপাদিত্যের হাত হইতে আপনার কর কমলটি অন্তর করিলেন। বাম হাতে চক্ষের অশ্রু দূরে ফেলিলেন। দ্বারাভিমুখে চলিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিমলা! এত শীঘ্র নহে। এত সহসা কেন ত্যাগ কর? যাইও না।” বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা গভীর স্বরে বলিলেন। “আমার হাত ছাড়!” বলে হাতটি ছাড়াইয়া বেগে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। মৃৎপিণ্ডবৎ অবাক্ প্রতাপাদিত্যের প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। প্রতাপাদিত্য নিস্তব্ধে হেঁট মুণ্ডে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কঠিন প্রাণও গলিল। অশ্রু বহিতে লাগিল। সুন্দরী গৃহের বাহির হইতে সকল দেখিল। প্রতাপাদিত্য কতক্ষণ এই অবস্থায় নীরবে অশ্রুপাত করিলেন। পরে অশ্রু মুছিয়া অল্পে অল্পে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। সুন্দরী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রতাপাদিত্য তাহাকে কোন কথাই বলিলেন না। অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গেলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

"হত্বা তং কুনৃপমহং হি পালকং তোস্তদ্রাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্যকং তম্।
তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং মোক্ষ্যেঽহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তম্॥"

বজবজের গড়ের সম্মুখে কাটী গঙ্গায় পোতচয়ের উপর নানা বিধ, নানাবর্ণের পতাকা উড়িতেছে। পোতের কুপকচয়ের মধ্যে পতাকামালা মন্দ বায়ুতে দুলিতেছে। অর্ণব-যানের পার্শ্বে ছোট ছোট ডিঙ্গি লাগান আছে। তাহে পীপিলিকার শ্রেণীর মত সেনারা অবতীর্ণ হইতেছে। এক এক ডিঙ্গি লোকে পূর্ণ হইলেই, ডিঙ্গিটি বাহিয়া তীরে তাহাদিগকে নামাইয়া আবার জাহাজের পার্শ্বে যাইয়া লাগিতেছে। কূলে মহারাজ মানসিংহ প্রকাণ্ড ছত্রের নীচে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। জাহাজশ্রেণী ও তীরের মধ্যে একখানা ডিঙ্গিতে বর্মাবৃতপুরুষ ও সূর্যকুমার দাঁড়াইয়া আছেন। মালিকরাজ একখানি জাহাজের সম্মুখ-কুপকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমে একখানি জাহাজ খালি হইল। পোতকর্তার আদেশ মতে নাবিকেরা দূরের বয়া ও তীরস্থ কূপক দণ্ডে রজ্জু ও শৃঙ্খলাকর্ষণ করিয়া জাহাজটি অতি অল্পে অল্পে স্থানান্তরে লইয়া গেল। সেনারা তীরে অবতীর্ণ হইয়া সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্রমে সেনাদল সকলেই নামিল। কূল ও উপকূল সেনাসমূহে আবৃত হইল। সকল সেনা জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলে, মালিকরাজ জাহাজ হইতে কূলে নামিলেন। সূর্যকুমার ও বর্মাবৃতপুরুষও কূলে যেখানে মহারাজ মানসিংহ ছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মানসিংহ অগ্রসর হইয়া সূর্যকুমারের হাত ধরিয়া ছত্রের নীচে আনিলেন। সূর্যকুমার বামহস্তে বর্মাবৃতপুরুষের হাত ধরিয়া মানসিংহের সহিত ছত্রের নীচে দাঁড়াইলেন।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। "জয়ন্তীরাজ! এখন বন্দীদিগকে এই গড়ে রাখিয়া চল রায়গড়ে যাওয়া যাক্। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সায়ংকালের পূর্বেই আমরা রায়গড়ে পৌঁছিব। অদ্য রাত্রেই রায়গড় আক্রমণ করিব। তোমার কি পরামর্শ?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আমার ইহা মনোনীত হইতেছে। সত্য বলিতে কি, বিলম্বে সেনাদলে উৎসাহ হ্রাস হইবে। যেমত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, অমনি যাত্রা করা ভাল। তবে যে অবতরণকষ্ট, তা সে অতি সামান্য। আর কুচ কিছু অধিক দূরও নয়। শিথিল কুচে রাত্রির পূর্বেই পৌঁছিব। তাহার পর প্রায় দশ এগার দণ্ড সময় অবকাশ পাওয়া যাইবে। তখন সুখে বিশ্রাম করিতে পারিবে।"

মানসিংহ বলিলেন। "তোমার মতেই আমার মত।" (বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি।) "তবে তুমি একবার দেখিয়া আইস।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আমার ইচ্ছা হয় আমিও যাই। আপনার কি অনুমতি ?"

মানসিংহ বলিলেন। "ভালই ত। কিন্তু আমি বলি, তুমি একটু বিশ্রাম কর। রৌদ্রের তাপ কমিলে আমরা দুই জনে হাতিতে করিয়া পশ্চাৎ যাইব।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য। কিন্তু আমার বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হইতেছে না। অনুমতি করেন ত আমি সেনার সঙ্গেই যাই। আপনার সঙ্গে একত্রে যাওয়ায় আমার একান্ত মত বটে, কিন্তু বহুক্ষণ গুরুলোকের সহবাস বড় যুক্তিযুক্ত নহে।"

মানসিংহ হাসিয়া বলিলেন। "রাজার এই চিহ্নই বটে। কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে ভাল বাসে না। সেনাপর্যবেক্ষণে তোমার অত্যন্ত উৎসাহ। ভাল, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি পশ্চাতে পৌঁছিব।" সূর্যকুমার মহারাজের হাত ধরিয়া বিদায় হইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার উভয়ে পার্শ্বাপার্শ্বী হইয়া সেনার নিকট চলিলেন। পথে দুই জন রাজপুরুষ দুটী অশ্ব আনিয়া দিল, উভয়ে অশ্বারূঢ় হইলেন। মালিকরাজ কূলে অবতীর্ণ হইয়াই আপন অশ্বে বসিয়াছিলেন, ইহাদিগকে অশ্বে দেখিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "মালিকরাজ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

মালিকরাজ বলিল। "আমি সেনাপর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! এখন রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের সমাচার কি ? সে কি কোন উদ্যোগে আছে ?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "প্রতাপাদিত্য আমাদিগের বঙ্গবঙ্গে আগমন বার্তা পাইয়াছেন। তিনি সেনাসংগ্রহ করিতেছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "প্রতাপাদিত্য ফলে যুদ্ধকৌশলে অত্যন্ত দক্ষ। সে যদি সমাচার পাইয়া থাকে, তবে রায়গড় অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না।"

মালিক রাজ বলিল। "যথেষ্ট সেনা রক্ষিত হইলে রায়গড় কোন মতেই অধিকার করিতে পারিবে না। মহারাজ বসন্তরায়ের এমনই কৌশল। ফলে আমি ত উহার তুল্য গড় আর কুত্রাপি দেখি নাই।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ গড়টী অত্যন্ত দুর্ভেদ্য বটে, কিন্তু বলের সঙ্গে যদি কৌশল যোজনা করা যায়, কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না।"

সূর্যকুমার বলিল। "প্রতাপাদিত্যের সকল সেনা গড়ে বর্তমান নাই। আমার জ্ঞান হয়, অদ্য রাত্রেই গড় আমাদিগের হইবে। কিন্তু আমার একটী আবেদন আছে, সেটী মহারাজ মানসিংহকে বলিয়া তোমাকে সিদ্ধ করিতে হইবে।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "তোমার অভিমত অবশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ইহাতে মানসিংহ কোন আপত্তি করিবেন না। তোমার ইচ্ছাটি কি ?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "রায়গড়ে রেবতীকে বাসস্থান দিতে হইবে, আর তাহার স্মরণার্থে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আমার এই মাত্র অভিরুচি।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "সে বড় কঠিন ব্যাপার নহে। আগে গড় অধিকার হউক।"

মালিকরাজ বলিল। "রেবতী যাহা বলিতেছিল, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। তাহা হইতে অনেক সমাচার পাওয়া যাইবেক।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আহা! তাহার অসংলগ্ন বাক্য-বালুকাচয়ের মধ্যে হীরকখণ্ড আছে। সনদ্বীপে ইন্দুমতীর গেড়িজে বদ্ধ হওয়া ও অরুন্ধতী প্রভৃতিরও সেই অবস্থা-গ্রস্তের বিষয় রেবতী যাহা বলিল, সমস্তই সত্য হইল। আমার রেবতীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে। আবার কচুরায়ের বাল্যবৃত্তান্ত যাহা বলিল, আমার সত্য জ্ঞান হইতেছে। উন্মাদেরা কখন মিথ্যা বলে না। তাহাদিগের বিশৃঙ্খল মনে সুশৃঙ্খল মিথ্যার অঙ্গসৌষ্ঠব থাকে না। সৃষ্টি, বহুল নিয়ম ও প্রণালীর সমষ্টি; প্রলাপে সৃষ্টি অসম্ভব। রেবতীর সকল কথারই মূল আছে, কেবল বিকৃত মনে অসঙ্গত দ্যুতি দিয়াছে। তাহাতেই সকল রূপান্তর হইয়াছে। বল্লভকে এইক্ষণেই কারারুদ্ধ করা বিধেয়। মহারাজ কচুরায় শুনিলে কখনই এরূপ নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন না।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "রেবতীর কথা কিছু নিতান্ত অমূলক নহে, তবে তাহাই দৃঢ় জ্ঞান করিয়া কোন উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।"

মালিকরাজ বলিল। "এখন ত কোন মতেই নহে। বল্লভকে এখন ধরাধরি করিলে সেনামধ্যে একটি নূতন ভাব উদ্ভাবিত হইবে। তাহে আমাদিগের পক্ষে বড় সুখকর ফল প্রসবিবে না!"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "সেও একটি বিশেষ কারণ বটে। বল্লভ আমাদিগের সন্দেহ কণাঙ্কুরেও অবগত নহে। এখন সে আমাদিগকে কোন মতেই ত্যাগ করিতেছে না। পরে স্থির হইলে বিচার করিতে কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "ঐ দেখ, বোধ করি তোমার দূত ফিরিয়া আসিতেছে চল একটু দ্রুত যাইয়া সেনামালার অগ্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাক্।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ একত্রে অশ্বে সেনার পার্শ্বে যাইতেছিলেন, এখন অশ্ব বেগে চালন করিয়া অল্প ক্ষণে সেই সেনাদল পার হইলেন। ক্রমে দ্রুতাগত চরের সম্মুখীন হইলেন। চর বর্ম্মাবৃতপুরুষকে দেখিয়া অশ্ববেগ সংযত করিল। সূর্য্যকুমার বলিল। "কি হে তোমার সমাচার কি?"

চর বলিল। "মহাশয়! দিল্লীশ্বরের যশ বৃদ্ধি হউক, সমস্ত মঙ্গল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনামণ্ডল হইতে এই মাত্র আসিতেছি। আপনারা কি রায়গড় যাইতেছেন? ভাল সময়, এখন যাইলে অবাধে রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে পারিবেন। তবে আমার আর বজবজে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।" চর আপন অশ্ব ফিরাইল। বর্ম্মাবৃত-

পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অগ্রসর হইলেন। চর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। কিছু দূর গমনের পর বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "কেমন প্রতাপাদিত্যের সেনামণ্ডলীতে সমাচার কি? কত সেনা বোধ হয়। কে কেমন প্রস্তুত?।"

চর বলিল। "মহাশয় রায়গড়ে সেনা সমাগম অত্যন্ত অধিক। সকলেই রণোৎসুক। কিন্তু সেখানকার দুই জন প্রধান সেনাপতির অভাবে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই দুই জন সেনানী অত্যন্ত সেনাপ্রিয়। সেনারা তাহাদিগের অবর্তমানে ভগ্নোদ্যম হইয়াছে। কিন্তু হজুরমল বলিয়া এক জন অধ্যক্ষের সেনারা অত্যন্ত ব্যগ্র হই[illegible]। তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি রণবীর বাহাদুরের সেনারাও প্রস্তুত আছে বটে, কিন্তু গত রণাভিনয়ে রণবীর বাহাদুরের পরাভব হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের এক প্রকার মনে সঙ্কোচ জন্মিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের চর, এখানকার সমাচার সমস্ত ও যে আবেদন পত্র মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার নকল রায়গড়ে পাঠায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহা পাঠে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, এখান হইতে একজন প্রতাপাদিত্যের চর ফিরিয়া যাইবার সময় পথে বন্দী হইয়াছে।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "এখানে কি আবেদন আসিয়াছে?"

চর বলিল। "মহাশয়। তাহা অবগত নহেন? আপনি তখন সন্দ্বীপ হইতে ফেরেন নাই। সে বড় কদর্য আবেদনপত্র। তাহাতে কাহারও স্বাক্ষর নাই, কিন্তু শুনিতে পাই, তাহা নাকি রায়গড় হইতে আসিয়াছে। তাহায় প্রতাপাদিত্যের প্রতি অতি উৎকট পাপ স্পর্শিয়াছে। আবেদনে লেখে যে, 'মহারাজ বসন্তরায়ের অকাল মৃত্যুর মূল কারণ প্রতাপাদিত্য'।" বর্ম্মাবৃতপুরুষ শুনিবামাত্র সিহরিলেন। "তাহায় লেখে যে, 'জয়ন্তী-রাজের অকাল মৃত্যুর মূল প্রতাপাদিত্য'।" সূর্য্যকুমারের কপোলরাগ বর্দ্ধিত হইল। "তাহায় বলে যে, 'জয়ন্তীরাজমহিষীর ধর্ম্মনষ্ট প্রতাপাদিত্যকৃত, শিশু বালিকার মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য'।" সূর্য্যকুমার একবার আরক্ত নয়নে চরের দিকে চাহিল। "রেবতী নামে একজন ব্রাহ্মণীর বিদেশ গমন ও মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য। মহাশয় তাহাতে বল্লভ বলিয়া যে গুরু মহাশয় আছে, তাহাকে বিষম পাপে লিপ্ত করিয়াছে। আরও কত কথা আছে, তাহা আপনাদিগের শ্রবণের যোগ্য নহে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেমন রেবতীর কথা সব সত্য দাঁড়াইল?" বর্ম্মাবৃতপুরুষ কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শূন্য দৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। সূর্য্যকুমার কোন উত্তর না পাইয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষের দিকে চাহিয়া দেখেন, যে তিনি প্রায় মোহে আচ্ছন্ন। অশ্বের বল্গা তাঁহার হাত হইতে খসিয়াছে। বাহুদ্বয় দুই পার্শ্বে ঝুলিতেছে। সূর্য্যকুমার বর্ম্মাবৃতপুরুষের এই অবস্থা দেখিয়া, কিছু ভাবিত হইলেন। তিনিও একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রমে বহুক্ষণ এই ভাবে সকলে বাক্যরহিত হইয়া, চলিলেন। ক্রমে শিবরাম পুরের মাঠে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন। মাঠটি অতি মনোরম, চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই ক্রোশ। তাহার চতুঃসীমায় ঘন তরুগুল্মাদি। এমন কি, তাহা ভেদ করিয়া

আর কিছুই দেখা যায় না। দ্বারির জাঙ্গাল মাঠের প্রায় দক্ষিণ সীমা দিয়া গেছে। বর্ম্মাবৃতপুরুষ মাঠে উপস্থিত হইলে চেতনা পাইলেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অশ্ববেগ ধারণ করিলেন। সূর্য্যকুমারও সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরেই বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার! আমরা এইখানে সেনা সংস্থাপন করি, কি বল?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "হাঁ, এ স্থানটি স্কন্ধাবারের (১) যোগ্য বটে। এখান হইতে রায়গড় অধিক দূর নহে।" বর্ম্মাবৃতপুরুষ অশ্বকে দ্বারির জাঙ্গাল হইতে উত্তর দিকের খাদের ধারে নামাইলেন। সূর্য্যকুমার, মালিক ও চরটি পশ্চাদ্গমন করিল। খালের কূলে যাইয়া, কি প্রকারে পার হইবেন চিন্তিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিয়া, অশ্বকে জলে নামাইয়া দিলেন। বেগবান্ অশ্ব তেজে পদদ্বারা জল ভেদিয়া পারে উত্তরিল। খাদে জল অধিক ছিল না, অনায়াসে মালিকরাজ, সূর্য্যকুমার ও চর পার হইল। পারে উত্তরিলে, কিছুক্ষণ পরে দূরে সেনা সমাগম দৃষ্ট হইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ সেনা দেখিয়া, তূরী লইয়া বাজাইলেন। কিছুক্ষণ পরে সেনাপংক্তি হইতে একটি ধ্বজা উঠিল। তাহার কিছু পরেই সেনাশ্রেণী হইতে একটি তূরী বাজিল। ক্রমে সেনারা দ্বারির জাঙ্গাল ত্যাগ করিয়া উত্তরের খাদাভিমুখ হইতে লাগিল। ক্ষণেকে অশ্বারোহীরা পার হইল, কেবল পদাতি সেনা ও তোপ অপর পারে রহিল। কিছুক্ষণ মধ্যে কতকগুলি সেনা আসিয়া নিকটস্থ তীরের মাটি কাটিয়া বাঁশের খোঁটার মধ্যে সেতু বন্ধনাশয়ে মাটি ফেলিতে লাগিল। একদণ্ড কাল অতীত হইল না। দিব্য প্রায় আট হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেতু প্রস্তুত হইলে সেতু দিয়া সেনাদল পার হইয়া, মাঠে নামিল। ক্রমে অধ্যক্ষেরা আপন আপন দল ত্যাগ করিয়া যেখানে বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অশ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইল। ও দিকে সেনারা শিবির সংস্থানে নিযুক্ত। কেহ বা স্কন্ধাবারের চতুর্দিকে পরিখা(২) খনন আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার মাঠ হইতে নানা বর্ণে শিবির উঠিল। চারি দিক হইতে পতাকা, পঞ্জা, আশা, অভয় প্রভৃতি দিল্লীশ্বরের চিহ্ন দেদীপ্যমান হইল। ক্ষণেক পরে বর্ম্মাবৃতপুরুষ আপনার শিবিরে চলিলেন, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ তাঁহাকে অনুসরণ করিল। চর বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আপন শিবিরে যাইয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজকে বিশ্রাম করিতে কহিলেন। তাহারাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একত্রে শিবিরে বিশ্রাম করিতে গেল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ আপনার বর্ম্ম অঙ্গ হইতে অপসৃত করিয়া চরপাইয়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সূর্য্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! এখন ত আমরা দুরূহ কর্ম্মে একপ্রকার নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু শেষ না রক্ষা করিতে পারিলে অপমানের আর সীমা নাই। যদি অবার প্রতাপাদিত্যের, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, এমত কথনই

(১) ছাউনি। (২) নগর বেষ্টন খাদ।

হইবে না। আমি ত জীবিত থাকিতে তাহার হস্তে নিপতিত হইব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চর যাহা বলিল, তাহার অর্থ কি ?”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার এখন আমাদিগকে কৃতঘ্নের কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ক্রীতদাস। আমার পাঁচ পুরুষ ঐ বংশের অন্নে পালিত, এখনও আমি তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এখন দুই তিন গুরু পাপে লিপ্ত হইলাম। কি করি ? কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। একেই ত রাজার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ মহা বিষম পাপ, তাহে আবার স্বজাতীয় রাজার বিপক্ষে যবনের দলভুক্ত। রাজা আবার তাহে প্রভু। আবার হয় ত যুদ্ধের সময় আমার পিতার উপরই অস্ত্র চালাইতে হইবে। এ দিকে আমার প্রাণসম বন্ধুর অনুরোধ। অনুরোধই বা কেন ? আমার একান্ত শেষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সূর্যকুমার ! আমার যুদ্ধ করিতে কোন ক্রমে মন উঠিতেছে না। যুদ্ধে আমার ধর্মলাভও নাই, তবে একমাত্র প্রেমপাশে আমি বদ্ধ আছি। তাহা কাটাইতে পারি না ; পারিলেও চাহি না। কিন্তু তোমার মনের ভাব কিরূপ ?”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ ! সত্য বলিতে কি, ইতিপূর্বে আমার এক একবার এটি কৃতঘ্নের কর্ম বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর অন্যায় দৌরাত্ম্য দেখিয়া আমার সে জ্ঞানটি টলিল। পরে রেবতীর কথায় আমার প্রতাপাদিত্যের উপর জাত ক্রোধ জন্মিল ; আবার এই চরমুখে যাহা শুনিলাম, তাহায় আমার বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যকে স্বহস্তে নষ্ট করিলে কোন সৎকর্ম সিদ্ধ হইবে। আমার অন্য চিন্তার লেশমাত্র নাই ; কিন্তু বলিতে কি, তোমার জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছি। তোমার অবস্থাটি স্বতন্ত্র। তোমাকে এক প্রকার পিতার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে হইবে। মালিকরাজ ! আমার হৃদয় সিহরিতেছে। আমি অধীর হইতেছি। বলি, তুমি এখনও নিবৃত্ত হইতে পার। আমার পক্ষ তোমাকে করিতে যদিচ আমার বিশেষ যত্ন হইতেছে, কিন্তু তোমাকে আমি বলিতে সাহস করিতেছি না। ভাল আমার জ্ঞান হইতেছে যে, তুমি এ চরের প্রকাশিত ও রেবতীপ্রোক্ত সকল সমাচারের নিগূঢ় জান। তোমাকে আমি কতবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে নানা প্রকারে ছলিয়াছ ; কথন স্পষ্ট বলিলে না। এখন আমি একমাত্র কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। সকল জিজ্ঞাসিলে তুমি বলিবে না। কিন্তু প্রেমের খাতিরে অবশ্য একটির প্রকৃত সরল উত্তর দিবে।”

মালিকরাজ সূর্যকুমারের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল। “সূর্যকুমার ! তোমার নিকট কোন্ কথা আমার গুপ্ত আছে ? এমন কি কথা আমি জানি যাহা তোমাকে বলি না ? আমি কখন তোমাকে ভেদ জ্ঞান করি না। তবে যে তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। সেটী কেবল তোমার মঙ্গলাশয়ে। বল, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে ?”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ ! ইন্দুমতী কে ? আর মহারাজ বসন্তরায় তাহার

কোথায় পান? আমাকে এই উত্তরটি দাও। আমি তোমায় যুদ্ধের পূর্বে আর কোন কথার জন্য বিরক্ত করিব না।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার! তোমাকে অবক্তব্য কিছুই নাই। তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।” মালিকরাজ পার্শ্বে ফিরিয়া সূর্যকুমারের গলদেশ আক্রমণ করিয়া কর্ণে কর্ণে একটিমাত্র কথা বলিল। সূর্যকুমার অমনি চমকিয়া উঠিল। পর্যঙ্কে উঠিয়া বসিল। ক্ষণেক একদৃষ্টে মালিকরাজের প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে সূর্যকুমারের নিশ্বাস রোধ হইতে লাগিল। ক্রমে বক্ষ বেপন বৃদ্ধি পাইল। সূর্যকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনর্গল অশ্রু নিপাতন করিতে লাগিল। ক্রমে রোদনে অন্ধপ্রায় হইল। ক্ষণেক পরে রোদন করিতে করিতে মালিকরাজের গলদেশ ধারণ করিল। পরে তাহার বক্ষে মুখ রাখিয়া রোদন করিল। কতক্ষণ পরে মুখ উঠাইয়া মালিকরাজের চক্ষের দিকে চাহিল। মালিকরাজও দুই হস্তে তাহার গণ্ডদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। দুই বন্ধুতে এইরূপ নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। ক্রমে উভয়ের অশ্রু মিশিল। কিছুক্ষণ পরে পরস্পর পরস্পরের ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! তবে রেবতীর কথাগুলি সকল সত্য; যাহা হউক, এখন প্রতাপাদিত্যকে স্বহস্তে না ছেদ করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব না।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার! তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও, কিন্তু স্বহস্তে তাহার প্রাণ নাশ করিও না। এক দিন হউক বা দুই দিন হউক, সে তোমাকে অন্ন দিয়াছে। সেটি ভাবিও।”

সূর্যকুমার বলিল। “শুদ্ধ তাই কেন, সে যে সরমার পিতা। আমা হইতে তাহার শরীরে আঘাত করা হইবে না। কিন্তু মালিকরাজ! তুমি দেখিও, আমার পক্ষে সংসার অসার হইল।”

বর্মাবৃত পুরুষ সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন। “কিগো রাজজামাতা! মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সে বার্তা জান? তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন।” সূর্যকুমার হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিল। আপন বর্মাদি অঙ্গে যোজনা করিল। পরে মহারাজ মানসিংহের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। মালিকরাজও অনুসরণ করিল।

এ দিকে মহারাজ মানসিংহের শিবির-সম্মুখে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ পড়িয়াছে। চতুর্দিকে সেনারা গতায়াত করিতেছে। মহারাজ মানসিংহ উচ্চ আসনে বসিয়াছেন। সর্বাঙ্গ বর্মাবৃত। তাঁহার সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড অতি বিস্তৃত কাষ্ঠের উচ্চ পাদ মঞ্চ (১) পাতা আছে। তাহার চতুর্দিকে কতকগুলি চৌকীতে প্রধান প্রধান সেনানী। মেজের উপর কতকগুলি মানচিত্র বিস্তৃত আছে। চন্দ্রাতপের চতুর্দিক অশ্বারোহী প্রহরীরা

(১) টেবিল, মেজ।

রক্ষা করিতেছে। ক্রমে সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ চন্দ্রাতপে প্রবেশ করিলে কিছু পরেই বর্ম্মাবৃতপুরুষও তথায় উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইল। পরে মানসিংহ আপন আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সভাভঙ্গসূচক তূরী বাজিল। সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। মহারাজ মানসিংহ সকলের হস্ত স্পর্শ করিয়া বিদায় দিলেন, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গেল। কেবল বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অবস্থান করিলেন।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "মহারাজ আমাদিগের উপর বিশেষ বিশেষ কর্ম নিয়োগের আজ্ঞা হউক।"

মানসিংহ বলিলেন। "তুমিত এক্ষণকার বর্ত্তমান সমস্ত সমাচার অবগত আছ। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কত সেনা, কত সেনাপতি, কে কেমন কৌশলী ও বলবান্; ও কে কোন্ স্থান রক্ষার ভার লইয়াছেন, তাহা বিশেষ জ্ঞাত আছ। সেনামধ্যে যাহার যেরূপ ভাব ও যে যত দূর দক্ষ, তাহাও তোমার অগোচর নহে। রায়গড় অত্যন্ত কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাহার গঠনপ্রণালী অতি কৌশলগর্ভ। তাহার যে স্থানে যত তোপ ও যে যে মুরচা যত বলবান্ ও সেনারক্ষক তাহাও তোমার অবিদিত নাই। গড় মধ্যে মহারাজ অতীব তেজস্বী প্রণাবান্ বীরচূড়ামণি জগন্মান্য ও দিল্লীশ্বর চিহ্নিত বসন্তরায় বাহাদুরের বুদ্ধি কৌশলে দুইটি অতি গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। তাহাদিগের দ্বার গ্রামের প্রান্তে। সে স্থলে সেনা রক্ষা করা তোমার মত আমি অবগত আছি। এ দিকে অতীব জ্যোতিষ্মান্ জিহাঙ্গির সাহের সেনাদল যত বলবান ও সোৎসুক, তাহাও তুমি জান। আর দিল্লী হইতে আগত সেনানীরা এই সভায় সকলেই বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বল ও বুদ্ধি অবগত আছ। এ সকল অবস্থায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে যে প্রকারে পরাজিত করা যায় ও দুঃসন্ধ দুর্গ যে প্রকারে অধিকার করা যায় ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যোতি যাহাতে দিল্লীসম্রাটের সম্মুখীন করা যায়, যাহাতে সে জ্যোতি আমাদিগকে পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ করে এরূপ উপায় কর। তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ। সম্মুখে প্রশংসা করা উচিত নহে, তোমার যেরূপ সদ্যুক্তি বোধ হয়, সেইরূপ সেনা সংস্থাপন কর ও দুর্গ আক্রমণ কর। দিল্লীশ্বরের নিয়োজিত সেনাপতিরা যথাবিধি স্ব স্ব অধিকৃত বশবর্ত্তী সেনা চালন করুক। জয়ন্তীরাজ-পুত্র সূর্য্যকুমার ও বিজ্ঞবর সচিবপুত্র মালিকরাজ উভয় পক্ষে রক্ষা করুন। তুমি কতকগুলি সেনা লইয়া যেখানে বলাভাব বোধ হইবে, উপস্থিত হইবে। ঐ মানচিত্র দেখ। রায়গড়ের সম্মুখে দ্বারির জাঙ্গালে অধিক সেনার স্থান নাই।" মহারাজ মানসিংহ সেই মানচিত্রটি মঞ্চে বিস্তারিলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্য-কুমার ও মালিকরাজ মঞ্চের উপর ভর দিয়া মানচিত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহা-রাজ মানসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠে দুই বর্ণের সেনাপংক্তি যথাবিহিত স্থানে নিয়োজন করি-লেন ও ক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সেনা-চালনাদি করার বিধিবিহিত পরামর্শ ও আজ্ঞা দিলেন। মাঝে মাঝে বর্ম্মাবৃতপুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার যথাজ্ঞান মন্ত্রণা

দিলে অবশেষে আক্রমণপ্রণালী নির্ধারিত হইল। ক্রমে চারি সেনাপতির চক্ষে উৎসাহ ও জয় দৃষ্ট হইল। এইরূপ প্রায় দুই দণ্ড কাল বিবেচ্য বিবেচিত হইল। পরে মহারাজ মানসিংহ চন্দ্রাতপ হইতে বাহিরে গেলেন। সূর্য্যকুমার, মালিকরাজ ও বর্ম্মাবৃতপুরুষ অনেকক্ষণ মানসিংহপ্রোক্ত মন্ত্রণা গুলি আন্দোলন করিলেন। পরে ক্রমে এক এক জন করিয়া পঞ্চ হাজারিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা তিন জনে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আজ্ঞা ও উপদেশ দিলে তাহারা চলিয়া গেল। স্ব স্ব শিবিরে যাইয়া সহস্র সেনাধ্যক্ষ দিগকে বিধিবিহিত আদেশ দিলে সেই আদেশ শতাধ্যক্ষ ও দশাধ্যক্ষ অবশেষে প্রত্যেক সেনা অবগত হইল। এই মতে মহারাজ মানসিংহের আজ্ঞা ও অভিমত অতি অল্প সময়ে সুচারু রূপে সমস্ত সেনাগগুলীতে প্রচারিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে আজ্ঞা দানে কোন গোল যোগ উপস্থিত হইবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি তূরীও বাজিল না, একটি দামামার শব্দও হইল না; অথচ সেনাসমূহ সসজ্জ হইয়া দাঁড়াইল। পরে সেনারা নীরবে আপন আপন অধ্যক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গোধূলী অন্তে রায়গড়াভিমুখে যাত্রা করিল। এমনি সুশিক্ষিত সেনাদল ও বলমণ্ডলীতে এমত শৃঙ্খলা যে, এত সেনা পথে যাত্রা করিল বটে কিন্তু পাদক্ষেপ শব্দ ব্যতীত আর কিছুমাত্র শব্দ হইল না। ক্রমে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। সেনারা আপন মনে নীরবে দ্বারীর জাঙ্গাল ছাড়িয়া চলিয়াছে, কোন শব্দটি নাই! কেবল পর্য্যাণের (১) ও বস্ত্র পাদুকাদির মষ্ মষ্ শব্দ। অন্ধকার হইলে মহারাজ মানসিংহ একটি অশ্বে আরূঢ় হইয়া প্রত্যেক সেনার পার্শ্বে যাইয়া কাহার স্কন্ধদেশে হস্ত দিয়া আদর করিলেন, কাহাকেও বা মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। সকলেরই এইরূপে প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ একত্রে অশ্বে যাইতে ছিলেন। ক্রমে রায়গড়ের নিকটস্থ হইলে সেনারা থামিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে প্রেরিত সেনাদিগের নির্ম্মিত সেতুচয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইলে দেখেন, সেনারা সন্ধ্যার পর কতকগুলি সেতু বাঁধিয়াছে, আর কতকগুলি অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করিবে। সেই সকল সেতু দিয়া সেনারা দ্বারীর জাঙ্গালের দক্ষিণ খাদ পার হইল। কতকগুলি সেনা মালিকরাজের আদেশে দ্বারীর জাঙ্গাল বহিয়া অতি সন্তর্পণে রায়গড়ের নিকটস্থ হইল। পরে উত্তরের খাদ পার হইয়া ঘুরিয়া দূর দিয়া রায়গড়ের পূর্ব্ব প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাকি সেনা কতকগুলি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে উত্তরের মাঠে যাইয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি পশ্চিমের মাঠে দূরে দাঁড়াইল। সূর্য্যকুমার আপন সেনা লইয়া রায়গড়ের পশ্চিম দিকে দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ একবার দ্রুত পদে মালিকরাজের সেনাচয়ের অবস্থা ও তোপসংস্থান দেখিয়া আসিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর রায়গড়ের প্রধান দ্বার রুদ্ধ হইল। তাহারই অব্যবহিত পরে রায়গড়ের মুরচা হইতে নিত্য তোপের একটি শব্দ হইল। সেনা বিশ্রামের তূরী বাজিল। আক্রমী

(১) অশ্বপৃষ্ঠস্থিত জিন্

সেনারা কিন্তু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ভজহরি অতি বেগে অশ্বে আসিয়া মালিকরাজকে কি বলিয়া গেল। তাহার অনতিবিলম্বে সর্ব চিহ্নিত বর্মাবৃত পুরুষের ভীষণ তূরীধ্বনি হইল। তূরীধ্বনি দূরের বনে মিলিতে না মিলিতে রায় গড়ের পূর্ব ও পশ্চিম দিক এককালে ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অমনি এক কালে এক শত তোপের ধ্বনি শুনা গেল। ভীম শব্দে জগৎ কাঁপিল। ধূমে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। এমতি দিল্লীশ্বরের সেনামণ্ডলীতে শৃঙ্খলা যে, পূর্বদিকে মালিকরাজের তোপচয় অগ্রে, না পশ্চিমস্থ সূর্যকুমারের তোপচয় অগ্রে অগ্নি ও ধূম উদ্গারিল, কিছুই স্থির নাই। তাহারই পরে সুতান রণবাদ্য উভয় দিক হইতে বাজিয়া উঠিল। তাসা, দামামা, তূরী, ভেরীর শব্দে সেনাসমুচয় উত্তেজিত হইল। তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি দূরের মাঠে পৌছিতে না পৌঁছিতে আবার স্থানান্তরদ্বয়ে অগ্নিময় হইল। বোধ হইল যেন, পাবক(১) মূর্তিমান হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্বক রায়গড় গ্রাস করিলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ উভয় দিক হইতে ঘন ঘন তোপ চালাইতে লাগিল। একবার এস্থানে দাঁড়াইয়া একবার বা স্থানান্তর হইতে তোপ চলিল। মুহূর্ত মধ্যে রায়গড়ের ভিতর জন কোলাহল শোণা গেল। দুর্গমধ্যে তূরী, ভেরী প্রভৃতি রণ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ক্ষণেকে গড়ের মুরচা হইতে তোপ চলিতে লাগিল। গড়ের ভিতর যদিচ মহারাজ প্রতাপাদিত্য মহারাজ মানসিংহের বঙ্গবঙ্গে আগমনবার্তা পাইয়া যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন ও গড় হইতে বাহির হইয়া অন্তরে মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন মনন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত সেনা এখনতক আসিয়া পোঁছায় নাই বলিয়া এক প্রকার নিষ্কাম ছিলেন। যে চর মহারাজ মানসিংহ ও বর্মাবৃতপুরুষের সসৈন্য রায়গড়াভিমুখে যাত্রার সম্বাদ আনিতেছিল, পথি মধ্যে সে বন্দী হওয়ায় প্রতাপাদিত্য সে সমাচারটি এখনও পান নাই। নতুবা এত সেনা-সমাগম-বার্তা অবশ্য প্রতাপাদিত্যের কর্ণে উঠিত। রাত্রিকালে সভামন্দির ত্যাগ করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন আবাসে গিয়া আহারাদি সমাপনে একবার বিমলাদেবীর গৃহে যান। তথায় সম্যকসমাদৃত হন না। বহুক্ষণ বিমলার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা হয়। এমত সময় রায়গড়ের এই ব্যাপারটি উপস্থিত হইল। বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ ও হজুরমল সভা ত্যাগ করে নাই। প্রথম তোপশব্দ শুনিবামাত্র ব্যস্ত হইল। পরেই প্রতোলী প্রাকারের (২) প্রহরী উপস্থিত বিপদের বার্তা দিলে তিন জনে সেনা প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া সভা হইতে বাহির হইলেন। সেনারা সসজ্জ হইয়া মুরচার উপর যাইতে লাগিল। এ দিকে মহারাজের আবাস মন্দিরে সমাচার গেল। মহারাজ তথায় নাই শুনিয়া, বিজয়-কৃষ্ণ চিন্তিত হইল। তাহারই অব্যবহিত পরে মহারাজ বর্মাবৃত হইয়া, বেগে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সেনা মণ্ডলীতে সাহস ও উৎসাহ দানে সকলকে এককালে উত্তেজিত করিয়াছেন। মুরচা হইতে সেনারা শর চালাইতে লাগিল। ও প্রতোলী প্রাকার হইতে, ঘন ঘন তোপ চলিতে লাগিল। অন্ধকার থাকায় মুরচাস্থ সেনারা

(১) অগ্নি। (২) দুর্গের চতুর্দিকের উচ্চ প্রাচীর।

সন্ধান লক্ষ করিতে পারিল না। কিন্তু তোপের গোলা উচ্চস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় দূরে যাইয়া সূর্যকুমারের ও মালিকরাজের সেনামণ্ডলীতে গিয়া পড়িতে লাগিল, তাহাদিগের সেনা এক স্থানে স্থির না থাকায় আর অত্যন্ত দূরে অবস্থান করায় বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইল না। কিছুক্ষণ এইরূপ উভয় পক্ষের ঘন ঘন তোপ চালানের পর সূর্য কুমার আপনার সেনা লইয়া সহসা মাঠ ত্যাগ করিল, ও তোপ সকল চালান বন্ধ করিয়া, দূরে চলিয়া গেল। এ দিকে গড়স্থ সেনারা পশ্চিমস্থ বিপক্ষের কিছুক্ষণ তোপ শব্দ না পাইয়া বুঝিল যে, তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ নিকট হইয়া, তোপ চালান দুরূহ জ্ঞানে আপন সেনা অন্তর করিল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা উৎসাহ পাইয়া বলে গোলা ও বাণ নিক্ষেপিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্যের তোপ মুরচা হইতে চালাইবার পর ও পুনর্বার প্রস্তুত হইবার পূর্বে মালিকরাজ সহসা এমত বেগে তোপের অশ্ব চালন করিল যে. চক্ষের নিমেষ পড়িতে না পড়িতে মালিকরাজের তোপের মুখ প্রায় রায়গড়ের পরিখার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা অন্ধকারে সেটি লক্ষ করিতে পারিল না। পূর্বের তোপে ভর দিয়া পূর্বলক্ষে তোপ ও শর যোজনা করিয়া গোলা চালাইল। কিন্তু গোলা তোপ হইতে বহির্গত হইতে না হইতে মালিকরাজের তোপসমূহ হইতে এককালে বিষম বেগে অতি বিশাল অগ্নি উদ্গারিল। তোপ অত্যন্ত নিকট থাকাতে গোলা অতি বেগে যাইয়া প্রতোলী প্রাকারস্থ তোপে ও গোলন্দাজ সেনাদিগকে এককালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেনারা নিকট বিপদ দেখিয়া আর অকস্মাৎ এত তোপের বল সহ্য করিতে অক্ষম হইল। মালিকরাজের এক পংক্তি তোপ গোলা ফেলিয়া পশ্চাৎ হইতে না হইতে অপর পংক্তি অগ্রসর হইয়া তাহারই অব্যবহিত পরে, আবার মুরচার উপর ও প্রতোলী প্রাকারে গোলা মারিল। এইরূপ উপর্যুপরি চার পাঁচ বার তোপ চালানতে, সে দিককার প্রতোলী প্রাকার প্রায় সেনা বলহীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ানক মৃত্যুচীৎকারের মধ্য হইতে সর্বচিহ্নিত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীম স্বর শুনা গেল। মহারাজ স্বয়ং প্রতোলী প্রাকারে ও প্রতি মুরচায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যেক সেনাকে উৎসাহ দিতেছেন। যেখানে বলাভাব বোধ হইতেছে, সেই থানেই উপস্থিত হইতেছেন। সেনাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রগ্রীবের প্রাকার ও পার্শ্বের মুরচা হইতে তোপ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। সম্মুখের তোপের গোলা নিকটস্থ বিপক্ষ সেনাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাকার মধ্যস্থ গবাক্ষ হইতে শর ও গুলি চালাইতে বলিলেন। সেনারা রাজসম্মুখে অতীব উৎসাহ পাইয়া প্রগ্রীবপার্শ্বের (১) মুরচা ও নিম্নস্থ প্রাকারের গবাক্ষচয় দিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মালিকরাজ অত নিকটে থাকিয়া অস্ত্রবেগ সহ্য করা অসম্ভব জ্ঞানে ক্রমে হটিয়া স্থানান্তরে আক্রমণ করিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সেনা গড়মধ্যে বর্তমান ছিল না। কাযে কাযেই গড়ের সকল অংশ এককালে রক্ষণে অপটু। স্থানান্তরে

(১) মন্দুরার বাতায়ন।

মালিকরাজ আক্রমণ করিবামাত্র, প্রতাপাদিত্য আপাততঃ কিছু চঞ্চল হইলেন। মাঠে সেনা সঞ্চালন অতি সুলভ বলিয়া মালিকরাজ ক্ষণে আক্রমণের স্থান পরিবর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু গড়স্থ সেনাদিগের পক্ষে তত শীঘ্র নবআক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের স্ফূর্তিতে সে কষ্ট লক্ষ্য হইল না। ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে, যে স্থানে মালিকরাজ আক্রমণ করে, অমনি সেই থান হইতে তোপ চালাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ একদিকের যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। মালিকরাজ এরূপ অস্থির রণে প্রাকার ভেদ অসম্ভব জ্ঞানে কিছু ভাবিত হইল। এতক্ষণ অন্ধকারে অলক্ষিত হইয়া যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিতেছিল, কিন্তু এখন জ্যোৎস্নায় সেটি অসম্ভব হইল। যে স্থানে মালিকরাজের সেনা দাঁড়াইয়া অস্ত্র চালায়, অমনি সেই স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীষ্ম তোপচয়ের অগ্নিমূর্তি ভয়ানক গোলাচয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ দিকে গড়মধ্যে রণবীর বাহাদুর ও হজুরমল এক প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া তোপ চালন দেখিতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ ও প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, রণবীর বাহাদুর বলিলেন। "মহারাজ! অনুমতি করেন ত, এই সময় সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া ঐ সেনার পশ্চাৎ আক্রমণ করি।" প্রতাপাদিত্য কৃষ্ণনাথের কথা শুনিবামাত্র অনুমতি দিলেন। কৃষ্ণনাথ ও হজুরমল অমনি প্রাকার হইতে নামিয়া, দুর্গস্থ মাঠে রায়-দীঘির পূর্বপাড়ে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিল।

বাহিরে মালিকরাজ সেনাক্ষয়-ভয়ে একবার দূরে হঠিয়া গেল। প্রতাপাদিত্য মুরচা হইতে লক্ষ করিয়া তূরী দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাথকে শীঘ্র বাহির হইতে আজ্ঞা দিলেন। ওদিকে চন্দ্রোদয় হইবামাত্র সূর্যকুমার অল্পে মাঠ পার হইয়া, আপন সেনামণ্ডলী রায়গড়ের দ্বারের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার মনন ছিল, মালিকরাজের সেনার সঙ্গে যোগ দিয়া এককালে পূর্বদিক অধিকার করে। এ দিকে বর্মাবৃতপুরুষ সেনা লইয়া ক্রমে মালিকরাজের সেনার সহিত মিলাইয়া দিলেন। উভয় সেনা একত্র হইবামাত্র সূর্যকুমারের সেনার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, এককালে বিষম বেগে পূর্বদিক আক্রমণ করিলেন। মালিকরাজকে হঠাৎ হঠিয়া যাইতে দেখিয়া, আর তোপ চালান ব্যর্থ জ্ঞানে, প্রাকারস্থ প্রতাপাদিত্যের সেনা একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এতদূর মালিকরাজের সেনারা হঠিয়া গেছে যে, সেখানে তোপের গোলা কোন ক্রমে পৌঁছে না। বর্মাবৃতপুরুষ বিপক্ষ সেনাকে নিরস্ত দেখিয়া এত বেগে পূর্বদিকে আক্রমণ করিলেন, ও এত অধিক তোপ এককালে এত নিকটে যোজনা করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মুরচা ও প্রাকারস্থ সেনারা এককালে অবসন্ন হইল। ক্ষণেকে প্রাকার হইতে শত শত সেনা নিপাতিত হইল। তখন কাহার সাধ্য অগ্রসর হইয়া তোপে বারুদ দেয়। প্রতাপাদিত্য অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া, অপর প্রগ্রীব হইতে তোপ চালাইবেন মনন করিলেন। আর কৃষ্ণনাথের

সাহসে অধিক ভর দিয়া তাহাকে শীঘ্র দ্বার হইতে বাহিরে গিয়া আক্রমণ করিতে আদেশিলেন। অতি বেগে হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ সেনা লইয়া, দ্বারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বারটি বিষম শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ত্বরায় শৃঙ্খলা খোলা দুরূহ। অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গ্রন্থি সকল ব্যস্ত হওয়ায় আরও জটিল হইল। অগত্যা মিস্ত্রিদ্বারা শৃঙ্খলাচয় কাটিতে আদেশিলেন। লৌহকারেরা যন্ত্রাদি দ্বারা ভীম আঘাত করিতে লাগিল। সূর্যকুমার সেই সময় দ্বারীর জাঙ্গাল দিয়া দ্বার পার হইতেছিলেন। দ্বারের ভিতর অতীব তীব্র ভীম যন্ত্রের নিনাদ শুনিয়া, সেনাদলকে সেখানে অবস্থান করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি অশ্ব লইয়া, দ্বারের নিকটবর্তী হইলেন। ভিতরে সেনাচয়ের গোলযোগ ও যন্ত্রশব্দ শুনিয়া বুঝিলেন। দ্বারটা হীনবল আছে, যন্ত্রের দ্বারা নূতন লৌহখণ্ড সকল যোজনা হইতেছে। অতএব এই সময় দ্বারে আক্রমণ করিলে অবশ্যই ভাঙ্গিতে পারিব। অমনি ফিরিয়া আসিয়া সেনামণ্ডলীকে দ্বারের সম্মুখে সেতু বন্ধনে অনুমতি দিলেন। সেনারা মহোৎসাহে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল।

ও দিকে বর্মাবৃতপুরুষ দিব্য সুযোগ বুঝিয়া বেগে পরিখার তীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরিখা জলে পূর্ণ থাকায় কোন সুযোগে পার হইবার উপায় পাইলেন না। দেখিলেন, যে সেতু বন্ধেব অবকাশ নাই। ক্ষণেক আমাদিগের তোপ চালান বন্ধ হইলেই বিপক্ষেরা আপন আপন তোপ অধিকার করিবে, আর বিপক্ষের তোপচয় তাহাদিগের বশীভূত থাকিলে দিল্লীসেনার অত নিকটে থাকা দুষ্কর হইবে। চকিতের ন্যায় চিন্তিয়া ঘন ঘন তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন, আর আপনি একবার খাদে ঘোঁড়ায় নামিলেন। খাদে নামিয়া জল অল্প দেখিয়া মালিকরাজকে ডাকিয়া বলিলেন। "সাহসীরা জয়ী হইবে ত আমার পশ্চাদ্ আইস।" বর্মাবৃতপুরুষের কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মালিকরাজ আর প্রায় দুই সহস্র অমিততেজা অতীব উগ্র অশ্বারোহী এক কালে খাদের জলে লম্ফ দিল। এত অশ্বারোহীর এক কালে লম্ফ দেওয়াতে খাদের জল আপ্লাবিত হইল। চকিতের জন্য জলকল্লোলে কাহাকেই দেখা গেল না। ও দিকে তীরস্থ তোপচয়ের অতীব ভয়ানক গোলা ঊর্দ্ধ দিয়া রায়গড়ের পাষাণময় প্রাচীরে ও তাহার উপরস্থ সেনাচয়ে আঘাত করিতে লাগিল। তোপের ধূমে সে স্থল অন্ধকার হইল। আর তোপের শব্দে জল প্লাবন কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল না। খাদটি কর্দমময় হইয়া গেল। নিমেষমধ্যে দিল্লীর দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রায়গড়ের প্রাচীর স্পর্শ করিল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতে নিমেষমাত্র পড়িল না। অবতীর্ণ হইয়া বর্মাবৃতপুরুষ রায়গড়ের প্রাচীরে কীলক মারিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণেকের মধ্যে প্রায় ৪০ জন সেনা কীলক মারিয়া প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। ও দিকে অপর পার হইতে অন্য অশ্বারোহীরা শীঘ্র শীঘ্র দীর্ঘ সোপানচয় আনিয়া উপস্থিত করিল। এ সকল কর্ম করিতে নিমেষমাত্র পড়িল না। ও দিকে প্রতাপাদিত্য সেনাচয় লইয়া প্রগ্রীবের মুরচা সংস্থাপন করিবামাত্র দেখেন যে, পিপীলিকার পালের মত রায়গড়ের

প্রাচীরে বহুল সেনা উঠিতেছে। কেহ অর্দ্ধ প্রাচীর, কেহ বা প্রায় শেষ, কেহ বা আরম্ভমাত্র করিয়াছে। সকলেই সম উৎসাহী। মহারাজ এ অবস্থা লক্ষ্য করিবামাত্র কতকগুলি সেনাদিগকে ঐ বিপক্ষসেনা লক্ষ্য করিয়া গোলা গুলি শর চালাইতে বলিলেন ও আপনি কতকগুলি অতি সাহসী সেনা লইয়া সে স্থলের প্রাকারের উপর উপস্থিত হইলেন। প্রতাপাদিত্যকে সে দিকে আসিতে দেখিয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষ একবার ভীমনাদে তূরীধ্বনি করিলেন। আর অতি বিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "মালিকরাজ! আর একপদ, রায়গড় আমার।"

মালিকরাজ সেনাদিগকে উৎসাহ দিবার আশয়ে "দিল্লীশ্বরের জয়!" বলিয়া লম্ফ দিয়া উর্দ্ধে উঠিল। সেনামণ্ডলীতে "দিল্লীশ্বরের জয়! মানসিংহের জয়!" শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। সেনাদিগের ভীষণ বেশ। প্রায় সকলেরই অঙ্গে বর্ম্ম। বাম কটিতে তলবারী, দক্ষিণ কটিতে পরশু। পৃষ্ঠে কাহার বন্দুক, কাহার বা ধনু ও তূণদ্বয়। তাহাদিগের বাম হস্তে দীর্ঘ লৌহের শলাকা। দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড ঘন (১)। বাম হস্তের শলাকা ভূমে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন হাত উর্দ্ধের প্রাচীরে ঘন দিয়া গাড়িতেছে, পরে তাহার উপর দাঁড়াইয়া আবার আরো উর্দ্ধে আর একটি গাড়িতেছে। এই মতে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে। ও দিকে প্রগ্রীব হইতে সন্ সন্ করিয়া একটা গুলি একজন সেনার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শমাত্র করিয়া চলিয়া গেল। সেনাটি সহসা গুলিকা স্পর্শে কম্পিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সাহস পাইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ প্রাচীরের শেষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুরচার শিরে লাগিয়াছে, আর কীলক বসান প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে মার্তুলটি আপনার পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন। অমনি দেখেন যে, প্রতাপাদিত্য মুরচার-পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ ক্ষণকাল অচেতন প্রায় হইলেন, আবার উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া নিমেষ পড়িতে না পড়িতে এক লম্ফে মুরচার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। মুরচার উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "প্রতাপাদিত্য পলাইল, তাহার অনুসরণ কর, তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।"

মালিকরাজ এই কথা শ্রবণমাত্রে উচ্চৈঃস্বরে সেনাদিগকে উদ্দেশিয়া বলিল। "ঐ প্রতাপাদিত্য পলাইতেছে, ধরিয়া আনিলে পুরস্কার পাইবে।"

সেনারা প্রতাপাদিত্যের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়া এক এক লম্ফে প্রতোলী প্রাকার ও মুরচার উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনারা যে যেমন উঠিল, অমনি তাহাকে বন্দুকের আঘাত বা বলে ফেলিয়া দিল। কত সেনা সেই অতীব উচ্চ মুরচা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। গড়ের সেনারা ভীম প্রস্তর নিক্ষেপিতে লাগিল। কিন্তু সেনা পতন কোলাহলে মালিকরাজ প্রভৃতি কয়জন অতীব সাহসী অধ্যক্ষেরা উঠিয়াই খড়্গ হস্তে বিপক্ষসেনা-বধাশয়ে অগ্রসর হইল। নিযুদ্ধ আরম্ভ

(১) ঘন হাতুড়ি।

হইল। আক্রমী সেনারা মুরচার ধার ত্যাগ করিয়া গড়ের দিকে দৌড়িল। কিন্তু গড়ের সেনা কেহ প্রস্তর কেহ বা বড় তোপের গোলা উপর হইতে গড়াইয়া দিতে লাগিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ চন্দ্রহাস হস্তে লইয়া দ্রুত প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইলেন। একবার মুখ ফিরাইয়া "তোপ অকর্ম্মণ্য কর," বলিয়া মালিকরাজকে আদেশ দিলেন। মালিক-রাজ ছোট ছোট গজাল লইয়া তোপের রঞ্জকের ঘর রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রতাপাদিত্য বর্ম্মাবৃতপুরুষকে চন্দ্রহাস লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনি এক খানা চন্দ্রহাস হস্তে অগ্রসর হইলেন। ও দিকে গড়ের অপর সেনারা মুরচার নিকট আসিয়া অন্য সেনাকে উপরে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল। ও দিকে ভজহরি প্রভৃতি কএক জনে বৈজয়ন্তী লাগাইয়া বলে উঠিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। গড়ের স্থানে স্থানে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয় সেনাই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণ করিল। আক্রমী সেনা কত নষ্ট হইল, তাহার পরিমাণ নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনা কৃষ্ণ বর্ম্মাবৃত পুরুষের আগমনে কিছু হতাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন। "গত রণাভিনয়ে বোধ করি মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে পাই নাই। এক্ষণে ভীষ্মের সেবা করিব, প্রস্তুত হউন।" বর্ম্মাবৃতপুরুষ তাহার কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রহাস উঠাইয়া বেগে আঘাত করিলেন। অমিততেজা প্রতাপাদিত্য আপন চন্দ্রহাসে বেগ ধারণ করিলেন। পরেই লম্ফ দিয়া এমত বলে আপন চন্দ্রহাস উঠাইলেন, যে বোধ হইল, বর্ম্মসহিত বর্ম্মাবৃতপুরুষের শির স্কন্ধ হইতে অন্তর হইবে। কিন্তু বর্ম্মাবৃতপুরুষ একবার নক্ষত্রবেগে ঘুরিয়া সে আঘাত অতিক্রম করিলে বীরদ্বয়ের যুদ্ধ দেখিয়া উভয় পক্ষের সেনাচয় ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিল। কিন্তু এদিকে গড়স্থ সেনা একজন বেগে আসিয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষের শিরোদেশে অসি চালাইল। কঠিন বর্ম্মে অসি নিপতিত হইবামাত্র অস্ত্রটী খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মালিকরাজ দূরে এরূপ অন্যায়যুদ্ধ দেখিয়া আপনার সেনা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপর নিয়োজন করিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চতুর্দিক হইতে এক কালে আক্রান্ত হইলে একবার সাহায্যের জন্য চারি দিকে চাহিলেন। কিন্তু কোন বলবান্ সেনাকে বর্তমান না দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। এমত সময় চারশত বলবান্ গড়ের সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র একটা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দূর হইতে বিজয়কৃষ্ণ মহারাজকে ডাকাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ও দিকে রণবীর বাহাদুর যেমন দ্বার খুলিয়া চলসেতু (১) পাড়িয়া দিলেন, অমনি সূর্য্যকুমার সেনা লইয়া বেগে গড়ে প্রবেশ করিল। গড়দ্বারে তুমুল যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ক্ষণেকে মহারাজ মানসিংহ সেনাবল লইয়া দ্বারে আসিলে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনারা ভঙ্গ দিল। রণবীরবাহাদুর ও হজুরমল ক্রমে বহুক্ষণ যুদ্ধে সেনা ভঙ্গ দেখিয়া অবশেষে পলায়নতৎপর হইল। মহারাজ মানসিংহ ও সূর্য্যকুমার গড়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে

(১) Draw-bridge.

অগ্রসর হইলেন। অবশেষে রায়দীঘির কূলে আসিলে বিজয়কৃষ্ণ প্রতাপাদিত্যকে ডাকিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণের প্রমুখাৎ ও দিকের অবস্থা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, পরে বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রণায় সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে রায়গড় মানসিংহের অধিকারস্থ হইল। প্রতাপাদিত্যের পলায়নের পর বাকি সেনারা ক্রমে পলাইল।

মহারাজ মানসিংহ রায়দীঘির উত্তরের চাদালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্যকুমার তূরী লইয়া জয় উচ্চারণ করিল। তাহারই অব্যবহিত পরে দিল্লীশ্বরের সুশিক্ষিত বাদ্যকরেরা জয়বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সূর্যকুমার প্রকাণ্ড রৌপ্যদণ্ডের ধ্বজা লইয়া রায়দীঘির কূলে গাড়িল।

জয়বাদ্য শুনিয়া বর্মাবৃতপুরুষ ও মালিকরাজ দীঘির কূলে আসিলে, মানসিংহ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন। "কচুরায়! বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রায়গড় তোমার, দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে তোমার পৈত্রিক গড়ে তোমায় অধিকারী করিলাম।" মালিকরাজকে ডাকাইয়া জয়সূচক তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন। দূর হইতে ভীম নাদে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। জয়ঢক্কা বেগে বাজিয়া উঠিল। সেনারা "মানসিংহের জয়, মহারাজ কচুরায়ের জয়!" বলিয়া ধন্যবাদ ও আশিষ করিল। সূর্যকুমার মহারাজ মানসিংহের সহসা এরূপ বর্মাবৃতপুরুষকে কচুরায় বলিয়া সম্বোধন করায় চমৎকৃত হইল। তাহার মনের ভাবে বাকনিষ্পত্তি হইল না। বর্মাবৃতপুরুষ অষ্ঠিবতে ভর দিয়া মহারাজ মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ মানসিংহ আপন তলবারী লইয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরেই সূর্যকুমারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন। "জয়ন্তীরাজ সূর্যকুমার! আমায় আলিঙ্গন কর।" সূর্যকুমার সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া, অগ্রসর হইলে মহারাজ মানসিংহ প্রেমে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বর্মাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইয়া সূর্যকুমারকে বলিলেন। "ভাই সূর্যকুমার! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিয়াছি"। সূর্যকুমার হস্তদ্বয় বিস্তারিয়া আলিঙ্গন করিল। পরে মালিকরাজের সঙ্গে সকলের মেল হইল।

মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে একজন লোক আসিয়া বলিল "মহারাজ প্রতাপাদিত্য পূর্ব দক্ষিণ কোণের সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। রামনারায়ণে মির-আমিনের পাহারার সম্মুখীন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছে। আপনার সম্মুখীন আনিতেছে।" এ কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া সম্মুখে আনিল।

পরিশিষ্টের সূচনা।

"যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবতং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরঙ্গম
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকাম্। তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।"

পরদিন প্রাতে মহারাজ মানসিংহ রায়গড়ের প্রধান মন্দিরে সভা করিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এক আসনে উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে পর্যঙ্কের উপর বিমলার ব্যবচ্ছিন্ন শব। অপর কএক আসনে সূর্যকুমার, মালিকরাজ, বিজয়কৃষ্ণ, কচুরায় ও অন্যান্য সভ্যেরা উপবিষ্ট আছেন। প্রহরীরা বল্লভ গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। তাহারই পরে অনঙ্গপালদেব, প্রভাবতী, ইন্দুমতী, অরুন্ধতী, বরদাকণ্ঠ, গোবিন্দ, ভজহরি, শঙ্কর আসিয়া এক এক আসনে উপবিষ্ট হইল। কিছু পরে হজুরমল প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আগমন করিল।

কচুরায় গাত্রোত্থান করিয়া একখানি পত্র পাঠ করিলেন। পত্রপাঠান্তে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। "মহারাজ প্রতাপাদিত্য! এ সকল কথায় আপনার কি বক্তব্য আছে? বলুন। আপনার কথা সাঙ্গ হইলে অন্য কএক জনের কথা শুনা যাইবেক।"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "আমার ইহাতে কিছুই বলিবার নাই। তবে যে বল্লভ ও হজুরমল এ বিষয়ে লিপ্ত আছে, তাহা একজন ধনের লোভে আর একজন আমার আজ্ঞায় সে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের ইহাতে কোন দোষ নাই।" মহারাজ প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইলেন। সভা নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। "বল্লভ! তুমি স্বহস্তে বিমলাদেবীর সঙ্গে যোগ করিয়া মহারাজ বসন্তরায়কে বিষ খাওয়াইয়াছিলে। মহারাজ বসন্তরায় তাহাতে অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার প্রাণ দণ্ডার্হ হইল। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলাম। হজুরমল তোমারও সেই আজ্ঞা।"

THE DACCA ... CALCUTTA 1883

THE BAGBAZAR READING LIBRARY
1333.
CALCUTTA

দ্বিতীয় খণ্ড।

-:0:-

প্রথম অধ্যায়।

"তৎতস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।"

"ভাই সরমা, তুমি এসে পর্যন্ত একবার মুখতুলে দেখিলে না। তোমার ম্লান মুখ দেখে আমার মন অস্থির হইয়াছে। মালতি, একবার সরমাকে বুঝাও," বলিয়া কমলা দেবী সরমার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন ও প্রেমে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া ললাট চুম্বন করিলেন। শোকসন্তপ্তা সরমা ভূদৃষ্টিতে থাকিয়া কেবল ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগে উত্তরিলেন ও তাহার নেত্রদ্বয় হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নিঃসরিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা দেবীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বদন লুকাইলেন। আহা! যেন শরৎ-চন্দ্রিকা প্রস্ফুটিত কুমুদিনীতে প্রবেশ করিল,—যেন কনকচম্পকদামগৌরীকমলাদেবীর লাবণ্য সরোবরে বিকসিত কমলিনী ভাসিল!

সরমা বলিলেন, "আর্যা, আপনার প্রেম আমার মন প্রফুল্ল না করিয়া আমার শোক উদ্দীপিত করিতেছে। দিদি, বিচ্ছেদ শোক এমত দুষ্ট যে সান্ত্বনা মানে না। অতীব শোকানল শোচনীয়ঘৃতাহুতিতে যেমত প্রজ্বলিত হয়, আবার সান্ত্বনা বারি সিঞ্চনেও তেমত জ্বলিয়া উঠে। বিপরীত-ধর্মী ঘৃত ও বারি এ অভাগিনীর অদৃষ্টে সমস্তগুণাবলম্বী হইয়াছে। এখন আমার মন কেবল সেই জয়ন্তী-রাজকুমারের কথাই শুনিতে চাহে ও তাঁহারই গুণকীর্তনামৃত পানেই স্থির হইতে পারে। বিধাতা আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। আমি আর কোন বিষয় ভয় করি না। তবে আমার মাতার জন্য চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। মা ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছেন। তিনি সর্বদা আমাকে সান্ত্বনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার গদগদ বাক্যে ও মলিন মুখশ্রীতে আমার মন আরও মথিত হয়। মা! তুমি এত উদ্বিগ্ন হইলে আমিত আর জীবিত থাকিতে পারি না।"

মহিষী সরমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া নিকটে আসিয়া কমলাদেবীর ক্রোড়স্থ সরমার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নিঃশব্দে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত দিয়া অঞ্চল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

মালতী বলিল, "রাণি, আপনি ভাল সান্ত্বনা করিতেছেন। আপনার চক্ষুঃজলে সরমার পৃষ্ঠদেশ ভাসিয়া গেল। কেন এত শোকের কারণ কি? সূর্যকুমার বীরবংশ্য, উন্নত প্রকৃতির বীর পুরুষ, আবার তাহার সঙ্গে মালিকরাজ আছে। গুপ্তগতির প্রমুখাৎ সুন্দরী

যাহা শুনিয়া আসিল তাহায় ত তাহাদিগের জয়োল্লাস হইয়াছে। একথা শুনিয়া আমাদিগের আমোদ করা উচিত। তবে কেন সকলেই মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতেছি ও তাহাদিগের অমঙ্গল ঘটাইতেছি।”

সরমা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “মালতি, সূর্য্যকুমারের কুশল সমাচার জন্য কিছু আমার এত চিন্তা হয় নাই—আমি জানি সে ধার্মিক চূড়ামণি কখন বিপদে পড়িবে না—মা কালী তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। আমার উদ্বেগ অন্যকারণ-মূলক। ভগ্নোৎসাহে মন আমার মথিত হইয়াছে—আমি কখন অকারণ হাস্য করি, আবার পরক্ষণেই হাস্যে অশক্ত বুঝিয়া নিস্তব্ধ হই, আবার কখন অকারণ আমার মন কাঁদিয়া উঠে, কিছুতেই বাগ মানে না। আমি স্বয়ং কোন কারণ বুঝিতে পারি না—কেবল হানি সূচক উদ্বেগ।”

বিমলাদেবী ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কি গো সরমা দিদি, কেমন আছিস্। ওমা সরমা তোমার মুখ মলিন যে? মহারাজ উপযুক্ত কন্যার পাত্র কাহাকে মনোনীত করিয়াছেন? আহা! এ রত্ন যে পাইবে সে সংসার ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি সরমার সেবায় নিযুক্ত থাকিলেও শ্রেয়ঃ! সরমা দিদি, তোর বর কোথায় সাব্যস্ত হইয়াছে?”

মালতী বলিল, “বিধাতা যোগ্যেই যোগ্যা নিয়োজন করেন। সরমার যোগ্য বর এ দেশে নাই।”

মহিষী বলিলেন, “ছোটখুড়ী, মহারাজ সরমার জন্য জয়ন্তীরাজকুমার সূর্য্যকুমারদেবকে বর স্থির করিয়াছেন। ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে? সেদিন মহারাজ সহসা এ কথা উত্থাপন করিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন না, সদ্য বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। আমরাও মাতিলাম—যমুনা পরুইয়ে মহা উৎসাহ হইল। কিন্তু আমরা অত্যন্ত মনস্তাপ পাইলাম। তৎকালেই সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ নিরুদ্দেশ হইল,—উৎসাহভঙ্গ হইল; আমার সরমা মূর্চ্ছান্বিতা হইয়া মুক্তকঞ্চুকসর্পিণীর ন্যায় জীর্ণা ও ম্রিয়মাণা হইলেন। আহা! তদবধি সরমার ভাবান্তর হইয়াছে, এত বুঝাইতেছি কিছুই মানে না। মালতি, তুমি সূর্য্যকুমারের কি সমাচার পাইয়াছ?”

মালতী বলিল, “সুন্দরীর মুখে শুনিলাম যে, রায়গড়ের গুপ্তগতি, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজকে মহারাজা মানসিংহের বজবজের স্কন্ধাবারে দেখিয়া আসিয়াছে। সে বলিল তাঁহারা মানসিংহের সৈন্য লইয়া ইন্দুমতী উদ্ধারের জন্য ও তত্রত্য ফিরিঙ্গী শাসনের উদ্দেশে সনদ্বীপ গিয়াছেন।”

বিমলা বলিলেন, “হাঁ! তাতো জানি। কিন্তু আমি এই শুনিয়া আসিলাম যে তাহারা ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে তাহার বৃদ্ধ পিতা সহ উদ্ধার করিয়া সনদ্বীপ হইতে ফিরিঙ্গী দূরীকরণান্তে কয়েক জন বন্দী সঙ্গে আনিয়াছে ও অদ্যই অনুমান করি মহারাজ মানসিংহ রায়গড় আক্রমণ করিবেন।”

কমলাদেবী ব্যস্তে বলিলেন, “ভগ্নি, আমার ইন্দু কোথায়? সে বজবজে আসিয়া সেই খানেই রহিল! এখানে আসিল না কেন? এখানে তাহাকে ত্বরায় আনাও।

দুষ্ট ফিরিঙ্গীরা বাছাকে কতই কষ্ট দিয়াছে ভাবিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়! বাছা আমাদিগের অন্ধের নড়ি।"

বিমলা বলিলেন, "দিদি, আমি শুনিবামাত্র পত্র পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু অপর একজন চর আসিয়া বলিল, পত্রবাহক বজবজে পৌছিতে পারে নাই, পথেই ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগে লোকের গমনাগমন রোধ হইয়াছে; সমাচার পাওয়া যায় না। মহারাজ মানসিংহের স্কন্ধাবারে (১) সূর্যকুমার ও মালিকরাজ আছেন, ইন্দুমতীর শুশ্রূষা অবশ্যই হইবেক। মানসিংহও বীরপুরুষ, তাহাতে আবার সূর্যকুমার আর সেই অজ্ঞাত বর্মাবৃত পুরুষ আছেন—ইন্দুমতীর জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্য সমূহ উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে।"

মহিষী বলিলেন, "আমাদিগের কি বিপদ!—শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।"

সরমা সযত্নে বিমলাদেবীর মুখের দিকে চাহিলেন। যেন বিমলার চক্ষুঃ দিয়া অন্তরের লেখা পড়িবেন।

কমলা বলিলেন, "কেন প্রতাপাদিত্যের কি বিপদ? চল—আমরা তাহার নিকট যাই।"

বিমলা বলিলেন, "তাহার নিকট যাইয়া কিছুই প্রতিকার করিতে পারিব না। এখন দৈববল ব্যতীত অপর উপায় কিছুই নাই—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কুগ্রহ উপস্থিত—চতুর্দিকেই শত্রু বৃদ্ধি হইতেছে; তাহার জ্যেষ্ঠজামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা আমাদিগের রামচন্দ্র রায় যশোহরে কারাবদ্ধ থাকিয়া কিছু নিশ্চিন্ত নাই; তাহার প্রজাবর্গ ফিরিঙ্গী শাসনে একান্ত অসন্তুষ্ট; চট্টগ্রামের প্রজারা অধিকাংশ মগ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদিগের প্রকৃত টান যক্ষরাজের দিকে—তিনিও অবকাশ পাইয়াছেন। চট্টগ্রাম যক্ষরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। এখন হোগলা ও নলচিঠী বুঝি হাত ছাড়া হয়।"

মহিষী বলিলেন, "জামাতার জন্য আমি কতবার বলিয়াছি, বিশেষ উপরোধও করিয়াছি, কিন্তু কেমন বিষয়ান্ধতা—অনুরোধ করিলে বলেন যে, রাজ্যনায় ও কৌশল স্ত্রীজাতির বোধগম্য নহে। আমি কি করিব—কেবল নিরালে বসিয়া কাঁদি ও কালির স্তুতিবাদ করি—মাতার যাহা মানস তাহাই হইবেক।"

বিমলা বলিলেন, "মহিষী, তোমার গুণ ও সপত্নী-দুহিতার প্রতি প্রেম—জগৎ বিখ্যাত। কি করিবে মা? রাজা ত তোমার বশবর্তী নহেন। আমরা জানি, যে তোমারই সহায়তায় রামচন্দ্র জীবন লাভ করিয়াছে, নতুবা রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাহার মস্তক ছিন্ন হইত।"

কমলা বলিলেন, "আহা! আমাদিগের নাতিনী কেহই সুখী হইল না। সরমার এই দশা, তার জ্যেষ্ঠা সুমতীর ত কথাই নাই,—সে নবীনাবালা রাজরাণী হইয়াও আজন্ম-

(১) রাজ সমীপস্থ সেনামণ্ডলী ছাউনী

কাল স্বেচ্ছাবাসে কারাগারে কাটাইল। কিন্তু সে সতী—লক্ষ্মী! এমত পতি-পরায়ণা বালিকা আমি আর কখন দেখি না।”

মহিষী বলিলেন, “আহা! বাছা—নামে সুমতী, কর্ম্মেও সুমতী। বাছা আমার এখন আবার স্বামীসেবা করিতেও নৈরাশ হইয়াছে—রাজা উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের দম্পতীভেদ করিয়াছেন—সম্প্রতি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রাখিতে আদেশ দিয়াছেন,—পিতার মন এত নিষ্ঠুর হয় তা জানি না। আমি কলঙ্কের ভাগী হইয়াছি—লোক মনে করে যে আমারই হিংসায় মহারাজ তাঁহার কন্যাজামাতাকে কষ্ট দিতেছেন। লোকে ভাবে মহারাজ স্ত্রৈণ, কিন্তু এমত পাষাণ-হৃদয় জীব আর দেখি না।”

কমলা বলিলেন, “মা,—তোর মত সতীলক্ষ্মী নাই। তোর ত সপত্নী-কন্যা বলিয়া ভেদ-জ্ঞান নাই—তুমি সুমতীকে সরমার তুল্য ভালবাস। আহা, সে যে সুমতী!”—

সুন্দরী প্রবেশ করিয়া বলিল, “ওমা! কি হবে! চরে আসিয়া বলিল যে, মানসিংহ সসৈন্যে রায়গড় আক্রমনণ করিবেন!”

কমলা বলিলেন, “কেন, রায়গড়ের দোষ কি? অনঙ্গপাল দেবকে ডাকাও; রায়গড় প্রস্তুত হইতে বল; আর জনৈক দূত মহারাজ মানসিংহের নিকট পাঠাও;—তাঁহাকে বুঝাও যে, অনাথিনীর রায়দুর্গের উপর ক্রোধপ্রকাশে কি বীরত্ব হইবেক?”

বিমলা দেবী বলিলেন, “মানসিংহের নিকট লোক প্রেরণে প্রয়োজন নাই। আমি তাঁহার পত্র পাইয়াছি। পত্রটি আপনার নামে আসিয়াছিল। আপনি অতিথি-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমি স্বয়ং তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি।”

কমলা বলিলেন, “ভাল করিয়াছ—তোমার মতেই আমার মত। তুমি বুদ্ধিমতী,—রাজ্যনায়ে বিশেষ দক্ষ,—যাহা করিয়াছ ভালই হইয়াছে।”

বিমলা বলিলেন, “আমি সে পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। মানসিংহের নিকট হইতে এমত পত্র আসা—উচিত হয় না।”

সরলচিত্তা কমলা বলিলেন, “মানসিংহের বয়োধিক্যে বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে।”

বিমলা বলিলেন, “তিনি প্রতাপাদিত্যের উপর রুষ্ট হইয়াছেন—তাহাকে বাঁধিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলেন।”

কমলা বলিল, “তাও কি হয়! মানসিংহ অত্যন্ত অত্যাচারী! মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার পুত্র,—তাহার ক্রোড়ে মরিলে আমরা এক গণ্ডুষ জল পাইব। আমাদিগের অপর কে আছে?”

বিমলা বলিলেন, “কেবল সেই বিচার নয়, আরও কারণ আছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে রায়গড়ের অতিথি, আতিথ্যসৎকার গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে শত্রু হস্তে দিতে পারি?”

কমলা বলিলেন, “প্রাণ যায় সেও স্বীকার, রাজ্য যায় তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু আপনার অপত্যকে, বিশেষে আতিথ্য অবস্থায় কিরূপে শত্রু হস্তে সমর্পণ করি? মানসিংহ

অত্যন্ত অবিবেচক। রায়গড়ের প্রতোলীপ্রাকারে সৈন্য সংস্থাপন কর। আহা! এমত সময় ইন্দুমতী থাকিলে কতই উদ্যোগ করিত! আবার আমার প্রভাবতী সাহসী স্ত্রীসেনানী আহা, সেও নাই। যেখানে দুর্গের অধিপত্নী স্ত্রী, সেখানে সেনাপত্নীই থাকা উচিত।"

বিমলা বলিল, "সকল সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের নিকট আমাদিগের পরমাত্মীয় কয়েক জন আছেন। আমরা বৈর ব্যবহার করিলে, অনুমান করি, তিনি তাহাদিগকে অব্যাহতি দিবেন না। তাহাদিগকে রণপ্রতিভূস্বরূপ (১) করিয়া রাখিয়াছেন।"

সরমা বলিল, "সূর্যকুমারও ত সেই খানে আছেন। তাঁহার কি হইবে?"

মহিষী বলিলেন, "সরমা তুমি চিন্তিত হইও না, যশোহরেশ্বরী সকলকে রক্ষা করিবেন। তিনি আমাদের মহারাজের কুলবিধাত্রী (২) ও ইষ্টদেবতা। তিনি থাকিতে আমাদিগের কোন চিন্তা নাই।"

সরমা বলিল, "তাতো জানি কিন্তু স্কন্ধাবারে প্রবাদ, যে যশোহরেশ্বরী বিমুখ হইয়াছেন ও মন্দিরের অপরদিকে ফিরিয়া বসিয়াছেন। মাগো আমাদিগের কি সর্বনাশ!"

মহিষী বলিলেন, "কোন্ দুষ্টাত্মা তোমাকে এ সমাচার দিল! আমি বাছা সেই কথা শুনিয়া অবধি তোমা ছাড়া এক ক্ষণও নেই। কিন্তু পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও এই ভয়ে বিন্দু বিসর্গও তোমাকে ইঙ্গিতে বলি নাই।"

সরমা বলিল, "মা তুমি যদি বলিলে তবে আমিও বলি, আমি শুনিয়াছি যে যশোহরেশ্বরী মহারাজার সভায় আমার দিদি সুমতীর রূপ ধরে 'যাই যাই' বলিয়া ছল পূর্বক ত্যক্ত করায়, মহারাজ তাঁহাকে কটু বাক্যে বিদায় দেন। আহা যশোহরেশ্বরীর কি কৃপা! জানান না দিয়া বিমুখ হইলেন না! আবার মহারাজের দুরদৃষ্টের উদয়ের পুর্বেও যশোহরের মন্দিরস্থ প্রতিমূর্তি ফিরিয়া দাড়াইয়া মহারাজকে সতর্ক করিতেছেন; ইহাতেও কি মহারাজের চৈতন্য হয় না! মহারাজ ভবানীর বরপুত্র হইয়াও এমত নির্বোধ হইলেন কেন? মা এই সব ভাবনাই আমার রোগের কারণ, এ রোগ নহে ঔরিষ্ট (৩)।"

বিমলা বলিলেন, "সরমা, রাজার প্রতি গ্রহেরা অপ্রসন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, নতুবা এ হেন দিগ্বিজয়ী রাজার অভাব কি? আর চিন্তাই বা কি? যিনি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিককে পরাজয় করিয়া বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি অতি সামান্য বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন! আহা! তাঁহার কি স্বার্থ চিন্তা নাই। তিনি দিল্লীর সহিত সন্ধি রাখিয়া একছত্রী হইয়া পরম সুখে বঙ্গের উন্নতি সাধন ও স্বীয় যশোকীর্তির সহিত রাজ্য সম্বর্দ্ধন করিতে পারিতেন। কিন্তু আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। দিল্লীর কৃপায় পিতা ও পিতৃব্যের হস্ত হইতে রাজ্য লইয়া স্বীয় শিরে মুকুট বসাইলেন। দেখিতেছি সে যে ক্ষণেকের জন্য

(১) জামীন। (২) কুলদেবতা।
(৩) মৃত্যুসূচক শারীরিক নিদর্শন, শারীরিক উপসর্গ।

হইল। আবার কণ্টক ফুটিতেছে, এখন মুকুটের দায়ে মস্তক পর্য্যন্ত যায়। মুকুটও ত ছাড়ে না। এতে একা মহারাজের ক্ষতি নহে; এ বঙ্গের অধোগতি। এই হইতেই বঙ্গের স্বাধীনতা ফুরাইল। বাঙ্গালার সূর্য্যের এইবারে মহা অস্ত হইল। হায়রে! যদি প্রতাপাদিত্য বুঝিয়া চলিতে পারিত, তবে এত দিনে বাঙ্গালার স্বরও(১) পরিবর্তন হইত।"

সরমা বলিলেন, "মা আমি একবার দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই, আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে। দিদি সতি লক্ষ্মী তা না হলেই বা যশোহরেশ্বরী তাঁহার বেশে মহারাজার নিকট কেন যাইবেন!"

মহিষী বলিলেন, "মহারাজকে তোমার ইচ্ছা জানাইব। এ আব দুর্লভ কি, সুমতীকে আনাইলেই হইবে। না হয়ত আমরাই যশোহর যাইব।"

কমলা বলিলেন, "সুমতী বাছাকে আমিও অনেক দিন দেখি নাই। সুমতী কেমন আছে? তাহার সন্তান সন্ততি কি হইয়াছে?"

বিমলা বলিলেন, "দিদি, আহা সুমতী বড়ই মনের কষ্টে আছে। সে এখন কারাগারে থাকিয়াও পতিসেবা করিতে পাইতেছে না। মহারাজ তাঁহার পাপসকল ক্রমেই পূর্ণ করিতেছেন!"

সুন্দরী ব্যস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বিমলা বলিলেন। "কিগো এত দ্রুত কেন?"

সুন্দরী বলিল, "দ্বারে ভজহরি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে; সে বজবজে হইতে আসিয়াছে; তাহার নিকট কমলার দেবীর জন্য পত্রও আছে।"

বিমলা বলিলেন, "কৈ ভজহরিকে ডাক। বিমলা ও কমলাদেবী উভয়েই গৃহান্তরে গেলেন।"

সুন্দরী ক্ষণেক পরেই ভজহরিকে লইয়া উপস্থিত হইলে ভজহরি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বড় মা, এই ইন্দুমতীর পত্র; ছোট মা, এটী আপনার জন্য; আর সরমার জন্য এইটী সূর্য্যকুমার দিয়াছেন। এটি মালতীর জন্য মালিকরাজ আমার হস্তে গোপনে সঁপিয়াছেন। আর বড়মা ঠাকুরাণীর নিকট আমার অপরাপর সমাচার আছে।"

কমলা পত্রটী হাত পাতিয়া লইলেন ও বলিলেন, "বাছা ঘাটে মুখ হাত প্রক্ষালিয়া আসিয়া বস। পথশ্রম নিবারণ কর। বিমলা এঁকে কিছু খাইতে দাও। আহা! বাছার মুখ কালী বর্ণ হইয়াছে। ভজ! বাবা! কখন বজবজে হইতে ছাড়িয়াছিলে। আহা রৌদ্র লাগিয়াছে। সরমা দিদি; ভজকে একটী নারিকেল দিতে বল।" স্বয়ং উঠিয়া এক খানি পাখা লইয়া বলিলেন, "নে বাছা ধর একটু বাতাস খা।"

ভজহরি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পাখাটি লইল। বিমলা দেবী পত্রটী পাঠ করিয়া কোন কথা কহিলেন না।

কমলা বলিলেন, "বিমলা, তুই এ পত্র খানাও পড়্। ইন্দু কি লিখিয়াছে?"

(১) প্রবৃত্তি

বিমলা পত্রটী হাত পাতিয়া লইয়া পড়িলেন, ও কমলাকে অন্তরে লইয়া বলিলেন, "দিদি, ইন্দু লিখিতেছেন যে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার পত্রের উত্তর না পাওয়ায় বিনা সম্বাদে রায়গড় আক্রমণ করিবেন। ইন্দু আমাদিগকে মহারাজ মানসিংহের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আমার পরামর্শ, ইন্দুমতীর মতানুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু রায়গড় আক্রান্ত হইলেই, অধীনস্থ সমস্ত সেনাই স্বতঃ খড়্গহস্ত হইয়া উপস্থিত হইবে ও মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র চালন করিবে; তাহা কি প্রকারে শান্ত করা যায়?"

ভজহরি নিকটে যাইয়া বলিল, "ছোট মা, আমি স্বয়ং আসিয়াছি, অদ্যই গ্রামে গ্রামে যাইয়া সকলকে সমাচার দিব ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অজ্ঞাতে এ দুর্গ হইতে পলাইব। আপনারা সাবধানে থাকিবেন। দিঘীর দক্ষিণ তীরে প্রধান সভামন্দিরে যাউন, সে খানে গোলা যাইবে না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন। অনঙ্গদেবপাল সনদ্বীপ হইতে আসিয়াছেন তিনিও এই বিষয়ে আপনাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি গ্রামের প্রধান ও মণ্ডল দিগকে স্বয়ং যাইয়া বলিলেন ও যদ্যপি পারেন ত সৈন্য সংগ্রহ কবিয়া মহারাজ মানসিংহের দলভুক্ত হইবেন। তিনি বলেন এক্ষণে প্রতাপাদিত্য রায়গড়ের শত্রু, কেননা তিনি সেনা নিবেশ দ্বারা অনধিকার স্থানে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। চরের মুখে শুনা যায় যে তাঁহার রায়গড়ে আসিবার মূল উদ্দেশ্যই গড় অধিকার করা। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা স্ত্রী দ্বয়ের হস্ত হইতে দুর্গ কাড়িয়া লওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই।"

বিমলা বলিলেন, "আমরা ইহার প্রতিকার করিব। তুমি বিশ্রাম করিয়া মানসিংহের স্কন্ধাবারে যাও ও বলিও যে আমরা প্রতাপাদিত্যের চাতুরী এতক্ষণে বুঝিলাম। আমরা দুর্গ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা পাইব।"

কমলা বলিলেন, "ইন্দুমতী কেমন আছে?"

ভজহরি বলিল, "তিনি ভাল আছেন, আপনাদিগকে তাঁহার প্রণাম জানাইয়াছেন। প্রভাবতী আপনাদিগের অনাময় (১) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও মঙ্গলাদি সমাচার লইয়া যাইতে বলিয়াছেন ও কমলা দেবীকে তাঁহার জন্য আচার পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

কমলা বলিলেন, "বিমলা ভাই, ভজহরিকে ভাল আচার আনাইয়া দাও, প্রভা আচার ভালবাসে। আহা! বাছা সনদ্বীপে কতকষ্টই পাইয়াছে।"

বিমলা ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "মহিষী, চল আমরা সভামন্দিরে যাই। যেরূপ সমাচার পাইতেছি, তাহাতে এখানে থাকা ভয়ের বিষয়। প্রতোলীপ্রাকারের এত সন্নিকটে থাকা উচিত নহে। মহারাজকে এ সমাচার পাঠাইয়া দাও। ভজহরি তুমি এস আমার নিকট হইতে পত্র লইয়া রায়গড় ত্যাগ কর।"

---

(১) স্বাস্থ্যতা।

ভজহরি বিমলাদেবীর পশ্চাৎ গমন করিয়া দিঘীর কূলে উপস্থিত হইল।

বিমলা বলিলেন, "তুমি যাইবার পূর্ব্বে একবার আয়ুধাগারে যাইবা, শিবচন্দ্রকে বলিবা যে আয়ুধ ও বারুদ ও গুলী ইত্যাদি ত্বরায় স্থানান্তর করুক।"

ভজহরি বলিল, "আমি আসিবার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে বলিল প্রতাপাদিত্যের অনুমতিতে আয়ুধ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রতোলীপ্রাকারের নিকটস্থ দণ্ডাগার মধ্যে পাঠান যাইতেছে।"

বিমলা বলিল, "ভাল, এ অবস্থায় আমাদিগের কৌশলে কার্য সাধন করিতে হইবে। রায়গড় এখন প্রতাপাদিত্যের অধীন। আমরা এখন বলহীন নিঃসহায়। তাহাকে আমার নিকট, পাঠাইয়া দাও। এই মন্দির প্রতোলী প্রাকারের নিকট আয়ুধাদি রক্ষার উপযুক্ত স্থান।"

ভজহরি বলিল, "আমি তবে এখন যাই শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া দিব।"

বিমলা বলিলেন, "তুমি কোন দিক্‌দিয়া আসিলে?"

ভজহরি বলিল, "আমি সুড়ঙ্গ দিয়া আসিয়াছি ও সেই পথেই যাইব। ছোট মা প্রণাম। আশীর্বাদ করুন ত্বরায় ফিরিয়া আসি। হায়! অকারণ পরের দায়ে রায়গড়ের ধননষ্ট, অন্নক্ষয় ও দুর্গহানি।" ভজহরি চলিয়া গেল, বিমলা স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিষণ্ণ সরমার শান্ত মন ক্রমে শরীরকে অবসন্ন করিলে, তিনি কমলার ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"স বব্রে মহতীম্ নিদ্রাম্ তমসাগ্রস্তচেতনঃ"।

বেলা ১০টা হইয়াছে, প্রাতঃকালাবধি অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়ায় গ্রামে লোক গমনাগমন প্রায় নাই। রাজমার্গ প্রায় জনশূন্য, জনৈক রাজকর্মচারী দ্রুতপদে যাইতেছে, পথে কিলেদার গোবর্দ্ধন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ব্যস্তে তাহাকে অভিবাদন করিয়া পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

গোবর্দ্ধন রায় আকারে খর্ব, কিন্তু বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫। সতেজ চক্ষু, সর্বাঙ্গ লোমাবৃত, মস্তকটি ছোট, তনুর পরিমাণে ক্ষুদ্র। দেহরাগ উজ্জ্বল শ্যাম। দেখিলেই বোধ হয় যেন বিধাতা তাহাকে নির্জনে বসিয়া অল্প ও সামান্য মৃত্তিকায় যত দূর শোভা সম্ভব তাহা দিয়াছেন। কেননা গোবর্দ্ধনের মুখশ্রী মন্দ নহে। এখন জোড়ায় সর্বাঙ্গ আবৃত থাকায় বিশেষে মস্তকে জরীর তাজে মাথাটী নিতান্ত ছোট দেখাইতেছে না; গোবর্দ্ধনের আকার

ভুলিয়া গেলে মুখ ভোলা যায় না; ক্ষীণও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ চিবুকে যেন স্বার্থপরতা মাখা আছে। আর ভ্রূদ্বয় নাসিকা মূলে মিশাতে কথঞ্চিৎ আঁচল-অধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে। সতেজ ও অস্থির চক্ষে স্বার্থ প্রবণতায় ইষ্ট অনুসন্ধান করিতেছে। উর্দ্ধোষ্ঠ অপেক্ষা অধরোষ্ঠ স্থূল ও বড় থাকায় কথকটা অনুচ্চ প্রকৃতির চিহ্নস্বরূপ হইয়াছে।

গোবর্দ্ধন রায় অশ্বে যাইতেছিল, উহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জেহের এমন সময় কোথায় যাইতেছ?"

জেহের বলিল। "মহাশয় আমি হুজুরের নিকট যাইতেছিলাম, চাঁদখাণে একটা হেঙ্গাম ঘটিয়াছে, রামচন্দ্র রায় মরিয়াছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "য়্যাঃ! কি বল্লে, রামচন্দ্র রায় মরেছে! কেন তাহার কি হইয়াছিল? কৈ আমাকেত কেহ কোন কথা শুনায় নাই। তাহার কোন রোগের সমাচার ত পাই নাই। কি হইয়াছিল?"

জেহের বলিল, "মহাশয়, কৈ এমত কিছুই ত হয় নাই। কালরাত্রে যখন দেড় প্রহরের পাহারা বদ্‌ল হয় তখন আমি রীতিমত তাঁহার ঘরে গিয়াছিলাম। তাহাকে এক খানা কেতাব পড়িতে দেখিয়া আসি। তার পর আজ প্রাতে হারু আসিয়া আমাকে বলিল, যে আজ সকালে ঘর খুলিতেই দেখিলাম রামচন্দ্র রায় যেমন দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। এক খানি বহি ডাইণে পড়ে আছে। প্রদীপটী নিকটে জ্বলিতেছে। আমি শুনিয়া দেখিতে গেলাম ও ঐ ভাব দেখিয়া ভয় হইল। কেমন চক্ষু বুজাইয়া বসিয়া আছে, বোধ হয় যেন ঘুমাইতেছে। কোন সাড়া শব্দ নাই। আমি গিয়া ডাকা ডাকি ঠেলা ঠেলি নানান রকম করিলাম। কে কারে ডাকে, ও কে কারে বলে। নাকে হাত দিয়া দেখিলাম নিশ্বাস পড়ে না। কেবল উপসর্গের মধ্যে মুখ দিয়া গোটা লাল ভাঙ্গিয়াছে ও চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মহাশয় চলুন দেখিবেন কি ব্যাপার।"

গোবর্দ্ধন রায় যশোহরের কিলেদার, তত্রত্য কারাগার ও পেট্টা তাহার অধীনে ছিল। তিনি জাতিতে বৈদ্য, বহুকালাবধি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। চাঁদখাণের আমলে তাঁহার পিতা ঐ পদে ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারী। যদিচ যশোহরে তাহার উপরস্থ অপর দুই তিনটী কর্ম্মচারী ছিল কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত বলিয়া তাহার অবিদ্যমানে সকলেই রায় মহাশয়ের মত না লইয়া কোন কর্ম্ম করিত না। যে দিন সনদ্বীপ হইতে বর্ম্মাবৃত পুরুষ বজ্‌বজে প্রত্যাগমন করেন সেইদিন যশোহরে এই ব্যাপার ঘটনা হয়। গোবর্দ্ধন রায় রামচন্দ্রের হটাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু শোকসূচক কোনপ্রকার ভাবভঙ্গি দেখা গেল না। জেহেরের কথা শুনিয়া একটু নিস্তব্ধে স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন "জেহের আমি চাঁদখাণে যাইতেছি, তুমি শীঘ্র নাএব ফৌজদারকে সেইখানে লইয়া আইস।" জেহের শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল, রায়মহাশয় চাঁদখাণের দিকে অশ্ব চালাইলেন। বেগে অশ্ব চলিল ক্ষণেকে চাঁদখাণের দ্বারে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। দ্বারের বাহিরে পিণ্ডুলের উপর কারাগারের গান্ধিক (১) চণ্ডীচরণ দত্ত দাড়াইয়াছিল, অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলে গোবর্দ্ধন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার হস্তে অশ্বের কবীয় (২) দিলেন। চণ্ডীচরণ কবীয় ধরিয়া অশ্বকে পিণ্ডুলপাবে নিকটস্থ একটি গাছের ডালে বাঁধিয়া গোবর্দ্ধনের পশ্চাৎ গমন করিল। গোবর্দ্ধন কারাগারের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া পক্ষপালী (৩) দিয়া ভিতর বাটীতে গেলেন। গান্ধিক দত্তজ তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। রামচন্দ্রের ঘরের দ্বারে আসিলে দত্তজ বলিল "হুজুর কাল সন্ধ্যার সময় রামচন্দ্র রায় আমার নিকট হইতে কাগজ কলম আনাইয়া লইয়াছিলেন। রাত্রির মধ্যে কি হইল বলিতে পারি না। হায় সংসার কি অনিত্য !"

গোবর্দ্ধন বলিল "দত্তজ ! হঠাৎ কি রোগ হইল বলিতে পারি না। তুমি দেখিয়াছ কি হইয়াছে ?"

দত্তজ-বলিল, "আজ্ঞে না আমি এই আসিতেছিলাম, পথে স্নেহের আমাকে এই সমাচার দিল। মহাশয় আসুন ভিতরে আসুন"।

গোবর্দ্ধন বলিল, "তুমি ঘরে যাও আমি যাইতেছি।"

চণ্ডীচরণ দত্ত অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল "কি আশ্চর্য্য এ দেখে কে বলিবে যে মরিয়াছে ; যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া আছে ! আবার প্রদীপটাও জলিতেছে।"

রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যে স্বীয় শ্বশুরের কোপে পড়িয়াছিলেন। দেখিতে অতি সুন্দর। ক্ষীণ শরীর বলিয়া কিছু অস্থি পঞ্জর দেখা যায় না। স্বভাবতঃ তাঁহার আকৃতি স্থূল নহে বরং স্ত্রীলোকদিগের মত সুগোল হওয়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমলতা বৃদ্ধিকে পাইয়াছে। বহুকাল কারাবাস বলিয়া শরীরের সন্ধিস্থানে কর্দ্দমাদি জমিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন নিকষ হেম পাত্রে পঙ্কপড়িয়াছে। রামচন্দ্র দীর্ঘকায়, শরীরের উপযুক্ত প্রশস্ত বক্ষস্থল ও যথা যোগ্য দীর্ঘবাহু। দেখিলে সুখী স্থিরপ্রকৃতির রাজকুমার বোধ হয়। বয়ঃক্রম যদিচ প্রায় ২৫ বৎসর কিন্তু শরীরের বাল সুলভ লালিত্য আজও নষ্ট হয় নাই। অনুমানে প্রায় পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কম বোধ হয়। চক্ষু মুদিত আছে কিন্তু ভ্রূরেখার গাম্ভীর্য্য ও কৃষ্ণত্ব গৌর ললাটের উপর শোভিয়াছে। গণ্ডে ও চিবুকে টোল থাকার মুখশ্রী অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছে। গোবর্দ্ধন গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই বাহিরে। আসিয়া দাঁড়াইল।

সেই সময় ফৌজদার মামুল্লা আসিয়া "বন্দগী রায় মহাশয়" বলিয়া অভিবাদন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল "একি রামচন্দ্র যে অক্কা পেয়েছেন। যৈসা বসে ছিল ঐসা হেলিয়া আছে। কি তাজ্জুব ! মৌত এয়সা হৈয়। কি হইল কিসে মলো। খোদার

(১) মুহুরী, কেরাণী (২) কজাই। (৩) খিড়কী দ্বার।

কেরামত কিছুই সমঝা যায় না। রায় মহাশয় এ মল কিসে!”

গোবর্দ্ধন বলিল, “কিছু বলিতে পারি না। মুখে গোটা লাল ভাজিয়াছে। সাপে খেয়ে থাকিবে।”

মামুদা বলিল, “তা হতে পারে। লেকেন সাঁপের দাঁতের নিসান কোথা?” বলিয়া সর্বাঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, “সাপে খেলে কি চলে পড়ত না? যেমন ঠেস্ দিয়া বসিয়াছি সেই মতই আছে!”

মামুদা উঠিয়া ঘরেরদিকে দেখিয়া এক কোণ হইতে একটা তীক্ষ্ণাগ্র তীর উঠাইয়া লইয়া বলিল, “এ তীর এখানে কেন?”

গোবর্দ্ধন ঘরে প্রবেশ করিয়া তীরটী হাতে করিয়া লইল ও যত্নে তাহার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া বলিল “ইহার অগ্র বক্র হইয়াছে কোন কঠিন দ্রব্যে আঘাত লাগিয়া থাকিবেক।”

মামুদা চারিদিক দেখিতে দেখিতে গবাক্ষের বিপক্ষ প্রাচীরে খানিকটা বালি ও চূণ খসা দেখিয়া বলিল, “এই খানে নয়া দেওয়াল ভাঙ্গা দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি।” পরে কতক টুক্‌রা কাগজ উঠাইয়া বলিল “এ কোণে এ কাগজগুলি কেন”?

এমত সময় নাএব কৃপারাম চট্ট আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, “আহা এ সুপুরুষের অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল? বিধাতার সমস্ত ইচ্ছা। সুমতীর কি সর্বনাশ। আহা বাছা অল্প বয়েসে মাতৃহীনা। তাহাতে আবার স্বামীর বশীভূতা হওয়ায় পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, এক্ষণে বিধাতা তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণায় ফেলিলেন! কিলেদার মহাশয় অনুমতি করুন সুমতীকে একবার এখানে আনা যাক। জন্মের তরে একবার তাহার স্বামীকে চক্ষু দিয়া দেখুক।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু বিবেচনা করিলে এ একপ্রকার ভালই হইয়াছে। রাজপুত্র কারাগারে জীবন কাটাইবার অপেক্ষা প্রাণে মরা ভাল। তুমি যে সুমতীকে এখানে আনাইতে বলিতেছ তাহার আমার সাহস হয় না। পাছে সুমতীর সহিত তাহার স্বামীর কদাচ সাক্ষাৎ হয় উদ্দেশে, মহারাজ উভয়কে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা সুমতীকে কারাগারে রাখা তাঁহার কিছু বড় ইচ্ছা নহে।”

কৃপারাম বলিল, “রাজার অনুমতির বিরুদ্ধ হইবেক বটে; কিন্তু মরণের পর আর কাহার অধিকার? এক্ষণে শাস্ত্রসম্মত সুমতীই সৎকারের অধিকারিণী। সেই শ্মশানে অগ্নিকার্যের বেলা দেখা হইবার পূর্বে একবার এখন দেখা হওয়া ভাল। নতুবা সুমতীকে অত্যন্ত শোক লাগিবেক। অনুমান করি মহাশয় এ বিষয়ে যাহা করিবেন, মহারাজ তাহায় অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি একবার সুমতীকে সমাচার দেওয়ান।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আমি তাহায় অক্ষম। মহারাজের স্পষ্ট অনুমতি ছিল যে এ স্ত্রী পুরুষে শ্মশানেও সাক্ষাৎ করিতে দিও না। তিনি বলিয়াছিলেন যে একের মৃত্যু হইলে

অপরে সৎকার করিতেও যাইবেক না। ফলে তাহার অনুমতি মতে রামচন্দ্রের সংকার নিষেধ। রামচন্দ্রের শব বনে ফেলিয়া দিবার অনুমতি আছে।"

কৃপারাম বলিল, "মহাশয় উক্ত আদেশ আমিও বিশেষ অবগত আছি। মহাশয় যদ্যপি আমাকে সাহস দেন ত আমি স্বীয় স্কন্ধে সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া সুমতীকে এখানে আনাই।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমার তাহে কিছুই বক্তব্য নাই। কারাগার তোমার স্বায়ত্তাধীন। তোমার অনুমতি এ কারাগারে প্রবল। যদিচ তুমি আমার অধীন ও বশবর্তী বট তথাচ এ সমস্ত ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। তুমি বিবেচনা কর ও শেষে আমাকে দোষের ভাগী না হইতে হয় ত যাহা ভাল বোধ করহ। আমি যেন এ সকল বিষয় অবগত নহি।"

কৃপারাম কারাগারের গান্ধিককে বলিল, "চণ্ডী শীঘ্র সুমতীকে এই বিপদের কথা জানাও ও তিনি যদ্যপি এখানে আসিতে চাহেন তাহাকে আসিতে বল।"

চণ্ডীচরণ চলিয়া গেল। কারাগারের অপর প্রাঙ্গণের কোষ্ঠে সুমতীর বাস। সুমতী একান্ত দীনা অনাথার ন্যায় সেই জনশূন্য মন্দিরে বন্দী হইয়া আজ তিন বৎসর বাস করিতেছেন। অল্প বয়সে মাতৃ হীনা হওয়ায় বিমাতার যত্নে মাতৃশোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কায়স্থ কুলতিলক কন্দর্পরায় ভূমিকের একমাত্র পুত্র মহারাজ রামচন্দ্র রায় ভূমিকের সহিত বিবাহ হয়। রামচন্দ্র রায় পিতার পরলোক যাত্রার পর স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কিছু দিন প্রজা পালনে ও আরাকাণের মগ রাজার দৌরাত্ম্য দূর করণে কীর্ত্তি লাভ করেন। মগেরা বাকলার ভূমিককে পদচ্যুত করত তাহার রাজ্য লুট করিয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। বাকলার রাজার সাহায্যের জন্য চন্দ্রদ্বীপের ভূমীক রামচন্দ্র রায় যথেষ্ট যত্ন করেন, এমন কি স্বীয় ব্যয়ে পঞ্চাশটী সুশিক্ষিত গুল্ম (১) পাঠান। এক এক চন্দ্রদ্বীপের গুল্মে দুইটী করিয়া হস্তি, নয়টী রথ, সাতাইশটী অশ্বারোহী ও যষ্ঠি পদাতি। প্রতাপাদিত্য আরাকাণের মগ ও তত্রত্য ফিরিঙ্গীদিগের অনুকূলে যত্নবান্ ছিলেন। সোণারগ্রামের নবাবের বিপক্ষতাচরণ জন্য দলবদ্ধ করা অভিপ্রায়ে তাহাদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের কপালসন্ধি হইয়াছিল। তাহাতে পরস্পর পরস্পরের সঙ্কটে (২) ও কঙ্কটে (৩) সাহায্যের জন্য স্বীকৃত ছিলেন। ফলত সোণারগ্রামের নবাবের বিপক্ষতাচরণে প্রতাপাদিত্য আরাকাণের মগ ও দস্যু ফিরিঙ্গী একমত হইয়া পরস্পরের পারিভাব্য (৪) অবস্থা লাভ করিয়াছিল। রামচন্দ্র রায়ের ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দাম্ভিক বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বীয় জামাতাকে ভৎর্সনা করিয়া পাঠান ও বাকলা হইতে সহায়কারী সেনা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনিতে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র রায় শ্বশুরের উপরোধ রক্ষা করিলে স্বীয়

(১) সেনাবিভাগ। (২) আপদ। (৩) রক্ষা। (৪) বিশ্বাসভাজন।

বিষয়ে তাঁর সঙ্গত আচরণ হয় না জানিয়া অথচ 'সম্বন্ধীর পিতা' শাস্ত্রীয় গুরুজনের বাক্য অন্যথা করা লৌকিক দোষ জ্ঞানে স্বয়ং নিদানাদি (১) দর্শাইয়া আত্ম ন্যায় সংস্থাপন ও প্রতাপাদিত্যকে তুষ্ট করিবার চেষ্টায় চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করেন ও নিসৃষ্টার্থ (২) স্বরূপ অনেক প্রধান সভাসদ সঙ্গে আপনার প্রিয়পাত্র রমাইবীরকে পাঠান। রমাইবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া রসিকতাচ্ছলে মহারাজের প্রতি দুই একটী ব্যঙ্গোক্তি করায় যশোহরপতি রমাইবীরকে কারারুদ্ধ করেন ও রামচন্দ্র রায় সম্মুখীন হইলে তাহার অবস্থার অতিরিক্ত তিরস্কার করিয়া তাহাকেও কারারুদ্ধ করেন ও স্বীয় কন্যা সুমতী রামচন্দ্রের অনুগত হওয়ায় তাহাকেও বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। দুর্ভাগা সুমতী স্বামীর নিন্দা ও অপমানে মথিতা হইয়া ম্রিয়মাণা হন। প্রথমে ভর্তাকে নানা প্রকারে শান্ত করিতে চেষ্টা পান, পরে পিতা ও স্বামী দ্বন্দে স্বামীর সপক্ষ হইলে পিতৃকোপে নিপতিতা হন ও স্বামীর সহ কারাবদ্ধ হন। এক স্থানে থাকিয়া বিপদের সময় নিঃশলাক (৩) কারাগারে কিয়দ্দিন ভর্তৃসেবায় আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু রোষপরবশ পিতা কারাগারেও দম্পতীর পরস্পরের সহবাসে কষ্টের হ্রাস হয় দেখিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করে। সুমতী তদবধিই একাকিনী কারাগারে অনাথা দীনার ন্যায় কালযাপন করিতেন।

চণ্ডীচরণ কৃপারামের আদেশ মতে চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন বলিল, "কৃপারাম বহুদিন যাবৎ মহারাজের কোন বিশেষ সমাচার পাই নাই। শুনিতে পাই মহারাজ নাকি পুরুষোত্তম দর্শনে ত্বরায় যাত্রা করিবেন। কিন্তু আবার নাকি মহারাজমানসিংহ বাঙ্গালার দণ্ডযাত্রায় (৪) আসিয়াছেন। অদ্য শুনিলাম যমুনাপরুই হইতে আদেশ আসিয়াছে ও তজ্জন্য অত্রত্য প্রধান প্রধান সেনাপতিরা স্বীয় স্বীয় সৈন্য লইয়া তথায় যাইতেছিল, পথিমধ্যে রাজাজ্ঞানুসারে আবার যশোহর প্রত্যাগমন করিবে। যশোহরে সোণারগ্রামের নবাবের আসিবার কথা শুনিতে পাই।"

কৃপারাম বলিল, "বঙ্গের লক্ষণ বড় ভাল দেখিতে পাই না। মানসিংহের সভায় ভবানন্দ উপস্থিত হইয়াছেন ও গত ঝটিকাতে বিশেষ সহায়তা করায় বাগোয়ান পরগণার রাজত্ব পাইবার আশা করিতেছেন। স্বজাতি অন্তসলিল না বহিলে মহারাজ মানসিংহ কিছু বঙ্গে প্রতিপত্তি পাইতেন না। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে অকাল ঝড়ে তাঁহার সেনা অবসন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভবানন্দের সাহায্যে নৌকা ও রসদ লাভে লব্ধশ্রীব প্রায় হইয়াছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ভবানন্দের অদৃষ্ট ভাল। আজ কাল তাহার প্রতি বৃহস্পতি সুপ্রসন্ন। কোথা দেবতাপ্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথা নৃদেব পূজা? ও হয়ত এই অবকাশে

(১) আদি কারণ। (২) সমস্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূত। (৩) জনশূন্য
(৪) শাসনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা।

তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধ হইল। ঝড়ে ও বারিবর্ষণে অকাল হওয়ায় প্রতিষ্ঠাদি দৈব কর্মে ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু এমনি তাহার প্রতি বিধাতার শুভ দৃষ্টি যে অসম্ভাবি ঘটনায় ভবানন্দ মানুষ হইয়া গেল। কৃপারাম, কি হইতে কি হয় কেহই বলিতে পারে না! দুর্দৈবে অপরের পক্ষে উভয় কূল রক্ষিত হইত। আয়োজিত দ্রব্যের হানি ও উৎসাহভঙ্গ। কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে ভবানন্দের সমস্তই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। সত্য বলিতে কি লোকে বলে যে ভবানন্দ পূর্বাবধি মহারাজ মানসিংহের বঙ্গে আগমনের বিষয় অবগত ছিলেন। পাছে স্পষ্ট আয়োজন করিলে আমাদিগের মহারাজের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এই ভয়ে দেবপ্রতিষ্ঠা বলিয়া একটা রটনামাত্র করিয়াছিলেন।"

কৃপারাম বলিল, "মহাশয় ভবানন্দের কথা কন কেন। ভবানন্দ বালককালাবধি শুভ গ্রহের ফল ভোগ করিতেছেন। সমুদ্রারের বিষয় লাভ, হুগলিতে নবাবের অনুগ্রহে পারসী শিক্ষা, আবার কানুনগোই পদাভিষেক; পরে বল্লভপুরের রাজ্য, এ সমস্তই শুভ গ্রহের দৃষ্টির চিহ্ন সন্দেহ নাই। যদি মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, সুযোগ পাইয়া থাকেন, তবে ত তিনি বঙ্গে এক জন প্রধান অধিকারী হইবেন সন্দেহ নাই। দুর্গাদাস তাহার শৈশবাবধি বুদ্ধিজীবী ও পরম সাহসিক।"

একজন পদাতি আসিয়া বলিল, "মহাশয় যমুনাপারই হইতে আগত অনেক অশ্বারোহী পতাদার (১) দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। মহাশয়দিগের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হস্‌বলহুকুম (২) আছে, বলিতেছে আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিবে।"

কৃপারাম ও গোবর্দ্ধন সমাচারটী শুনিয়া পরস্পরের দিকে সভাব দৃষ্টি করিয়া একত্রে ব্যস্তে কারাগারের দ্বারাভিমুখে গেলেন। দেখেন চাঁদখাঁদের পিণ্ডলের অনতিদূরে একটা গাছের তলে একটা অশ্ব পড়িয়া আছে। তাহার পার্শ্বের গাছে আশ্রয় করিয়া অশ্বারোহী বসিয়া আছে। ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সে অতি কষ্টে গাত্রোত্থান করিল।

গোবর্দ্ধন বলিল। "ভিখারী সিংহ তোমার অশ্বের কি হইল? কতদূর হইতে আসিতেছ?"

ভিখারী পতাদার বলিল, "হুজুর বন্দগী! ইঃ ঘোড়ী বরোবর্ যমুনা সে মেরে সওয়ারীমে আতি থী। অব্ গির্ পড়ি। হোম্ খড়ী ন হোগী। ইসকী দম্ নিকল্ গয়ী। জান্ ভি গয়ী। মেরে পিয়ারকি ঘোড়ী থি। বচ্‌পনসে মৈনে ইসকী হেফাজৎ কি। বহোত কড়ী পানি কী জানোবর রহী। অব ইসকী বক্ত আ পঁহুচি।" বলিয়া আপনার বক্ষস্থল হইতে চর্মাবৃত এক পত্র লইয়া গোবর্দ্ধনের হস্তে দিল। "উজীর বাহাদুর নে মুজ্‌কো ইস্ লেফাফা দি, হোর হুজুরকী দস্তমে দাখিল করনে কো ফরমায়া। গোস্তাকী মাপ কিজিয়ে, মৈনে নেহায়েৎ কাবু হুবা হুঁ" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

গোবর্দ্ধন পার্শ্বস্থ দণ্ডপাংশুলকে (৩) ভিকারী সিংহের শুশ্রূষা করিতে বলিয়া পত্র

(১) দূতবিশেষ। (২) মোগল বাদসাহের উজীরের দস্তখতী আদেশ পত্র। (৩) হরকরা।

লইয়া কৃপারামকে ডাকিয়া কিছু অন্তরে গেলেন ও পত্র পড়িয়া কৃপারামের হস্তে দিলেন। কৃপারাম পত্রটী আদ্যন্ত পড়িয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। আবার আদ্যন্ত পড়িয়া বলিল "মহাশয় এরূপ ঘন ঘন বিপরীত অনুমতির কারণ কি? সে দিন সমস্ত ফৌজ যমুনাপারহইতে তলব হইল, আর আবার তাহাদিগকে যশোহরে থাকিতে অনুমতি আসিল; এ ব্যাপারখানা কি? যশোহরে এত ফৌজ থাকিয়া কি করিবে। হস্‌বল্‌ হুকুমে দেখাবার যে উজীর স্বয়ং মহারাজের আদেশে এই হস্‌বল্‌ হুকুম জারি করিয়াছেন ও লেখেন যে অনুমান হয় সোণারগ্রামের নবাব শীঘ্র যশোহর আক্রমণ করিবেন, অতএব আক্রমণের পূর্ব উদ্যোগ যথা বিহিত করিতে আদেশ করিতেছেন।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ভালই হইয়াছে। যমুনা যাইতে যাইতে পথ হইতে ফিরিয়া আসায় ভটমণ্ডলীতে (১) উৎসব ভঙ্গ ও উৎসাহ রহিত হইয়াছিল এমত কি ভাটার (২) জন্য গোলযোগ করিতেছিল। অনেকে বলিয়াছিল যে আমরা বিদেশ গমনাশয়ে গার্হস্থ্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহায় আমাদিগের বহুল ব্যয় হইয়াছে এক্ষণে আমরা যদ্যপি ভাটা-বেতন না পাই তাহা হইলে আমাদিগের ক্ষতি হয়। মুসলমান কাণ্ডপৃষ্ঠেরা (৩ বিশেষতঃ পারিকসৈন্য শ্রেণীত্যাগ করিয়া যাইবার ইঙ্গিতও করিয়াছিল। অনেক সান্ত্বনা করায় রুরুৎসুরা ৪) আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে। কএকজন মুসলমান কবচহর (৫) সৈনিক তাহা-দিগের স্ব স্ব সেনা লইয়া পথিমধ্যে ছাউনি করিয়া আছে। ভাটার বিষয়ে কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদুরের দস্তক (৬) অনুমতি না পাইলে মধ্যাহ্নসূর্য্যচিহ্নধ্বজের জন্য অস্ত্র ধারণ করিবেক না। সৈন্যাধ্যক্ষের দস্তক আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন যদ্যপি সেনাচালন দস্তক জারি হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের ভাটা লাভ হইবেক ও সেনামণ্ড-লীতে উৎসাহ বৃদ্ধিকে পাইবেক।"

কৃপারাম বলিল। "মহাশয় বহুল সেনাসমাগম অনর্থের মূল। যে রাজা স্বীয় সৈন্যকে সর্বদা যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত রাখিতে পারে সেই সুবুদ্ধি নৃপতি সুখে নিদ্রা যায়। সেনাদিগের মন এমনি অস্থির যে নিষ্কর্ম হইলেই নানা প্রকার বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দিকে ধাবমান হয়। সৈনিকেরা যেন বালবৃন্দের মত লঘুপ্রযত্ন হইলেই কুপথে গমন করে। বসিয়া বসিয়া মহারাজের ভর্ম (৭) ভোগ করিলে দুর্মতি হয় সন্দেহ নাই। অতএব চিরসেনা অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের মতে তাৎকালিকসেনা অনেক বিধায় উৎকৃষ্ট। মহারাজ বসন্ত রায়ও তাঁহার শাসনকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কক্ষাবেক্ষক, (৮) রাজীব (৯) প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৈতনিক চিরসেনা ব্যতীত অতিরিক্ত সেনা রাখিতেন না। প্রয়োজন

(১) সৈন্য সমষ্টী। (২) ভাতা। (৩) ধানুকী সেনা। (৪) অবরোধ ইচ্ছুক।
(৫) কবচধারী সেনা। (৬) মোগল পাতসাহের দপ্তরের আদেশ পত্র।
(৭) সেনা বেতন। (৮) বাটির অনুচর প্রহরী। (৯) রাজার শরীর রক্ষক সেনা।

হইলেই গ্রামবাসীদিগকে যুদ্ধে নিয়োজন করিতেন ও তাহাদিগকে অভ্যস্তশস্ত্র করিবার জন্য সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষণাদি করিতেন।

গোবর্দ্ধন বলিল। "এ কথা সত্য বটে কিন্তু চিরসেনা না থাকিলে প্রয়োজন মতে সুশিক্ষিত সেনা সমূহ সংঘটন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সে যাহা হউক জয়ন্তীপুরে নাকি বিপ্লবঘটনার উদ্যোগ হইতেছে। কল্য যে কমলালেবুর কএক খানা নৌকা আসিয়াছে তাহার চড়ণদার কএক জনা আপনা আপনি যাহা বলাবলি করিতেছিল তাহা বাজারে রটিয়াছে। এ যাত্রায় জয়ন্তীপুর হইতে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। এত পাহাড়ী লোকের আগমন আর কখন হয় নাই। কমলা লেবুর আমদানি তত নাই কিন্তু মূল্য, কম। ইহারই বা কারণ কি। এত অল্প আমদানিতে অল্প মূল্য কখন দেখি নাই। গত রাত্রিতে শুনিলাম তথাকার বর্ত্তমান রাজার উপর তত্রত্য অনেকানেক মীরাশদার, দলুই ও চৌধুরী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট আছে। জয়ন্তীরাজ লটকা শুনিলাম মধ্যে শ্রীহট্টের অধিপতির সহিত কএটা হস্তী লইয়া বিবাদে শ্রীহট্টের বিপক্ষে রাটী (১) প্রকাশ করায় ওমরাও মণ্ডলীতে বিশেষ নিকার (২) উপস্থিত হয় ও কএক জন প্রধান প্রধান দলুই ও চৌধুরীরা জয়ন্তী রাজ লটকার বিপক্ষে আকার ইঙ্গিত করেন। রাজা তাহার একান্ত স্পষ্ট রোষ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কুরুৎসুদিগের শাসনের উপায় গোপনে চেষ্টা করিতেছেন। ইতোমধ্যে মুখ্য চৌধুরীরা স্বীয় অমঙ্গল আশঙ্কায় পূব হিন্দুরাজপুত্র সূর্যকুমারের জন্য উদ্যোগী আছেন। যদিচ জয়ন্তী বাসীরা অধিকাংশই অনার্যপার্বতীয় জাতি কিন্তু সূর্যকুমারের পিতার শাসন কালে শাসন প্রণালী ও রাজ্য নায়ে সন্তুষ্ট ছিল।"

কৃপারাম বলিল, "মহাশয় সূর্যকুমারের পিতার রাজ্যনায় ধর্মমূলক ছিল। তিনি আমাদিগের রাজপিতৃব্য বসন্তরায়ের বিশেষ আত্মীয় ছিলেন ও সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। কামাখ্যার মন্দিরে উভয়ের মিলন হয় ও তদবধি যশোহর ও জয়ন্তীপুর মিত্রভাবে পরস্পরকে দেখিত। তথাকার বিগত চৌধুরী নন্দরাম শুনিতেছি জীবিত আছে ও এখন সে সূর্যকুমারকে জয়ন্তী সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে নাকি আমাদিগের মহারাজকে উক্ত বিষয়ে কি পত্র লিখিয়াছিল।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "হাঁ আমরা সে পত্রের বিষয় অবগত আছি। সে পত্র কে কোথা হইতে পাঠাইল ও কি প্রকারে মহারাজের গোপগৃহে (৩) পৌছিল তাহা তদন্তের জন্য আমার উপর ভার হয়। আমি যশোহরের সমস্ত চৌলত্রি (৪) ও সরাই ও পেট্টায় (৫) অন্বেষণ করিলাম কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান পাইলাম না। মহারাজ তাহায় আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লেখকের অনুসন্ধান করিবার

(১) রাজকীয় ইস্তাহার। (২) অমাত্য মণ্ডলীতে বিপক্ষ মত। (৩) রাজ শয়নাগার।
(৪) যে সরাইতে ব্রাহ্মণ অনুচর নিযুক্ত থাকে। (৫) দুর্গবেষ্টিত পল্লী।

উদ্দেশে গুপ্তগতি (১) নিযুক্ত করিতে আদেশিলেন ও বলিলেন যে কেহ নন্দরাম চৌধুরীকে জীবিত বা মৃত আনিবে তাহাকে আমি বিহিত পুরস্কার দিব। নন্দরাম শুনিলাম পত্রে তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করে ও সূর্যকুমারকে তাহার রাজ্যে পাঠাইতে লেখে।" এই কথা বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন আপন অশ্ব আরোহণ করিল এমত সময় চণ্ডীচরণকে আসিতে দেখিয়া কৃপারাম বলিল "মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন চণ্ডীচরণ আসিতেছে।"

চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল। "মহাশয় সুমতী অনুমান করি উন্মত্তা হইয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্রের অকস্মাৎ মৃত্যুর কথা প্রকাশিলাম। তিনি শুষ্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে ক্ষণেক কাল চাহিয়া থাকিয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন ও এমত রৌরব (২) অট্টহাস হাসিলেন যে আমার রক্তাশয় (৩) হইতে সমস্ত শোণিত রায়ভাটার (৪) ন্যায় বেগে সর্বাঙ্গে বহিতে লাগিল ও আমার রোমাবিকার (৫) হইল। আমি শিহরিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। আবার পথিমধ্যে দেখি সুমতী উন্মত্তাপ্রায় আলুলায়িত কবরী সর্বাঙ্গে ভস্মাবৃতা হইয়া দৌড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন দণ্ডপাংশুল দৌড়িয়া যাইতেছে কিন্তু সুমতীর যে লম্ফ ও বেগ, অতি শীঘ্র তিনি তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া যাইবেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ফিরিয়া তাহাদিগের প্রতি খল খল করিয়া হাসিতেছেন আবার যেন স্রিধ (৬) গতিতে পিছলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার বেগ ও মত্ততা দেখিয়া আমি দণ্ডপাংশুলগণকে নিরস্ত হইতে কহিয়াছি। এক্ষণে যাহা বিধের আজ্ঞা করুন। উন্মত্তাকে কারাগারে রাখায় আর ফল কি?"

গোবর্দ্ধন বলিল। "দণ্ডপাংশুলদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলা তোমার ভাল হয় নাই। তাহারা পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক এ বিষয়ে তুমি ত্বরায় এত্তেলা দিবা।"

চণ্ডীচরণ বলিল "যথা আদেশ আচরিব।"

গোবর্দ্ধন স্বীয় অশ্ব চালন করেন এমত সময় সুমতী দ্রুতপদে আসিয়া তাহার অশ্বের নিগালদেশ (৭) ধরিল। ভজিল (৮) অমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আহা তপ্তকাঞ্চন নিভবর্ণে ঘনজলদের ন্যায় কেশভার কি শোভিয়াছে। সুমতীর আলুলায়িত কেশ তাঁহার দ্রুতগমনে ও বায়ুবেগে কৃষ্ণচামরীর স্কন্ধদেশের ন্যায় বোধ হইতেছে ও কেশান্তরাল দিয়া মুখচন্দ্রের লালিত্য যেন তমাল তরুর ঘনশাখা মধ্য দিয়া শশি দর্শন হইতেছে। সুমতী দীর্ঘছন্দা পরন্ত দৈর্ঘ্যের সহিত রূপলাবণ্য ও অঙ্গের কোমলতা একতান হওয়ায় যেন বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভিয়াছেন। সুমতীর চক্ষু এমত সপ্রতিভ ও এত বিস্তৃত যে মৃগনয়না বলিলে তাহার অংশমাত্রের উপমা হয় কিন্তু চাঞ্চল্যের জন্য খঞ্জনকে মনে পড়ে।

---

(১) চর। (২) ভয়ানক বীভৎস। (৩) হৃৎপিণ্ড। (৪) জোয়ারভাটা।
(৫) লোমাঞ্চ। (৬) পিছলিয়া যাওয়া। (৭) ঘোড়ার খিলা। (৮) ভদ্র অশ্ব।

সুমতীর নাসিকা দীর্ঘল ও টীকল, উর্দ্ধোষ্ঠ অধরাপেক্ষা প্রতুল কিন্তু ওষ্ঠদ্বয়ের গঠন এমত সুললিত ও রক্তিম যে সুমতী যদি স্থির হইয়া ধ্যানে বসেন তাহা হইলে পক্ষিতে চঞ্চাঘাতে অদাহনী হইবেক না বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না। সুমতীর দৈর্ঘ্যোপযোগী বিস্তৃত বক্ষস্থল আর কুচযুগলও সমুপযুক্ত পীন। সুমতীর সর্ব্বাঙ্গই সুগঠিত ও সুচারু পরিণত এমত কি সুমতীকে দেখিলেই একটী বীরাঙ্গনা বলিয়া বোধ হয়, উন্মত্তা প্রায় হওয়ায় নেত্র আরক্তিম হইয়াছে। আলুলায়িত কবরীতে যেন পার্ব্বতী দেবীর শক্তিস্বরূপ বোধ হইতেছে। দেখিলে যেন গৌরী বিদ্যার আবির্ভাব জ্ঞান হয়। একাধারে প্রেম ও বল, দৈন্য আর লালিত্য, প্রসন্নতা আর করালতা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যেন মত্ত মাতঙ্গী প্রায়, যেন মহিষঘাতিনী চণ্ডিকা তুল্য, যেন নবকুসুমিত আধ প্রস্ফুটিত বসন্তাগমের কমলিনী প্রায়। আধ কুসুমিত কমলপাটলের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কাঠিন্যের সহিত কোমলতা অনুভূত হয় সুমতীর উন্মত্তাতেও সেইরূপ অনুভব হইতেছে। গোবর্দ্ধন চমকিয়া উঠিলেন ও বলিলেন "কেও সুমতী। মা তুমি এখানে কেন। চল রামচন্দ্রের ঘরে যাই।"

সুমতী বলিলেন। "কিলেদার! এখন সেখানে যাইয়া আর কি করিব? রামচন্দ্র যান জীবিত থাকিতে আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ দেখিতে দিলে না, এখন আর সেখানে যাইব না। তুমি আছ, ঐ বান্ধব আছে, এখন এ স্থলে মহারাজ নাই। তোমাদিগের আজ্ঞাই বলবতী; আমাকে আদেশ দাও; আমি পতির সহগমন করি।" বলিয়া অশ্বনিগাল ছাড়িয়া অশ্বের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া দাড়াইলেন।

কৃপারাম নিকটে আসিলে গোবর্দ্ধন বলিল। "কৃপারাম! সুমতী তাঁহার পতির সহগমন করিতে চাহেন। তোমার তাহাতে কি মত?"

সুমতী বলিল, "এখন আর মতামতের সময় নাই, আমি একান্তই স্বামিবিরহ সহ্য করিতে পারিব না।"

মামুদা আসিলে সুমতী বলিল, "ফৌজদার! তোমার অনুমতি চাহি; আমি আমার স্বামীর সহগমন করিব।"

মামুদা বলিল। "মরিতে চাহ মর! তাহা কি প্রকারে ঠেকাইতে পারি। তবে সতীর মত মরিতে পাইবে না। মহারাজের আদেশ আছে যে হিন্দুমতে তোমাদিগের সৎকার হইবেক না। আমরা রামচন্দ্রকে বনে কি ভাগাড়ে ফেলিয়া দিব। লাস জালাইতে দিব না। তোমার মরিবার ইচ্ছা হয় মর! তোমার লাস যেখানে ফেলিব, রামচন্দ্রের লাস সেথায় ফেলিব না"

সুমতী, মামুদার এই কঠোর বাক্য শুনিয়া নিস্তব্ধ হইল। একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে ভক্তিলের স্কন্ধ দেশ হইতে তাহার হাত সরাইল। ক্ষণেক হেঁট মুণ্ডে দাড়াইয়া কারাগারের দিকে দৌড়িয়া গেল। মামুদা চণ্ডীচরণগন্ধিককে বলিল। "চণ্ডীচরণ! সুমতী কারাগারে যাইতেছে, তাহাকে ঘরে বন্দ করিয়া রাখিস।"

গোবৰ্দ্ধন কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কৃপারাম নাএব তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। মামুল্লা স্বীয় কর্ম্মে স্থানান্তরে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

"অল্পকা যদমিতং বিকুর্ব্বতে বস্তুভিঃ কইব তত্র বিস্ময়ঃ।"

গোবৰ্দ্ধন চাঁদখানের কারাগার হইতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক বড় আম্র বাগানের ধারে অনেক জনসমাগম দেখিয়া জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ওখানে কিসের জনতা?"

পান্থ বলিল। "মহাশয়! ওখানে একজন সাধু বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট সকলে নানাবিধ রোগের ঔষধি লইতেছে ও স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টের ফল বিচার করিতেছে। বড় আশ্চর্য্য সাধু! তিনি আজ ১২ দিন সেই খানে বসিয়া আছেন কিছু খান না, অথচ যেমত বলবান সুস্থ শরীর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, আজও তেমত আছেন।"

অপর একটী লোক আসিয়া বলিল। "মহাশয়! এত অসাধারণ ক্ষমতা আর কাহার দেখি নাই। সাধু প্রতিগ্রহ করেন না ও অকাতরে সকলের রোগশান্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ করাইয়া দেন। সাধু পিশাচসিদ্ধ কি সিদ্ধপুরুষ না হইলে এত ক্ষমতা কোথা হইতে হইল।"

অপর এক জন বলিল। "মহাশয়! ঐ যে সাধুর পশ্চাতে বসিয়া আছে, উটি জন্মান্ধ, ইহার ঘর এখান হইতে অনেক দূর, শুনিলাম। নলদীর বাসিন্দা। ঐ লোকটি সোণারগ্রাম কর্ম্মবশতঃ তাহার সহোদরের নিকট যাইতেছিল। নৌকা হইতে উহার সঙ্গীগণ আহার করিতে বাজারে নামিয়াছিল, বাজারে অন্ধটিকে এক বিপণির নিকট রাখিয়া তাহার সঙ্গের লোক অপরাপর দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ধটী অল্পে অল্পে নদীতীরে যাইবার উপক্রম করে। যষ্টী না থাকায়, নদীতীরে এই সাধুটী বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতেছিলেন ইহার উপর পড়িয়া যায়। সাধুর যোগ ভঙ্গ হওয়ায় সাধু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন। 'তুমি কি চক্ষু থাকিতে দেখনা? আমার উপর আসিয়া পড়িলে?' তাহাতে ঐ অন্ধটী বলিল, 'আমি জন্মান্ধ। আমার চক্ষু নাই। সঙ্গের লোক কোথা গেল জানিনা আমি পথও পাই না তুমি যে পথে বসিয়া আছ তাহা আমি কি প্রকারে জানিব?'। সাধু বলিল। 'তোমার চক্ষু থাকিতে তুমি দেখনা?' অন্ধ বলিল। 'আমার চক্ষু নাই তা দেখিব কি?' সাধু, 'আমাকে স্পর্শ করিয়া কে অন্ধ থাকে?' বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া চক্ষুতে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন।

জন্মান্ধটি চক্ষু চাহিয়া দেখিল ও তৎক্ষণাৎ সাধুর চরণদ্বয় মস্তকে লইয়া বলিল। 'প্রভু! তুমি আমার পিতা ও আমার কর্ত্তা, আমার জন্মদাতা অপেক্ষাও অধিক দান করিয়াছ, তুমি কে? বল।' সাধু বলিলেন। 'বাবা! আমি ফকির, আমি তোমা অপেক্ষা নারকী ও পাপী, আমার পদস্পর্শ করিও না।' জন্মান্ধ বলিল। 'বাবা! আমার জন্মাবচ্ছিন্ন অন্ধতা দূর করিয়াছ, তুমি অন্ধকে চক্ষুদান করিয়াছ, তুমি ধন্য।' মহাশয়! আজ কএক দিনের মধ্যে সাধু কত অন্ধকে চক্ষু দিয়াছেন, কত পঙ্গুকে পদ দিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। দেশ বিদেশ হইতে নৌকা করিয়া লোক তাঁহার নিকট আসিতেছে ও ইষ্টলাভ করিয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছে। প্রথম জন্মান্ধটি তাহাকে গুরু বলিয়াছে ও সোণারগ্রাম যাওয়া ত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গে ফকির হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি আসিতেছে সেই ইষ্টলাভ করিতেছে আর সাধুর শিষ্য হইয়া তাঁহার সেবাদি করিতেছে। তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না। সাধু, জনতার ভয়ে বাজার হইতে উঠিয়া এই আম্র বাগানে অদ্য প্রাতে আসিয়া বসিয়াছেন, এখানেও লোক সমাগম হইতেছে। মহাশয়! চলুন সাধু দর্শন করুন। আমার কন্যার সন্তান হয় নাই বলিয়া এস্থানে আসিয়াছিলাম। সাধু, এই ঔষধ ধারণ করিলে পুত্র সন্তান হইবেক বলিয়াছেন, আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

অপর একজন বলিল। "আমার পক্ষাঘাতে দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছিল। জীবিকা নির্বাহ জন্য আমাকে পরিশ্রম করিতে হয়। আমি নৌকায় চড়নদার হইয়া চূণ আনিয়াছিলাম। আজ ছয় দিবস সাধুর পদ্মহস্তস্পর্শে আমার রোগ ত্যাগ হইয়াছে। আমি দক্ষিণ অঙ্গে বল পাইয়াছি ও সুখে বেড়াইতেছি।" অপর একজন বলিল। "মহাশয়! সাধুর কৃপায় আমার যথা সর্বস্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কল্য সন্ধ্যার সময় বাজারের ঘাটে আমার পুঁটুলি রাখিয়া নদীতে হস্ত পদাদি ধৌত করিতে নামিয়া ছিলাম। উঠিয়াই দেখিলাম যে আমার পুঁটুলি নাই। আমি বিদেশীয় দুঃখীলোক, আমার পাথেয় যথা সর্বস্ব অপহৃত হওয়ায় আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। সাধু কৃপা করিয়া আমাকে বলিলেন। 'বেটা! রোয় মৎ, তেরা কাপড়া ও রূপেয়া ঐ গাছে আছে।' আমি গাছের তলায় যাইবামাত্র তাহার ডাল হইতে আমার পুঁটুলীটি আমার স্কন্ধে পড়িল!"

গোবর্দ্ধন, এই সকল কথা শুনিয়া কৌতূহলে সাধু দর্শনে গেলেন। বাগানের বাহিরে আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হাঁটিয়া ভিতরে যাইতে যাইতে লোকারণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। যতলোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে পরিচিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনেকেই বিদেশীয়, পূর্ব ও উত্তর রাজ্যের বাঙ্গালী, মাঝে মাঝে দুই চারিজন অনুমানে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তীপুরের পার্বতীয়ের মত দেখা গেল। ক্রমে অগ্রসর হইলে দেখেন, বিশালস্কন্ধ সুবিস্তৃতশাখ প্রবীণ একটি আম্র গাছের তলায় সাধু একটা বাঘছালের উপর বসিয়া আছেন। সাধুর শুভ্র শ্মশ্রু প্রশান্ত বক্ষস্থলকে আবরণ করিয়া নাভীদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত হইয়াছে। শিরোভাগ জটাভারে মহত্ব লাভ করিয়াছে। জটা

গুলি ললাট হইতে অপসৃত হইয়া স্কন্ধদেশকে আবৃত করিয়াছে। কাকপক্ষ (১) দিয়া সমস্তগুলি ললাটের পশ্চাৎ ভাগে বাঁধা। সর্বাঙ্গে বিভূতিলিপ্ত হওয়ায় চমৎকার সৌম্য-র্তি ধারণ করিয়াছেন। শরীর বলিষ্ট ও দীর্ঘল। তাহাতে সাধু, সাহঙ্কারে পদ্মাসনে বসিয়া দক্ষিণ করে প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষাষ্টক মালা ফিরাইতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড শমী গাছের সমূল স্কন্ধ অল্পে অল্পে ভস্মরাশির উপর জ্বলিতেছে। শান্ত প্রকৃতি সাধু, সকলেরই সহিত হাস্যবদনে আলাপ করিতেছেন, কিন্তু দক্ষিণ করে জপমালাও ফিরিতে ক্রটী হইতেছে না। সাধুর নিকটস্থ হইলে, সাধু ঈষৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতে গোবর্দ্ধনের প্রতি দেখিয়া চক্ষুর্দ্বয় ভূমির দিকে নামাইলেন ও হাস্য বদনে ক্রমে গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন। গোবর্দ্ধন, সসম্ভ্রমে সাধুকে প্রণাম করিলে, সাধু নীরবে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক ইঙ্গিতে আশীষ করিলেন। গোবর্দ্ধন, তাহার আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু, সেটি লক্ষ করিয়া ক্ষণেক পরে ঈষদ্ প্রসন্ন বদনে গোবর্দ্ধনের প্রতি চাহিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন। গোবর্দ্ধন একটি কুশাসনে বসিলে, সাধু পশ্চাতস্থ চেলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জনতা অপসরণ করিতে বলিলে পশ্চাতস্থ চেলা নিকটস্থ লোক সকলকে অন্তরে যাইতে বলিল। তাহারা দূরে চলিয়া গেলে সাধু বলিলেন। "বাবা! তোমার রাজ চিহ্ন দেখিতে পাই, তুমি ত্বরায় ছত্রধারী রাজা হইবে।" গোবর্দ্ধন, এই শ্রুতিপ্রিয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল। "বাবা মহাশয় কএক দিন এখানে আসিয়াছেন আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই। জানিতে পারিলে অগ্রেই আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতাম। আমাদিগের যশোহরের অদ্য অদৃষ্ট শুভ বোধ করিতেছি। আপনার তুল্য সিদ্ধ পুরুষের এ সকল স্থানে শুভাগমন একান্ত বিরল। মহাশয় এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন?" সাধু বলিল। "বাবা! আমি কামরূপ হইতে আসিতেছি, ইচ্ছা আছে চন্দ্রশেখর হইয়া মহেশখালীর আদিনাথ বাবার দর্শনে যাইব।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "বাবাজি! আপনি দয়ার সাগর! শুনিলাম, অনেক চির রোগী ও অন্ধ ও পঙ্গুকে আরোগ্য ও চক্ষু ও বল দান করিয়াছেন, আপনার অসীম ক্ষমতা শুনিয়া আমি বাবাজীউর নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। শুনিলাম আপনি নাকি ভূত ও ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালেই সমদর্শী।"

সাধু বলিলেন। "বাবা! আমি অত্যন্ত নারকী ও হীনবল সামান্য মনুষ্য। আমি কিছুই জানি না। তবে যাহা বলি সে আমাকে কে বলায়। লোকের রোগ আমি আরাম করি নাই ঈশ্বর সমস্ত জানেন।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "বাবাজি! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর, আমি একান্ত তোমার দাস।"

(১) ঝুলকী।

সাধু বলিলেন। "বাবা! আমি জানি, তুমি বড় মনের অসুখে আছ। তোমার স্ত্রীর গুল্ম রোগ হওয়ায় তোমার সন্তান সন্ততি হয় নাই। চিন্তিত হইও না। তুমি এককালে সন্তান লাভ ও রাজ্য লাভ করিবে। তোমার ললাটে ঊর্দ্ধরেখা আছে, এটী রাজদণ্ড। বাবা! তোমার কর দেখি?"

গোবর্দ্ধন আপনার দক্ষিণ কর বিস্তারিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিলে সাধু বলিলেন। তোমার পরমায়ুরেখা অতি সুদীর্ঘ, অশীতি বৎসর বয়ক্রমে তোমার একটি ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা উত্তীর্ণ হইলে তুমি শত শারদ জীবী হইবে। বাবা! ভীত হইও না। ভীরুর সংসারে কিছুই হয় না। ভীরুস্বভাবের রাজ্য লাভ, হয়ত স্বপ্ন তুমি লাভে পরিণত হয়। উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মী লাভ করে। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব বাবা! সুযোগ পাইলে, "অদৃষ্টে থাকে ত পাব" বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইও না। দৈবে দেয় বটে, কিন্তু আয়াসাভাবে ফলের লাঘব হয়। নিকটে আইস, তোমাকে একটী গুপ্ত কথা বলি। প্রতাপাদিত্যের পাপ কলস পূর্ণ হইয়াছে। নারকীর গ্রহ বৈগুণ্য। যাও বাবা! দেখিয়া আইস, যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে তাঁহার মুখ কোন দিকে? তিনি বিমুখ হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য পূর্বে এ সমস্ত অনুমান করিয়াছিল। বসন্ত রায়, সরল স্বভাব হেতুক যশোহর ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু বিধির পুথিতে তাঁহার বংশে যশোহরের সিংহাসন লিখিয়াছিল। তিনি যশোহর ত্যাগ করা অবধি বিধির লিখন অন্যথা হইবার উপায় হইল। বাবা! স্থির হইয়া শুন। তিনি নির্বংশ হইয়াছেন, এখন প্রতাপাদিত্যও ত্বরায় নষ্ট হইবেক, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি তুমি এখানকার রাজা হইবে। বাবা! বুঝে সুজে কাজ করিবা। অধিক কি বলিব?"

এই কথা শুনিতে শুনিতে গোবর্দ্ধনের শরীরে রোমহর্ষণ হইল। গোবর্দ্ধন শ্রুতিপ্রিয় বচনে মুগ্ধ হইল। বলিল "প্রভু! আমার অদৃষ্টে রাজ্য কখন হইবেক না। আমি সামান্য কিলেদার, আমার কি ক্ষমতা?'

সাধু বলিলেন। "বাবা! তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না। বিধাতার এমত মায়া, যে প্রোক্ষিতছাগ ছেদস্তম্ভে আবদ্ধ হইলেও উপচারের ফুল চবাইতে ক্রটী করে না। তদ্রূপ আগন্তুক সুখ পাত্রকে পূর্বক্ষণেও মোহ হইতে মুক্ত করেনা। উপাকৃত (১) পশু যেমত তাহার নিকট মৃত্যু বুঝিতে পারে না, তুমিও সেই রূপ আঢ্যম্ভাবুক (২) হইয়াও আগতপ্রায় সৌভাগ্য বুঝিতে পারিতেছ না। আমি কিন্তু সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। এখন যাও, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আচরিবে। সুযোগ ছাড়িও না।"

সাধু নীরব হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপমালা ফিরাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া "প্রভু! এক্ষণে বিদায় হই" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিয়া গেল। পথে তাহার মনে নানাপ্রকার ভাব

(১) উৎসর্গিত। (২) যে ব্যক্তি ধনী হইতেছে।

উদয় হইতে লাগিল। সাধু-রোপিত বীজ সমুচিতহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ভাবিল, আমার উন্নতির ব্যাঘাত কিছুই দেখি না। সর্ব্বত্রই এই রূপ ঘটিয়া থাকে। একের অধোগতিতেই সন্নিহিত লোকের উন্নতি হয়। ক্রীতদাসেও দিল্লীর বাদসাহী পাইয়াছে! বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। বিক্রমাদিত্যের পুণ্যে যশোহরে তাহার বংশে লক্ষ্মী স্থির ছিলেন। এক্ষণে আর সে পুণ্যের বল নাই। ভাল, একবার যশোহরেশ্বরীর দর্শন করিয়া যাই। ক্রমে তাঁহার মন্দিরের নিকট হইলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মন্দিরের দ্বারে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্র তথাকার পূজক ব্রাহ্মণ আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল। "মহাশয়! অদ্য প্রাতে আমি আপনার বাটীতে গিয়াছিলাম। মহাশয় অশ্বে বাহিরে গেছেন শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আবার মহাশয়ের দর্শনে যাইতেছিলাম।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "কেন ভট্টাচার্য্য তোমার সমস্ত মঙ্গল ত?"

পূজক বলিল। "মহাশয়ের কল্যাণে কায়িক মঙ্গল বটে, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অদ্য প্রাতে দেবীর দ্বার খুলিয়া দেখি, মাতা আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আপনি একবার মন্দিরে আসুন।"

গোবর্দ্ধন নাট্যশালা পার হইয়া মন্দিরের দ্বারে গিয়া চমকিয়া উঠিল ও বলিল। "ওঃ একি? সাধু প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ। যাহা বলিয়াছে তাহা সত্যই ঘটিয়াছে। একি, এমত ত কখন শুনি নাই। এই মূর্ত্তি উদ্ধারের সময় দৈববাণী হয় "যে আমার আনন পর্য্যন্তই তোমরা পূজা করহ, আমার শরীর তুলিবার প্রয়োজন নাই।" এ দৈবাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা অধিক খনন করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীদেবীর আনন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। যত নীচে খনন করা হইয়াছিল ততই প্রস্তর, তাহার শেষ নাই। এক্ষণে সেই দেবী পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন। এতক্ষণে সাধুর বাক্যে আমার বিশ্বাস হইল। যশোহরের সিংহাসন একান্তই শূন্য হইল।" বলিয়া মনে মনে ভাবিল, "এক্ষণে আমার চেষ্টার সময়।" বলিল "ভট্টাচার্য্য! কি করিবে? প্রতাপাদিত্যের আদিত্য অস্তমিত হইতেছে, এক্ষণে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবেক না।"

ভট্টাচার্য্য বলিল। "মহাশয়! এক্ষণে মহারাজ অবর্ত্তমানে আমাদিগের দুঃখের কথা শুনে, এমত লোক নাই। শাস্ত্র মত অদ্ভুতশান্তি আবশ্যক। তাহাতে মহাশয়ের যে রূপ মত।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "অবশ্য, শান্তিকরণ কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহারাজের নিকট হইতে আদেশ আনাইতে বিলম্ব হইবেক। অথচ দৈবকর্ম্মে অযত্ন করা উচিত নহে। দেবী যখন পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন, তখন মন্দিরের দ্বার পশ্চিম দিকে ফুটান উচিত। আমি দেবীর পশ্চিম দিকে স্বর্ণের কবাট করিয়া দিব। তুমি আমার মঙ্গলোদ্দেশে দেবীর নিকট অদ্য "জাতবেদসে" মন্ত্রে সহস্র সাজ্য বিল্বপত্রের হোম করহ। মহারাজের অবিদ্যমানে আমার মঙ্গলেই রাজ্যের মঙ্গল। অতএব অদ্যাবধি আমার নামে দেবীর মূল পূজা দিবা।"

ভট্টাচার্য্য বলিল। "যে আজ্ঞা মহাশয়, শাস্ত্রে বলে অমাত্যের মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল।"

গোবর্দ্ধন, অঙ্গরক্ষের কোষ হইতে বিংশতি থান আকবরী মোহর বাহির করিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, ভট্টাচার্য্য বলিল। "মহাশয়! আপনি রাজা হউন। বিধাতা মহাশয়ের মন রাজার মনের তুল্য করিয়াছেন"।

গোবর্দ্ধন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। স্বীয় গৃহে যাইতে পথে রাজমন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দ্বারে কতকগুলি লোক দাড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "মহাশয়! গত রাত্রিতে মহারাজের শয়নমন্দিরে আগুন লাগিয়াছিল। তাহায় তাঁহার সমস্ত পুস্তক ও পত্রাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে আগুন লাগিল, বুঝিতে পারি না। এক্ষণে কি করা উচিত? আমরা মহাশয়ের নিকট এত্তেলা দিতে গিয়াছিলাম। মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "বিধাতা একান্ত বাম না হইলে গৃহদাহ হয় না এটি উপসর্গ। এক্ষণে আমার কি করা উচিত, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আহারান্তে আমার নিকট যাইও, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

গোবর্দ্ধন, ক্রমে অধিক রৌদ্র হওয়ায় ব্যস্ত হইয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে চলিল, কিছু দূর যাইলে রাজকোষের সম্মুখে বক্সি (১) ও অপরাপর অনেক লোককে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল। "বক্সিজি! তোমার এখানে আবার কি ব্যাপার? এত জনতা কেন?"

বক্সি অগ্রসর হইয়া বলিল। "মহাশয়! আমি ত হতবুদ্ধি হইয়াছি! আমি প্রাতঃকাল অবধি এখানে উপস্থিত। মহাশয়। সর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমি ফৌজদার মহাশয়কে এত্তেলা দেওয়ায় তিনি আমাকে বলিলেন 'যখন রাজকোষের দ্বার উড়িয়া গিয়াছে তখন এস্থলে আর ভাণ্ডার রাখা উচিত নহে। আমার বাটীর নিকটে বারুদের কএকটা ঘর আছে, তাহায় সমস্ত বিত্ত পাঠাইয়া দাও।' তিনি স্বয়ং বিংশতি জন লোক দ্বারা বিংশতি তোড়া মোহর লইয়া গেলেন। বলিলেন 'আমি এই লোকদিগকে স্থান দেখাইয়া দিই, আর ঘরগুলি পরিষ্কার করাই। অকারণ রিক্তহস্তে বিশজন লোক যাওয়া অপেক্ষা, বিশমোট মোহর লইয়া যাক্। যত রওয়ানা হয় ততই ভাল।'

গোবর্দ্ধন বলিল! "দেখি কি হইয়াছে?" নিকটে যাইয়া বলিল। "এত অংপনি ভাঙ্গে নাই, এ যে যেন বারুদে উড়ানের মত দেখায়। ইহারই শব্দ বোধ হয় অদ্য রৌদ্র মুহূর্ত্তে (২) পাইয়াছিলাম। এখানে বারুদ কোথা হইতে আসিল?"

বক্সি বলিল। "মহাশয়! বারুদ আসা নহে। ঐ দেখুন, রীতিমত গুড়ঙ্গ দিয়া বারুদ দেওয়া হইয়াছিল ও তাহাতেই দ্বারও মায়ভিত্তি উড়িয়া গিয়াছে।" গোবর্দ্ধন, ক্ষণেক স্থির হইয়া বলিল। "এখানে খাজানা রাখা উচিত নহে। মামুল্লার বাটীর নিকট যে

(১) কোষাধ্যক্ষ। (২) অরুণোদয়ের পূর্ব।

পুরাতন বারুদের গুদাম আছে, তাহেও কোষ রক্ষা উচিত নহে। এখন তুমি আর কোথাও পাঠাইওনা, আমি আহার করিয়া আসিতেছি। এখানে রীতিমত পাহারা বসাইয়া দাও। আমার মতে পাঁচ সাত জন প্রহরীর কর্ম্ম নহে। একটা ফৌজ রাখাও।"

বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইল দেখিয়া, গোবর্দ্ধন ব্যস্ত হইয়া স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিল। "গঙ্গামণি! আজ এক জন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি যাহা বলিলেন, যদি সত্য হয় তবে বিধাতা আমাদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া দেখিলেন। তিনি বলেন, তুমি ত্বরায় পুত্রবতী হইবে ও পাটমহিষী হইবে।"

গঙ্গা বলিল। "আমি তোমাকে বলি নাই। পাছে তুমি হাস্য কর, সেই ভয়ে মুখে গো দিয়াছিলাম। আজ চারি দিন হইল বেলা দুই প্রহর একটার সময় আমি গবাক্ষে বসিয়াছিলাম। দেখি, পথে একজন নবীনবয়স্ক অতি রূপবান্ ব্রাহ্মণ যাইতেছে। তাহার কক্ষে একটী তালপাতার পুথী, দক্ষিণ করে একটী কঠিনী, বামকরে ছত্র ও যষ্টি। প্রশস্ত ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র। তাহাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। যুবাটি আমাদিগের দ্বার অতিক্রম করিয়া কিছু দূর যাইয়া আবার প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। আমি দাসীকে দ্বারে পাঠাইলে ব্রাহ্মণকুমার বলিল। "বাটীর গৃহিণীকে বল যে জ্যোতির্ব্বেত্তা গণক আসিয়াছেন, অদৃষ্ট গণাইবার ইচ্ছা হয়ত, ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সমস্ত গণিতে পারি।" দাসী আসিয়া আমাকে সমাচার দিলে আমি ব্রাহ্মণকে আমার কাছে ডাকাইলাম। ব্রাহ্মণ খড়ি পাতিয়া অনেক গণনা করিয়া আমার গুল্মরোগের কথা কহিল কিন্তু বলিল 'ঠাকুরাণি! তোমার গ্রহ কাটিয়াছে, এইবার তোমার সন্তান হইবেক ও তুমি ত্বরায় রাজমহিষী হইবে।' সাধুর কথা ও গণকের কথা যখন এক হইল, তখন সমস্ত সত্য না হয় কিয়দংশ সত্য বটে। কেননা "যাহা রটে তাহার কিছু ঘটে।" ব্রাহ্মণকে আবার আসিতে বলিয়াছি। তোমার কর দেখিয়া তোমার অদৃষ্টের বিষয় গণাইবার আমার অভিলাষ আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "সে কবে আসিবে? আমার তাহার গণনা দেখিবার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। আজ মহারাজের যে সকল অমঙ্গল সূচক উপসর্গ ঘটনা দেখিয়া আসিলাম, তাহার মন আর স্থির হয় না। গণনাশাস্ত্র তুল্য ফলিতশাস্ত্র আর কিছুই নাই। আমার বোধ হইতেছে ব্রাহ্মণটী জ্ঞানী বটে।"

গঙ্গামণি বলিল। "সংস্কৃত শাস্ত্র তাহার কত দূর পড়া আছে, বলিতে পারি না। খোনার বচন ও মন্ত্র অনেক জানে। ব্রাহ্মণ বলিল; কামাখ্যায় যাইয়া ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, অনেক দিন কামাখ্যায় থাকায় তাহার কথায় কামাখ্যার টান আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "আশ্চর্য্য! সাধুও কামাখ্যাদর্শনের ফেরত এখানে আসিয়াছেন।

সাধুর কথাবার্ত্তার কিছু টান দেখা যায়।" এই রূপ কথাবার্ত্তায় স্ত্রী পুরুষে আহারাদি সমাপন করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া তদ্দিনের ঘটনাগুলির বিষয় আলাপ করিতেছিল, এমত সময় দাসী আসিয়া বলিল, গণক ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়াছে, অনুমতির জন্য দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। গোবর্দ্ধন ও গঙ্গামণি এককালে উভয়ে "তাঁহাকে উপরে আন" বলিয়া আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া বলিল। "যশোহরপতি! তোমার জয় হউক।" গোবর্দ্ধন ও গঙ্গামণি পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, কোন কথা কহিল না। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিয়া আপনার পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া স্বতন্ত্র আসনে বসিল। ব্রাহ্মণ বলিল। "কিলেদার মহাশয়! আপনার গ্রহ কাটিয়াছে, এক্ষণে আমাকে পুরস্কার দিন, আপনার সমস্ত অদৃষ্ট বলিয়া দিই। দেখি আপনার হাত দেখি।"

গোবর্দ্ধন দক্ষিণ কর বাড়াইয়া দিলে ব্রাহ্মণ রেখাগুলি দেখিয়া বলিল। "তর্জ্জনী হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত রেখা তবে, অশীতি বৎসর বয়সে একটা সঙ্কট আছে, উত্তীর্ণ হইলেই বহুকাল বাঁচিবে। 'কাক বকা কাক বকা মড়ার মাথায় দিয়ে পা, গণে আনি পেটের ছা।' একটা ফুলের নাম করুন। গোবর্দ্ধন বলিল "কদম্ব"। ব্রাহ্মণ বলিল। "অন্য গাছের অন্য ফল, গোগাছে নারিকেল, তাল গাছে ঝড়ে বাদুড়, আয় মামদো আয়, ধর ধর দেবতা গুল কদ্দুর পালায়, জলের ভিতর বাগাবেটা ভুড় ভুড়ি দেখায়। মহাশয়! আপনার ভাল হইলে আমায় কি পুরস্কার দিবেন?"

গোবর্দ্ধন বলিল। "তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিল। "মহাশয়কে আমার গণনার ফল গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।" গোবর্দ্ধন এই কথা শুনিয়া আবাস ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলে, ব্রাহ্মণ আসন হইতে উঠিয়া, "শাস্ত্রের বিষয়, ঔষধ ও মন্ত্রাদির ন্যায় ষট্‌কর্ণ ভেদ হইলে ফলে না," বলিয়া গোবর্দ্ধনকে অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন একা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গঙ্গামণিকে বলিল, "আমি এখন রাজবাটীতে যাই; আমার আগমনে বিলম্ব হইবে, চিন্তিত হইও না। যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য একত্র হইয়াছে, তখন আমার আর নির্জ্জীবের মত ব্যবহার করা উচিত নহে।

গঙ্গামণি বলিল। "যে রূপ উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে রাজত্ব অধিকার করা অতি স্বল্পায়াসসাধ্য। যাও, যেন ছত্রধারী হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিও।"

গোবর্দ্ধন ব্যস্তে যুদ্ধবেশে সসজ্জ হইতে লাগিল ও আজানুপত্র (১) পাদুকা ধারণ করিল। অঙ্গে কারবলন লাগাইল। বক্ষে উরভগুন (২) ধারণ করিল। দুর্ভেদ্য নাগোদে (৩) নাভিদেশ আবরণ করিল। বামহস্তে গোধা লাগাইয়া সর্ব্বাঙ্গ কঙ্কটাবৃত (৪) করিল। শিরে শিরস্ত্রাণ বসাইল। দেখিতে যেন ভীষণ লৌহমূর্ত্তি হইল। যথাবিহিত অস্ত্র শস্ত্রাদি

(১) হাঁটু পর্য্যন্ত জুতা। (২) বক্ষস্থলের বর্ম্ম। (৩) উদরের বর্ম্ম। (৪) বর্ম্ম।

লইয়া এরূপ দংশিত (১) হইল, যে দেখিলেই শরীর সিহরে। শিরস্ত্রাণের উপর রাজচিহ্ন হোমারপর লাগাইয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া বেগে প্রধান সেনানী মণ্ডলীতে গমন করিল। তথায় যাইয়া স্কন্ধাবারের সেনা প্রস্তুত সূচক তুরী বাজাইল। তুরী বাদ্যের অনতিবিলম্বে তথাকার সেনানী তিন চারি জনে আসিয়া তাহাকে সর্বায়ুধধারী দেখিয়া বলিল, "মহাশয়! এবেশে কেন?" গোবর্দ্ধন বলিল, "অদ্য তোমাদিগের ভট্টমণ্ডলীতে সসজ্জ হইতে আদেশ দাও, সজ্জীভূত হইলে আমাকে আসিয়া সমাচার দিবা।" বলিয়া বেগে স্বীয়সেনার স্কন্ধাবারে যাইয়া প্রধান প্রধান সৈনিককে ডাকিয়া বলিল। "তোমারা আমার সহিত বহুকাল একত্রে যুদ্ধ করিয়াছ ও সর্বত্রই তোমাদিগের বল বিক্রমে আমি জয় লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোন কর্ম করিতে ইচ্ছুক নহি। প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য্য অস্ত হইয়াছে, অশুভ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। দিল্লীশ্বর তাঁহার উপর রোষ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালায় মানসিংহকে সমুচিতসেনা সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। অনুমতি আছে, প্রতাপাদিত্যকে পদচ্যুত করিয়া জনৈক মুসলমান্ নবাবকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া যাইবেন। প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া দিল্লীতে লইবার অনুমতি আছে। এই ফরমান্ লইয়া মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে আজ চার পাঁচ দিন রওনা হইয়াছেন। ঢাকা সোণারগ্রামের নবাব মস্নদই অলি ইষ্টাখান, সৈন্য লইয়া যশোহর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে যমুনা-পরুইএ আছেন। তথা হইতে যে হস্বল হুকুম আসিয়াছে, তাহে যশোহর রক্ষার জন্য আমার উপর ভার হইয়াছে, অতএব এখন তোমাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই। তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার সহায়তা করিলে, আমি সোণারগ্রামকে পরাস্ত করিয়া যাশাহরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি। তোমাদিগের এ বিষয়ে যাহার যাহা বক্তব্য থাকে, মন খুলিয়া বল। আমার ইচ্ছা, প্রতাপাদিত্যের অবিদ্যমানে আমি রাজ্যের লঙ্গনী (২) ধারণ করি। প্রতাপাদিত্য যদি জয়ী হইয়া এখানে প্রত্যাগমন করেন, তবে তাঁহার আসন তিনিই পাইবেন। যুদ্ধবিষয় ও রাজ্যরক্ষা গ্রামকূট (৩) দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্য জনেক উপযুক্ত ওমরাওকে ভার লওয়া উচিত। এ স্থলে যশোহরের যদিচ দেওয়ান্জী আমা অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত রাজপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে কিলেদার ন্যায়সঙ্গত উচ্চতর লোক, সন্দেহ নাই। অতএব রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ভার লইতে প্রস্তুত আছি। তোমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করিলে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়।" এই কথা শুনিয়া সৈনিকেরা বলিল। "মহাশয়। আমরা বালককালাবধি আপনি ব্যতীত অপর কাহাকেও জানি না। আমরা আপনার লোক। যে বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন, আমরা কখন অস্বীকার করিব না।"

গোবর্দ্ধন, স্বীয় সৈনিকদিগকে যথেষ্ট অনুগত ও ভর্তৃভাঙ্কিত (৪) দেখিয়া সাহস পাইল

(১) বর্ম্মাবৃত। (২) লৌহ কজাহ। (৩) আপামর সাধারণ। (৪) পরাজিত।

ও হৃষ্টমনে বলিল। "মহাতাব সিংহ! তোমাকে আমি যশোহরের নাএব করিলাম। তুমি অদ্যাবধি ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়া যশোহর রক্ষণে নিযুক্ত হও। চেৎসিংহ! তোমাকে ও ফতেসিংহ! তোমাকে পঞ্চহাজারী করিলাম। কৃপারামকে ডাকাও, তাহাকে একটা উচ্চ পদ না দিলে ভাল হয় না। মানুল্লা, বক্সীর নিকট হইতে খাজানা লইয়া গিয়াছে। মহাতাবসিংহ! তুমি অবিলম্বে একশত পদাতি ও বিংশতি অশ্বারোহী মানুল্লার বাটী পাঠাও; তাহারা যাইয়া মানুল্লাকে গেরেপ্তার করে ও সে যে খাজনাখানা হইতে বিংশতি মোট মোহর লইয়া গিয়াছে, তাহা আমার নিকট হাজির করে। বক্সীকে ফৌজদারী দিব ও বামাচরণ বসুকে বক্সী পদে নিযুক্ত করিব।" এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া গোবর্দ্ধন, প্রধান স্কন্ধাবারে যাইয়া দেখে যে সেনারা সজ্জীভূত হইয়া শ্রেণীবদ্ধে দাড়াইয়াছে। গোবর্দ্ধন, তাহাদিগের প্রধানকে ডাকাইয়া বলিল। "সোণারগ্রাম হইতে আক্রমী সেনা যাহাতে যশোহরে সহসা উপস্থিত হইতে না পারে, এমত উপায় কর। নদীতীরে স্থানে স্থানে ছাউনি করহ ও দূরে গুপ্তগতি প্রেরণ করহ। তাহারা মসনদই অলির গতি ও মন্ত্রনা আমাকে সময়ে সময়ে নিবেদিবে। এক্ষণে তোমাদিগের অধীনে দশ সহস্র ভট আছে, তাহাদিগকে দশ গুল্মে বিভক্ত করিয়া যশোহর হইতে সোণারগ্রামের এক দিনের পথ পর্য্যন্ত সৈন্য স্থাপন করহ। সেনারা যত দিন যশোহরের বাহিরে থাকিবেক, তত দিন স্ব স্ব ভর্মাতিরিক্ত সার্দ্ধ ভর্ম ভাটী পাইবেক। সম্প্রতি যমুনা পরুই হইতে আগত হস্বল হুকুমানুযায়ী যশোহরে প্রত্যাগত সৈন্যেরা অদ্য হইতে অষ্টাহ পূর্ব্বাবধি ভাটী পাইবেক।" কৃপারাম আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিল। "কৃপারাম! এক্ষণে তোমাকে কিলেদার কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল। তুমি যশোহররক্ষণে নিযুক্ত হও। মহাতাবসিংহ তোমার নাএব হইল।" প্রধান সৈনিককে যাইতে অনুমতি দিলে, সে শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল।

কৃপারাম বলিল। "মহাশয়! আপনার সমস্ত ক্ষমতা, কিন্তু আমার কিলেদার পদের সনন্দ কোথা?"

গোবর্দ্ধন বলিল। "পরে যথাকালে সনন্দ স্বাক্ষর করিয়া দিব। আমার মুদ্রায় (১) শক নাই। অদ্যকার শক খোদাইয়া, আমার চপ (২) প্রস্তুত হইলে স্বাক্ষর ও মুদ্রিত হইবেক। কৃপারাম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দাড়াইয়া রহিল। গোবর্দ্ধন বলিল। "এখন সোণারগ্রামের দিকে সৈন্য পাঠাইতে অনুমতি দিয়াছি, তুমি স্বয়ং সে সকল তত্ত্বাবধারণ করিবা। যে সকল গুল্মে মুসলমান ভটের প্রাধান্য, সে গুল্ম সোণারগ্রামের সন্নিকটে রাখিবা। ক্ষীণভক্তি ভটগণকে দূরে রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিকটে থাকিলে নানা প্রকার গোলযোগ করিবেক। এই আদেশ পুত্র লও, বামাচরণ বসু বক্সীকে দিয়া তাহার সহিত মন্ত্রণায় যে পরিমাণে অর্থ আবশ্যক হয়, লইও। রাজকোষের একটা বন্দোবস্ত-

(১) বড় মোহরযুক্ত অঙ্গুরী। (২) শীল আঙ্গটী।

প্রয়োজন হইতেছে। কোষাগারের দ্বার উড়িয়া গিয়াছে। কি প্রকারে নষ্ট হইল ও কাহার দ্বারা এই পর্বটি ঘটিয়াছে, ইহা পরে অনুসন্ধান করা যাইবেক। আপাতত আমার বোধ হয়, কলত্রে (১) কোষ রাখিলে ভাল হয়। অতএব তুমি বক্সীকে অবিলম্বে কলত্রে কোষ পাঠাইতে কহ।" কৃপারাম চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন স্কন্ধাবারে যাইয়া দেখে, যে ভটমণ্ডলীতে মহা উৎসাহ; সকলে আনন্দে স্বীয় স্বীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া আপন আপন মোট প্রস্তুত করিতেছে ও এক এক দলের মোটগুলি একত্র করিয়া এক এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া সাজান হইতেছে। স্কন্ধাবারের সম্মুখ, গান্ত্রী (২) ও শকট (৩) ও দণ্ডার (৪) সমূহে পূর্ণ। কোথাও গান্ত্রী জোয়াইল নত হইয়া ভূমিতে ঠেকিয়া আছে। গান্ত্রীর পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, তাহায় রাশি রাশি মোট তোলা হইতেছে। গান্ত্রীর যুগন্ধরে (৫) নাথ (৬) বাঁধা। কোথাও বা জনৈক পিণ্ডার (৭) মহিষযুগ্মকে, নাথ দিয়া প্রধি (৮), পিণ্ডি (৯) বা চক্রের অপর ভাগে বাঁধিয়াছে। মহিষদ্বয় স্থূল সকণ্টক জিহ্বাগ্রদ্বারা নাথ চাটিতেছে। কোথাও বা কেবল শকট পড়িয়া আছে। অদূরের নান্দীমুখে (১০) পিণ্ডার দাড়াইয়া প্রপাচক্র (১১) ঘুরাইতেছে ও মহিষগুলি উদ্ধৃত দ্রুত (১২) জলপান করিতেছে। কোন কূপের প্রপা (১৩) হইতে পিণ্ডার জল লইয়া মহিষকে খোয়াইয়া তাহার পিচণ্ডে (১৪) বসিয়া আসিতেছে। হাতে একটা দীর্ঘ যষ্ঠি, প্রাজনের (১৫) পরিবর্ত্তে মহিষ খেদাইবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। কোথাও দীর্ঘ বক্র বঁটীতে পিণ্ডারেরা বসিয়া রাশি রাশি বিচালী কাটিতেছে ও বড় বড় চাঙ্গারী করিয়া খলির সহিত বিচালী মাথাইয়া মহিষাদির সম্মুখে দিয়াছে, তাহারা ঘাড় হেঁট করিয়া চিবাইতেছে। কোথাও মহিষ ও বলীবর্দ্ধ (১৬) ভূমে শুইয়া রোমন্থন (১৭) দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পুনঃ চর্বণ করিতেছে। কোথাও দংশদংশনে (১৮) ব্যস্ত হইয়া একটী মহিষ, ঘন ঘন দেহ চর্ম হিল্লোলের পর ব্যস্তে দাড়াইয়া উঠিল। অন্য স্থানে জনৈক চারক (১৯) অশ্বের পশ্চাতস্থ কীলক হইতে রভস (২০) খুলিয়া দিলে অশ্বটী একেবারে চতুষ্পদ বিস্তারিয়া অঙ্গভঙ্গ করিয়া দাড়াইল। চারক অশ্ব প্রস্তুতে নিযুক্ত হইল। কোথাও অশ্বের মুখ হইতে বক্তুপট (২১) খুলিয়া দেখিল; তাহার প্রায় একশের চণক অবশিষ্ট আছে। চারক চণকগুলি নাড়া চাড়া করিয়া বক্তুপট অশ্বের মুখে টান করিয়া বাঁধিয়া দিল। অশ্ব, মুখ ঝাঁকাড়িয়া চণক চিবাইতে লাগিল। কোথাও অপর একটি চারক, অশ্বদ্বয়ের নিগালে কাঠ ও আদানাদি নিয়োজন করিয়া অশ্ব আনিয়া দণ্ডারে

(১) রাজ দুর্গ। (২) গরুর গাড়ী। (৩) দ্রব্যাদি বহনের জন্য গো ভিন্ন অপর পশুদ্বারা বাহিত গাড়ী।
(৪) এক পশুবাহিত গাড়ী, একাভেদ। (৫) জোয়াল। (৬) পশুর নাসাছিদ্রগত রজ্জু, নাকাল।
(৭) মহিষ পালক। (৮) চাকার হাল। (৯) চক্রনাভি। (১০) কূপাচ্ছাদন দালান।
(১১) কূপাদি হইতে জলোত্তোলনের যন্ত্রবিশেষ। (১২) বাহিত জল।
(১৩) কূপাদি হইতে যেখানে জল তুলিয়া ঢালিয়া দেয়—জগৎ ইতি ভাষা। (১৪) পশুপৃষ্ঠ।
(১৫) পশু তাড়ন দণ্ড, গোদাবাড়ি। (১৬) বলদ। (১৭) জাওর কাটা।
(১৮) ডাঁশ। (১৯) সহিস। (২০) দেগ। (২১) তোবড়া।

নিযুক্ত করিল। এদিকে মহামাত্র একটি কনেরের (১) কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বসাইলে, তাহার পৃষ্ঠে বিচালীর গদী দিয়া তাহার উপর উৎকৃষ্ট নহবৎ বসাইয়া কণ্ঠপাশক ধরিয়া কনেরের কণ্ঠদেশে পা দিয়া বলপূর্বক কণ্ঠপাশক টানিয়া বাঁধিল। কনেরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্কপালিক (২) দন্ত দুইটি কুন্দসন্নিভ শুভ্র। ঝামা দিয়া গাত্রমার্জনে রমণীয় ধূসর বর্ণ কর, দন্তদ্বয় মধ্যে কি শোভা ধারণ করিয়াছে! তাহে আবার কণ্ঠ কুম্ভদ্বয় অবগ্রহ (৩) নির্য্যাণ (৪) ও চূলিকা, (৫) কঠিনী (৬) ও নাগগর্ভে (৭) রঞ্জিত, পৃষ্ঠে নহবতের চাকচক্য ও কণ্ঠপাশকে রেশমের স্তবক ও তাম্রঘণ্টিকায় হস্তিনীর অতি কমনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মহামত্রের লাল উষ্ণীষ, কটীদেশে মল্লকচ্ছের উপর কর্তরিকা বাঁধা। হস্তে ভীম লৌহঅংকুশ, সর্বদা ব্যবহারে মুষ্টি প্রমৃষ্ট (৮) ও অগ্রভাগ নিশিত (৯) হইয়াছে। নহবতের রক্ষার্থ দুইটী ফলকপাণি ভট, দীর্ঘ শূল ধারণ করিয়া কনেরের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল। কনেরটী মন্দে মন্দে তাহার দীর্ঘ রামরম্ভাতরুতুল্য শুণ্ড এদিক ওদিক নাড়িতেছে ও মাঝে মাঝে পট পট শব্দে সূর্পাকার কর্ণদ্বয়ে স্বীয়স্কন্ধে আঘাতে দংশ ও কীটাদি অপসারণ করিতেছে ও বিস্তৃত কণ্ঠ রোমশ্রেণীদ্বয়সমন্বিত পেচকদ্বারা (১০) মধ্যে অধর দেশে দংশ নিবারণ করিতেছে। ও দিকে একটি প্রকাণ্ড দন্তী লুষভ (১১) নহবত পৃষ্ঠে করিয়া অমিতবেগে বজ্রজ্বালান্যায় শব্দ করিতে করিতে উর্দ্ধপুচ্ছে দৌড়িয়া আসিতেছে। গোরক্ষু (১২) অবকাশ পাইলে যেমন অচেতনে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া ধাবমান হয়, লুষভও তদ্রূপ অবিবেকে ধাবমান হইতেছে। বৃংহিত (১৩) মাত্রে কনের (১৪) মাথা ফিরাইয়া শুণ্ড বাঁকাইয়া শঙ্খের ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিল ও ব্যস্তে ঘন ঘন, যে দিক হইতে লুষভ আসিতেছে, সে দিকে চাহিতে লাগিল। মহামাত্র দূর হইতে লুষভাগমন দেখিয়া সবলে কনেরের মস্তকে অঙ্কুশাগ্র দ্বারা আঘাত করায় কনের ক্রন্দনসূচক একটী ধ্বনি করিল। পার্শ্বস্থ জনমণ্ডলীতে,—"লুষভ! মত্তহস্তী! মত্তহস্তী। প্রভিন্ন (১৫) প্রভিন্ন! পালাও পালাও! কনের হটাও! কনের তফাৎকর! সাবধান! সামাল!" বলিয়া উঠিল। গ্রামকুট, বাত্যাগ্রস্থিত শুষ্কপর্ণের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। কে কোন দিকে যায়, কে কাহার উপর পড়ে, কিছুই বোঝা যায় না। লুষভকে নিকটস্থ দেখিয়া কনেরস্কন্ধস্থিত মহামাত্র কনেরকে পূর্বদিকে চালাইল। লুষভস্কন্ধের আধোরণ, ঘন ঘন অঙ্কুশাঘাতে লুষভের কুম্ভদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, দরদরিত ধারে রক্ত বহিতেছে, কিন্তু লুষভ মত্ততা পরবশ হইয়া কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া কনেরের দিকে দৌড়িতেছে।

(১) অজাত শাবক হস্তিনী। (২) দন্তের হরিৎ বর্ণ মলাশূন্য। (৩) হস্তির ললাট দেশ।
(৪) হস্তি চক্ষু কোণ। (৫) হস্তিকর্ণ মূল। (৬) খড়িমাটী।
(৭) মেটেসিন্দুর। (৮) পালিশ করা। (৯) সানসে।
(১০) হস্তি পুচ্ছ। (১১) মত্তহস্তি। (১২) বাঁধাগরু।
(১৩) হস্তি গর্জ্জন। (১৪) হস্তিনী। (১৫) ক্ষরন্মদ হস্তি।

প্রতি আঘাতে কষ্ট প্রকাশক একটী করিয়া বৃংহিত করিতেছে, আবার শুণ্ড নাড়িয়া মস্তকের উপর ফুৎকার প্রয়োগে বমথুসেচন (১) করিতেছে, আধোরণের সর্বাঙ্গ লুষভশুণ্ড প্রক্ষিপ্তকরশীকরে (২) আর্দ্র হইতেছে। লুষভ আহত হইলেই স্বীয় শুণ্ডাগ্র বিশালমুখ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তুণ্ডস্থ জল শোষণ করিয়া শুণ্ড পূর্ণ করত, কর বাহির করিয়া কুম্ভদ্বয়ে ও উরদেশে বমথু সেচিতেছে। এক এক বার কর প্রসারিয়া স্কন্ধস্থ আধোরণের পদ ধারণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু চতুর মহামাত্র পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া স্কন্ধের উপর বসিয়াছে. অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চুলিকায় বেগ দিতেছে। লুষভের পৃষ্ঠস্থ নহবত লুষভের দ্রুতগতিহিল্লোলে বন্ধশিথিল হওয়ায় ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল। কিন্তু মত্ত লুষভ অবিবেকে কনেরকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে। কনেরের মহামাত্র মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া লুষভকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কনেরকে পুনঃ পুনঃ আঘাতে ও "মৈল মৈল" শব্দে দ্রুতগতিতে চালাইতেছে। এ দিকে লুষভের পিচণ্ডস্থ নহবত ক্রমে শিথিল হইতেছিল, কণ্ঠপাশক ও পুচ্ছবন্ধের রজ্জু ছিন্ন হওয়ায় নহবত একবারে টলিয়া লুষভের উদরের দিকে ঝুলিয়া পড়িলে, লুষভ নহবত পতনে চমকিয়া উঠিল। পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নহবত ঝুলিতে লাগিল; তাহার পদচালনে ব্যাঘাত হওয়ায় লুষভের গতি ক্ষণেকের জন্য মন্দ হইল বটে, কিন্তু মন্দগতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া দুই একবার পদ বিস্তারিয়া ফেলিল; পরে মত্ত লুষভ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া করদ্বারা নহবতের কাষ্ঠস্তম্ভ ধারণপূর্বক বলে আকর্ষণ করায় নহবত কুথসহিত (৩) লুষভের অগ্রপদদ্বয়ে বাঁধিয়া মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। অপর স্তম্ভও সেই প্রকারে ভাঙ্গিয়া লুষভ শরীর বক্র করিয়া নহবতটি খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিল। স্কন্ধস্থ আধোরণ অঙ্কুশ দ্বারা কত আঘাত করিল, কিন্তু লুষভ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করিল না, নহবত নষ্ট করিয়া আবার কনেরের দিকে ধাবমান হইল। ইতোমধ্যে কনেরের মহামাত্র নিকটস্থ নদীর পুলিণে ও বাঁওড়ের তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন দিয়া বাঁওড়ের অপর পারে যাইয়া দৌড়িল। লুষভস্থ আধোরণ ক্রমাগত অঙ্কুশাঘাতে তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া হতাশপ্রায় বসিয়া রহিল। লুষভ দূর হইতে কনেরকে বাঁওড়ের অপর পারে দেখিতে পাইয়া বেগে বনমধ্যে দৌড়িলে, অল্পদূর যাইবার পরই তাহার গতিমন্দ ও পদ ভার হইল; লুষভ যত বেগ পূর্বক পদতোলনে আয়াস পাইল ততই তাহার পদ পঙ্কে নিপোথিত হইতে লাগিল, ক্রমে প্রায় বক্ষপর্য্যন্ত পঙ্কে বসিয়া গেল। আধোরণ লুষভকে পঙ্কাবদ্ধ দেখিয়া তাহার পিচণ্ড দিয়া পেচক আশ্রয় পূর্বক পশ্চাৎভাগে অবতরণ করিল, কিন্তু ভূমিতে তাহার পদস্পর্শ করিল না, সে হস্তিমথিত দামও বনের উপর নামিল। পরে লুষভের কর্ণাগ্র ধরিয়া তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ভর দিয়া অগ্রপদ উত্তোলনের চেষ্টা করিতে ইঙ্গিত করায় লুষভ মত্ততা বশতঃ কোন মতে হটিবার ইচ্ছাও করিল না। বরং অগ্রসর হইবার অভিপ্রায়ে শুণ্ড গুটাইয়া শুণ্ডের উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া মস্তক

(১) হস্তিশুণ্ডনিস্সৃত জলকণা। (২) বাতাদি প্রেরিত জলকণা। (৩) গজপৃষ্ঠস্থ চিত্রকম্বল

ও শুণ্ডের সহায়তায় অগ্রস্থ দক্ষিণ পদ তুলিতে যত আয়াস করিতে লাগিল, ততই পঙ্কে পোথিত হইল; ক্ষণেক ভীম বলে এইরূপ শ্রম করায় এক কালে অবসন্ন, নিস্তেজ ও স্পন্দ রহিত হইয়া পড়িলে এমত করুণ স্বরে বৃংহিত করিল, যে অপর পারের কনের শুনিবামাত্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। মহামাত্র পঙ্কস্থ হস্তীর অবস্থা দেখিয়া কনেরকে বাঁওড়ের তীর দিয়া ক্রমে লুষভের নিকটে আনিলে কনেরের মহামাত্র তীরের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিতে লাগিল; কনেরকে অগ্রসর করিতে দুই একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কনের শুণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া পদক্ষেপের পূর্বে স্থানটি টিপিয়া দেখিয়া ক্রমে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। মহামাত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার চুলিকা (১) টিপিয়া অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল; অঙ্গুষ্ঠের বলে কর্ণ ফিরিয়া গেল কিন্তু কনের এক পদও অগ্রে নিক্ষেপ করিল না। মহামাত্র কদধ্বা (২) দেখিয়া কনেরকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অন্তরে যাইয়া দাঁড়াইল। লুষভের মহামাত্র নিকটে আসিলে তাহাকে বলিল, "লুষভকে বাঁচাইবার উপায় কি স্থির করিলে? সময় থাকিতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলে না?" মহামাত্র বলিল, "কেন তুমি কি দেখ নাই যে লুষভ কনেরকে অনুসরণ করিতে চৈতন্য রহিত হইয়াছিল?" এই কথা বলিতে বলিতে লুষভ আর এক বার পঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য অসীম আয়াস করিল, কিন্তু আয়াসে কেবল শ্রমমাত্র হইল ও ক্ষণেকে হতশ্বাস হইয়া করুণস্বরে বৃংহিত করিতে লাগিল। ক্রমে স্কন্ধাবারের লোকে ও সৈন্যেরা আসিয়া তীরে দাঁড়াইল; কিন্তু উদ্ধারের কোন বিশেষ উপায় স্থির হইল না। জনৈক সৈনিক আসিয়া বলিল "এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, পঙ্কে হস্তী পড়িয়াছে তাহাকে আর কে উঠাইতে পারে? ইহার আশা ত্যাগ কর, ভটশ্রেণী কুচ করিয়াছে চল।" লুষভের মহামাত্র বলিল, "মহাশয় এই হস্তীটি মহারাজ গত বৎসর ত্রিপুরা হইতে বিশ হাজার টাকায় লইয়াছেন। এ দন্তী সুশিক্ষিত শিকারী, মহারাজের সমস্ত হস্তিশালায় ইহার তুল্য প্রকাণ্ড শরীর ও দণ্ডবান্ হস্তী আর নাই; আমি মহারাজকে এবিষয়ে কি বলিব—আর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলে কি কহিব—আমার অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কেহই নাই!" কনেরের মহামাত্র মন্দে মন্দে কনেরকে স্কন্ধাবারের দিকে চালাইল। পথে অপর হস্তীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার মহামাত্রের সহিত লুষভের পঙ্কে পতনের বিষয়ের কথাবার্তা কহিতে কহিতে ক্রমে স্কন্ধাবারে আসিয়া দেখে যে প্রায় সমস্ত গুল্ম চলিয়া গিয়াছে কেবল মাত্র কতিপয় হস্তিঘটা (৩) দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে গোবর্দ্ধন রায়কে দেখিয়া শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিলে গোবর্দ্ধন বলিল, "কোন হস্তীটি পঙ্কে পোথিত হইয়াছে?" জনৈক আধোরণ বলিল, "হুজুর ত্রিপুরার নূতন মাতঙ্গটি পঙ্কে পড়িয়াছে।" গোবর্দ্ধন বলিল "তাহাকে তুলিবার কোন উপায় কর।" আধোরণেরা বলিল "হুজুর হাতি পাঁকে পড়িলে আর কে উঠাইতে পারে?" গোবর্দ্ধন জনৈক প্রতিহারীকে (৪) ডাকিয়া বলিল, "যে মাতঙ্গ পঙ্কে পড়িয়াছে তাহার আধোরণকে আমার নিকট

(১) হস্তিকর্ণমূল। (২) কুপথ। (৩) হস্তি কৌড়ক। (৪) দ্বারবান।

পাঠাইয়া দাও।" গোবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে চলিয়া গেল। দূরে ভটগুল্মাদির গমনজনিত রমণীয় ঢক্কা দামামাদির বাদ্য শোনা যাইতে লাগিল ও উভয় অঞ্চলে এমত ধূলী উত্থিত হইল যে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমে স্কন্ধাবার জনশূন্যপ্রায় হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

"মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ"।

যে সময়ে রায়গড়ে মহারাজ মানসিংহের সৈন্যের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইতেছিল ও যখন বর্মাবৃত পুরুষ দুর্গের দ্বারপিণ্ডীতে দাঁড়াইয়া দুর্গপ্রাকারে তোপের দ্বারা আঘাত করিতেছিলেন; যে সময় সূর্য্যকুমার রায়গড়ের দক্ষিণ গোপুরে স্বীয় অজেয় গুল্ম লইয়া ভীম যোধসংরাবে (১) মত্ত, যখন উভয় পক্ষের ভটমণ্ডলীতে বিষম গৌল্যপানবিহ্বল (২) মাতঙ্গের ন্যায় ভীষণ ভীমর (৩) প্রবাহিত হইতেছিল; যখন উভয় পক্ষের মধ্যে কেহই প্রদ্রাবকল্পনা (৪) করে নাই; যখন নিষঙ্গথি (৫) নিশিত নীললোহমুখ (৬) কাণ্ডগোচর-পুঞ্জ (৭) পৃষ্ঠস্থকলাপ (৮) হইতে লইয়া ভীষণ ধনু হইতে ক্রমান্বয়ে জ্যা (৯) নির্ঘোষে নিক্ষেপ করিতেছিল; যখন কাণ্ডপৃষ্ঠেরা (১০) গোফণা (১১) হইতে তোয়ডিম্বের (১২) ন্যায় ক্রমান্বয়ে পাষাণক্ষেপে রায়গড়ের প্রতোলী প্রাকার আচ্ছন্ন করিতেছিল; তখন চেঙ্গরখালী নদী তীরে জয়ন্তীপুরে মহা সমারোহ। জয়ন্তীপুরবাসীরা গোস (১৩) কালে মহারাজ গ্রামাধানে (১৪) যাইবেন বলিয়া মহা উৎসাহে মৃগয়ার উদ্যোগ পাইতেছে। চারিদিগে দুই ক্রোশ নীবৃৎ (১৫) মধ্যে বোধ হয় গত সন্ধ্যায় কেহ শয়ন করে নাই। পার্ব্বতীয়দিগের মৃগয়া একটি মহান্ আনন্দের কর্ম; আবার যখন সে মৃগয়ায় মহারাজ স্বয়ং ব্যস্ত আছেন কুকী, লুশাই ও মিকির জনসমাজে আমোদের সীমা নাই। ইহারা একান্ত মৃগয়াপ্রিয়। এমন কি মৃগয়াদ্বারা গ্রাম রক্ষা হয় হেতুবাদে মৃগয়াকে গ্রামাধান বলিত। জয়ন্তীপর্বতের বাসীগণ চারি জাতিতে বিভক্ত। তাহাদিগের মধ্যে নিজ জয়ন্তীপুরে সৈন্যটঙ্কই অধিক। জয়ন্তীপুরের চৌধুরী একজন সৈন্যটঙ্ক তাহার পিতা পূর্ব্ব মহারাজ সূর্য্যকুমারের পিতার সময়ে জোবালনামক গ্রামের একজন প্রধান তুল্লুই ছিলেন, পরে মহারাজের মৃত্যুর পর

(১) যুদ্ধে আহ্বান। (২) উগ্রমদ্য। (৩) ঘন যুদ্ধ।
(৪) সেনাপলায়ন। (৫) রথী। (৬) ইস্পাৎ। (৭) লৌহবাণ।
(৮) তূণ। (৯) ধনুগুণ। (১০) অশ্বপৃষ্ঠসেনা। (১১) ফিঙ্গে।
(১২) শিল। (১৩) প্রাতঃকাল। (১৪) [illegible]। (১৫) বনমধ্যে মনুষ্যাবাস।

প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তীপুর গমনে জয়ন্তীপুরের পুরাতন চৌধুরী নন্দরাম ভয়ে পলায়ন করায় সৈন্যটঙ্কজাতীয় জোবাল গ্রামের দল্লুই গোপাল উক্ত পদে অভিষিক্ত হইবার আশায় প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করে ও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করায় প্রতাপাদিত্য গোপাল দল্লুইকে নন্দরাম চৌধুরীর পরিবর্তে চৌধুরীপদে নিযুক্ত করেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং জয়ন্তীপুরে থাকিয়া বিশেষ শাসন করিতে অক্ষমজ্ঞানে মিকীর জাতীয় জনৈক মীরাস-দারকে আপনাব অধীন রাজা করিয়া যান। লটকা জয়ন্তীপুরের সিংহাসন পাইয়া চিরমঙ্গ পর্বতে কালীদেবীর উদ্দেশে কয়েকটি মন্দির প্রস্তুত করেন ও তথায় অষ্টোত্তরশত নরবলি দিয়া লুশাই, মিকির, কুকি ও সৈন্যটঙ্কজাতি মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। জয়ন্তী-পুরের রাজা লটকা অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। জয়ন্তীপুরে রাজ্যপ্রণালী অত্যন্ত সরল। জয়ন্তীপর্বত অঞ্চলে গ্রামে কর ছিল না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের দল্লুই প্রতিবর্ষে জয়ন্তী রাজকে একটি করিয়া পুংছাগ করস্বরূপ দিতেন। জয়ন্তী পর্বতে কৃষিকর্ম জুম (১) রীতিতে প্রবাহিত হইত। লাঙ্গলাদি কার্যযন্ত্র কিছুই ব্যবহার হইত না। কেবল একমাত্র দাও দ্বারা জুমচাস নির্বাহ হইত। জয়ন্তীর উপত্যকা ভাগে নিম্নপ্রদেশের প্রণালীতে হলাদি-বহন ও বীজ বপন হইত। গ্রামচয়ে চূর্ণ, কমলালেবু ও শীষক ইত্যাদি দ্রব্য করস্বরূপ রাজার ভাণ্ডারে পাঠান হইত। রাজার পক্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে সেই সকল দ্রব্য ডাক ইজারাদ্বারা বিক্রয় হইত ও তাহায় যে স্বল্প অর্থ লাভ হইত তাহার বিনিময়ে মহারাজ নিম্নদেশজাতবস্ত্রাদি দ্রব্য লইতেন। অদ্য রাত্রিতে জয়ন্তীপুরের হাটতলার ধারে চেঙ্গখালী নদীতীরে অত্যন্ত সমারোহ। প্রকাণ্ড একটী দেবদারুগাছের তলায় লেলায়মান সভাজ্য (২) অগ্নি জ্বলিতেছে, সরল ও শাল নির্যাস (৩) চতুর্দিক সদ্গন্ধে আমোদিত করিয়াছে, তাহে আবার শীতকাল, জলদগ্নিতাপ প্রিয়সেব্য হওয়ায় চারিদিকে লোকারণ্য। অগ্নির অদূরস্থ কয়েকজন সৈনাটঙ্কজাতীয় প্রধান দল্লুই বসিয়া আছে—এমত সময় শিলানামক জনৈক দল্লুই আসিয়া চক্রে প্রবিষ্ট হইল, সকলে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলে সে বলিল, "বন্ধু চল আমরা অগ্রসর হই। আমাদিগের ত চিরমঙ্গ পাহাড়ে যাইয়া রাজার জন্য শিবির সংস্থাপন করিতে হইবেক।" বন্ধু বলিল, "বস এত রাত্রি থাকিতে যাইয়া কি হইবে। এখন বোধ হয় এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে, এই অল্পকাল হইল কালকেতু পশ্চিমে অস্তমিত হইয়াছে, এখনও সুখতারা উঠে নাই।" শিলা বসিয়া করতল অগ্নির দিকে বিছাইয়া একবার শেকিয়া লইয়া করপুট ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "অদ্য অত্যন্ত উত্তরে বাতাস দিয়াছে, আমি জোবাল হইতে যে সকল প্রত্যন্ত (৪) পর্বত দিয়া আসিলাম, আমার সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেছে। অদ্য মৃগয়ার এত সমারোহ হইল কেন?" বন্ধু বলিল, "জাননা রাজার প্রতি লুষাই ও মিকির জাতির কতকটা

(১) পর্ব্বতের নিকটস্থ ভূমী। (২) আমোদ সূচক অগ্নি। (৩) ধূণা।
(৪) পর্বতের সন্নিকটস্থ পর্বত।

অসন্তোষ ভাব দেখা যাইতেছে। মৃগয়ায় মহারাজ তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধির আশা করেন, চল আমরা অগ্রসর হই।” শিলা বলিল “একান্ত যাইবে ত চল।” উঠিয়া তাহার নিকটস্থ ঋষাকে বলিল “ঋষা, আমার জন্য দুই কলাপ লিপ্তক (১) ভুলিও না। শুনিলাম আজ কাল অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ও তরক্ষুর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে। লিপ্তক না থাকিলে কাণ্ডগোচরে ব্যাঘ্রদমন সুবিধা নহে।”

বুদ্ধু বলিল, “কেন লোহবাণে কি ব্যাঘ্র মারা যায় না? চিরকালত কাণ্ডগোচরে আমরা শিকার করিয়া আসিলাম। বিষলিপ্ত বাণ ত ক্ষত্রিয় রাজারা ব্যবহার করেন না। লিপ্তক ব্যবহার ব্যাধ ও প্রতিক্ষরাদি (২) রাজপুরুষদিগের গ্রাহ্য ভদ্রের পক্ষে কাণ্ডগোচর যথেষ্ট। যদি একই কাণ্ডগোচরে ব্যাঘ্র ভূমিশায়ী না করিতে পার তবে মৃগয়ায় বিষলিপ্ত লিপ্তকে কি প্রয়োজন? ব্যাঘ্র আহত হইয়াই ত আক্রমন করিবেক।”

শিলা বলিল, “ভাই এতোমার ব্যাধের বিষ মাখান লিপ্তক নহে যে বিদ্ধ হইবার দুই তিন দিন পরে কলঞ্জ (৩) মরিয়া যাইবেক। এ বাঙ্গলার নূতন লিপ্তক। ইহা প্রতাপাদিত্যের রাজবৈদ্য সৌগন্ধ্যার হরিশ্চন্দ্ররায়ের প্রস্তুত বিষ মাখান। ইহা চর্মে প্রবেশমাত্রে যত বড় জন্তু হউক না এককালে অচেতন হইয়া ভূমিশায়ী হইবেক। ইহার দ্বারা আহত জন্তু আমাদিগের দেশীয় লিপ্তক-বিদ্ধ কলঞ্জের ন্যায় দূষিত হইয়া মরে না। আমাকে নন্দরাম যশোহর যাইবার সময় এক পাতা বিষ দিয়া গিয়াছে, সেই বিষে এই লিপ্তক প্রস্তুত হইয়াছে।” ঋষাকে বলিল, “ঋষা মনে আছে দেখিও লিপ্তক অতি সাবধানে হাত দিও। একটু আঁচড় লাগিলে তৎক্ষণাৎ মরিতে হয়। লিপ্তকে অতি ভয়ানক বিষ মাখান। যাও দুই কলাপ লিপ্তক লইয়া শীঘ্র আমাদিগের সহিত মিলিও, আমরা অল্পে অল্পে অশ্বে অগ্রসর হই।” ঋষা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। শিলা ও বুদ্ধু দুই জনে হাত ধরা-ধরি করিয়া দূরে যাইয়া দুই ছোট ছোট মনিপুরি টাটুতে চাপিয়া মন্দগতিতে চিরমঙ্গপর্বতাভিমুখে চলিল। পথে বুদ্ধু বলিল, “নন্দরাম কোথায় গেল, সে আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে?”

শিলা বলিল, “সেত আর এখন লুকাইয়া নাই, সে যে এখন প্রতাপাদিত্যের সভায় শিবচন্দ্রের পুত্র সূর্যকুমারকে আনিতে গিয়াছে।”

বুদ্ধু বলিল, “আমি তাহা জ্ঞাত আছি। কিন্তু কবে সূর্যকুমার আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেক। তুমি কি শিবচন্দ্র রাজার সহিত শিকার করিয়া ছিলে?”

শিলা বলিল, “যে দিন মহারাজ শিবচন্দ্র মৃগয়ায় বনমধ্যে পড়িয়া মরিয়া যান আমি সে দিন সেই মৃগয়ার দলে ছিলাম, কিন্তু শিবির আমার জিম্মায় থাকায় আমি রাজার নিকটে ছিলাম না।”

বুদ্ধু বলিল, “আমি প্রথম মৃগয়ায় প্রায় মহারাজার পার্শ্বে ছিলাম, পরে যখন একটা

(১) বিষলিপ্ত তির। (২) আরদালি। (৩) বিষ লিপ্তশরহত পশু।

প্রকাণ্ড গণ্ডক সমুত্থিত হইল তখন মহারাজ ও প্রতাপাদিত্য ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদিগের আশা ছিল খড়্গীটি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যোধসংরাবে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু লোকজনতা দেখিয়া গণ্ডক স্ফুরণ (১) পূর্বক পলায়ন করিল। রিরংসু (২) নৃপদ্বয় বেগে তাহাকে অনুসরণ করিলেন। খড়্গী যত বেগে দৌড়িতে লাগিল রিরংসাপরবশ রাজারাও তত অধিকতর বেগে অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক মধ্যে বোধ হইল মহারাজ শিবচন্দ্র খড়্গী লাভ করিলেন, অমনি লৌহবলয়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বীয় দীর্ঘ শেল লইয়া আঘাতের জন্য উত্তোলন করিলেন। অশ্বসান্নিধ্য-ভীত খড়্গী আরও বেগে দৌড়িল। ক্রমে খড়্গীও মহারাজের মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধিপাইতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য শিবচন্দ্রের সমকক্ষ হইবার যথেষ্ট যত্ন পাইলেন, কিন্তু শিবচন্দ্রের ভক্তিল পার্বতীয় উচ্চ নীচ ভূমিতে অভ্যস্তপদ থাকায় প্রতাপাদিত্যের অশ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া দৌড়িল। আমার টাটু মৃগয়া উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া অমিত বেগে ধাবমান হইল। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ বশতঃ আমি অনবধানতার ফলভোগ করিলাম—নিকটস্থ ঝোপমধ্যগত ভৃগুব (৩) লক্ষ্য করিলাম না; বেগে প্রান্তরস্থ দরী (৪) মধ্যে নিপতিত হইলাম। বিধাতার কর্ম, অশ্ব লম্ফ দিবামাত্র গহ্বর মধ্যস্থ গাছের ডালে তাহার উদর ও উরদেশ বিদ্ধ হইল। আমি গাছের ডালের উপর পড়িলাম। হস্ত প্রসারিয়া যে ডালটি ধরিলাম সেই ডালটি ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু নীচের ডালে আমার জঙ্ঘা আবদ্ধ হওয়ায় কষ্টে রক্ষা পাইলাম।"

শিলা বলিল, "মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এখানে আসিয়া মৃগয়া করিবার কারণ কি? আমাদিগের মহারাজের মৃত্যুই বা কিপ্রকারে ঘটিল?"

বৃদ্ধ বলিল, "চাঁদখানের রাজা প্রতাপাদিত্য আপনার খুল্লতাত বসন্ত রায়ের নিকট হইতে স্বরাজ্য লাভের কিছুদিন পরেই ইষ্টদেবতার পূজার উদ্দেশে সসৈন্যে-কামরূপ যাত্রা করেন। তথায় দেবীমন্দিরে জয়ন্তীপুরের রাজার রোগের সমাচার পাইয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে জয়ন্তীপুর যাত্রা করেন। প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল। কামাখ্যার সেবাইত ব্রাহ্মণদিগের নিকট জয়ন্তীপুরের অসীম প্রশংসা শুনিয়া তথাকার পর্বতে নানাবিধ ধাতু ও অপরাপর রত্নাদির লোভে, বিশেষতঃ জয়ন্তী, মণিপুর ত্রিপুরার মধ্যে জয়ন্তী পর্বতেই তৎকালে যথেষ্ট হস্তী পাওয়া যাইত,—তথাকার আধিপত্য থাকিলে স্বসৈন্যের জন্য হস্তিযূথ ও মণিপুরের টাটুঘোড়া পাইবার সুবিধা বুঝিয়া জয়ন্তী-পুরে প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। কামাখ্যা হইতে জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্র-সিংহকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায় জানান; জয়ন্তীরাজ ভাটমুখে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপ শুনিয়া তাঁহাকে স্বরাজধানীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন ও স্বয়ং গারো পর্বত পর্যন্ত আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। প্রতাপাদিত্যের রূপলাবণ্য,

(১) বেগে গমন। (২) মৃগয়া করিতে ইচ্ছুক। (৩) পর্বতের উচ্চ সানু। (৪) গুহা বিশেষ

তাঁহার সৈন্যদলের প্রণালী ও রীতি নীতি ও তাঁহার রেশেলার চাকচিক্যদর্শনে জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্র অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও অতি স্বল্পদিনেই পরস্পরের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। মহৎ লোকের আত্মীয়তা অল্পেতেই জন্মে ও জন্মিলে ত্বরায় নষ্ট হয় না, যেন স্বর্ণঘটের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও আশু সন্ধেয়। দুর্জনের আত্মীয়তা মৃৎঘটের ন্যায় অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায় আর ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না। মহারাজ জয়ন্তীপুরের রাজা শিবচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্য জয়ন্তীপুরে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিবস পার্ব্বতীয় রাজধানীতে বাস করেন। অন্যান্য আমোদের মধ্যে সমারোহে গ্রামাধান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহায় জয়ন্তীপুরস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধুরী দলুই ও মীরাসদারেরা যোগ দেয়। মহারাজ শিবচন্দ্র ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য উভয়ে স্ব স্ব অশ্বারোহণে গমন করেন। বনে অনেক জন্তু শিকার করিতে করিতে একটা গণ্ডকের অনুসরণে উভয়ে অশ্বে দ্রুতবেগে গমন করেন। ক্রমে অপরাপর রাজপুরুষ ও সৈনিকদিগকে অতিক্রম করিয়া দুই সখায় জনশূন্য পার্ব্বতীয় বনে প্রবেশ করেন। বেগানুসরণে ও পার্ব্বতীয় নির্ম্মল বায়ুসেবনে উভয়ের যথোচিত উৎসাহবর্দ্ধন হয় ও ক্রমে এত বেগে গণ্ডককে অনুসরণ করেন যে প্রায় একঘণ্টা পর গণ্ডকও শ্রান্ত হইয়া নিকটস্থ হইতে লাগিল। মহারাজ শিবচন্দ্রের সর্ব্বদা মৃগয়ায় অভ্যাস থাকায় তাহার অশ্ব অগ্রসর হইল ও ক্ষণেকে মহারাজ প্রতাপাদিত্য পশ্চাতস্থ হইলেন। এমত সময় একটা সরল গাছের ঝোপেরমধ্যে গণ্ডক ও শিবচন্দ্র তাঁহার অশ্ব সহিত অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণেক পরে নন্দরাম চৌধুরী বেগে অশ্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রতাপাদিত্য স্বীয় অশ্বে উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন "নন্দরাম আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি। শিবচন্দ্র কোথায় গেলেন দেখিতে পাইতেছি না। আমি অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম এইখানে আসিয়া এই ঝোপে একটু বিশ্রাম করিলাম।" নন্দরাম প্রতাপাদিত্যের কথা শুনিয়া বলিল মহারাজ অনুমতি করেন ত আমি মহারাজ শিবচন্দ্রের অন্বেষণে যাই"। তাহায় প্রতাপাদিত্য বলিলেন "হঁা, চল আমিও যাই। এদিকে ত শিবচন্দ্র আসেন নাই। তিনি পূর্ব্বদিকে গিয়াছেন।" নন্দরাম বলিল "মহারাজ আমি জয়ন্তীরাজকে এই ঝোপের ভিতর যাইতে দেখিয়াছি আমার সন্দেহ তিনি এই নিকটের কোন গহ্বরে নিপতিত হইয়াছেন। এ অতি অনিশ্চিত প্রদেশে কোথায় গুহা কোথায় খাদ কিছুই জানা যায় না।" তাহে প্রতাপাদিত্য বলিল, "না তিনি এদিকে যান নাই।" নন্দরাম বলিল, "মহারাজ ঐ দেখুন ঝোপের উপর তাহার উষ্ণীষ পড়িয়া আছে।" প্রতাপাদিত্য উষ্ণীষ দেখিয়া বলিলেন, আমার বোধ হয় ও উষ্ণীষ অপর কাহার।" নন্দরাম বলিল। "মহারাজ আপনি এইখানে থাকুন আমি ঝোপের ভিতর দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া নন্দরাম স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে প্রতাপাদিত্য ক্ষণেক চিন্তিয়া আপনিও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নন্দরাম ব্যস্তে ঝোপের দিকে চলিয়া গেল।" শিলা বলিল, নন্দরাম আমাদিগকে এ সকল কথা কিছু ভাঙ্গিয়া বলে নাই। "মহারাজ শিবচন্দ্র খাদে পড়িয়া অশ্বচাপানে মরিয়া যান এই মাত্র শুনিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্ট অত্যন্ত সুপ্রসন্ন, কেননা কোথা

বঙ্গের রাজা, বিনা যুদ্ধে কামাথ্যায় প্রত্যাগমনে জয়ন্তীপুরে আসিয়া স্বীয় সাশন সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন।”

বৃদ্ধ বলিল, “সমস্তই দিনের কর্ম। মহারাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তখনকার চৌধুরী মধ্যে পরস্পরের প্রীতিপ্রণয় না থাকায় ও দুগ্ধপোষ্য বালকসূর্যকুমারের নাম করিয়া সৈন্যটঙ্ক ও মিকির জাতিমধ্যে আত্মবিচ্ছেদ হয়। বিশেষে মহারাজ শিবচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা,—আমাদিগের স্বজাতি শাসন পাইব, এই পরামর্শে আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে ভুলিয়া গেলাম। এমন কি আমিই প্রতাপাদিত্যের সহায়তা লাভের জন্য প্রথম তাঁহার শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, “মহারাজ আমাদিগের রাজা শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে দুগ্ধপোষ্য কুমারমাত্র আছে, তাহা হইতে আমাদিগের পার্বতীয়দেশ শাসন হওয়া দুষ্কর; বিশেষ মণিপুরে ও ত্রিপুরারাজের সহিত আমাদিগের প্রণয়াভাব। আমাদিগের ইচ্ছা মহারাজ জয়ন্তীরাজের একটা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি এই চিন্তায় ব্যস্ত আছি। আমার অভিপ্রায় মহারাজ কুমার সূর্যকুমারকে রাজমহিষীর সহিত বঙ্গে যশোহরে লইয়া যাই। তাহার বাল্যাবস্থায় যশোহরে আমার নিকট রাখিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিই। পরে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, তাহার রাজ্যে তাঁহাকে পাঠাইব। ইতোমধ্যে সূর্যকুমারের নামে তাহার বাল্যাবস্থায় জয়ন্তী শাসন জন্য তোমাদিগের মধ্যে প্রধান চৌধুরী জনৈককে নিযুক্ত করিয়া যাই।” আমি তাহায় সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি লটকার নাম করিলেন। লটকা তখন সর্বদা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট যাতায়াত করিত ও ত্রিপুরার সহিত গত যুদ্ধে জয়লাভ করায় জোবাল ও জয়ন্তীপুরে অত্যন্ত প্রতিপন্ন হয়। তখন সেনামণ্ডলীতে লটকার নাম শুনিলে পুলকোদ্গম হইত আর শত্রুশিবিরে বিশেষে ত্রিপুরায় আবালবৃদ্ধ সকলেই লটকাকে কালান্তক যমের ন্যায় দেখিত। লটকার অদৃষ্ট ভাল, সর্ববাদী সম্মত হইল। প্রতাপাদিত্য তাহাকে রাজ্যভার দিয়া রাজমহিষী ও রাজকুমার লইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া গেলেন।

শিলা বলিল, “এখন ত লটকাও জনসমাজে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লটকা পদমত্ততার পূর্বে আত্মীয় বিস্মৃত হইতেছে, এখন সে স্থির রাজা, কাহাকেও উপেক্ষা করে না মনে যাহা উদয় হয় তাহাই করে।”

বৃদ্ধ বলিল, “সকল কর্ম শেষে বৃদ্ধি পায়; তবে দুই একটা যবমধ্যাকৃতি মধ্যে বৃদ্ধি পায় ত অন্তে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সকলেরই শেষ আছে যখন ষোড়শ কলা পূর্ণ হইবেক, তখন কৃষ্ণপক্ষের উদয় হইবেক সন্দেহ নাই। এসংসারের নিত্য কিছুই নাই নিত্যের মধ্যে নাশই নিত্য।”

একটা গাছের অন্তরাল হইতে জনৈক লঘুপদে আসিয়া বৃদ্ধের অশ্বের বল্গা ধরিয়া অতি নম্র ও ক্ষুদ্রস্বরে বলিল, “মহাশয় একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, অগ্রে একটা ব্যাঘ্র বসিয়াছে ধনিয়া তাহাকে মারিবার জন্য অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছে। শব্দ পাইলে ব্যাঘ্রটি পলাইয়া যাইবে। এটা অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাঘ্র, কল্য সন্ধ্যার সময়

বামান্ন ঘোড়া মারিয়াছে ও আমাদের ছত্র হইতে একটী স্ত্রীলোক মুখে করিয়া পলাইয়াছে।”

বুদ্ধু ও শিলা উভয়ে কথা শুনিয়া অশ্ববেগ সম্বরণ করিল ও বলিল এখানে দাঁড়াইয়াই বা কি করিব। যে উত্তরে বাতাস দিতেছে, ইহাতে ব্যাঘ্র আমাদিগের গন্ধ পাইয়া সাবধান হইবেক।”

ভুচ্চু বলিল, “মহাশয় আমি তাহার উপায় করিয়াছি। ঐ গাছের পার্শ্বে আগুণের কাছে চলুন।”

বুদ্ধু ও শিলা গাছের দিকে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বলিল “বশাপোড়া গন্ধ পাই তেছি। ইহাতে ভাল্লুক আসিবার সম্ভাবনা, এমত অবোধের মত কর্ম করিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকা উচিত নহে।”

ভুচ্চু বলিল, “মহাশয় ভাল্লুকের ভয় নাই এই পার্শ্বেই অগম্য ভৃগু প্রান্তর। এ খাদ দিয়া সর্প উঠিতে পারে না, তা ভাল্লুকের কথা কি? এস্থানটি রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থল আমি ধনিয়া এস্থানে সন্ধ্যা অবধি ঐ ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। দেখুন এ স্থানের তিন দিকে খাদ ও আমরা ভাল জানি এ খাদের উপর একখানা আল্গা পাথরে আমরা বসিয়া আছি, নীচে একটি রম্য গহ্বর, অতএব নীচে দিয়া কোন জন্তু আসিবার উপায় নাই। কেবল এই পূর্বদক্ষিণ কোণে পথ তাহার অর্দ্ধেকে সভাজ্য অগ্নি জ্বালিয়া অপরার্দ্ধ গাছে অন্তরালে বসিয়া ছিলাম। ব্যাঘ্র ও ভাল্লু-কাদির ভ্রম জন্মাইবার জন্য সভাজ্যাগ্নিতে বশা দিয়াছি, গন্ধ দূর হইতে হিংস্রক জন্তু প্রলোভন করিয়া আনিবেক। এই ক্ষণেক কাল হইল ব্যাঘ্রটী এই পথ দিয়া চলিয়া গেলে ধনিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে অনুসরণ করিতেছে।”

বুদ্ধু ও শিলা স্থানটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বুদ্ধু বলিল “এইরূপ খাদেই শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আমাদিগের দেশে এরূপ ভয়াবহ ভৃগু যথেষ্ট থাকার অশ্বে চাপিয়া মৃগয়া করা অত্যন্ত অনর্থ-মূলক হইয়া থাকে। তবে এ স্থানটির একটা সুবিধা দেখিতে পাই, ইহার কোন দিকেই বন বা ঝোপ নাই। ঝোপ থাকিলে এখানে মৃগয়ায় সঙ্কট মানিতে হইত। ঐ ধনুর টঙ্কার হইল! অনুমান করি ধনিয়া তীর ছাড়িয়াছে।” তাহারই অব্যবহিত পরে একটি ভীষণ গর্জন হইল। মেদনী কাঁপিয়া উঠিল। বুদ্ধু শিলা ও ভুচ্চু ব্যস্তে স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল। বুদ্ধু বৃক্ষের অন্তরালে অশ্বদ্বয় বন্ধন পূর্বক সভাজ্যাগ্নি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া অধিক শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিটি বিস্তারিয়া ঐ স্থানের দ্বারের স্বরূপ পথের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দিল। পরে তিন জনে দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ শেল ও বাম হস্তে অভেদ্য দীর্ঘ কাষ্ঠফলক লইয়া অগ্রসর হইলে দেখিল যে অল্পদূরে ধনিয়া ভূমে পতিত হই-য়াছে ও ব্যাঘ্রটী তাহার বাম ভুজশিরে উন্নত নখরপাদ ও ধনিয়ার দক্ষিণ জঙ্ঘায় বাম নখর(১) দিয়া ধরিয়া ধনিয়ার মুখের নিকট নাশিকা দিয়া ঘ্রাণ লইতেছে। ধনিয়া বৈয়াঘ্র

(১) থাবা।

বজ্রনখদংষ্ট্রাহত (১) হইয়া রক্তরক্তীকৃতাঙ্গ হইয়াছে। শিলা ও ভুচ্চু ধনিয়ার জীবন সংশয় দেখিয়া প্রত্যালীঢ় (২) হইয়া অমিতবেগে ব্যাঘ্রের শিরোদেশ ও ললাট লক্ষ্য করিয়া শেল নিক্ষেপিল। শেলদ্বয় ভিন্দপালের ন্যায় বেগে যাইয়া ব্যাঘ্রের শিরোদেশে বিদ্ধ হইল। ব্যাঘ্রটি আর একটি অর্দ্ধগর্জন করিয়া ধনিয়াকে ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিল ও প্রায় দশহাত অন্তরে গিয়া চিৎপাত হইল। ইত্যবসরে বুদ্ধু বয়োধিক্য বশতঃ কোন ক্ষীণতা বা ক্ষুদ্রতা না দেখাইয়া স্বীয় তীক্ষাগ্র কর্ত্তরিকা দিয়া ব্যাঘ্রের বক্ষঃদেশে ভেদ করিল। ব্যাঘ্রটি গোঁগরাইয়া নিস্তব্ধ হইল। তিন জনের আঘাত এত লঘুকালের মধ্যে পড়িল যে বুদ্ধুর কর্ত্তরিকায় কি শিলা ও ভুচ্চুর শেলে ব্যাঘ্রটি প্রাণ ত্যাগ করিল বোঝা গেল না। ধনিয়া অবকাশ পাইয়া সানন্দে বুদ্ধুর পদধূলী লইল ও ভুচ্চুর ও শিলার সহিত কোলাকুলি করিল।

বুদ্ধু বলিল, "ধনিয়া, তোমার এমত অসমসাহসিকের ন্যায় আচরণ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। সামান্য তীর কি কাণ্ডগোচর হস্তে নিরাশ্রয়ে ভূমে থাকিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে অস্ত্র চালন উন্মত্ততামাত্র—উচিত নহে।"

ধনিয়া বলিল, "মহাশয় আমি গাছের অন্তরালে থাকিয়া তীর মারিয়াছিলাম, ঐ দেখুন তীর এখনও ব্যাঘ্রের বুকে বেঁধা আছে। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে ব্যাঘ্রটি একই তীরে যমালয় গিয়াছে, কেন না সে তীর খাইয়া ভীমগর্জ্জনে ভূমে পড়িল। তখন আমি গাছের অন্তরাল হইতে যেমন বাহির হইয়া কর্ত্তরিকা দিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম করিতে যাইব অমনি সে উঠিয়া লম্ফ দিয়া আমাকে মৃৎশায়ী করিল।"

শিলা বলিল, "দেখি তোমার জঙ্ঘায় কিপ্রকার ক্ষত হইয়াছে—তোমার ভুজশিরে ত অধিক লাগে নাই?"

ধনিয়া বলিল, "আমার জঙ্ঘায় অধিক আঘাত লাগিয়াছে, আমি লম্ফ দেওয়ায় ভুজশির ধরিতে পারে নাই; পরে পড়িয়া গেলে কেবল ব্যাঘ্রের থাবামাত্র লাগিয়াছিল। মহাশয়, সে যাহা হউক, রাজার আসিবার বিলম্ব কত? বিলম্ব থাকে ত আমি একটা ঘোড়ার সন্ধান দেখি।"

বুদ্ধু বলিল, রাজার আসিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি আমার ঘোড়ায় চল, চিরসঙ্গে আমি আর একটা ঘোড়া করিয়া লইব।"

শিলা বলিল, "মহাশয় আপনার ঘোড়ায় আপনি যান, ধনিয়া আমার ঘোড়া লউন।"

ধনিয়া বলিল, "যেটা হউক,—আমি রক্তস্রাবে ক্ষীণবল বোধ করিতেছি।"

বুদ্ধু ধনিয়ার অঙ্গবৈক্লব্য দেখিয়া স্বীয় মকর-বন্দ বস্ত্র তাহার জঙ্ঘায় বাঁধিয়া দিল ও বলিল, "খষার নিকট আমার দ্রব্য সামগ্রী আছে, আসিলেই ঔষধ লাগাইয়া দিব।"

ধনিয়া অশ্বে বসিলে সকলে একত্র হইয়া মন্দগতিতে পথ দিয়া চলিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক

(১) ব্যাঘ্রের কঠিন নখ ও দন্তাহত। (২) বামপদ অগ্রসর করিয়া দাঁড়ান।

রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। প্রাতঃকালের অনির্বচনীয় সগন্ধ চারি দিকে ছুটিল। দূরের গাছে ও ঝোপে মনাল (১) প্রভৃতি বড় বড় বন্য কুক্কুটাদির শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। গোমায়ু (২) ও শৃগালে দ্রুতপদে পথের এ দিক হইতে ওদিকে দৌড়িয়া স্বীয় গর্তের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ওখানে একটা শ্বেতবর্ণ শৃগাল দূর হইতে মনুষ্যপদের শব্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। এখানে একটা ভলুক ঘোঁত ঘোঁত করিয়া দূর দিয়া পলাইয়া গেল। শিলা ও বুদ্ধু ভল্লুক দেখিয়া করতালি দিয়া চীৎকার করিল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে রাজার অগ্রবর্তী রাজপুরুষদিগের আগমন শব্দ পাইয়া বুদ্ধুরা পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইল। ক্রমে লটকার অশ্ব নিকটস্থ হইলে জয়ন্তীরাজ বলিলেন, "বুদ্ধু, তুমি এখনও যে পথে দাঁড়াইয়া আছ?"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ—জয় হউক! আমি প্রায় রাত্রি এক প্রহর থাকিতে রওয়ানা হইয়াছিলাম; পথে ধনিয়াকে একটা ব্যাঘ্রে আঘাত করায় বিলম্ব হইয়াছে; অনুমান করি আপনি ব্যাঘ্র-শবটি পথে দেখিয়া থাকিবেন। আমি গত রাত্রিতেই লোক পাঠাইয়া চিরমঙ্গে সমস্ত উদ্যোগ করিতে অনুমতি দিয়াছি। আশা করি মহারাজের কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবেক না।

লটকা বলিলেন, "বুদ্ধু, তুমি পুরাতন লোক, বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে বলিয়া যাহা বল সকল সাজে। ইদানী আমার কর্ম কাযে তোমার শৈথিল্য দেখিতে পাই, এবিষয়ে তোমাকে একবার ইঙ্গিতও করিয়াছি—তোমার চৈতন্য হয় নাই। তুমি রাজকার্যে অপটু। আমি জানি অনুমতি দেওয়া আমার কর্ম; মা কালী তোমাদিগকে আদেশ বহন করিতে দিয়াছেন।" পরে পার্শ্বস্থ ওমবাও পুঁড়াকে বলিলেন "পুঁড়া শুনিলে? বুদ্ধু অনুমতি দিয়াছেন ও আশা করেন আমার কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবেক না।" আবার বুদ্ধুর দিকে ব্যঙ্গে বলিলেন "মহাশয় আপনার প্রসাদাৎ ও আশাবলে আমার কোথাও কোন বিষয়ের অসুবিধা হয় না। আমার অসুবিধা অপরের শিরশ্ছেদনমূলক।" ক্রমে লটকার রাগবৃদ্ধি হইতে লাগিল। লটকা প্রাতেই মড়ই (৩) ও পচান (৪) গৌল্যপানে (৫) চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়াছিল; আবার এখন রোষ হওয়ায় গোলাকার চক্ষু আর ও ঘুরিতে লাগিল, যেন—কালান্তক যম—স্বীয় কোটর হইতে লম্ফ দিবেক। রাজার কটুবাক্য শুনিতে শুনিতে শিলা ও ভুক্ষু স্ব স্ব শেলগুলি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল ও এত বলে অধরোষ্ঠ দন্ত দিয়া চাপিল, যে বোধ হইল চর্ম কাটিয়া রক্ত নির্গত হইবেক।

বুদ্ধু হেটশিরে বলিল, "মহারাজ আমি রাজসংসারে প্রায় চাল্লিশ বৎসর কর্ম করিলাম। মহারাজ শিবচন্দ্রের নিকট যথাযোগ্য মানে কাটাইয়াছি, কিন্তু এরূপ ব্যবহার কখন আমার

(১) পর্বতীয় কুক্কুট। (২) খেঁকসেয়ালী।
(৩) ধেড়ুয়া শস্য জাত মদ্য। (৪) ভাত পচান মদ্য। (৫) শক্তিপদ উগ্র মদ্য।

অদৃষ্টে ঘটে নাই। হুজুর প্রভু—অধীনের প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন, কিন্তু বিনাপরাধে দণ্ড বিধান রাজার কর্তব্য নহে।"

লটকা বৃদ্ধুর গম্ভীরবাক্যে ও স্থির অঙ্গভাবে কতকটা চমকিয়া গেল কিন্তু স্বীয় চাপল্য-স্বভাববশতঃ বলিল, "তুমি যে প্রতাপাদিত্যের সভাসদের ন্যায় নীতি উপদেশ দিতে শিখিলে। আমার অসভ্য পার্বতীয়দেশে, বিশেষ শৈলেনটঙ্কের মুখে অত ন্যায় মাথা কথা শোভা পায় না। কাপুরুষ শিবচন্দ্রের শাসন নহে। এ মহাপুরুষ লটকেশ্বর রাজার অধিকার। তুমি খবরদার আমার শ্রুতিগোচরে শিবচন্দ্রের নাম করিও না।"

বৃদ্ধু বলিল, "মহারাজ আপনার সহিত তুল্য উক্তি আমাতে সম্ভবে না।আমার অপরাধ, হইয়াছে ক্ষমা করুন। আমার গমনবিলম্ব অপরাধ মার্জনা করুন।

লটকা, "ইনি আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছেন।" বলিয়া মত্ততাবশতঃ হস্তের কশামুষ্টিদেশ দিয়া ব্যঙ্গে বৃদ্ধুর কর্ণদেশ স্পর্শ করিয়া ঘৃণসূচক থুথু করিয়া তাহার দিকে ফুৎকার দিলেন। শৈলেনটঙ্ক দল্লুই ও চৌধুরীগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পুঁড়া রাজার এপ্রকার কুব্যবহার দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "মহারাজ এটা আপনার উচিত কর্ম হইতেছে না। বৃদ্ধু আমাদিগের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক। তাহার কোনই অপরাধ দেখিতে পাই না। চিরমঙ্গে যাইয়া যদ্যপি কোন বিষয়ে ত্রুটি পান, তবেই বৃদ্ধু অপরাধী হইবেক। দৈবঘটনার উপর কাহারও আয়ত্ত নাই। পথে ধনিয়া ব্যাঘ্রের হস্তে পড়িয়াছিল; ধনিয়া বৃদ্ধুর আত্মীয়—কাযেই তাহার সুশ্রুষার জন্য কিছু বিলম্ব করিতে হইয়াছে। তাহাতেই বা মহারাজের ক্ষতি কি?"

রাজা পুঁড়ার এই কথা শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধুকে ছাড়িয়া পুঁড়ার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "কেহে—তুমিও যে বিচারশীল হইয়াছ! ছোট মুখে বড় কথা ভাল শোণায় না। তুমি আমার ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিয়া সদসৎ বিচার করিও না তুমি আমার আজ্ঞাবর্তী আমার অনুমতি রক্ষা করিবে।"

পুঁড়া বলিল, "মহারাজ আমি আপনার অধীন বটি, কিন্তু আপনার ওমরাও পরামর্শ দিবার লোক। সামান্য বৃত্তিভোগী ভৃত্য নহি। আপনি আমাদিগকে একটু সাবধানে ব্যবহার করিবেন।"

লটকা বলিল, "রে পামর আমার প্রতি 'সাবধানে' বাক্য প্রয়োগ করিলি। পুঙ্গী! তুই মগ অপেক্ষা অধম।"

পুঁড়া বলিল, "আমাদিগের অদৃষ্ট মন্দ! আমাদিগের পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম নষ্ট হইল, এখন নিম্নদেশের দেবদেবীর সেবায় রাজা ও রাজপুরুষেরা নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন ফ্রার (১) আর পূজা হয় না, এখন ধর্মপণ্ডিত পুঙ্গী ঘৃণাসূচক কটু বাক্য হইয়াছে! মহারাজ,

---

(১) বৌদ্ধ।

এই দোষেই আমরা শিবচন্দ্রের রাজত্বে বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম না। তিনি নিম্নদেশের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রার উপর কোন অভক্তি ঘৃণা বা দ্বেষ করিতেন না। তিনি বলিতেন তোমাদিগের ফ্রা আমাদিগের বিষ্ণুর নবম অবতার—অবশ্য পূজ্য! তিনি ফ্রার উদ্দেশে কয়েকটা কায়োক (১) মন্দির প্রস্তুত করেন। তিনি পুঙ্গীকে নিম্নদেশের পণ্ডিতের মত মান্য করিতেন। তিনি উভয় ধর্মে সমদর্শী ছিলেন বলিয়া আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে পড়িয়া আপনার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলাম। আশা করিলাম, স্বজাতীয় রাজা আমাদিগের ধর্মের অনুশীলন করিয়া আমাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। আপনি কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াই প্রথমে কালীর মন্দির স্থাপন করিলেন। অসভ্য পার্বতীয়েরা নরবলি প্রভৃতি নৃশংস আচরণে আপনার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিল—মূর্খেরা স্বীয় ধর্ম ক্রমে ত্যাগ করিল। মূঢ়েরা জানে না যে আমাদিগের বৌদ্ধধর্ম কত উচ্চনীতি শিক্ষা দেয়। যাহা হউক কেবল ধর্ম কেন, অপরাপর আচরণে আমরা আপনার প্রতি আর ভক্তি করিতে পারি না। আমরা এতদিন রুদ্ধশ্বাসে আপনার বচস্কর (২) হইয়াছিলাম। অদ্যকার আচরণে সে শৃঙ্খলাটি ছিন্ন হইল। মহারাজ, আপনার পথ এক—আমাদিগের পথ স্বতন্ত্র।" বলিয়া পুঁড়া আপনার অশ্বের মুখ অপর দিকে ফিরাইল।

লটকা রোষে তাহার প্রতি আঘাতজন্য যেমন কশা উত্তোলন করিলেন, পার্শ্বস্থ চিমাইনামক অপর ওমরাও রাজার হাত ধরিয়া বলিল, "মহারাজ ওমরাওর অঙ্গে হস্তোত্তলন করা আপনার যোগ্য নহে! রোষান্ধে মোহিত হইয়া অনুচিত কর্মে মন দিবেন না। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইতেছে; বিলম্বে মৃগয়ার ব্যাঘাত হইবেক। চলুন, অগ্রসর হউন।"

রাজা বলপূর্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন "চিমাই অদ্য তোমাদিগের কি হইয়াছে? সকলেই আমার সম্মুখে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছ—ব্যাপার কি! কেহই কি আমার বশবর্তী নহ? চোপদার! চোপদার!"

চোপদার শির নোয়াইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, "চোপদার, চিমাই আমার অঙ্গে হাত দিয়াছে, তাহারে বাঁধ।" চোপদার চিমাইয়ের দিকে চাহিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া পশ্চাতে চলিয়া গেল। রাজা আপন অশ্ব চালাইলেন। চিমাই ক্রমে রাজাকে অগ্রসর হইতে দিয়া মন্দগতিতে পশ্চাতস্থ শিলা, বুদ্ধ, ভুচ্চ, পুঁড়া প্রভৃতি কয়েক জন ওমরাও নিকটে আসিলে, সকলে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া চলিল। ক্রমে রাজা সদলবল অগ্রসর হইলে একটা গাছের নীচে কয়েকজনে অশ্বরোধ করিল। বুদ্ধ বলিল, "আজ লটকার কি হইয়াছে? সে এরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন?"

চিমাই বলিল, "ওর গতিক ঐ প্রকার—ইদানী অহঙ্কারে ভূমে পা পড়ে না—কাহারও মান রাখে না! ওমরাওদিগকে সর্বদাই এই প্রকার ব্যবহার করে! এখানে চৌধুরী ও দল্লুইয়ের মাস্য নাই। আমি অদ্যাবধি ইহার সঙ্গ ছাড়িলাম।"

---

(১) ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মগৃহ। (২) হুকুমীবন্দা।

শিলা বলিল, "লটকা বুদ্ধুর সহিত যেরূপ আচরিল তাহে আমার তৎক্ষণাৎ একটা পর্ব করিবার ইচ্ছা ছিল। কি বলিব, তোমরা সকলে সহ্য করিলে আমাকেও অগত্যা সহ্য করিতে হইল।"

বুদ্ধু বলিল, "অদ্য বোধ হয় অতিরিক্ত মড়ুয়া পান করিয়াছে।"

পুঁড়া বলিল, "না লটকা স্বভাবতঃ ঐরূপ অবিবেক, তাতে আবার উচ্চপদ পাইয়াছে। পদের উত্তাপ কোথা যাইবেক? অদ্য গ্রামাধানের যাত্রার পূর্বে কেবল এক বাঁশ পচান পান করিয়াছিল। সে আবার আশামী পচান, তাহায় কি আছে—কেবল ভাতের পচা সৌবীরমাত্র (১)। আশামীরাও সৌবীরকে সন্ধিত (২) করে না, নগ্নহূও (৩) বকাল (৪) দিয়া অষ্টাহের পচান ভাতের সৌবীর জালা ভরিয়া অভিষব করে।"

বুদ্ধু বলিল, "আশামী পচান নিতান্ত কাঞ্জিক (৫) নহে, সে বকালটীতে শুনিয়াছি যথেষ্ট ধুস্তুরের বীজ বাটিয়া দেয় আর সদগন্ধের জন্য জায়ফল ও ছোট এলাচীর চূর্ণ দিয়া রাখে। একে পচানের মত্ততা তাতে আবার এই সকল তাপকর দ্রব্য—আসামী পচান আমাদিগের মড়ুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষৈব্য। মড়ুয়ায় কেবল মড়ূশস্যের যবাগূ (৬) কয়েক দিন তাপে রক্ষা করিলে কুঞ্জলের (৭) ন্যায় অম্ল হয়। আমরা তাহা সন্ধিত করিয়া গৌল্যভাগ (৮) বৃদ্ধি করি বটে, কিন্তু আমাদিগের গৌল্যে যত মাদকতা আছে আশামী পচানে ততোধিক ক্ষৈব্য (৯)।"

চিমাই বলিল, "আপনারা ঐ সবই জানেন—মাড়ুয়ার আর পচানের ক্ষৈব্য ও মাদকতা লইয়া বিচার করিতেছেন, এদিকে জানেন না যে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে গতমাসে যে ভেট আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে যক্ষপুরের সুরা আইসে তত্তুল্য ক্ষৈব্যপানীয় আমি কখন দেখি না। সুমরা চৌধুরী অত পায়ী, সে এক চোঙ্গা পানের পর আর বসিতে পারিল না। রাজা আজ কয়েকদিন হইতে সুরা করিতেছেন। শুনিতে পাই একপাত্রে গৌড়ী (১০) ও পৌষ্টিকগৌল্য (১১) তাড়ীর সহিত দশবার সন্ধিত করায় যক্ষপুরের সুরায় অর্দ্ধেকের অধিক ভাগ গৌল্য আছে। রাজা অদ্য যাত্রার পূর্বে দুই তিন বাঁশ যক্ষপুরের সুরা পান করিয়াছেন।"

বুদ্ধু বলিল, "যাহা হউক এক্ষণে চল আমরা এখানে থাকিয়া আর কি করিব? চিরসঙ্গে যাই দেখি লটকা কি করিতেছেন। রাজার উপর রাগ করিয়া মৃগয়া ত্যাগ করা হইবেক না।"

পুঁড়া বলিল, "নন্দবামের পত্রমতে অদ্যাই ত আমাদিগের একটা উপায় চিন্তিতে হয়। অবকাশ ও পাওয়া গিয়াছে, রাজার পাপও পূর্ণ—ষোড়শ কলা প্রাপ্ত।"

(১) কাঁজীমদ্য। (২) মদ্য চোলাই। (৩) যে সকল উপাদানে মদ্য উৎসিত হয়, মদ্যবীজ। (৪) যে গাছগাছড়ার যোগে মদ গাঁজিয়া উঠে। (৫) কাঁজী। (৬) যব ধান্য ইত্যাদির মাড়। (৭) অম্ল মদ্য। (৮) মদ্যের মাদক অংশ। (৯) মত্ততাজনক দ্রব্য। (১০) গুড় হইতে জাত মদ্য। (১১) চাউল হইতে জাত মদ্য।

বৃদ্ধ বলিল, "তাহা সত্য বটে, কিন্তু যাহাকে একবার রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি ও মান্য করিতেছি, তাহার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে আমার মন লয় না।"

চিমাই বলিল, "আমরাই লটকাকে রাজা করিয়াছি। তিনি যদি আমাদিগের মান্য না রাখেন তবে আমরা তাঁহাকে উক্ত পদে রাখিতে প্রস্তুত নহি। ফলে লটকার স্মরণ করা উচিত যে আমরা তাঁহার ভর্ত্তাঙ্কিত প্রজা নহি। আমাদিগের মধ্যে লটকা হইতে অপেক্ষাকৃত মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক আছে! বৃদ্ধ প্রায় বিষপুরুষ চৌধুরী, পুঁড়াও একজন প্রত্ন চৌধুরী। আমার পূর্বপুরুষ অতি সম্ভ্রান্ত দল্লুই ছিলেন, আমি আজ চারিপুরুষে চৌধুরী। ঐ ঋষা দল্লুই মধ্যে একজন গণ্য ও সম্ভ্রান্ত। ফল বলিতে গেলে শোনটঙ্ক জাতীয় মীরাশ-দার মধ্যে ঋষার শ্রেণীর মীরাশদার অপর কেহ নহে। আমাদিগকে সামান্য দাসের মত ব্যবহার করিয়া যে তিনি জয়ন্তীতে রাজ্য করিবেন তাহা কখনই ঘটিবেক না। শিব চন্দ্রের বংশকে রাজা দিব। নন্দরাম লিখিয়াছে যে সূর্য্যকুমার বাঙ্গলায় সমূহ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি আবার একটী অগ্রগণ্য বীর। তাঁহা হইতে জয়ন্তী শাসন অতি সুন্যায়ে সমাধান হইবেক।"

এমত সময় জনৈক পদাতি আসিয়া বলিল, "চৌধুরী, দল্লুই ও মীরাশদারদিগকে মহারাজ স্মরণ করিয়াছেন। বন দেখা হইয়াছে; মৃগয়া আরম্ভ হইয়াছে; অনুমান করি অদ্য আমাদিগের শ্রম সার্থক হইবেক—অদ্য ব্যাঘ্র, তরক্ষু, (১) ভল্লুক, গোমায়ু, মৃগ ও গণ্ডক যথেষ্ট উত্থিত হইয়াছে। এমত সকল গ্রামাধান স্বরায় দেখা যায় না। মহাশয়েরা চলুন।"

গ্রামাধানের সম্বাদ, শোনটঙ্ক কর্ণে অতি সুশ্রাব্য, সকলেরই মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল। পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ও সকলেই সভামধ্যে বিজ্ঞতম বৃদ্ধের প্রতি চাহিলে বৃদ্ধ বলিল, "চল, এখন মৃগয়া ত করা যাক, পরে যাহা হইবার তাহা হইবেক।" এই কথা শুনিবামাত্র ঋষা কয়েকটী চুক্র(২)পূর্ণবংশপাত্র প্রত্যেকের হস্তে দিল। সকলে অশ্বের উপর দাঁড়াইয়া এক এক পানে বংশপাত্রটি নিঃশেষ করিল ও কশাঘাতে আপন আপন অশ্বচালন করিল। ব্যাঘ্র আহত ধনিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। ঋষার নিকট হইতে গৌল্য পান করিয়া ভুজশির ও জঙ্ঘা কবলিকা বন্ধ করিয়া এক টাটু চাপিয়া চলিল। অল্পদূর অশ্বচালনে তাহার ভুজশিরের কবলিকা শিথিল হইল, ঘর্ষণে কষ্টকর বোধ হওয়ায়, ঋষাকে ডাকিয়া কবলিকা পুনর্ব্বায় বাঁধাইয়া ক্ষতদেশ আবরণ করিল। ক্রমে কয়েকজন অশ্বারোহী চৌধুরী ও দল্লুইরা চিরমঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে কর্মটীলার প্রশস্ত সানুতে গ্রামাধানের দ্বার হইয়াছে ও তথায় জয়ন্তীরাজ লটকা ও আর কয়েকজন প্রধান প্রধান চৌধুরী, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ বা ভূমে, অর্দ্ধচন্দ্রাকায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক

(১) হুঁড়ার, ভেড়েল চরখা। (২) চিরকা।

এক রশী অন্তরে দাঁড়াইয়াছে, অপরাপর সৈনিক ও গ্রামকূটে চিরমঙ্গের পশ্চিম কটক (১) হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাসের ভূমি ঘিরিয়া, মাদল, ঢাক প্রভৃতি বাদ্য ও চীৎকার ও হুঙ্কারাদি ভয়প্রদর্শক শব্দ করিতেছে। জনৈক দল্লুইয়ের সম্মুখ দিয়া সশাবক লম্বকর্ণ (২) দৌড়িয়া গেল। দল্লুই হস্তস্থ তোমরাঘাতে অগ্রের লম্বকর্ণকে ভূমীশায়ী করিয়া দৌড়িয়া অনুসরণ করত আর তিনটিকে আহত করিল। পরে লম্বকর্ণ চতুষ্টয় উঠাইয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিল। গ্রামাধানের নিয়মানুসারে প্রথম শিকার রাজার প্রাপ্য। রাজা লম্বকর্ণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "অদ্যকার গ্রামাধান বড় মঙ্গলের নহে, প্রথমেই লম্বকর্ণ শিকার হানিকর। তুমি ইহা ছাড়িয়া দিলে না কেন?" নিকটস্থ মুণ্ডী চৌধুরী বলিল, "লম্বকর্ণ আবার শশকজাতীয়মধ্যে হেয়, ইহার মাংসও তত কোমল নহে, ইহা রাজোপহারের অযোগ্য!" দল্লুই অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল। ইতোমধ্যে বুদ্ধু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া শ্রেণীভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমত সময় একদলে তিনটী কৃষ্ণসার বায়ুবেগে তাহাদিগের মধ্য দিয়া ধূলী উড়াইয়া দৌড়িল। চিমাই আপনার ধনুতে একটি তীক্ষ্ণকঙ্কপত্র (৩) নিয়োজন করিয়া যেমন সন্ধান করিবেক, অমনি ধনুর জ্যা ছিঁড়িয়া গেল। একটি বৃথা টঙ্কার হইল ও ছিন্ন কর্মকার্মুকের (৪) আঘাতে তাহার গোধার (৫) ঊর্দ্ধদেশের চর্ম্ম কাটিয়া গেল। কৃষ্ণসার কিন্তু অব্যাহতি পাইল না। পুতার দীর্ঘ শরে বিদ্ধ হইয়া ভূমে উল্টাইয়া পড়িল। বুদ্ধু আর একটীকে ভূমে পাড়িল। কিন্তু লটকা চিমাইয়ের ধনুর্গুণ ছিন্ন দেখিয়া বলিল, "ইহারা অদ্য পরামর্শ করিয়া যাহাতে আমার অমঙ্গল ঘটে এমত ব্যবহার করিতেছে; কৃষ্ণসারের প্রতি প্রথম সন্ধানে জ্যা ভঙ্গ মৃগয়ার অনর্থের মূল। চিমাই! চিমাই!" চিমাই নিকটে গেলে বলিলেন, "তুমি একান্ত এমত অক্ষম হইয়া থাকত ঘরে যাও। এখানে আসিয়া আমার মৃগয়ার হানি করিবার আবশ্যক নাই!" চিমাই কোন উত্তর করিল না, অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিকে বরাশৃঙ্গা ও নীলগাই কয়েকটী দৌড়িয়া গেল শরে ও ভিন্দপালে (৬) ছয়টি ভূমিশায়ী হইল। একটিমাত্র দীর্ঘকায় নীলগাই একটি শর পৃষ্ঠে করিয়া পলাইল। জনৈক অশ্বারোহী দল্লুই শূলহস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এদিকে রাজার নিকট দিয়া একটী মুণ্ডী ও দুইটী পৃষত যেমত দৌড়িয়া যাইবেক, অমনি রাজন্যস্ত শরে ভূমিশায়ী হইল। রাজা এতবলে শরদ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে পৃষতদেহ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র অপর দিকে দেখা যাইতেছিল। একপার্শ্বে কঙ্কপত্র ও অপর পার্শ্বে তীক্ষ্ণাগ্রমাত্র দেখা গেল। ক্রমে বিশালবিষাণ ন্যঙ্কু, মহান্ গবয়, শম্বর, নীলাণ্ড সরোরু, শ্বেতরেখা রাজীব, শৃঙ্গহীন মুণ্ডী, তাম্রবর্ণ হরিণ, ঈষদ্ তাম্রবর্ণ বারাশৃঙ্গা বা কুরঙ্গ দুই চারিটি করিয়া

(১) গিরিনিতম্ব। (২) শশকভেদ। (৩) পক্ষযুক্ত বাণ।
(৪) বাধা ধনু। (৫) হস্তাচ্ছদীত্রাণ। কর্মকার্মুক হইতে ত্যক্ত শর।

আহত হইল। পুং নীলাণ্ড ঋষ্য ও স্ত্রী নীলাণ্ডরোহিতও মারা পড়িল। মধ্যে মধ্যে অসংখ্য কুক্কুট।

লটকা বলিলেন, "চোপদার শ্যেনচিতেরা (১) কোথায়? তাহাদের খেলা দেখাইতে বল। গ্রামাধানে শ্যৈন্যম্পাত (২) হওয়া উচিত; শ্যেনটঙ্কজাতীয় চৌধুরীদিগের শ্যৈন্যম্পাত অত্যন্ত প্রিয় মৃগয়া।" সুমের বলিল, "মহারাজ বুদ্ধুকে ডাকাইতে আদেশ করুন, বুদ্ধুর অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও বলবান শ্যেন ও কপোতারি প্রভৃতি আছে। তাহার শ্যেনকদম্ব (৩) তুল্য মহারাজার প্রতুদ (৪) নাই। হুজুরের আদেশ মাত্রেই বুদ্ধু সানন্দে তাহার শ্যেন কদম্বের গুণ দেখাইবে।"

রাজা বলিলেন, "কেন বুদ্ধু কি দেখিতেছে না, যে আমাকে তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবেক! সে ত একজন প্রধান শ্যেনটঙ্ক ও রাজামাত্যও বটে। এরূপ সাধারণ গ্রামাধানে কেনই বা স্বয়ং উদ্যোগী হইবেক না? রাজকর্মচারীর উচিত, রাজার মনোনীত কর্ম্মে স্বতঃ সর্বদা নিযুক্ত থাকা। আমার আবদারকে (৫) কিছু পানীয় আনিতে বল, আমার অত্যন্ত কণ্ঠশোষ হইতেছে।"

ক্ষণেকে আবদার আসিয়া উপস্থিত হইলে লটকা বলিল "আশামী মাড়ুয়া আন।" আবদার প্রশস্ত বংশের একটা পাত্র আনিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র একটা বংশপাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ আশামী মাড়ুয়া ঢালিয়া রাজার হস্তে দিলে, রাজা একশ্বাসে শোষণ করিয়া ওষ্ঠ চট্‌পট্‌ করিয়া বলিলেন। "আঃ! আশামী মাড়ুয়া প্রাণপ্রদ! জয়ন্তীর কল্যাপালেরা (২) এরূপ গৌল্য প্রস্তুতে অক্ষম। ইহারা একান্ত অকর্মণ্য। আমি আশাম হইতে দক্ষ কল্যাপাল কয়েকজন আনাইয়া জয়ন্তীপুরে বাস করাইব। সুমের বলিল, "মহারাজ আশামী মাড়ুয়া অপেক্ষা বঙ্গের গৌড়ী ও পৌষ্টি অত্যন্ত উপাদেয় সুরা। শুনিয়াছি তাহায় প্রায় তিন ভাগ গৌল্য ও বক্রী তত্রত্য নিম্নদেশজাত সুমিষ্ট ঐক্ষব রস ও ধান্যের নিষ্কাথ থাকে। আমার জনৈক আত্মীয় গতরাত্রিতে কিঞ্চিৎ আমাকে দিয়াছিল। আমি এক পোয়া আনুমানিক পান করিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে ও হিমে পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হইল যে জঠরাগ্নি সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিল! আর সে সুরাপানকালীন সুরা যতদূর গলাধঃকরণ হয় ততদূর যেন তেজে উত্তেজিত হইতে থাকে!"

রাজা বলিলেন, "কোথা দেখি সে কিপ্রকার সুরা?" সুমের একটু অন্তরে যাইয়া আপনার অশ্বস্কন্ধের চর্ম্মের থলি হইতে একটা কাচের বোতল আনিয়া তাহা হইতে আনুমানিক এক ছটাক একটা ক্ষুদ্র বংশ পাত্রে ঢালিয়া মহারাজের সম্মুখে ধরিল। রাজা বলিলেন, "এতটুকুতে কি হইবেক? ইহাতো জিহ্বা ও দন্ত আর্দ্র করিতে নষ্ট হইবেক! আর একটুকু দাও গলাধঃকরণ হউক।"

---

(১) যাহারা শিকরা ইত্যাদি পালন করে। (২) শিকরা দ্বারা শিকার। (৩) শিকরা ইত্যাদির সমূহ। (৪) শিক্‌রী পক্ষী। (৫) যে ভৃত্যের নিকট পানীয় থাকে। (৬) শুড়ী।

সুমের আর একটুকু ঢালিয়া দিলে তাহায় মহারাজ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এত অল্পমাত্রার সুরা আমি কখনপান করি না! এই লও তোমার দ্রব্য তুমিই পান কর!"

সুমের বলিল, "মহারাজ এ অত্যন্ত তীব্র সুরা, ইহার ক্লৈব্যপ্রায় অসহ্য। বার বার আদেশ করিলে অন্যথা করিতে অক্ষম। এই লন।"

প্রায় এক পোয়া সেই সুরা লইয়া রাজা এক শ্বাসে পানের জন্য যেমত শোষণ করিলেন, অমনি এমত বিষম লাগিল, যে হস্ত হইতে বংশপাত্রটি খসিয়া পড়িল। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া বলিলেন, "হাঁ এ অতি উৎকৃষ্ট সুরা বটে। ইহা কে তোমাকে দিল? আমার হৃদয় পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে!" বন্য অসভ্য জাতির যত তীব্র স্বাদই উপাদেয় বোধ হয়। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "সুমের এই সুরা আমার জন্য আনাইয়া দিতে হইবেক।"

সুমের বলিল, "মহারাজ এ অতি সুলভ কার্য্য। সম্প্রতি আপনার শ্যেণকদম্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বহুক্ষণ হইল আর কোন জন্তু উত্থিত হইতেছে না। আদেশ দেন ত চতুষ্পার্শ্বের খিটিদিগকে (১) নিকট আসিতে বলা যায়।"

রাজা বলিলেন, "ক্রমে চক্র সংকীর্ণ করুক, যদি তাহায় কোন জন্তু উত্থিত না হয়, তাহা হইলে বনে আগুণ দেওয়া যাইবেক।"

সুমের রাজার অভিপ্রায় মত আদেশ দিলে খিটীরা ক্রমে চক্র সঙ্কোচ করিতে লাগিল ও মহা সমারোহে মাদল, ঢক্কা ও ঝাঁজ বাজাইলে, এক দল কপিঞ্জল সমুত্থিত হইয়া চিরমঙ্গের কটক হইতে প্রান্তরের দিকে কিচ কিচ শব্দ করিতে করিতে কতক দৌড়িয়া, কতক বা অল্প অল্প পক্ষ হিল্লোলে চলিল। তাহার মধ্যে তিত্তিরী, আশামী লৌহরীতি বর্ণকণ্ঠও ঈষদ্‌শুভ্রবর্ণচঞ্চুপুটধারী কোএরা নামক অপর জাতীয় কপিঞ্জল, লেপচাদিগের হরিৎপৃষ্ঠ কোহেম্পো ও ডাল্‌ফা পর্বতের রক্তকণ্ঠী পোখও যথেষ্ঠ দৌড়িল। রাজা ইঙ্গিত করিবামাত্র জনৈক শ্যেনচিত্ত তাহার চর্ম্মাবৃত বামহস্ত হইতে একটি সুশিক্ষিত শ্যেন ছাড়িয়া দিয়া একটি শিস দিল। শ্যেনটি শিস শুনিবা মাত্র উৰ্দ্ধে উঠিয়া নিমেষমাত্র স্থির হইয়া একটি কুকী পর্বতের বেঙ্গটী জাতীয় তিত্তিরীর উপর ছোঁ মারিয়া যেমন পড়িল, অমনি বেঙ্গটী পক্ষবিস্তারিয়া বক্রগতিতে মৃৎশায়ী হইয়া বসিল। শ্যেন ফিরিয়া দ্বিতীয় বার তাহার পৃষ্ঠদেশ স্বীয় প্রখর নখে বিদ্ধ করিয়া উড়িল ও উড়িতে উড়িতে বেঙ্গটির মস্তকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিয়া তাহার শিরপর্ণ ছিড়িতে লাগিল। বেঙ্গটি কাতরস্বরে টি টি করিতে লাগিল। এদিকে কতকগুলি লওয়া, বটের, মণিপুরী সেইপল ও লেপচা টিমো-কফো প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার নানা রঙ্গের পক্ষি গুড় গুড় করিয়া দৌড়িল। যে যাহাকে পাইল তোমর, করপালিক প্রভৃতি অস্ত্রাঘাতে ও শস্ত্রনিক্ষেপে রাশি রাশি মারিয়া

(১) যাহারা শিকারে পশু তাড়ন করে।

একত্রিত করিতে লাগিল। ক্রমে উলুময়ুর ও ভুতত্তিতর দেখা গেল। লটকা স্বয়ং গুলেল দিয়া উড্ডীন পুং উলুময়ুর একটী ভূমে পাড়িলেন। এমত সময় বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ ঐ একটা দেবতুরুগ যাইতেছে!" রাজা বাঁটুল দিয়া উড্ডীন দেবতুরুগকে লক্ষ্য করিয়া গুলেল ছাড়িলেন। বাঁটুল লাগিবামাত্র দেবতুরুগ তাহার সচক্ষ-পক্ষবিস্তারিয়া ভূমে পড়িল। আহা পক্ষের কি শোভা। প্রায় চার সারি রক্তবর্ণ পয়সার ন্যায় দাগ। পক্ষীটি ভূমে পড়িয়া এমত বেগে দৌড়িতে লাগিল যে তাহাকে অনুসরণ করা এককালে অসম্ভব বোধে অগত্যা ত্যাগ করিতে হইল। ক্ষণেক এইপ্রকার কুক্কুট, কপিঞ্জলাদি পক্ষীর সমুদ্দানের পর আর কিছুই দেখা গেল না। লটকার রিরংসার তৃপ্তি হইল না। লটকা ঘন ঘন অতীব তীব্র কৈবা পানে মত্ত হইয়া গবয়াদি বৃহৎ শিকার না পাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল; যে কেহ দৃষ্টিপথে পড়িল একটা না একটা দোষ উপলক্ষ করিয়া তাহাকে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলে, সকলেই রাজার নিকট ছাড়িয়া দূরে গেল। এমত সময় সুমরাকে দেখিয়া বলিলেন, "সুমড়া তোমার জাল ও ফাঁদ কোথা? তাহায় কি পড়িল?"

সুমরা বলিল, "মহারাজ আমি যথাস্থানে জালাদি নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু তথায় কি হইয়াছে বলিতে পারি না।"

চোপদার জনৈক অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ অদ্য ফাঁদে কিছুই পড়ে নাই।"

লটকা বলিল, "আমার আজ্ঞা কেহই রক্ষা করে না! তুমিও একান্ত অকর্মণ্য। তোমার শাসন আবশ্যক।"

সুমরা বলিল, "মহারাজ, প্রতিনিধি নিযোজন করিয়া তত্ত্ব লউন। এপ্রকার জনতায় কি ফাঁদে কোন ফল দেয়? যেরূপ লোকারণ্য ও বাদ্যাদির ধ্বনি তাহায় এ বনে এখন পাঁচ ছয় মাস আর কিছুই হইবেক না।"

লটকা বলিলেন, "আমি ওসকল ওজর শুনিতে চাহি না। তুই দেখি বুদ্ধুর অনুসরণ করিলি।"

সুমরা বলিল, "মহারাজ আপনার মতিভ্রম হইয়াছে। আপনার কালও নিকট! নতুবা চৌধুরী ও দল্লুই প্রতি এ প্রকার পরুষবাক্য কেহই প্রয়োগ করে নাই। মহারাজের বুদ্ধুর প্রতি সর্বদা সপত্নের ন্যায় দ্বেষপ্রকাশ করা উচিত নহে। বুদ্ধুর মানে আপনার রাজ্যের মান।"

লটকা বলিলেন, "আমি বুদ্ধুর অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া রাজ্য করিব না। জয়ন্তীপুরের দুই সূর্য এককালে উদয় হইতে দিব না। বুদ্ধু কিছু আমার সমকক্ষ নহে"। চোপদারকে বলিলেন, "বুদ্ধুকে আমার সম্মুখীন কর।" চোপদার বুদ্ধুর নিকট যাইয়া দেখে যে বুদ্ধু, শিলা ও পুঁড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান চৌধুরীরা একত্র হইয়া দূরের জঙ্গলে গিয়া শ্যেনম্পাতে ব্যস্ত আছে। তিত্তিরী, কপিঞ্জল, জিরে চেগ্‌গা প্রভৃতি তজ্জাতিসান্নিধা পক্ষিচয় সুশিক্ষিত শ্যেনের সহায়তায় রাশি রাশি ধৃত হইতেছে। এদিকে বুদ্ধুর আদেশে

প্রধান শ্যেনচিত্তকে ডাকান হইল। সেটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, জাতিতে মুসলমান, আবক্ষলম্বিতকৃষ্ণবর্ণশ্মশ্রু, শিরে একটি সরোমমৃগচর্ম্মের টোপী তাহায় ফুসের পালক, উভয় হস্তে আকোণ পর্য্যন্ত চর্ম্মের দস্তানা। আজানুলম্বিত পুস্তীনের (১) অঙ্গরক্ষক বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আবরণ করিয়াছে, নীলবর্ণে রঞ্জিত মোটা ত্রিপুরাবস্ত্রের অষ্টীবৎ পর্যন্ত পাজামা। কটীদেশে সুবিস্তৃত চর্ম্মের কোমরবন্ধ তাহায় চর্ম্মের কোষ। বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত দ্ব্যঙ্গুল বিস্তৃত চর্ম্মের ফিতার উভয় দিকে রূপার বলয় দেওয়া তাহা হইতে রেশমের স্থূল রজ্জু বক্ষে দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি কাষ্ঠদণ্ডের দুই কোণে বাঁধা। পৃষ্ঠদেশেও তাহার প্রতি রূপ। শ্যেনচিত উক্ত দণ্ডচতুষ্টয় মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, দণ্ডচতুষ্টয় তাহার চারি দিকে উল্লিখিত বক্ষ ও পৃষ্ঠরজ্জুতে ঝুলিতেছে। দণ্ডচতুষ্টয়ে চারিটি অবগুণ্ঠিত তীক্ষ্ণ চঞ্চু বক্রনখ ফুস। সেগুলি চঞ্চু হইতে পুচ্ছাগ্রপর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাত দীর্ঘ। পক্ষ বিস্তৃত করিলে পক্ষদ্বাগ্র প্রায় চারি হস্ত চৌড়া। শরীর গোল নিরেট, আর পক্ষের পালক এত দীর্ঘ, লঘুতর পুচ্ছ হইতে লম্বা। সর্বাঙ্গ প্রায় তাম্রধূসর তাহে উজ্জ্বলধূসরে রঞ্জিত। স্কন্ধদেশে শ্বেতবর্ণ। পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতর ধূম্র। পুচ্ছে পাংশু বর্ণ কৃষ্ণরেখা। শিরোভাগ আরক্ত পীত। ফলে সে একপ্রকার দীর্ঘকায় প্রকাণ্ড বলবান বাজ বা শিকরে পক্ষী। টারটারী ও চীনদেশে বিশেষত পশ্চিম রাজ্যে পূর্বতন রাজারা এই পক্ষী সুশিক্ষিত করিয়া মৃগয়া জন্য পালন করিতেন। প্রধান শ্যেমচিত্তের পশ্চাতে প্রায় তদ্রূপ বেশধারী আর বার জন শ্যেনচিত। প্রথম শ্যেনচিত্তের নিকট দুইটী ভৈরব-বাজ তাহার চক্ষে অবগুণ্ঠন নাই। এই পক্ষীকে হিন্দু রাজারা সাচীন বলিয়া ডাকিতেন ও তাহাদিগের মৃগয়ায় অত্যন্ত প্রিয়পক্ষী বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ভৈরব-বাজকে অন্য বাজের ন্যায় শিকাব দেখাইয়া দিতে হয় না। খেদা আরম্ভ হইলে ভৈরব-বাজকে ছাড়িয়া দেয়, ভৈরব-বাজ অত্যন্ত ঊর্দ্ধপ্রদেশে উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, পরে পশু কি শিকারের পক্ষী উত্থিত হইলে উচ্চতর প্রদেশ হইতে তাহার পৃষ্ঠে অমিতবেগে অভ্রান্তদৃষ্টিতে নিপতিত হয় ও বক্রাগ্র বিষম নখে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বৃহৎ পশু হয়ত তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া চলৎ পশুর মাংস কাটিয়া ফেলে ও স্বীয় উদর পূর্ণ করে। জনেকের নিকট চারিটি সাহীবাজ যাহাকে পশ্চিম রাজ্যে কএল বলিয়া জানে। এ জাতীয় বাজ অণ্ডজ বংশের কালান্তক যম। ইহাকে অণ্ডজমাত্রেই ভয় করে। নির্লজ্জ কাক ইহাকে দেখিলে দূর হইতে পথান্তরে যায়। তিত্তিরী ইহাকে ঊর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে দেখিলে জড়সড় হইয়া অভিভূত হয়। রাজহংস ভয়ে ডুব দিতে ভুলিয়া গিয়া ইহার নখাঘাতে নষ্ঠ হয়। সাহীবাজ সুশিক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে ছয়টি ক্ষুদ্র পক্ষি মারিয়া দুই পদে লইয়া শ্যেনচিত্তের নিকট ফিরিয়া আইসে। ইহার লক্ষ্যের উপর পতন এত বেগবান্ যে প্রামাধানে ভূস্থ লক্ষ্য পলায়ন করিলে সাহীবাজ স্বীয় বেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ভূমে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব পায়।

(১) সলোম চর্ম্ম।

জলে হইলে হংসাদি দৈবাৎ পলায়ন করিলে ছোঁ মারিতে গিয়া ডুবিয়া যায়। পক্ষি শিকারের পক্ষে সাহীবাজ তুল্য শ্যেন দেখা যায় না। ইহার মত জবন পক্ষি আর নাই। পক্ষশাস্ত্রমতে এই পক্ষি প্রকৃত শ্যেন। অপর শ্যেনচিত্তের নিকট একটি লগ্গড় বাজ ও তিনটী কর্জ্জলা-বাজ। কাহার নিকট দোরেলী। কাহার দণ্ডে তুরুমতী ও নরজীবাজ। কেহ শিকরা ও রাজদ্বয় শ্যেন কদম্ব লইয়া আসিতেছে। বহুক্ষণ পক্ষীর মৃগয়ায় শ্রান্ত প্রায় হইয়াছে দেখিয়া বুদ্ধু তাহাদিগকে আহার দিতে আদেশ করিল। এমত সময় চোপদার আসিয়া রাজাজ্ঞা অবগত করাইলে বুদ্ধু লটকার নিকট চলিল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধুরীরাও চলিল। পশ্চাতে কয়েক জন শ্যেনচিত ও শ্যেনস্পাতলব্ধ রাশিকৃত পশু পক্ষী। কাহার স্কন্ধে লম্বকর্ণ চতুষ্টয়, কাহার শশক ছয়টা, কেহ একটা কৃষ্ণসার স্কন্ধে লইয়া যাইতেছে ও দুই হস্তে তাহার পদচতুষ্টয় দুই স্কন্ধের উপর দিয়া ধরিয়াছে কৃষ্ণসারের সশৃঙ্গ মুণ্ড পৃষ্ঠদিকে ঝুলিতেছে। কাহার স্কন্ধে তিত্তিরী কপিঞ্জলের মালা। কেহ মনাল, পোখ্, কোহেম্পো প্রভৃতি সুদর্শন কুক্কুট হস্তে লইয়া যাইতেছে। অদূরে দুই জনের স্কন্ধে একটা সরল ডালে একটি প্রকাণ্ড চামরী গবয় ঝুলিতেছে। বাহকেরা ভারবহনে ক্লিন্ন হইতেছে। নিকটস্থ হইলে বুদ্ধুর মৃগয়া-সাফল্য দেখিয়া লটকার হিংসা হইল। বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি ইহারই জন্য আমি মৃগাধানে এমত নিষ্ফল হইলাম। সমস্ত পশু ত তোমরাই মারিয়াছ! এই জন্য কি আমি তোমাকে পূর্বে সন্ধান দিয়া ছিলাম? এরূপ অত্যাচার আমি সহ্য করিব না।"

বুদ্ধু বলিল, "আমাকে কি আদেশ করিবেন করুন। আমরা মৃগয়ায় শ্রান্ত হইয়াছি' রৌদ্রও ক্রমে অসহ্য হইতেছে। অনুমতি পাইলে ত্বরায় স্নানাহার করি। মহারাজের মৃগয়ায় এত নিষ্ফল হইল কেন?"

লটকা বলিলেন, "নিষ্ফলের কারণ তুমি। গ্রামাধানে দুই স্থানে মৃগয়া হইলে যেখানে শ্যেনস্পাত হয় সেইখানেই অধিক পশু আহত হয়। তোমাদিগের সঙ্গে কি শিকারী চিতা ছিল?"

বুদ্ধু বলিল, "আমার দুইটা শিয়াগোষ ও একটা চিতা আর পুড়ার একটা শিযাগোষ-মাত্র ছিল।"

লটকা বলিল, "তোমার শ্যেনকদম্বও প্রচুর।"

বুদ্ধু বলিল, "আমার ফুস লইয়া বিংশতিটি আর আমাদিগের শিলা, পুঁড়া, চিম্বাই ও অপরাপর কয়েক জনায় একুনে প্রায় পঞ্চাশটী শ্যেন। আর আমাদিগের দলে প্রায় দেড় শত কুক্কুরও ছিল।"

লটকা রোষে বলিল, "এ তবে তোমাদিগেরই গ্রামাধান হইয়াছে, আমি তোমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছি! ভাল আগন্তুককে এরূপ নৈরাশ্য করা উচিত হয় নাই। বলি তোমাদিগের কি কিছু বুদ্ধি নাই—আমায় সমীহ করিলে না—এ অত্যন্ত অন্যায়।"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ কেন এ ত কিছুই নহে। গ্রামাধানের নিয়মই এই। যে

যেখানে ইচ্ছা শিকার করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত করিবে। আমরাও রীত্যনুসারে সমস্ত হুজুরে আনিয়াছি।"

লটকা বলিল, "আমি তোমাদিগের উচ্ছিষ্ট লাভের পাত্র নহি। পামরেরা যথেচ্ছাচরণ করিতেছে, আমি অদ্যই শাসন করিব। অদ্য প্রাতঃকালাবধি আমাকে বিধিমতে উদ্বেগ করিয়াছে। বৃদ্ধু, তুই অত্যন্ত নির্লজ্জ তোকে প্রাতে কশাঘাত করিলাম তাহাতেও তোর ঘৃণা হইল না। তুই কাপুরুষ দূর হ—আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হ।"

বৃদ্ধু বলিল, "মহারাজ ক্ষান্ত হউন, উৎকণ্ঠার সময় রাগারাগিতে প্রয়োজন নাই। কোন দোষের জন্য কাহাকে দণ্ড দিতে হইলে নিরপেক্ষ হইয়া শান্তমূর্ত্তিতে বিচার করিলে শাসন যথারীতি প্রবাহিত হয় ও শাসনের ফল দর্শে। রোষ-পরায়ণ হইলে দণ্ডের অৰ্দ্ধেক ফল দেখে।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে লটকা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বীয় কশা লইয়া বৃদ্ধুর তুণ্ডে উপর্য্যুপরি দুই তিন বার আঘাত করিলে বৃদ্ধুর চক্ষু ফুটিয়া শোণিত নির্গত হইল। পার্শ্বে শিলা দাঁড়াইয়াছিল স্বীয় শেল লইয়া লটকার বক্ষস্থলে বেগে মারিল, লটকা শিলার শেলোত্তন দেখিয়া হটিয়া গিয়া স্বীয় শেল উঠাইল। লটকার পার্শ্বস্থ রাজপুরুষেরা কেহ কোন কথা বলিল না। শিলার শেল ব্যর্থ হইয়া ভুমে পড়িল বটে, কিন্তু লটকার শেল শিলার জঙ্ঘা বিদ্ধ করিয়া শিলাকে ভুমে পাড়িল। বৃদ্ধু অন্ধপ্রায় দাঁড়াইয়া আপন চক্ষুদ্বয়ে করতল দিয়া আবরণ করিয়া আছে, শিলা ভুমীস্যাৎ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "নন্দরামকে স্মরণ করিয়া শিবচন্দ্র রাজার নাম লইয়া কেহ প্রকৃত শ্যেনটঙ্ক থাক ত এ দুরাচার লটকাকে যমালয় পাঠাও।"

পুঁড়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "লটকা তোর ভোগ শেষ হইয়াছে, তুই যদ্যপি স্বেচ্ছায় জয়ন্তীসিংহাসন ছাড়িয়া দিশ তবে তোকে প্রানদান করি, নতুবা তোকে শিবচন্দ্রের পথে পাঠাইব!" লটকা পুঁড়ার ক্রুর বাক্য শুনিয়া চমকৃত হইল। চোপদারগণ প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর না করিয়া স্থির হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। লটকা তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া রুষ্ট হইয়া বলিল, "কেহ কি আমার আদেশ গ্রাহ্য কর না? শুনিতেছিস?" চোপদারেরা নিরুত্তর দণ্ডায়মান রহিল। পরে সুমরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "সুমড়া পুঁড়ার মাথা কাটিয়া ফেল।" সুমের কটীস্থ ভোজালী লইয়া অগ্রসর হইলে পুঁড়া বলিল, কিহে আত্মবিচ্ছেদে প্রস্তুত দেখিতেছি, তুমিও কি নরাধমের শাসনে অসন্তুষ্ট নহ"।

সুমড়া বলিল, "পুঁড়া তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। তোরা রাজার সহিত এরূপ কুব্যবহার করিতেছিস, জানিস না যে তোদের সবংশে ধ্বংস হইতে হইবেক।"

ভুচ্ছু বলিল, "আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, এই লও জয়ন্তী রাজ্য নিষ্কণ্টক করি বলিয়া ভোজালি লইয়া লটকাকে আক্রমণ করিল। লটকা স্বীয় শেল ও ফলক লইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে ও স্বরক্ষণে নিযুক্ত হইল। সুমরা প্রভৃতি কতকগুলি নিতান্ত

লটকার আত্মীয় ও বশবর্ত্তী চৌধুরী রাজার পক্ষ হইয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভুচ্চুর দলে বক্রী সমস্ত চৌধুরী ও রাজপুরুষ ও প্রতিহারী ও চোপদারগণ দাঁড়াইল। তুমুল সংগ্রামের উপক্রম হইল। আত্মবিচ্ছেদে—বিশেষত বিদ্রোহবিপ্লবে—যুদ্ধের কোন রীতিই থাকে না, যে যাহা মনে করে, তাহাই করিয়া থাকে। রাজার আয়ত্ত না থাকিলে দেশ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। দলাদলি হওয়ায় ক্ষণেকের জন্য অস্ত্রচালন ক্ষান্ত হইল। লটকা স্বীয় দল অত্যন্ত ক্ষীণবল দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল। "তুমরা চল এখন স্নানের বেলা হইয়াছে। আমরা শিবিরে যাই। পরে বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাসন করিব।" রাজা ও তাহার কয়েকজন অনুগত চৌধুরী ও কর্ম্মচারী শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। বুদ্ধু পুঁড়া প্রভৃতি বিপক্ষ চৌধুরীরা শিলাকে ধরাধরি করিয়া চিরমঙ্গের উপত্যকাস্থ গৃহে চলিয়া গেল। গ্রামকুটেরা এক একদলে বিশপঁচিশজনা একত্রিত হইয়া কয়েকটা শাল সরল ও চামরী বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় লইল ও মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষী যথারীতি বিভক্ত হইলে, স্বীয় স্বীয় দলের অংশ লইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালনপূর্ব্বক কেহ শূলে নিষ্টপ্ত (১) করিয়া, কেহ পরিদহন করিয়া, কেহ কেবল অগ্নির উপর ত্রিকাষ্টিকায় ঝুলাইয়া, কেহ বা লোম ও পক্ষ সহিত জ্বলদঙ্গার-রাশির উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া পাক আরম্ভ করিল, কেহ বা অগ্নিতপ্ত বালুকামধ্যে মাংস প্রোথনে কান্দব (২) করিয়া লইল। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রশস্ত দৃতিপূর্ণ পার্ব্বতীয় সুরা ও গৌল্য বংশপাত্রে ঢালিয়া পান করিতেছে।

এদিকে বুদ্ধুরা উপত্যকাস্থ কতকগুলি বংশের মাচার উপর ঘরের মধ্যে একটি গৃহে প্রবেশ করিল। সেটি বুদ্ধুর ঘর। বুদ্ধুর সহিত সকলে একত্র হইয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় ঘরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়।

জ্বালাকা স্ফুরন্মীনা ভূর্বভৌ সলিলোজ্‌ঝিতা।
ব্যক্তকার্ফ্যা সনক্ষত্রা নির্মেঘেব নভঃস্থলী॥

চট্টগ্রামের দক্ষিণ লবণসমুদ্রের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পার্শ্বে নাভঅন্তরীপের নিকট একটি কণ্ঠাল (৩) অল্পে অল্পে দণ্ডক্ষেপণে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। বারিধিতীর কণ্ঠাল হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পূর্বে আছে বলিয়া মহাসমুদ্রের হিল্লোলমাত্র কণ্ঠালে লাগিতেছে ও প্রতিহিল্লোলে কণ্ঠাল যেন গম্ভীরভাবে মন্দে মন্দে ঘাড় নাড়িতেছে। কণ্ঠালটি সরলস্থূল গর্জন কাষ্ঠের নির্মিত, বৃহৎ ডোঙ্গার আকার। একটি সমগ্র কৃতঅভ্যন্তরদগ্ধ গাছ সূত্রধার ভিতর কুন্দিয়া সুগোল ঠাম করিয়াছে। কণ্ঠালের গুপ্তীতে (৪) মোটা কাটীর

(১) কাবাব। (২) তুন্দুল পক্ব। (৩) কোন্দা ডোঙ্গা। (৪) নৌকার খোল।

মাদুরের উপর জনৈক মগদেশীয় পুঙ্গী বসিয়া আছে—কাষায় বস্ত্রসম্বীত, হস্তে একটি তাল-বৃন্ত, শিরোদেশ মুণ্ডিত—অত্যন্ত বিমর্ষভাবে শূন্যদৃষ্টিতে হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছে। কণ্ঠালের মধ্যার্দ্ধে একটি হোগলার দোচালা, সেইমাত্র রৌদ্র ও শিশিরের আবরণ। কণ্ঠালের পশ্চাৎভাগে কণ্ঠালের ওষ্ঠের উপর বসিয়া কর্ণগ্রাহ (১) কাষ্ঠের লঘু বঁটিয়া দিয়া কর্ণিকের কর্ম্মের সহিত জল পশ্চাৎভাগে টানিতেছে ও কণ্ঠালটি বেগে যেন জলের উপর পিছলাইয়া যাইতেছে। রাত্রি প্রথম প্রহর, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; মাঘমাস—শীতের আমেজ আছে। প্রতিকর্ণাঘাতে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে ও কণ্ঠালের পদবী-রেখা (২) সজ্যোতি দেখাইতেছে। প্রতিবার কর্ণ (৩) তুলিলে কর্ণের পাতায় বিন্দু বিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় পরমাণুসমষ্টি দেখা যাইতেছে। অদ্যই প্রথম মলয়াচল' হইতে মন্দে মন্দে সমীরণ বহিতেছে। আহা! শীতের পর দক্ষিণবায়ু কি সুখসেব্য! স্পর্শমাত্রে ভাবুকের হৃদয় প্রফুল্ল হয়। কর্ণধার নাকীস্বরে দেশীয় কাণুর গীত ধরিয়াছে। যদিচ জাতিতে মগ ও ধর্ম্মে বৌদ্ধ; কিন্তু অনভিজ্ঞ ভারতবর্ষসন্নিকটস্থ অসভ্যদেশ সকলের গ্রামকুটেরা হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপাসনা প্রয়োজনমত বাদ দেয় না। অনেকেই ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এ হিন্দুধর্ম্মের এমত অসীমমোহিনী শক্তি যে ইহাদিগের সহিত কিছুকাল বসবাসে যবন ও মুসলমানমধ্যেও অনেক হিন্দুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বিশেষে আকবরসাহের প্রসাদগুণেও সহিষ্ণুতা বলে হিন্দু মুসলমানের ভেদের তীব্রতা ছিল না। ধনীহিন্দুতে তাজিয়াদি মহম্মদী উৎসব করিত ও মুসলমানেরা হোলীতে আমোদ করিত। কর্ণধার কাণুর গান ধরিল। এদিকে বারিধির অনির্বচনীয় দূরভেদী গম্ভীর নিষাদধ্বনি দশদিক্ পূরিয়াছে, বোধ হয় যেন প্রলয়কালীন ঝড় বহিতেছে; কিন্তু সাগরের বিস্তার এমত স্থির ও শ্লক্ষ্ণ (৪) ও শান্ত ও অক্ষুব্ধ (৫) যে খমণ্ডল ও বারিধি বিস্তার প্রতিমার্ক্ষে (৬) একই আকার ধরিয়াছে। আহা কি মনোরম! অসীম খগোল যেন ভূগোলে মিলিয়াছে। সমুদ্রের মধ্যে কিছুই তরঙ্গ নাই, অতি শান্তভাবে বরুণদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন ও তাহার বিশাল বক্ষদেশ যেন উৎসর্পিত হইতেছে। প্রলোঠন কি সুখজনক! সুমহান্ লবণাব্ধি কি অপরিমিত। চক্রবাল যাহার সীমা, অন্তদর্শনে নয়নযুগল যেন পরাজিত হইয়াছে। একে অন্ধকার, তাহাতে আবার উর্ম্মীটিও নাই, এইখানেই তমসাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; চক্রবালের প্রান্তরে বৃষ্টির শেষে, রত্নাকরের কুলে কেবল মণিনদ প্রবাহিত হইতেছে। সেই থানেই জল সজীব, সেই বোধহয় সপ্রান বরুণদেব। জলের কি আবার প্রাণ আছে? কেনই বা নাই। চক্রবালের মধ্যদেশ জলের উরোভাগ, তীর জলের অন্তঃকায় ও প্রতীকনিকর, কুলের ভঙ্গী ও লহরি জলের চক্ষুচয়। সমুদ্র! তুমি সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সহস্রভুজ! সাগর! তুমি যে প্রবীণ্ তোমাকে শতসহস্র বলিলে

(১) মাজি। (২) পন্থার চিহ্ন। (৩) হাল, বঁটিয়া। (৪) ভদ্র।
(৫) অসম্বৃপ্ত। (৬) জলে খগোলের প্রতিবিম্ব।

ও বলা যায়। তুমি শতশারদ! কেননা তোমার অন্ত নাই ও আদি নাই। যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র সত্য হয়, একসহস্র সাত শত বিন্দু বাষ্পে একবিন্দু জল জন্মে; যাদসাম্পতি। কত অনন্ত বিন্দুবাষ্পময় তোমার এ মহান্ শরীর! সমুদ্র তুমি দুষ্প্রমেয়! তোমার ত্রসরেণুর সংখ্যা যেমত অগণনীয় তোমার স্থৌল্যও তেমন অপরিমিত। মন তোমার বিস্তারের দৈর্ঘ্যকে এককালে আলিঙ্গন করিতে অক্ষম। পয়োনিধি! তোমারই সম্বন্ধে অপারগ শব্দ যোগ্য হয়। লবণার্ণবের বিস্তার যেমত অক্ষুব্ধ তাহার আকাশও তেমনি নিঃশব্দ। নিঃশলাক সাগরাকাশে শব্দমধ্যে কর্ণধারের গানও এক একটি মীরময়নার টিটি ধ্বনি। নিষাদ গম্ভীর সাগরকল্লোলে দিঙ্মুখপূর্ণ হওয়ায় যেন সেইটি সাগরের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থা; কেবল মধ্যে মধ্যে মীরময়নার শব্দ। সামুদ্রিকগন্ধে চতুর্দিক পূর্ণ, স্বাস্থ্যকর ও নিত্য নবীনাবস্থ (১) ও প্রিয়সেব্য। যত আঘ্রাণ করা যায়, ততই স্ফূর্তি বৃদ্ধিকে পায়। সাগরের বিস্তার আজি (২) দূরের চক্রবালের প্রান্তরে নিম্নগ হইয়া পৃথ্বীর কোণাভাবত্ব সমর্থন করিতেছে। ক্রমে বরুণধূপসমুত্থিত (৩) হইল। ক্রমে তুলরাশি খমণ্ডলে বহিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল, ক্রমে দিগষ্টক এত বাষ্পে পূর্ণ হইল যে নক্ষত্রচয় অদৃশ্য হইল, দূরদৃষ্টি বোধ হইল। ক্রমে কণ্ঠালের এক ওষ্ঠ হইতে অপরোষ্ঠের লোক দেখা দুষ্কর হইল।

কণ্ঠালে কর্ণধার লইয়া ছয়জন দণ্ডধারক। তাহার মধ্যে চারিজনে দণ্ডক্ষেপণ করিতেছে ও একজন একটি মৃৎচুল্লীর উপর লঘু কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিতেছে। একটা সরাবাকার মৃৎপাত্রে একরাশি মূলকখণ্ড ও অপর মৃৎপাত্রে কতকগুলি লঙ্কা ও হরিদ্রা ও পলাণ্ডু পেষা আছে, নিকটস্থ কাষ্ঠদ্রোণীতে রাশীকৃত লটীয়া মৎস্য, দেখিতে যেন কাচের তসরগুলি পড়িয়া আছে। ফলে লটীয়া মৎস্য এমত স্বচ্ছ যে দূর হইতে কাচময় লেঠা মৎস্য বোধহয়। তত্রত্য মুষলমান মহলে অত্যন্ত প্রিয় ও শুষ্কাবস্থায় অপর শুষ্কমৎস্যাপেক্ষা বহুমূল্য। পুঙ্গী কতকক্ষণ নিঃশব্দে শূন্যদৃষ্টিতে থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "নাভঅন্তরীপ কতদূর?"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয় টেকনাফ ছাড়াইলাম বামে রহিল। এখন যক্ষরাজার অধিকারে আসিয়াছি। বামে যক্ষরাজ্য।"

পুঙ্গী বলিল, "অদ্য রাত্রিতে কি মৎস্যদহে থাকিবে, না লৌহদ্বার পর্যন্ত আমাকে লইয়া যাইবে? লৌহদ্বারে না একটি প্রকাণ্ড কায়োক আছে, সেখানে অনেক পুঙ্গী থাকে ও অতিথিসেবাও হইয়া থাকে?"

কর্ণধার বলিল, "টেকনাফের দক্ষিণ দিয়া মঙ্গদোতে নামাইয়া দিলে আপনি শুষ্কপথে যাইতে পারিবেন। মঙ্গদোতে হাস্তিও পাওয়া যায়, আপনার গমন সুলভ হইবেক; নতুবা লোয়াদারা পর্য্যন্ত এই কোঁদায় যাইতে কল্য সমস্ত দিন লাগিবেক। আপনার যেমত অভিরুচি।"

(১) নিত্য নূতন করে। (২) সমতল। (৩) কুয়াসা।

পুঙ্গী বলিল, "আমাকে তবে মৎস্যদহের পথে নামাইয়া দাও। সেই সম্ভেদ (১) তীরে একটা বড় কায়োক আছে না?"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয় খাড়ীর তীরের সে কায়োকটি আজ মাসাবধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেটি সেখামকার বড় কায়োক ছিল। এখন তাহার উত্তরে প্রায় একপোয়া অন্তরে টীলার উপর ছোট কায়োকে অতিথিসেবা হয়। আপনি কি এ পথে কখন আসেন নাই? ইহার নাম যুমার টীলা।"

পুঙ্গী বলিল, "আমি নৌযানেই যাতায়াত করিয়া থাকি। এ অঞ্চলে প্রায় আসি না, এখানকার সমাচার বিশেষ অবগত নহি। লৌহদ্বার কখন পার হই নাই, তাহার পূর্ব-পাহাড় পর্যন্তই আমার গমনাগমন ছিল।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, মহামন্নি ক্যোয়াঙ্গ দেখিয়াছেন? শুনিতে পাই আমাদিগের রাজা নাকি তাহার পাশে এই নূতন ক্যোয়াঙ্গ প্রস্তুতে অনেক ব্যয় করিয়াছেন ও তথায় ভিক্ষুণী ও স্ত্রীযোগীদিগের রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সিংহল হইতে যে একজন স্ত্রীপুঙ্গী আসিয়াছেন, তাহারই অনুরোধে ফ্রারনামে এই কায়োক নির্মিত হইয়াছে।"

পুঙ্গী বলিল, "হাঁ! শুখমপ্রান্তরে উত্তরমথুরায় মহমুনি ক্যোয়াঙ্গের কথা বলিতেছে? কেন সেখানে ত বহুকালাবধি ভিক্ষুণী ও স্ত্রীযোগীদিগের থাকিবার স্থান ছিল।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, তাহা ছিল বটে, কিন্তু অয়ুনচ্ছিব পলায়নের পর, মহারাজ তাঁহার ও আন্নাপোয়ামের অনুসন্ধানে অনেক ফৌজ পাঠান ও পরে হুকুঙ্গ প্রান্তরের কোন ক্যোয়াঙ্গে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন শুনিয়া হুকুঙ্গপ্রান্তরের উত্তরমত্তুয়াপর্যন্ত সমস্ত কায়োক ও ক্যোয়াঙ্গ জ্বালাইয়া দিবার অনুমতি দেন। তাহাতে সমস্ত ক্যোয়াঙ্গ জ্বালান হয়। কেবল মহামন্নি কেয়াঙ্গে অগ্নি দিলে তাহায় অগ্নি লাগিল না বলিয়া সেইটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ স্ত্রীপুঙ্গীর পরামর্শে তাহারই নিকট বহুব্যয়ে এ নূতন ক্যোয়াঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছেন।"

যে দণ্ডধারকটি পাক করিতেছিল, বলিল, "মহাশয়, মহামন্নি মঠে নাকি ফ্রার একটি দন্ত আছে ও সেই জন্যই তাহাতে অগ্নি দিলেও তাহা জ্বলে নাই। আমি শুনিয়াছি যে ক্যোয়াঙ্গে রাজার ভ্রাতা আন্নাপোয়াম ও তাহার ভগ্নী অয়ুনচ্ছি ছিলেন, সে কেয়াঙ্গে অগ্নি লাগানে তাঁহারা দুইজনে পুড়িয়া মরেন; কিন্তু সে ক্যোয়াঙ্গের কোন পুঙ্গীর অঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করে নাই ও যে সোণার ছত্র ছিল তাহার রেশমের দশাপর্যন্ত জ্বলে নাই। সমস্ত ক্যোয়াঙ্গ ভস্মাবশেষ হইল, কিন্তু অগ্নি নির্বাণ হইলে সকলে দেখিল যে পুঙ্গীরা ধ্যানে বসিয়া আছেন ও সম্মুখে সোণারছত্র রেসমের দশা ঝুলিতেছে। মহাশয়, সেই ক্যোয়াঙ্গে যে ফ্রার দাঁত ছিল সেই দাঁত মহামন্নি ক্যোয়াঙ্গে আনা হয়।"

(১) নদীসমুদ্র সঙ্গম।

পুঙ্গী বলিল, "আমি অনেক দিন এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, এখানকার কোন সমাচার জানি না। শুনিয়াছি মহামুনি মঠ অত্যন্ত পুণ্যভূমীর মন্দির। উত্তরমথুরা মহারাজা সগর সংস্থাপন করেন। তাঁহারই স্থাপিত উত্তরমথুরা আর উত্তরমধুপুর নগরদ্বয়।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয় উত্তরমধুপুরের সিংহাসনে বসিয়া থগয় রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ উবগগয়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পীড়ন করায় কেঙ্গথ রাজার আশ্রয় লইয়াছিল ও পরে তাহার সাহায্যে উত্তরমথুরাপুরে অভিষিক্ত হয় ও সেই পর্যন্ত রাজার ভ্রাতা পলায়ন করিলে, উত্তরমথুরাতে আশ্রয় লইত।"

পুঙ্গী বলিল, "উত্তরমধুপুরের রাজা তাহার কনিষ্ঠের প্রতি হিংসা করিয়া তাহার জীবন নষ্টের চেষ্টা করায়, উপসগর কংসরাজার আশ্রয় লইয়াছিল বটে, কিন্তু সে রামাবতী নগরীতে পলায়ন করে। পরে যক্ষপুরে আসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ সগরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যক্ষপুরে কিছুকাল রাজ্য করিবার পর উত্তরমথুরা স্থাপন করে।"

কর্ণধার বলিল, "বৃদ্ধ গৌতমের সময় অম্মাবতী ও উত্তরমথুরা বৃদ্ধ গৌতমের আদেশে নটেরা নির্মাণ করিয়াছিল।"

পুঙ্গী বলিল, "হাঁ রমাবতীনগরী বৃদ্ধ গৌতমের সমক্ষের বটে, কিন্তু উত্তরমথুরা নটের সহায়তায় উপসগর কেবল রঞ্জিত করেন, কিন্তু সগর রাজার স্থাপিত মহামুনি মঠের স্বর্ণচক্র বহুকালাবধি ছিল।" এমত সময় একদল ক্ষুদ্র পক্ষী নক্ষত্রবেগে যেন সমুদ্রের জল স্পর্শ করিয়া কণ্ঠালের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল ও তাহার মধ্যে একটি কণ্ঠালের অগ্রোষ্টে বেগে আঘাত পাইয়া জলে পড়িল। অগ্রস্থ দণ্ডধাবক হেঁট হইয়া জল হইতে তাহাকে তুলিল। ক্ষুদ্র পক্ষী স্বীয় বেগাঘাতে অচেতন হইয়াছে। দণ্ডধাবক পক্ষীটি লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া অন্ধকারে স্থির করিতে না পারিয়া চুল্লীর আলোকে পক্ষীটি আনিয়া দেখিয়াই বলিল, "এ যে গাংচটা, রাত্রিতে গাংচটা উড়িলে ঝড় হইয়া থাকে।"

কর্ণধার বলিল, "গাংচটা! দেখি" বলিয়া অগ্রসর হইয়া পক্ষীটি হস্তে লইয়া বলিল, "না এ গাংচটা নহে, এ একজাতি তেহারী, ইহারা রাত্রি কালে জলের জ্যোতির্ময় পোকা খাইতে আসে। ইহার ঠোঁঠ গাংচোরা হইতে সরু আর গাংচটা হইতে আরও সরল।"

পুঙ্গী বলিল, "আর কতদূর আছে—ঐ আলোক দেখা যায় না?"

কর্ণধার বলিল, মহাশয় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ঐ, ঘাটে কৈবর্তের ডিঙ্গি দেখা যায়।"

কণ্ঠাল ক্রমে তীরের নিকটস্থ হইলে পুঙ্গী ডিঙ্গির লোককে বলিল, "কেমন হে কি মাছ পাইলে?"

ডিঙ্গির কৈবর্ত বলিল, "আমরা মাছ ধরি না। আমরা মীবপাট্টা তুলিতেছি।"

পুঙ্গী বলিল, "রাত্রিতে কেন? দিনে তোলা ত সহজ হয়।"

কৈবর্ত বলিল, "কেও; পুঙ্গী যে! মহাশয় অবধান করি। দিনে মীরপাট্টা ভাল দেখা যায় না। তাহার উপর যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট লিপ্ত থাকে, সেইগুলি রাত্রিতে

জ্বলে ; আর জলের উপর হইতে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া জাল ফেলিলেই পাট্রাজালে জড়াইয়া উঠিয়া আসে।

পুঙ্গী বলিল, "এখানকার কোন ক্যেয়াঙ্গে অতিথিসেবার পারিপাট্য আছে?"

কৈবর্ত বলিল, "মহামুনি ক্যেয়াঙ্গে সর্বাপেক্ষা অতিথির যত্ন হয় ও তাহারই জন্য তথায় অনেক লোক সমাগম হয়। আমরা উক্ত ক্যেয়াঙ্গের ব্যবহারের জন্য মীরপাট্টা যোগাইয়া উঠিতে পারি না। নিরামিষভোজী পুঙ্গীও অতিথির জন্য মীরপাট্টাতুল্য বলকারক সুখাদ্য ও গুণকর অন্য কোন খাদ্য নাই। অদ্য সেই ক্যেয়াঙ্গে সায়ংকালে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুনিতে পাইলাম, জনৈক রাজপুরুষ অশ্বারোহণে সোণারগ্রাম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। কেবল তাহার জন্য অদ্য আমাদিগের উপর মৎস্যাদি ধরিবার আদেশ হইয়াছে। আমি ত্বরায় যাইব, কিন্তু অদ্য প্রায় তিনমাস পরে জাল ফেলিলাম এখনও একটি মৎস্য তুলিতে পারিলাম না। রাজপুরুষের জন্য বিশেষ করিয়া লটীয়া মৎস্য প্রয়োজন; সে দেশের লোক লটীয়া চক্ষেও দেখে নাই। ক্যেয়াঙ্গের দারগা বলিলেন যে বড় বড় লটীয়া আনিতে চাহ। তাহা আমি রাত্রিকালে কি প্রকারে পাই?"

পুঙ্গী বলিল, "তুমি কি রাজপুরুষকে দেখিয়াছ? সে কি প্রকার লোক, কি জাতি?"

কৈবর্ত বলিল, "মহাশয় সে মগ নহে, অনুমানে বোধ হয় বাঙ্গালার হিন্দু। সে ব্যক্তি এত বেগে আসিয়াছে যে ক্যেয়াঙ্গে দাঁড়াইবামাত্র তাহার অশ্ব তাহার নীচে যে পড়িল অমনি প্রাণত্যাগ করিল। ফেণে অশ্বের সর্বাঙ্গ শুভ্রীকৃত। শুনিলাম অশ্বটি চট্টগ্রামের কোন মহাজনের,—রাজপুরুষকে দ্রুতগমন জন্য ব্যবহার করিতে অদ্য দিয়াছিল। ঐ রাজপুরুষ চল্লিশটি ঘোড়া বদল করিয়া আসিয়াছে ও তাহার মধ্যে কেবল দুইটি ঘোড়া জীবিত আছে। অত দ্রুত গমনে, বিশেষত দূর ধাবমান হইলে লৌহের অশ্ব বাঁচে না।" এই কথা হইতে হইতে কষ্ঠাল ও ডোঙ্গা উভয়ই তীরে আসিয়া পৌঁছিল। কষ্ঠালের কর্ণধারের অনুমতিতে জনৈক দণ্ডধারক ব্যস্ত হইয়া জলে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া কষ্ঠালের অগ্রোষ্ঠস্থরজ্জু ধরিয়া কষ্ঠালের তীরগমন বেগ সম্বরণ করিল। কষ্ঠালে তল তীরস্থ স্থূল বালুচয়ে ঠেকিল, করকর শব্দে ঘর্ষণ হইলে পুঙ্গী কষ্ঠালের গুপ্তীতে দাঁড়াইল। এদিকে ডোঙ্গার কৈবর্ত তীরের নিকট আসিয়া লগী দিয়া ডোঙ্গা স্থির করিয়া, ডোঙ্গা হইতে চারি পাঁচ বোঝা মীরপাট্টা ক্রমে মাথায় করিয়া তীরের শুষ্কস্থানে রাখিল। পরে ডোঙ্গা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দূরের কীলকে বাঁধিয়া বোঝা লইয়া চলিয়া গেল। পুঙ্গী ক্ষণেককাল স্থির হইয়া থাকিয়া কষ্ঠালের কর্ণধারকে বলিল, "মহামুনি ক্যেয়াঙ্গ এখান হইতে কতদূর? সেথা যাইবার পথে আর কোন ক্যেয়াঙ্গ আছে কি?"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, মহামুনি ক্যেয়াঙ্গ এখান হইতে প্রায় একপোয়া পথ। পথে ছোট ছোট আর দুইটি ক্যেয়াঙ্গ আছে, তথায় অতিথিসৎকারও হইয়া থাকে।" পুঙ্গী অতি কষ্টে কষ্ঠাল হইতে দণ্ডধারকের সহায়তায় অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় যষ্টীর উপর ভরদিয়া

তীর হইতে ক্রমে কাচ্ছারে উঠিতে লাগিল। কিন্তু চড়িতে উঠিতে অনেক বিলম্ব হইল ও অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইল। পরে সমতলে পৌঁছিয়া একবার এদিক ওদিক দেখিল, পথ ধরিয়া উত্তরাভিমুখ হইল। ক্ষণেকে পথের বামে একটি নিশ্চিহ্ন ক্যোয়াঙ্গ দেখিয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কোন শব্দাদি না পাওয়ায় অগ্রে তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারেই কাষ্ঠনির্মিত সোপানচয়। সোপানের পর কাষ্ঠের স্তম্ভের উপর কাষ্ঠফলকে নির্মিত বিহার. তাহার দ্বার খোলা থাকায় ভিতরের পিত্তলের শৃঙ্খলে লম্বমান অল্প জ্যোতিদীপ দেখিতে পাইল ও দীপালোকে তত্রত্য দুইজন পুঙ্গীকে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া সাহসে গৃহে প্রবেশ করিয়া "অতিথি; অত্রাধিষ্ঠানের আশা করি" বলিলে আসীন বৃদ্ধ পুঙ্গীটি উঠিয়া ব্যস্তে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিয়া বলিল "আমাদিগের জনশূন্য ক্যোয়াঙ্গে মহাশয়ের তুল্য পুণ্যশীল লোকের শুভাগমনে আমরা চরিতার্থ হইলাম। আমাদিগের আয় অল্প, এ গ্রাম দীনকৈবর্ত্তে পূর্ণ; দ্রব্যাদির অভাব, আমাদিগের ভক্তি ও সুশ্রূষায় পুরণ করিতে আশা করি। মহাশয়ের যাত্রামঙ্গল বলুন। আপনার নাম কি?"

নবাগত পুঙ্গী আমাদিগের অনুপরাম, একটু চিন্তিয়া বলিল "আমার নাম লাবা। মহাশয়ের নাম কি? আর এই যুবাধার্ম্মিকেরই বা নাম কি?"

বৃদ্ধ পুঙ্গী বলিল, "আমি এই ক্যোয়াঙ্গের অর্হত, আমার নাম কম্পাই, এই যুবা আমার জনৈক শিষ্য, ইটি এক্ষণে দেওথ বলিয়া পরিচিত। মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন? পথে কোন কষ্ট হয় নাই?"

অনুপরাম বলিল, "আমি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় পরিক্রম করিতে গিয়াছিলাম। বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়াছি, পথে একখদে নিপতিত হওয়ায় বিশেষ ব্যথা পাইয়া কষ্ট পাইতেছি, চলৎশক্তির হানি হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত দিবস অনাহার।"

কম্পাই বলিল, "সমস্ত দিন অনাহার থাকিলে রাত্রিতে আহার করিতে পারে, এমন আদেশ গৌতমের ছিল। দেওথ, দেখ আমাদিগের অতিথিসৎকারোপযোগী কি আছে।" দেবব্রত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে এক তুম্বী জল আনিয়া বলিল, "মহাশয় পাদ্য।" একটি দরিয়াই নারিকেলের কমণ্ডলু করিয়া স্বচ্ছ ঈষৎ হরিৎ বর্ণের নিষ্কাথ বরফী কতকগুলি রাখিল ও অপর একটি ক্ষুদ্র তুম্বী করিয়া পানীয় জলও আনিল। অনুপরাম উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরের কাষ্ঠফলকস্থ একটা ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তুম্বীর জলে হস্তপদাদি ধৌত করিল ও স্নিগ্ধ হইলে কম্পাই পুঙ্গীর নিকট আসিয়া বসিল; দেবব্রত বলিল "মহাশয় এই ভক্ষ্য ও এই পানীয়, অনুগ্রহে প্রতিগ্রহণ ও জীবরক্ষা করুন।" অনুপরাম কমণ্ডলুর বরফী খাইয়া বলিল "আহা! অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। এ নিষ্কাথ কি আপনাদের ক্যোয়াঙ্গে প্রস্তুত করিয়াছেন, না এ অপর কোথাও হইতে পাইয়া থাকেন?"

কম্পাই বলিল, "এ আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি। ক্যোয়াঙ্গের জন্ম অত্রত্য কৈবর্ত্তের নিকট হইতে মাসে মাসে এক বোঝা কবিয়া পাইয়া থাকি। ক্যোয়াঙ্গ প্রতিষ্ঠানা-

বধি এটি আমাদিগের ক্যোয়াঙ্গরক্ষণের প্রাপ্য ; মাসে মাসে একবোঝা মীরপাট্টা, দশমাপ চাউল ও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া থাকি, তাহাতেই আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। আমরা অল্পপ্রাণী জীব।"

অনুপরাম বলিল, "এখানে কি সর্বদা অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয়?"

কম্পাই বলিল, "মৎস্যদহ লৌহদ্বার যাইবার প্রধান পথ। যাহারা পদব্রজে যাতায়াত করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রহর দুই প্রহরের জন্য এখানে বিশ্রাম করিয়া যায়। অদ্য দুই দিন হইতে কিছু অতিথির আগমন অধিক। অদ্য অনেককাল হইল দুইজন ফিরিঙ্গী সনদ্বীপ হইতে আসিয়াছিল। তাহারা যক্ষপুরে যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বোধ হইল।" পুঙ্গীবেশধারী সনদ্বীপের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল," তাহারা কতক্ষণ এস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে? আমার তাহাদিগের সহিত প্রয়োজন আছে, কোথা যাইলে তাহাদিগকে পাইব?"

কম্পাই বলিল, "তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না। তাহারা যক্ষপুরে যাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে ; এমত কি পথের নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখানতেও তাহারা এ ক্যোয়াঙ্গের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বিরত হইল না। তাহাদিগের মুখে শুনিলাম, দিল্লীর মোগল গেডিজ দখল করিয়াছে ও আমাদিগের রাজার ভ্রাতা গেডিজে মারা পড়িয়াছে। আহা তাহার তুল্য হতভাগ্য লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। সে ব্যক্তি স্বীয় অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে বিদেশে প্রাণ হারাইল। বিধাতা তাহার উপর বাম। কোথা রাজভ্রাতা, রাজার তুল্যই সুখে ও মানে থাকিত, এমত কি হয় ত রাজার অপেক্ষাও দেশের লোকের নিকট প্রিয় হইতে পারিত। আমাদিগের রাজা ত এখন বিষয়াদি কিছুই দেখেন না। অনুপরাম থাকিলে সমস্ত কর্মের ভার তাহারই উপর পড়িত, কিন্তু অবোধ অকালে বিদ্রোহী হইল। এখনও ক্রমে সকলেই তাহার জন্য অনুতাপ করে।"

দেবব্রত বলিল, "এখন অনেক আমীর ওমরাও বর্তমান রাজার অত্যাচারে চিন্তিত হইয়াছে। সেদিন আমাদিগের লোহাদারায় প্রধান পুঙ্গী, রাজার উদ্বেগে ব্যস্ত হইয়া স্বীয় ক্যোয়াঙ্গ ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিংহলের স্ত্রীযোগীর আগমনাবধি স্ত্রীযোগীদিগের প্রতিপত্তি হইয়াছে ; এখনআর পূর্বের ন্যায় পুঙ্গীর মান্য নাই। শুনিতে পাই রাজা স্ত্রীযোগী লইয়াই থাকেন। এ রাজার নিকট বিদেশী লোকের মান আছে, স্বদেশীয় মগপুঙ্গীকে রাজা ঘৃণা করেন।"

কম্পাই বলিল, "লাবা ভায়ার কোন গ্রামে বাস?"

লাবা নামধের অনুপরাম বলিল, "আমার আদিম বাস রুক্মনগরীতে, পরে তথা হইতে রাজধানী যেকোম নগরীতে পরিবর্তিত হইলে আমরাও যক্ষপুরে বাস করি। আমি আজ স্বল্পদিন যাবৎ রাজধানী ছাড়িয়া পশ্চিম রাজ্য গিয়াছিলাম। আমার যাত্রাকালে রাজার ভ্রাতা অনুপরামের সহিত রাজার বিপরীত ব্যবহার ছিল। রাজার পীড়নে অনুপরাম

যেকোম ত্যাগ করিয়া পুবাত্ত রাজধানী রুক্ষনগরীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তথায় তাহার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সমাচার মাত্র শুনিয়া আমি যক্ষপুর হইতে চলিয়া যাই।"

কম্পাই বলিল, "অনুপরাম তাহার ভগ্নী অরুন্ধতির অর্থ সহায়তায় কতকগুলি সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে রাজশাসন অবহেলা করিয়া রুক্ষপুরের রাজকোষ আক্রমণ করে। পরে যক্ষপুর হইতে সমৃত সেনা যাইয়া তাহাকে সে নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজ-শাসন পুনর্বার সংস্থাপন করে। অনুপরাম তাহার ভগ্নীকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে ইতোমধ্যে মহারাজার আদেশানুসারে তাঁহার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে লোক পাঠান হয়। অনুপরামের মুণ্ডের মূল্য নির্দেশ হইল। অনেকেই অর্থলোভে অনুপরামকে নষ্ট করিতে যত্নবান হইল। অনুপরাম প্রাণভয়ে ব্রুমপর্বতে কিছুদিন থাকিয়া পরে কুলাদান নদীতে ধীবরবেশে কতদিন অতিবাহিত করিল সেখানেও অনুসৃত হইল। অবশেষে ছদ্মবেশে প্রাণরক্ষা সংশয় হওয়ায় উত্তরমথুরাপুরের ক্যোয়াঙ্গে ধর্ম আশ্রয় লইল। তথাকার প্রধান প্রধান পুঙ্গী রাজার উপর অসন্তুষ্ট থাকায় অনুপরামকে আশ্রয় দিল ও যথেষ্ট সাহস দিল। রাজা পুঙ্গীকে আদেশিলেও পুঙ্গী আতিথ্য রীতির ছলে রাজাজ্ঞা অবমাননা করিলেন ও বলিলেন যে অনুপরাম ভিক্ষুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনুপরাম সন্ন্যাস আশ্রয় করিল। থেঙ্গকান প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য ধারণ করিল। রাজা সিংহলদেশীয় স্ত্রীপুঙ্গীকে এবিষয়ের কর্তব্যতাকর্তব্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ঐশ্বর্যের নাম গণনা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়া অবশেষে ব্যবস্থা দিলেন যে প্রকৃত অষ্ট ঐশ্বর্য না থাকিলে ভিক্ষু অবধ্য হয় না, অতএব ক্যোয়াঙ্গ হইতে বলপূর্বক তাহাকে ধরিয়া আনিবার আবশ্যক নাই; যে ক্যোয়াঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে তাহায় অগ্নি নিযোজন কর। রাজপুরুষেরা এই অনুমতি পাইবামাত্র উত্তরমথুরার সমস্ত ক্যোয়াঙ্গে অগ্নি দ্যায়। মহামুনি ক্যোয়াঙ্গে অনুপরাম ও অরুন্ধতী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই কথা দেশে প্রচার হইলে সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিল ও অদ্যা-বধি অনেকে সেই অত্যাচারের জন্য রাজার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট আছে। পুঙ্গীমাত্রেই ত এককালে খড়্গহস্ত; তবে অস্ত্রধারণ তাহাদিগের ধর্ম নহে বলিয়া কিছুই প্রতিকার করে নাই।"

দেবব্রত বলিল, "গুরুজি, সিংহলের মতে অষ্ট ঐশ্বর্য কি কি? আমাদিগের মতে কাষায় উত্তরীয়, কাষায় পরিধেয়, কাষায় তৃতীয়বস্ত্র, দামন্, কমণ্ডলু, ক্ষুরপ্র, মৃৎসরাব ও সূচিকা এই অষ্ট ঐশ্বর্য পুঙ্গীমাত্রেরই অবশ্য বাহ্য। সিংহলমতে এ কি অষ্ট ঐশ্বর্য নহে?"

কম্পাই বলিল, "পিঙ্গলশাস্ত্রে থেঙ্গকান বা অঙ্গাধান অর্থাৎ কাষায় পরিধেয় বহির্বাস প্রথম ঐশ্বর্য, থেঙ্গবহন বা অঙ্গবহন অর্থাৎ অন্তর্বাস দ্বিতীয় ঐশ্বর্য, থাকোট অর্থাৎ কাষায় উত্তরীয় তৃতীয় ঐশ্বর্য, খবন্ বাদামন্ অর্থাৎ পট্টের কটীস্থ অন্তর্বাস ধারক ডোর চতুর্থ ঐশ্বর্য, থারোইঙ্গ বা কমণ্ডলু পঞ্চম ঐশ্বর্য, থেঙ্গডন অর্থাৎ ক্ষুর ষষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, থেঙ্গবিত অর্থাৎ অন্নের মৃৎপাত্র সপ্তম ঐশ্বর্য ও সূচিকা কন্যেট্ অর্থাৎ লিখিবার লৌহময় লেখনী অষ্টম ঐশ্বর্য।"

লাবা বলিল, "মহাশয়, আমি শুনিয়াছি অনুপরাম জীবিত আছে; সে যদ্যপি এক্ষণে এদেশে উপস্থিত হয় ও স্বীয় পৈতৃক আসন পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্গীদিগের সহায়তা পাইতে পারে কি না? আপনার ইহাতে কিপ্রকার অনুমান?"

কম্পাই বলিল, "আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা জানিতাম অনুপরাম ক্যোয়াঙ্গদাহে মরিয়াছে। আবার অদ্য ফিরিঙ্গীর মুখে শুনিলাম যে, সে জীবিত ছিল, সম্প্রতি গেডিজে মোগলসৈন্য হস্তে সম্মুখযুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে। আবার আপনি বলিতেছেন যে, সে জীবিত আছে! যাহাহউক, আপাততঃ বর্ত্তমান রাজা যেরূপ ধর্ম্মদ্বেষী, তাহাতে অনুমান করি অনুপরাম নিতান্ত অপ্রিয় হইবেক না। মহাশয়, অনুপরামের সন্ধান কোথা পাইলেন? আমার বিশেষ অবগত হইতে কৌতুক জন্মিতেছে। আমার উৎসাহ উদ্রেক হইল। তাহার ভগ্নী অরুন্ধতী কোথায়? তিনি আমার মন্ত্রশিষ্য। অরুন্ধতীর পিতার রাজ্যে আমি যক্ষপুরে বাস করিতাম। পুরাতন প্রথানুসারে অরুন্ধতির সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ত্তমান রাজার বিবাহ দিবেন মনন করিয়াছিলেন। যদিচ প্রত্নকালে এ ধর্ম্মসঙ্গত প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইদানীন্তন লোকের চক্ষে এই মন্ত্রণাটি একান্ত অসঙ্গত বোধ হইল। সচিব ও মন্ত্রীবর্গে এবিষয়ের মতভেদ রাজার কর্ণে উঠিল। রাজা কথকটা চিন্তিত হইলেন। কন্যাপাত্রের বয়োধিক্যে, সৌভ্রাত্রহেতুক মিথুনসৌহ্রাদ্যের ব্যাঘাত শঙ্কায়, অরুন্ধতীর শৈশবাবস্থাতেই তাহার জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাহ কল্পনা করিলেন। বিবাহের আয়োজনও হইল। অভাগিনীর ললাট মন্দ; রাজার স্ত্রীবিয়োগ হইল; মহিষী অরুন্ধতীকে ছয়মাসের শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজা মনস্তাপ পাইলেন। কল্পিত বিবাহ স্থগিত হইল; উৎসাহভঙ্গ হইল। শিশুর পালনের চিন্তা বলবতী হইল। চতুর্থবর্ষাবধি তাঁহার ভগিনী স্বীয়া ভ্রাতৃকন্যাকে স্তন্যপানে লালন করেন, পরে আমি অরুন্ধতীর লালনপালনের ভার রাজাদেশে গ্রহণ করিলাম। দুই বৎসর যাবৎ যক্ষপুরে থাকি, পরে রাজাজ্ঞায় রুমপর্বতের পশ্চিমে বাস করিতে হইল। রাজার পূর্ব মানস পরিবর্তিত হইল না; তবে সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে অরুন্ধতীকে দূরদেশে রাখিলেন; তাহা হইলেই তিনি রাজার সহিত সম্পর্ক ভুলিয়া যাইবেন। ক্রমে অরুন্ধতী আমার ক্যোয়াঙ্গে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। এদিকে কালে রাজার মনও পরিণত হইল। অরুন্ধতীর নবমবর্ষের সময় তিনি আমাকে ডাকাইয়া অরুন্ধতীকে রাজমন্দিরে রাখিয়া যাইতে বলিলেন। অরুন্ধতী স্বীয় পিতা ও ভ্রাতৃগণমধ্যে পরমসুখে সকলের সেবা শুশ্রূষা করিয়া প্রীতিভাজন হইলেন। রাজা আমাকে এই ক্যোয়াঙ্গের প্রধান পুঙ্গী করিয়া দিলেন। অরুন্ধতীর পিতার জীবদ্দশায় আমি বর্ষে বর্ষে ভাদ্রকৃষ্ণাদ্বাদশীতে যক্ষপুরে যাইতাম; অরুন্ধতী আমার কতই সমাদর করিত। আহা! তাহার পিতার মৃত্যুরপর জ্যেষ্ঠ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পিতৃকল্পনা রক্ষণাভিলাষে অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। অরুন্ধতী ব্রীড়িতা হইয়া তাহার অসম্মতি প্রকাশ করায় রাজার মন ভার হইল। আহা! সেই, অরুন্ধতীর কষ্টের অঙ্কুর! তিনি কি জীবিতা আছেন?"

অনুপরাম পুঙ্গীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমি অরুন্ধতীর বিষয় সমস্ত অবগত আছি। আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল। ফলে এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস পাইতেছি। আমার এখানে আসিবার মূল উদ্দেশ্য অরুন্ধতীর মঙ্গল। অদ্য আমি যক্ষরাজ্যে অরুন্ধতীর আত্মীয় পাইয়াছি, এখন তাহাকে পুনরায় স্বদেশে আনিয়া যথাযোগ্য স্থানে বসাইতে পারিব এমত অনুমান করিতেছি। কিন্তু মহাশয়ের সহায়তা আবশ্যক।"

এমত সময় ক্যোয়াঙ্গের কাষ্ঠবৈজয়ন্তীতে পদক্ষেপের শব্দ পাইয়া দেবব্রত উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিয়াই বলিল, গুরুজি, "সেই ফিরিঙ্গী দুইজন আসিতেছে।" লাবা এই সম্বাদ পাইবামাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ক্যোয়াঙ্গে অপর বিভাগে চলিয়া গেল ও বলিল, "মহাশয়, আমি নিভৃতে থাকিয়া একবার ফিরিঙ্গীরা কে ও কেন প্রত্যাগমন করিয়াছে, অবগত হইতে বাসনা করি। মহাশয়, অনুগ্রহ রাখিবেন।"

কম্পাই বলিল, "ক্যোয়াঙ্গ ধর্ম্মআশ্রম, এখানে কাহার রহস্য কেহ অবগত হইতে পায় না। আমরা ধর্ম্মব্যবসায়ী, আমাদিগের নিকট কাহারও কোন বিষয় গুপ্ত নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার প্রাণ থাকিতে আপনার কথা প্রকাশ পাইবেক না। বিশেষে আপনি স্বয়ং একজন পুঙ্গী আবার অরুন্ধতীর হিতাকাঙ্ক্ষী।"

লাবা কাষ্ঠবিভাগের অন্তরালে গেল, এমত সময় দুইজন ফিরিঙ্গী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কম্পাই বলিল, "মহাশয়েরা প্রত্যাগমন করিয়া ভাল বিবেচনা করিয়াছেন। একে অন্ধকার, তাহাতে আবার অজ্ঞাতদুর্গমপথ, কোন বিধায় এ আশ্রয় ত্যাগ করা উচিত নহে।"

দেবব্রত আসিয়া দুইটি তুম্বী করিয়া পাদ্য জল দিল ও পূর্ব্বমত মীবকক্ষ (১) নিষ্কাথের বরফী আনিয়া দিলে অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, "পুঙ্গীজি, আরগাছড়ায় আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। যদি চ অপরাপর আহারের মধ্যে মীরকক্ষে নিষ্কাথ অত্যন্তমুখরোচক, কিন্তু একাএক ক্রমান্বয়ে ভাল লাগে না; এক্ষণে মাংসাদি না হইলে আমাদিগের উদরপূর্ণ হয় না। কৃপা করিয়া কোন চব্য খাদ্য দিবেন।"

কম্পাই বলিল, "দেবব্রত, আপাততঃ কি উপস্থিত আছে দেখ।"

দেবব্রত বলিল, "মহাশয়, আপাততঃ মাংস পাওয়া দুষ্কর, তবে ভাণ্ডারে গৃঞ্জন (২) আছে, আজ দুইদিন হইল ব্যাধেরা কয়েকটা কলঞ্জমৃগ (৩) দিয়াছিল, তাহারই মাংস ও কিঞ্চিৎ ভরূটক আছে, আদেশ করেন ত অন্নপাক করিয়া দিই।"

কম্পাই বলিল, "তবে নাপ্পি (৪) ও পলাণ্ডু দিয়া বিদলের সূপ, তাহাতে ভরূটক খণ্ড, পলাণ্ডু দিয়া গৃঞ্জন ও অন্নপাক কর।"

---

(১) মীরপাট্টা। (২) বিষলিপ্ত শরহত পশুমাংস। (৩) বিষলিপ্ত শরহত পশু।

(৪) স্বনাম খ্যাত ব্রহ্মদেশীয় ব্যঞ্জনের মসলা।

দেবব্রত চলিয়া গেলে কম্পাই বলিল, "মহাশয়েরা ততক্ষণ এই মিষ্টান্ন সেবা করিয়া পথশ্রম দূর করুন।"

ফিরিঙ্গীদ্বয় সম্মুখস্থ পাত্রের সামুদ্রিক পাট্টার বরফী কয়েকখানা খাইয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া বলিল, "পুর্ঙ্গীজি দেশের খবর কি?"

কম্পাই বলিল, "মহাশয়, আমাদিগের নূতন ত কিছুই নাই। আপনারা বিদেশ হইতে আসিতেছেন; আপনাদিগের সমাচার কি? দিল্লীর মোগলসেনা সনদ্বীপে আসিবার কারণ কি, আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরই বা সমাচার কি? চন্দ্রদ্বীপ কি এখন বাকলার অধিকারে নাই? মহাশয়দিগের নাম কি?"

অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, "আমার নাম গঞ্জালিস, আমি গেড়িজের অধিপতি; ইনি আমার আত্মীয়।" একটু থামিয়া বলিল, "ইঁহার নাম পিক্রু, ইনি আমাদিগের সহিত গেড়িজে ছিলেন, ইনি আমাদিগের জনৈক সেনানী। বাকলার রাজাও প্রতাপাদিত্যের যশোহরের কারাগারে রুদ্ধ আছেন। এখন চন্দ্রদ্বীপে না তাঁহার অধিকার, না প্রতাপাদিত্যের। রামচন্দ্র রায়ের কারারুদ্ধ হওয়া অবধি চন্দ্রদ্বীপে আমারই শাসন ছিল। আশা করি পুনঃ আমার নীলবর্ণ ধ্বজা ত্বরায় গেড়িজের প্রতোলীপ্রাকার হইতে উড়িবেক।"

কম্পাই বলিল, "অনুপরাম কোথায়, সে কি সত্য যুদ্ধে মরিয়াছে? সে দিল্লীর মোগলের সহিত কেন যুদ্ধ করিতে গেল?"

গঞ্জালিস বলিল, "সে এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমার আশ্রয় লইল ও আমারই নিকট প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহারই জন্য দিল্লীর মোগলের সহিত আমার যুদ্ধ হয়।" অন্তরালে অনুপরাম বলিল, "বিশ্বাস ঘাতকের বড়াইয়ের ছটা দেখ।"

কম্পাই বলিল, "তাহার ভগ্নী অরুন্ধতী কোথায়? তিনি কি জীবিত আছেন?"

গঞ্জালিস বলিল, "নষ্ট মোগল তাহাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে; আমি তাহারই প্রতিকরণাভিলাষে এখানে আসিয়াছি; দেখি, যদি যক্ষরাজ স্বীয় ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য কোন উপায় চিন্তা করেন।"

কম্পাই বলিল, "আমার অনুমান, যক্ষরাজ অরুন্ধতী লাভের জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না। কেন না অরুন্ধতীর উপর সৌভ্রাত্র ছাড়া তাঁহার সৌহ্রাদ্যদৃষ্টিও আছে।"

গঞ্জালিস বলিল, "আমি তাহা কথকটা অবগত আছি। অনুপরাম আমায় সে বিষয় পূর্বেই বলিয়াছিলেন। এখন যদি অনুপরাম থাকিত তাহাহইলে সে কিছু নিশ্চিন্ত থাকিত না; স্বীয় ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইত। অনুপরামের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণহস্ত গিয়াছে।" অন্তরালে লাবা নামধেয়পুর্ঙ্গীরূপী অনুপরাম ভাবিল বল না কেন তোমার যম দূত। "সে আমার পরম সুহৃদ ছিল। যদিচ কোন কোন সামান্য বিষয় লইয়া তাহার সহিত শেষে আমার বিতণ্ডা হয়, কিন্তু মনের মালিন্যের বিষয় জন্মে নাই।"

পিক্রু বলিল, "সত্য বলিতে কি, সে একটি নিতান্ত ভদ্রলোক; আমি শুনিয়াছি

তোমার সহিত তাহার এত আত্মীয়তা ছিল যে, তোমার সহিত বাচনিক বিবাদ হওয়াতেও সে তোমার দল ছাড়ে নাই।” অন্তরালে অনুপরাম ভাবিল ছাড়িয়া কোথায় যায়।

কম্পাই বলিল, “তিনি এখন বর্ত্তমান থাকিলে আমাদিগের দেশেরও মঙ্গল হইত। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজার প্রতি সকলের প্রীতি নাই। কোন কারণে যদ্যপি গ্রামকুট উত্তেজিত হয়, তাহাহইলে ইহার সিংহাসন রক্ষা দুষ্কর হইবেক। আমরা এককালে দেশের পশ্চিমপ্রান্তে বাস করি, সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত নহি, কিন্তু জনপ্রবাদ, য়্যাকোমে রুক্ষনগরীতে দুই দল আমাত্য হইয়াছে ও রাজার বিপক্ষ দল ক্রমে আধিপত্য স্থাপিতেছে। অনুপরাম জীবিত থাকিলে এই আঘাতের সময়। হিন্দুরা বলে অকালে লক্ষ আহুতি কিছু নহে।”

পিদ্রু বলিল, “উভয় দলের মধ্যে সারবান ব্যক্তি কোন দলে অধিক? কেবল সংখ্যায় অধিক হইলে সকল সময় সকল কর্ম্ম পাওয়া যায় না।”

কম্পাই বলিল, “আমাত্যমধ্যে ভর্ত্তাঙ্কিত দল অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আঢ্য আমাত্য মাত্রেই রাজার বিশেষ প্রিয় ও বশবর্ত্তী। তবে পুঙ্গীমহলে রাজার আত্মীয় প্রায় নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক অরুন্ধতীর উদ্ধারের উপায় আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন? মোগলেরা তাহাকে কোথা লইয়া গিয়াছে?”

গঞ্জালিস বলিল, “অরুন্ধতীকে তাহারা রায়গড়ে রাখিয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি অধিক সৈন্য হইলে, আমার সেনার সহিত একত্র করিয়া গেডিজ অধিকার করিতে পারিলেই, অনেক লোক বন্দী করা যাইবেক। আর মোগল বন্দী হইলে তাহার বিনিময়ে অরুন্ধতীর উদ্ধার হইতে পারে। এখন আমরা যক্ষপুরে যাইয়া রাজার নিকট ঐ প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। রাজার মতামত লইয়া পরে উপস্থিত মত কার্য করিব। যদ্যপি রাজার সাহায্য না পাই, তবে আমার স্বীয় সেনা লইয়া গেডিজ অধিকার করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইল। তবে বলিতে কি, আমি অরুন্ধতীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছি। অনুপরামের সহিত এবিষয়ে অনেক আলাপ হইয়াছিল। এমন কি অরুন্ধতীকে ধর্ম্মপত্নী করিবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছিল। অন্তরালে অনুপরাম রোষে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিল। দৈবাৎ একটা ঘটনায় সে উদ্যম নিষ্ফল হয়। এক্ষণে আমার প্রেমের জন্যই এতদূর আসা। সৈন্যাধিক্য না হইলে কেবল গেডিজ অধিকারমাত্র হয়; তবে বলাধিক্যে স্বেচ্ছামত ফল পাওয়া যায়।”

পিদ্রু বলিল, “যক্ষরাজার যদি এমতই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে, তবে তাহার রাজ্যে অঙ্কুরিত বিদ্রোহ যাহাতে শীঘ্র প্রকাণ্ড আকারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব। এস্থলে বিদ্রোহ হইলে আমাদিগের মঙ্গল সন্দেহ নাই। একদল আমাদিগের অনুচর হইবেই; কেননা এক্ষণে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যখন মোগল শাসনদণ্ড আক্রমণ করিয়াছে, তখন যক্ষরাজ্য আর কতদূর?”

কম্পাই বলিল, “মোগল আক্রমণের ভয় আমরা করি না; যক্ষপুরে উত্তর পশ্চিম

বিভাগ এমত হীনদেশ যে তাহা রক্ষণ আমাদিগের রাজার রাজ্যনায়বহির্ভূত বোধ হইতেছে।"

দেবব্রত আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আহার প্রস্তুত হইয়াছে, অনুমতি করেন, অন্নাদি পরিবেশন করি।" এই কথা শুনিয়া কম্পাই বলিল, "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন। দেবব্রত ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও।" গঞ্জালিস ও পিক্র উঠিয়া দেবব্রতের সঙ্গে বিভাগান্তরে গেল। কম্পাই উঠিলে পার্শ্বস্থ বিভাগ হইতে পুঙ্গী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "কম্পাই, তোমার সহিত আমার কিঞ্চিৎ গুপ্ত পরামর্শ আছে, একটু নিরালে চল।"

কম্পাই বলিল, "চল উদ্যানে যাই; চন্দ্রোদয় হইয়াছে, দিব্য দক্ষিণ সমীরণ বহিতেছে, আপনার পথশ্রমও দূর হইবেক।" উভয়ে কাষ্ঠবৈজয়ন্তী দিয়া নীচে নামিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে গঞ্জালিস ও পিক্র আহারাদি সমাপন করিয়া দেবব্রতকে বলিল, "দেস্তুথ, মাংস ও হইল মৎস্যও হইল, এখন পিপাসা দূরের কোন পেয় না দিলে ত পথশ্রম দূর হয় না।" দেবব্রত বলিল, "আমরা পুঙ্গী, আমাদিগের জলই একমাত্র পেয়; দুগ্ধ সর্বদা পওয়া যায় না, বিশেষে রাত্রি অধিক হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও পাইব না।"

গঞ্জালিস বলিল "দুগ্ধ শিশুর সুসেব্য বটে, কিন্তু দুগ্ধে আমাদিগের তত স্পৃহা নাই। অপর কোন পেয় নাই? কেন প্রধান প্রধান ক্যোয়াঙ্গে আমাকে যথেষ্ট কল্য (১) ও আসব (২) দিয়া আতিথ্য করিয়াছে। এখানে অবশ্যই থাকিবেক। আমরা রহস্যজ্ঞ, সংকৃত হইলে কৃতঘ্ন হইব না। আমরা পথশ্রমে এবম্প্রকার আপন্ন, আমাদিগের বলকারী পানীয় আবশ্যক।"

দেবব্রত বলিল, "দেখি, যদি চিকিৎসার জন্য কোন তীব্র পেয় থাকে ত আনিব।" অল্পক্ষণে একটি বোতল আনিয়া বলিল, "এই লন, ইহা বহুদিনের পুরাতন তারি, অতি উপাদেয়।"

গঞ্জালিস বলিল, "হাঁ, হাঁ আমি জানি তারি পুরাতন না হইলে কেমন একটা দুর্গন্ধ হয়, আমি সহ্য করিতে পারি না। এ কোথাকার আমদানি?"

দেবব্রত বলিল, এ সিঙ্গাপুরের তারি—অতি উপাদেয় ও বলকারক; ইহার তুল্য তীব্রপানীয় আর কিছুই নাই। এ যত দূর গলাধঃকরণ হয়, ততদূর একেবারে দগ্ধ করে।"

পিক্র বলিল, "তারি আবার কি? একি তাড়ি নহে? আমাদিগের দেশে ত খাজুর গাছের রস বকাল দিয়া তাড়ি প্রস্তুত করে; আর বৈশাখ মাসে তালের রসে তাড়ি হয়। তাকে ত আমরা তাড়ি বলি।"

দেবব্রত বলিল, "মহাশয়, এ সে দ্রব্য নহে, তাহাতে ও ইহাতে স্বর্গমর্ত্য ভেদ। সে দুর্গন্ধ, অম্ল ও অতিঅপবিত্র পদার্থ—এ অতি সদ্গন্ধ ও উপাদেয়! সে কেবল পরিণত

(১) মদ্য সুরা। (২) রম মদ্য

তালের রস, তালশুক্ত বলিলেই হয়। আর যদ্যপি খাজুরের হয়, সে কেবল ধুস্তুরাবীজের পাঁচন। এ আমাদিগের তারিগাছের রস। আপনি কি তারিগাছ দেখেন নাই? কেন সনদ্বীপে ত অনেক তারিগাছ আছে।"

গঞ্জালিস বলিল, "তারিগাছ প্রায় নারিকেল গাছের মত, কেবল কাঠা নাই। ইহার ফল প্রায় তালের আঁটি মত একদিক একটু সরু। সনদ্বীপের দক্ষিণ সাগরকুলের বালুকার উপর অনেক শুষ্ক ফল ভাসিয়া গিয়া লাগে। এই গাছের ফল কাটিয়া তালের মোচের মত মাজিয়া ভাঁড় দিলে যথেষ্ট মাদককল্য রস নিঃসৃত হয়; সেই রসকে সিঙ্গাপুরের লোকেরা জাল দিয়া দুই তিনবার সন্ধিত করে, পরে তাহায় যথাযোগ্য গৌড়ী মদ ও সদ্গন্ধ মসলা দিয়া আবার চোলাই করে। এপ্রকার প্রস্তুত তারি এমত মাদক যে 'এক-পাত্র পান করিলে মাতঙ্গের মত্ততা জন্মে। দেবব্রত, এ কি সত্য সিঙ্গাপুরের তারি?"

দেবব্রত বলিল, "এ সিঙ্গাপুরের অত্যন্ত পুরাতন তারি। ইহা এই ক্যোয়াঙ্গে প্রায় কয়েক বৎসর আছে। একটু ঢালিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

গঞ্জালিস একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ তারি ঢালিতেই এমত জায়ফল ও দারুচিনির গন্ধ পাইল যে, গন্ধে মুগ্ধ হইয়া জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠলেহন করিয়া বলিল, "সত্য এ ভালদ্রব্য।" পরে একটু পান করিয়া বলিল, "আঃ! এমত পেয় আমার জন্মেও খাই নাই।" আবার একটু পান করিয়া ওষ্ঠ ও জিহ্বা নাড়িয়া চাড়িয়া আবার একটু পান করিল। এমতে তিন চারিবারে প্রায় দেড়ছটাক পান করিয়া পিক্রকে কিঞ্চিৎ দিলে, পিক্র একঘোট পান করিয়াই বলিল, "উঃ! কি তেজ! এ অগ্নিবিশেষ!" কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু পান করিল। পরে উভয়ের বার বার পানের পর দেবব্রতকে একটু পান করিতে বলিলে দেবব্রত বলিল, "মহাশয়, আমি পান করি না; তবে আপনাদিগের অনুরোধে একটু স্বাদ লইলাম।" বলিয়া একপাত্র একশোষে পান করিল।

গঞ্জালিস বলিল, "মহাশয়কে এ তীব্রবোধ হয় না?"

দেবব্রত বলিল, "আপনারা মৎস্যমাংস ভোজন করেন আপনাদিগকে অল্পেই তীব্র-বোধ হয়। আমরা নিরামিষভোজী, অনেক লঙ্কা মরিচ ও পেয়াজ ব্যবহার করি, আবার যে নাপ্পি আছে—"

পিক্র বলিল, "নাপ্পি আবার কি?" দেবব্রত তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমাদিগের পক্ষে কোন দ্রব্যই তীব্র নহে; শাস্ত্রে আমাদিগের মাদক দ্রব্য গ্রহণে নিষেধ। তারি আমাদিগকে মত্ত করে না বলিয়া ভাল ভাল পুঙ্গীর মতে তারি ব্যবহার্য। কিন্তু কেহ যদ্যপি মত্ত হইবার কল্পনায়—তারির কথা কি, একটু তামুক খায়, তাহাহইলে সে শাস্ত্রমতে অত্যন্ত অপরাধী। তারিপান আমাদিগের মধ্যে মাদক দ্রব্য পান করা নহে। তারি আমাদিগের শাস্ত্রে সামান্য পেয় মাত্র।"

পিক্র বলিল, "নাপ্পি কাকে বলেন, সে আবার কি?"

দেবব্রত বলিল, "সে এক চমৎকার উপাদান।"

গঞ্জালিস বলিল, "আহা! তাহার কথা কহিও না। সে দ্রব্যের তুল্য পদার্থ এ ভুভারতে নাই। সংসারের সকল দ্রব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেবল নাপ্পিটি আমাদের মগহজুরের সৃষ্টি! সেটি অনুপম! তাহার গন্ধে মাতৃদুগ্ধ উঠে! তাহার উপাদানোপযুক্ত উপদেবতা মগ। পৃথিবীর স্বয়ংমৃতপশুর শব ও মৎসাদি একটা গর্তে বা বড় জালায় রাখিয়া, পচিলে, তাহায় চিঙ্গিড়ী মৎস্য দিয়া সমস্ত একীকৃত করা হয়, পরে যত পচা পদার্থ তত লঙ্কার গুড়া দিয়া একত্র করিয়া গোলা পাকাইয়া শুখান হয়। মগবাবুদিগের ব্যঞ্জনে নাপ্পিমসলা না দিলে ব্যঞ্জনই হয় না!"

দেবব্রত বলিল, "মহাশয় ও কি কথা! নাপ্পিতে দুর্গন্ধ নাই। নাপ্পি অতি চমৎকার মসলা, নাপ্পি না দিলে ব্যঞ্জন মজে না। নাপ্পি যদি দুর্গন্ধ হয় তবে মহাশয় দুরিওকে কি বলেন ?,,

গঞ্জালিস বলিল, "যে দেশে স্বয়ংমৃতের মাংস খাদ্যমধ্যে গণ্য, সেই দেশেরই যোগ্য মসলা নাপ্পি ও সুস্বাদু ফল দুরিও। যাহা হউক, এখানে কি দুরিও পাওয়া যায় ?"

দেবব্রত বলিল, "এখানে দুরিও পাওয়া যায় বটে কিন্তু সিঙ্গাপুর ও কাম্বোজ অঞ্চলে দুরিও যথেষ্ট।"

গঞ্জালিস বলিল, "যাহা হউক, তোমাদিগের ম্যাঙ্গোষ্টিন্ প্রকৃত উপাদেয় ফল। এমত অম্লমধুস্বাদ আর কোন ফলে নাই।"

পিদ্রু বলিল, "ম্যাঙ্গোষ্টিন্ কোথা পাওয়া যায় ?"

গঞ্জালিস বলিল, "এ দেশেও পাওয়া, যায়, কিন্তু এখানে এমত সময় জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েই ম্যাঙ্গোষ্টিন্ প্রচুর।" এমত সময় কম্পাই আসিয়া বলিল, "গঞ্জালিস, আহার হইয়াছে ?"

গঞ্জালিস "আজ্ঞা হাঁ, আহার হইয়াছে এখন পান করিতেছি। আপনার তারি অতি মনোনীয় পেয়।" বলিয়া আবার একটু তারি পান করিল।

কম্পাই বলিল, "গঞ্জালিস, আমাদিগের ক্যোয়াঙ্গে সমস্ত দ্রব্য দেখ নাই, একবার এদিকে আইস তোমাকে সমস্ত দেখাই। গঞ্জালিস কম্পাইয়ের পশ্চাৎ গমন করিল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিঃশস্ত্রঃ শস্ত্রমন্বিষ্যান্ ক্ষরৎ ক্ষতজনির্ঝর।
অনুক্রতোহরিভিধাবন্ শয্যাবেশ্মবিবেশ তৎ।

গঞ্জালিস চলিয়া গেলে পিক্রু বলিল, "দেবব্রত, তোমাদিগের নাপ্পি কেমন আমাকে একটু দেখাইতে পার?"

দেবব্রত বলিল, "তাহা পাকে ভাল লাগে, কাঁচা কি দেখাইব?"

পিক্রু বলিল, "ইহারা কোথায় গেল? কম্পাই গঞ্জালিসকে কি জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল বলিতে পার!"

দেবব্রত বলিল, "আমি তাহা কিছুই জানি না। গঞ্জালিসকে কম্পাই পূর্ব্বে চিনিত না। অদ্যই উভয়ের পরিচয় হইল। তবে গঞ্জালিস ফিরিঙ্গীদলের কর্ত্তা, বোধ করি কোন বিশেষ কর্ম্ম থাকিবেক। ক্যোয়াঙ্গের কোন দ্রব্য প্রয়োজন হইবেক। যাহা হউক, চল না দেখা যাক্ তাহারা কোথায় গেল।"

পিক্রু বলিল, "আমিও কখন কোন ক্যোয়াঙ্গের ভিতর প্রবেশ করি নাই। ফলে তোমাদিগের কাষ্ঠের মাচার উপরের ঘর দেখিয়া আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে, চল আমিও ক্যোয়াঙ্গ দেখিগে যাই।"

দেবব্রত বলিল, "চল, কিন্তু তাহারা কোনদিকে গেল জানিতে পারিলাম না।" পিক্রু দেবব্রতের পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে বিহার (১) হইয়া মহালয়ের (২) কির্ম্মীতে (৩) উপস্থিত হইল। কির্ম্মীটি প্রায় ত্রিশহাত পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ও প্রায় বিশহাত প্রস্ত, হইার তিনদিকে কাষ্ঠের স্তম্ভপংক্তি, তাহার বহির্দেশ ছন্ন পথ প্রায় ছয়হাত প্রস্ত। পশ্চিমদিকে প্রকৃত মহালয়, প্রায় দুইহাত উচ্চবেদি, তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দীর্ঘ দণ্ডের উপর বিকশিত নম্র কমলাকার বিস্তৃত স্বর্ণ ছত্র। তাহায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুনিনাদিনী কিঙ্কিণী মালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। দণ্ড আশ্রয় করিয়া একটি প্রকৃত মনুষ্যাকার শাক্যসিংহের ধ্যায়ীমূর্ত্তি, সেটি কাষ্ঠের উপর স্বর্ণমণ্ডিত। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে স্তরে স্তরে পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, কেহ ধ্যায়ী, কেহ বা অভয়মূর্ত্তি, কেহ দণ্ডায়মান, কেহ যোগাসীন, কেহ বা অনন্তশায়ী! বেদীর অগ্রভাগে বিচিত্র কাংশের ধূপাধান। মহালয়ের সুচিত্রিত পটল হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলত্রয়লম্বিত প্রধান মূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে স্বর্ণের প্রদীপদ্বয় দিবা রাত্রি সুবাসিত তৈল ও গব্যঘৃতে স্থূলবর্ত্তিকে জ্বলিতেছে ও সমস্ত মহালয়কে সদগন্ধে পুরিয়াছে। বেদীর উপর অতি রমণীয় মাণিকখচিত একখানি

---

(১) মন্দিরের দাঁড়ঘরা। (২) মন্দিরের যে ভাগে প্রতিমা থাকে। (৩) নাট মন্দির।

ক্ষুদ্র স্বর্ণপাত্রের উপর এলাচী, নারিকেল খণ্ড ও অন্ন আছে। বেদীর অনতিদূরে পটল হইতে রৌপ্যশৃঙ্খলে একটি স্বর্ণবর্ণকাংসের তেয়ঙ্গে নামে ত্রিকোণকাংস্যাকার ঘড়ী এমত স্থাপন, যে কাষ্ঠের ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া তেয়ঙ্গের উন্নত মণ্ডলাকার কোণে আঘাত করিলে, তেয়ঙ্গের ধ্বনি ও রেষপ্রায় একদণ্ডকাল সমস্ত কির্মীরবায়ুকে সঞ্চালন করে ও সেই রেষে সমস্ত কক্ষা পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। কির্মীর মধ্যভাগ কাষ্ঠ পটল হইতে একটি সুবৃহৎ কাংস্য ঘণ্টা ও দেবি হইতে দূরে একটি প্রবীণ গঙ্গ (১) যেন মহান্ কাংশ ঝুলিতেছে। প্রতি কাষ্ঠের স্তম্ভে স্বর্ণমণ্ডিত কীলক হইতে স্থূল অর্দ্ধবংশ খণ্ডে দীর্ঘ পালীঅক্ষরে "যে ধর্মহেতু প্রভাব" প্রভৃতি বৌদ্ধবীজমন্ত্রখোদা। বংশফলকগুলি ঘনদূর্বাদলশ্যাম ও সুসংস্কৃত হওয়ায় শ্লক্ষ্ণবোধ হইতেছে। বংশখণ্ডগুলি অনুমানে ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত। স্তম্ভপংক্তির বহির্দেশে চন্দ্রপথে কাষ্ঠবিভাগে স্তবপংক্তিতে স্তূপাকার তাড়পত্রের প্রজ্ঞাপারমিতার পুথি; পত্রের কোটি (২) স্বর্ণমণ্ডিত ও পাটাগুলি লাক্ষারঙ্গে রঞ্জিত ও স্বর্ণরেখায় চিত্রিত। কির্মীর পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারচতুষ্টয় দিয়া কির্মীর উভয় পার্শ্বের গৃহে যাওয়া যায়। দেবব্রত কির্মীতে প্রবেশ করিয়া অষ্টিবতে ভার দিয়া ভূমে শির নোয়াইয়া মহালয়ের বেদিস্থ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তিকে প্রণাম করিল ও মন্দস্বরে আপনা আপনি একটি মন্ত্র পড়িয়া কক্ষা দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পিদ্রু তাহাকে অনুসরণ করিয়া বুদ্ধের সুবিস্তৃত ছত্রের দিকে দেখিতে দেখিতে চলিল; একবার পিচ্ছল সুদৃশ্য সৈগণকাষ্ঠের ফলকসংস্তর (৩) দেখিয়া বলিল, "আহা কি সুন্দর!"

পরে পশ্চিম দক্ষিণদিকের ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, যে বেত্রাসনে কম্পাই ও গঞ্জালিস বসিয়া আছে ও গৃহের প্রান্তরে জনৈক পুঙ্গী দাঁড়াইয়া কিসের উত্তর দিতেছে। পিদ্রু ক্ষণেক তাহার দিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইল। লাবা পিদ্রুকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সিহরিল ও বলিল, "কিহে তুমি যে বেশ বদল করিয়াছ—তুমি আবার ফিরিঙ্গী হইলে কবে? আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি রায়গড়ের মাটি" একটা বিকট অমানুষী ঝঞ্ঝনা শোণা গেল। সকলেই সিহরিল! সমস্ত ক্যোয়াঙ্গটি কাঁপিয়া উঠিল! কম্পাই লাফাইয়া স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। গঞ্জালিস দাঁড়াইয়াই স্বীয় কটীস্থ ছুরিকায় মুষ্টি লাগাইল। দেবব্রত বলিল "এ কি! ক্যোয়াঙ্গের দ্বার ভাঙ্গিল কে?" পিদ্রু বলিল "এ কিসের শব্দ হইল?" লাবা যেমত দাঁড়াইয়াছিল আঘাতের হিল্লোলে ক্যোয়াঙ্গের কাষ্ঠের বিভাগে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

কম্পাই বলিল, "ভূমিকম্পে ত এমত অনির্বচনীয় শব্দ হয় না। এ দ্বারভাঙ্গি—"মহালয়ও কির্মীতে বেগে পদচালনের শব্দ হইল ও কম্পাই প্রভৃতি শামলাইয়া বিবেচনা করিবার পূর্বেই গৃহের দ্বার দিয়া সাস্ত্রগোবিন্দ, বল্লভ ও চারি পাঁচজন রাজপুরুষ বেগে প্রবেশ করিল। গোবিন্দ গৃহে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস কর্তরিকা দক্ষিণহস্তে লইয়া লম্ফ

(১) কাসর বিশেষ। (২) ধার, কিনারা। (৩) তক্তা।

দিয়া যেমত গোবিন্দের বক্ষে আঘাত করিতে উঠিয়াছে, অমনি পার্শ্বস্থ বল্লভ তাহার হস্তস্থ তলবারি অপরদিক দিয়া গঞ্জালিসের কটীদেশে এমত বেগে আঘাত করিল যে, গঞ্জালিস ক্রুর শপথ করিয়া কাষ্ঠতলে ভীমশব্দে নিপতিত হইল। অমনি গোবিন্দ ও বল্লভ তাহাকে চাপিয়া ধরিতে গেল। গঞ্জালিস ভীমবিক্রমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার উদ্যম করিতে লাগিল। বল্লভ নিকটস্থ পিড্রুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই ফিরিঙ্গী বেশধারী পামর মুষলমানকে এখনই বাঁধ।" ইতোমধ্যে আর দশবার জন আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের বিপ্লব সংকুলে কাহার হস্তদণ্ড লাগিয়া লম্বমান দীপটি ভাঙ্গিয়া গেল ও গৃহটি অন্ধকারময় হইল। কতক্ষণ অন্ধকারে কে কাহাকে মারে কে কাহাকে ধরে কিছুই বোঝা গেল না, ক্ষণেক পরে জনৈক রাজপুরুষ কির্ম্মী হইতে একটা দীপ গৃহে আনিলে তাহার আলোকে দেখা গেল, যে গঞ্জালিসের কর্তরিকা দ্বারা গোবিন্দের হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। শোণিতে গঞ্জালিসের ও গোবিন্দের মুখ বিকট দর্শন হইযাছে। চারিজন রাজপুরুষের সহায়তায় গঞ্জালিস গোবিন্দের দীর্ঘ-উষ্ণীষ বস্ত্রে বদ্ধপক্ষ (১) হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশাল উরদেশ স্ফীত কবিয়া কুটিল ভ্রুকুটিতে অধরৌষ্ঠ দন্তদ্বারা নিষ্পীড়ন করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতেছে ও গোবিন্দের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপিতেছে। দর্শনে যদি অগ্নি থাকিত ত গোবিন্দ ভস্মীভূত হইত সন্দেহ নাই। রক্তলিপ্ত মুখ, রক্তবিস্ফরিত নয়ন— গঞ্জালিস ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়াছে! কয়েকজন রাজপুরুষে পিড্রুকে ভূমে পাড়িয়া জানু দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও ভীমবলে তাহার বাহুদ্বয় এমত টানিয়া ধরিয়াছে যে, বোধহয় যেন ভুজশির পর্যন্ত ছিঁড়িয়া আসিবেক। আলোক দেখিয়া একজন নিকটস্থ কীলক হইতে দীর্ঘ কুপরজ্জু একটা লইয়া পিড্রুকে বাঁধিল। ক্ষণেক পরে শ্বাসলাভ করিয়া গোবিন্দ বলিল, "আর একজন পুঙ্গী ছিল সে কোথায় পলাইল?" বল্লভ কম্পাই প্রতি বলিল, "কে সে, কোথা গেল?" রাজপুরুষদ্বয়-মধ্যস্থ বদ্ধপক্ষ কম্পাই নৃশংস ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়াছে; তাহার কাষায় বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে; কেবল কটীস্থ দামনে অন্তর্বাসমাত্র আছে; স্বীয় কণ্ঠ মুগ্ধ—কোন উত্তর দিল না। দেবব্রতেরও সেইরূপ দুর্দশা, কিন্তু তাহার কটীতে ছিন্ন উত্তরীয় জড়ান থাকায় কতকটা আবরণ আছে; সেও বদ্ধপক্ষ, বলিল, "মহাশয় আমরা কিছুই বলিতে পারি না। আমাদিগকে কেন কষ্ট দিতেছেন? আমরা জানি না ইঁহারা কে ও কোথা হইতে আসিল। অদ্য সন্ধ্যার পর অতিথি বলিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কোন পরামর্শে আমরা নাই।"

রাজপুরুষ বলিল, হাঁরে ভণ্ড! অতিথিসেবার ঘরই এই। অতিথি ছন্নপথে ও কির্ম্মীর বাহিরে থাকে; এ যে তোদের শয়নাগার! আর এত রাত্রিতে শয়নাগারে অতিথির সহিত কি কথা হইতেছিল?"

কম্পাই বলিল, "ধর্ম্মের বিপরীত ব্যবহার করিলে—ক্যোয়াঙ্গের আশ্রয় মানিলে না—

(১) পীঠ মোচড়া।

বলপূর্বক কোয়াঙ্গে প্রবেশ করিলে—নিরপরাধী পুঙ্গীর উপর হস্তোত্তোলন করিলে—ভাল! ইহার বিচার হইবেক।”

রাজপুরুষ বলিল, হাঁ, সকল বিচার এইবারে হইবেক। মহারাজ এইবার একেবারে কোয়াঙ্গ সব তুলিয়া দিবেন। কোয়াঙ্গ যত নষ্টলোকের আশ্রম হইয়াছে। পৃথিবীর যত পাপ কোয়াঙ্গে জন্মে, তাহারা ধর্মকোষে আবৃত থাকিয়া বৃদ্ধি পায় ও শেষে রাজবিদ্রোহে পরিণত হয়। এখন আর একটা পুঙ্গী কোথা গেল বল?”

কম্পাই বলিল, “আমরা এ কোয়াঙ্গে দুই জনমাত্র থাকি, অপর পুঙ্গীর কথা বলিতে পারি না।”

রাজপুরুষ বলিল, “এই আমরা ঘরে আসিয়া তিন পুঙ্গী দেখিলাম, এখন দুই জন দেখিতেছি। তৃতীয় ব্যক্তি কোথা গেল?”

দেবব্রত বলিল, “গ্রামের রক্ষককে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা দুই জন ব্যতীত কোয়াঙ্গে আর কেহই থাকে না।”

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, “হাঁ, হাঁ, আমরা তা জানি; কিন্তু অদ্য টমকিন কৈবর্তের মুখে শুনিলাম, যে প্রায় রাত্রি নয়টার সময় একটা কোঁদা হইতে এক জন পুঙ্গী ঘাটে নামিয়াছে। আমরা সমস্ত কোয়াঙ্গে অনুসন্ধান করিয়াছি, সে অন্য কোথায় যায় নাই। এই কোয়াঙ্গেই আসিয়া থাকিবে।”

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, “কেন আমি ঘরে প্রবেশমাত্রে তিনজনকে দেখিয়াছি; প্রদীপ নিবিয়া গেলে সে পলায়ন করিয়াছে। দুই তিনজনে অশ্বে অনুসরণ করিলে সে এক্ষণেই ধরা পড়িবেক। দিব্য জ্যোৎস্না আছে; সে অধিকদূর যাইতে পারে নাই। বিলম্বে প্রয়োজন নাই; তাহাকে না ধরিতে পারিলে এ বিষয় সমস্ত প্রকাশ হইবেক না। চল আমরা এই চারিজনকে লইয়া যাই। লসন, কিম্পো, ফিঞ্চ তোমরা ত্বরায় পথ দিয়া মহামুনি কোয়াঙ্গের দিকে যাও। ফিট্‌সা ও উত্তরমথুরার দারগা ও পাইকেরা এই গ্রামের চতুর্দিক রক্ষা করুক। আমরা বন্দী চারিজনকে অপর লোকের জিম্মায় দিয়া উদ্যান টিলা-কন্দরাদি (১) অন্বেষণ করি। তৃতীয় পুঙ্গী অবশ্যই ধরা পড়িবেক। গোবিন্দ আপনাকে বিশেষ চোট লাগিয়াছে; চলুন, নীচে যাইয়া হস্তপদাদি ধৌত করুন!”

গোবিন্দ বলিল, আমি যখন গঞ্জালিসকে ধরিয়াছি, তখনই আমার সমস্ত ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে। এতক্ষণে আমার গেডিজের বৈরনির্যাতন হইল। তোমরা বল্লভের সুশ্রুষা কর, বল্লভ শোণিতস্রাবে ক্ষীণবল হইয়াছে।”

রাজপুরুষ বলিল, “বল্লভ যে স্পন্দরহিত হইয়াছে!” ফলে বল্লভ শিবনেত্র হইয়া কাষ্ঠের বিভাগ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিবুক ঝুলিয়া পরিয়াছে ও বক্ষে ঠেকিয়াছে। স্পন্দরহিত, পৃষ্ঠদেশ বহিয়া শোণিতস্রাবে বল্লভের পরিধেয়কে ভিজাইয়াছে। অন্ধকারে

(১) টিলা উচ্চ ঢিপি। কন্দর তাহার বিপরীত স্থান।

বিপ্লবসংকুলে গঞ্জালিসের কর্ত্তরিকা তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত হইয়াছে ও অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাবে বল্লভকে ক্ষীণবল করিয়াছে। রাজপুরুষ ব্যস্তে জল আনিয়া চক্ষে বেগে সিঞ্চন করিলে, বল্লভ সচেতন হইল। গোবিন্দ বল্লভের কটীদেশ ধরিয়া তাহাকে ভূমে বসাইল ও তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। স্বীয় উষ্ণীষাভাবে বল্লভের উত্তরীয় দিয়া কবলিকা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতঃ।

তোপধ্বনি শুনিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিমলার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। বিমলার সহচরী সুন্দরী মহারাজের দিকে একদৃষ্টে কতকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাও! তোমার হয় ত এই শেষ দর্শন। বিমলা ঈর্ষা ও দ্বেষে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তা আমার কি দোষ? আমি ত প্রতাপাদিত্যকে ডাকিতে যাই নাই? তিনিই আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করেন! কি করিব, দেশের রাজা, তাতে আবার সম্বন্ধে ভগ্নীপতি, আমার সহিত বাক্যের ছুটা আমোদ আহ্লাদ করেন, বিমলার অভিমান এইবারে কিন্তু চূর্ণ হইবেক। মানসিংহ সমস্তই জানিয়াছে। রাজার অদৃষ্টে যাহা আছে ইহার অদৃষ্টেও তাই।" কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আবার একটি শ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাই, দেখি যুদ্ধের গতিকটা কি? এখন কঠিন সময় উপস্থিত। হয় ত এইবারেই বঙ্গ একটা রাজ্য বলে নাম হারাইল! এখন অবধি এদেশ ঢাকার নবাবের একটা চাকলা হবে।" ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখে যে নীচের প্রাঙ্গণে ও গৃহে লোকারণ্য; বাহকেরা রাশি রাশি বারুদ ও গুলী ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধযোগ্য দ্রব্য সকল আনিয়া রাখিতেছে। বিমলা প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সুন্দরীক্রমে বিমলার নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু বিমলা কোন শব্দ করিলেন না। ক্ষণেক পরে বিমলা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতে সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি এত শীঘ্র মহারাজাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে? যাও যাও, তিনি আবার মনস্তাপ পাইবেন। যাহা হউক, এখন যশোহর সুন্দরীমহিষীতে শোভিবেক!

সুন্দরী বিমলার বাক্যে লজ্জিতা হইল কিঞ্চিৎ ক্রোধও জন্মিল। বলিল "পোড়া লোকের জ্বালায় কাহার সহিত কোন কথা কহিবার যোগ নাই। কথা কহিলেই যেন প্রেমের কথা কহিতে হয়। দেখা হইলেই যেন প্রেমের দেখা। অন্য মাগীর অন্য চিন্তা দোমাগীর কিসের চিন্তা!"

বিমলা কোপে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার মনে অপমান, লজ্জা, কোপ, ঈর্ষা প্রভৃতি

স্ফূর্তি উত্তেজিত হইল। বদন ফুলিয়া উঠিল, গণ্ডদেশ আরক্ত হইল। চক্ষু অশ্রুজলে ভাষিতে লাগিল। তিনি অধরৌষ্ঠ দন্তদ্বারা চিবাইয়া ওষ্ঠটি এককালে দাড়িম কুসুমোত্তম করিলেন; বোধ হইল যেন দন্তাগ্রগুলি রক্তে বর্দ্ধিত হইল। হৃদয়ের ভাবোর্ম্মিতে বক্ষস্থল প্রলোড়িত হইতে লাগিল। বলিলেন, "সুন্দরি, অবস্থার অতিরিক্ত বাক্যে প্রস্তর তাপিয়া উঠে মনুষ্যের কথা কি? তোমার কি বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে যে তুমি আমাকে যথেচ্ছা পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে? তুমি আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছ; কিন্তু তোমার অবস্থা বিস্মৃত হইও না। যাও আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না।"

সুন্দরী দক্ষিণহস্ত উল্টাইয়া বলিল, "সেটা উভয়ত। আমি তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহার হৃদয়ে এত বিষ, তাহার সঙ্গে কাহারও মিশ খায় না। আমি চলিলাম এখন তুমি নিষ্কণ্টকে মহারাজের সহিত একাধিপত্য কর; কিন্তু তোমারও সুখের শেষ জানিও। আমার মনস্তাপ ব্যর্থ হইবেক না—তুমিও মনের কষ্টে জীর্ণ হইবে, সমস্ত প্রকাশও পাইবেক। আমি মহারাজ মানসিংহের স্কন্ধাবারে চলিলাম। আমার কি! আমরা সকল কর্ম্মই করিতে পারি—আমাদিগের মানাপমান নাই। আমি ত মরণ সঙ্কল্প করিয়াছি—এখন অনায়াসে গঙ্গাদিকে পা।" বলিয়া থরপদে দুইহাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। বিমলা অল্পে অল্পে স্বীয় গৃহের দিকে প্রত্যাগমন করিতে করিতে ভাবিলেন, "নষ্ট লোকের নিকট সরল হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করা, কেবল আত্মাকে তাহাদিগের নির্দ্দয়হস্তে অর্পণ করা মাত্র; তাহাদিগের প্রয়োজনমতে মূল্য করিয়া বিক্রয় করে অথবা স্বীয় বৈরনির্যাতন করে। অবকাশ পাইলে ছাড়ে না। কিন্তু প্রেমের ও বিশ্বাসলব্ধ পরামর্শ ও জ্ঞান ভদ্রে বৈরনির্যাতনেও ব্যবহার করে না।" গৃহে আসিয়া দ্বারের পিণ্ডির উপর ভূম্যাসনে বসিলেন; ক্রমে হস্তদ্বয় দিয়া আপনার ললাটদেশ চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহার বোধ হইল যেন ললাট ফাটিয়া যাইতেছে, যেন কর্ণদ্বয় তাতে জ্বলিয়া উঠিতেছে, যেন নাসিকারন্ধ্র দিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছে। কতক্ষণ এই অবস্থায় রহিলেন; চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত আছে কিন্তু চক্ষে কিছু দেখিতেছেন না; জাগ্রত আছেন কিন্তু কর্ণে কিছু শুনিতেছেন না। মনেও কোন একটা বিশেষ ভাবের স্থিরতা নাই—একটি ঈর্ষার কথা, কি অপমানের যন্ত্রণা, কি প্রণয় ভঙ্গের কি দুঃখের কষ্ট মনে উদিত হইতেছে আবার তাহার পরক্ষণেই সেটা নিবিয়া যাইয়া অপর একটি ভাব উদ্ভূত হইতেছে। নানারূপ চিন্তা, শোক ও মনব্যথা মনকে আক্রমণ করিতেছে। নানাপ্রকার প্রতিকারও প্রতি-হিংসার উপায় যেমত উপজিতেছে অমনি সেটিতে দোষ স্পর্শ করাইয়া অথবা তদোধিক বলবতী চিন্তা উত্তেজিত হওয়ায়, সেটি ত্যাগ করিতেছেন। মানিনী রাজমহিষী প্রতাপাদিত্যের শুশ্রূষায় ও যত্নে সপ্তম স্বর্গে ছিলেন, এখন সুন্দরীর পরুষবাক্য হৃদয়ে শেলবৎ বিঁধিল। নবম নরকে নিপাতিতা হইলেন। এই অবস্থায় থাকিতে ক্রমে শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল ও ক্রমে শরীর শিথিল হওয়ায় নির্জীবপ্রায় হইলেন; এমত সময় আবার ভয়ানক তোপের শব্দে যেন চেতনা পাইলেন। ব্যস্তে উঠিয়া দাড়াইলেন ও একবার অন্ত

মনে শব্দের দিকে দ্রুতপদে কিছুদূর যাইয়া পথিমধ্যে সুন্দরীকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "সুন্দরি, এ যে চারিদিক হইতে তোপের শব্দ পাইতেছি ; ব্যাপার কি—রায়গড় কি চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে ? কোন সমাচার জান ?"

সুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমি অত কিছু জানি না। এখন পলাইবার পথ দেখ—মানসিংহ তোমার সমস্ত সমাচার জানিয়াছে ; স্কন্ধাবারে অত্যন্ত রোষপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে দুষ্টাকে যথোচিত শাস্তি দিব।"

বিমলা বলিল, "সুন্দরি, এখনও যে তোমার মন ভারি ! অদ্য তোমার কি হইয়াছে ? তুমি ত কখন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কর নাই। আমি চিরদিন তোমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত স্নেহ করিয়াছি। তুমিও আমাকে জ্যেষ্ঠার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মান্য করিয়াছ। অদ্য কি কুক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সহিত দেখা হইল, তদবধি তুমি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেছ।"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, বিষদৃষ্টিটা উভয়ত। মন মুকুরের মত, সকল ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। সত্য বলিতে কি, এখনও যে আমার বিষদৃষ্টি নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমার মনের বিপরীত ভাব আপনার ভাবের প্রতিচ্ছন্দমাত্র (১)। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চিরকাল আমাকে যত্ন করেন ; আমি অনুমান করি, তিনি আমাকে মনের সহিত ভাল বাসেন ; তবে আমি রাজকন্যা নহি, রাজমহিষীও নহি, আর রাজার খুড়ীর মত নিকট সম্বন্ধিনীও নহি—বিমলা চমকিলেন—আমি দুঃখী, পিতৃমাতৃহীনা দুর-জাতি কন্যা। অবস্থার দায়ে, স্বর্গীয় মহারাজ বসন্তরায়ের দয়ায়, আপনাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগের উচ্ছিষ্টে জীবিত আছি। আমার বাহু প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে কখনই উত্তোলিত হয় না। আমি অবস্থার অতিরিক্ত আশা করি না। তবে যদ্যপি দৈববশে মহারাজের নতশীলগুণে প্রবল পবনবেগে আমার আয়ত্তের মধ্যে আসে তখন আমি হস্তে ধারণ করি। ইহা কি আমার এতই অসঙ্গত অপরাধ ! আপনি জানেন যে প্রেম জাতিভেদ মানে না, অবস্থার উচ্চনীচ জানে না, ধন দেখে না, প্রেম মনই বোঝে ! মহারাজ আপনার ভয়ে সর্বদাই সঙ্কুচিতঃ পাছে আপনি রাগ করেন, পাছে আপনার সপত্নী ঈর্ষা জন্মে, এই আশঙ্কায় সর্বদা উদ্বিগ্ন। তাঁহার ভাবভঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায়, আকারইঙ্গিতে এ সমস্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ; আপনিও তাহা অবগত আছেন। যুবাপুরুষ, বিশেষে মহারাজ চক্রবর্তী, দূরভিসন্ধি অভাবেও দুঃখী ও অধম লোকের তৃপ্তির জন্য কারুণিক হৃদয়ে দুটা রসগর্ভবাক্য প্রয়োগ করিলে, কি মহৎ পাপ করা হয়, বুঝিতে পারি না। রসিকমাত্রেই শুষ্ককাষ্ঠেও প্রেমসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে ত কোন দোষ দেখি না। আপনার কেমন অন্ধতা, কেমন মোহ, কেমন অবিবেকতা বলিতে পারি না। আপনি কতদিন আমার নিকট মহারাজকে

(১) অনুরূপ।

নিন্দা করিয়াছেন; তাঁহাকে আপনার মন হইতে অপসৃত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাঁহার নামও আর করিবেন না, ইহাও বলিয়াছেন,—অদ্য মহারাজের উপর কতই অনাদর ও ঔদাস্য—কিন্তু মনে মনে আপনার এমত টান যে মহারাজের কণামাত্র অংশও অপর কাহাকে স্পর্শও করিতে দিবেন না। মহারাজ যেন আপনার পৈত্রিকসর্ব্বস্ব (বিমলা ভাবিলেন কেন পৈত্রিক, এককালে আমার সাতপুরুষের ধন) এ ভাব আমি বুঝিতে পারি না। আদৌ বিপরীত সম্বন্ধে এ প্রকার আত্মীয়তাই গর্হিত; কিন্তু মোহপরবশ হইয়া আবার সেই আত্মীয়তার অধোতম লঘুদৃষ্টিতে বাধ্য হইয়া,—আমি এতকালের সহচরী—আমার অবমাননা করিলেন। আপনি ভাবিলেন না যে বালস্বভাব-সুলভ-চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজের যদি একবার অস্থানে পাদস্খলন হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ তাহা অপ্রিয় বোধ করেন, এমন কি ঘৃণাও করিয়া থাকেন। কিন্তু পাপের এমনি জটিলবন্ধন যে তাহা এককালে ছাড়াইতে সাহস করেন না। অনেকে সন্দেহ করে যে আপনাদিগের মধ্যে কন্দর্পব্যতীত কুবের কুযক্ষের দৃষ্টি আছে। পাছে অন্যোন্যের মধ্যে কেহ সেইটি প্রকাশ করে, এই ভয়ে কন্দর্পের ডোর পরস্পরের কণ্ঠে নিয়োজন—ছলনামাত্র। নিত্য নূতনে প্রবৃত্তি এটি নৈসর্গিক নিয়ম। কন্দর্পের ডোর প্রেমরজ্জুর তুল্য নহে। পুরাতন হইলে লাবণ্যক্ষয়ের সহিত শিথিল হয়। এখন কিন্তু কাল উভয়কেই একই সংকটে ফেলিয়াছে; এখন এমত সমূহ বিপদ যে সেই প্রতাপাদিত্যের আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইল। রায়-গড়ের একটিও সেনা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না। যশোহরপতির সেনামণ্ডলী যমুনাপরুষের বর্মাবৃত পুরুষকে দেখিয়া ভয়বিপ্লুত হইয়াছে। আবার সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। দুর্গের সাস্ত্রা (১) অনঙ্গপাল দেব ও প্রতাপাদিত্যের বিপরীতাচরণ করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া সেনারা আর স্থির হইতে পারিতেছে না। এখন কেবল দক্ষ সেনানীর অভাব নহে, আবার কতকগুলি সেনামণ্ডলীতে একপ্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। মালিকরাজের ভট তাহার বিপক্ষে অস্ত্র চালাইবে না বলিয়া প্রতোলীপ্রাকার হইতে অন্তরে যাইয়া ঐ দীর্ঘীরকূলে বসিয়া আছে। সূর্য্যকুমারের ফৌজ সুড়ঙ্গের নিকট অবস্থান করিতেছে। শুনিয়া আসিলাম যে দুর্গের পেট্টাবাসীরা সাস্ত্র হইয়া বহির্দেশে অবস্থান করিতেছে—প্রতাপাদিত্যের পলায়ন রোধ করিবে। বল্লভ ব্যস্ত হইয়া দুর্গের চারিদিগে ফিরিয়া বেড়াইতেছে ও মহারাজ মানসিংহের আক্রমীসেনার সহায়তায় দ্রব্যসামগ্রী যোগাইতেছে। বিমলাদেবী তোমারও অদৃষ্ট ভাঙ্গিল! এখন আমার সহিত কুব্যবহারের সময় নহে। দাবানল প্রবল হইলে ব্যাঘ্রে ও গরুতে পার্শ্বাপার্শ্বি পলায়ন করে, কেহ কাহাকেও অমিত্রভাবে দেখে না। ঐ দেখ পশ্চিমপ্রাকারে সেনারা বুঝি ভঙ্গ দিল!"

(১) দুর্গাধ্যক্ষ।

বিমলা বলিল, "ওঃ! কি ভয়ানক কোলাহল! যাও দেখিয়া আইস।" সুন্দরী কিঞ্চিৎ দূর চলিয়া গেলে, বিমলা ব্যস্তে তাহার নিকট যাইয়া তাহার গলদেশে বামবাহু দিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি আমার বাল্যাবস্থার সহচরী, আমাকে চিরকাল ভাল বাস; ঘর করিতে গেলে দুটা একটা অন্যায় কথাবার্তা হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা সময়ের গুণে জানিও, তাহাতে আমার মনের ভাবের অন্যথা নাই।"

সুন্দরী বিমলার এরূপ উদার ব্যবহারে আপ্যায়িত হইল। বিমলা কটীদেশ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে তাহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া তাহাকে পুনর্চুম্বন করিলেন। সুন্দরীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুবারিতে পূর্ণ হইল—কপোলদেশ দিয়া বহিতে লাগিল। সুন্দরীর কঠিন বক্ষদেশের প্রলোড়ন বিমলার বক্ষে লাগিলে সেটি ও প্রলোড়িত হইল। বিমলার ও স্নেহ উপজিল। বিমলার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। বিমলার চক্ষুর্দ্বয় আধ-মুদ্রিত আধ উন্মীলিত হওয়ায়, অশ্রুবিন্দুদ্বয় চক্ষুর কোণে মুক্তাফলের ন্যায়, কমলদলের জলবিন্দুর ন্যায় জ্যোতিষ্মান হইল। বিমলার ভুজবন্ধ প্রগাঢ় হইল।

বিমলা বলিল, "সুন্দরি, আমরা উভয়েই দুঃখিনী। সম্পৎকালেও প্রেম ছিল; আপদে প্রীতির অভাব হইবেক না। দেখ এ কলরব কিসের? অদ্যই বোধহয় আমাদিগের শেষ! সুন্দরি, যদি মরি ত উভয়ে একত্রে মরিব। জীবদ্দশায় দুইজনে যাহার মুখচন্দ্র দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম; দুইজনে নিরালে বসিয়া কত দুঃখের ও সুখের কথা কহিয়াছি; এখন অন্তিমকালে উভয়ের মনের ভাব এক হওয়ায় আমার বিষাদে হরিষ হইতেছে। অদৃষ্টের নীলপটলে বিদ্যুৎমাত্র পথদর্শী হইয়াছে, তাহাকে চকিতের ন্যায় দেখিলাম, কিন্তু কখন ধরিতে পারিলাম না।

আবার কলরব শুনিয়া সুন্দরী চমকিয়া উঠিল। বিমলা সুন্দরীকে ছাড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি যাও ত্বরায় সমাচার আনিও। এ সময়ে বোধহয় নিরবহালিকায় (১) কোলাহল হইল।"

সুন্দরী চলিয়া গেলে বিমলা ক্রমে ক্রমে গৃহদ্বারে আসিয়া বসিলেন, আবার কি মনে হইল গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গজদন্ত ফলক আনিলেন। তাহায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাল্যকালের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত ছিল। সর্বদা ব্যবহার ও কালে স্থানে স্থানের রঙ্গ ম্লান হইয়াছে; কিন্তু এখনও সেই কোমল বালস্বভাব সুগোল মুখ, শিরে জরীর টোপি, তাহে দিব্য হোমায় পর দেখা যাইতেছে! মূর্তিটি মহারাজ বসন্তরায়ের উপদেশে লিখিত হয়। চিত্রপটে প্রতাপাদিত্য যোদ্ধাবটুক বেশে লিখিত। কর্ণে দিব্য গজমুক্তারচিত কর্ণপালী, কণ্ঠে ত্রিংশৎমুক্তার গুল্মার্দ্ধ, তাহার মধ্যে হীরকের তরল, হস্তে হীরকের বলয়, বাহুতে মাণিময় কবচ। কটীদেশে বারানসী তাসের কটীবন্ধ, তাহে মুক্তার

(১) দুর্গের বহির্দেশের প্রাকার।

গোচ্ছার পেচ। প্রতাপাদিত্যের প্রতিমূর্তি বাল্যলালিত্যে ঢল ঢল; দেখিলে, যেন কুমার বা কন্দর্পের কল্পিত প্রতিমূর্তি বোধহয়। চক্ষু এত তেজস্বী যেন পট হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিমলা এই লিখনটি কতক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, পরে ক্রমে তাহার হাত ঐ গজদন্তফলক লইয়া ক্রমে মুখের কাছে উঠিল, ক্রমে তাঁহার ওষ্ঠ প্রতিমূর্তির মুখে ঠেকিল কি না ঠেকিল—বিমলা চক্ষুমুদ্রিত করিলেন। কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়া সেই প্রতাপবটুক দেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহাতে এমত সুখস্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন ও এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে এক প্রহর কাল অতীত হইল তত্রাপি ছবি দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না; যতই দেখেন ততই শরীর শিথিল হয় বটে, কিন্তু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। সুন্দরী ইতোমধ্যে আসিয়া একপার্শ্বে নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বিমলার প্রেম এত তীব্র ও এত নিরীহ, যে, সুন্দরী যদিচ স্বভাবত ব্যঙ্গপ্রিয়, বিশেষে অদ্যকার ব্যবহারে কথকটা রুষ্টা হইয়াছিল. কিন্তু সেই নির্মল প্রেমের প্রবাহ ভঙ্গ করিতে সাহস করিল না; একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাড়াইয়া ক্রমে বিমলার পশ্চাতে যাইয়া প্রতিমূর্তিটি এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহারও মন গলিয়া গেল। সে মূর্তি দেখিলে কাহার না মন টলে? অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া বলিল, "দেবি, আহা। এ মূর্তিটি আমি ত কখন দেখি নাই। এটি যে একান্ত মনোহর।"

বিমলা চমকাইয়া উঠিলেন, সুন্দরীর দিকে সরোষে চাহিলেন, কিন্তু তাহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া স্থির হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, এটি আমি মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া ছিলাম। তিনি দিবার সময় বলিয়া ছিলেন, 'বিমলা, আমি তোমাদের পরস্পরের অতীব বাল্যকালের প্রেমের বিষয় সমস্ত অবগত আছি; সে নিরীহ প্রেম আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। এক্ষণে তুমি আমার ধর্মপত্নী হইয়াছ—তোমার ধর্মজ্ঞানই তোমার মহৎ দুর্গ—সেই তোমাকে রক্ষা করিবেক। তবে মনকে একান্ত স্থির করিতে অক্ষম হও এই পটটি রাখিও, ইহা সময়ে সময়ে তোমার বাল্যকালের আত্মীয় ও সহক্রীড়কের কথা মনে করিয়া দিবেক ও তাৎকালিক নিরীহ প্রেম বর্দ্ধিত করিবেক।' ভাই, আমি সেই অবধি এই চিত্রপটখানি অতি গোপনে রাখিয়াছি। প্রতাপাদিত্যও এবিষয় অবগত নহেন। সত্য বলিতে কি, আমার এ পটের সহিত যত প্রেম, তাহার শতাংশের একাংশও ইহার আদর্শের সহিত নহে। প্রতাপাদিত্যের এক্ষণ অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—এখন বয়ঃক্রমধর্মী পুরুষ-চিহ্ন শ্মশ্রু উঠিয়াছে, তাহার গণ্ডদেশের আর সে লালীত্য নাই,—এখন তাহার বদনের ন্যায় মনও কঠিন হইয়াছে। এখন প্রতাপাদিত্যকে দেখিলে আমার সময়ে সময়ে বিরাগ জন্মে, আবার এই চিত্রের পরিণাম বলিয়া এক একবার মন ও দ্রব হয়।"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, আমি এমত সুরূপ বালক কখন দেখি নাই। যদিচ আপানারা আমা অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় হইবেন না, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আমি যুবা অবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার বাল্যবস্থায় দেখিলে আমি লজ্জাভয় রাখিতাম না, আমি আমার যথাসর্বস্ব তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতাম।"

বিমলা বলিলেন, "সুন্দরি, আমি যখন বালিকা ছিলাম ও প্রতাপাদিত্য যখন বালক, তখন আমরা বাল্যক্রীড়ায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ করি। পরে মহারাজ বসন্তরায় যশোহর ত্যাগ করিয়া রায়গড়ে আসিয়া বাস করিলে, তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়রাও রায়গড়ে আসিয়া বাস করিলেন। আমিও অগত্যা রায়গড়ে আসিলাম কিন্তু আমার মন যশোহরেই রহিল। কিছুদিন পরে মহারাজ বসন্তরায়ের সহিত বিবাহ হইল। একদিন অবকাশ পাইয়া মহারাজকে আমার বাল্যকালের মনের ভাব সমস্ত অবগত করাইলাম। মহারাজ আদ্যন্ত শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, বলিলেন 'বিমলা, তুমি বিবাহের পূর্বে আমায় এ বিষয় অবগত করাইলে, আমি কখন তোমাকে কষ্টকর নিবন্ধে বদ্ধ করিতাম না। যাহা হউক, এখন দেখিতেছি আমার সহিত তোমার বিবাহে উভয়ের অসুখ হইবেক সন্দেহ নাই। তুমি আমার ধর্মপত্নী হইয়াছ; তুমি সদ্বংশজাত বংশের গুণে ও তোমার স্বীয় ধর্মভয়ে ও অবস্থায় তোমার পরকাল রক্ষা করিবেক, আমি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। তবে জড়শরীর সকল সময় মনের বশবর্তী হয় না; অতএব সেই কায়িক সন্তোষের জন্য,—আমার নিকট প্রতাপাদিত্যের বাল্যকালের একটি চিত্রপট আছে, তোমাকে দিব। তোমার মন ব্যাকুল হইলে তুমি সেটি নির্জনে বসিয়া দেখিবে—তোমার বিমলপ্রেম তাহাতেই সন্তোষলাভ করিবেক। তোমার প্রতি আমার ভক্তি ও করুণা উদয় হইতেছে। তোমার নির্মল ও প্রকৃত প্রেমে আমার শ্রদ্ধা হইল, আর তোমার উদারতায় তোমার মানসিক ব্যথা অবগত হওয়ায়, আমার করুণা উদ্ভূত হইল। তোমার ব্যথা দূর করিবার কোন উপায় নাই। তোমার উভয় সঙ্কট। তুমি আমার প্রতি অবিশ্বাসী হইলে জন্মের তরে কষ্ট পাইবে, জন-সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইবে; তুমি আপনি আপনাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু তোমার স্বভাব অত্যন্ত শান্ত দেখিতেছি। বিমলা ইহজন্মে কষ্ট সহ্য করিলে পরকালে পরম সুখে কাটাইবে। এই প্রতিমূর্তিকে তোমার মনের চিত্রপুত্তলিকা জ্ঞানে সর্বদা দেখিও।' বলিয়া আমায় একটি চুম্বন করিলেন। আহা! সেই আমার ধর্মস্বামীর শেষ চুম্বন! মহারাজ বসন্তরায় সেই দিন অবধি আমাকে দিদির অপেক্ষা অধিক স্নেহ, ও বিশেষ যত্ন ও মান্য করিতেন, কিন্তু কখন আমার সহিত আর একেলা বসিতেন না। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া আমি নিকটে গেলে তিনি অপর কাহাকে ডাকিয়া লইতেন। আমার প্রীতির জন্য—আহা! তিনি কমলাদেবীর সহিতও একাকী বসেন নাই। এমত বিবেচক স্বামীকে আমি ভক্তিশ্রদ্ধা ব্যতীত কখন ভাল বাসিতে পারিলাম না! কমলা সরলতার চাক্ষুষ পরিচয়! তিনি কতদিন রাজাকে আমার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু রাজা নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন। পরে আমরা দুই ভগিনীতেই তাঁহার সহিত বাস করিতাম।"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমি পূর্বেই এ সকল অনুমান করিয়া ছিলাম; কিন্তু এ চিত্রপটের কথা কিছুই জানিতাম না।

এখন দেখিতেছি এই পটই আপনার প্রেমের ভাজন! এ বিশুদ্ধ প্রেম কেহ জানে না—বুঝে না—দেবি, তুমি অসামান্যা!"

বিমলার চক্ষু দিয়া অনর্গল জল বহিতে লাগিল। বিমলা অঞ্চল দিয়া মুখ আবরণ করিলেন। সুন্দরী তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিল, "দেবি, আপনি একান্ত দুরদৃষ্টা! যাহা হউক, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া আমার এত ভক্তি হইতেছে, যে আমি আপনাকে দেবাংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।"

বিমলা সুন্দরীর কণ্ঠদেশ ধরিলেন ও তাহার পীন কোমল স্তনদ্বয়ের দ্রোণীতে স্বীয় মুখারবিন্দ ঢাকিলেন—যেন শরচ্চন্দ্র হিমাচলের কন্দরমধ্যে লুকাইল। সুন্দরী বলিল, "দেবী, অস্থির হইও না।—আমি যে সান্ত্বনা করিবার কোন কথাই পাইতেছি না।" সুন্দরীও তাঁহার স্কন্ধের উপর কপোলদেশ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার নিরবহালিকায় ভয়ানক কোলাহল হওয়ায় বিমলা চমকিয়া উঠিয়া যেন চেতনা পাইলেন, বলিলেন, "সুন্দরী, ভাই, শীঘ্র যাও আমাকে সমাচার আনিয়া দাও।" সুন্দরী গৃহ হইতে কিছুদূর যাইতে না যাইতে একজন রায়গড়ের রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, "ছোট মা! রায়গড় আর দাঁড়াইতে পারে না। মালিকরাজের অধীন সেনারা নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল। প্রতোলীপ্রাকারের বাহিরে নূতন আগত একদল সৈন্য দেখিয়া প্রাকারস্থ সেনামণ্ডলীতে কোলাহল হইল। দির্ঘীরতীরস্থ মালিকরাজের পঞ্চহাজারী কয়েকজন প্রাকারে গোলের কারণ দেখিতে গিয়া নিরবহালিকার বহির্দেশে নবাগত অসভ্যজাতীয় উলঙ্গপ্রায়, দীর্ঘ শেলহস্ত সৈন্য দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে নাএক, তাহাদিগকে জয়ন্তীপুরের সেনা বলিয়া চিনিল ও মহা আনন্দে কোলাহল করিয়া সূর্যকুমারের পঞ্চহাজারী প্রতোলীপ্রাকারে ডাকিল। সকলে মহা উৎসাহে প্রতোলীপ্রাকারে যাইয়া প্রতাপাদিত্যের দুর্গরক্ষার্থী সেনাদিগকে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। তদবধি দুর্গের সেদিকে আর যুদ্ধ নাই। তত্রত্য আক্রমী সেনারা অপর আক্রমী সেনার অপেক্ষা করিতেছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে ভগ্নোৎসাহ, হতোদ্যম হইয়াছেন। কমলাদেবীকে এ বিষয় অবগত করায় তিনি কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমরা কি করিব?"

বিমলা বলিলেন, "তোমাদের অদ্য কিছুই করিতে হইবেক না। আর কয়জনই বা আছ? তবে যেখানে যত বারুদ আছে সমস্ত আনিয়া এই দণ্ডমন্দিরে রাখ। 'তোমার বড় মাতা ও মহিষীকে দীর্ঘির দক্ষিণ বাটীতে ত্বরায় যাইতে বল, আমিও যথাকালে সেখানে উপস্থিত হইব।"

রাজপুরুষ চলিয়া গেলে সুন্দরীকে বলিলেন, "ভাই আমার মন একান্ত অস্থির হইয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেই বা আমার কি? আর মানসিংহ পলায়ন করিলেই বা আমার কি? রাজ্যনায় আমার ভাল লাগে না।"

সুন্দরী বলিল, "দেবী, উতলা হইবেন না, দেখুন কোথাকার জল কোথায় মরে;

এখনও কিছু প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন নাই। আপনার যদি এতই কষ্ট হইতেছে তবে যখন ভজহরি সমাচার আনিয়া ছিল, তখন তাহাকে দুর্গরক্ষার উদ্যোগ করিতে বলিলেই হইত।”

বিমলা বলিলেন, “তখন দুর্গরক্ষা করা যুক্তিমত হইল না। প্রতাপাদিত্য অন্যায় করিয়া রায়গড়ে সসৈন্যে নিবেশ করিলেন; একবার মুখের কথা আমাকে বলিলেন না। আবার গুপ্তগতিমুখে যাহা শুনিলাম তাহাও সহ্য হইল না।”

সুন্দরী বলিল, “তিনি যদ্যপি দুর্গই অধিকার করেন, তাহা হইলেই বা তোমাদিগের কি? তোমরা পতিপুত্রবিহীনা। রাজা গড় অধিকার করিলে কিছু তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিতেন না।

বিমলা বলিলেন, “কি! দুর্গের অধিকারিণী হইয়া আবার একজনের হাততোলার মধ্যে থাকিব? আমি দ্বিতীয়া হইতে পারি না। দিদি আমাকে বিবাহ অবধি সমস্ত কর্মের ভার দিয়াছেন। মহারাজ বসন্তরায়ও—” দণ্ডমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া হল্লা করিয়া সেনামণ্ডলী পলাইতেছে, ব্যস্ত হইয়া একজন রায়গড়ের রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, “ছোট মা, মানসিংহ দুর্গভেদ করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের সৈন্য ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোথায় কেহ বলিতে পারে না। আপনি একবার দীঘির দক্ষিণের বাসগৃহে চলুন, বড় মা আপনাকে ডাকিতেছেন। মহিষী ও রাজকন্যা অভিভূতা হইয়া পড়িয়া আছেন।”

বিমলা বলিলেন, “তুমি অগ্রসর হও আমি যাইতেছি।” রাজপুরুষ চলিয়া গেলে প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুন্দরীকে ডাকিলে সুন্দরী নিকটে আসিল। বলিলেন, “ভাই, একবার জন্মের তরে কোল দাও, আমি তোমাকে অদ্য অনেক কটুবাক্য বলিয়াছি—” সুন্দরী ব্যস্তে বিমলাকে আলিঙ্গন করিল। বিমলা ক্ষণেক পরে সুন্দরীকে ছাড়াইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, আমি এই চিত্রপটকে লইয়া সহমরণ করিব! তুমি ভাই আমার সৎকার করিও।” সুন্দরী সিহরিয়া বলিল, “দেবি, এমত কর্ম করিবেন না!”

বিমলা বলিলেন, “বিচারের সময় নাই, তুমি এস্থান হইতে পলাও, যাও যাও বিলম্ব করিও না।”

সুন্দরী বলিল, “আমার উপর কোপ করিবেন না। আমি ভয়ে এ পরামর্শ দিই নাই। তবে বলি সহমরণের সময় আছে।”

বিমলা বলিলেন, “কি! তুমি আমার সহিত ব্যঙ্গ কর।” বিমলার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বিমলা স্বীয় অঞ্চল কটীদেশে জড়াইয়া দন্তে দন্ত দিয়া বলিলেন, “যা! আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতাপাদিত্য নষ্ট হইয়াছে; আমিও সহমরণ করিব।”

সুন্দরী বলিল, “দেবি, একথা কাহাকেও বলিবেন না। এ শুনিতে লজ্জা ও বলিতেও লজ্জা। যাহা আছে মনে মনে রাখুন।”

বিমলা উন্মত্তাপ্রায় হইয়া বলিলেন, “লজ্জার কথা কি? আমি মনে মনে কন্যাবস্থায়

তাহাকে বরণ করিয়াছি। যদিচ বসন্তরায় আমাকে শাস্ত্র ও লৌকিক নিয়মে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অশাস্ত্র। বিশেষে যখন সে বিবাহ কখন সম্পাদিত হয় নাই,—ধর্ম সাক্ষ্য! অদূরে গভীরে আকাশ বাণী হইল। "ধর্ম সাক্ষ্য" আর মহারাজা বসন্তরায়ের প্রেত যদি এস্থানে উপস্থিত থাকে, সাক্ষ্য দিবেক সন্দেহ নাই। গভীর আকাশ-বাণী হইল "সন্দেহ নাই" আমি কায়মনোবাক্যে প্রতাপাদিত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। দৈবদুর্বিপাকে বসন্তরায়ের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখন আমাকে ব্যবহার করেন নাই! ধর্ম সাক্ষ্য! আকাশ-শব্দ হইল "সত্য" আমি প্রতাপাদিত্যের চিত্রপট লইয়া জীবন কাটাইয়াছি! কতবার মিলন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন—একটা না একটা উপলক্ষে আমি অভিমান করায় মিলন ঘটে নাই—ধর্ম আমার সাক্ষ্য।" অমানুষী শব্দ হইল "রক্ষা হইয়াছে" এই কথা বলিতেবলিতে বিমলা ক্রমে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর ভীষণ হইতে লাগিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি তুমি এখান হইতে পলাও আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি। তোমার নিকট করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, এস্থল ত্যাগ কর—থাকিও না, থাকিও না।"

এমন সময় দণ্ডমন্দিরের ছাদ হইতে অতি ভীমরবে শব্দ হইল "থাকিও না, পলাও।"

সুন্দরী কয়েকবার অমানুষী শব্দে চমৎকৃত হইয়াছিলেন এই বারে শব্দমাত্রে ভীত হইয়া চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না।"

বিমলা বলিল, "পলাও। শুনিতেছ, ভূত প্রেত পর্যন্ত আমার দিকে হইয়াছে, পলাও।"

সুন্দরী অগত্যা অল্পে অল্পে দণ্ডমন্দিরের বাহির হইতে লাগিলেন। সুন্দরী প্রায় দণ্ড-মন্দির পার হইবার সময় একটি ভয়াবহ হৃৎভেদী অট্টহাস হইল। তাহার পরেই বিমলা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সুন্দরি, আমি প্রতাপাদিত্যের সহিত সহবাস করি নাই,—আমি ধর্ম-রক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু আমার মন পাপে লিপ্ত! আমি বসন্তরায়ের স্ত্রী নহি—ধর্ম সাক্ষ্য! ওঃ! বসন্তরায় সাক্ষ্য!"

ভীম রৌরবে "সমস্ত সত্য! বিমলার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই!" এই শব্দটি হইল। অদূরে একটি ক্ষুদ্র বন্দুকের শব্দ হইল। তাহারই পর একটি গগনভেদী অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় ভয়ানক ভীষণ শব্দ হইল; সমস্ত রায়গড়ের দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল; যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহারই পর দণ্ডমন্দির যেখানে ছিল সেই স্থানে প্রলয়োচিত অগ্নিশিখা ও ধূমচয় দেখা গেল! শব্দে যেমন দশদিক পূরিল,—আলোকেও তদ্রূপ দশদিক ভাষিল—বোধ হইল যেন পৃথিবী দ্বিধা হইয়া অন্তরের অগ্ন্যুদ্গার করিতেছে! যে যেখানে যে অব-স্থায় ছিল সে সেই খানেই ক্ষণেকের জন্য অচেতন!

অষ্টম অধ্যায়।

নৃত্যাৎ কঙ্কঃ স্বর্গস্ত্রীমুক্তস্থ চতুর্বর্ণোমবান্।

এদিকে সূর্যকুমার দীর্ঘির উত্তরের চাদালের পার্শ্বে ধ্বজ গাড়িয়া স্বীয় পার্বতীয় কুকীসৈন্যদলকে দীর্ঘবংশের যষ্টী একটা লইয়া ভীমনাদে বাজাইয়া ডাকিলে, তাহারা মহোৎসাহে হল্লা করিয়া সূর্যকুমারের নিকটস্থ হইল। সে ভীষণ আকার সৈন্য দেখিলেই হৃৎকম্প হয়। তাহারা নগ্ন, সর্বাঙ্গ নানাবিধ উল্কি ও সিন্দূররেখায় রঞ্জিত; শরীরে কোনই আচ্ছাদন নাই—আবরণের মধ্যে এক একটি কৃষ্ণচমরী গবয়ের পুচ্ছ কটীদেশ হইতে সম্মুখে প্রায় একহাত ঝুলিতেছে; তাহাদিগের ঊর্দ্ধ শিখায় মনালাদি পার্বতীয় পক্ষীর পালক; বামহস্তে কাষ্ঠের দীর্ঘ ফলক, চর্মের কর্ম করে ও দক্ষিণ হস্তে সলোম তীক্ষ্ণ শেল; কটীদেশে নেপালী ভোজালী; সকলেরই বামপদে নূপুর; কাহার গলদেশে শঙ্খের মালা; কাহার বা বাহুতে শক্রদন্তের তাবিজ। সূর্যকুমার তাহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রধান মীরাশদারকে ডাকিয়া বলিলেন, "নন্দরাম, ভাই তোমার কৃপায় আমার জয়ন্তীরাজ্যের মান রক্ষা হইয়াছে; আমার ইচ্ছা আমি প্রত্যেক শূলধারীর সহিত আলিঙ্গন করি।"

নন্দরাম বলিল, "সেনারা আপনার সহিত সাক্ষাতে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহায় আলিঙ্গন করিলে একেবারে ক্রীতদাস হইবেক। তাহারা আপনার বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল, অমিততেজ ও অসম সাহস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করাইতেছি," বলিয়া তাহাদিগের নিকট চলিয়া গেল। তাহারই কিছুক্ষণ পরে এমৎ ভীমরব করিয়া কুকীসেনারা একটি লম্ফ দিল যে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। সূর্যকুমার ভাব বুঝিয়া অগ্রসর হইলেন; পরে সূর্যকুমারকে মধ্যে রাখিয়া পাঁচশত কুকীসেনা চক্রাকারে নানা অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিল। সূর্যকুমার স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়, তাহাদিগের নৃত্য দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া আপনিও তাহাদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। চক্রনৃত্য দেখিতে চারিদিকে লোকারণ্য হইলে, মহারাজ মানসিংহ দূর হইতে সূর্যকুমার নৃত্য করিতেছে শুনিয়া কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া নৃত্য দেখিতে গেলেন। মালিকরাজ নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিলে কচুরায় বলিল, "মালিক, এ ব্যঙ্গ করিবার নহে। সূর্যকুমার দেশীয় আচার ব্যবহার বিস্মৃত হয় নাই ও ঘৃণা করে না, ইহা আমাদিগের মহা আনন্দ ও স্পর্দ্ধার বিষয়। অসভ্য পার্বতীয়েরা দিল্লীর মোগলের সুভায় থাকিয়াও যে দেশী আচার রক্ষা করিতে লজ্জিত হয় না ইহা একান্ত সাহসের কথা।"

মালিকরাজ বলিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু এরূপ ভূতের

নাচ দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। মহাশয়, দেখুন দেখি ঐ বুড় বুড় মিন্‌ষেগুলা কেমন কোমর বাঁকিয়ে হাত ঝুলাইয়া মাথা নুয়াইয়া নাচিতেছে।"

কচুরায় বলিল, "বাঙ্গালার নৃত্য অপেক্ষা এ অনেক ভাল। আমাদিগের পুরুষের ত নৃত্যই নাই বলিলে হয়। তবে যা আছে সে নিতান্ত ঢিমে। এ কেমন সতেজ ও ও বলকারক।"

মালিকরাজ বলিল, "ইহাতে আমোদ হউক বা না হউক, যথেষ্ট পরিশ্রম হয় বটে। এ হেন মাঘমাস, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এখনও দেখুন সকলেই ঘর্ম্মাক্ত হইল। এ নৃত্য আর ক্ষণেক থাকিলে কেহ আর দাঁড়াইতে পারিবেক না।"

কচুরায় বলিল, "সূর্য্যকুমারের এখন শ্রম হইতেছে। উহারা পার্বতীলোক এরূপ নৃত্য অভ্যাস আছে; সূর্যকুমার বালককাল অবধি এদেশে থাকায় কতকটা কোমলবীর্য হইয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল, "মহাশয়, এ আবার কি! ঐ দেখুন কুকীরা কি করিতেছে।"

কুকীরা নৃত্য ক্ষান্ত হইলে কয়জনে ছয়টা শেল পূর্ব পশ্চিমে করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল, আর কয়জনে আর ছয়টা শেল উত্তর দক্ষিণে করিয়া দাঁড়াইল। এরূপে যে শেলের মাচা হইল, সূর্যকুমারকে ধরাধরি করিয়া তাহাতে উঠাইয়া দিলে, সূর্যকুমার তাহার উপর দাঁড়াইলে, ক্রমে সেই মাচা সকলে স্কন্ধে লইয়া একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল। সূর্যকুমার এক লম্ফে ভূমিতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে কচুরায়ের নিকট যাইবামাত্র কচুরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ভাই তোমার মঙ্গল হউক। তোমার স্ফূর্তি দেখিয়া আমার নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইতেছে।"

মালিকরাজ বলিল, "যাহা হউক, সরমা তোমার এত বিদ্যা আছে দেখিলে চমকিয়া উঠিবেন ও আতঙ্কে হয়ত অচেতন হবেন।"

সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল, "আমরা পাহাড়ে লোক আমাদিগের আমোদও পাহাড়ে।"

কচুরায় বলিল, "নন্দরাম কোথায়?"

সূর্যকুমার বলিল, "সে কুকীসেনার রসদের জন্য অনঙ্গপাল দেবের নিকট গিয়াছে। তাহারা যশোহরে এই যুদ্ধের বিষয় শুনিয়া দ্রুতগমনে আসিতে—পথে একে জঙ্গলবাদা— তাহে এখানে ব্যস্ত থাকায় আহারাদি প্রায় কিছুই হয় নাই।"

কচুরায় বলিল, "চল আমরা ইন্দুমতীর আবাসে যাই। তাহাকে কি দুর্গের ভিতর আনা হইয়াছে?"

সূর্যকুমার বলিল, "আমি ত আদেশ দিয়াছি। অনুমান করি এতক্ষণে তাহারা অন্তঃপুরে গিয়া থাকিবেন। প্রভাবতী ত যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলাম।"

কচুরায় বলিল, "রায়গড়ের গতিক ঐপ্রকার। ইন্দুমতীও যুদ্ধে আসিতে চাহিয়া ছিলেন। আমি নিষেধ করায় অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন।"

মালিকরাজ বলিল, "ঐ যে তাহারা আসিতেছেন। অরুন্ধতীও অশ্বচাপনে পটু।"

কচুরায় বলিল, "তিনি রাজকন্যা, বিশেষে পার্বতীয়দেশে বাস; তিনি বোধ হয় আমাদিগের অপেক্ষা অশ্ববিদ্যায় দক্ষ। দেখিতেছ কি কলে অশ্ব চালাইতেছেন।"

ক্রমে তিনজনে দীর্ঘির নিকটস্থ হইলে সকলেই অশ্ববেগ সংযম করিয়া স্বীয় স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিলেন "দেবি, এখন রায়গড় নিষ্কণ্টক হইল।"

ইন্দুমতী বলিলেন, "নিষ্কণ্টক হইল বটে, কিন্তু বঙ্গও পরাধীন হইল!"

প্রভাবতী বলিলেন, "প্রতাপাদিত্য কোথায়? শুনিলাম, হজুরমল নাকি গড়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? সে নরাধম কোথায়?"

কচুরায় বলিলেন, "মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোথায় আছেন বলিতে পারি না; যাহাহউক তিনি প্রকৃত বীরপুরুষ বটেন। বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল না হইলে তাঁহাকে যথাযুদ্ধে জয় করে এমত লোক বিরল। স্বীয় বুদ্ধির দোষেই তিনি কষ্ট পাইতেছেন। যে বিষয়ে কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই বিজ্ঞের কর্তব্য। বলবান শত্রুর সহিত সন্ধি রক্ষা করা নীতিজ্ঞ রাজার উচিত, নতুবা তাহাকে বিরক্ত করিলে কেবল উদ্বেগের কারণ হয়।"

মালিকরাজ আসিয়া বলিল, "নন্দরাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে।"

কচুরায় বলিল, "তাহাকে পাঠাইয়া দাও, আমরা এই চাদালে বসি।" মালিকরাজ চলিয়া গেল। কচুরায়, সূর্যকুমার, প্রভাবতী, ইন্দুমতী ও অরুন্ধতী দীর্ঘীর ঘাটের চাদালে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলে ভজহরি আসিয়া সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড গালিচা আনাইয়া পাতিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে নন্দরামপ্রমুখ আটজন চৌধুরী ও মিরাশদার আসিলে, তাহাদিগকে ঐ গালিচায় বসিতে আজ্ঞা দিলে তাহারা যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইল। মালিকরাজ সূর্যকুমারের সন্নিকটে ভূম্যাসনে বসিল।

কচুরায় বলিলেন, "নন্দরাম, তোমার সময়োচিত সাহায্যে মানসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও আমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে, তোমাদিগকে, বিশেষ জয়ন্তীপুরের চৌধুরী চূড়ামণি নন্দরাম তোমাকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে কহিয়াছেন। তোমার সেনা সমাগমে রায়গড়ের সূর্যকুমার ও মালিকরাজের সেনামণ্ডলীতে অভিনব উৎসাহ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও সেই সহায়তায় রায়গড়ের পশ্চিম প্রাকার প্রায় অনায়াসে লাভ করা হইয়াছে। মহারাজ মানসিংহ সূর্যোদয় হইলেই মহাসভা আহ্বান করিবেন, তথায় তোমাদিগেরও স্থান হইবেক।"

সূর্যকুমার বলিল, "নন্দরাম, তোমার সেনামণ্ডলীর আহারের কি বন্দোবস্ত করিলে? অনঙ্গদেব কিছু যোগাড় দিয়াছেন?"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আপনার প্রসাদাৎ আমাদিগের কিছুই অভাব নাই। অনঙ্গপালদেবের আদেশমতে একসহস্র ছাগ আনান হইয়াছে। ভজহরি তাহার ব্যবস্থা

করিয়াছে। আমি হুজুরের সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহারা একটু সাবধান হইয়া পাকাদি করিবেক। তাহাদিগের জন্য একটু নিভৃতি স্থান হইলে ভাল হয়।”

কচুরায় বলিলেন, “নিভৃত স্থানের অভাব নাই। রায়গড়ের অশ্বশালা অত্যন্ত বিস্তৃত স্থান, সেখানে এক্ষণে অশ্বাদি কিছুই নাই। আর সে স্থানে কেহই যায় না।”

সূর্য্যকুমার বলিল, “সেদিকে প্রতাপাদিত্যের অশ্বারোহীদিগের বাসা হইয়াছিল; এক্ষণে যুদ্ধাবশেষ কোথায় আছে বলিতে পারি না। আমি বলিতেছিলাম যে আপনার যদ্যপি অভিপ্রায় হয় ত কুকীসৈন্য তালপুখুরের পূর্ব্বপাড়ে পাঠাই। সেটি নিভৃত নিঃশব্দ লাক স্থান, চারিদিকে অগম্য বন, নিকটে জলপটী ও বটে।”

কচুরায় বলিলেন, “তাহাতে কোন হানি নাই। তবে সে স্থান অনুমান করি কুকীদিগের মনোনীত হইবেক না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, সে স্থান তাহারা আসিবার সময় গত রাত্রিতে দেখিয়া আসিয়াছে; অত্যন্ত রম্যস্থান বলিয়া তাহাদিগের বোধ হইয়াছে,—নিকটে চড়িয়ালের দহ আর সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচক্রোশী বিল, স্থানটিও উচ্চ বটে নানা জন্তু সমাকীর্ণ কুকীদিগের প্রিয়।”

কচুরায় বলিল, “যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় তাহাই কর।”

নন্দরাম জনৈক পার্শ্বস্থ দল্লুইকে বলিয়া দিলে দল্লুই উঠিয়া চলিয়া গেল।

কচুরায় বলিলেন, “নন্দরাম, তুমি রায়গড়ের যুদ্ধের সমাচার কোথায় পাইলে?”

নন্দরাম বলিল, “আমি যশোহরে আসিয়া পৌছিবামাত্র তথায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাদিগের প্রতি যমুনাপুকুইয়ে তলব শুনিলাম ও আমাদিগের জনৈক মিরাশদার এখানকার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের বাস ও মানসিংহের আক্রমণ সমাচার দিলে আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে রামচন্দ্ররায়ের সহায়তা করিয়া যশোহর হইতে আধুনিক গোবর্দ্ধনকে বহিষ্কৃত করি। কিন্তু রামচন্দ্রের উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী রমাই বীর সমস্ত কর্ম্মই মস্করাম ও রসিকতায় নির্ব্বাহ করিতে চাহে। তাহাকে যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক রামচন্দ্ররায়কে ছাড়াইবার পরামর্শ বলায় সে বলিল, “ভায়া, আমরা ভাত খাই কাঁসী বাজাই—আমাদিগের ইন্দুর ধরা পড়িলেই হল, হেঙ্গামে প্রয়োজন?” সে লোকটি কিন্তু সুচতুর, এত কৌশল ও ছল করিয়াছে যে সহজে কোন বিষয় বোঝা যায় না—সমস্তই যেন ভেলকিবাজী।”

কচুরায় বলিলেন, “রাজা রামচন্দ্র রায় কি স্বদেশে গিয়াছেন, না যশোহরের চাঁদখানের কারাগারে আছেন?”

নন্দরাম বলিল, “না তিনি সেই রমাইবীরের কৌশলে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন;—শব বলিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার অনুমতি হয়; রমাইবীর সন্ন্যাসী সাজিয়া সেই শব লইয়া নৌকায় তোলে, পরে তাহার স্ত্রী প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে লইয়া রাতারাতি যশোহর

হইতে পলায়ন করিয়াছে। রমাইবীরের কৌশলে গোবর্দ্ধন কিল্লেদার মাতিয়া উঠিয়াছে। সে আবার স্বয়ং যশোহরের সিংহাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে। যশোহরে এখন ভারি গোলযোগ।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "জয়ন্তীপুরের সমাচার কি ?"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আপনি তথায় যাইলেই নিজের পৈত্রিক সিংহাসনে বসিবেন। লটকা একে ত অক্ষম বলিয়া সমস্ত প্রজাই খড়্গহস্ত, আবার যেরূপে রাজদণ্ড তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলে অবগত আছি।"

ভজহরি ব্যস্তে আসিয়া কচুরায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাজ দুর্গ প্রবেশকালে যে বিরাটশব্দ পাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের সর্ব্বনাশসূচক,—হায় ! হায় ! নরাধম প্রতাপাদিত্য সকল নষ্ট করিল।"

কচুরায় ও ইন্দুমতী একস্বরে বলিল, "কি হইয়াছে ?"

প্রভাবতী ব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পিতা কোথায় ?"

ভজহরি বলিল, "অনঙ্গপাল দেব মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে বসিয়া আছেন ; সেখানে বল্লভ ও সনদ্বীপের বরদাকণ্ঠ আছেন ; তাঁহারা রায়গড়ের বন্দোবস্তের পরামর্শ করিতেছেন ও সেনাদিগের থাকিবার স্থান ও রসদের যোগাড় হইতেছে।"

কচুরায় বলিলেন, "সে শব্দটি কিসের ?"

ভজহরি বলিল, "দীর্ঘির দক্ষিণ পশ্চিমস্থ প্রতোলীপ্রাকারের পূর্ব্বের দণ্ডমন্দির উড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগের ছোট মা বিমলাদেবীর ব্যবচ্ছিন্ন শব সেই ভস্মাবশেষ—ভগ্নমন্দিরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কেহই কিছু বলিতে পারে না। সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করায় সুন্দরী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। কমলাদেবী এ সমাচার পাইয়া একেবারে নির্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছেন। ইন্দুমতীদেবী একবার সেখানে গমন করিলে ভাল হয়,—মহিষী অভিভূতা, রাজকন্যা সরমা উন্মত্তাপ্রায়, কে কাহাকে সান্ত্বনা করে—অন্তর্ম্মন্দিরের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! গৃহের দ্বারের উপর সরমা হতাশ হইয়া পড়িয়া আছেন ; আহা ! তুলিবার কেহই নাই ;—তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ গৃহে ও অর্দ্ধাঙ্গ বারাণ্ডে ;—কমলাদেবী বারাণ্ডায় পড়িয়া আছেন ;—মহিষী শূন্যদৃষ্টিতে স্বহস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন ;—মালতী কোথায় গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না।"

ভজহরির বাক্য শেষ হইতে না হইতে ইন্দুমতী প্রভাবতী ও অরুন্ধতী উঠিয়া অন্তর্ম্মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কচুরায় উঠিয়া বলিলেন, "ভাই সূর্য্যকুমার, আমি একবার মানসিংহের নিকট হইতে আসিতেছি।

ভজহরি বলিল, "আপনার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন ? শুনিতেছি, বল্লভকে ও বরদাকণ্ঠকে অদ্য রাত্রিতেই প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আনিতে পাঠাইবেন।"

নন্দরাম বলিল, এই লোকটি আসিয়া আমাকে বলিল, "মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছেন।"

ভজহরি বলিল, "কোথায় ধরা পড়িয়াছেন?"

নবাগত লোকটি বলিল, "আমি সবিশেষ অবগত নহি, এইমাত্র স্কন্ধাবারে জনপ্রবাদ শুনিয়া আসিলাম।"

কচুরায় বলিলেন, "যাহা হউক, হজুরমল ও গঞ্জালিস ও অনুপরামকে, সনদ্বীপে ব্যস্ত থাকার জন্য অনুসরণ করা হয় নাই; এখন তজ্জন্য লোক পাঠান উচিত। আমি যাই দেখি কি হইতেছে!"

কচুরায় চলিয়া গেলে, নন্দরামও উঠিয়া চলিয়া গেল। অপরাপর সকলেই চলিয়া গেলে সূর্যকুমার বলিল, "ভাই মালিক, তোমার মালতী কোথায়?"

মালিকরাজ বলিল, "যমুনাপুরুই হইতে আসা অবধি আমি ত কোন সম্বাদ পাই নাই। ভজহরি দ্বারা বজবজে হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহার উত্তরও পাই নাই। কে জানে ভাই যেরূপ আজকালের গতি কার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না—অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবেক। আমার পিতার কিন্তু কোন সম্বাদ পাই নাই।

সূর্যকুমার বলিল, "আমি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, অনুমান হয়, যেন তাঁহাকে দক্ষিণ অঞ্চলে দ্রুতপদে যাইতে দেখিয়াছি।

মালিকরাজ বলিল, "আমি সমাচার না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি। রায়গড়ের যুদ্ধ ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত সর্বনাশী হইল! যাই আমি দেখিগে।"

সূর্যকুমার বলিল, "চল আমিও যাই।

দুই বন্ধুতে একত্রে পরস্পরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া চলিয়া গেল।

নবম অধ্যায়।

হিমেনৈব হিমং শাম্যেৎ দুষ্কৃতেনৈব দুষ্কৃতং।

কুলাদান নদীর পূর্বশাখার পূর্বতীরে, নীলপর্বতের নখে, সাগরসঙ্গম হইতে প্রায় বিংশ ক্রোশ উত্তরে, ভূগুকণ্টকাকীর্ণ শৃঙ্গচয়ের দ্রোণীর মধ্যে, চতুষ্কোণ স্থূল প্রাচীরে বেষ্টিত মগ রাজধানী ম্রোহৌং। ম্রোহৌং হইতে অনতিদূরে উত্তর ও পূর্বপ্রান্তরে মায়ূ ও যোমপর্বতের নখচয়ে অগম্য প্রাক্তনবনতরুচয়ে পূর্ণ ও নানাবিধ জন্তু সমাকীর্ণ। সেগন, কাওড়া, গর্জন, কুচিলা ও শিশুর প্রবীণ তরুচয়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-স্ফীত গ্রন্থিযুক্ত অভেদ্য বংশ-নিকর। তাহার নীচে কেতকী, আনারস ও বেত্র প্রভৃতি সকণ্টক উদ্ভিদ্। দরীমধ্যে ঢেঁকী, ঢিলে প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার অপুষ্পপাদপ। সাগরসান্নিধ্য হেতু নদীর জল কর্দমে ঘনীভূত ও গিরিনখ বহির্ভূত নদীভাণ্ড সমতল-নগরীভাগ নদীর জোয়ার ভাঁটায় দিবারাত্রিতে দুইবার প্লাবিত হওয়ায় সমতলভূমী তরল কর্দমাকীর্ণ। তরল পঙ্ককর্বটে স্থূলচিকন্ গাঢ়হরিতবর্ণ প্রায় গোল পর্ণ সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নোনা, পরেশ, রুপা, গরান, গাঁউয়া, সুন্দরী প্রভৃতি বীজরুহে পূর্ণ হওয়ায় জলের হ্রাস বৃদ্ধিতে স্রোতরোধ হেতু দিন দিন নদীরয় আনীত মৃত্তিকা পাতিত হইতেছে ও নববীজরুহচয় যেন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বীজরুহের কক্ষার অধোভাগ নদীরয়াঘাতে পত্র হীন ও সেই জন্য অনেক দূর দেখা যাইতেছে। পঙ্ককর্বটে দীর্গপদ কানতুণ্ডী, ব্রহ্মহংস বক্রতুণ্ড কাস্তেচেরা, স্থূলচঞ্চু সামুকখোল, প্রশস্তচঞ্চুচিন্তে, সোনাজাঙ্গা, বোগলা, কাঁক, অঞ্জন, ডাক, কাম, দলপিপি, পানপায়রা, কুলঙ্গ প্রভৃতি দীর্ঘজঙ্ঘ উভচর পক্ষীচয় চরিয়া বেড়াইতেছে। জলের তীরে কাদাখোঁচা, চাবা প্রভৃতি পুচ্ছ নাড়িয়া কীটাহার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গগনগয়ালের বিস্তৃত পক্ষ পড়িয়া আছে।

চতুষ্কোণ দুর্গমধ্যস্থ নগরীটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাহার একমাত্র দ্বার লৌহকবাটে আবদ্ধ। ঐ দ্বারের অন্তরালে কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু উচ্চশ্রেণীর মগরাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এখনও সূর্যোদয় হয় নাই বলিয়া গোপুর বন্ধ আছে, সূর্যোদয়কালেই দ্বার খোলা হইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের পরিধেয় বস্ত্র বিচিত্র রেশমের বহির্বাস, পদদ্বয় আজানুলম্বিত চর্মপাদুকাবৃত। দিব্য রেশমের অঙ্গরক্ষ বক্ষের উভয়পার্শ্বে স্বর্ণের বদরী দিয়া রেশমের ঘুন্টীতে বাঁধা। মাথায় চিত্রিত রেশমের রুমাল জড়ান। মুখে এক একটি কাগজের চুরুট মধ্যে মধ্যে নীলিনিভধূম উড়িতেছে। তাহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠটি বলিল, "মেঙ্গচু, তুমি এত প্রাতে কোথা হইতে আসিলে? কোথা গিয়াছিলে? মফস্বলের সমাচার কি?"

মেঙ্গচু বলিল, "মহাশয়রা যে উদ্দেশে গিয়াছিলেন, আমিও সেই কর্মে ফিরিতেছি; অনুমান করি কতকঠা কৃতকার্য হইয়াছি। অদ্য রাত্রে কয়েকজন বিপক্ষদল মঙ্গদোর ক্যোয়াজে ধরা পড়িয়াছে।"

বৃদ্ধটি বলিল, "হাঁ, ধরা পড়িয়াছে বটে কিন্তু অনুপরাম কোথায়? লোকমুখে যাহা শুনা গিয়াছিল তাহা কতক সত্য। বোধহয় যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।"

মেঙ্গচু বলিল, "কেন মহাশয়, সকলই সত্য হইবেক, দেখিবেন। আমার নাএব যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহা সত্য। আবার শুনিয়াছেন? বাঙ্গালার দূতের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক পুংবেশে চর হইয়া আসিয়াছে? স্ত্রীলোকের কি সাহস? একা অশ্বারোহণে চট্টগ্রাম দিয়া কিরূপে আসিল?"

ফোহোসিন—একজন প্রধান অমাত্য উত্তর করিল, "আর ভাই বুঝিতেছ না, সে ত কেবল রাজকর্ম্মে আসে নাই, সে যে স্বীয় প্রাণনাথের রক্ষার্থে আসিয়াছে। আসিবার সময় তাহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গের অমতে লুকাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার স্ত্রীলোক সে বিশয়ে কেমন মূর্খ, জন্মের তরে একবার স্বামী গ্রহণ করে; আবার শুনিয়াছি স্বামীর মৃত্যু হইলে আত্মঘাতী হয়।"

মেঙ্গচু বলিল, "সে আমাদিগের দেশের প্রথা অপেক্ষা ভাল। আমাদিগের স্ত্রীপুরুষে তত প্রেম জন্মে না। স্বল্পকালের জন্য বিবাহ কতকটা অসভ্য প্রথা,—ইহাকে বিবাহ বলা যায় না,—এ একপ্রকার পশ্বাচার!"

ফোহোসিন বলিল, "হাঁ, এখনকার কালের গতিই এই, পুরাতন প্রথাসমূহের দোষ দিয়া বাঙ্গালার প্রথার পুরস্কার করা, কিছু একা তোমার দোষ নহে; যুবামাত্রেই ঐরূপ বলিয়া থাকে, কিন্তু একটু বয়স অধিক হইলে এ সকল ভ্রম দূর হইবেক, তখন মগের প্রথা সুপ্রথা বলিয়া জানিবে। ভাই, যে দেশে যে প্রথাটি জন্মিয়াছে সে দেশে সেটি উপযোগী না হইলে কখন প্রথারূপে পরিণত হইত না। প্রথা প্রয়োজনীয় ও সুবিধা না হইলে কখন প্রবাহিত হয় না। আমি মনে করিলেই কিছু একটা নূতন প্রথা প্রচার করিতে পারি না। কৈ, তুমি জোয়ার ভাঁটা পরিবর্তন করিতে পার না? নটের মত কোন নূতন নগরী স্থাপিত করিতে কি সক্ষম?"

মেঙ্গচু বলিল, "মহাশয়, রাজা ও ধনী ব্যক্তিই প্রথার মূল। তাহারা যে কর্ম্ম করে, সেইটি আপামর সাধারণে অনুকরণ করিতে করিতে প্রথা হইয়া যায়। আবার যদ্যপি সে প্রথার আশু সুখভোগ সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলেই সে প্রথা এককালে অকাট্য হয়।"

এমত সময় স্থূলশৃঙ্খলের ঝঞ্চনা ও লৌহঅর্গলের শব্দ শুনিয়া মেঙ্গচু বলিল, "মহাশয়, ঐ দ্বার খুলিতেছে, চলুন শীঘ্র প্রবেশ করা যাক; নতুবা মহারাজ সভায় বসিলে এ সকল সমাচার রাজাকে দেওয়া যাইবেক না। আপনার খবর কি?" ফোহোসিন বলিল, "চল যাই, কিন্তু আমি ত অনুপরামকে ধরিতে পারি নাই—এখন রাজার কোপে পড়িতে হইবেক।"

মেঙ্গচু বলিল, "কেন আপনার দোষ কি? আপনি ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আমি কি উত্তর দিব? আমি ত সে চরটি কে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না,

শুনিয়াছি, সে বৈদ্যনাথ নামক দূতের প্রাণবন্ধু কেননা সে কেবল বৈদ্যনাথের শরীর রক্ষণে বিশেষ যত্নবান। ঐ যে লাওসী আসিতেছে? তাহার সঙ্গে বন্দীও দেখিতে পাইব—সে কি স্ত্রীদূত ধরিয়াছে নাকি?"

ফোহোসিন বলিল, "কি দূতের প্রতি হস্তক্ষেপ! এ ত কোন দেশের প্রথা নহে, আমাদিগের রাজার অবিচার! অনুপরাম এ সকল বিষয়ে ত ভাল ছিল।"

মেঙ্গচু বলিল, "কেন, অনুপরাম অনেক বিষয়ে ভাল—তাহার শরীরে অনেক গুণ আছে। সে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া নির্ব্বোধের মত কর্ম্ম করিয়াছে; সে এখানে দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে এতদিনে একটা যাহা কিছু হইয়া যাইত।"

ফোহোসিন বলিল, "হাঁ। বলেছ ভাল। তাহা হইলেই সে আর ইহলোকে থাকিত না। তাহার বিপক্ষে যেরূপ কঠিন আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল ও তৎকালে গ্রামকুটের যেরূপ কোপ; তাহার পলায়ন ব্যতীত অপর উপায় কিছুই ছিল না।"

মেঙ্গচু বলিল, "অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছিল। অরুন্ধতী রুক্মপ্রদেশের রাজমহিষী হইলে তিনিও সুখী হইতেন; আর আমাদিগের রাজবংশে অপর শোণিতমিশ্রিত হইত না। ভাইবোনে বিবাহ—কি মজা ঘরে ঘরে!—আমাদিগের বহুপুরাতন প্রথা!"

ফোহোসিন বলিল, "এটিকে প্রথা বলা যায় না, তবে আমাদিগের মধ্যে এরূপ ব্যবহারের পূর্ব্বপ্রতিমা (১) আছে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া সভাস্থ হইয়া দেখে, সভায় সকল প্রধান রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অস্ত্রধারী প্রহরীগণ স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যক্ষরাজ ভীষণ দৃষ্টিতে ইহাদিগের প্রবেশ লক্ষ করিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিলে পাঁচজন অস্ত্রধারী অগ্রসর হইয়া নবাগত ফোহোসিন প্রমুখ পাঁচজন রাজপুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ফোহোসিন তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল, "কিহে সমাচার কি?" বিরক্তনয়নে অস্ত্রধারী বলিল, তোমরা বন্দী হইলে।" ফোহোসিন বলিল, "অপরাধ?" অস্ত্রধারী বলিল, "শুনিবে এখন।"

প্রধান্ অমাত্য অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিল, "মহারাজ, ফোহোসিন ও মেঙ্গচু প্রভৃতি লৌহদ্বারের অধ্যক্ষ উপস্থিত; এক্ষণে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ হয়।"

রাজা বলিলেন, "ফোহোসিন, তুমি এই সংসারে বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির কারণ কি? তুমি নাকি পামর অনুপরামের সাহায্যে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিয়াছ? আর ও শুনিতে পাই, একটি বিপক্ষ দলবদ্ধ করিয়াছ। তোমার প্রাণদণ্ডার্হ হইয়াছে, অতএব তোমাকে আপাততঃ কারাবদ্ধ করিলাম, পরে বিশেষ অনুমতি দিব। প্রতিহারিন্, ফোহোসিন প্রভৃতি পাঁজনকে কারাগারে লইয়া

(১) নজীর।

যাও।” অমাত্যের প্রতি “কৈ, দূত কোথা গেল? এখনও এখানে উপস্থিত হইল না?”

অস্ত্রধারী প্রতিহারীরা ফোহোসিন প্রভৃতিকে লইয়া চলিয়া গেলে রাজা অমাত্যকে বলিলেন, “এখন অনুপরামের তত্ব লও, তাহাকে জীবিতই হউক বা মৃতই হউক আমার সম্মুখীন করিতে হইবেক। সে এদেশে স্বাধীন হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিলে বিদ্রোহ বৃদ্ধি করিবেক। আপাততঃ যেরূপ দেশীয় লোকের মনের ভাব, তাহার সামান্য উৎসাহ বা সাহস পাইলে একেবারে উত্তেজিত হইবে ও উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিবে। আবার গ্রামকূটের এমত স্বভাব, যে যখন উত্তেজিত হয়, তখন উৎসাহ দাতার অধিকারের বহির্ভূত কর্ম্ম করে, তখন আর কিছুতেই বাগমানে না। অনুপরাম এদেশে আসিয়াছে শুনিয়া কতকগুলি স্বার্থপর অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী ওমরাও গুপ্ত সভায় নানাবিধ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। ঐ রোগ অঙ্কুরিত অবস্থায় নষ্ট না করিলে হয় ত যুদ্ধনদীর শোণিতপ্লাবনেও ক্ষান্ত হইবেক না। ফোহোসিন বহুকালের মান্য ওমরাও; আমি যদিচ তাহাকে কারাগারে পাঠাইলাম কিন্তু তাহাকে জানাইও যে আমার মন তাহার জন্য এখনও ক্রন্দন করে; আমি তাহাকে বিস্মৃত হইব না; কি করি রাজ্যের কুশলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে আত্মীয় বলি দিতে হয়। ফ্রার কৃপায়, অনুমান করি, আমাকে ততদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে হইবেক না। যাহা হউক তাহাকে কতকটা সান্ত্বনা করিও। এখন সে প্রিয়দর্প স্ত্রীদূত কোথায়?”

অমাত্য বলিল, “মহারজ, আমি শুনিয়াছি স্ত্রীদূত ধৃত হইয়াছে। তাহাকে আনিয়াছে রাজবাটীতেই আছে; অনুমতি করেন তাহাকে সম্মুখীন করি।”

যক্ষরাজ বলিলেন, “তাহাকে ও বরদাকণ্ঠকে আনাও।”

অমাত্য চলিয়া গেলে যক্ষরাজ নিকটস্থ সিংহলদেশীয় স্ত্রীপুঙ্গীকে বলিলেন, “মায়াদেবি, এক্ষণে কি করা উচিত? দূত সর্ব্বদেশে অবধ্য, তাহাতে আবার স্ত্রীলোক, তাহার কি দণ্ড উপযুক্ত হয়?”

স্ত্রীপুঙ্গী বলিল, “সে আসিলে তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া যথাবিধান করিবেন। তবে বরদাকণ্ঠকে স্বতন্ত্র আনিয়া তাহার বক্তব্য শুনিলে ভাল হয়।”

রাজা ইঙ্গিত করিলে জনৈক রাজপুরুষ ব্যস্তে চলিয়া গেল, ক্ষণেকপরে আসিয়া বলিল, “মহারাজ, তাহাদিগের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বরদাকণ্ঠ আপনি রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আবাসে বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। কোতোয়াল তাহার বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী বসাইয়া রাখিয়াছে। সহসা দিল্লীর প্রেরিত দূতের উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না; অতএব তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।”

যক্ষরাজ স্ত্রীপুঙ্গীর প্রতি বলিল, “ভাল হইয়াছে, দিল্লীর সুলতান অত্যন্ত বলবান্ বাদসাহ, তাহার সহিত সামান্য বিষয়ে বিবাদ করা সৎযুক্তি নহে। কোথা, সে স্ত্রীদূত কোথা?”

স্ত্রীপুঙ্গী বলিল, “এ স্ত্রীদূত কি মহারাজের নিকট উপস্থিত হয় নাই?”

রাজা বলিলেন, "না, কৈ স্ত্রীদূতের কথা আমি পূর্বে কিছুই জানি না, তবে আমার নিকট বরদাকণ্ঠমাত্র মহারাজ মানসিংহের পত্র লইয়া উপস্থিত হন। আমি তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া রাজবাটীর নিকটে আবাস দিয়াছি। বরদাকণ্ঠ এখানে আসিয়াই অনুপরাম ও গঞ্জালিসের অনুসন্ধানে লোহাদারায় পুনরায় গমন করে। বাঙ্গালীরা অত্যন্ত কঠোর প্রাণ; চট্টগ্রাম হইতে দিবারাত্রি অশ্বে আসিয়া লোহাদারায় কোঁদা ও হাতি চাপিয়া ক্রমান্বয়ে অবিশ্রামে ভ্রমণ করিয়াছে; এখানে যক্ষপুরে তিন ঘণ্টামাত্র ছিল, আর শুনিলাম কেবল দুগ্ধমাত্র আহার করিয়াছিল। নিরামিষভোজী বাঙ্গালীরা আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পটু। গয়ালের দুগ্ধ পান করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল।"

মায়াদেবী বলিলেন, "গয়ালের দুগ্ধ, ফলে প্রশংসার যোগ্য। গয়ালতুল্য উপকারী গ্রাম্য জন্তু আর কিছুই নাই। গাভী গ্রাম্যপশুমধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু যে স্থানে গয়াল নাই সেই দেশের গাভীর মাঞ্জ। গাভীর শরীর সুকোমল, অল্পেতেই রোগান্বিত হয় ও বসন্তে নষ্ট হয়। সহজে মহিষের বসন্ত হয় না বটে, কিন্তু গয়াল সে বিষয়ে অতুল্য, কোন রোগই জন্মে না। বলশালী পশুর দুগ্ধ বলকর পেয়।"

রাজা বলিল, "গয়াল পরিমাণেও অধিক দুগ্ধ দেয়। শুনিয়াছি বঙ্গের গাভী কখন কখন দশসের পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। কিন্তু গয়ালের পক্ষে একমন দুগ্ধ দেওয়া সাধারণ; দুগ্ধে নবনীও যথেষ্ট জন্মায়। গাভীর একসের দুগ্ধে এক ছটাক নবনী উদ্ভব হওয়া কঠিন, কিন্তু গয়ালের একসের দুগ্ধে প্রায় এক পোয়ার অধিক নবনী উদ্ভূত হয়। মহিষ বোধ হয় গয়াল ও গাভীর মধ্যগত পশু। বরদাকণ্ঠ গয়ালদুগ্ধ পানান্তে গয়াল দেখিতে আমার গোষ্ঠে গিয়াছিল, পরে গয়ালের দীর্ঘপিচ্ছল শৃঙ্গ দেখিয়া বন্য মহিষ বোধ করিয়াছিল। পরে তাহার রোমরাজী দেখিয়া গয়াল মহিষ নহে সাব্যস্ত করিয়াই আমার নিকট আসিয়া চারিটি দুগ্ধবতী গয়াল ও একটি পুং গয়ালের জন্য বলিলে, আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি। আমার ইচ্ছা মহারাজ মানসিংহের জন্যও কয়েকটি ভাল ভাল গয়াল ও গবয় ও চমরী পাঠাইয়া দিব।"

মায়াদেবী বলিল, "রাজওরাড়া মধ্যে পরস্পরের প্রেমবর্দ্ধন জন্য স্ব স্ব দেশীয় উপাদেয় পদার্থ উপঢৌকন দেওয়া উচিত। বরদার সনন্দে কি অপর কোন দূতের কথা উল্লেখ ছিল?"

রাজা বলিলেন, "না, সে পত্রে এইমাত্র ছিল যে, দিল্লীশ্বরের আদেশমতে বঙ্গরাজ্য ফিরিঙ্গী-দস্যু হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশে বাঙ্গালায় আসিয়া সনদ্বীপে আমার প্রধান সেনাপতি পাঠাইয়াছিলাম তেঁহ গেডিজ নামক ফিরিঙ্গী দস্যুর কোটর অধিকার করিয়া তথা হইতে নরাধম গঞ্জালিসকে দূর করিয়াছেন। পাষণ্ড প্রাণভয়ে শুনিতে পাইলাম চট্টগ্রাম হইতে বৈশালী নগরীতে যাইবেক। চট্টগ্রাম বহুদিন অবধি আপনার শাসন অবমাননা করিতেছে ও ফিরীঙ্গির প্রধান আবাস স্থান হওয়ায় নষ্টবিদ্রোহী লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে। কৃষ্ণ সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী অনুপরাম কোথায় তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়

নাই। অতএব যথাকালে আপনাকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে ও অত্রত্য জনৈক প্রধান আমাত্য সনদ্বীপের পঞ্চ হাজারী ফৌজদার বরদাকণ্ঠকে সন্ধি বিগ্রহাদি সমস্ত ক্ষমতা দিয়া পাঠান গেল তিনি ফিরিঙ্গীর অনুসন্ধান ও শাসন উদ্দেশে চলিলেন। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় ও সাহায্য দিবেন। আমরা ত্বরায় চট্টগ্রামে সসৈন্যে উপস্থিত হইব। আপনার সহিত উক্ত চাকলা পুনরায় বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতাও দিল্লীশ্বরের আদেশমতে আমার উপর আছে।”

মায়াদেবী বলিলেন, “তবে আপনি স্ত্রীদূতের সমাচার কোথায় পাইলেন? সেটি স্ত্রীদূত কি গুপ্তগতি? সে কি মিত্র ভাবে এদেশে আসিয়াছে?”

রাজা বলিলেন, “বরদা [illegible] আমার দরবারে ঐ সনন্দ পেষ করিয়াই লোহাদারায় চলিয়া যায়। তাহারই পর লোহাদারার নাএব আমার নিকট দিল্লীশ্বরের অপর এক সনন্দের অনুলিপি পাঠাইয়া জনৈক অপর দূতাগমনের সমাচার দিয়াছে; এই দরবার হইতে ম্রোহৌং পর্যন্ত তাহার আসিবার ছাড় পাঠান হয়। পরে লোহাদারা হইতে অপর এক কর্মচারী, যখন গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে সমাচার আনে, তখন সেই লোক প্রমুখাৎ শুনিলাম যে দ্বিতীয় দূতটি স্ত্রীলোক। এই প্রবাদ একবার রটনা হইবামাত্র গ্রামকুটে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। তদবধি কতকগুলি বিদ্রোহী অনুপরাম জীবিত আছে ও তাহার জন্য অস্ত্রধারণ করিলে দুর্বৃত্ত লোকদিগের স্বার্থ সিদ্ধ হইবেক, বিবেচনা করিয়া একটি দল বাঁধিয়াছে।”

মায়াদেবী বলিলেন, “লোহাদারার নাএব, দূতটি স্ত্রীলোক কি পুরুষ বলিয়া কিছুই উল্লেখ করে নাই। স্ত্রীদূত বুঝিলে এমত অসাধারণ সমাচার অবশ্যই মহারাজকে লিখিত। যাহা হউক স্ত্রীদূত কখন শুনা যায় নাই। সেই অবশ্য চর হইবেক, এই যে প্রহরী আসিতেছে। কি, কৈ স্ত্রীদূত আনিলে না?”

প্রহরী বলিল, “সেটা উন্মাদ, তাহাকে মহারাজের সভায় আনিতে সাহস পাইতেছি না; পুনরাদেশ পর্যন্ত দৌবারিক বাহিরে রাখিয়াছে।” এমত সময় রাজবাটীর নীচে বহির্দেশে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া গবাক্ষ দিয়া দেখিয়া বলিলেন “একি, এটা যে একান্ত উন্মাদ! এ বৃদ্ধা যে বিষমবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ঐ কি দূত নাকি?”

প্রহরী বলিল, “হাঁ মহারাজ, ঐ দূত এখন দণ্ডের ভয়ে মত্ততা ভান করিতেছে।”

রাজা বলিলেন, “যদি ভান করিতেছে তবে লোকে এত ভীত হইয়া তাহার নিকট হইতে পলাইতেছে কেন? তাহাকে ধরিয়া বাঁধিতে বল।”

রাজা, মায়াদেবী ও প্রহরী রাজবাটীর বিহারে আসিয়া কাষ্ঠসোপানের উপর দাঁড়াইলে, দূর হইতে উন্মত্তা রেবতী দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া সেই দিকে আসিল।

রাজা বলিলেন, “তুমি কে, এমত বেশ কেন? কোথা হইতে আসিলে, কি চাও?”

রেবতী বলিল, “মহারাজার জয় হউক! অনুপরাম মরুক! গঞ্জালিস মরেছে!

আমিও মরিয়াছি! আমার নাম মা! আমি জগতের মা! আমি ভারত প্রতিপালন করি! আমি তোমার মা! ঐ মেয়েটী কে গা? আহা যৌবনে ও রূপে কি গেরুয়াবসন সাজে! তুমি লক্ষ্মী—আবার সন্ন্যাসী—কার তুমি রাজমহিষী হও—আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসা ভাল জিনিস। যার ধন নাই তার জিনিস নাই। জিনিস থাক্‌লে চোরে ন্যায়—মনও চোরে ন্যায়—হাঃ হাঃ হাঃ!" বলিয়া ভীম অট্টহাস হাসিয়া একটি থুড়িলাপ খাইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য দীর্ঘ হস্তদ্বয় বিস্তারিয়া দূরে চলিয়া গেল। আলুলায়িত কেশা রেবতীর শণের ন্যায় চুলগুলি বায়ুবেগে উড়িতে লাগিল। কটীর অধোদেশে একটী রক্তবর্ণ বনাতের পায়জামা পরা। পায়ে লালজুতা, কটীর ঊর্দ্ধভাগ নগ্ন। শুষ্ক লোলমাংস ও জলৌকাতুল্য স্তনদ্বয় গমনবেগে দুলিতে লাগিল ও চট চট করিয়া বক্ষে ও কক্ষে আঘাত হইতে লাগিল। রেবতীর অদ্ভুত বেশ ও ভীষণ চীৎকার আর অসাধারণ লম্ফ ঝম্ফ দেখিয়া ভয়ে গ্রামকূট পথ ছাড়িয়া দিল। রাজ এই মূর্ত্তি দেখিয়া কতকটা চমৎকৃত হইয়া আবার কতকটা রোষ করিয়া বলিলেন। "কি আশ্চর্য্য একটি বৃদ্ধা শুষ্কা স্ত্রীলোক দেখিয়া তোমরা ভয়ে পলায়ন করিলে? সে কি খাইয়া ফেলিবে? প্রহরী, তাহাকে ধরিয়া আন।" প্রহরী অল্পে অল্পে রাজার পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠতোরণ দিয়া নামিয়া গেল। গ্রামকূট বলিল "কোথা যাও ওকি মানুষ যে ওকে ধরিবে। ও নট, ও যুমপর্বতের পেতনী।"

মায়াদেবী বলিলেন, "এ ব্যাপারটা কি? ঐ উন্মত্তার আদ্যন্ত বিবরণ কে বলিতে পারে? ও স্ত্রীটিকে কে এখানে আনিল?"

রাজা বলিলেন, "এ বিষয় তদন্ত করা উচিত। এই কি লোহাদারায় দিল্লীর দূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল?"

মায়াদেবী বলিলেন, "এমত ত বোধ হয় না।" প্রধান জনৈক রাজপুরুষকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "লেমরু তুমি ঐ পাগলিনীর বিষয় কিছু জান?"

লেমরু বলিল, "মহারাজ, আমি উহার আদ্যন্ত সমস্তই অবগত আছি। যখন লোহাদারায় দিল্লীশ্বরের দ্বিতীয় দূত আসিয়া সনন্দ দেখাইল তখন আমি লোহাদারায় উপস্থিত ছিলাম। আমি রামরি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মঙ্গদোতে থাকিয়া নৌকা হইতে দ্রব্যাদি নামাইতেছি, এমত সময় একটি কণ্ঠালে করিয়া একটি সুদৃশ্য বাঙ্গালী রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে দিল্লীর পত্র দারোগার হাতে দ্যায়। পরে নায়েবের প্রমুখাৎ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলে তাহার গমনের জন্য একটা পেগুটাটু আনাইয়া তাহাকে লোহাদারায় পাঠায় আমিও তাহার সহিত লোহাদারায় যাই। পথিমধ্যে তাহার অভূতপূর্ব্ব অশ্বচালন প্রণালী দেখিয়া আমি চমৎকৃত হই। অশ্ব এত বেগে সঞ্চালন করিয়াছিল যে সে দূত আমার লোহাদারায় পৌঁছিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে। শুনিলাম যে তথাকার নাএবকে দিল্লীর পত্র দেখাইয়া সেস্থানে অশ্ব ত্যাগ করিয়া একটা জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে। লোকে বলে,

তাহারা সেই দূতরূপী নটকে অল্পই কেয়াঙ্গ দিয়া মায়ুপর্বত পার হইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে নাভ অন্তরীপের দিক হইতে এক মণিপুরী অশ্ব করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা তাহাকে প্রথমবার দেখিয়াছিল সকলেই বলিল যে দূত দ্বিতীয়বারে তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও শুষ্ক ও শীর্ণকায় কিন্তু অধিকতর তেজশালী ও বলবানমূর্তি। দূতটি প্রত্যাগমন করিয়া নাএবের নিকট রোষপ্রকাশ করিয়া অনেক ভর্ৎসনাদি করিল ও অমানুষী আহারাদি করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পদব্রজে পূর্বমত স্বল্পবয়স্ক সুন্দর মূর্তি ধরিয়া আসিয়া পূর্বত্যক্ত পেগু অশ্বের জন্য বলায় নাএব হতবুদ্ধিবমত কোন উত্তর করিতে পারিল না। দূত তথাকার কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া অপর একটি পেগু অশ্ব আনাইয়া চলিয়া গেল। মহারাজ এমতে নটটি একবার তরুণরূপে আর একবার এই পাগলিনীর মত বৃদ্ধারূপে আবির্ভূত হয়। এটি নট বটে, তাহারসন্দেহ নাই।"

মায়াদেবী বলিলেন, "তুমি কি ইহাকে প্রেতযোনি বল?"

রাজা বলিলেন, "হাঁ নট একপ্রকার প্রেতযোনির মতই বটে। মনুষ্যাদি মরিয়া গেলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ধর্ম ও গুণযুক্ত হয়, নট স্বতই সেই সকল গুণযুক্ত। নট কিছু কোন জীবের প্রেতত্ব অবস্থা নহে. নটের জন্মমৃত্যু নাই। নট বাঙ্গালীদিগের দেবতার মত, কিন্তু সর্বদা মনুষ্য সমাজে ভালমন্দ কর্ম্মে মিশ্রিত হয়।"

লেমরু বলিল, "মহারাজ. নট আমাদিগের মধ্যে পুজ্যযোনি। কেননা যখন ছাক্যমুনি বুদ্ধ হইবার জন্য তপস্যা করিতে বসিয়া ছিলেন তখন নট মার মূর্ত্তিতে তাহার অনেক শাস্তি দেন ও ছাক্যমুনি অবশেষে নটের স্তুতিবাদ করিয়া জয়লাভ করেন। নট দুই জাতি, সুনটেরা বুদ্ধগৌতমের সময় রাম্মাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অথুয়গণ কুনট। তাহারা মনুষ্যদ্বেষী। বাঙ্গালীরা তাহাকে দেবদ্বেষী অসুর বলে। সুনট ব্যাহামা ও অথুয়ের মধ্যশ্রেণীর জীব। বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মা আছে তাঁহার উপর পৃথিবী সৃজনের ভার। বুদ্ধ গৌতম বলেন ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি ব্যাহামা আছে, ব্যাহামা নট হইতে উচ্চশ্রেণী, আবার নট অথুয় অপেক্ষা উচ্চ।"

রাজা বলিলেন, "এটি নট হউক বা দূত হউক এ কোথা গেল তাহার তত্ত্ব লও। যাহারা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল তাহাদিগের আমার নিকট পাঠাইয়া দেও।"

লেমরু বলিল, "মহারাজ, এই সৈনিক তাহাকে ধরিয়া আনে।" রাজা সৈনিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে আচাভূয়ার ন্যায় ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল, অভিবাদনাদি কিছুই করিল না; তাহার শূন্যদৃষ্টি, আধবিস্ফারিত বদন, দোলমান অধরৌষ্ঠ, অবদ্ধউষ্ণীশ, মণ্ডিত মস্তক, কর্দ্দমাক্ত শরীর, ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাদি দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন! তাহার পার্শ্বের চারি পাঁচ জনের সেইরূপ অবসন্ন বেশ ও অভিভূত মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন। "তোমাদিগের এমন অবস্থা কেন? তোমাদিগের বেণী কি হইল।" ব্রহ্ম ও চীনদেশীয় লোকেরা বেণী অতিযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে এমত কি তথাকার গুরুপাপের দণ্ড বেণীর

অগ্রভাগ ছেদন। আরাকাণবাসীরাও ব্রহ্মদেশীয় প্রথা অনুসরণ করিয়া বেণী বহু যত্নে রক্ষা করে। বেণীছেদন তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুবৎ অপমান। কয়েকজন সৈনিকের মুণ্ডিত নগ্নশিরের উল্লেখ করায় তাহারা মৃতপ্রায় হইল। পূর্ব্বেই পরাজিত ও ভয়বিপ্লুত হওয়ায় একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু রাজা এত জনসমাজে মুণ্ডনের বিষয় উল্লেখ করায় তাহারা নিরুত্তর হইয়া মস্তক করপুটদ্বারা আবরণ করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল। রেবতীর অনৈসর্গিক ব্যবহারে গ্রামকূটের মনে অপূর্ব্ব ভয় জন্মিয়াছিল নতুবা মুণ্ডিতশিরসৈনিক দর্শনে তাহাদিগের হাস্যরসের উদ্ভাবন হইত সন্দেহ নাই। মুণ্ডিত শিরে লক্ষ পড়িতেই সকলের মনে অনির্ব্বচনীয় ত্রাস উদিত হইল। রাজা মায়াদেবীকে বলিলেন, "এ ব্যাপার কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

মায়াদেবী বলিলেন, "মহারাজ চলুন গৃহে চলুন, তথায় স্বীয় আসনে বসিয়া সমস্ত অবগত হইবেন। নটের সম্মুখে অবদ্ধকবচে দাঁড়ান উচিত হয় নাই। রাজসিংহাসনে নটের কি অথুয়ের দৃষ্টি চলে না।" রাজা মায়াদেবীর কথা শুনিয়া সভাকুট্টিমে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে অতীব মনোহর জনৈক যুবা অস্ত্রধারী বিদেশী রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। রাজাকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলে, রাজা বলিলেন, "তুমি কে কোথা হইতে আসিলে?"

রাজপুরুষ বলিল, "মহারাজের জয় হউক! আমি দিল্লীশ্বরে দূত। মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া চট্টগ্রামের দস্যু ফিরিঙ্গীদল শাসন করিবার জন্য যক্ষরাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমায় বৈশালীনগরীতে পাঠাইয়াছেন। সনদ্বীপ ও রায়গড়ের সংগ্রামে গঞ্জালিস প্রভৃতি কএকজনায় পলায়ন করায় তাহাদিগের অনুসরণ করিতে বিশেষে অনুপরামের যক্ষরাজ্যের বিপক্ষে কুপরামর্শ সমস্ত যক্ষরাজকে অবগত করাইয়া সাবধান করণাভিলাষে তত্রাত্য প্রধান ও বিশ্বস্ত কর্মচারীও রায়গড়ের মহারাজ বসন্তরায়ের আশ্রব বল্লভকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ও সনদ্বীপের প্রধান মহাজন পুত্র ববদাকণ্ঠকে প্রেরণ করিলে পর এক দৌত্যে সন্ধি বিগ্রহের কর্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত আশঙ্কায় আমি রায়গড়ের সচীবের সন্তান আমাকে পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমিও তথা হইতে রওনা হইয়া মহারাজের বিচিত্র রাজ্য দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিলাম। সম্প্রতি মহারাজা মানসিংহের পত্র যক্ষরাজ সমীপে অর্পণ করিতে মানস করি। অনুমতি যে মত হয়।" যক্ষরাজ সুমিষ্ট মনোহারী কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন বিশেষে দূত যুবার অনৈসর্গিক রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন। "দিল্লীশ্বরের দূত যক্ষপুরে সর্ব্বদা স্বাগত! তোমার পথে কোন কষ্টত হয় নাই? অনুমান করি তুমিই দোহাদারায় নাএবের নিকট হইতে আমাকে সম্বাদ দিয়াছিলে। পথিমধ্যে অত্রত্য রাজপুরুষেরা ত তোমার সমুচিত সমাদর করিয়াছে?"

দূত বলিল, "মহারাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শরৎচন্দ্রের মরীচিবৎ, তাহায় মিষ্টতা রসপূর্ণ। এমত রাজ্যপ্রণালী আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই।"

দশম অধ্যায়।

"যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ"।

রাজা দূতের কথা শুনিতেছেন। রাজা দূতের নিকট সমস্ত সমাচার লইতে লাগিলেন, এমত সময় লেমরু দ্রুতপদে ব্যস্ত হইয়া অপর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বেগে রাজসভায় প্রবেশ করিয়াই অবাক্ হইয়া গৃহমধ্যে দাঁড়াইল। তাহারই অব্যবহিত পরে পাঁচ সাতজনা রাজপুরুষ নষ্টশ্বাস হইয়া বেগে সভায় প্রবেশ করিল। মায়াদেবী রাজার সহিত সভায় প্রবেশ করিয়া নবাগত নবীনবয়স্ক দূতকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্য ক্ষণেক লক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ও এমত বশীকৃতা হইলেন যে তিলেকের জন্য দূতের মুখ-শ্রী হইতে দর্শন অপসরণ করিতে পারিলেন না। যক্ষরাজ মহারাজা মানসিংহের পত্র পাঠান্তে পুনরায় দূতের প্রতি চাহিলে দূত বলিল, "মহারাজ চট্টগ্রাম অল্প দিন যাবৎ আপনার অধিকার হইতে অপসৃত হইয়াছে। এই বিপ্লবের মূল সেই দুষ্ট গঞ্জালিস ও তাহার নারকী ফিরিঙ্গী অনুচরগণ। মানসিংহ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে এই যাত্রাতেই ফিরিঙ্গী দমন করিয়া চট্টগ্রামে পুনরায় ন্যায় শাসন সংস্থাপন করেন। তাহাতে যক্ষরাজের অভিপ্রায় অবগত হইতে মানস। চট্টগ্রাম অধিকৃত করা সেই জগজ্জয়ী মানসিংহের পক্ষে এত অল্পায়াস সাধ্যক্রিয়া যে তন্নিমিত্ত তিনি যক্ষরাজকে চিন্তামাত্র করাইতে অনিচ্ছুক।"

রাজা বলিলেন, "হুঁ। বহুদিন যাবৎ ফিরিঙ্গীরা যক্ষরাজ ভাণ্ডারে রীতিমত কর আদায় করে না। তাহারা দণ্ডার্হ হইয়াছে কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিহ্নিত (১) শত্রুজ্ঞানে আমি সে দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই।" আগত লেমরু ও অপরাপর রাজপুরুষদিগের প্রতি। "তোমরা এত ব্যস্ত হইয়া কেন? সেই বঙ্গ দূতবেশধারী পাগলিনী কোথায়?" লেমরু ক্ষণেক নিরুত্তরে থাকিয়া পরে সাহস করিয়া বলিল, "মহারাজ এই সে পাগলিনী। মহারাজ সাবধান! ইহাকে বিশ্বাস করিবেন না। ইহার মত মায়াবী আর কেহই নাই। এ ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে। এই বৃদ্ধা পাগলিনী, আবার এই যুবা বঙ্গদূত।"

রাজা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। মায়াদেবীর দিকে চাহিলেন। মায়াদেবী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা মায়াদেবীকে ভীত দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। বঙ্গদূত সভায় সমস্ত সভ্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সকলকে বিষণ্ণ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া বলিল, "মহারাজ নিশ্চিন্ত হউন!

---

(১) ইতর।

ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি নট নহি একান্ত মনুষ্যজাতি। আপনার রাজপুরুষেরা মূর্খতা স্থূলভ্রমে ভীত হইয়াছে। আমি সে পাগলিনী নহি। আমি সে পাগলিনীকে দেখিয়াছি সেও প্রকৃত মনুষ্য।”

লেমরু বলিল, “মহারাজ আমরা এইমাত্র সেই পাগলিনীকে অনুসরণ করিতে করিতে রাজবাটীর অন্তর্দ্বারে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম আর সেই বৃদ্ধা পাগলিনী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পুরুষবেশ ধারণ করিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়াছে। মহারাজ, আমরা যখন প্রথমে যোমপর্বতের দ্রোণীতে ইহাকে এই বেশে ও এই মূর্তিতে ধরি, তখন কিছুদূর আমাদিগের সহিত অশ্বে এই বেশে আসিয়া দ্রোণীর প্রান্তরে একটা কন্দরমধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। পরে ক্ষণেক সেই কন্দরের নিকট দাঁড়াইলে ইনি বৃদ্ধা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের সহিত নানাবিধ পাগ্‌লামী করেন। ইহার সঙ্গে আর দুইজন ছিল, তাহারা যে কোথায় গেল আর কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারি না; অনুমান করি, তাহারা ইহার শরীরে লীন হইয়াছে! মহারাজ, বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু ইহার অপারলীলা! কিছুদূর আমাদিগের সঙ্গে সেই পাগলিনী বেশে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হওয়ায় পাগলিনী একটি গাছে উঠিয়া গেল, আমরাও সেই গাছের নীচে থাকিতে থাকিতে গাছ হইতে একটি ভাল্লুকবেশে আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইল।—আমরা পলায়ন করিলাম। তদবধি ইহাকে দেখি না, সে সঙ্গের লোক দুটিও নাই,—সেই পাগলিনীও নাই কেহই নাই। সেই অবধি হতবুদ্ধি হইয়া আমরা রুক্ষ নগরীতে ফিরিয়া আসি; এখানে আসিয়া আবার পাগলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, আবার তাহার অনুসরণ জন্য মহারাজের আদেশ পাইয়া পশ্চাদ্গমনে এই এখানে প্রথম মূর্ত্তি বঙ্গদূত দেখিলাম। মহারাজ ইহাকে বহিষ্কৃত করুন, আপনি কখন ইহার মায়ায় মুগ্ধ হইবেন না;—ইহার সহিত কথা কহিলে এ আপনাকে মুগ্ধ করিবে।”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, আপনার রাজপুরুষের বিপক্ষে আমার অনুযোগ করা উচিত নহে, তবে যখন ইহারা এত ভীত হইয়া অজ্ঞানের মত কথা কহিতেছেন, তখন মহারাজকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মহারাজ, রায়গড় হইতে বরদাকণ্ঠ, বল্লভ ও ভজহরি নামক তিনজন মহারাজ মানসিংহের আদেশমতে গঙ্গালিস ও অনুপরামের সমাচার লইয়া যক্ষপুরে যাত্রা করিলে পর; আমি একক তথা হইতে স্বতন্ত্র অশ্বে, পূর্বগত দূতদিগের অজ্ঞাতে রায়গড় হইতে রওনা হইয়া মৎসদহ ও লৌহদ্বার পার হইয়া যোমদ্রোণীতে লেমরুর দলের সহিত সাক্ষৎ হওয়ায়, তাহারা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার গতিরোধ করে; আমি বঙ্গদূত, দূত সর্বত্র অবধ্য বলিয়া নানাপ্রকার বুঝাইলাম ও বলিলাম, যে আমি রাজ্যের প্রয়োজনীয় সমাচার লইয়া যক্ষরাজার নিকট যাইতেছি; কিন্তু কিছুতেই মানিল না, আমার শরীরে আঘাত করিবার উপক্রম করিলে, আমি একবার মনে করিলাম যে বলপূর্বক তাহাদিগকে হঠাইয়া দিই; কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাহারা আমাকে যক্ষপুরে লইয়া আসিতে প্রস্তুত, তখন অকারণ রক্তপাত নিষ্প্রয়োজন

জানিয়া তাহাদিগের সহিত একত্রে যক্ষপুরাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে তাহারা তাড়ি ও মদ্যপানে মত্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। আমি ক্রমান্বয়ে যক্ষপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি যখন যোমকন্দর হইতে বহির্গত হই তখন ঐ পাগলিনীকে দেখিতে পাই। আমার অনুমান, যে লেমরু সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে; পরে ঐ পাগলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মত্ততাবশতঃ বুদ্ধিজাড্যহেতু ভীত হইয়া এই সকল অনৈসর্গিক রূপক কল্পনা করিয়াছে। আমি এখনও বরদাকণ্ঠ, বল্লভ ও ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই; অনুমতি হয়, মহারাজের প্রত্যুত্তর লইয়া অদ্যই আমি রায়গড় প্রত্যাগমন করি; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিলম্ব আমার সহিবেক না।"

রাজা বলিলেন, "লেমরু, তুমি এখন স্থানান্তরে যাও। মায়াদেবী, আমরা দিল্লীশ্বরের প্রস্তাবে কি উত্তর দিতে পারি!"

মায়াদেবী বলিলেন, "বহুকাল যাবৎ চট্টগ্রাম ফিরীঙ্গি বশবর্ত্তী হইয়াছে, এক্ষণে দিল্লীশ্বরের সহায়তায় ফিরিঙ্গী দমন হইলেই, উভয় রাজ্যের মঙ্গল।"

রাজা বলিলেন, "পূর্ব্বে ফিরিঙ্গীদিগকে বসবাস করিতে চট্যগ্রামে স্থান দেওয়াই অবোধের কর্ম্ম হইয়াছে। কৃতঘ্নেরা এখন আশ্রয় পাইয়া সেই তরুর মূল ছেদন করিতেছে। অতএব দিল্লীশ্বরের প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত; দূত তুমি মহারাজ মানসিংহকে এই সমাচার দিবা। গঞ্জালিসের সমাচার কিছু অবগত আছ?"

বঙ্গদূত বলিল, "মহারাজ, পথিমধ্যে গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে শুনিয়াছি; অনুপরাম কোথায়—কিছু বলিতে পারি না; অনুমান করি, আমি তাহাকে আঘাত করিয়া উরুভঙ্গ করিয়াছি।" রেবতী পূর্ব্ববেশে অন্তর্দ্ধার দিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিল, "অনুপরাম এখন পুঙ্গীবেশ ধারণ করিয়াছে; সে মৎসদহের কোয়াঙ্গে ছিল; যখন গঞ্জালিস ধৃত হয়, সে সেই অবকাশে অন্ধকারে পলায়ন করে। এই বঙ্গদূত অন্ধকারে তাহার উরুভঙ্গ করায়, সে নিকটস্থ ভৃগু হইতে গড়াইয়া নদীর গর্ভে বালুকাচয়ে পড়িয়া অচেতন হয়। আমি সেই নদীতীরে বেড়াইতেছিলাম, নিকটে গিয়া দেখি, যে মাতাল্যাড়া অনুপরাম!—তাহার চক্ষে মুখে জল দিয়া চেতনা হইলে, তাহাকে আমি সেইখানে রাখিয়া বঙ্গদূতের অন্বেষণে আসিয়াছি। অনুপরামের চলৎশক্তি নাই, লোক পাঠাইলেই ধরিবে। আমি বড় খুসী আছি—আহা! অরুন্ধতীর কি দশাই বাধিল;—পাপী কষ্ট পাইবেক! রাজা শেলাম চল্লুম।" এক লম্ফে অন্তর্দ্ধার দিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "এত পাগল নহে, দিব্য সজ্ঞানের মত কথা কহিল। এ অন্তর্দ্ধার দিয়া কেমতে আসিল? আমি এতক্ষণে বুঝিলাম যে কেবল মাদকপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া লেমরু ভয় পাইয়াছে। যাহা হউক, মায়াদেবি, আপনি অনুপরামকে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজপুরুষ পাঠান। এক্ষণে বঙ্গদূতকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিই।" বঙ্গদূতের প্রতি, "তুমি মহারাজ মানসিংহকে বলিবা যে তাঁহার প্রস্তাবে আমার মত আছে।"

বঙ্গদূত বলিল, "মহারাজার জয় হউক! আমি আপনার আদেশ মানসিংহকে অবগত করাইব; কিন্তু চট্টগ্রামের বন্দোবস্তের বিষয়ে মহারাজের কিরূপ অভিপ্রায়? দিল্লীর সৈন্যদ্বারা তথাকার দস্যুদমন ও শাসনসংস্থাপনে, মহারাজার পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ সহায়তা আবশ্যক। দিল্লীশ্বর ঈশ্বর জানিত অধিপতি, তাঁহার মান্যরক্ষা করা মহারাজতুল্য অতুলবিক্রম নৃপতির কর্তব্য। মানীর মান্য রক্ষা মানীলোকেই জানে; যাহার মান নাই সে মানীকে মান দিতে প্রস্তুত থাকে না। আপনার রাজ্যে হস্তি ও গয়াল যথেষ্ট; সাহায্য বা উপঢৌকন অথবা প্রীতিদানস্বরূপ বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ অত্রদেশসুলভ সামান্য মূল্যের দ্রব্য পাঠাইলে; অনুমান করি, স্বল্পায়াসে চট্টগ্রামস্থ ফিরিঙ্গীদস্যু শাসন ও ন্যায় সংস্থাপন হয়। মহারাজের যে মত অভিরুচি।"

রাজা বলিলেন, "আমিত তাহাই চিন্তা করিতেছি; দিল্লীশ্বরকে চট্টগ্রামের দেওয়ানীর পুরস্কারস্বরূপ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। মায়াদেবী কোথা গেলেন?"

বঙ্গদূত বলিল, "মহারাজ, আমি সাহস পাই না, কিন্তু বঙ্গে যে সকল দ্রব্য আদরে প্রতিগৃহীত হইতে পারে তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি; অনুমতি করিলে নিবেদিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "ভাল বলিয়াছ, বঙ্গরাজার প্রিয়দত্ত কি?"

বঙ্গদূত বলিল, "মহারাজ, গজদন্ত, হস্তি, গাণ্ডকীখড়্গ ও চর্ম, মণিপুরে টাটু, দুগ্ধবতী গয়াল, ব্যাঘ্রচর্ম ও নখ, লোহাকাঠ প্রভৃতি দ্রব্য—বঙ্গে আদর যথেষ্ট।"

রাজা বলিলেন, "এ সকল ত এখানে অনায়াসলভ্য। ভাল, বর্ষে বর্ষে হাতি এককুড়ি, গজদন্ত, এক কুড়ি খড়্গ ও একশত চর্ম, পঁচিশটা মণিপুরের টাটু, দুইটা দুগ্ধবতী এককুড়ি ব্যাঘ্রচর্ম ও নখ ও একশত খণ্ড লোহাকাঠ পাঠাইয়া দিব।"

বঙ্গদূত বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, দিল্লীশ্বর এই সকল দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আদেশ হয় ত আমি বিদায় হই।"

রাজা বলিলেন, "হাঁ, তোমার পুরস্কার লইয়া যাইও।" বঙ্গদূত শির নোয়াইয়া বিদায় হইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল। রাজা বলিলেন, "কি সমাচার?" দূত বলিল, "মহারাজ পথে যদ্যপি সমস্ত দ্রব্যের নাম স্মরণ না থাকে, তাই বলি, কৃপা করিয়া একটা সনন্দ দিলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন, "ভাল, আমার মীরমুনসীকে ডাকাও।" কিছুক্ষণে মীর মুনসী আসিলে রাজা বলিলেন, "বঙ্গের দূতের অভিপ্রায় মত পারশীক ভাষায় একখানা সন্ধিপত্র লিখিয়া আন, আমি স্বাক্ষরও মোহর করিয়া দিব।" মীর মুনসী ও দূত চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে রীতিমত এক সন্ধিপত্র লিখিয়া উপস্থিত করিল। তাহায় চট্টগ্রামের প্রদেশ দিল্লীশ্বরের শাসন জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও যক্ষদেশ রক্ষাজন্য বার্ষিক উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপঢৌকনস্বরূপ দিতে স্বীকার করিলেন। রাজা সেই সন্ধিপত্রে ব্রহ্মাক্ষরে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিলে, বঙ্গদূত সন্ধিপত্র লইয়া শিরে রাখিল ও রীতিমত

পুরস্কার সহিত দপ্তর হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন ছাড় লইয়া রাজবাটী হইতে চলিয়া গেল। যক্ষপুরে বাজারে যাইয়া পূর্বাগত দূতদিগের অন্বেষণে তাহাদিগের বাসস্থানে চলিল।

এদিকে প্রাতঃকাল হইলে বল্লভ, বরদাকণ্ঠ ও ভজহরি স্বস্ব বেশভূষা করিয়া রাজবাটীতে গিয়া পৌছিল। পরে তাহাদিগের সঙ্গে রাজপুরুষ দেখিয়া ভজহরি বলিল, "মহাশয়, আমাদিগকে এ অসভ্য মগেরা নজরবন্দী করিয়াছে। এক রাত্রিতে এরূপ ভাবের ব্যত্যয়ের কারণ কি?"

বল্লভ বলিল, "ইহাদিগের আচার ব্যবহার কিছুই বুঝিতে পারি না। এ অসভ্যদিগের রীতিনীতি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সে যাহা হউক, গঞ্জালিসকে আনিয়াছে?"

ভজহরি বলিল, "হাঁ, তাহাকে লইয়া এই রাজবাটীর দিকে গেল। তাহার সহিত এত গ্রামকূট লাগিয়াছে যে পথে লোকারণ্য। সকলেই তাহাদিগের গালীগালাজ দিতেছে, কেহ ধূলী ছড়াইতেছে, কেহবা ইট মারিতেছে, এমত অবস্থা করিয়াছে যে তাহাদিগের জীবন সংশয়। গঞ্জালিসের সঙ্গে হজুরমলও ধরা পড়িয়াছে। আমরা রাত্রির অন্ধকারে গোলযোগ বুঝিতে পারি নাই। ফিরিঙ্গীবেশধারী সে দীর্ঘাকার লোকটি হজুরমল। আজ প্রাতে যখন রাজমার্গ দিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায় তখন আমি চিনিয়া বলিলাম 'কিগো হজুরমলসাহেব, এখন বেগম বাহাদুর কোথায় আর পোলাওয়ের খুঞ্চা কোথায়? তাহাতে সে বলিল, 'যদি ঈষৎ অবগত হইতাম ত দেখিতাম রায়গড়ের রাখালের কি ক্ষমতা'!"

বরদাকণ্ঠ বলিল, "আমি তাহাকে বিশেষ চিনি না বলিয়াই রাত্রিতে বুঝিতে পারি নাই। চল রাজসভায় দেখা যাক কি হইতেছে।"

ভজহরি বলিল, "যাহা হউক, আমাদিগের অদ্যই এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। আর এ জঙ্গলে থাকা পোষায় না। তবে হজুরমলের একটা শাস্তি দেখিয়া গেলেই ভাল হয়।" তাহারা রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, শুনিল যে রাজাজ্ঞায় বন্দীরা কঠিন কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে; অনুপরামের আগমনপর্যন্ত তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইবেক না;—সকলের প্রাণ দেশীয় প্রথানুসারে নষ্ট করা হইবেক। এই সমাচার পাইয়া তাহারা দ্বার হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাজারের দিকে গেলে, একজন রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, "মহাশয়েরা কোথায় যাইতেছেন—আপনাদিগের বাজারে যাইবার আদেশ নাই।"

বল্লভ বলিল, "কেন, আমরা দিল্লীর দূত, আমাদিগের অগম্যস্থান কোথাও নাই।"

রাজপুরুষ বলিল, "না, আপনারা নজরবন্দী আছেন। এই মার্গপার হইবার অনুমতি নাই। এই মার্গের পূর্বে যতদূর ইচ্ছা বেড়াইতে পারেন।"

বরদাকণ্ঠ বলিল, "কেন, আমাদিগের নজরবন্দীর কারণ কি। তুমি জান আমরা কে,—আর কাহার দূত। দূতের অগম্য স্থান কোথাও নাই। আমরা অবশ্যই যাইব।"

রাজপুরুষ বলিল, "মহারাজের আদেশ ছিল, যে তোমাদিগকে মান্যের সহিত ব্যবহার

করি, কিন্তু তোমাদিগের স্বীয় অহঙ্কারে, সে অনুগ্রহ আর চলে না। আমি তোমাদিগকে কোথাও যাইতে দিব না। তোমরা দূত নহে, ছদ্মবেশী চর। প্রকৃত বঙ্গের দূত রাজার নিকট উপস্থিত আছে।"

বল্লভ বলিল, "সে আবার কি? বঙ্গের অপর দূত কে আসিল? আমাদিগের আসিবার পূর্বে ত অপর কোন দূত পাঠান হয় নাই। এ ব্যাপারটি সন্দেহসূচক!"

ভজহরি বলিল, "এ আমার বোধ হয় গঞ্জালিসের খেলা। আমাদিগের আসিবার সম্বাদ পাইয়া—আমাদিগের উদ্দেশ্য নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে—অনুমান করি, কাহাকেও দূত সাজাইয়া পাঠাইয়াছে।"

বরদা বলিল, "যাহা হউক, এ বিষয় তদন্ত করা আবশ্যক। এ বিদেশ, এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নহে।"

বল্লভ বলিল, "বিশেষে অসভ্যমণ্ডলী, ইহাদিগের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, ইহারা সকল প্রকার অত্যাচার করিতে পারে।"

বরদা বলিল; "ভাল, তবে আমাদিগের রাজসম্মুখে লইয়া চল।"

রাজপুরুষ বলিল, "এখন রাজদরবারে যাইবার সময় নহে। এখন রাজা সিংহলদেশীয় পুঙ্গী লইয়া রাজক্যোয়াঙ্গে উপাসনা করিতে গেছেন; এখন সাক্ষাৎ হইবেক না। কল্য প্রাতে তাঁহাকে জানাইব, পরে যদি আদেশ করেন লইয়া যাইব।"

বরদা বলিল, "ও কোন কাযের কথা নহে, আমরা অদ্যই রায়গড়ে রওয়ানা হইব, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাদিগের যে উদ্দেশে আসা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে,—পাপী গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে। এখন আমাদিগকে ত্বরায় রায়গড়ে যাইয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট সমস্ত জানাইতে হইবেক। তিনি আবার অবিলম্বে বর্দ্ধমান যাত্রা করিবেন।"

রাজপুরুষ বলিল, "আমি ও সকল কিছু বুঝি না। এখন বাসায় চল।"

বল্লভ বলিল, "আমরা বাসায় যাইব না।"

রাজপুরুষ বলিল, "আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নহে। তোমাদিগের আপন দোষে কারাবদ্ধ হইতে হইবেক।"

বরদাকণ্ঠ বলিল, "কাহার সাধ্য,—মানসিংহের দূতকে কারাবদ্ধ করে!"

রাজপুরুষ বলিল, "কে তোমার মানসিংহ?—আমরা তাহাকে জানি না। আমাদিগের যক্ষরাজার আদেশমত আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি; যক্ষরাজার অনুমতি পালন করিব।" দূরে অপর চারিজন রাজপুরুষকে দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিলে, তাহারা নিকটে আসিলে "চল, এ তিনজনকে ধরিয়া কারাগারে দিই।" তাহারা আসিয়া বরদা কণ্ঠের স্কন্ধদেশে হাতদিবামাত্র বরদা কটীস্থ তরবারি খুলিয়া বলিল, "অন্তরে থাক,—নিকটে আসিলে তোমার নেড়ামাথা স্কন্ধ হইতে ভূমে পাড়িব!" অপর প্রহরী বরদাকে তরবারি উঠাইতে দেখিয়া স্বীয় হস্তস্থ লাঠী দিয়া বরদার কফোণে এমত বেগে আঘাত

করিল, যে বরদার হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া ঝনাৎ করিয়া ভূমে পড়িল। অপর একজন প্রহরী সেটি উঠাইয়া লইল। ইত্যবসরে বাজারের লোকেরা একটা হেঙ্গাম দেখিয়া মহাশব্দ করিয়া বঙ্গদূত তিনজনকে আসিয়া ঘেরিল। বল্লভ ও ভজহরি যদিচ বরদাকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস করিল, কিন্তু কোন অস্ত্র সঙ্গে না থাকায় ও অনেক লোকের জনতা হওয়ায় ও এরূপ বৈরঘটনা অসম্ভব জ্ঞানে অপ্রস্তুত থাকায়, শীঘ্র পরাজিত হইল ও তিনজনেই গ্রামকুটের প্রহারে ও প্রহরী ও রাজপুরুষের বলে পরাস্ত হইয়া ভূমে পড়িল। কিন্তু ক্ষণমাত্রে যেরূপ বীর্যপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহায় মগমণ্ডলীতে এমত অনির্বচনীয় শঙ্কা জন্মাইয়া ছিল, যে তাহারা ভয়ে মৃত-প্রায় ভূমে পাতিত তিনজনের নিকট সহসা কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। দূর হইতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতোমধ্যে সন্ধিপত্র লইয়া যুবাদূত স্বীয় অশ্বে যক্ষরাজার পুরস্কার লইয়া মহাসমারোহে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষ তাহাকে নগরের প্রান্তর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য তাহার সহিত ছিল। বঙ্গদূত দূর হইতে বাজারের নিকট লোক সমাগম ও ছদ্মবেশী ফিরিঙ্গী ইত্যাদি শব্দ পাইয়া বলিল, "এ কিসের গোল?" একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "মহাশয়, তিনজন ছদ্মবেশী ফিরিঙ্গী বঙ্গের দূত বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত প্রহরীদিগের গোলযোগ হওয়ায় মারামারী হইয়াছে।"

যুবাদূত শুনিয়া ব্যস্তে সেখানে গিয়া বরদাকণ্ঠ, বল্লভ ও ভজহরির অবস্থা দেখিয়াই ইঙ্গিত করিলে, প্রহরীরা গ্রামকুট অন্তর করিয়া দিল। যুবাদূত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জল আনাইয়া স্বয়ং বল্লভের মুখে ও চক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তালবৃন্ত ব্যজন করিলে, বল্লভ সংজ্ঞা পাইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যুবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল,—কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়াই বলিল, "স্বপ্ন,—না সত্য!" যুবাদূত বল্লভকে সংজ্ঞা পাইতে দেখিয়া জনৈক রাজপুরুষকে তাহার শুশ্রূষা করিতে বলিয়া ভজহরি ও বরদাকণ্ঠকে সচেতন করিলে, ভজহরি বলিল, "কেগো স্বর্গের অমর?" যুবাদূত তাহাদিগকে সচেতন দেখিয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া নিকটস্থ প্রধান রাজপুরুষকে বলিল, "ইহারা প্রকৃত বঙ্গের দূত বটে; এই আমার ছাড়ে ইহাদিগের ও ছাড় আছে; যক্ষরাজ ইহাদিগের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে শুনিলে মহা ক্রোধ করিবেন, অতএব ত্বরায় ইহাদিগকে শান্তনা করিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি ও অশ্ব দিয়া আমার পশ্চাতে প্রেরণ কর; আমি অল্পে অল্পে নদীপার হইয়া নদীপারের ক্যোয়াঙ্গে ইহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিব। দেখিও ইহাদিগকে বিলম্ব করাইও না।" রাজপুরুষ সসম্ভ্রমে চলিয়া গেলে, যুবাদূত অল্পে অল্পে স্বীয় অশ্বচালন করিল ও মধ্যে মধ্যে বল্লভের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল; ক্রমে দ্রোণীতে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রাজপুরুষদিগকে বিদায় দিয়া নিকটস্থ বৃক্ষে স্বীয় অশ্ব বন্ধন পূর্বক ভূমে নামিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল, "বিধাতার ভবিতব্য কেহই খণ্ডাইতে পারে না;—আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে আসিলাম, আর ঘরে যাইবার সময় বিধাতা কি বিপদ ঘটাইল! আহা!

বল্লভ কতই কষ্ট পাইয়াছে, কতই বেদনা লাগিয়াছে! ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোন অঙ্গ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোমল অঙ্গ আঘাতে নীলী হইয়াছে! মগেরা যেমত কাপুরুষ আবার তেমনি নির্দয়—হৃদয় এমত ক্রূর আর কোন জাতির নহে। বল্লভ আমাকে চিনিতে পারে নাই। এ বেশে সহজে চেনা যায় না, তাহাতে আবার এদেশে আমার আসাই অসম্ভব। এখন ত একপ্রকার পরিত্রাণ হইল। কিন্তু মহারাজ মানসিংহের নিকট কি হইবেক, জগদীশ্বর জানে। আমি সে সমাচার শুনিয়া অবধি চিন্তায় আর স্থির নাই। আহা! এই কারণেই আমার বল্লভ যাবজ্জীবন অসুখে কাটাইয়াছে,—এই মনো-ব্যথাই তাহার শূলবেদনা। আমি তখন বুঝিতাম না—সে যে "বলিত" যে আমার সঙ্গে তাহার কখন মিলন সম্ভবে না,—তাহার কারণ এই। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ কি? সে জানে না যে পাপ প্রতাপাদিত্য এত কঠিনপ্রাণ,—সে জানে না যে বিমলা এমত রাক্ষসী! কিন্তু সে ঔষধ দিবার পরই অনুমান করিয়া থাকিবেক, নতুবা এত মন-স্তাপ কিসের? সে যে জেনে শুনে এ হেন নারকীও নৃশংস কর্মে হস্ত দিয়া জন্মেরতরে স্বীয় আত্মাকে কলুষিত করিবে, ইহা অসম্ভব! রেবতী সমস্ত অবগত আছে। আহা! এই সকল দেখিয়াই তাহার জ্ঞানত্যাগ হইয়াছে—মন এত শোক ও কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম! কিন্তু রেবতী বড় বুদ্ধিমতী—কাযের সময় দিব্য জ্ঞান প্রকাশ পায়। তাহারই বুদ্ধিকৌশলে আমি অব্যাহতি পাইলাম ও কৃতকার্য হইয়াছি। যেরূপ সন্ধিপত্র পাইয়াছি তাহায় অবশ্য মহারাজ মানসিংহ সন্তুষ্ট হইবেন। মগেরা একান্ত মূর্খ, ইহাদিগের কোন বিবেক নাই। যাহা হউক রেবতী এখানে কি প্রকারে আসিল? কেমন আবার রক্ষকের ন্যায় যথাযোগ্যকালে উপস্থিত হইয়াছিল! সে এখন কোথায়? তাহাকে পাইলে দুটা মনের কথা কহি। সে আমার সমস্ত মন্ত্রণা অবগত আছে। তাহাকে এ সকল কে বলিল? সেই ত পথে গাছের ছালে বল্লভের গতির বিষয় লিখিয়াছিল; সেই ত আমায় পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। আমি যখন পথবিষয়ে সন্দেহ করিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়াছি, তখনই দেখি যেন কে আমাকে অঙ্গুলী দিয়া পথ দেখাইয়াছে। অনুমান করি, মৎসদহের ক্যেয়াঙ্গে সেই গঙ্গালিসকে দেখিয়া বল্লভকে সমাচার দিয়াছিল; আবার সে বলিল, সেই অনুপরামকে রাখিয়া আসিয়াছে। আমাকে যখন মগ রাজপুরুষেরা স্ত্রীলোক সন্দেহে ধরিয়াছিল তখনই মনে করিয়াছিলাম যে বিধাতা আমার অন্তিমকাল উপস্থিত করিলেন। অসভ্য ও কদাচারী মগমধ্যে একাকিনী পুংবেশধারী স্ত্রীলোক আত্মরক্ষায় একান্ত অক্ষম। তখন কি সময়োচিত ব্যবহারই হইয়াছিল। রেবতী কেমনে জানিল যে আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে! আমি যখন কন্দরদরীতে প্রবেশ করিলাম, যখন দ্বারে ছয়জন নৃশংস মগরাজপুরুষ খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন আমার আত্মহত্যায় মন হইয়াছিল—তখন বিধাতাকে স্মরণ করিয়া আমি কণ্ঠে কর্তরিকা নিয়োগ করিতে উদ্যত! রেবতী আমার মাতার ন্যায় কর্ম করিল! দরীর অন্তরাল হইতে আসিয়া আমার হস্ত ধরিল, আমাকে যেন প্রাচীন নীতিদর্শকের ন্যায় কত বুঝাইল,

বলিল, 'এখন নিশ্চিন্ত থাক, মগেরা মদ্যপান করিতেছে, তাহারা এক্ষণেই অচেতন হইবেক ;—তাহদিগের মদ্যে এমত মাদক বকাল দিয়াছি যে এক এক বিন্দু পান করিলে ত্বরায় মৃতপ্রায় হইবেক'। আমাকে পলায়নের পথ দেখাইয়া দিল। আপনি তাহাদিগের কুসংস্কারের সুযোগ নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়া নট বলিয়া বিশ্বাস করাইল। স্বয়ং অকুতোভয়ে তাহাদিগের সহিত নানাবিধ ছলনায় যক্ষপুর পর্যন্ত কখন দৃশ্যভাবে, কখন অদৃশ্যভাবে চলিল। আবার রাজার নিকট যথাকালে দেখা দিয়া আমাকে অন্তর্দ্বার দেখাইয়া কেমন অন্তরালে রহিল! হায়! এ যাত্রা রেবতী না থাকিলে আমার কোন উপায় থাকিত না। রেবতী তুমি আমার মা! একবার আমার মনের অভিলাষ তোমায় দেখি।"

যুবাদূত এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বল্লভ ভজহরি ও বরদাকণ্ঠের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমত সময় দরীর উর্দ্ধস্থ ভৃগু হইতে অল্পে অল্পে রেবতী পদদ্বয় ঝুলাইয়া ক্রমে যেন ভূমে খসিয়া পড়িল। যুবাদূত অকস্মাৎ ভৃগূর্দ্ধ হইতে মনুষ্য পতনে চমৎকৃত হইতে না হইতে রেবতী যুবার গলদেশ ধরিয়া মস্তকে চুম্বন করিয়া বলিল, "প্রভাবতী, এই তোর রেবতী, কোন চিন্তা করিস না; যখন বিপদে পড়িবি তখনই তোর রেবতী তোরই কর্ম্মে আছে। না! না! না! আর না! বাড়াবাড়ি কিছুই নয়!" বলিয়া দ্রুতপদে দ্রোণীর অপর দিকে চলিয়া গেল। প্রভাবতী যেন স্বপ্নোত্থিতার ন্যায়, যেন নববিদেশিনীর ন্যায়, যেন সহসা লব্ধনিধি দরিদ্রের ন্যায়, যেন প্রাপ্তচক্ষু জন্মান্ধের ন্যায়, বিহ্বলা হইয়া কতক্ষণ সেই দ্রোণীর প্রস্তরের উপর ভরদিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহা জ্ঞান নাই; পরে নিকটে অশ্বপদ শব্দে চৈতন্য পাইয়া ব্যস্তে স্বীয় অশ্ব আরোহণ করিয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল। ক্রমে পদশব্দ নিকটস্থ হইল, ক্রমে ভজহরি বল্লভ ও বরদাকণ্ঠকে দেখা গেল, ক্রমে তাহারা দ্রোণীতে প্রবেশ করিল। প্রভাবতী তাহাদিগের সহিত এক্ষণে সাক্ষাৎ করা উচিত কিনা চিন্তা করিতে করিতে দেখেন যে দ্রোণীর অপরদিক হইতে একটা মনীপুরী টাটুতে রেবতী আসিয়া বল্লভকে বলিল, বল্লভ, চল আমরা কোয়াঙ্গে না গিয়া একেবারে নাভ-অন্তরীপের দিকে যাই, দেখিবে মানসিংহের উপঢৌকনের পোত প্রস্তুত হইতেছে ও আমাদিগের কণ্ঠাল সেখানে প্রস্তুত আছে, একেবারে রায়গড়ে পৌঁছিব। পথে কোন ব্যক্তি আমাদিগের সঙ্গে মিলিবেক, কিন্তু তোমাদিগকে কণ্ঠালে স্ব স্ব চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবেক।"

বল্লভ বলিল, "রেবতি, তোমার কৃপাতেই আমরা পদে পদে উদ্ধার হইয়াছি। তুমি যেমত আজ্ঞা করিবে তাহার অন্যথা করিব না। কিন্তু—বাজারের নিকট যে পরম দেবপ্রতিম যুবাপুরুষটি আমাদিগের শুশ্রূষা করিতে ছিলেন, তিনি কে?"

রেবতী বলিল, "সে কথা পরে হইবেক, এখন দ্রুত চল।" রেবতীর কথায় ও তাহার অশ্বচালানবেগ দেখিয়া সকলেই বেগে অশ্ব চালাইল। প্রভাবতী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রেবতীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়া তিনিও তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।"

একাদশ অধ্যায়।

"ধ্রুবাদ্যৌ ধ্রুবাপৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।
ধ্রুবম্ বিশ্বম্ ইদম্ জগৎ ধ্রুবোরাজ্ঞা বিশামরম্॥"

"সাবধান সাবধান! দিদি শীঘ্র উঠে এসগো! ওমা কি হবে? ঐ যে ভুস করে ভেসে আবার ডুবে গেল! কর্ণধার নৌকা ভেড়াও!" কর্ণধার বহুদর্শী, নৌকার পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া দূরস্থ বৃহৎ একটা কুম্ভীরের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। কুম্ভীরকে নিকটে আসিয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়া নিকটস্থ দীর্ঘবাঁশের লগী দুই হাতে উঠাইয়া বিষম জোরে ভাসমান খর্জ্জুরস্কন্ধনিভ ভীমমকরের পৃষ্ঠদেশে চটাশ শব্দে অঘাত করিল। আঘাতমাত্র তত্রত্য জল চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া উঠিল ও তিলেকের জন্য সে স্থানাকাশ জলবিন্দুতে আপ্লুত হইল। কুম্ভীরের পৃষ্টদেশে বাঁশটা লাগিয়া মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কুম্ভীরটা জল ওলটপালট করিয়া তিন চারি হাত পিছলাইয়া যাইয়া ডুবিল। তীরে সুমতী কটীদেশ পর্য্যন্ত জলে দাড়াইয়া স্নান করিতেছিলেন, শব্দমাত্রে ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া তীরে যেমন উঠিয়াছেন অমনি তীরস্থ জল আলোড়িত করিয়া ভীষণ লাঙ্গুলহিল্লোলে একে ইচ্ছামতীর ঘোলা জল আরও কর্দ্দমাক্ত করিল। কুম্ভীর এতবেগে সে স্থানে গিয়াছিল যে প্রায় তাহার সকণ্টক শরীর সমস্তই দেখা গেল। "হাঁ হাঁ। ধর ধর! মার মার! সর্বনাশ এগোরে!" বলিয়া চতুর্দিকে মহাকোলাহল উঠিল; সকলে দূর ও নিকট হইতে শব্দমাত্র করিল, কিন্তু কেহই একপা অগ্রসর হইল না। অকস্মাৎ এই ব্যাপারটি উপস্থিত হওয়ায় সকলে প্রায় হতবুদ্ধি হইয়াছিল। রমাইবীর নিকটের অপর এক নৌকায় বসিয়া কলসীর কানাভাঙ্গার উপর বড় সাড়ে পাঁচসেরা গোল ডাবার প্রায় দুই হাত লম্বা একটা নলের কাটি লাগাইয়া নৌকার কুঁপকে ঠেস দিয়া টিগে চালে অল্পে অল্পে তামাক টানিতে ছিল। মাজির বাঁশ ভাঙ্গিবার পরই দাঁড়াইয়া উঠিল, সুমতীর নিকটস্থ তীরে জলে কুম্ভীরাগমন হেতু আলোড়ন দেখিয়া এক লম্ফে তীরে পড়িয়া নিমেষমধ্যে সুমতীর হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া গেল। সুমতী ভয়ে লজ্জাহীনাপ্রায় হইয়া দুইহাতে রমাইবীরের দক্ষিণবাহু চাপিয়া ধরিল। রমাইবীর উপরে যাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "রামদাদা, আজ তোমার গৃহিণী বেহাত হইল—আমি তাহার এক পাণিগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু সুমতীদিদি তোমার জন্য একটিও হাত না রাখিয়া আমাকে দুই পাণি দিয়া গ্রহণ করিল। উলুলু! উলুলু! আজ রমাবীরের বে,—কুম্ভীর তার ঘটক আর ইচ্ছামতী তার ছাঁদলাতলা!" রাজা রামচন্দ্র রায় কোলাহল শব্দমাত্রে নৌকায় উঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—রমাইবীরের সময়োচিত সহায়তায় সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ ভাই,

তোমার কিন্তু যোগভঙ্গ হইল, এখন অগ্নি পরীক্ষা না করিলে আর আমি সুমতীকে ঘরে লইব না।" সুমতী রমাইবীরের বাক্যে লজ্জিতা হইলেন, ব্যস্তে অঞ্চলদ্বারা মুখ আবরণ করিলেন। রমাইবীরের বাহু ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। রমাই তাঁহার নিকট হইতে নাচিতে নাচিতে "আজ আমার বে হবে, কুমীরে সইতে যাবে জল; রামচন্দ্র গয়না দেবে রমাই পাবে ফল।" এই কথা সুর করিয়া গাইতে গাইতে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার শ্বশুরের আশীর্বাদে আপনাদের ত অগ্নিকার্য নাই; তাই অগ্নি পরীক্ষা কেমনে সম্ভব? আপনার ইচ্ছা হয় ভাসা পরীক্ষা করিতে পারেন। কুমীর মামা ত ডোবা পরীক্ষার চেষ্টায় ছিলেন। আমি কিন্তু নাচা পরীক্ষায় মজবুত।" বলিয়া একপাক তাধেই তাধেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিল।

রাজা বলিলেন, "তোমার নাচের ধমকে নৌকার তক্তা ভাঙ্গিয়া গেল এ নাচের উপযুক্ত পুরস্কার কি?"

রমাইবীর বলিল, "এর পুরস্কার চাঁদখানের দেদো মোণ্ডা। দাদা সত্য কথা বলতে কি, তুমি আবার চাঁদখানের কারাগারে যাও আমি আমবাগানে সাধুবনে বসিয়া দেদার গোল্লা খাই। আমায় তোমার চন্দ্রদ্বীপ হতে দেদো মোণ্ডা ভাল লাগে।"

রাজা বলিলেন, "যা হউক, এ বড় ভয়ানক নদী, ইহার জল যেমত বোদা, আবার তীরেও তেমত জঙ্গল।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, এমনি আপনার শ্বশুরের শাসন যে এদেশে জলে বাঘ ডাঙ্গায় কুমীর; এত বড় প্রকাণ্ড কেঁদ বাঘ ত আমি কখন দেখি নাই।"

রাজা বলিলেন, "কেন আমি পূর্বেই ত বলিয়াছিলাম যে ইচ্ছামতীতে কুম্ভীর অনেক; এখানে জলস্পর্শ করা উচিত নহে।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, তা বল্লে কি হয়? আমাদিগের দিদিরা জলের বাঘ কথা কয়ে দেখুন আপনার কপালে হাত না পা। তিনি আমার বাহুতে হাত দিয়ে আপনার স্কন্ধে পা দিবেন।"

রাজা বলিলেন, "সত্য একবার যাইয়া দেখি সুমতী কি বলেন।" রাজা নৌকা হইতে সুমতীর নৌকারদিকে গেলেন। সুমতী শ্বাস পাইয়া আপনার নৌকায় গিয়া বসিয়াছেন, দাসীরা তাঁহার সুদীর্ঘ কালীয় সর্পের ন্যায় বেণী দিয়া কবরী ভার বাঁধিয়াছে, তাহে শরচ্চন্দ্রনিভ-মুক্তাফল জড়াইতে জড়াইতে কামিনী নামক সহচরী বলিল, "রমাই-বীর প্রকৃত বীরই বটে।"

সুমতী বলিল, "ভাই সত্য বলিতে কি, রমাই আরজন্মে আমাদিগের কেউ ছিল,— নতুবা পদে পদে আমাদিগের জীবন রক্ষা করিবে কেন? যেখানে বিপদ সেই খানেই রমাই বীর। যেখানে সঙ্কট সেই থানেই রমাই বীর।"

কামিনী বলিল, "রমাই যখন তখন পাগল ভাঁড়ের মত এলমেল বেড়ায় কিন্তু কাযের সময় বিশেষ হোঁসিয়ার। কেমন বাগিয়ে আপনার হাত ধরেছিল। আপনিও বেশ ভাবে

তার বাহু জড়িয়ে ছিলেন ;—আমরা মনে করিলাম বুঝি এই অবকাশে একটা কি হয়ে পড়ে।"

সুমতী ঈষৎ হাস্যবদন অঞ্চল দিয়া আবরণ করিয়া বলিলেন, "ওঁমা লাজে মরে যাই—আমার তখন চেতনা ছিল না। এত লোকের মধ্যে কেমন করে লজ্জার মাতা খেয়ে ঐ মিন্‌ষেটার হাত ধরিলাম। আমার বড় ভয় হয়ে ছিল, বোধহয় যেন এবারে জন্মেরতরে গেলাম!"

কামিনী বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি এতদিন কি রমাইবীরকে চিনতে পারেন নি?" সুমতী বলিল, "আমি তখন পাগলিনী প্রায়;—বহুকাল কারাবাসে, আবার তাহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি জীবনমৃতপ্রায় ছিলাম। যখন কিলেদারের লোক আমায় সেই কুসমাচারটি দেয়, তখন আমাতে আর আমি নাই—আমি যেন উন্মত্তপ্রায় হলাম! আর লজ্জা ত জীবন পর্যন্ত—যখন সহমরণ করিতে প্রস্তুত তখন আর কি লজ্জা থাকে?"

কামিনী বলিল, "কেন রঙ্গাইবীর কি আপনাকে পরামর্শ ভেঙ্গে বলে নাই? আমরা ত সকলে কেউ ভৈরবী, কেউ ব্রহ্মচারিণী সেজে, কেউবা মেছনি, কেউবা নাপতিনি সেজে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, আর রোজকেরোজ দুবেলা রমাইকে সমাচার এনে দিতাম। রমাই যদি আমাদের ইঙ্গিত করিত তাহাহলে চাইকি আমি রোজ দুবেলা আপনার কাছে যেতাম।"

দক্ষিণা বলিল, "আমরা জানি, যে রমাই আপনার সঙ্গে সকল পরামর্শ করিয়া চলিত। আমি রমাইকে একদিন আপনার কথা বলায় সে বলিল, যে ওকায আমাকে ছেড়ে দাও —তোমরা ওতে হাত দিও না।"

সুমতী বলিল, "কামিনী, দিদি তুই কি সেজে ছিলে?"

কামিনী বলিল, "দুখের কথা কও কেন? আমি নাপতিনি সেজে মহা বিপদে পড়ে ছিলাম। আমায় রমাই বল্‌লে যে তুমি একবার গোবিন্দের গৃহিণীর কাছে যাও ও তার ভাব ভক্তি বুঝে এস, পার ত তাহার স্ত্রীর মনে ভাল করে বিদ্রোহীর ভাব তুলে দিও। নানা রকম ভোচোঙ্গ দিয়ে কেলেগোপালে আমড়াগেছে করে একবার তার মনটা গরম করে গাছে তুলে দিতে পার ত বড়ই ভাল।"

সুমতী বলিল, "কেন এত ছলনার প্রয়োজন? আর তার মন গরম হইলেই বা কি ফল?"

দক্ষিণা বলিল, "কেন বুঝিতে পারিতেছনা? তোমাদিগের পলায়ন সময় দেশে রাজবিপ্লব ও আত্মবিদ্রোহ হইলে, রাজপুরুষেরা সেই বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেক, আপনাদিগের পলায়নের যথেষ্ট সুবিধা—কেহ অনুসরণ করিবার থাকিবেক না।"

কামিনী বলিল, "শুদ্ধ তাই কেন ভাই? রমাই এই কর্মটায় বিশেষ রাজ্যকৌশলে নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে কচুরায় আসিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত

যুদ্ধ করিবেন ও তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বঙ্গে দিল্লীর একাধিপত্য স্থাপন করিবেন; অতএব এ সময় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব না উপস্থিত করিলে, তাহার সমস্ত সেনা একত্র হওয়ায় সম্ভব ছিল।”

সুমতী বলিল, “হাঁ, তা বটে, মহারাজ যদ্যপি স্বীয় সমস্ত সেনা একত্র করিয়া স্বয়ং সেনাপতি হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজাই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না—তাঁহার তুল্য প্রবলও যুদ্ধকুশলজ্ঞ আর কেহ নাই। আহা! মহারাজের ত সমূহ বিপদ! এখন মহারাজ কোথায় আছেন তাহা কিছু জান?”

কামিনী বলিল, “এখন মহারাজ রায়গড়ে এই আমাদিগের শেষ সম্বাদ। কিন্তু অদ্য মহারাজ কোথা ও কি করিতেছেন আমি বলিতে পারি না।”

এমত সময় মহারাজ রামচন্দ্ররায় নৌকায় উঠিলে, ব্যস্তে একজন সহচরী আসিয়া বলিল, “দিদি, মহারাজ আসিতেছেন!” সুমতী ব্যস্তে শিরোদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন ও গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কামিনীও দক্ষিণা কেশবন্ধনের দ্রব্য সকল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। বিস্তৃত দর্পণ লইয়া দক্ষিণা অন্তঃগৃহে প্রবেশ করিতেছে, সুমতী দর্পণে রাজার ও তাঁহার সহিত রমাইবীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কামিনীকে বলিলেন, “কামিনী, একযোড়া ভাল হীরকের বালা ও একটী নক্ষত্রমালা মুক্তার হার আন।”

মহারাজ প্রবেশ করিলে সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, এমত অসময়ে এখানে যে?”

রাজা বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। তোমার ত কোথাও আঘাত লাগে নাই? কি ঈশ্বরের কৃপা! এক দুঃখ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতে আবার বিপদ উপস্থিত! মা যশোহরেশ্বরীর কৃপাতেই অদ্য রক্ষা পাওয়া গেল।”

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, এই আসনে বসুন, রমাই বোস ভাই বোস, আজ তোমারদত্ত প্রাণ পাইয়াছি।”

রাজা বলিলেন, “কোন কষ্ট হয় নাই?”

সুমতী বলিল, “মহারাজ, এখন বিধাতা আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন, নতুবা এরূপ অসম্ভব অব্যাহতি কেন হইবে? রমাই আমাদিগের মঙ্গলগ্রহ।”

রমাই বলিল, “এ পোড়ার অদৃষ্টে গ্রহগুণ ছুটিল না। বিশেষ অনুগ্রহ তাই কুগ্রহ হই নাই। কেন আর কি কোন মিষ্ট বিশেষণ পেলেন না। আমাকে কেন মঙ্গলঘট বলুন না।”

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ আপনার উপর আমার একটি অভিমান আছে। আপনি যখন রমাইবীরের পত্র পেলেন ও তাহার দত্ত মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, তখন কেন এক বার এ দাসীকে স্মরণ করিলেন না? মহারাজ আপনি বড় কঠিনহৃদয়। পুরুষমাত্রেই নির্দয় তাহারা স্ত্রীলোকের মনের ভাব কখন বুঝিতে পারে না। মহারাজ, একবার স্ত্রী হইলে পতিত্বকর্মে দক্ষতা জন্মিবেক।”

রমাই বলিল, "মহারাজকে আর স্ত্রী হতে হবে না, উনি ত স্ত্রী হইয়াই আছেন। স্ত্রী না হলে স্ত্রীর মর্যাদা জানে না। কিন্তু মহারাজ পতির মর্যাদা যদি জান্‌তেন তাহলে আর আপনার কাছে আস্‌তেন না দিদিকে ডেকে পাঠাতেন।"

সুমতী বলিল, "মহারাজ আমিও ত তাই বলিতেছি; এ দাসীকে একবার ডেকে পাঠালেই হইত।"

রাজা বলিলেন, "সেটা তৎকালে অসম্ভব। আমি নিজে কারারুদ্ধ আমার আজ্ঞা কে বহন করিত?"

সুমতী বলিল, "কেন রমাইকে উত্তর দিয়া লিখে দিলে হত।"

রাজা বলিলেন, "সত্য বলিতে কি আমার উদ্ধারের সমাচারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে তখন আমার বিবেক ছিল না।"

রমাই বলিল, "মহিষি এইবারে বাগে পেয়েছেন, চেপে ধরুন ছাড়বেন না। মহারাজ উৎসাহে প্রিয়তমা বিস্মৃত হন!"

রমাইবীরের এই কথাটি শুনিবামাত্র মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল। বলিলেন, "রমাই ভাই তুমি আর বিপক্ষতাচরণ করিও না। এখন আমাকে সাহায্য কর।"

সুমতী বলিল, "না না তা হবে না, রমাই আমার দলে, সে মহারাজের সহায়তা করিবে না।"

রমাই বলিল, "আমি অত জানি না যে আমায় মোণ্ডা দেবে সেই আমার প্রভু।"

রাজা ব্রীড়ীত হইয়া কোনমতে এই প্রস্তাব বিস্মরিবার মানসে বলিলেন, "সুমতী রমাইকে অদ্যকার জন্য কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। কি বল তোমার মত কি?"

সুমতী ইঙ্গিত করিবামাত্র কামিনী অলঙ্কারদ্বয় আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা হীরকের বালা লইয়া রমাইবীরের হাতে পরাইবার উদ্যম করিলে রমাই পশ্চাতে হটিয়া যাইয়া বলিল, "মহারাজ এ হাতে আপনার অধিকার নাই।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "ভাল ভাই আমার ত গলদেশে অধিকার আছে আমি নক্ষত্র হার পরাইয়া দিব।"

রমাইবীর বলিল, "এ কথা অবশ্যই মানিতে হইবেক। আপনি দেশের রাজা কথায় কথায় শির লইতে পারেন কিন্তু হাত রাজমহিষীর।"

সুমতী ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনতমুখে হীরকের বালা রমাইবীরের হস্তে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীর উপযোগীবলয় পুরুষের স্থূল ও প্রশস্ত কম্ব্যেষর অস্থিতে বসিল না। রমাই বলিল, "বাবা আমার বালায় কাযনাই এ ত হাতকড়ি এ রাজকন্যা ও রাজমহিষীর হাতেই ভাল শোভে।" রাজা "দেখি আমি বসাইতে পারি কি না।" বলিয়া বলয়ের কীলক খুলিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বলয়াঙ্গ বলে রমাইয়ের কম্ব্যেষে বসাইতে গেলে রমাই চীৎকার করিয়া অন্তরে পলাইল। কামিনী হার ও বলয় দিয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া ছিল চীৎকার শুনিয়া "আহা" বলিয়া রমাইয়ের পার্শ্বে যাইয়া রমাইয়ের হাত আপন হস্তে লইয়া অঙ্গুল্য-

প্রদিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিল। রমাই বলিল, "মহারাজ আর একবার চেষ্টা করুন সত্য বলিতে কি আপনি দিবারাত্র এমত যন্ত্রণা দিলে আমি ভাল থাকি। যন্ত্রণার ব্যথার পরে প্রতিকারের ঘর্ষণে মায় শুদ শোধ হয়।"

কামিনী রমাইবীরের কথা শুনিয়া লজ্জিতা হইয়া অপর গৃহে পলাইয়া গেলে রাজা ও সুমতী উভয়ে এক স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কামিনী কোথা যাও এস রমাইকে আবার বালা পরাইব।"

রমাই বলিল, "মহারাজ কামিনীর দয়া তাহার মনের মত চঞ্চল।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ যাহা হউক এ বালা যদি রমাইবীরের হাতে না হয় তবে কামিনীকে পরাইয়া দিই তাহা হইলেই রমাই সন্তুষ্ট হইবেন।"

রমাই বলিল, "গহনায় আমার আপত্তি নাই ও বালা কেন এ হারও কামিনীর কণ্ঠে দিলে শোভা পায় তবে মোওার বেলা আমি তাহা বলিতে পারি না। মোওাটা আমি পাইলেই ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন, "রমাই এখন ব্যঙ্গ ত্যাগ কর। আমার ইচ্ছা ও আমার বিশ্বাস সুমতীরও আগ্রহ যে তোমাকে আমরা যথা কথঞ্চিৎ সুখী করি। অতএব তোমাকে আমার সরকার বক্লার চাকলেদারী পদ দিই। কামিনী কোথা গেলে, লিখিবার কাগজ ও কলম আন।"

ক্ষণেকে দক্ষিণা এক খণ্ড সোণার হলকরা কাগজ ও একটী মীণাকরা কলমদানের লম্বা অপ্রশস্ত বাক্স আনিলে রাজা তাহার ডালা খুলিয়া একটা কঞ্চীর সোণার হলকরা কলম লইয়া বাক্সের অপর পার্শ্বস্থ দোয়াত হইতে কালী লইয়া একটি সনন্দ স্বহস্তে লিখিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয়ক দিয়া মুদ্রা করিয়া দিলেন। রমাই শির নোয়াইয়া তাহা লইয়া বলিল, "মহারাজ আমি আপনার কি শত্রুতাচরণ করিলাম যে আমাকে মহারাজের সঙ্গ হইতে বিদায় দিতেছেন? মহারাজ আমি দীনকায়স্থ, আমার সংসারে আর কেহই নাই আমার একমাত্র বন্ধু ও সহায় আপনি; আমার চাকলাদারিতে কোন প্রয়োজন নাই। আমার অর্থেরও আবশ্যক নাই। আমি চক্ষু বুঝাইলেই অন্ধকার। আমার কাঁদিবার লোক নাই। আমাকে এই চাকলাদারীর নাম করিয়া কেন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। আমাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে আমাকে ধনলোভ দেখাইবেন না। আমাকে আপনার সঙ্গে অবাধে ও অভয়ে বাস করিতে দেন তাহাহইলেই আমার সমুচিত পুরস্কার। হীরা মুক্তাতেও আমার প্রয়োজন নাই। যাহা আমাকে পুরস্কার মনন করিয়াছেন তাহা কামিনীকে দিন সে সন্তুষ্ট হইবেক।"

রাজা বলিলেন, "তবে কামিনীকে ডাক।

রমাইবীর "কামিনী কামিনী করিয়া ডাকিল কিন্তু কামিনী উত্তর দিল না পরে রাজার হস্তে তাঁহার সনন্দটি রাখিয়া নৌকা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "সুমতি রমাই অত্যন্ত সৎ ও আমাদিগের একান্ত অনুগত তাহাকে

সংসারে স্থিত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। সে এখন উদাসীনের মত যথেচ্ছাচরণে কালকাটাইতেছে, তুমি কামিনীকে ডাকিয়া রমাইয়ের কথা বুঝাইয়া বলিও। রমাই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করুক। তাহাহইলেই বিষয়াদিতে টান হইবেক।

সুমতী বলিল, "রমাই আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করে তাহায় সে আত্ম ইষ্টানিষ্ট সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। দেখুন না আপনার অপরাপর কর্ম্মচারী ত অনেক ছিল ও আত্মীয় কুটুম্ব ও যথেষ্ট কিন্তু এতদিন কেহই আপনার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পায় নাই।"

রাজা বলিলেন, "অনুমান করি ইতোপূর্ব্বে চেষ্টা পাইলেও কেহ কৃতকার্য হইতে পারিত না। কেননা একেত পাপের ভোগ পূর্ণ না হইলে উদ্ধার হয় না আবার প্রতাপাদিত্য যতদিন যশোহরে ছিলেন ততদিন ও প্রকার চেষ্টা কেবল উন্মত্ততামাত্র। এখন দেশকাল উপস্থিত হইয়াছে রমাইও কৃতকার্য হইল।"

সুমতী বলিল, "মহারাজ আমার এখনও ভয় যায় নাই। গোবর্দ্ধন যদি আমাদিগকে অনুসরণ করে তবেই ত ধরিবেক, অতএব আমি বলি যে পথে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

রাজা বলিলেন, "সুমতি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমরা গত সন্ধ্যার সময় যখন চাঁদখান হইতে রওয়ানা হই; তখন চাঁদখানে মহা হুলস্থূল। সত্য বলিতে কি সেখানে একপ্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। গোবর্দ্ধন কিলেদার রাজত্বগ্রহণ করিয়াছে। সে সনন্দ জারি করিয়া অপরাপর লোককে পঞ্চহাজারী, কিলেদার, বক্সি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। মুসলমানসেনা যশোহর হইতে ঢাকা সোণারগ্রাম অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছে। এখন যশোহরে কেবল গোবর্দ্ধন স্বীয় ভটমাত্র লইয়া আছে, তাহে আবার শুনিতে পাই প্রায় তিনশত তলবারীর অভাব! এস্থলে বলিতে গেলে এখন যশোহরে মোটে ছয় সাতশতমাত্র সেনা আছে। তাহারা যশোহর ছাড়িয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিতে পারিবেক না। এ দিকে আবার গোবর্দ্ধন নিজের দায়ে উদ্বিগ্ন সে রাজ্য পাইয়াছে। চক্রবর্ত্তী বা ছত্রধারী হইবেক এই উৎসাহে মত্ত সে এখন মাদৃশ বন্দীর অনুসন্ধানে চিন্তিত হইবেক না!"

সুমতী বলিল, "সে রাজত্ব কি উপায়ে পাইতে আশা করে বঙ্গ কি আমার পিতার পরিবর্তে গোবর্দ্ধনকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আর তাহাও যদি হয় কিন্তু মানুল্লা আমাদিগকে শীঘ্র বিস্মৃত হইবেক না। তাহার আমাদিগের উপর যে জাতঃক্রোধ।"

রাজা বলিলেন, "সুমতি তুমি মিথ্যা উদ্বিগ্ন হইয়া আত্মক্লেশ বৃদ্ধি করিতেছ। রমাই এই ব্যাপারে এমত কৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে যে কোন বিষয়ই অনুপকপ্ত নাই। মানুল্লা রাজকোষের দ্বার উড়িয়া গেলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল। রমাই তাহার নিকট সেই গোলযোগের সময় ছদ্মবেশে লোক পাঠাইয়া কোষের ধন কিছু মানুল্লাকে হস্তগত করিতে ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেওয়ায় মল্লাজি লোভে পড়িয়া রাজকোষের

ধন স্বীয় আবাসে লইয়া যান। আবার গোবর্দ্ধনের নিকট সেই সমাচার ভাবগুক্কে শুনায়ে গোবর্দ্ধন বলপূর্ব্বক সেই ধন ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ দেয়। আবার গোবর্দ্ধনের আদেশ মানুল্লার কর্ণগোচর হইতে না হইতে রমাই মানুল্লাকে সাবধান করিয়া দিলে মানুল্লা প্রায় দশজনা অস্ত্রধারী লইয়া সেই ধন রক্ষা করে। আদেশ অমান্য ও তাহার বিপক্ষে অস্ত্রোত্তোলন করায় মহারুষ্ট হইয়া গোবর্দ্ধন মানুল্লার গৃহ আক্রমণ করিল। সমরে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। মানুল্লা এখন বন্দী অদ্য এতক্ষণে তাহার যাহা হউক একটা হইয়াছে। অনুমান মানুল্লার শিরশ্ছেদন হইয়া থাকি- বেক। গোবর্দ্ধন উৎসাহে এমত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছে যে মানুল্লা জীবিত থাকিতে নিশ্চিন্ত হইবেক না।"

সুমতী বলিলেন, "কোষের দ্বার উড়িল কেন?"

রাজা বলিলেন, "সেও রমাইবীরের খেলা।"

সুমতী বলিলেন, "গোবর্দ্ধন, রাজ্যলাভে কি সাহসে মন দিল।"

রাজা বলিলেন, "সেটি কেবল রমাই ভায়ার কেরামত। দাদা সাপ হইয়া দংশিয়া আবার ওঝা হইয়া ঝাড়াইয়াছেন। রমাই যে প্রণালীতে আমাদিগের মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে অনুমান করি এরূপ সর্ববিধায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী বুদ্ধি অপর কাহারও সম্ভবে না। সেই ত প্রথমে সাধু হইয়া যশোহরের সমস্ত সমাচার গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে বাক্লায় ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে সমস্ত সেনা রাজপুরুষ দাসদাসী সহচরী ইত্যাদি আনাইয়া যশোহরের দূরে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে নানাছলে ও নানাবেশে কেহ চেলা কেহ ব্যবসায়ী কেহ রোগী কেহ অন্ধ কেহ পঙ্গু ইত্যাদি বেশে তাহার নিকট উপস্থিত করাইল। এরূপ ছলনা ও যোগাযোগ না হইলে আমরা কস্মিন্‌কালে মুক্ত হইতাম না। তাহার দুইটি পরামর্শ ছিল যদি কৌশলে আমাদিগকে উদ্ধারিতে না পারিত তাহাহইলে সেই সমস্ত চেলা ও ব্যবসায়ী বেশধারী সেনার দ্বারা যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিল। দৈবযোগে বিধাতা প্রসন্ন হইলেন সূর্যকুমারের অন্বেষণে জয়ন্তী রাজ্য হইতে নন্দরাম সচীব রমাইয়ের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারও স্বকর্ম সিদ্ধ হইল; সে যশোহরে থাকিয়া সূর্যকুমারকে সমা- চার পাঠায়। এদিকে রমাই সাধুবেশে একবার গোবর্দ্ধনের মনে লোভ দেখাইয়া আশা অঙ্কুরিত করিয়া ওদিকে গণকরূপে তাহার স্ত্রীর মন এমত উত্তেজিত করিয়া দিল যে গোবর্দ্ধন মত্ত হইয়া উঠিল, কৃতজ্ঞতা মানিল না। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বিষম পাপে মন লাগাইল। কিন্তু বলিতে কি এ সমস্ত গ্রহের কর্ম প্রতাপাদিত্যের অধোগতির কাল উপস্থিত, নানাপ্রকার উপলক্ষও হইল।"

সুমতী বলিল, "মহারাজ, আপনার কথায় আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার এ হরিষে বিষাদ। পিতা আমার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি যে পিতা একথা আমি বিস্মরিতে পারিতেছি না। যখন বঙ্গাধিপ প্রথমে আপনাকে কারারুদ্ধ করেন তখন রাগে ও শোকে আমার ভক্তির বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন পিতার

বিপদ শুনিয়া আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে। মহারাজ আমি একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন, "হাঁ, তুমি কেন আমিও ইচ্ছা করি, কিন্তু আমি সাক্ষাৎ করিলে অস্ত্র ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিব না। বলিতে কি আমার এখন ইচ্ছা যে বাক্লাচন্দ্রদ্বীপে না যাইয়া সৈন্য লইয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়া নরাধম কায়স্থবংশ কুলাঙ্গারকে তাহার পাপের মত স্বহস্তে শাসন করি।"

সুমতী বলিল, "মহারাজ, তোমার রোষ হইতে পারে, কিন্তু তিনি তোমার গুরুজন। যদি কর্ম্মের গতিতে কোন অকৌশল করিয়া থাকেন তাঁহার মনে স্নেহের অভাব নাই জানিয়া সে বিষয়ে ক্ষমা করা মহতের কার্য। মহারাজ! ক্ষমাই মহত্বের একমাত্র গুণ। তিনি তোমাকে কারারুদ্ধ করেন নাই। অনুমান করি রাজ্যরক্ষার জন্য বাক্লার ভৌমিককে হস্তগত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের স্বাধিনতার জন্য স্বীয় জামাতার উপেক্ষাও করেন না। মহারাজ এ বড় সামান্য গুণ নহে। রামরাজ্যের জন্য, বঙ্গের মান্যের জন্য তিনি আত্মীয়ের খাতির রাখিলেন না। মহারাজ অযোধ্যাপতি জনপ্রবাদের ভয়ে প্রাণতুল্য জানকীকে বনবাস দেন ও অগ্নিপরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করেন। আপনিও সেই অধমতারণ নাম ধারণ করিয়া তাঁহার ধর্ম রক্ষা করুন,—স্বীয় স্বাধীনতাব্যয়ে দেশের মঙ্গল আশা করা উচিত। মহারাজ, স্বার্থপ্রবণনেত্রে যে কর্মকে দোষ বলিয়া দেখিতেছেন, একটু নিরপেক্ষ হইয়া দেখিলে সেটি গুণ বলিয়া মানিতে হইবেক—যশোহররাজ যদ্যপি সে সময় আপনাকে কারাগারে না রাখেন, তাহা হইলে আপনি দিল্লীশ্বরের দলভুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপের এক চক্রের হানি জন্মাইতে পারিতেন।"

রাজা বলিলেন, "সুমতি, তোমার বাক্য ও বিচার শ্রুতিপ্রিয়, যেন পশুর প্রতি ঘাতকের উক্তি! হাঁ! হিংস্রক জন্তু হইতে রক্ষার্থে আমাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, আর আমি এখন মুক্তিলাভের আশায় মোচিত হইয়াছি। কিন্তু আমি তোমার কথায় অনুমোদন করিতে পারি না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যদ্যপি এতই বঙ্গের প্রাধান্য সমর্থনে যত্নবান, তাহাহইলে বঙ্গের দ্বাদশভৌমিককে একে একে হীনবল করিয়া মধ্যাহ্নসূর্যচিহ্নপতাকা তাহাদিগের দুর্গের উপর উড়ান তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। নিজে সমস্ত ভৌমিকের রাজ্য ক্রমে ক্রমে দখল করিয়া লইলেন, স্বরাজ্যের আয়ত্ত বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু দূরদেশে সমুচিত শাসন হইল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রভেদ; প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তথায় সর্বদা যাতায়াতে ও পর্যবেক্ষণে অক্ষম হওয়ায় তত্রত্য লোক সমাজে প্রেমলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে প্রজারা স্বীয় চিরপরিচিত পুরাতন রাজবংশের অভাব বোধ করিয়া অবশেষে প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করিল। এমন অবস্থায় একাকী মিষ্টভোজী কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? এরূপ না করিয়া প্রতাপাদিত্য যদ্যপি সকল ভৌমিকের সহিত প্রীতি প্রণয় রাখিতেন, তাহাইইলে সকলে একত্র হইয়া

দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিতাম; এখন প্রতাপাদিত্য একান্ত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, কেন যশোহরের শাসনে অসন্তুষ্ট? সে যাহাহউক, বঙ্গাধিপ ত হিন্দুধর্মী, বঙ্গাধিপ ত বাঙ্গালী. বঙ্গাধিপ ত কায়স্থ—আমি তাহার সহিত আপনার সম্পর্কের কথা কহিব না—এই তিন কারণে মহারাজ, বঙ্গাধিপের পক্ষ হওয়া উচিত।"

রাজা বলিলেন, "তুমি এমত ক্ষুদ্রদর্শী হইতেছ কেন? হিন্দু ও বাঙ্গালী ও কায়স্থ বলিয়া কি অযোগ্যে মান দিব? আমা হইতে তাহা হইবেক না। তুমি এখন সে সব কথা ত্যাগ কর, এখন আমার রাজধানী কোথায় করিব, তাহার বিচার কর।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমার জ্ঞান এই যে, ঐ তিন কারণের মধ্যে একেই অনর্থ ঘটিতে পারে, সেস্থলে তিনের যোগে যে কি ঘটিবে বলিতে পারি না।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "সুমতি, তিন অনর্থে এক অর্থ ঘটিল।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, বিষয়কর্মের কথা—ব্যঙ্গ্য করিবেন না। তিন কৃষ্ণে এক শ্বেত হয়?"

রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, "সুমতি, এখন আমরা প্রতাপাদিত্যের কোন বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি না, অতএব অকারণ আত্মবিচ্ছেদে প্রয়োজন কি? যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন বিবেচনা করা যাইবেক। এতকালের কারাবাসের পর সবে পাঁচ প্রহরমাত্র সাক্ষাৎ, এখনও দম্পতীর উপযোগী কোন মিষ্টাভাষণ হয় নাই; আজ প্রায় তিন বৎসর যদিচ একই স্থানে ছিলাম, কিন্তু কাহার অবস্থা কেহ কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমি নৌকায় কখন উঠিলে?" রাজা এই কথা বলিতে বলিতে সুমতীর হাত ধরিয়া নিকটের আসনে বসাইলেন।

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, অমি আপনার অমঙ্গলসম্বাদ পাইয়া সহমরণ প্রতিজ্ঞা করিয়া কারাগার হইতে বাহিরে গেলাম, কিন্তু মামুল্লার পরুষ উক্তিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! আমি কোথায় যাইব কি করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আমবাগানের সাধুর আখড়ায় যাইয়া এক পাসে বসিয়া অনেকক্ষণ কতই কাঁদিলাম, তাহা এখন মনে হইলে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। অকস্মাৎ এ দুর্দৈব হওয়ায় কল্পনা সাবিত্রীউপাখ্যান মনে আনিল; কায়মনোবাক্যে যশোহরেশ্বরীর নিকট স্তুতিবাদ করিলাম, শক্রাদি মাহাত্ম্য আদ্যন্ত মনে মনে সংযত হইয়া আবৃত্তি করিলাম, অনেকক্ষণ ধরিয়া জাতবেদসে মন্ত্রজপ করিলাম; ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন অনাহারে কোন ক্ষুদ্বোধ হইল না—"

রাজা বলিলেন, "আহা! এখনও তোমার মুখ মলিন হইয়া আছে। একেই ত কারাবাসের কষ্টে শরীর শীর্ণ, তাতে আবার গতকল্যের মনঃব্যথা ও উপবাস। সুমতী তোমার মুখ দেখিয়া আমার মন মথিত হইতেছে— পাপ প্রতাপাদিত্য ইহার প্রতিফল অবশ্য ভুগিবেক।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, প্রিয়জনের পিতা কোপভাজন হইতে পারে না। মহারাজ, আপনি আমাকে দণ্ড দিন, কিন্তু মনে মনে যাহা থাকুক, এভাব আমার নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

সুমতীর সকরুণবাক্যে রাজার মন দ্রব হইল ও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "সুমতি, আমার সকল কথা কাণে ধরিও না—যত গর্জে তত বর্ষে না—আমার জীবন থাকিতে তোমার কষ্ট ঘটিবেক না।" সুমতীর কপোলদেশ ঈষৎ রঞ্জিত হইল, তাহে বামে ঈষদুষ্ণ দক্ষিণে ঈষৎ স্নিগ্ধ অশ্রুধারাদ্বয় অতি অল্পে অল্পে বহিল; অধরৌষ্ঠ কাঁপিল।

সুমতী বলিল, "মহারাজ, রমাই যে ঔষধ দিয়াছিল তাহা সেবনের কতক্ষণ পরে আপনার চৈতন্য যায়?"

রাজা শীতোষ্ণবিন্দুদ্বয় চুম্বিয়া বলিলেন, "আমি সে ঔষধ সায়ংকালেই ধারণ করি ও মহাভারতের বনপর্ব্ব কিছুক্ষণ পাঠান্তে, যদ্যপি ঔষধে মন্দফল ঘটে এই আশঙ্কায় একবার চিন্তিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কখন অচেতন হই তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে অন্য মাদক কিম্বা বিষপানে যেরূপ কষ্ট হয়, তাহা কিছুমাত্র বোধ করি নাই, ক্রমে যেন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইতে লাগিল ও ক্ষণেকে নিদ্রাগ্রস্ত হইলাম। তুমি তাহার পর কি করিলে?"

সুমতী বলিলেন, "প্রদোষসময়ে সাধু আমাকে ডাকিয়া আমার সহিত কথা কহিলে আমি রমাইকে চিনিতে পারিলাম না। সাধু আমায় বলিলেন, "মা, ভাবিও না, তোমার মন থাকে ত অবশ্যই সহমরণ করিবে,—এক্ষণেই রাজা রামচন্দ্রের শব ভাগাড়ে ফেলিতে যাইবেক; আমি শবসাধন করিব বলিয়া কিলেদার গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে ঐ শব চাহিবার জন্য একজন চেলা পাঠাইয়াছি, লোক ফিরিয়া আসে নাই; অনুমান করি, তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করিবেন না; শব পাইলে আমি স্বয়ং শ্মশানে যাইয়া শবসাধন করিব; মা তুমি আমার সঙ্গে যাইও, আমার সাধনের পর ইচ্ছা হয় সহগমন করিও। আমি মহা সন্তুষ্ট হইয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে উদ্যোগ পাইলে, তিনি বলিলেন, 'মা—স্ত্রী—লক্ষ্মী--সাক্ষাৎ শক্তি—আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি অত্যাচার করিও না।' আমি অগত্যা ক্ষান্ত হইলাম, ইতোমধ্যে একজন চেলা আসিয়া বলিল, 'বাবাজি, এই সনন্দ লউন, গোবর্দ্ধন আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন ও বলিয়াছেন কল্য প্রাতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন;—এত অতি সামান্য আদেশ—শব লইয়া যথেচ্ছা আচরণ করুন। যখন যাহা প্রয়োজন, অনুমতি করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।' চেলার নিকট সনন্দ লইয়া সাধু দিব্য খাটের উপর গদী, লেপ ও তাহায় মখমলের উপর কার চোপের কাষকরা মছলন্দ পাতিয়া বিশজন চেলারদ্বারা মহাসমারোহে ঢোল, ঢাক, ডঙ্কা বাজাইয়া চাঁদখানের কারাগারের দিকে চলিলেন! আমাকে একটা মহাপায়ায় চাপিতে বলিলেন; আমিও মহাপায়ায় চাপিলাম। ক্রমে পথে মহাপায়া হইতে দেখিলাম, যে দশটা হাতির উপর ডঙ্কা; উলঙ্গ, ভস্মমাখা জটাধারী নাগা সন্ন্যাসীরা ডঙ্কা

বাজাইতেছে; তাহার পর ঘোড়ার উপরও সেইরূপ সন্ন্যাসীর দল; তাহার পর দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডধারী সন্ন্যাসী; তাহার পর প্রশস্ত রেশমের ও মখমলের নিশান, তাহে কালবতুর কায ও সলমা চুমকীর কায; তাহার পর প্রায় দুইসহস্র অস্ত্রধারী লঙ্গোটিপরা ভস্মমাখা নাগাসন্ন্যাসী; মহা সমারোহে সাধু সর্ব্বপশ্চাতে পদব্রজে চলিলেন। যশোহরের পথে লোকারণ্য হইল। ক্রমে চাদখানে পৌঁছিয়া মহারাজ, আপনার অচেতন শরীর দিব্য চন্দনাক্ত পাটলাজলে ধৌত করিয়া রাজবেশ পরাইয়া যখন খাটের উপর শোয়াইয়া দিল, মহারাজ, তখন আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার পার্শ্বে কামিনী ও দক্ষিণা আসিয়া নাপতিনি ও মেছুনীর বেশে নানা শান্তনা করিতে লাগিল; আমি এমত মুগ্ধ যে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না, আর মুগ্ধ না হইলেও চিনিতে পারিতাম না—অকস্মাৎ বিদেশে মলিন বস্ত্রাবৃত মৎস্যগন্ধে আচ্ছন্ন, মস্তকে রুহিতের ভার, চুবড়ির উপর ডালা, তাহায় একটা দীর্ঘ বঁটী—অনুমান করি, রাত্রি কালে সেবেশে দক্ষিণা মহারাজার নিকট আসিলে আপনিও চিনিতে পারেন না।”

রাজা বলিলেন, “রমাই কি পর্ব্বই করিয়াছে—একীর্ত্তি দেশ বিদেশে রটিবেক। আহা রমাই আমার প্রাণের সখা! সে যে বালককালে পাটশালায় আমায় বলিয়াছিল, যে তুমি রাজপুত্র বট কিন্তু আমার বুদ্ধি না হইলে তরিবে না—এখন সত্যই তাহা ঘটিল। কেবল বুদ্ধি কেন—তাহার শ্রম ও যত্ন—। কামিনী কোথা?”

কামিনী বলিল, “মহারাজ, নাপতিনি একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজ, যে দিন রমাই আমাদিগকে বাকলা হইতে লইয়া যায়, সেদিন আমরা রমাইয়ের কথায় বিশ্বাস করি নাই ও তাহার কথাতেও যশোহরে যাই নাই। আমরা জানিতাম, রমাই পাগল, তবে এই সুযোগে একবার রাজার ও মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হইবেক, এইমাত্র আশা ও ইচ্ছা ছিল।”

দক্ষিণা বলিল, “মহারাজ, এখন যুগলমূর্ত্তি প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমাদিগের আমোদ উথলিতেছে। মহারাজ, মনের ইচ্ছা, একবার যেবেশে বিবাহ হইয়াছিল, সেই বেশে যুগলমূর্ত্তি বাকলার রাজসিংহাসনে দেখি।”

রাজা বলিলেন, “তোমরা আমার প্রিয়ার সহচরী—আমার ও প্রিয়তমা। যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে; কিন্তু তাহার সহিত অপর যুগলমূর্ত্তিও চাহি!”

রমাই হটাৎ প্রবেশ করিয়া বলিল, “মহারাজ, বিগ্রহ স্পর্শাদি দুষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা-বিধি আমরা দেশে যাইয়া যুগলমূর্ত্তি অভিষেক করিব। আর মহারাজের অভিপ্রায় মতে শতযুগলমূর্ত্তির রাশি করিব।”

রাজা বলিলেন, “রমাই, ভাই তোমারই মাহাত্ম্য শুনিতেছিলাম। সুমতী তার পর কি হল?”

রমাই বলিল, “মহারাজ, আমি বলি—তার পর তোমাদের ফুলফুটলো আর সুমতী আপনার সহগমন না করে সহবাস করিলেন।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "খাটের উপর মসলন্দ দিলে কেন?"

রমাই বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, যে দুজনকে সেই মসলন্দে শুয়াইয়া লইয়া যাই ও বাকলায় আপনাদিগের শয়নমন্দিরে রাখিয়া চৈতন্য করাই, কিন্তু কাযের গতিকে তাহা ঘটিল না যাহাহউক, এখন সহবাসটা দেখিলেই সন্তুষ্ট হই।"

রাজা হাসিয়া সুমতীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুমতি, অপর কোন কারণে না হউক রমাইকে সন্তোষ করিবার জন্য আমাদিগের সহবাস করা উচিত।"

সুমতী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বড় নির্লজ্জ!"

রমাই বলিল, "দিদি, আপনিই ত বলেছেন যে লজ্জার জীবনপর্য্যন্ত সীমা। মৃতে এখন সে দোষ কাটাইয়াছেন—আর লজ্জা কি? এখন সব খণ্ডে গেছে।"

রাজা বলিলেন, "তার পর আমার শব কোথায় লইয়া গেল?"

সুমতী বলিল, "ক্রমে শ্মশানের নিকটস্থ হইলে অন্ধকার হইল; দর্শকেরা সরিয়া গেল, নিতান্ত কৌতূহলী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে নানাপ্রকার পৈশাচিকবিভীষিকা দেখানতে, তাহারাও চলিয়া গেল। শ্মশানে কেবল সাধুর চেলাগণ রহিল। ক্ষণেক পরে শ্মশানের নিকট নদীতীরে নানাবিধ পোত ও নৌকা আসিয়া লাগিলে, সাধু কি ঔষধ লইয়া আপনার নাসারন্ধ্রে দিয়া চক্ষে জলসেচন করিতে লাগিল, ক্রমে আপনার চৈতন্য হইতে লাগিল। তখন সাধু আসিয়া আমাকে বলিলেন "মহিষি, মহারাজ জীবিত আছেন, আমার নাম রমাই বীর, এই আপনার লোকলস্কর, ঐ লন নৌকায় চলুন ত্বরায় বাকলা যাত্রা করুন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না, আমি মহারাজের নিকট যাইয়া বসিলাম।"

রমাই বলিল, "দিদি, সত্য বল দেখি, এখন সহগমন করিবে?"

দ্বাদশ অধ্যায়।

মা নো বধীঃ রুদ্র মা পরাদাঃ মা তে ভূমপ্রসিতৌ হীলিতস্য।
আ নো ভজবর্হিষি জীবশংসে যুয়ম্পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

মৃগাধানের পরদিন প্রাতে জয়ন্তীপুরে লটকার বাসগৃহ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত নিকটস্থ আর চার পাঁচখানি ঘর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। লটকা ক্রোধান্ধ হইয়া একটি সরল গাছের তলায় একাকী বসিয়া আছে—নিকটে জনপ্রাণী নাই—তাহার স্বীয় অনুচর ভৃত্যেরাও সাহস করিয়া সম্মুখীন হইতেছে না; তাহার স্ত্রী—বর্তমান মহিষী—দূর হইতে তাহার একমাত্র প্রাপ্ত ষোড়ষবর্ষ পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "নাগা, যাও ও পাগলটাকে

বুঝাও গৃহদাহ দৈব ঘটনা, অতি সাবধান হইয়া থাকিলেও ঘটে,—পর্ণকুটীর বংশের ও কাষ্ঠের মাচায় যে এতদিন অগ্নি লাগে নাই তাহাই আশ্চর্য! এ সকল গৃহে অগ্নি লাগিলেই হয়! আর এখন কোপ করিয়াই বা কি করিবেন,—কাহাকে মারিয়া ফেলিলে ত দগ্ধগৃহ পুনর্লাভ হইবেক না?"

নাগা বলিল, "আমি যাইতে পারিব না - এখন যেরূপ রোক করিয়া বসিয়া আছে, আমি নিকটে যাইলেই আমাকে মারিবেক। তুমি যাইবে যাও, আর এখন গিয়াই বা কি হইবেক? উনি ত ক্ষান্ত হইবার লোক নহে! যতক্ষণ না দুই একজন আহত হয় ততক্ষণ তাহার এ রাগ পড়িবেক না।"

বুদ্ধু আসিয়া বলিল, "নাগা, কি বলিতেছ?"

নাগা বলিল, "ছোট মা, আমাকে রাজার নিকট যাইয়া সান্ত্বনা করিতে বলিতেছেন।"

বুদ্ধু বলিল, "ভাল, তুমি থাক আমি যাই।"

এমত সময় পুঁড়া আসিয়া বলিল, "কাহারও যাইতে হইবেক না, আমি যাইতেছি।"

বুদ্ধু বলিল, "না—তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমারা রক্তপঁচিশে, এক্ষণ গিয়াই একটা হেঙ্গাম উপস্থিত করিবে।"

চিমাই বলিল, "একটা হেঙ্গাম করিলেই ভাল হয়—আর ঢাক ঢাক গুড় গুড়ে কায নাই—চল আমরা সকলেই যাই।"

রাজা দূরে হইতে ইহাদিগের ফুস্ ফুস্ পরামর্শ দেখিয়া সব্যস্তে নিকটে আসিয়া আরক্তনয়নে বলিল, "তোরা এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিস্?—কাহারও সর্বনাশ কাহারও পৌষমাস—গৃহদাহে আমার যথাসর্বস্ব নষ্ট হইল, আর তোদের আনন্দ ও পরামর্শ!"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, আমরা মন্দ কথা বলিতেছি না, আপনার গৃহদাহে আমাদিগের সকলেরই চৈতন্য হইয়াছে; যেরূপ তৃণকাষ্ঠের গৃহে আমরা বাস করি, তাহায় সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়; গৃহদাহাদি সমস্ত দৈব উৎপাত, তাহার শান্তি করা প্রয়োজন।"

রাজা বলিল, "হাঁ—দৈব বৈ কি! আপনাদিগের দোষ কাটাইবার ওটি দিব্য সহজ উপায়!"

চিমাই বলিল, "মহারাজ, আপনার গৃহদাহে আমাদিগের কি দোষ?"

রাজা বলিল, "আমার অনুমান, এটি দুষ্ট লোকের ক্রিয়া এটি দৈব ঘটনা নহে। ভাল-যে কারণে হউক, যখন গৃহদাহ প্রকাশ পাইল তখন তোমরা জনপ্রাণী কেহ সাহায্য করিতে আসিলে না—ইহার অর্থ কি? আমি অদ্যই সকলের সমুচিত দণ্ড করিব।"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, আমরা তখন কেহই গৃহে ছিলাম না; আমরা এইমাত্র জঙ্গল হইতে আসিতেছি, এখনও গৃহে যাই নাই।"

রাজা বলিল, "হাঁ, সেটি তোমাদিগের পরামর্শ মত ঘটিয়াছে;—তোমরা সকলেই ইচ্ছাক্রমে স্থানান্তরে ছিলে। কিন্তু সে যাহা হউক, তোমাদিগের বালকেরাও কি কেহ গৃহে ছিল না? আমি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে যাইয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহায় কেহ

উত্তর দিল না; কেহবা ঘরে থাকিয়াই বলিল, আমার অসুখ করিয়াছে যাইতে পারিব না। বুদ্ধু, তোমার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, গৃহে অগ্নি লাগিলে নির্বাণ করিতে নাহি—ব্রহ্মার পূজা দিয়া যাহাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয় তাহা করা উচিত—ব্রহ্মার খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহাকে ভরপুর খাইতে দিন!' ফলে তোমার পরিবারের মতে আমার অপরাপর গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া ব্রহ্মার পূজা করা উচিত আমি তাই তোমার ঘরেও আগুণ লাগাইয়া দিয়াছি!"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, আপনার যদৃচ্ছা আচরণ করুণ, আমার তাহায় কোন দ্বিরুক্তি নাই।"

চিমাই বুদ্ধুর নিকটে মৃদুস্বরে বলিল, "এ দুষ্টটা বলে কি! এ কি সত্য তোমার গৃহে অগ্নি লাগাইয়াছে?"

পুঁড়া বলিল, "ইহার অসাধ্য কর্ম নাই! চল আমরা আপন আপন ঘরে যাই।"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, সত্যই কি আমার গৃহে অগ্নি দিয়াছেন?"

রাজা বলিল, "সত্য না ত কি, আমি কি তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ্য করিতেছি?"

বুদ্ধু বলিল, "আমি চলিলাম," ব্যস্তে স্বগৃহাভিমুখে গেল। পর্বতের সানু পার হইয়াই ভৃগুদেশ হইতে দেখে, যে উপত্যকাভাগ একেবারে কালীয়বর্ণ—গ্রামের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত সমস্ত গৃহগুলি দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে। দেখিবামাত্র চিমাই, পুঁড়া, শীলা প্রভৃতি সকলে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, সকলেই হতাশ হইয়া ভূমে বসিল; নীচের দিকে দৃষ্টিপাতে দেখে যে একটিও ঘর রক্ষা হয় নাই,—অনাশ্রয় বালক বালিকাগণ ফুলকামুখী হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কোন বিশেষ উদ্দেশে কোথাও যাইতেছে না, অনুমানে বোধ হইল, যেন তাহারা কোথায় যাইয়া যুড়াইবে ও কি করিলে সুখী হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না; স্ত্রলোকেরা ইতস্ততঃ হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারমধ্য হইতে দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড দিয়া টানিয়া দুই একটা পাত্রাদির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই বলিয়া কিছুই ফলবতী হইতেছে না—অগ্নির তাপে নিতান্ত নিকটস্থ হইতে সাহস করিতেছে না; কিন্তু দুই একবার কাষ্ঠদণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারমধ্যে প্রবেশ করায় দণ্ডটি জ্বলিয়া উঠিতেছে—অঙ্গার নাড়াচাড়ায় চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুবেগে বিস্তৃত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে কোথাও অল্প অল্প ধূম উঠিতে উঠিতে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! গৃহের ছাপ্পর ও কাঁত সমস্ত জ্বলিয়া গিয়াছে, কেবল মোটা মোটা স্তম্ভগুলিন কালিমাবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও একটা চেটাইয়ের দগ্ধাবশেষ কোণমাত্র আছে; কোন টুকরার চারিদিকে কাল রেখা, কাহার দুই দিকে কাল অঙ্গার; কোথাও বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দগ্ধ হইয়া সঙ্কুচিত অবর্ণনীয় ক্ষুদ্র কদাকার পিণ্ডমাত্র হইয়াছে; কোথাও বাঁশের চোঙ্গার গাটমাত্রটি ফাটিয়া আছে, তাহার অগ্রভাগ দগ্ধ হইয়াছে; কোথাও ধনুকের ছিলাটিমাত্র পুড়িয়া যাওয়ায়, ধনুটি দূরে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে; কোথাও কাটারির বাঁট পুড়িয়া গিয়াছে ও অস্ত্রভাগ উত্তাপে

বিকৃতাবস্থ হইয়াছে; নিম্নদেশে চর্ম্মমাংস ও অপরাপর-দ্রব্য-দগ্ধজাত দুর্গন্ধে পূর্ণ, কোনটি বা বায়ুবেগে জ্বলিতেছে। যদিচ বৃদ্ধ ও তাহার দলস্থ সকলে অনেক উর্দ্ধের ভৃগুতে বসিয়াছিল, কিন্তু এক একবার বায়ুবেগে এমত হলকা আসিতে লাগিল, যে তাহাদিগের সেস্থান ত্যাগ করিতে হইল—সকলেই এক মনে যেন অগ্নিদ্বারা আকৃষ্ট হইল—ক্রমে নিম্নদেশে নামিতে লাগিল। ক্রমে উপত্যকাভাগে পৌঁছিলে, তাহাদিগকে দেখিয়া বালকগুলি দৌড়িয়া আসিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল,—এতক্ষণ যেন আত্মীয় অভাবে তাহাদিগের শোক লাগে নাই। স্ত্রীলোকগুলিও বালকবৃন্দের ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকবৃন্দের কাতরধ্বনি ও স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদে বৃদ্ধ প্রমুখ মৃগাধান হইতে প্রত্যাগত চৌধুরী ও দল্লুইরা আর দাঁড়াইতে পারিল না! তাহারাও ক্রন্দন করিতে করিতে কেহ একটি, কেহ দুই সন্তান ক্রোড়ে করিয়া লইল; কেহ বা আপনার স্ত্রীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বালকবৃন্দ স্ব স্ব পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনের ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া স্থির হইল, কেহ বা বালস্বভাব সুলভ আমোদে নিযুক্ত হইল; কেহ দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড লইয়া জলদঙ্গারে খোঁচা দিতে লাগিল, আর অঙ্গার হিন্দোলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল তাহা দেখিয়া মহা উৎসাহে নাচিতে লাগিল! কেহ বা তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়াই বলিল, "বাবা কি এনেছিস্? শিকারের খরগোষ খাব।" জনকেরা ক্রমে মোহ হইতে মুক্ত হইয়া শিকারলব্ধ মাংস পাক করিতে নিযুক্ত হইল। বৃদ্ধ আপনার পরিবারকে ডাকিয়া আদ্যন্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিল, "দেখ মেঘী, তুমি এ কথা কাহাকেও বলিও না। আপাততঃ লটকার প্রতি সমস্ত লোকের যেরূপ কোপ, তাহে এই সমাচার পাইলে তাহাকে আর জীবিত রাখিবেক না।"

মেঘী বলিল, "আমার কিছু বলিতে হইবেক না,—গ্রামের সকলেই দেখিয়াছে ও স্বকর্ণে শুনিয়াছে। গ্রামের পুরুষের মধ্যে চারিজনমাত্র ছিল; তাহারা যথাসাধ্য অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শুষ্ককাষ্ঠ ও তৃণে অগ্নিস্পর্শ হইলে বারুদ অপেক্ষা তেজে জ্বলিয়া উঠে, তাতে আবার সেই সময় যেরূপ ঘূর্ণা বায়ু বহিতে লাগিল, কেহই নিকটে যাইতে পারিল না—ঐ দেখ কতদূরের গাছ সকল ঝলসিয়া গেছে!" বৃদ্ধ পূর্ব দিকে যাইয়া দেখে, যে দেবদারু ও সরল গাছ কয়েকটি জ্বলিতেছে ও মাঝে মাঝে ভীমশব্দে ফাটিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ বলিল, "লটকা কি সত্যই স্বহস্তে আগুণ লাগাইয়াছিল—না তাহার গৃহের উল্কা আসিয়া গ্রামে পড়িল?"

মেঘী বলিল, "না—সে ভৃগু হইতে সকলকে সাহায্য করিতে ডাকায়, গ্রামে কেহই ছিল না বলিয়া উত্তর না পাইয়া রোষপরবশ হইয়া নিম্নভূমিতে আসিয়া আমার ঘরের পার্শ্বে চুল্লী হইতে জ্বলন্ত সরল ডাল লইয়া প্রথমে আমারই চালে আগুণ লাগাইল। পরে অগ্নি এমত বেগবান হইল যে কেহ সামলাইতে পারিল না। অগ্নি ব্যাপার দেখিয়া

স্ত্রীলোকেরা লটকাকে মারিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলে, লটকা পলায়ন করিল। কেহ কেহ প্রস্তর ফেলিয়া মারিয়াছে, দুই একটা তাহার অঙ্গে লাগিয়া থাকিবেক।”

বুদ্ধু এই কথা শুনিয়া নীরব হইল। কতক্ষণ পরে গ্রামস্থ সকল পুরুষ একত্র হইয়া মহা কোলাহলে ও কলরবে বুদ্ধুর নিকট আসিয়া বলিল, “বুদ্ধু, আজ আমরা লটকার প্রাণসংহার করিব; সে যখন আমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে, তখন আমরা তাহাকে এজন্মের তরে মারিব।”

বুদ্ধু বলিল, “তোমরা ক্ষান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর। সে তোমাদিগের ঘর জ্বালাইবার অভিপ্রায়ে করে নাই; আমার পরিবারের ত্রুটি দেখিয়া দেশের রাজা, আমাকে শাসন করিতে—দৈবযোগে সেই অগ্নি তোমাদিগের ঘরে লাগিয়াছে; অতএব তোমরা আমাকে দণ্ড দাও।”

সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, “আর আমরা তোমার কথা শুনিব না।” সকলে হল্লা করিয়া ভূগুর দিকে ধাবমান হইল। বুদ্ধু তাহাদিগের উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া লটকার প্রাণের জন্য ভীত হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

18803. CALCUTTA

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জাগিঃ সিক্ত নাং ভ্রাতাহইব স্বস্রাং ইত্যান্নরাজা বনান্যতিরং।
বাতহজূতঃ বনাব্যস্থাদগ্নিঃ হ দাতি রোম পৃথিব্যাঃ॥

ভুচ্চুর মৃগাধান হইতে প্রত্যাগমন করিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছিল। এখন রাজবাটীর নিকটে আসিয়া দগ্ধাবশিষ্ট ঘর, দ্বার দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, নিকটে কেহই নাই যে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করে; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া চিন্তিত হইল। চতুর্দিক জনশূন্য, একটি পক্ষীরও রব নাই,—কেবল বেগবান বায়ুর সরল বৃক্ষের চমরী পুচ্ছাকৃতি পত্রের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ, মধ্যে মধ্যে নিম্নদেশে উপত্যকা ভাগের জ্বলৎবংশের গ্রন্থিস্ফোট। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কোথায় যাইবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি প্রায় হইল; পরে কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ভস্মাবশিষ্ট গৃহের স্থান দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রত্যাগমন করিল। পথে একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রাজমহিষী সভয়ে ও মৃদুস্বরে “ভুচ্চু ভুচ্চু” বলিয়া দুইবার ডাকিয়াই বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইল। জনশূন্য স্থানে অকস্মাৎ আপনার নাম শুনিয়া ভুচ্চু চমকিয়া উঠিল, বলিল, “কে আমাকে ডাকে?”

রাণী বলিল, “ভুচ্চু, আমি—বিদাই।”

বিদাই-নাম শুনিবামাত্র যেন মৃতশরীর সজীব হইল, ভুচ্চু ব্যস্তে বলিল, “কোথা! এস এখানে কেহই নাই।”

বিদাই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইবামাত্র ভুচ্চু তাহার নিকট যাইয়া বলিল, "এখানে একা কেন?"

বিদাই বলিল, "আমার সমূহ সঙ্কট; আমি প্রাণের দায়ে এখানে লুকাইয়া আছি।"

ভুচ্চু বলিল, "কেন, লটকা কি আবার মত্ত হইয়া তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে! সে নষ্টের দৌরাত্ম্যে ত বাস করা দায় হইল,—দুষ্ট লোকের ক্ষমতা হওয়া অতি ভয়ানক। সে ত সর্বদাই তোমাকে নির্দয়হৃদয়ে প্রহার করে,—এমত কঠিন হৃদয় লোক ত দেখি নাই। একেই স্বভাবতঃ অসভ্যের একশেষ, তাহাতে আবার পান করিলে পশুর অধম হয়!"

বিদাই বলিল, "এখন আর তাহার ভয় করি না—সে দিবাভাগে কিছু করিতে পারিবেক না। তবে রাত্রিতে দেখ কোন্ গাছে আশ্রয় করে। জীবিতাবস্থায় যত দৌরাত্ম্য করিত, অনুমান করি, এখন ততোধিক অপকারী প্রেত হইবেক। কিন্তু তাহাতে যে প্রকারে মারিয়াছে সেরূপে আমরা শূকরকে মারি না! লোষ্ট্রে তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে! সে পলায়ন করিলে গ্রামস্থ সকলে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও চলিতে চলিতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আহা! তুমি দেখিলে তোমারও মনে দয়া হইত! লটকা পলাইতে পলাইতে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল, তবুও নিস্তার নাই! লট্কা উঠিতে উঠিতে আরও লোষ্ট্রাঘাত! একবার করিয়া দৌড়িয়া আবার পড়িয়া আবার উঠিয়া পাহাড়ের কোলপর্যন্ত গেল, অবশেষে হতশ্বাস হইয়া যখন পড়িল, তখন একেবারে তিন চারিশত লোক তাহাকে লাঠী বল্লম দাও প্রভৃতি অস্ত্রে, কেহবা বড় বড় প্রস্তরাঘাতে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিল; সর্বাঙ্গ পেষিত হইল—মুখ নাসিকা কিছুই চেনা গেল না; প্রহারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল! সর্বাঙ্গ রক্তে রঞ্জিত আর ধূলী-কর্দমাভ্যঙ্গশরীর; একটা পাঞ্জি তাহার শরীর ভেদিয়া প্রস্তরে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, পাঞ্জির অগ্রভাগ কতকটা বাঁশ সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া রহিল। তাহার মৃত্যুর পরও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরকে খাওয়াইল ও মধ্যে মধ্যে বাজ শিক্‌রে চিল প্রভৃতি পক্ষীকে খাইতে ফেলিয়া দিল—দেখিয়া আমি পলায়ন করিয়াছি। তাহার পুত্র নাগাকেও সেইরূপ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এখন আমাকে দেখিলেই মারিবেক; তুমি আমাকে রক্ষা কর"—বলিয়া ভুচ্চুর পা দুটি হাত দিয়া ধরিল।

ভুচ্চু বলিল, "আহা! ও কি কর, তুমি রাজমহিষী—স্ত্রী—লক্ষ্মী—তুমি আমার পাদস্পর্শ করিও না। নিশ্চিন্ত হও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহ তোমাকে মারিবেক না।"

বিদাই বলিল, "ভুচ্চু, তুমি সে নৃশংসদিগের নিকট যাইও না; তোমাকে দেখিলেই মারিবেক।"

ভুচ্চু বলিল, "লট্‌কার সঙ্গে এখন আবার কি হইয়াছিল?"

বিদাই বলিল, "তা আর কি বলিব—সে আপনার পাপের ভোগ ভুগিয়াছে, কিন্তু

লাগার জন্য আমার দুঃখ হইতেছে। আহা! নিরপরাধী বালক, সে আমাকে কখন সৎমার মতন ব্যবহার করিত না—সে আমাকে ভাল বাসিত।"

ভুচ্চু বলিল, "লটকাকে মারিল কেন?"

বিদাই বলিল, "লটকার গৃহে, উপত্যকা হইতে কে একজন সাঙ্গার শর মারিয়া ঘরে আগুণ দিয়াছিল। লট্‌কা যদিচ তাহা দেখে নাই, কিন্তু গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে দেখিয়াই, এটি শত্রুপক্ষ লোকের কর্ম বিবেচনায় ও অনুমানে প্রথমে উপত্যকায় যাইয়া সাহায্যের জন্য সকলকে ডাকিয়াছিল। গ্রামে পুরুষ ছিল না। পরে বুদ্ধুর স্ত্রীর সহিত কি বচসা হওয়ায়, বুদ্ধুর চুল্লী হইতে জলদঙ্গার লইয়া তাহার গৃহের চালে লাগাইয়া দিল; সেই অগ্নিতে সমস্ত গ্রামটি জ্বলিয়া গিয়াছে।"

ভুচ্চু বলিল, "এ নরাধমের তুল্য নষ্টহৃদয় দুষ্টবুদ্ধি পিশাচ আমি কখন দেখি নাই। আমার ঘর কি হইয়াছে?"

বিদাই আবার ভুচ্চুর চরণদ্বয় ধরিয়া বলিল, "আমার কোন দোষ নাই—তোমারও গৃহদাহ হইয়াছে।"

ভুচ্চু বিদাইয়ের হাত অন্তর করিয়া বলিল, "তুমি ঐ দরীমধ্যে অবস্থান কর; আমি একবার দেখিয়া আসি।"

ভুচ্চু চলিয়া গেলে, বিদাই ম্লানবদনে ভয়কম্পিত কলেবরে সতর্ক পদবিক্ষেপে সশঙ্কিতনয়নে চারিদিক দেখিতে দেখিতে দরীর দিকে গেল। এদিকে ভুচ্চু ভৃগুর প্রান্তভাগ হইতে নিম্নভূমির কালীমাবর্ণ দেখিয়া হতাশপ্রায় হইল, চিন্তিল, আমার গৃহ ত দেখিতে পাই না, তবে এখন কাছুয়া জীবিত থাকিলেই আমার যথেষ্ট। দ্রুতপদে উপত্যকায় অবতীর্ণ হইবামাত্র বুদ্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, বুদ্ধু বলিল, "ভাই, এই ত বিপদ। লটকাও মারা পড়িয়াছে, আর উন্মত্ত গ্রামকুটে নিরপরাধে নাগা রাজকুমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আহা, আমিই এ সমস্ত অত্যাচারের মূল!"

ভুচ্চু বলিল, "আমার ত ঘর জ্বলিয়া গিয়াছে। এখন কাছুয়া কোথা জান?"

বুদ্ধু বলিল, "কাছুয়া ভাল আছে, কোন চিন্তা নাই। সে তোমার য্যাক্‌কে খুঁজিতে গিয়াছে।"

ভুচ্চু বলিল, "কখন গিয়াছে?"

বুদ্ধু বলিল, "লটকার উপর হল্লার সময়, সেও ভৃগুতে গিয়াছিল। তার পর রাজার মৃত্যুর পর সে আমাকে বলিল, চাচা, দাদা কোথায়—এখনও আসেন নাই। আমাদিগের য্যাক কোথা দেখিতে পাইতেছি না। তিনি আসিলে তুমি বলিও—আমি য্যাককে ধরিয়া আনি।"

ভুচ্চু বলিল, লটকাকে কোথা মারিল?"

বুদ্ধু বলিল, "তাহাকে খেদাইয়া মারিতে মারিতে দক্ষিণের শিবদরীতে সে পলাইলে, সেইখানে তাহার শেষ। পরে আবার তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র নির-

পরাধী নাগাকে সেই দরীতে লইয়া মারিল। আহা, তাহার কারুণিক আর্তনাদ এখনও আমার মনে বিদ্ধ হইয়া আছে! গ্রামকুট এমত উন্মত্ত হইয়াছিল, যে তাহার এ পক্ষের স্ত্রী বিদাইকেও পাইলে মারিয়া ফেলিত।" বুদ্ধু ঈষদ্‌হাস্যবদনে—"কিন্তু তোমার বিদাই সুচতুরা সময়কালে এমত পলাইল যে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না!"

ভুচ্ছু বলিল, "এখন সে স্ত্রীটাকে বাঁচাইবার কি হইবেক?"

বুদ্ধু বলিল, "আপাততঃ কেহই তাহার নাম করিতেছে না; তবে দেখিলে হয় ত রাগের উদ্রেক হইতে পারে। গ্রামকুটের চরিত্র বিচিত্র, কিছুই বোঝা যায় না—সময়ে অতীব সহিষ্ণুগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কখন কখন সামান্য কারণে জ্বলিয়া উঠে। যাহা হউক, এখন দুই চারি দিন বিদাই কোথাও লুক্কায়িত থাকুক, পরে যাহা হয় বিবেচনা করা যাইবেক। নন্দরামের কোন সমাচার নাই;—এখন ত জয়ন্তীপুর প্রকৃত অরাজক। ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহা হউক, দেশের একটা মস্তক ছিল;—এখন আমরা হস্তপদাদিবিশিষ্ট কবন্ধের ন্যায় অকর্মণ্য হইলাম। মহারাজ শিবচন্দ্রের পুত্র সূর্যকুমার কি জীবিত আছেন?"

ভুচ্ছু বলিল, "কেন—বঙ্গ হইতে যে লেবুর নৌকা আসিয়াছে, তাহায়ত সকল সুসমাচার? আমাদিগের যে পাঁচ শত নাগাসৈন্য গেল, তাহারা অবশ্যই কৃতকার্য হইয়া আসিবেক—সন্দেহ নাই।"

বুদ্ধু কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিল, "ভুচ্ছু, তুমি বালক!—বঙ্গে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে পাঁচ শত, কি পাঁচ হাজার কুকীসৈন্য কিছু করিতে পারিবে না; তবে নন্দরামের পরামর্শ, কৌশলে সূর্যকুমারকে এখানে আনিবে। যাহা হউক, এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেই ভাল হয়।"

ভুচ্ছু বলিল, "এখন যদি আঙ্গানীনাগারা আমাদিগের অরাজক সমাচার পায়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব অপমান স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ দিতে ছাড়িবেক না।"

বুদ্ধু বলিল, "এখনও সকলে মৃগাধান হইতে ফেরে নাই; একত্র হইলে একটা পরামর্শ করিতে হইবেক।"

ভুচ্ছু বলিল, "এখনও লট্‌কার দলভুক্ত কি কেহ আছে? তাহা থাকিলে আত্ম-বিচ্ছেদ সম্ভব।"

বুদ্ধু বলিল, "ইদানী লট্‌কার কুব্যবহারে সকলেই ত অসন্তুষ্ট ছিল। কেবল দুই চারি জন দুষ্টাভিসন্ধি লোকেই স্বীয় স্বার্থ ও ইষ্টলাভেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিত; কিন্তু উপত্যকার গ্রামে অগ্নি লাগা অবধি সকলেরই সমান হানি হওয়ায়, আবাল বৃদ্ধ সকলেই একমত হইয়াছে। অপরাপর গ্রামের কেহই লট্‌কার বশবর্তী ছিল না। কিন্তু দুষ্টলোকের আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী। একজন ক্ষমতাশালী লোক না থাকিলে সকল প্রকার প্রবৃত্তির লোককে বশীভূত করিতে পারিবেক না।"

ভুচ্চু বলিল, “বিদাইকে কোথা রাখা যায়? আমি তাহাকে শিবচন্দ্রের দরীতে লুকাইতে বলিয়াছি।”

বুদ্ধু বলিল, “ভাল হইয়াছে—সে নিতান্ত নিভৃতস্থান। কিন্তু বিধাতার কি নিয়ম! সেই দরীতেই শিবচন্দ্রের অকালমৃত্যু হয়। এখন বলিতে কি, প্রতাপাদিত্যই তাঁহাকে শেষ করে। নন্দরাম বলিয়াছিল, যে শিবচন্দ্র সাখ ঐ দরীর নিকট পড়িয়া গেলে, ক্ষণেক পরে চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া নিকটে ঝরণার জলপান করিতে অতি কষ্টে গড়াইয়া যান, প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে তাঁহাকে আঘাত পূর্ব্বক প্রাণনষ্ট করিয়া দরীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান।”

ভুচ্চু বলিল, “ঐ দরী, দেখিতে পাই, জয়ন্তীরাজদিগের যমদ্বার। বিদাই তথায় থাকিলে কি জানি কি ঘটে!”

বুদ্ধু বলিল, “আপাততঃ কোন চিন্তা নাই! আমার মতে সূর্য্যকুমারের এখানে আসা পর্য্যন্ত বিদাই ঐখানে থাকিলেই ভাল হয়। কেননা কি জানি, গ্রামকুটের কখন কি প্রকার মন—ক্ষণেকে পরিবর্ত্তন হয়, অকারণ ভয় পায় আর অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে!”

বুদ্ধু বলিল, “ঐ নাও কাছুয়া আসিতেছে।”

কাছুয়া প্রকাণ্ড একটা য্যাকের পৃষ্ঠে শুইয়া আছে, য্যাক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে দগ্ধগ্রামের নিকটস্থ হইয়া দুই চারিবার বায়ুঘ্রাণ লইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধু বলিল, “য্যাকপর্য্যন্ত লটুকার অত্যাচারে বিস্মিত হইয়াছে। দেখ, দাঁড়াইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া ফিরিয়া দৌড়িল।”

কাছুয়া পৃষ্ঠে শুইয়াছিল; য্যাক মুখ ফিরাইলে, তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল ও দীর্ঘ দণ্ড লইয়া আঘাত করিল। কিন্তু য্যাক মানিল না, কিছুদূর দৌড়িয়া গিয়া দাঁড়াইল, ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। ভুচ্চু দ্রুতপদে য্যাকের দিকে দৌড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গামন্বৈষ আহ্বয়তি দাব ন্বৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে॥

সনদ্বীপে গেডিজের বন্দরে প্রধান গদীতে একটী মলিন তকিয়া ঠেস দিয়া হাতে একটি ডাবা হুঁকা লইয়া বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে। বৈদ্যনাথের বিষণ্ণবদন আর অল্প পরিসর মলিন পরিধেয় জানুর উপর উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথের নাভীর উর্দ্ধদেশে কিছু আবরণ নাই। নিকটের দড়ির আলনায় একটি কোঁচান উত্তরীয় রহিয়াছে। গদীর ঘরটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত; দ্বারে প্রবেশ করিয়াই বামদিগে একখানি তক্তা পাতা, তাহার

উপর একখানি সাদা চাদর বহুব্যবহারে স্থানে স্থানে কালী পড়ায় বিকৃতবর্ণ হইয়াছে। ঘরটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। ঘরের পূর্ব্বদিকে কয়েক খানি তক্তা পাতা তাহার দীর্ঘ কাটার সপের উপর এক এক ছোট ছোট বাক্স; সম্মুখে মোটা মোটা থোকা, খতিয়ান, রোজনামা প্রভৃতি নানাবিধ হিসাবের খাতা পড়িয়া আছে। প্রতি বাক্সের নিকট এক একটি মোটা গাট লাগান দোয়াত ও একটি করিয়া ছোট মেটে হাঁড়ীর ভিতর চোঁতা কাগজ ও বহুব্যবহৃত চুনাট। প্রতি বাক্সের সম্মুখে এক এক জন বক্সি বসিয়া আছে। তাহার দক্ষিণে একজন করিয়া মুহুরী পাকাখাতা লিখিতেছে।

বৈদ্যনাথ তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "মল্লিকজি, গোবিন্দের সমাচার কি? আজ কয়েক দিন হইল বরদাকণ্ঠ মানসিংহের সঙ্গে গেল, কোন সমাচার ত পাওয়া গেল না।"

মল্লিকজী প্রবীণ দেবান, বহুকালাবধি বৈদ্যনাথের সংসারে প্রতিপালিত। মল্লিকজীর পিতা পূর্ব্বে রাজা রামচন্দ্র রায়ের দপ্তরে কানুন্‌গোই ছিল। বৈদ্যনাথের পিতার আমলে—মল্লিকজী বাল্যাবস্থায়, গেডিজবন্দরের গদীতে লেখা পড়া শিক্ষা করেন; পরে ক্রমে মুহুরীপদ হইতে এক্ষণে প্রধান দেবানজী হইয়াছেন। পৈত্রিক কিছু সম্পত্তিও আছে। তাহার স্বীয় রোজগার যেন সোণার উপর সোহাগা হইয়াছে। মল্লিকজীর কন্যা পুত্র কিছুই নাই। মল্লিকজীকে জন্মবন্ধ্যা বলিলেও হয়! মল্লিকজী গৌরাঙ্গ—স্থূলকায়; 'নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি' গলায় সূক্ষ্ম কাঠের মালা, তাহায় চারি পাঁচদানা সোণার মালার পরিমাণের রুদ্রাক্ষও আছে, একটি ক্ষুদ্র মুক্তা, একটি পলা, একটি রুপার কড়াই। ফলে মল্লিকজীর কণ্ঠে পঞ্চরত্নের অভাব নাই—নবরত্ন হউক বা না হউক সাত আট রত্ন ছিল। মল্লিকজীর একটি সৌখিনী রকমের শিখা, তাহার অগ্রভাগে একটি ছোট সোণার মাদুলী। কেশের মধ্যে একটি কুন্দ ফুল। মল্লিকজীর উত্তরীয়, পশ্চাতের দেবালের গজদন্তে ঝুলিতেছে। মল্লিকজীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ উর্দ্ধ পাঁচ বৎসর, চক্ষে কাঁচকড়ার বাঁধান বড় গোল চসমা। মল্লিকজী শাক্ত, কেননা ললাটে দীর্ঘ সুগোল রক্তচন্দনের ফোঁটা। মল্লিকজী বৈদ্যনাথের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে চসমা নামাইয়া যত্নে কোঁচার কাপড় দিয়া তাহার পাথর দুটি আস্তে আস্তে মুছিয়া চসমাটি বাক্সের উপর রাখিয়া দীর্ঘ ওবাস্তির পাকা কলমটি কাণে রাখিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে—গোবিন্দের কোন সমাচার পাই নাই! অনুমান করি, দুই এক দিন মধ্যে আসিবেক। বরদাকণ্ঠের সমাচার উড়ো ভাষায় শুনিয়াছি, যে তিনি আরাকাণ হইতে অনুপরামকে ধরিয়া লইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া গিয়াছেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "সে কেমন কথা! সে যদি আরাকাণ যাইত, তাহা হইলে অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত—আরাকাণে যাইবারত এই পথ। এমন হবে না। তোমাকে কে বলিল?"

মল্লিকজী বলিল, "আমাদিগের চড়নদারের নিকট শুনিলাম! চড়নদার চট্টগ্রাম হইতে আসিবার সময় আরাকাণের কোঁদাবওলার নিকট শুনিয়াছে।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কে চড়নদার—তাহাকে ডাকাও।"

মল্লিকজী একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সে চলিয়া গেলে, মল্লিকজী বলিল, "আপনি সাহবাজপুর হইতে কি ব্যবস্থা পাইলেন?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "ব্যবস্থা পাওয়া অবধি আমি মনস্তাপে আছি—ব্যবস্থায় সমস্তই অরুন্ধতীর পক্ষ। আমি এমন জানিলে, আহা! তাহাকে এত ভর্ৎসনা করিতাম না। যাহা হউক, সে এখন দিব্য আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি রায়গড়ে একখানী পত্র পাঠাও, তাহায় ব্যবস্থার নকল পাঠাইও, আর পত্রে বরদাকে লিখিবা, যে সে অরুন্ধতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যবস্থার বিষয় অবগত করায়। আমি আরাকাণ হইতে যে পত্র পাই-য়াছি, সেখানিরও নকল করিয়া ঐ পত্রসহ বরদাকে পাঠাইবা। অরুন্ধতী সত্যই আরা-কাণ-রাজকন্যা—কেবল ভ্রাতার সহিত বিবাহ করিতে হইবে ভয়ে, সে পলায়ন করিয়াছে। অরুন্ধতী লক্ষ্মী আর শ্রীমতি!"

মল্লিকজী বলিল, "আমি ত তখনই মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, আপনি তখন শুনিলেন না—কেমন যে আপনার কোপ হইল—। ফলে আমার অনুমান, অরুন্ধতীকে আপনার পুত্রবধূ করিতে পারিলে আপনার সর্বপ্রকারে মঙ্গল। সে রাজকন্যা ও সবলক্ষণবতী—তাতে আবার ধর্মভীতা; আপনার বরদার সহিত তাহার প্রেমও জন্মিয়াছে। এ সম্পর্কে আপনার ব্যবসায়ের ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "আমি সেই বিষয় ত ওতপ্রোত করিয়া বিবেচনা করিলাম, আমার এখন দিব্য বোধ হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে আমার শ্রেয়ঃ বটে। মহারাজ রামচন্দ্ররায় শুনি-তেছি খালাস হইয়া আসিতেছেন। রমাই এই আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আর মহারাজ স্বহস্তেও আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার নৌকা ও ধনের সহায়তার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন! তা আর অধিক কি হইয়াছে,—তিনি দেশের রাজা, চির-কাল কারাবাসে থাকিবেন তাহা আমরা দেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমার কর্তব্য কর্মই করিয়াছি। তাঁহার পত্রও বরদাকে পাঠাইতে চাহি, তবে রাজ অক্ষর না পাঠাইয়া একটা অনুলিপি পাঠাও। তুমি এ পত্রখানি দেখ নাই—এই লও" বলিয়া পার্শ্বের বাক্স হইতে পত্র দুইখানি মল্লিকজীর হাতে দিলেন।

মল্লিকজী পত্র দুইখানি লইয়া চক্ষে চসমা দিয়া আদ্যন্ত ও অন্ত হইতে আদিপর্যন্ত দুই তিনবার পড়িয়া চসমা চক্ষু হইতে খুলিয়া পূর্বমত মুছিয়া বাক্সের উপর রাখিয়া আবার পত্র দুইখানি হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইল। এ আপনার চারিখানা জাহা-জের লভ্য একেবারে আদায় হইল। আপনার দশ হাজার টাকা, বারখানা নৌকা ও পাঁচশত লোকের খোরাকও অস্ত্রে উর্দ্ধসংখ্যা আর দশ হাজার পড়ুক; তিনি আপনাকে ডাখিয়া নিষ্কর সনন্দ দিলেন আর চন্দ্রদ্বীপের খাজনা খানার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার চিঠি দিয়াছেন! আর কত লভ্য চান!"

বৈদ্যনাথ বলিল, "মল্লিক, অর্থলাভ ত বটেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ মানে। তিনি লেখেন যে ত্বরায় আমাকে পত্র দিবেন।" বৈদ্যনাথ এই কথা বলিয়াই আর আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। বৈদ্যনাথ একটু স্থির হইয়া বলিল, "একবার আমার ঘাটমাজিকে ডাকাও, রাজা রামচন্দ্রের সমাচার লইব।"

মল্লিকজী বলিল, "মহাশয়, ঘাটমাজিকে ডাকিতে হইবেক না, সে শীঘ্রই এখানে আসিবেক, তাহার একটা হিসাব বাকী আছে,—ঐ যে সে আসিতেছে" বলিয়া "কালু, এদিকে এস—" কালু বহুকালের প্রাচীন লোক, জাতিতে বাগ্দী, এককালে অত্যন্ত বলবান ছিল—এখন বৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু খর্বাকারহেতু শরীরের গঠন লোল হয় নাই। বৈদ্যনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইল, মল্লিকজী অঙ্গুলী দিয় ইঙ্গিত করিলে বৈদ্যনাথের তক্তার নিকট গিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ বলিল, "কালু, তোমার জাহাজের সমাচার কি ?"

কালু বলিল, মহাশয় অদ্য একখানা জাহাজ আকায়াবে রওয়ানা হইল। বোঝাই—ছোলা ও মটর, আর চারিশত ছাগল ও ভেড়ী; চড়নদার--বিরুগোস্বামীর কনিষ্ঠ রমানাথ; মাল তাহারই, যাত্রিক—দুইজনমাত্র; তাহার মধ্যে একজন কুতুবদিয়ার নীচে মহিষখালি আদিনাথ দর্শনে যাইবেক, সেটি সাধু; আর একজন রামু যাইবেক তাহার নাম তন্নুমগ, সে নিজে বলে মুৎসুদ্দি।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "হাঁ—আমি আজ তিনদিন হইল একজন হিন্দুস্থানী সাধুকে মহিষ খালী যাইবার ছাড় দিয়াছিলাম। তোমার আমদানী জাহাজের কি সমাচার ?"

কালু বলিল, "মহাশয়, এখন বন্দরে দুইখানা জাহাজ আছে—একখানা পুরী হইতে শালকাষ্ঠ আনিয়াছে, আর একখানা চট্টগ্রামে যাইবে, জল লইতে, কল্য সন্ধ্যার সময় লাগিয়াছে। অপর কোন জাহাজের সমাচার কিছু পাই নাই। আর কাহার ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। যে জাহাজ সে রাত্রি ফিরিঙ্গীরা লুটিয়াছিল, তাহা অদ্য প্রাতে খুলিয়া গিয়াছে। মহাশয়, অদ্য একজন মাল্লার মুখে শুনিলাম, যে আমাদিগের মহারাজ যশোহর হইতে রওয়ানা হইয়াছেন, দুই একদিন মধ্যে আসিবেন। নদীর যেরূপ জলের টান অদ্য আসিলেও আসিতে পারেন। রমাইবীরের পত্র লইয়া একজন মাল্লা রাজবাটীতে গিয়াছে, রাজার শুভাগমন জন্য আয়োজন হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কালু, রাজা রামচন্দ্ররায় আমাদিগের আত্মীয় রাজা,—আমার ইচ্ছা তাহার শুভাগমনে আমরা বিশেষ আমোদ প্রকাশ করি। তোমার আপাততঃ ঘাটে কত ডিঙ্গী পাওয়া যাইবেক ?"

কালু বলিল, "মহাশয়, যত্ন করিলে ছোট বড় প্রায় দুইশত ডিঙ্গী যোগাড় হইতে পারে। কি করিতে হইবে ও কখন প্রস্তুত চাহি ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কিছুই করিতে হইবেক না ; তবে আমার ইচ্ছা, একবার রাজাকে আনিতে আগ্‌বাড়ানে যাইব—কি বল ?"

কালু বলিল, "মহাশয়, সে ত মহা আনন্দের কথা। মাল্লামহলে মহা উৎসাহ হইবেক—একবার বাচের কথা বলিলেই হয়।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "তবে যত ডিঙ্গি পার বাচের জন্য কল্য প্রাতে প্রস্তুত করিও ; এখন যাও উদ্যোগ পাও।"

কালু বৈদ্যনাথকে নমস্কার করিয়া মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইলে, বৈদ্যনাথ বলিল, "কালু, তোমার হিসাব এখন থাক, পরে হইবেক ; এখন ত্বরা করিয়া বাচের উদ্যোগ দেখ।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "মল্লিকজী, কালুর কি কিছু পাওনা হইবেক ?"

মল্লিকজী বলিল, "মহাশয়, হিসাব না দেখিলে বলিতে পারি না।"

কালু বলিল, "আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেওয়াইয়া দিলেই এখনকার মত কর্ম চলে।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "টাকা এখন তহবীলে অধিক নাই—বিশ টাকা লইয়া যাও।"

কালু বলিল, "মহাশয়, চল্লিশটি না হইলেই নহে।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "আচ্ছা—ত্রিশ টাকা দাও। কালু, তুমি একটু ঘুরিয়া আসিও, অপর পরামর্শ আছে।"

কালু মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইলে, মল্লিকজী পঁচিশটি টাকা লইয়া বলিলেন, "এই লও আর এখন হবে না।"

কালু তাহা লইয়া তাহাহইতে একটি টাকা বাক্সের উপর রাখিয়া যোড়হাত করিলে, মল্লিকজী আর তিনটি টাকা বাক্সের ভিতর হইতে লইয়া বাক্সের উপরের টাকার উপর রাখিয়া দিলেন। কালু সেই চারিটি টাকা একুনে আঠাশটি টাকা ভূমে বাজাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বৈদ্যনাথকে আর একটি প্রণাম করিয়া গেল। কালু চলিয়া গেলে মল্লিকজী পার্শ্বের মুহুরীকে—"মিত্রজা কালুর নামে ত্রিশ টাকা আজকে খরচ লিখ।" বলিয়া ছুটি টাকা বাক্সের মধ্যের থলী হইতে লইয়া বাক্সের দক্ষিণদিকের গেবেতে রাখিতে রাখিতে কালু দৌড়িয়া আসিয়া বৈদ্যনাথকে বলিল, "মহাশয়, মহারাজ রামচন্দ্ররায় জালছিড়ার মোহানায় আসিয়া পৌছিয়াছেন—ডিঙ্গিতে সমাচার আসিল।"

বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কালু, শীঘ্র যত ডিঙ্গি পাব সাজাইয়া লও, আর ঘাটে ও বন্দরে আমার বা অপর মহাজনের যত নৌকা ও জাহাজ আছে সকলকে আনন্দসূচক নিসান উঠাইতে বল। আমি এক ঘণ্টারমধ্যে বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতেছি।" কালু "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া গদীর ভিতর ঘরে গেলেন, যাইবার সময় মল্লিকজীকে বলিলেন, "মল্লিকজি, আজ গদী বন্ধ করিয়া সকল লোকজন মুহুরী কারকুণকে অবকাশ দাও ; সকলকে ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘাটে যাইতে বল। আমার লোক্‌জন সিপাহি লস্কর যে যেখানে আছে সকলকে ঘাটে উপস্থিত হইতে·

বল। এই বন্দর দিয়াই রাজবাটীর পথ,—আমার গোশালা হইতে সমস্ত বৎসযুক্তাগাভী বন্দরের ঘাটের দক্ষিণদিকে রাখিতে বল; ঘাটে রূপার পূর্ণকুম্ভ, অম্রশাখা, কদলী বৃক্ষাদি বসাও; পাড়ার নটীমহলে উলুদিবার জন্ঠ সমাচার দাও, শঙ্খাদির শব্দ করিতে কহিয়া বাজারে যত ব্রাহ্মণ আছে তাহাদিগকে ফোঁটা কাটিয়া ঘাটের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইতে বল; আমার তিনটা পোষা চিতেমৃগ আছে তাহাও দক্ষিণ দিকে রাখাইবা; অশ্ব সাজাইয়া সম্মুখে রাখাও; রাজা যেমন ঘাটে পদার্পণ করিবেন, অমনি দক্ষিণের পথের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা অগ্নি জ্বালাইবা; ভাল ভাল সুন্দরী নটীদিগকে পথের ধারে দাঁড়াইতে কহিবা; বাজারে মালাকরকে ডাকাইয়া কতকগুলা মালা পথে ঝুলাইতে বল; দুই তিনটা ঘৃতের মট্‌কী, সদ্যমাংস, চার পাঁচভার দধি ও দুই তিনভার দুগ্ধ ও দুই তিনকলস মধু আনাও; স্থানে স্থানে শুক্লধান্য ও পতাকা উড়াইও; আর ভীমরব যে এক যুড়ী তোপ আছে, তাহাও চালাইতে কহিবা; ধধূপ বড় মঙ্গলসূচক—। আমি চলিলাম, গোবিন্দ থাকিলে তোমার এত কষ্ট হইত না। যাহা হউক, তোমার উপর সমস্ত ভার।” বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। মল্লিকজী নাএব ও কারকুণ সকলকে ডাকাইয়া এক এক জনকে এক এক কর্মের ভারার্পণ করিলে, নিমেষের মধ্যে সকলে সমস্ত কর্মের আয়োজনে ধাবমান হইল। মল্লিকজী স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া বাসায় যাইবার পূর্বে জমাদারকে ডাকাইয়া গদীর চারিদিকে চারি তালা লাগাইলেন ও স্বয়ং সদরদ্বারের কুঞ্জী লইয়া চলিয়া গেলেন। বাসায় যাইয়া ব্যস্তে সিন্দুকের উপর কাচের কটোরায় যে অহিফেন ভিজান ছিল, তাহা যথাকাল না হওয়ায় ভাল ভিজে নাই দেখিয়া তর্জনীরদ্বারা শিটা ঘর্ষিয়া অহিফেন গুলিয়া জলটি পান করিলেন ও সেইখানে বড় একবাটি—আনুমানিক দুই সের— ঘনীকৃত দুগ্ধের উপর হরিদ্রা বর্ণ মোটা সর বসিয়াছিল, সর সহিত পান করিয়া একটি পান চিবাইতে চিবাইতে সিন্ধুক খুলিলেন ও অনেক তন্ন তন্ন করিয়া ভাল ঢাকাই মস্‌নবের একটি জোড়া বাহির করিয়া পরিলেন; কোমরে জড়ির পাড় দেওয়া ডিমিটীর কোমরবন্ধ বাঁধিলেন ও মাথায় লাট্টুদার পাগড়ি; পায়ে লপেটা জুতা পরিয়া বাহিরে আসিলেন। জনৈক উড়িয়া ছোগরা কাণে শালপাতার চুরুট দিয়া প্রায় ছয় হাত দীর্ঘ একটা তলতা বাঁশের উপর আটচালার মত একটা গোলপাতার ছাতা ধরিল। মল্লিকজী এইরূপ সজ্জা করিয়া ঘাটের দিকে চলিলেন। পথে লোকারণ্য;—দুইধারে, কেহ নমস্কার, কেহ প্রণাম, কেহ বা সেলাম, কেহ বা রাম রাম করিয়া সমাদর করিল। দেখেন যে প্রায় সমস্ত সম্ভার আহৃত হইতেছে। এমত সময় মহা কলরবের পর একবার নিস্তব্ধ হইল, তাহারই পর একটি তোপের ভীমগর্জনে মেদনী কাঁপিয়া উঠিল। মল্লিকজী ব্যস্ত হইয়া দ্রুতপদে ঘাটের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে দেখেন যে রাজবাটীর লোকেরা ব্যস্ত হইয়া ঘাটে যাইতেছে; পথে লোকারণ্য। ক্রমে “রাজা! রাজা! মহারাজ আসিতেছেন, ঐ যে মহারাজ নামিলেন! আহা কত দিনের পর রাজা স্বদেশে এলেন!” এই সকল শব্দ শুনা গেল। মল্লিকজী আর রাজপুরুষের ভিড়ে অগ্রসর হইতে অক্ষম হইলেন। ক্ষণেকে মহারাজ রামচন্দ্র রায় সস্ত্রীক অশ্বদ্বয়ে

চাপিয়া চলিলেন,- দক্ষিণে রমাইবীর, বামে বৈদ্যনাথ, অগ্রে রাজসেনা ও বৈদ্যনাথের সেনা, পশ্চাতে লোকারণ্য। রাজা বৈদ্যনাথের গদীর নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইয়া বৈদ্যনাথকে বিদায় দিলেন; কিন্তু বৈদ্যনাথ তাহা না শুনিয়া রাজার সঙ্গে চলিল। ক্রমে রাজমার্গ দিয়া সকলে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৃত্রাণি অন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতানি অন্যঃ অভিরক্ষতে সদা।

দণ্ডমন্দির পরমাণুচয়ে স্ফুলিঙ্গিত হইলে শব্দে সকলেই অভিভূত হইল। সরমা অকস্মাৎ প্রলয়কালীনধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন। রাজমহিষী ব্যস্ত হইয়া সরমাকে ধরিলেন। সরমা ছিন্নমূল স্বর্ণলতার ন্যায়, নীলীনিভমেঘে বিদ্যুদ্দামের ন্যায়, রয়ক্ষিপ্ত লোহিতমৎস্যের ন্যায় ভূমে পড়িয়া আছেন, মহিষী তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া ম্রিয়মাণা অধোদৃষ্টিতে--। কমলাদেবী শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমত সময় শঙ্কর রণবেশে আসিয়া বলিল, "বড় মা! রায়গড় মহারাজ মানসিংহের অধিকার হইল! মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিলেন, দক্ষিণ পশ্চিমের সুড়ঙ্গের মুখে রামনারায়ণের সৈন্যের হস্তে পড়ায়, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট লইয়া গিয়াছে। এদিকে দণ্ডমন্দিরের নীচে রায়গড়ের সমস্ত আয়ুধ ও বারুদ ছোটমার আদেশমত আনা হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহায় আগুণ লাগায় সমস্ত দণ্ড মন্দিরটি উড়িয়া গিয়াছে। ঐ ভীষণ শব্দ তাহার। ছোট মা সেই সঙ্গে হত হইয়াছেন!" কমলাদেবী এই হৃদয়মথনী কুবার্তা শুনিবামাত্র অচেতন হইয়া দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় ভূমে পড়িলেন; পতন আঘাতে তাহার নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল! মহিষী, "কি হইল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সরমা শব্দ শুনিয়াই একপ্রকার চেতনাহীন ছিলেন, শঙ্করের সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন না। শঙ্কর এই মর্ম্মভেদীবার্ত্তা দিয়া, "হায় কি করিলাম!" বলিয়া আপনার ললাটে চপেটাঘাত করিল, গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কোন দাসদাসীর দেখা না পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমত সময় রেবতী ফুল্লমুখী হইয়া বেগে গৃহে প্রবেশ করিল, তিনটি অচেতন রাজাঙ্গনার অবস্থা দেখিল, দ্রুতপদে জল লইয়া প্রথমে কমলাদেবীর মুখে সেচিতে লাগিল ও স্নিগ্ধ বারি দিয়া আপনার অঞ্চল ভিজাইয়া কমলাদেবীর বদন মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রবেশ করিলে, রাজমহিষী ও সরমার অনাথাবস্থা দেখিয়া আবার ফুঁফিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রেবতী বলিল, "মালতি, এখন কাঁদিবার সময় নহে, আমি একক, নতুবা আমি

মহিষীকে তুলিতাম, তুমি এই জল লও মহিষীর মুখে ও চক্ষে দাও। কমলাদেবী শীঘ্রই চেতনা পাইবেন! তিনি একটু সজীব হইলেই আমি সরমাকে তুলিতেছি।"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাদিগের দশা কি হইল! আমি কি বলিয়া মহিষীকে সান্ত্বনা করিব? আমি আর এমুখ কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইব? দিদি সরমাই বা সচেতন হইলে কি বলিবেন আহা! বালিকা কতই সহিবে। আমার বোধ হয় বাছা অচেতন ভালই আছে।" মালতী আরও কাঁদিতে লাগিল।

রেবতী বলিল, "মালতি, তুমি বিবেচক হইয়া অধীর হইতেছ কেন? সকলেই এমত সময় যদ্যপি অস্থির হও, তবে ত মহিলা তিনটি প্রাণে মারা যাইবেক। অনেকক্ষণ হইল ইহারা অচেতন হইয়া আছে—ত্বরায় চেতনা করা আবশ্যক। তুমি কি উন্মত্তা হইলে? এই লও জল লও—না পার ত—।" আপনার অঞ্চল হইতে এক খণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, "দেখ, এই আর্দ্র কাপড় লইয়া তুমি কমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে ও ওষ্ঠে দাও, আমি ততক্ষণ সরমাকে ও মহিষীকে উঠাইতেছি।"

মালতী পুত্তলিকারমত রেবতীর হাত হইতে আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড লইয়া বিমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে স্নিগ্ধ জল সেচিতে লাগিল। রেবতী সরমার চক্ষে দুইচারি বার স্নিগ্ধবারি সেচন করিলে, সরমা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "সূর্যকুমারের কি হইল?" রেবতী কোন উত্তর না করিয়া আরও জল সেচিতে লাগিল। সরমা ক্রমে চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। রেবতী সরমাকে উঠিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা রাজমহিষীর চক্ষে জলসেচন করিলে, তিনিও চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ কোথায়? আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—তোমরা একবার মানসিংহকে গিয়া বল—আমার জন্মের সাধ একবার মিটাইয়া লইব।"

রেবতী বলিল, "মহিষী, একটু সুস্থ হও, দেখা হইবেক—দেখিবার জন্য চিন্তিত হইও না।"

সরমা বলিল, "কি, মহারাজের কি হইয়াছে? তিনি কোথায়?"

মহিষী ইঙ্গিত করিবামাত্র রেবতী বলিল, "তিনি রায়গড়েই আছেন, কোন চিন্তা করিও না।"

ওদিকে কমলাদেবী ক্রমে ক্রমে চেতনা পাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, পরে, "বিমলা তুমি কোথায় গেলে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন। রেবতী কমলার নিকট যাইয়া বলিল, "দিদি, ক্ষান্ত হও—ধৈর্য ধর। তুমি সুবিবেচক হইয়া কেন অধির হইতেছ? বিমলার কাল উপস্থিত হইয়াছিল,—এক্ষণে মহারাজ কচুরায়ের মঙ্গল চিন্তা কর।"

ইন্দুমতী ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কোথায়—কচুরায় কোথায়—আহা! তিনি কি জীবিত আছেন?"

কমলাদেবী কচুরায়ের নাম ও ইন্দুমতীর স্বর এককালে শুনিতে পাইয়া একটি দীর্ঘ

নিশ্বাস ছাড়িয়া বেগে উঠিয়া বলিলেন, বসিয়া যেমত ইন্দুমতীকে স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি টলিয়া পড়িলেন। ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে কোলে ধরিলেন। কতক্ষণ ইন্দুমতী ও রেবতীর শুশ্রূষায় চৈতন্য পাইয়া বলিলেন; "মা ইন্দুমতি, তুই কি সত্যই আবার আসিয়াছিস্? মা, এত দিন বজ বজে কেমন করিয়া রহিলে? এখানে তোর দুটা মা যেন পাগলিনী প্রায় হইয়াছি।" ইন্দুমতীর গলদেশ ধরিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা, আমার বক্ষঃস্থল শীতল হইল, একবার আমার গাত্রে হাত দাও।—এত স্বপ্ন নহে?" ইন্দুমতী যদিচ কমলাদেবীকে বড় মা বলিয়া ডাকিতেন; কিন্তু অদ্য বিমলাদেবীর ভয়ানক অকালমৃত্যু অবগত হইয়া বলিলেন, "মা। আমি এইখানেই আছি, আর কোথাও যাইব না। নরাধম ফিরিঙ্গীরা ধরা পড়িয়াছে। তুমি ক্ষান্ত হও।"

কমলা রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাছা, এ মেয়েটী কে? এ যে আমার কচুরায়ের কথা বলিতেছিল।"

রেবতীর এখন সে মলিন পাগ[illegible]র বেশ নাই। কষ্টে শুষ্কা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদ্য স্নানাদিরদ্বারা ও হস্তপদাদি ধৌত করিয়া রীতিমত শুক্লবস্ত্র পরিয়া অবগুণ্ঠনপর্যন্ত দিয়া যেন শিষ্টা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে উপস্থিত হইয়াছে। কমলাদেবীর কথা শুনিয়া ইন্দুমতীকে তাহার উত্তর দিতে সময় না দিয়া বলিল, "দিদি, আমি তোমার রেবতী"--আপনার অবগুণ্ঠন তুলিয়া বলিল, "দিদি, এক্ষণ চিনিতে পারিয়াছ? আমাদিগের কি সুখের দিন।"

কমলা বলিলেন, "দিদি, তোকে এমন দেখে আমার প্রাণ যুড়াইল। আহা। তুমি কত কষ্ট পেয়েছে। কত দেশে ঘুরেছ! সকলই আমার জন্য! আহা এখন কোথা হইতে আসিলে? তোমাকে অনেক দিন আর রায়গড়ে দেখি নাই।"

রেবতী বলিল, "দিদি, আমার অদৃষ্টে যত দিন ভোগ ছিল, তাহা ভুগিলাম, এখন তোমাদিগের কল্যাণে একপ্রকার সুস্থ হইয়াছি। কিন্তু আমি বায়ুগ্রস্ত হইয়া কতই অত্যাচার করিয়াছি? এ সমস্ত হাঙ্গাম মিটিয়া গেলে ভট্টাচার্যের ব্যবস্থা লইয়া একটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। সে যাহা হউক, দিদি, এখন তোমার কচুরায় এসেছেন!"

কমলা বলিলেন, "দিদি, আমার কেন? ও তোমার কচুরায়! আমি কেবল গর্ভে ধরিয়াছিলামমাত্র, কিন্তু তুমিই তাহাকে বক্ষে রাখিয়া স্তনপানে জীবন দিয়াছ। তুমিই তাহাকে যশোহরের কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে। আহা! তোমার সে কয়েক দিনের দুর্গতি মনে হইলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! তুমি বাছা কচুরায়ের জন্য উন্মাদিনীপ্রায় দেশে দেশে হায় হতাশ করিয়া বেড়াইলে—আমি অনায়াসে তাহাকে বিস্মরিয়া রাজ্যসুখে মত্ত রহিলাম! দিদি, কচুরায় তোমার। সে আমার হইলে, তাহার জন্য আমি পাগলিনী হইতাম। এখন তিনি কোথায়—একবার চক্ষে দেখিতে পাই না?"

রেবতী বলিল, "দিদি, তিনি রায়গড়েই আছেন—তিনি সেই কৃষ্ণবর্মাবৃত পুরুষ।"

ইন্দুমতী বলিলেন, "মা, আমি সেই রাত্রিতেই অনুমান করিয়াছিলাম; তবে সাহস

করিয়া—পাছে ভ্রমে তোমাকে কষ্ট দিই আশঙ্কায়—ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। অদ্য মহারাজ মানসিংহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।”

প্রভাবতী আসিয়া বলিল, “জেঠাই, আমি আসিয়াছি।”

কমলা বলিলেন, “কেও—প্রভা, এস বাছা, প্রণাম হই। বাছা তোর তরে আমি কত কেঁদেছি। তুই যদি বাছা যুদ্ধের সময় থাকতিস্—.”

প্রভাবতী হাসিয়া বলিল, “জেঠাই, তাহা হইলে তোমার কচুরায়কে পরাজিত করিয়া বাঁধিয়া তোমার চরণে আনিয়া দিতাম।”

অরুন্ধতী এতক্ষণ ম্রিয়মানা হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, এখন অগ্রসর হইয়া কমলা-দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “মা এও তোর আর একটি পাগল মেয়ে।”।

কমলা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন, ইন্দুমতী বলিলেন, “মা, ইনি আরাকাণ রাজকন্যা—অনুপরামের ভগ্নী। ফিরিঙ্গীরা ইহাঁকে নানাবিধ কষ্ট দিয়াছিল, পরে চন্দ্রদ্বীপের মহাজন বরদাকণ্ঠ ইহাঁকে রক্ষা করিয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে এখানে আনিয়াছেন।”

কমলা বলিলেন, “এস, মা—এস, আমার এখন সময় অত্যন্ত ভাল, নতুবা তোমার মত লক্ষ্মীর দেখা পাব কেন? আহা। বিমলা থাকিলে কত যত্ন করিত। ইন্দুমতি, আমার মন বিমলার জন্য থেকে থেকে কেঁদে উঠে,—বিমলার বিবাহের পূর্বে আমি তাহাকে কত ভাল বাসিতাম, তাহার পর ত আমার ভগ্নীই হল; তুই জানিস, সে আমাকে কত মান্য করিত!” কমলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, হেঁঠমুণ্ডে ক্ষণেক রহিলেন, চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। নীরব, নিঃশব্দ শোক বড় মর্মভেদী—। ইন্দুমতী কমলার নীরব বেদনা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না—এত যত্ন করিলেন, কিন্তু চক্ষু তাঁহার বশবর্তী নহে, ওষ্ঠ তাঁহার অধীন নহে, বক্ষঃস্থল তাহার ইচ্ছার অনুগত নহে—চক্ষুও ভাসিল, ওষ্ঠও কাঁপিল, বক্ষঃস্থলও প্রলোড়িত হইল, শ্বাসও বন্ধ হইল, ইন্দুমতী ফুঁফিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অরুন্ধতী কখন বিমলাকে দেখেন নাই, হইলে কি হয়, সাহিত্যধর্ম অতি প্রবল—দুইজনের শোক দেখিয়া থাকিতে পারিল না—তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিল। রেবতী—আহা। যে শোকে পাগলিনী হইয়াছিল, সে কি শোকের ছবি দেখিয়া নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে? তাহারও শোকের ভার ন্যূন নহে। বিমলার অকাল মৃত্যুর জন্য যত হউক না হউক, তাহার স্বীয় হিসাবের অনেক শোক জমা ছিল। আহা! শোকের অগ্রগণ্য পুত্রশোক প্রবল হইল, তাহার পর অপর শোক—পাগলিনী রেবতীও কাঁদিল। রাজমহিষী—তাঁহার শোকভার ত গুরুতম। তাঁহার স্বামী—বঙ্গে একছত্রী, তিনি রণে পরাস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। আহা। নিষ্ঠুর বিধাতা তাহার দ্বাদশপদের আসন লইয়া সন্তুষ্ট হইল না; সম্পত্তিশ্রেষ্ঠ প্রাণও ছাড়িবেক না। এ সমাচারে কি রাজমহিষীর মন স্থির থাকে? তাঁহার মন মথিত হইতেছে, ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া যেন তাঁহার

শোকারণ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল—তিনিও একেবারে ফাটিয়া উঠিলেন, "ও! মা! গো!" বলিয়া ডাকছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! আহা। কোমলা সরমা।—পিতার এই দশা—তাহাতেই ত অস্থির—তাহার উপর আবার প্রেমাস্পদের চিন্তা বলবতী হইল, ভাবিল, এখন কে আমার মঙ্গলচিন্তা করিবেক? কে আমার স্বচ্ছন্দের জন্য ভাবিবেক? তিনিও আপনার মাতার গলদেশ জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মালতী—সেও কি সুস্থিরা? তাহার চিন্তা আছে—তাহারেও শোক লাগিয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে সে পিতার তুল্য দেখিত সে চঞ্চলা—সদানন্দ-সদাপ্রফুল্লা কিন্তু সুচতুরা; সে মনে মনে ভাবিল, এই সর্ব-নাশে তাহারও সমস্ত আশা একেবার মূলোৎপাটিত হইল, সেও কাদিল। আহা। এখন রাজমন্দির ক্রন্দনধ্বনি, আর্ত্তনাদ, বিনয়ন ও কাতরোক্তিতে পুরিল। অনুমান, যেন নির্জীব দেবালগুলিও প্রতিধ্বনিতে কাঁদিতেছে। নিকটে শুকশারিকা ছিল না, থাকিলে তাহারাও কাঁদিত সন্দেহ নাই। অপর দাসদাসীরা কেহ দ্বারে, বাহিরে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, কেহ দূরে বসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া কেহ হেঁধমুণ্ডে, কেহ চক্ষে অঞ্চল দিয়া, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! শোক যেন সংসারে আর কোথাও স্থান পায় নাই—যেন রায়গড়েই জন্মিয়াছে আর রায়গড়েই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শোক-অতি দারুণ যন্ত্রণা—যে ভুগিয়াছে, সেই জানে। দেখা যায় না, শোক কিন্তু মনকে ছাড়ে না। শোকে বিগত সুখের সমালোচনা করে, আর ভবিষ্যতে সেই সুখের অসম্ভাবিতা জন্য দুঃখ মনে কল্পনা করিয়া দেয়, এই কারণই শোকে লোক বিনাইয়া কাঁদে। যত কেন বিজ্ঞ হউক না, যত কেন বিমলপ্রেম হউক না, শোকের সময় ক্ষীণমন স্বার্থপর হয় আর অভাবজনিত দুঃখ মনে তুলিয়া দেয়—কমলা বিনাইয়া বিমলার জন্য কাঁদিলেন; মহিষী বিনাইয়া প্রতাপাদিত্যের জন্য কাঁদিলেন; সরমা বিনাইতে পারিল না বটে, কেবল "মা আমার কি হবে—ওমা আমি কোথা যাবগো।" করিয়া কাঁদিলেন; রেবতী বিনাইয়া আপনার পুত্রের জন্য কাঁদিল। মালতী কেবল ফুঁকিয়া কাদিল; অরুন্ধতী আপনার অদৃষ্টকে দুষিল, বলিল, "এমতি আমার অদৃষ্ট মন্দ—স্বীয় রাজ্যসুখ পাইলাম না, সন-দ্বীপে গেলাম, বৈদ্যনাথ কৃপা করিয়া আমায় আশ্রয় দিলেন; পোড়া বিধাতা তাহার পুত্রকে কারাগারে দিল, তাহার ধন ফিরিঙ্গী লুটিল, আবার কোথা রায়গড়ে জুড়াইতে আসিলাম, তাহা বিধাতা আমার আগমনে এখানেও সর্বনাশ করিল। আমি আর সংসারে থাকিব না—আমার দৃষ্টি পোড়া শনির দৃষ্টি অপেক্ষা খর, আমার সঙ্গ সর্বনেশে সঙ্গ।" দাসদাসীরা কাঁদিল—যে আমাদিগের রাজার যখন রাজ্য গেল, কারাবন্ধী হইলেন, তখন আমাদিগের আশ্রয় গেল, এখন আমরা কি করি—কোথায় যাই? প্রভাবতী ক্ষণেক মাত্র ফেল ফেল করিয়া চাহিয়াছিলেন, তাঁহারও মৃগনেত্রে বাণ উথলিল—তিনিও কাঁদি-লেন,—বল্লভের এইবারে কাল উপস্থিত হইল—প্রতাপাদিত্য একপ্রকার বল্লভের প্রতি-ভূরস্বরূপ ছিল, এখন আর তাহার পরিত্রাণ নাই, "হায় কি হইল।" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই ক্রন্দনের কোলাহলের মধ্যে কচুরায় আসিয়া উপস্থিত। গৃহে প্রবেশ

করিয়া রাজমহিলাগণের আলুলায়িতকেশ, বিবর্ণ মুখশ্রী, অশ্রুবিপ্লুত বদন, ভূমিতে উপবেশন ও হায় হাতাশাদি দেখিয়া দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন—তাঁহার ও মন গলিয়া গেল, তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তাঁহারও বক্ষঃমধ্যে পাষাণতুল্য ভারবোধ হইল! তিনি অল্পে অল্পে কমলাদেবীর নিকট দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রেবতী ক্ষান্ত হইল, অঞ্চলে মুখ মুছিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলে, কচুরায় অগ্রসর হইয়া জানুপাতিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দক্ষিণহস্তের দ্বারা রেবতীর দক্ষিণচরণ ও বামকরে রেবতীর বামচরণ স্পর্শকরতঃ গদ্গদস্বরে বলিলেন, "মা, প্রণাম হই! আমি কখন আশা করি নাই যে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিব। তোমাকে যখন সনদ্বীপে প্রথম দেখিলাম, মা তোমার অবস্থায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিন্তু বিধাতা পাংশুস্তূপের মধ্যে কণামাত্র অগ্নি রাখিয়াছিলেন - সেই আমার একমাত্র আশার উপায় ছিল। এখন মাতা আর ধাত্রী একত্রে দেখিলাম," বলিয়া কমলাদেবীর চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। রেবতীর বিষাদ অশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল! রেবতী ব্যস্তে কচুরায়ের চিবুকদেশে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। কমলাদেবী অনেকদিন কচুরায়কে দেখেন নাই—মার প্রাণ—মা শব্দটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র করপুটে পূর্বাস্য হইয়া উদ্দেশে যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মাগো, এ সমস্ত তোর খেলা! তুই এখনও যশোহরবংশকে ভুলিস্ নি। মা এখন আশার অতিরিক্ত ফল পাইলাম, যেন অন্তিমকালে চরণে স্থান দিস্!" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, "বাছা কচুরায়, একবার যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম কর।" কচুরায় মাতার আদেশ মতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কমলাদেবীর চরণের নিকট আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "মা, আমার দেবদেব, জগৎগুরু তুমি—তুমিই আমার শ্রেষ্ঠবস্তু ও জগতের ঈশ্বরী! তোমার শ্রীচরণপ্রসাদে আমার সর্বত্র মঙ্গল—মা তুমিই আমার ইষ্টদেবতা।"

কমলা কচুরায়ের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "বাছা, আয় একবার কোলে বস্।" কচুরায় উঠিতে অল্প বিলম্ব করিয়াছেন কি না - কমলা বলিলেন, "বাছা, যত বড়ই হওনা কেন, তুমি মার কোলে বসিতে লজ্জা করিও না।" কচুরায় ভাবিতে ছিলেন যে, মাতা বৃদ্ধা, তাঁহাকে কোলে বসাইতে কষ্ট পাইবেন। যাহা হউক, উঠিয়া মাতার একপার্শ্বে অতি সন্তর্পণে বসিলেন। কমলা বলিলেন, "বাছা, কচুরায় তুই ভালকরে কোল যুড়ে বস্ না—বাবা গাছকে কি ফল ভারি লাগে?"

কচুরায় কমলার কথায় তাঁহার কোল জুড়িয়া ভাল করিয়া বসিলেন। রেবতী দেখিয়া বলিল, "দিদি" এ সাদ আমি স্বপ্নে দেখিতাম—এখন বিধাতার অনুগ্রহে এ চক্ষে দেখিলাম! দিদি তুই ধন্য!"

কমলার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, কমলা ঘন ঘন মস্তকাঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "বাবা, অনেক দিন তোকে দেখি নাই—একবার মুখ তোল দেখি!"

কচুরায় তাঁহার গর্ভধারিণীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলে, কমলা বলিলেন, "আহা! বাছার মুখ শুকাইয়া গেছে, রেবতি, কিছু খাবার নিয়ে এসো।"

ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, কচুরায় বলিল, "মা, এখন প্রায় প্রত্যূষ হইয়াছে, এখন আর খাব না।"

কমলা বলিলেন, "বাবা, মার কোলে বসে খাবি, তার আবার সময় কিরে? ইন্দুমতি, বাছার জন্য কিছু খাবার আন।"

রাজমহিষী কচুরায়ের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সুন্দর সৌম্যমূর্তি দেখিয়া স্থির হইয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরমাকে বলিলেন, "সরমা, তোর খুড় এসেছেন, উঠ, তাঁহাকে প্রণাম কর।" সরমা ব্যস্তে উঠিয়া মাতার কাপড় টানিয়া দিয়া কচুরায়ের নিকটে যাইয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কচুরায় বলিলেন, "থাক—অমনি আশীর্বাদ করিতেছি, চিরজীবি হও ও শীঘ্র রাজমহিষী হও। স্ত্রীলোক—পাদস্পর্শ করা উচিত নয়। মহিষি! কন্যা উপযুক্তা হইয়াছেন, এখন একটি পাত্র স্থির কর।"

মহিষী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "ভাই, এখন এ কন্যাদায় তোমার—। আহা! মনে বড় আশা ছিল—তা বিধাতা পাথরে আছাড়িলেন!

কচুরায় মহিষীর সম্মুখীন হওয়ায়, বিশেষে এই সুরে কথা পড়ায়, কতকটা অপ্রস্তুত হইলেন, বুঝিলেন, এ নিতান্ত ভয়ানক ভূমি, ইহাতে অধিকক্ষণ থাকিলেই ডুবিতে হইবেক; হয় ত মহিষীর অপ্রিয় দুই চারি কথা কহিতে হইবেক। কিন্তু এরূপ সমূহ সঙ্কটের সময় মহিষীর শোকোদ্দীপন করিতে মনে কষ্ট হইল। ইতস্ততঃ ভাবিয়া ঐ কথা চাপা দিবার আশয়ে বলিলেন, "মা, কৈ কি খাবার দিবে?"

ইন্দুমতী ইতোমধ্যে একখানি স্বর্ণপাত্রে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিলে, কচুরায় স্থানান্তরে উঠিয়া বসিলেন ও আহারের পূর্ব আচমন করিতে উদ্যত হইলে, একটি তোপের শব্দ হইল। চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মা, এখন আমি চলিলাম! মহারাজ মানসিংহের অনুমতিতে ধধূপ ছুটিতেছে। জয়সূচক ধ্বনিও শুনিতেছি। পূর্বদিক পরিষ্কার হইয়াছে, এক্ষণেই মহারাজ মানসিংহের সভা হইবেক; আমার সেস্থলে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। মধ্যাহ্নে আসিয়া আমরা আপনার নিকট আহার করিব।" রাজমহিষীকে বলিলেন, "মহিষি, আহারের সময় আসিয়া সাক্ষাৎ করিব," উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রেবতী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে বাহিরে আসিলে, কচুরায় তাঁহাকে কি বলিয়াদিলেন। রেবতী প্রথমে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন; কিন্তু কচুরায় আবার বলায় স্বীকার পাইলেন।

ষোড়ষ অধ্যায়।

স্বাজ্ঞাং নিষ্পাদ্য নির্বিঘ্নে মথবাৎসল্যপেশলঃ।
বিভাজ্যবন্ধুভৃত্যেষু বুভুজে পার্থিবঃ শ্রিয়ং॥

"রায়গড় অধিকার হইল। প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। সূর্যকুমারের কুকীসেনা তালপুখুরে কটক করিয়াছে।" এবম্বিধ শব্দ সূর্যরশ্মি চতুর্দিকের পেট্রাগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই প্রচার হইয়াছে। আবাল বৃদ্ধ, যুবা ও প্রৌঢ়, স্ত্রী ও পুরুষ, গৃহস্থ ও কৃষীলোক স্বীয় শত কর্ম ত্যাগ করিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক বিভাগ হইতে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুপ্রদিক হইতে কেহ রায়গড়ের প্রতোলী প্রকারাভিমুখে কেহ দীর্ঘির দিকে, কেহ কমলাদেবীর আবাসে, কেহবা কৌতুহলপ্রিয় তালপুখুরের কুকী কটকে চলিতেছে। যাহারা মহারাজ মানসিংহের আক্রমণের সমাচার পাইয়াও স্বীয় দ্বারপিণ্ড অতিক্রম করে নাই, যাহারা গ্রামসঙ্খায় যায় না, যাহারা পিণ্ডমাত্রোপজীবি, যাহারা গ্রামের মধ্যে গোষ্ঠশ্ব বলিয়া পরিচিত, তাহারাও গোসকালের প্রলয়সূচক ধ্বনিতে ও মেদিনীর কম্পনে চালিত হইয়াছে। কেহ ভয়বিপ্লুত, কেহ কৌতুহলপরবশ, কেহ প্রদ্রাবকল্পনায় দৌড়িতেছে। কেহ বলিতেছে "আগ্নেয়ের উদ্গারে কাকধ্বজের বেগে গত রাত্রিশেষে রায়গড়ের মন্দিরচয় মৃৎস্ফোটে সকলীভূত হইয়াছে।" কেহ--, "রায়গড়ে জনপ্রাণী নাই, যেখানে সভামন্দির ছিল সেখানে ভীষণ অতলস্পর্শ দহ হইয়াছে।" কেহ—, "শরগুণার অশ্বত্থগাছের উচ্চতম শাখায় বিমলাদেবীর হস্ত ঝুলিতেছে।" কেহ বলিল, "এমত দুর্ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই।"

গ্রামের গুরুমহাশয়ের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ যাইতে যাইতে পার্শ্বস্থ জনৈক বৃদ্ধ ভগ্নপায়িককে দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁদে গোষী, শুনেছ—আজ উষাকালে কি ব্যাপার হইয়াছে?"

গোষী পূর্বে বসন্তরায়ের শাসনে জনৈক মুসলমান পায়িক ছিল। যুদ্ধে তোপস্ফোটে তাহার দক্ষিণ পদ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, মহারাজ তাহাকে জীর্ণসেবকশ্রেণীভুক্ত করিয়া বৃত্তিনির্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন বলিল, "মশাই, মানসিংহ সুড়ঙ্গস্ফোটদ্বারা রায়গড় সকলীভূত করিয়াছেন। আমরা মহারাজের সময়ে এ প্রণালীর যুদ্ধ অনেক করিয়াছি। স্ফোটের জন্য বারুদ প্রস্তুত করিতে আমরা গন্ধকের ভাগ অধিক দিতাম।"

গুরুযুবা বলিল, "না হে তুমি বৃদ্ধ হইয়া সকল বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছ। ধাতুবৈরীর স্ফোটগুণ কিছুই নাই—তর্ক্যই স্ফোটের উপজীব্য।

গোষী বলিল, "মশাই, আমি ভুলিয়াছি? এমত কথা কহিবেন না। গন্ধক জোর করতাহৈ, সোরা সোরকরতাহৈ, কোএলালে উড়তাহৈ। সোরার ভাগ কম থাকিলে বারুদে শব্দ বড় হয় না।"

গুরুযুবা বলিলেন, "সে যা হউক, গত প্রাতে একটি নৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ও তোমার 'সোর ও লে উড়্‌নার' সহিত কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রামের আগ্নেয়গিরি নিকট, দেখনি সর্বদা আমাদিগের এখানে ভূমিকম্প হয়। সীতাকুণ্ডের গিরিগহ্বরে সাগরবারি প্রবেশ করায় গিরিস্ফোট হইয়াছে ও তাহারই কম্পনে রায়গড় সকলীভূত হইয়াছে।"

গৌষী জানিত গুরুমহাশয় হইলেই অসামান্য বুদ্ধিশালী হয়। গুরু যুবার কথা শুনিয়া আচাভুয়ার ন্যায় চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। এমত সময় উগ্রসেন নামক শরগুণা গ্রামের আঢ্য কাপালিকচণ্ডাল বেগে অশ্বে আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "গুরুমহাশয়, শুনিয়াছ—প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে? অদ্য বেলা দেড়প্রহরের সময় রায়দীঘির উত্তর তীরে মহাসভা হইবে। গ্রামের আপামর সাধারণের তথায় আহ্বান আছে। তুমি যাইবে না?—আমার ছেলে গণেশকে সঙ্গে লইয়া যাইও।"

গুরুযুবা ব্যস্তে উগ্রসেনকে পথ দিয়া বলিল, "মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন? গণেশকে আমি লইয়া যাইব। প্রাতে ভয়ানক শব্দের কারণ কি? গৌষী বলে, বারুদসহায়তায় রায়গড়ের কলত্র স্ফাটিত হইয়াছে। গৌষীর জ্ঞান নাই, তাতে আবার বয়স হওয়ায় ভ্রান্তি জন্মিয়াছে।"

উগ্রসেন বলিল, "গৌষীর অনুমান বড় অন্যথা নহে। গত রাত্রিশেষে বিমলাদেবীর বাসমন্দির সকলীভূত হইয়াছে। কারণ নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান, যে বারুদে অকস্মাৎ অগ্নি লাগায় এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। বিমলাদেবীও নষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ব্যবচ্ছিন্ন শব দীঘির কুলে রাখিয়াছে।"

উগ্রসেনের কথা শুনিয়া গুরুযুবা উত্তর দিতে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু উগ্রসেন প্রতীক্ষা না করিয়া অশ্ব চালাইয়া দৌড়িল। গুরুযুবা বলিল, "গৌষী, উগ্রসেনের অদৃষ্টে কতকগুলি কড়ি হইয়াছে; কিন্তু জাতীয় বুদ্ধি কোথায় যাইবেক। এ সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রকৃত নিদান বুঝিতে গেলে, জ্যোতিষে অধিকার থাকা আবশ্যক।"

গৌষী কোন উত্তর না করিয়া গুরুযুবার পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে যত দীঘির নিকট হইতে লাগিল, দেখে—পথে লোকের জনতা অধিক, লোকারণ্যে পথ চলা সঙ্কট। প্রাতঃকাল বলিয়া ও বিশেষে স্থানে স্থানে গাছের ছায়া ও নবদূর্বাদি তৃণাবৃতহেতু ধূলী তত উঠে নাই।

এদিকে রায়গড়ে কলত্রমধ্যে রাজপুরুষেরা ব্যস্তে স্ব স্ব প্রয়োজনে দৌড়িতেছে। সূর্যকুমার ক্ষণেকে কুকীকটক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মালিকরাজের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, দূর হইতে গোবিন্দ অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "জয়ন্তীরাজ! গত রাত্রিতে আপনার কুকীগুল্মে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছে।"

সূর্যকুমার বলিল, "ভাই, ক্ষমতায় মত হউক বা না হউক, অনেকটা বিভীষিকায় সিদ্ধ

হইয়াছে। আমরা যেমত অসভ্যজাতি, আমাদিগের বেশভূষাও তদুপযুক্ত। আমাদিগের অস্ত্রে, এখনকার যুদ্ধ প্রণালীতে কোন ফল দেখে না। অগ্নিযন্ত্র যেরূপ শত্রুঘাতী কাণ্ড-গোচর ও কঙ্কপত্রে বালক্রীড়ার ন্যায় হইয়াছে। সুবিধার মধ্যে কুকীসেনার অসভ্য আকার, বিকট গর্জ্জন ও অনৈসর্গিক লম্ফঝম্ফ দেখিয়া প্রতাপাদিত্যের সেনারা রাত্রি কাল বলিয়া তাহাদিগকে ভূত প্রেত সংশয়ে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল।"

গোবিন্দ বলিল, "মহাশয়, আপনার ওকথা আমি শুনিতেছি না। আমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছি, কুকীসেনার মত অকুতোভয়, অসমসাহসী ও অমিততেজা অস্ত্রধারী গত রাত্রির যুদ্ধে কেহই ছিল না। এত উৎসাহ ও এমত প্রভুভক্ত ভট প্রায় দেখা যায় না।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "আমার পিতা ৺শিবচন্দ্র মহারাজের গুণেই এ কুকীরা এককালে মোহিত হইয়াছিল। এখন তাঁহারই পুত্র বলিয়া আমাকে স্নেহ করে।"

গোবিন্দ বলিল, "তাহার কোন সন্দেহ নাই। অপরিমিত শ্রদ্ধা না থাকিলে আপনার অনবগতিতে তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর হইতে আপনার আদেশ পালন করিতে আসিত না।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "ইহাতে নন্দরামের বিশেষ সাহায্য আছে। যেরূপ শুনিতে পাই, লটকার শাসনে প্রজামণ্ডলীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বরায় আমার সে স্থানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। নন্দরাম আমাকে রওয়ানা করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়াছে। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালিকরাজের অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি মালিকরাজকে কোথাও দেখিয়াছ?"

গোবিন্দ বলিল, "মালিকরাজকে আমি কলত্রের দক্ষিণ দ্বারে দেখিয়াছিলাম—তাহার পিতা বিজয়কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছিল।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "আমি তাহার নিকট চলিলাম, ত্বরায় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবেক। তোমার দেশের সমাচার কি?"

গোবিন্দ বলিল, "এই ত সবে আমরা গেডিজ হইতে আসিতেছি, আমাদিগের আসিবার পরের সম্বাদ জানি না। মহাশয় নমস্কার হই।"

সূর্য্যকুমার 'নমস্কার—বরদাকণ্ঠকে আমার প্রিয়ভাষ দিবেন।' বলিয়া গোবিন্দের নিকট হইতে কলত্রের দক্ষিণদিগস্থ সুড়ঙ্গ দিকে চলিল। সুড়ঙ্গের দ্বারের পার্শ্বে একটি কেয়াঝোপের মধ্যে কথোপকথনের শব্দ পাইয়া সূর্য্যকুমার তাহার পথ অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায়, একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে মালিকরাজের ধ্বনি বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মালিকরাজ, তুমি কোথায় আমি তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।" সূর্য্যকুমারের শব্দ হইবামাত্র ঝোপের কথোপকথন ক্ষান্ত হইল, তাহারই অব্যবহিতপরে মালিকরাজ কেতকীর ঝোপের নীচের কাঁটা ও ডাল সরাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া অল্পে অল্পে বাহিরে আসিলে সূর্য্যকুমার হাসিয়া বলিল, "কি ভায়া, একেবারে মৃৎশায়ী কেন?

মালিকরাজ বলিল, "বিধাতা ক্ষণেকে অতি উচ্চ পর্বতশিখরকে সমুদ্রতলে পাড়িতে পারেন,—আমার মৃৎশয়নের আশ্চর্য কি ?"

সূর্যকুমার মালিকরাজের শোকপূর্ণ ঔদাসবাক্যে চমকিয়া উঠিলেন, আপনাকে দুষিয়া অগ্রসর হইলেন ও উত্থানোম্মুখ মালিকরাজের করদ্বয় ধরিয়া বলে ও প্রেমে তাহাকে দণ্ডায়মান করিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে বলিলেন, "ভাই, তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। আমি মূর্খ—সকল বিষয়েই নির্হৃদয়ের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া এমত পরুষবাক্য ব্যবহার করি যে, যাহাকে প্রয়োগ করি তাহার মর্মভেদাপেক্ষা আমার মনস্তাপ গুরুতর হইয়া উঠে।"

মালিকরাজ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া বলিল, সূর্যকুমার তোমার কোন দোষ নাই। ভাই, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত আশা উন্মূলিত হইয়াছে—এক্ষণে আমার জীবনে কোন সুখ নাই। তোমার কুকীদিগের মুখে কি শুনিলে ? তুমি কি একান্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে ?

সূর্যকুমার বলিল, "আমি ভাই একপ্রকার মত্তের ন্যায় হইয়াছি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন কি আমার কুগ্রহ কেন্দ্রী। নন্দরাম আমাকে অদ্যই জয়ন্তীপুরের জন্য যাত্রা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এদিকে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হওয়ায় আমার সমস্ত ভরসা উৎসন্ন হইল। আবার এখন শুনিতে পাইলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, দক্ষিণ সুড়ঙ্গে ধরা পড়িয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল, "ভালই হউক আর মন্দই হউক প্রতাপাদিত্যের অনেক গুণ ছিল। আমরা তখন বুঝিতে পারিলাম না। ব্যস্ত হইয়া এখন নিতান্ত ঘৃণাস্পদ হইয়াছি। আমার পিতার অবস্থার কথা কহিবার নহে—"

সূর্যকুমার বলিল, "তিনি এখন কোথায় ? মহারাজ মানসিংহ যেরূপ উদারস্বভাব ও বিবেচক, তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে অন্যায় হইবেক না।"

মালিকরাজ বলিল, "তিনি এক্ষণে এই ঝোপে আছেন। আমাদিগের মহারাজও এই ঝোপে ছিলেন, কিন্তু চঞ্চল স্বভাব সুলভ অস্থির বুদ্ধির দোষে এখন নষ্ট হইবেন। পিতা এত নিষেধ করিলেন, কিন্তু শুনিলেন না, বলিলেন বিজয়কৃষ্ণ ! আমি দ্বাদশ ভৌমিকের শিরোমণি হইয়া এখন সরিস্থপের মত, অনুসৃত মৃগের মত, অনাথা ও পীড়িতা স্ত্রীর মত, কাপুরুষের মত লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিব না। যাই, দক্ষিণ সুড়ঙ্গ দিয়া পেট্টায় যাই, দেখি, যদি রণভঙ্গসেনা সঙ্কলন করিয়া ও রায়গড়ের স্বাধীন সেনাবলে পুনরায় রায়গড় দখল করিতে পারি। মানসিংহ জয়মদে মত্ত হইয়া অবশ্যই বিশ্রাম করিতেছে। এখন দুই একদিন কিছু আমার অনুসরণ ব্যতীত অপর কোন আক্রমণ বা যুদ্ধে ব্যস্ত হইবেক না। ততক্ষণে যশোহরে যে সেনাসঞ্চালনের আদেশ পাঠাইয়াছি, ফলবান হইয়া থাকিবেক। একবার যশোহরের ভটগুল্ম এখানে উপস্থিত হইলে যবনদাস অপমানখাকে দেখি। বর্দ্ধমান চিরকাল জয়কেতে। যদি এক্ষণে আমাকে নিষ্ক্রিয় দেখে, অবশ্যই আমার

বিপক্ষে অস্ত্রধারণে দুইবার ভাবিবেক না। যদি তাহাকে কোন বিভীষিকা দেখাইয়া নিরস্ত করিতে পারি, তাহাহইলে কতকটা হয়। সে শুনিতেছি এখন উপঢৌকন দিয়াও অল্প মূল্যের বেদামী রসদ দিয়া ম্লেচ্ছ সভায় মান্য হইয়াছে।" পিতা মহারাজের দুরাশা বলবতী দেখিয়া এককালে বিরত করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন যে "মহারাজ, এখন যেরূপ জয়স্রোত চলিয়াছে, তাহায় রায়গড়ে আপনি আত্মীয় কাহাকেও পাইবেন না—সকলেই এখন মহারাজ মানসিংহের অনুগমন করিবেক। আপনি এখন কোথাও থাকিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করুন, সময়েরও সুযোগের প্রতীক্ষা করুন। এখন গ্রামকূটে আপনার বিপরীতাচরণ করিতে বিলম্ব করিবেক না।' মহারাজ বলিলেন, 'বিজয়কৃষ্ণ, তুমি চিরকাল ভীরু। কখন আমাকে বীরের ন্যায় পরামর্শ দিলে না।" পিতা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একক, এখন শক্রসেনার হস্তে পড়িলে মান হারাইবেন। অতএব আমার পরামর্শ যে আপনি কোন নিভৃতস্থানে অজ্ঞাতবাস করুন! এখানে প্রথম হাঙ্গাম স্থির হইলে, পরে আমরা সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইয়া মানসিংহের মত অবগত হইতে পারিব। এখন আপনি সহায়হীন ও সম্পত্তিহীন; আপনার একটিও সৈন্যাধক্ষ আপনার নিকট নাই, আর আমার অনুমান, কেহই দলস্থ হইবেক না; কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর মারা পড়িয়াছেন; হজুরমল নরাধম মুষলমান জাতীয় আচরণ করিয়াছে—বিশ্বাসঘাতক এখন আপনার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে লজ্জিত হয় না, সূর্যকুমার স্পষ্টই মানসিংহের দলস্থ হইয়া রায়গড় অধিকার করিল; মালিকরাজ মহারাজার জন্য অস্ত্র ধারণ করিবেক না—স্বীকার করিয়াছে; মহারাজ, আপাততঃ আপনার মঙ্গল দেখিতে পাই না। তবে যদ্যপি অজ্ঞাতবাসে কিছুদিন বিলম্ব করেন, তবে কালের মাহাত্ম্যে, ঘটনাপ্রবাহে, কোন নূতন সুযোগ উপস্থিত হইলে, যশোহরেশ্বরীর কৃপায় সমস্ত মঙ্গল হইতে পারিবে।'' মহারাজ পিতার এই কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার সতর্ক পরামর্শে আমার প্রয়োজন নাই। আমি এক্ষণে দুর্গের বাহিরে যাইলেই গঞ্জালিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গীদিগের সাহায্য পাইব।" তাহায় রাজাকে নানামতে বুঝাইলেন, কিন্তু মহারাজের কাল উপস্থিত—পরামর্শে কান দিলেন না; পিতাকে বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না; যাহা হউক, এক্ষণে আমি সুড়ঙ্গ দিয়া চলিলাম, তুমি আমার জন্য একটা অশ্ব ত্বরায় বাগপোতার চড়িয়ালের খেয়াঘাটে পাঠাইয়া দাও।'

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ চিরকাল আত্মাভিমানী।''

মালিকরাজ বলিল, "এখন এমত ভ্রম হইয়াছে যে, এই নিরাশ্রয় অবস্থায়, নারকী গঞ্জালিসের সাহায্য পাইতে দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁহার কি স্মরণ নাই যে, যখন আরাকানের রাজা বাক্লা অধিকার করিয়াছিল, তখন তাহার মনস্তুষ্টির জন্য ফিরিঙ্গী কিলেদার কার্বাল্হুকে আশ্রয় দিয়াও নষ্ট করিয়াছেন? এখনও পিক্রু—তাহার ভ্রাতষ্পুত্র বিদ্যমান আছে, সে কি নিরাশ্রয়, ভ্রষ্ট-রাজ্য, নিস্ব রাজাকে ছাড়িবেক?"

সূর্যকুমার বলিল, "কার্বালহুকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা আর্যমণ্ডলীতে

অনুপমেয়, অপূর্বপ্রতিম হইয়াছে। সে কলঙ্ক আমাদিগের শরীর ভস্মীভূত হইলেও যাইবেক না!"

মালিকরাজ বলিল, "তাহা লইয়া আমার পিতার সহিত কয়েক দিন মহারাজার বাক্যালাপ বন্ধ হইয়াছিল। কারর্বাল্‌হু বাক্লা হইতে সাহায্যের জন্য প্রথমে দূত পাঠায়। সে দূত আসিয়া রাজজামাতা রামচন্দ্ররায়ের দেবান হইয়া ফিরিঙ্গীরা বাক্‌লা শাসন করিতেছিল বলায়, মহারাজ দূতকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া অর্থ ও সেনা দিবার আশা দিয়া কার্বাল্‌হুকে আসিতে অনুরোধ করেন।"

সূর্যকুমার বলিল, "সে কি রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের পর?"

মালিকরাজ বলিল, "এ ব্যাপার রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের অতি অল্প দিন পরেই ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্ররায় কারারুদ্ধ হইয়াছে, সমাচার বাক্‌লায় পৌঁছিলেই, তত্রত্য ফিরিঙ্গীরা এক মহান্ সভায় বাক্‌লার শাসনের ভার গ্রহণ করে ও যত দিন না রামচন্দ্ররায় অব্যাহতি পান, তত দিন এই নিয়মে শাসন চলিবেক এমত বন্দোবস্ত করে। ক্রমে রামচন্দ্ররায়ের নামমাত্র রহিল, সমস্ত ক্ষমতা ও রাজভাণ্ডার ফিরিঙ্গীরা হস্তগত করিল। ক্রমে উচ্চ রাজকর্ম হইতে হিন্দুদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ফিরিঙ্গীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। এদিকে আরাকাণের মগেরা বাক্‌লা লুট করিয়া অনেক ফিরিঙ্গীকে অকস্মাৎ রাত্রিতে আসিয়া নষ্ট করতঃ বাক্‌লায় মগশাসন স্থাপন করিল। কার্বাল্‌হু প্রাণভয়ে বাক্‌লা হইতে গেডিজে যাইয়া আশ্রয় লইল ও তথা হইতে মহারাজার সহিত কথাবার্তা চালাইতে লাগিল। কার্বাল্‌হুর উদ্দেশ্য যাহা থাকুক, যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহায় বাক্‌লাতে মহারাজের শাসন স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে অথবা তাঁহার জামাতা রামচন্দ্ররায়ের পক্ষ হইতে ইজারা লইতে প্রস্তুত ছিল। মহারাজ সমস্ত স্বীকার করিয়া কার্বাল্‌হুকে স্বীয় সভায় আনাইলেন ও রাত্রিতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যশোহরেশ্বরীর মন্দিরের নিকট লইয়া গেলেন, অন্ধকার রাত্রি, অপর কেহই সঙ্গে ছিল না, মন্দিরের দ্বারস্থ হইবামাত্র কয়েকজন লোক আসিয়া কার্বাল্‌হুর মুখে বস্ত্রাদি দিয়া আবদ্ধ করতঃ, তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া দেবীর সম্মুখস্থ বলিদানের স্থানে স্তম্ভমধ্যে পশুবৎ ফেলিয়া ছেদন করিল। নৃশংস মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া দেবীর উদ্দেশে নরবলি ঘাতন করিলেন। জনপ্রবাদ এই যে, যখন স্তম্ভে কার্বাল্‌হুকে ফেলিয়াছিল তখন তাহার সমস্ত বন্ধন মোচন করায়, কার্বাল্‌হু মহারাজকে দেখিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, 'মহারাজ, আমার কি অপরাধে এমত দণ্ড হইতেছে? আর একান্তই যদি আমাকে প্রাণে মারেন, তবে আমাকে পশুরূপে বলিদান করিবেন না, আমাকে বীরের ন্যায় কাটিয়া ফেলুন ও আমার মৃত্যুর পর আমাদিগের শাস্ত্রমতে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন। আমি প্রাণ ভিক্ষা চাহি না ও আপনার নিকট পাইতেও আশা করি না; তবে ধর্মের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি,' কিন্তু পিতার নিকট শুনিয়াছি যে, প্রতাপাদিত্য স্বয়ং

তথায় ছিলেন না। এ সমস্ত ব্যাপারটি গোবর্দ্ধন নামক কিলেদারের পরামর্শ ও মামুল্লার স্বহস্তকৃত।"

সূর্যকুমার বলিল, "নরাধম এখন সেই সকল পাপের প্রতিফল পাইবেক। তোমার পিতা এখন কেমন আছেন?"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের এই প্রশ্নটি শুনিবামাত্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ও তাহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সূর্যকুমার মালিকরাজের হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, স্বীয় বস্ত্র দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "ভাই, এত অস্থির হইও না। তোমার পিতার কোন অসুখ হয় নাই ত?"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমার বলিতে কি ভাই আমার পিতা জীবিত আছেন,' মাত্র। তাঁহার এ বৃদ্ধাবস্থায় কত কষ্টই পাইবেন তাহা বলিতে পারি না। রণবীর বাহাদুর যুদ্ধে মরণে, একপ্রকার লৌকিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—আর যুদ্ধে মরণেতো স্বর্গলাভ। তিনি জীবিত থাকিলে, এ পরাজয়ের পর বন্দী হইয়া অতি কষ্টে জীবন কাটাইতে হইত।"

সূর্যকুমার বলিল, "তোমার এ আশঙ্কা একান্ত অমূলক, আমার সহিত মহারাজ মানসিংহের এই বিষয় লইয়া কথাবার্তা হইয়াছিল। তখন আমি রণবীর বাহাদুরের মৃত্যুর সম্বাদ অবগত ছিলাম না। রণবীর বাহাদুর কোথায় ও কি প্রকারে প্রাণ হারাইলেন?"

মালিকরাজ বলিল, "পিতার নিকট শুনিলাম, তিনি কৃষ্ণবর্মাবৃত পুরুষের আক্রমণ কালে প্রাণত্যাগ করেন। অন্ধকারে স্বীয় সেনার অস্ত্রে, কি মহারাজ মানসিংহের সেনার হস্তে আহত হন--স্থির নাই।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ মানসিংহ বলিয়াছেন যে, নির্দোষী কর্মচারিগণকে, বিশেষে রণবীর বাহাদুর ও বিজয়কৃষ্ণ সচিবকে উচ্চপদ দিতে হইবেক; তবে তাঁহারা যদ্যপি অস্বীকার করেন; মানসিংহের ইচ্ছা—তাঁহাদিগকে পদোপযোগী বৃত্তি দিয়া বন্দোবস্ত করিবেন।"

মালিকরাজ বলিল, "ভাই, আমার পিতার জন্য সমূহ চিন্তা হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যের প্রধান সচিব, যদিচ মহারাজ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কোন কর্ম করেন নাই ও যদিচ দিল্লীর সম্রাটের সম্বন্ধে প্রতাপাদিত্য সমস্তই স্বীয় বুদ্ধিতে করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার সচিব দিল্লীর চক্ষে নির্দোষী হইতে পারিবেন না। এ বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে লইয়া আমি কি প্রকারে রক্ষা পাইব, বলিতে পারি না। তিনি ঐ কেতকীর ঝোপে বসিয়া ক্রমাগত 'হা হতোস্মি। আমার কি হইল! আমি কোথায় যাইব!' এবম্বিধ শোক করিতেছেন।"

সূর্যকুমার বলিল, "চল আমরা তাঁহার নিকট যাই ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া আসি। এস্থল হইতে তাঁহাকে লইয়া কমলাদেবীর আবাসে রাখিব। পরে কচুরায়কে

সমস্ত অবগত করাইয়া তাঁহার সহিত বিজয়কৃষ্ণকে মহারাজ মানসিংহের দরবারে লইয়া যাইব।”

মালিকরাজ ও সূর্যকুমার কেতকীঝোপে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মধ্যস্থ পরিষ্কার ভূমিতে নবীন কোমল তৃণের উপর বিজয়কৃষ্ণ হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছেন; স্বীয় করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া শূন্যদৃষ্টি করিতেছেন; চক্ষু উন্মীলিত আছে কিন্তু দৃষ্টি নাই; কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না; অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ লম্বমান, এককালে শোকে অবসন্ন। সূর্যকুমার বিজয়কৃষ্ণের কাতর অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অতি মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে নিকটস্থ ঘাসের উপর বসিল। বিজয়কৃষ্ণ সূর্যকুমারকে দেখিয়া আর চক্ষু চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিল, কতক্ষণ এরূপ নীরবে অশ্রুপাতের পর বস্ত্রদ্বারা মুখ মুছিয়া বলিলেন, “সূর্যকুমার—বাবাজী, কেমন আছ? গতরাত্রির যুদ্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া থাকিবে, এত প্রত্যুষে বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? যাও—একটু বিশ্রাম কর। আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার মৃত্যুকে আশঙ্কা নাই, আমার জীবিতাশাও নাই। এখন আমার কারাগার ও প্রাসাদ উভয়ই তুল্য। তবে অপঘাত অদৃষ্টে ছিল—কি করিব—আমার ত সৎকার নাই। মালিকরাজকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিও ও আমার মৃত্যুর পর অনায়াসে যদ্যপি আমার অস্থি সঙ্কলন করিয়া ভাগীরথীর জলে দিতে পার, তাহাহইলেই আমার যথেষ্ট। মাদৃশ নারকীর অস্থি ভগীরথ খাদে পড়িলেই কিছু আমার গঙ্গালাভ হইবেক না—রুদ্রপিশাচ আছে—তবে কোন গতিকে যদ্যপি একবার নারায়ণক্ষেত্রে অস্থি-গুলিকে দিতে পার, তাহাহইলেই স্পর্শফল অবশ্যই লাভ করিব। পরে অবকাশ পাইলে একবার মালিক-রাজকে গয়াধামে পাঠাইও। মালিকরাজকে করুণদৃষ্টিতে দেখিবে—এখন সে অনাথ, আশ্রয় হীন হইল। সূর্যকুমার করুণস্বরে বলিল, “মহাশয়, অকারণ আত্মাকে কষ্ট দিবেন না। যুদ্ধে জয় পরাজয় চিরদিন আছে। রাজসেবা যদি চ মানের কর্ম, কিন্তু তাহা তাল বৃক্ষের ছায়ার ন্যায় অস্থির ও চঞ্চল। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য নষ্ট হইল বটে, কিন্তু আপনার পদের কোন হানি এখন পর্যন্ত দেখা যায় না; আপনি হতাশ হইবেন না। মহারাজ মান-সিংহ অতি সুবিবেচক, তাঁহার নিকট কাহারও কোন চিন্তা নাই। প্রতাপাদিত্য স্বীয় দুষ্কর্মের ফলভোগ করিবেন, তাঁহার সহিত আপনার এক্ষণে কোন সম্পর্ক নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল, “সূর্যকুমার, আমরা পুরুষানুক্রমে রায়বংশে প্রতিপালিত—রায়-বংশের উন্নতিতে আমাদিগের বৃদ্ধি ও তাহার অধোগতিতে আমাদিগের সর্বনাশ। মহারাজ বসন্তরায়ের আমলে আমরা মহামান্যের সহিত কাটাইলাম, এখন আমাদিগের পাপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অকালে অস্ত হইল! হা বিধাতঃ! আমি বর্তমানে রায়বংশের এই দুর্দশা!”

বিজয়কৃষ্ণ কাতর স্বরে বিধাতা স্মরণকরতঃ করতল দ্বারা স্বীয় ললাটে আঘাত করিলেন।

সূর্যকুমার বলিল, "মহাশয়, আপনি মুগ্ধ হইবেন না। বিজ্ঞ হইয়া এত অভিভূত হইলে আমরা নিরুপায়—মালিকরাজ আপনার বাক্য শুনিয়া হতোদ্যম হইল। আপনি সাহস বাঁধিয়া তাহাকে আশ্বাস দিন। বিজ্ঞেরা আপৎকালে এত আচ্ছন্ন হয় না। আপনি অস্থির হইলে মালিকরাজের কি হইবে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল, "সূর্যকুমার, প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্টের কথা চিন্তিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। এক্ষণে তিনি নিস্বঃ, ভ্রষ্টরাজ্য ও নষ্টাত্মা। যশোহর হইতে গুপ্তচর প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়েছি, তাহা যদ্যপি সত্য হয়, তবে মহারাজের সে স্থানেও বড় মঙ্গল নহে। এ দিকে জনপ্রবাদ যে যশোহরেশ্বরী যশোহরধামে বাম হইয়াছেন। সরমার বেশে প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হওয়ায়, মহারাজা কুগ্রহের বশে তাঁহাকে পরুষবাক্য বলিয়াছেন। দেবী মন্দিরে বিমুখ হইয়া বসিয়াছেন। সূর্যকুমার, তুমি সুবোধ, সকলই বুঝিতে পার, যেরূপ উপসর্গ আনুসঙ্গিক অমঙ্গল সূচনা চারিদিকে দেখা যায়, তাহাতে তো আমার হৃৎকম্প হয়। সূর্যকুমার তোমার ক্ষমতা বলে তুমি ত্বরায় স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইবে। দেখ, অনাথা সরমাকে ত্যাগ করিও না। সামা তোমারই—আর কাহাকেও জানে না। এক্ষণে যে প্রতাপাদিত্য এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, এমত আশা করি না। সরমা আপাততঃ পিতৃদুঃখে পাগলিনী প্রায় হইবেক। কিন্তু তাহার মন তোমারই—। প্রথম শোকের জ্বালা একটু শীতল হইলে তুমি যত্ন করিও, সরমা তোমারই—। বাবাজি— আমার নিকট স্বীকার কর যে, পূর্বে মহারাজের উপর যে কিছু অভিমান ছিল, তাহা সরমার জন্য বিস্মৃত হইবে। তুমি উদার-স্বভাব ও দয়ার্দ্র-হৃদয়—ক্ষমাগুণ তোমাতে যথেষ্ট আছে। এখন তোমরা স্বীয় কর্মে যাও, আমি কমলাদেবীর মন্দিরে যাই—রাজমহিষী ও সরমাকে সান্ত্বনা করি, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা ঘটিবেক।"

"সূর্যকুমার বলিল, "মহাশয়, আপনার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। মহারাজ মানসিংহের নিকট যাহা কিছু বলিতে হইবেক, তাহা আমি না পারি, কচুরাণের দ্বারা বলাইব। সরমাকে আমার প্রেম জানাইবেন। তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া যাহা বক্তব্য হয় বলিবেন, আমি বালককালাবধি আপনাকে পিতৃব্যের ন্যায় দেখিয়া থাকি।"

সূর্যকুমার মালিকরাজের সহিত একযোগে পথের কাঁটা সরাইয়া দিলে, বিজয়কৃষ্ণ কেতকীবন হইতে বহিস্কৃত হইলেন, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ সুড়ঙ্গের দিকে চলিল।

সূর্যকুমারেরা কিছু দূর চলিয়া গেলে, বিজয়কৃষ্ণ নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচের বিশ্রাম প্রস্তরে বসিয়া চিন্তিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ইহারা যৌবনসুলভ ভাসমানমনে সমস্ত বিষয়ের সুন্দর দিক্ দেখে; কিন্তু আমার বয়োধিক হইয়াছে, আমি শত শত বার হতাশ হইয়াছি, অনেক কষ্টও পাইয়াছি, আমার আশা এখন আর তত বলবতী নাই। এখন কল্পনা সকল কর্মে কুটার্থ দেখায়। ফলে বিজ্ঞের কর্তব্য, ভবিষ্যৎবিচারে প্রথমে কুটের ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত, পরে যদি কোন উপায়ে মন্দের কোঠরে স্থান না পাওয়া যায়, তবেই এক দিন ভাল আশা করিতে পারি। এখন প্রতাপাদিত্য

যেরূপ আপন্ন, তাহায় যে তিনি আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন, এমত বোধ হয় না। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরের মৃত্যু, হুজুবমলের পলায়ন, সূর্যকুমারের প্রতিকূলতা, বর্দ্ধমানের অমৈত্রতা একত্র হইয়া অনর্থের মূল হইয়াছে। যখন কুলদেবতা বাম হইলেন তখন অবশ্যই কুদশার উদয় সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্যের অভিষেক পিতৃব্যশোনিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত। কচুরায়কে রেবতী লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাঁচিবেন না। যে দিন মহারাজ স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন মহারাজের সর্বনাশ হইল জানিলাম। যখন শরণাগত ও আশ্রিত কার্বালহু ফিরিঙ্গী আশ্বস্ত হইয়া মহারাজার আশ্রয় লইবার পর, মহারাজ তাহাকে পশুরূপে হত্যা করেন, তখনই প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য অস্ত হইল। যখন মহারাজের বাল্যচাপল্যবশতঃ গুরুজনে বিপরীত দৃষ্টি করিলেন, তখনই তাঁহার সর্বনাশের ইষ্টকারোপণ হইল। যখন মহারাজ স্বীয় খুল্লতাতের রাজ্যে ঈর্ষাদৃষ্টি করিলেন, তখন জানিলাম যে, মহারাজ অধঃপতনে সংকল্প করিলেন। তবে যে এত দিন এমত স্থিরসর্বনশ্বর রাজার অনুকরণও সেবা করিলাম, তাহার কারণ মালিকরাজ। মহারাজ বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় উপযুক্ত আশ্রয় রহিল না। আমার যদিচ তীর্থবাস করিলে চলিত, কিন্তু তনয়ের মঙ্গল চিন্তায় অগত্যা বর্দ্ধনশীল অধিপতির সেবা করিতে হইয়াছিল। এখন যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের আর শ্রেয়ঃ নাই। এখন তাহাকে ত্যাগ না করিলে, ভগ্নতরির নিমজ্জনের সহিত আমাকেও অধোদেশে যাইতে হইবেক। ক্রমে অবকাশমত মহারাজ মানসিংহের মনোরঞ্জন করিব। সূর্যকুমারের এখন সৌভাগ্যের উদয়; তাহার সহিত আমার চিরদিন প্রীতি আছে; সে যুবা—যৌবনসুলভ ঔদার্যে, সকল বিষয়ের প্রকৃত লিঙ্গসমর্থনে ভ্রান্ত হইয়া থাকে; সংসারের মতে সে সরল, অতএব তাহার সরলতার ফলভোগ করা যাইবেক। যদি প্রতাপাদিত্য পুনরায় স্বীয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়, তবে তাহার সেবা গ্রহণ অল্পায়াসসিদ্ধ। স্থিরবুদ্ধিতে ভাবিতে গেলে, এটা একপ্রকার আমারই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। যাহা হউক, পূর্ব ঋষিবাক্য অন্যথা হয় না,—সংসারে বুদ্ধিই একমাত্র ধন, বুদ্ধি থাকিলে দর্শনকষ্টকর কর্মে সুখসেব্য ফল পাওয়া যায়। কচুরায় যদ্যপি আসিয়া থাকে তবেত আমার কোন চিন্তা নাই।" এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ কমলাদেবীর আবাসে চলিলেন।

এদিকে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ ক্রমে দীর্ঘিরকূলে উপস্থিত হইলে, মোগলসৈনিকের মুখে শুনিলেন যে, প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। গড়ের প্রধান মন্দিরে সম্রাট্ সভা হইতেছে, ত্বরায় সকল প্রধান রাজপুরুষের অধিষ্ঠান হইবেক।

সূর্যকুমার বলিল, মালিক, চল আমরা বেশ পরিবর্তন করিয়া সভায় যাই।"

মালিকরাজ বলিল, "আর বস্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন কি? সভা অল্পক্ষণই বসিবেক।"

সূর্যকুমার বলিল, "না—না সম্রাট্ সভার উপযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে, মহারাজ

মানসিংহের অপমান করা হয়। আমাদিগের বস্ত্র বর্মাদি শোণিতকর্দমাদিতে দূষিত হইয়াছে।’

মালিকরাজ বলিল, “তবে যদি বেশ পরিবর্তন করিতে হয়, চল যাই, কিন্তু তাহাহইলে রাজসভার বেশ করিতে হইবেক।”

সূর্যকুমার কোন উত্তর না করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পথে ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ভজহরি বলিল, “মহাশয়, কোথায় ব্যস্ত হইয়া যাইতেছেন—সম্রাট্ সভায় যাইবেন না?”

সূর্যকুমার বলিল, “আমি স্বীয় শিবিরে যাইতেছি—বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিব।”

ভজহরি বলিল, “আপনাদিগের স্কন্ধাবার ওদিকে নাই; গড় দখলের পর মহারাজ মানসিংহের আদেশে, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছাউনি রায়গড়ের অশ্বশালার নিকট আনীত হইয়াছে ও অপর সেনারা সকলেই রায়গড়ের ভিতরে আছে। বাহিরে কেবল প্রহরীরা চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। গড়ে যেরূপ অবস্থান হয় এখন তদ্রূপ রীতি চলিয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল, “তবে চল, আমরা অশ্বশালার দিকে যাই।”

সূর্যকুমার ও মালিকরাজ একত্রে পূর্বাভিমুখ হইয়া ত্বরায় শিবিরমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্যকুমারের শিবির দেখিতে পাইয়া বলিল, “সূর্যকুমার, এই যে তোমার শিবির!”

সূর্যকুমার বলিল, “তাই ত! এ যে মহারাজ মানসিংহের শিবিরের পার্শ্বেই পাতিয়াছে।

উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া হস্তপদাতি ধৌত করিয়া যথাযোগ্য বর্ম ও বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছে, এমত সময় নন্দরাম আসিয়া বলিল, “জয়ন্তীরাজার জয় হউক! মহারাজ মানসিংহ আপনাকে সম্রাট্ সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের সঙ্গে কি প্রকার রেষালা যাইবেক, অনুমতি করুন।”

সূর্যকুমার একটু স্থির হইয়া বলিল, “নন্দরাম, এ বিদেশ—আর আমি এখন ত প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হই নাই। এখন আমার রেষালা সঙ্গে লইয়া যাওয়া তত সঙ্গত হয় না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, বলেন কি? আপনি স্বাধীন রাজা, আপনি সম্রাট্সভায় সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের বেশে যাইবেন—ভাল নহে।”

মালিকরাজ বলিল, “জয়ন্তীরাজ, আপনার অদ্য দেশীয় বেশ ধারণ করা উচিত।

সূর্যকুমার বলিল, “হাঁ, তাহাহইলেই তোমরা সকলে আমাকে দেখিয়া উপহাস কর।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আপনাকে উপহাস করে এহেন লোক ভুভারতে নাই। মহারাজ মানসিংহ আমাকে ডাকাইয়া আপনাকে দেশীয় বেশে ও যথোচিত রেষালা সঙ্গে যথাযোগ্য মানে যাইতে বলিয়াছেন। আমিও একশত দীর্ঘকায়, সুদৃশ্য কুকী অশ্বারোহী প্রস্তুত হইতে বলিয়াছি আর আমাদিগের দেশের ভবরুট বাদ্যও প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি,

আমাদিগের দেশের প্রথা, জয়লাভ করিলে, পরাজিত নগরী প্রবেশ করিবার সময় কাতর ও করুণবাদ্য ও ভবরুট ঢক্কা বাজাইয়া থাকি।"

সূর্যকুমার বলিল, "নন্দরাম, তোমার পরামর্শ আমার অবশ্য গ্রাহ্য। আমি এত অল্প বয়সে স্বদেশ ছাড়িয়াছিলাম যে, আমার দেশীয় রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি। যাহা ভাল হয় কর, আমি তোমার পরামর্শ অতিক্রম করিব না।"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আমারা অসভ্য পার্বতীয়—আমাদিগের রুচি প্রাকৃত ও নগতুল্য কঠিন। এক্ষণে দিল্লীর সম্রাটের সভায় যাইতে হইবেক, একান্ত পার্বতপ্রিয় বেশভূষায় এ সমাজে শোভা পাইবেক না। যাহায় বিজাতীয় না হয় অথচ সুদৃশ্য হয়, এমত বেশ করুন।

মালিকরাজ বলিল, "অঙ্গে জালিকাকঞ্চুক, শিরে দেশীয় ঐশিক উষ্ণীয, ও হস্তে কুকী-শেল, পৃষ্ঠে জয়ন্তীখেটিকা ধারণ কর।"

সূর্যকুমার শিবিরের মধ্যে সোপধানপর্পে বসিলে, সৈরিন্ধ্র দিব্য স্বর্ণশৃঙ্খল নির্মিত জালিকাকঞ্চুক অঙ্গে লাগাইল, নীলবর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল; কটিদেশে চিত্রিত উর্ণার কটীবন্ধ বাধিয়া তাহার কৃষ্ণচমরীকলনের পুচ্ছ সম্মুখে ঝুলাইল; জঙ্ঘাপিণ্ড ধূমরপট্টদ্বারা বেষ্টিত করিল; পদে সুদৃশ্য চপ্পলী, মস্তকে ময়ূরের টোপী, তাহে হোমার ও মনালের পক্ষ; কণ্ঠে মুক্তার গোস্তন, তাহার নীচে প্রবালের ললন্তিকা; চমরীকলনের পুচ্ছবেষ্টিয়া স্বর্ণশৃঙ্খলা কটীদেশ শোভিল; পদে রৌপ্যহংসক; শৃঙ্খলা হইতে বামভাগে একটি য্যাকৃশৃঙ্গ ঝুলিতেছে—প্রয়োজন হইলে তূরীর কর্ম দেয়; পৃষ্ঠস্থ জয়ন্তীখেটিকার বামভাগে একটি নাগাপর্বতীয় তূণ, তাহে নিশীত মনালপক্ষযুক্ত কতিপয় কঙ্কপত্র, বামস্কন্ধে ভীমধনু, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুকী শেল। সূর্যকুমার অতি সুদৃশ্য যুবা—এবম্বিধ পার্বতবেশে যেন বটুক ভৈরবের ন্যায় শোভিল!

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমার, তোমাকে দেখিলেই যে জয়ন্তীরাজ বোধ হয়।"

সূর্যকুমার বলিল, "তুমি এখন কি প্রকার বেশ ধরিবে?"

মালিকরাজ বলিল, "আমার আয়ুধিক বেশ শোভিবেক না—আমি সভ্যবেশে যাইব। তোমার সভাসদের ন্যায় তোমাকে অনুসরণ করিব। কেননা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে আমার কোন নির্দিষ্ট পদ ছিল না।

মলিকরাজ সাদা ঢাকাই সবনবের জোড়া পরিল কটীদেশে ঢাকাই ডিমটীর কোমরবন্ধ তাহে দিব্য পেষকবজ লাগাইল, শিরে খিড়কীদার পাগড়ী লইল। সূর্যকুমার একটি মণিপুরের কৃষ্ণবর্ণ উচ্চতর টাটু চাপিলেন, মালিকরাজ একটি পারসীক দেশীয় দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিল। নন্দরাম তাহার একশত কুকী অশ্বারোহী সম্মুখে উপ-স্থিত করিল, তাহাদিগের সকলেরই অশ্বনিগালে কিঙ্কিনী থাকায় একটি অনির্বচনীয় মনো-হর ঝুনুঝুনিধ্বনি উঠিল। অশ্বারোহীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব অশ্বকে স্থির করা-ইয়া স্ব স্ব শৃঙ্গ লইয়া এমত ভীষণ নাদ করিল, যেন প্রলয়হস্তিযূথ গর্জ্জন করিল। অশ্বের

উপর পর্যাণ নাই, মুখে বল্‌গাদিও নাই, কেবল এক একটি উর্ণা রজ্জুর গলপাশ অশ্বের প্রোথদেশে বাগুরাবদ্ধ করিয়া আরোহীর কটীবন্ধে লগ্ন আছে। আরোহীরা প্রায় নগ্ন, আবরণ মধ্যে লঙ্গোটী ও কটীদামন্‌ হইতে কৃষ্ণ চমরীর পুচ্ছ একটী করিয়া ঝুলিতেছে। সর্বাঙ্গ উল্কীতে ভূষিত। কণ্ঠে শত্রু দন্তের মালা, কাহার হস্তে শত্রু কপালের বলয়। অতি ভীষনমূর্ত্তি! শরীর যেমন দীর্ঘ, স্নায়ুও তেমন কঠিন। কাহার ললাটদেশ নাগগর্ব্ভে রঞ্জিত। সকলেরই শিরের অগ্রভাগ উর্ণপ্রভ কেশে শোভিত। কপালদেশে আলম্বিত কাকপক্ষ। শিরোদেশে দীর্ঘ কপর্দ, তাহার উপর দণ্ডকাকের কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ পক্ষ। সকলের অস্ত্র-মধ্যে দীর্ঘ লোমমুষ্টীশেল ও বাম কটীতে প্রশস্ত ধার টাঙ্গী। তাহারা সূর্যকুমারের সম্মুখীন হইয়া শৃঙ্গধ্বনি করিয়া স্ব স্ব টাটু এমত চালাইতে লাগিল যে, দেখিলে অনুমান হয়, অত্যন্ত দৌড়িতেছে, কিন্তু ফলে টাটুগুলি একস্থানে দাঁড়াইয়া খুট্‌ খুট্‌ পদক্ষেপ করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না। ক্ষণেক অশ্ববিদ্যার নৈপুণ্য দেখাইয়া স্থির হইল, সূর্যকুমার স্বীয় শৃঙ্গ লইয়া বলে বাজাইয়া অগ্রসর হইলেন। মালিকরাজ দক্ষিণ পার্শ্বে ও নন্দরাম বাম পার্শ্বে চলিল। কিছু দূর যাইতে যাইতে কুকী অশ্বারোহীরা চক্রাকারে তিন জনকে বেষ্টন করিয়া এমত চক্র গতিতে চলিল, যে তিন জনের গতি কণামাত্রেও রোধ হইল না, অথচ সর্বদাই তাঁহারা কুকী সেনাচক্রের মধ্যে রহিলেন। এবম্প্রকার সজীবচলৎ অশ্বারোহীআবর্ত-মধ্যগত সূর্যকুমার মালিকরাজ ও নন্দরাম যেন ভৈরব মধ্যে উমাকান্ত শোভিল! আবর্ত্তের বহির্ভাগে সকলের অগ্রে ছয় জন কুকী পারিক করুণস্বরে বংশিধ্বনি করিতেছে, তাহার পশ্চাতে কিঙ্কিণী ধারী ছয় জন, তাহার পশ্চাতে ছয় জন ভবরুট বাজাইতেছে—অদ্ভুত দৃশ্যে আক্রান্ত গ্রামকুট ও ভটমণ্ডলী, যেন ভীম বঙ্গব্যাঘ্রের দৃষ্টি-আহত কপিচয়, যেন অজগরের নয়নাকৃষ্ট পক্ষিচয়, যেন ঐন্দ্রজাল-বেষ্টীত নির্বোধ মণ্ডলী কাহার বাঙ্‌নিস্পত্তি নাই, যেন কাহার শ্বাস বহিতেছে না। কেহই এ অপরূপ কখন দেখে নাই, ও অশ্বারোহী আবর্ত্তগত প্রধানত্রয় কাহারা, সে ব্যক্তি-জ্ঞান নাই। ক্রমে ভটযাত্রা যত সভামন্দিরের সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই লোকজনতা বৃদ্ধি পাইল রাজমার্গের উভয়পার্শ্বে পদাতিশ্রেণী—মধ্যে মধ্যে ধ্বজা ও পতাকা। কেহবা রূপা বা সোণার আশা, কেহ সোঁটা, কেহ পঞ্জা, কেহ মৎস্য লইয়া কেহবা সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কদলী তরুর নিকট দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের নিকটে গাণিক্য-মণ্ডলী—সুবেশা সুস্তনী গণিকাগণ সুন্দর বস্ত্র পরিধীত হইয়া কেহ শঙ্খবাদন করিতেছে, কেহবা উলুলবো' গাইতেছে, কেহবা শ্রী, স্বস্তি, প্রশস্তপাত্রাদি হস্তে লইয়া মঙ্গল দর্শন করাইতেছে। পতাকাধারীর মধ্যে জনৈক সূর্যকুমারের আগমন দেখিয়া পতাকা উঠাইল। তাহার দৃষ্টান্তে সকল পতাকাধারী পতাকা উঠাইলে, প্রতোলীপ্রাকারস্থ পতাকা-ধারী পতাকা উঠাইল, অমনি একটি তোপধ্বনি হইল, ক্রমে পঞ্চাশটি ধধুপ ছুটিতে ছুটিতে—সূর্যকুমার সভামন্দিরের দ্বারে প্রবেশ করিলেন। কচুরায় অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলে সূর্যকুমার স্বীয় অশ্ব হইতে এক লম্ফে অবতীর্ণ হইলেন।

এ দিকে তাঁহার কুকী সেনারা দুই পংক্তি হইয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল! সূর্য্যকুমারের হস্ত ধরিয়া কচুরায় বলিলেন, "ভাই সূর্য্যকুমার, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এটি তাঁহার স্বীয় দোষে ঘটিল,—তিনি যদ্যপি রায়গড় পরাজয়ের পর এ স্থান ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত; দিল্লীশ্বরের যেরূপ পরুষ আদেশ—তাঁহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইবে। আমি মহারাজ মানসিংহের নিকট করুণ ব্যবহারের জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিব। কিন্তু ছত্রধারী রাজার বন্দী হওয়াই যথেষ্ট। চল, এখন সভা আরম্ভ হইয়াছে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "মহাশয়, পূর্ব্বে আমার যেরূপ প্রবৃত্তি থাকুক না, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পরাভবে এখন বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বঙ্গের একটি বীর নিপতিত হওয়ায়, অদ্য বঙ্গের স্বাধীনতা উন্মূলিত হইল! মহারাজ মানসিংহ রাজওয়াড়ার লোক—বঙ্গের জন্য তাঁহার এত দরদ নাই। হায়! আমাদিগের স্বেষ্ট চিন্তাত্যাগ করিয়া যদ্যপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহাহইলে যুদ্ধে জয়ী হই, বা না হই, মনের এরূপ মালিন্য জন্মিত না। আমাদিগের স্বার্থপরতাই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিল! মহারাজ আমার পৈত্রিক রাজ্য হইতে আমাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন; আধুনিক অনুপযুক্ত জনৈক দস্যুকে সিংহাসনে বসাইলেন; জনপ্রবাদ—আমার পিতার মৃত্যু ও মাতার মনব্যথার কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্য!—যাহা হউক, এ সকল স্বেষ্টবাক্য বিস্মৃত হইয়া যদ্যপি আমরা তাঁহার দলভুক্ত হইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধমৃত্যুতে স্বর্গ হইত সন্দেহ নাই।"

কচুরায় বলিলেন, "ভাই, আমিও ক্ষুদ্রচেতা—আমার পিতৃবৈর নির্য্যাতনেচ্ছায় ও পিতৃরাজ্য লাভের উদ্দেশে,—আমার রাজ্যই বা কেন তালুকদারী বলিলে হয়, কেননা প্রতাপাদিত্য ইদানী কাহাকেও কর দিতেন না—কিন্তু আমি কর স্বীকার করিয়া ও যতদিন জীবিত থাকিব, দিল্লীশ্বরের ভর্ত্তুতাঙ্কিত হইয়া কাটাইব মানস করিয়াছি—সামান্য বিষয়াশায় দেশের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলাম! আমার কুবুদ্ধি! যদি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করিতাম, তাহাহইলে একদিন মোগলসেনার সহিত যুদ্ধে অস্ত্র তুলিয়া বঙ্গোদ্ধারের উদ্যম করিতাম! যাহা হউক, এখন দিল্লীশ্বরের সুগ্রহে বঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত। এখন সকলেই আমোদে দিল্লীর শৃঙ্খল আপন আপন গলদেশে লাগাইলাম। আমরা পামর! স্বীয় ভ্রাতৃ ও সুহৃদের কণামাত্র দৌর্ব্বল্য সহ্য করিতে পারিলাম না, কিন্তু ম্লেচ্ছ দিল্লীর পদনত হইতে আত্মাকে চরিতার্থ মানিলাম!"

সূর্য্যকুমার বলিল, "রামচন্দ্ররায় এখন কি কারাগার হইতে মুক্তি পাইবেক না? তিনি এখন কোনভাবে অবস্থান করিবেন?"

কচুরায় বলিল, "আমি যখন তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারে আসি, তখন পথে জনৈক যশোহরের সমাচারবাহক গুপ্তগতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মহারাজ

মানসিংহের নিকট যাইতেছিল। তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম ;—অদ্য, কি গত রাত্রিতে, সে নিশ্চয় বলিতে পারিল না, কেননা গুপ্তগতি নিকটস্থ অপর গুপ্তগতির প্রেরিত—রামচন্দ্ররায় এখন বন্দী নাই ; তিনি স্বরাজ্যে গিয়া সিংহাসনে আসিন হইয়াছেন। যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত, গোবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজপুরুষ প্রতাপাদিত্যের শাসন অন্যথা করিয়া স্বয়ং রাজলিঙ্গাদি ধারণ করিয়া রাজকোষ দখল লইয়াছে ; যদি এ কথা সত্য হয়, তাহাহইলে বঙ্গ একেবারে উচ্ছিন্ন গেল!”

সভা প্রবেশমাত্র নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “জয়ন্তীকাসিয়া নাগ, হিমাচল পূর্ব্বভাগ ভোটচীন সন্নিহিত দেশ। বৌদ্ধমধ্যে অগ্রগণ্য, বৈষ্ণবের মহামান্য, শিবচন্দ্র রাজা ধন্য, তার পুত্র তেজ দেখি সূর্য করে দ্বেষ। সূর্যকুমার নাম ধরি সভায় উদিত। সভ্যগণ মান্য কর তার সমুচিত। সঙ্গে চলে বঙ্গরাজ, বসন্তরায়ের পুত্র শ্রেষ্ঠ বীরবর। পরাজিয়া শত্রুদল, প্রচারিয়া নিজ বল, রাখিল পিতার নাম কৃষ্ণবর্মধর।” সভাস্থ সকলে, স্ব স্ব আসন ত্যাগ দিয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ মানসিংহও স্বীয় আসন হইতে উঠিলেন। কচুরায় কিঞ্চিৎ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিয়া সূর্যকুমারকে ইঙ্গিত করিলে, সূর্যকুমার সমাগত সম্ভ্রান্ত সভ্যপংক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মন এরূপ সম্মানে পুলকিত হইল ; মনে মনে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে প্রণামকরতঃ রাজপদবিক্ষেপে মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। সূর্যকুমারের সাহঙ্কার ও বীরগতি,—প্রশস্ত, উন্নত বক্ষঃস্থল,—উদার বীরনয়ন দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। মানসিংহ তিনপদ অগ্রসর হইয়া সূর্যকুমারকে কোল দিলে, সূর্যকুমার আলিঙ্গন করিয়া তাহার জানুদ্বয় স্পর্শ করিলেন। মানসিংহ পশ্চাতস্থ কচুরায়কে কোল দিলেন। কচুরায় ও জানুদ্বয় স্পর্শ করিল। পরে সূর্যকুমারকে আপনার দক্ষিণস্থ আসনে বসাইয়া কচুরায়কে বামের চতুর্থ আসনে ঈঙ্গিত করিলেন। কচুরায় স্বীয় আসনে আসীন হইলেন। ক্রমে সমস্ত সভ্যেরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিল।

মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণে সূর্য্যকুমার, মহারাজ মানসিংহের বামে ঢাকার নবাব। সূর্যকুমারের দক্ষিণ উড়িষ্যার মন্ত্রী। ঢাকার নবাবের বামে বর্দ্ধমানাধিপ। উড়িষ্যার মন্ত্রীর দক্ষিণে গৌড়ের নবাবের ভ্রাতষ্পুত্র। বর্দ্ধমানের বামে ভবানন্দ মজুমদার ও তাহার বামে কচুরায়। দিল্লীর অপরাপর রাজপুরুষেরা যথাস্থানে আসীন হইল। মহারাজ মানসিংহ আসীন হইলে কতিপয় ধধুপ হইল। তাহার পর সভা মন্দিরের দ্বারে নহোবত বাজিল ও চারিজন সুবেশা সুন্দরী যুবতী নটী আসিয়া সভার সম্মুখে গান অরম্ভ করিল। ক্ষণেক বাদ্যাদিও নৃত্যগীত হইলে, মানসিংহের ইঙ্গিতে জনৈক সভ্য উঠিয়া পান লইয়া নটীর সম্মুখে ধরিলে তাহারা শির নোয়াইয়া পান লইয়া চলিয়া গেল। আবদার গোলাপ লইয়া স্বর্ণনির্ম্মিত বৈঠকী দমকলদ্বারা চারিদিকে পাটলামোদরম্য জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। সভাস্থ বিচিত্র কবজধর শূরগণ, মহাবীর্য, পরাক্রমশালী, বিচিত্র ধ্বজকার্ম্মুকী, বিচিত্রাভরণোপেত বিচিত্র রথবাহন, বিবিত্র স্রগ্ধর, বিচিত্রাম্বরভূষণ শত-

সহস্রবীর স্বদেশবেশাভরণ ভূষিত হইয়া ও সেনাপ্রণেতারা যেন ভূত পঞ্চক ব্যথিত করিয়া, যেন মেদিনীকে কম্পান্বিত করিয়া বসিয়াছে। ইঙ্গিতমাত্রে একটি তূরী বাজিল, সভা নীরব হইল, ক্ষণেকে জনৈক পেষাদার দক্ষিণ বাহু উত্তোলনে আসিয়া শির নোয়াইয়া মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আকবর হো আল্লা!" সভাস্থ সকলেই মধুরস্বরে "আকবর হো আল্লা" বলিয়া প্রতিশব্দ করিল। সকলে নিঃশব্দ হইলে পেষকার একখণ্ড দীর্ঘকাগজ বাহির করিলে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন. "পেষকার জি, সভা আরম্ভ কর।"

পেষকার বলিল, "আকবর হো আল্লা! দিল্লীশ্বরের জয় হউক, যাহার শাসন ভারত-ভূমের উত্তরখণ্ড দেবস্থান হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজসভায় অগ্রগণ্য ও দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও প্রধান সেনানী মহারাজাধিরাজ মানসিংহের জয় হউক। সমাগত দেশবিদেশস্থ ছত্রধারী, সম্ভ্রান্ত, মান্য ও গণ্য আমীর ও ওমরাওগণের জয় হউক। সচিব আমাত্য· দশহাজারী ও পঞ্চহাজারী সওয়ার ও পদাতির জয় হউক। দিল্লীর কেতু অতিক্রম করিয়া সূর্যদেব উদিত হন না। দিল্লীশ্বর যে রাজ্যের পালক তথায় অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি প্রজাপীড়ক ইতি দৃষ্ট হয় না। মহারাজ মানসিংহ দিল্লীর ফরমান পাইয়া বঙ্গে ফিরিঙ্গীকণ্টক উৎপাটন করতঃ শান্তি সংস্থাপন করিলেন। বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর পতাকা রায়গড়ে পুনরায় স্থাপন করিলেন। এখন সমাগত জনসমাজে মহারাজ মানসিংহের রাজ্যনায়সম্বন্ধে আদেশ ভাটমুখে রাটীতে স্বরায় প্রচারিত হইবেক ও দুষ্ট রাজবিদ্রোহী, স্বজন আত্মীয় পীড়কের শাস্তি হইবেক। সমাগত সমাজ তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন।" পেষকার শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল।

অনঙ্গপালদেব সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বয় উঠাইয়া বলিলেন, "মহারাজ মানসিংহের জয় হউক। আমি মহারাজ বসন্তরায় বাহাদূরের প্রধান সচিব, তাঁহার জীবদ্দশায় রায়গড়ের কিলেদার ছিলাম। তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষীদ্বয়ের অনুমতি মতে রায়গড়ে শান্তিরক্ষা, দুষ্টদমন ও রাজ্যপ্রবাহ চালাইয়া আসিতেছিলাম। আজ তিনদিন হইতে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যোগে, ফিরিঙ্গী সাহায্যে, অত্রত্য রাজকন্যা ইন্দুমতী দেবীর হরণ ও পরেই প্রতাপাদিত্যের দ্বারা বিনা যুদ্ধে রায়গড় অধিকৃত হয়। গতরাত্রি মহারাজ মানসিংহের বলে, দুষ্ট প্রতাপাদিত্য পদচ্যুত হইয়া গড় স্বাব্যস্থ হইয়াছে, এক্ষণে গড় সম্বন্ধে মহারাজার যেরূপ অনুমতি হয়।"

অনঙ্গপাল দেব বসিলেন, সভা নীরব হইল। সকলেই মহারাজ মানসিংহের দিকে চাহিল। মহারাজ কোন উত্তর না দিয়া হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে জনৈক দিল্লীর সেনানী আসিয়া করপুটে বলিল, "মহারাজার জয় হউক! রায়গড়ের কলত্রের দক্ষিণ দিকের সুড়ঙ্গের বহির্দ্বারে উগ্রসেন চণ্ডালের অনুচরের দ্বারা যশোহরাধিপ মহারাজাধিরাজ অমিতবিক্রম প্রতাপাদিত্য রায় বন্দী হইয়াছেন—দ্বারে অবস্থান করিতেছেন!"

মানসিংহের উজীর বলিল, "হুজুর! এই প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দিল্লীশ্বরের নিকট বহুল শেকায়েৎ দাখিল হইয়াছে, ইহার উপর বহুসংখ্যক দোষারোপিত হইয়াছে। ইনি ইহার পিতৃব্য-পুত্রকে নষ্ট করণাভিলাষে আক্রমণ করিলে, তাহার ব্রাহ্মণী ধাত্রী——"

ব্যস্তবেগে রেবতী অলুলায়িত কেশা হইয়া প্রবেশ করিল ও তাহারই পশ্চাৎ লৌহ-বলয়-বদ্ধ-কর মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য সৈনিক বেষ্টিত হইয়া সম্মুখীন হইলেন। রাহুগ্রস্থ রবি দর্শনে কাহার না মন টলে!

সভায় রেবতীর অকস্মাৎ প্রবেশ ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের হীনাবস্থ দেখিয়া সকলেই সিহরিল! অতি পরুষ-হৃদয় মুসলমান উজীরও বাক্যহীন হইল। যাহার প্রতাপে বঙ্গে সকলেই ভীত ও কম্পান্বিত হইত, সেই দ্বাদশ-ভৌমিক-চূড়ামণি প্রতাপাদিত্য লৌহবলয়-বদ্ধকর হইয়া মানসিংহের সম্মুখীন! যেন তেজঃপুঞ্জ লুপ্তপুচ্ছ ধূমকেতু সবিতৃসন্নিহিত হইল ও হিরণ্ময়বপু মানসিংহের কৃষ্ণরজস দেখা দিল। বন্দীপ্রতাপাদিত্যের-জ্যোতি পদস্থ-মানসিংহকে আবরিল। বিধাতা কি বলবান! তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই!

ক্ষণেক নিরব হইলে রেবতী বলিল, "যম দণ্ডের জয় হউক,—বাহন মহিষের শৃঙ্গ বৃদ্ধি হউক,—ভূতপ্রেত সানন্দে নৃত্য করুক,—পিশাচী ও রাক্ষসী অট্টহাস করুক,—প্রলয়বায়ু প্রবাহিত হউক,—যুগান্তরের দ্বাদশাদিত্য উদিত হউক,—দশদিক দগ্ধ হউক,—সূর্য স্নিগ্ধ হউক,—ব্রহ্মাণ্ড ভস্মাবশিষ্ট হউক! আমি পাগলিনী ব্রাহ্মণী—নামে রেবতী চিরজীবী! আমার মৃত্যু নাই, আমার শোক নাই, আমার মন নাই, আমার মান নাই, ধনত মূর্খের বল—কিন্তু সংসারের মূল! মহারাজ আমি পাগলিনী, আমি অভাগিনী, আমি অনাথিনী, আমি সর্বনাশী!—আমি বসন্তরায়কে খাইয়াছি, আমি তাহার কর্ণে বিষনিয়োজন করিয়াছি, আমি তাহার মহিষীর উপর কুদৃষ্টি করিয়াছি, আমি আবার তাহাকে শকলীভূত করিলাম! আমি কচুবনে ছিলাম, কচুরায় আমার শোণিত শোষিয়া বাঁচিত। মহারাজ, আমার এখন জ্ঞান আছে, আমাকে নিতান্ত ঘৃণা করিবেন না। আমি সমস্ত অবগত আছি,—জনসমাজে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু দুরাত্মার লজ্জা নাই, ধর্মভয় নাই—ইন্দুমতী তাহার কন্যা, মহারাজ শিবচন্দ্ররায়ের অকালমৃত্যুর পর তাঁহারই মহিষীর গর্ভে এই কন্যা জন্মে; পাপ নরাধম এই কন্যার মাতার উপর কুদৃষ্টি করিয়াছিল, আবার সেদিন এই কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে!" সমাজ সিহরিল ও একটি প্লুতবাকার শব্দ চারিদিকে পুরিল। "গত রাত্রিতে কদাচারী বিমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করে ও আমার বন্দুকের গুলীতে বিমলার মন্দিরস্থ বারুদ রাশি প্রজ্বলিত হইয়া মন্দিরটি শকলীভূত হইয়াছে। বিমলার শব সঙ্কলিত করিয়াছি, এক্ষণে একবার নরাধমকে সেই ব্যবচ্ছিন্ন শব প্রদর্শন করান।" এই কথা বলিয়া রেবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িল। কচুরায় ব্যস্তে তাহাকে উঠাইয়া আপন ক্রোড়ে শুয়াইলে, সূর্যকুমার তাহার নেত্রে গোলাপ সিঞ্চন করিতে লাগিল।

মানসিংহ বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য, আপনার বিপক্ষে যে সকাম্বরগর্জ্জন রোপ করা হইল, তাহায় আপনার বক্তব্য কি ?” ক্ষুদ্র

জনৈক প্রহরী বল্লভ গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। এদিকে কচুরায় ও সূর্যকুমারের শুশ্রূষায় রেবতী সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, “কচুরায়, কল্য প্রাতে যে পত্র পাইয়াছিলে তাহা পাঠ কর।”

কচুরায় স্বীয় বর্ম্মমধ্য হইতে বর্দ্ধমানাধিপের মুদ্রাচিহ্নিত একখানি পত্র বাহির করিয়া মৃদুস্বরে পাঠ করিলে, সভ্যেরা চমৎকৃত হইয়া শুনিতে লাগিল। বর্দ্ধমানাধিপ শূন্য-দৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন। এমত সময় অপর কয়েকজন প্রহরী হজুরমলের গলদেশে লৌহময় শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া আনিল। ক্রমে পত্রটি সমগ্র পঠিত হইলে মানসিংহ বলিলেন, “ইনিই কি সেই বিষবাহক হজুরমল ?” কেহ কোন উত্তর করিল না। ক্রমে সভামণ্ডপে ইন্দুমতী, প্রভাবতী, অরুন্ধতী প্রভৃতি সকলে আসিয়া এক এক আসনে উপবিষ্ট হইল।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য, এ সকল বিষয়ে মহাশয়ের কিছু বক্তব্য থাকে, প্রকাশ করুন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমার এখানে কিছুই বক্তব্য নাই—এ যথোচিত স্থানও নহে। তবে অকারণ বল্লভ গুরুমহাশয়কে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে—তাহার কণামাত্র দোষ নাই, সে অজাত বালকের ন্যায় নির্দোষী !”

মানসিংহ হজুরমলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক, প্রস্তুত হও।” কচুরায়কে ইঙ্গিত করিয়া সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, “রাজকুমার ! দিল্লী-শ্বরের আদেশ মতে আমি তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম, তুমি রায়গড়ের অধিপতি হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করতঃ কালযাপন কর।” সূর্যকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সূর্যকুমার সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিংহ বলিলেন, “জয়ন্তী-রাজ! তোমার পৈত্রিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন কর ; পরে আমাদিগের মন্ত্রী পাঠাইলে, তথায় তোমার সহিত দিল্লীশ্বরের কপালসন্ধি প্রস্তাব করিব।” সূর্যকুমার আলিঙ্গন করিল। পরে মানসিংহ বলিলেন, “অদ্য দিল্লীশ্বরের আদেশমতে বর্দ্ধমানা-ধিপকে তাঁহার অধিকারের রাজত্ব তাহাকে নিবূঢ় করিয়া দিলাম। বাক্‌লার রাজ্যে মহারাজ রামচন্দ্ররায় গতকল্য পুনরভিষিক্ত হইয়াছেন ; তাঁহাকে সেই রাজ্যে দিল্লী-শ্বরের পক্ষ হইয়া সম্ভাষণ পাঠাইব। যশোহরের দক্ষিণ-পূর্ববিভাগ বাক্‌লা ভুক্ত হইল ও দক্ষিণ-পশ্চিমবিভাগ রায়গড় ভুক্ত হইল। বিদ্রোহী, অন্যায়রাজলিঙ্গধর গোবর্দ্ধন বধার্হ হইল। নিজ যশোহর বিজয়কৃষ্ণের তালুক হইল। অনঙ্গপালদেব সরকারহোগলার অধিপতি হইলেন। সনদ্বীপের রাজত্ব বরদাকণ্ঠের পিতাকে রাজা রামচন্দ্ররায় দিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, দিল্লীশ্বরের আদেশমতে বাক্‌লার অধীন হইয়া বৈদ্যনাথ সনদ্বীপের আধিপত্য পাইল। বল্লভ নির্দোষ, অনুমান করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ

মানসিধয়ে কোন অনুমতি দিলাম না; দুই চারি দিবসে তৎসম্বন্ধে আমার বাহা বহুল দেয় প্রকাশ হইবেক। অদ্য সভা বরখাস্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অংশেষুবঃ ঋষ্টয়ঃ পৎসুখোদয়ো বক্ষঃসু রুক্মাঃ মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নি ভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃশীর্ষসু বিততাঃ হিরণ্ময়ীঃ॥

"বামের লগী সামাল!" "গলুইয়ে কে আছ দড়ি টানিয়া বাঁধ!" "কুপকের খীলে দড়ি দাও।" "লগি ভাঙ্গিল আর নৌকা থাকে না।" সোঁ সোঁ করিয়া মরুদগণ গম্ভীর-স্বরে ডাকিতেছে, ফর ফর করিয়া নৌকার চালের খড় উড়িতেছে। মড় মড় করিয়া ছাপ্পরের বাঁকারী সব কাঁদিতেছে। কোঁ কোঁ করিয়া বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ। হু হু করিয়া বায়ুবেগ পালে লাগিয়া নৌকার কূপক ঝুঁকিয়া পড়িল। সামাল সামাল শব্দ চারিদিকে রটিল। নৌকা কাত হইয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। জলের উচ্চ উর্মী যেন ছুরী দিয়া কাটিল--যেন নব উত্থিত চড়ার উপর প্রকাণ্ড ফালের লাঙ্গল বায়ুবেগে চলিল। জল কল কল শব্দে কাটিতে লাগিল; মাঝে মাঝে চটাশ চটাশ শব্দে নৌকার গোলুই আছাড় খাইতেছে! দণ্ডধারক উঠিয়া দাঁড়াইল। আর দণ্ডে জল পায় না! নৌকা আরও ব্যস্ত হইল, কর্ণধার দণ্ড ধরিতে হুঙ্কারিয়া আদেশিল। দণ্ডধারকেরা পুনঃ বসিয়া কটীদেশ বাঁকাইয়া পদদ্বয় দীর্ঘ করিয়া মাথা নোয়াইয়া বলে দণ্ডক্ষেপণ করিল, কিন্তু নৌকার উন্মত্তনৃত্যে ক্ষেপণীর অগ্রভাগও জলস্পর্শ করিল না। ভীমবেগে একটা বায়ুর দমকে নৌকার চালের খড় ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল, কেবল বাঁকারীর বাতাগুলি রহিল। সেই দমকে মড় মড় করিয়া কূপক ভাঙ্গিয়া গেল। পাল জলে গিয়া পড়িল। নৌকা একেবারে মুখ ফিরাইয়া তীরের দিকে ভাসিল। তীরে তুফান ভয়ানক! এতক্ষণ মরুদগণই দেখা যাইতেছিল, এখন তাহাদিগের পিতা রুদ্রদেবও সহায়তা করিলেন। অন্তকালে সকলকেই রোদন করাও বলিয়া তোমার নাম রুদ্র। আড়ুলীর বাঁশ ঝাড় সহিত প্রকাণ্ড মাটীর চাঁই জলে ভীষণ শব্দে পড়িল। বায়ুর গোঁগ্‌ধ্বনিতে কিছুই শোনা যায় না। বৃষ্টীর ঝাপটে কিছুই দেখা যায় না। মচাৎ করিয়া নৌকার হালসি ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ণধার ভগ্ন কর্ণখণ্ড হস্তে করিয়া জলে পড়িয়া গেল—বেগসম্বরণে অক্ষম। নৌকা ঘুরিতে লাগিল। গতিক দেখিয়া দণ্ডধারকেরা কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায়—জীবহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় নৌকায় বসিয়া রহিল। সূর্যকুমার মল্লকচ্ছ পরিয়া অনাবৃত দেহে নৌকার উপর পদদ্বয়বিস্তারিয়া দাঁড়াইল। নন্দরাম ও মালিকরাজও মল্লকচ্ছ পরিধীত। ভাগীরথীর জল আলোড়িত হইতেছে। এখন জল বলিয়া বোধ হয় না। প্রতি ঢেউ আঘাতে নৌকার তল যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। নৌকার প্রতি

তক্তা-ফলক ঊর্মীবেগে জর্জ্জরিত, প্রতি কাঁটা—শিথিল, রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন। বায়ুরগর্জ্জন জলের কলরব, নৌকার অঙ্গনিকরের মচ মচানি—। বায়ুবেগে ঊর্দ্ধদেশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সপল্লব উড়িয়া যাইতেছে ও জলে পড়িলে প্রায় চতুর্দিক উৎপ্লুত-জল-কণায় আবৃত হইতেছে। সূর্যকুমার বলিলেন, এত বড় ভীষণ দুর্যোগ! কর্ণধার কোথায় ?"

নন্দরাম বলিল, "কর্ণধার কোথায় দেখিতে পাই না। কিন্তু নৌকার হাল নাই, ভাঙ্গিয়া গেছে, তাই নৌকায় এত ধাক্কা ও নৌকা এত ঘুরিতেছে।"

সূর্যকুমার "কূপকও উড়িয়া গেছে আর ক্ষণকাল এ প্রকার থাকিলে নৌকা চূর্ণীকৃত--" বলিতে বলিতে নৌকাটি তীরের কাছাড়ে আছাড় খাইল, অমনি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। নৌকাস্থ নাবিক কি চড়নদার কাহাকেই দেখা গেল না। ঝড়েরবেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন নদী আর জলের প্রবাহ নহে—কেবল শুভ্রবর্ণ তুলারাশির নৃত্য। এদিকে তীরে আড়লী ও কাছার এত ভাঙ্গিতে লাগিল ও এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃৎখণ্ড—সবৃক্ষ, সবংশ, সতরু, সগৃহ, সদ্বার জলে নিপতিত হইতে লাগিল ও জল এত উথলিল যে, তীরস্থ গ্রামের উপর দিয়া বেগে উর্মী দৌড়িল। কায়সানের মটকা ও চাল উর্মীতে ভাসাইয়া লইয়া গেল। জলের পরমাণুচয়ে পরস্পরের বেগ ঘর্ষণে যেন পবমানাগ্নি উত্তেজিত হইল, কেন না জগৎব্যাপ্ত জলকণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছুটিল। পীঠরমস্থিত তরুকণাইবা কি আলোড়িত হয়—জলের আলোড়ন একান্ত অপূর্ব প্রতিমা! বৃহৎ উর্মীগুলি কেহ গড়াইয়া, কেহ উল্টাইয়া, কেহ আঘাতপ্রাপ্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শুভ্রীকৃত হইয়াছে। পবনের বেগে পৃথিবী ও আকাশ জীবশূন্য! অদূরে একটা আবর্তমান জলস্তম্ভ—যেন প্রাক্তনকালের জলোকার ন্যায়, যেন যাতুধানের ন্যায় যেন সজীব বিরাট রর্জ্জুর ন্যায়, নদীর জলকে ভীমাকর্ষণে শূন্যমার্গে তুলিতেছে; তাহার শোষণবেগে মৎস্যাদি ও ভাসমান নৌকাখণ্ড উর্দ্ধে চলিতেছে। সংসার রক্ষা হয় না। পৃথ্বী বায়ুবেগ ধারণে অক্ষম! যেন ভূমিকম্প হইতেছে। শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়! বেগে মৃৎশায়ী দূর্বা উন্মূলীত হয়! পবনবরুণবিপ্লব কি ভয়ানক! তরল পদার্থ জল, কাঠিন্যে নীললোহ হইতে দৃঢ়. স্থিতিস্থাপকে বায়ু হইতে সূক্ষ্ম। তরলতম পবন সঞ্চালনে সুখসেব্য—কিন্তু যখন প্রলয় প্রবাহে বহে, তখন গিরিশিখর ভূমে পাতিত হয়, তখন প্রবীণ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেন মূলকের ন্যায় উৎপাটিত হয় আর তাহার সহিত এত মৃত্তিকা সমুত্থিত হয় যে, মাসাবধি বিশজনে পরিশ্রম করিলে, এত মৃত্তিকা উঠাইয়া গর্ত করিতে পারে না। বায়ু বহিতেছে, পবন যেন উন্মত্ত, জ্ঞানরহিত। পূর্বের বায়ু পশ্চিমে ও উত্তরের বায়ু দক্ষিণে দৌড়িতেছে আবার উর্দ্ধের বায়ু অধোভাগে আহত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড, সপল্লব, সশাখ, সমূলনিচয় সমৃৎরাশি তিন্তিরীবৃক্ষ দুই তিনবার আবর্ত বায়ুতে প্রলোড়িত হইয়া উর্দ্ধে শূন্যমার্গে উঠিল। একি ইন্দ্রজাল! স্বস্থান হইতে দুইরশি দূরে অধঃশাখ উর্দ্ধমূল হইয়া পড়িল, আবার পবন পরক্ষণেই তাহাকে মৃৎশায়ী করিল।

ইহাতেও নিস্তার নাই। কতকগুলি শাখা যেন ছিড়িয়া দূরে উড়িয়া পাড়ল। বৃক্ষস্থ কপিযূথ যথাসাধ্য বলে শাখাচয় হস্ত চতুষ্টয়ও লাঙ্গুলবেষ্টনে ধরিয়াছিল, কিন্তু তনয় বলিয়া পবন তাহাদিগকে অম্লবৃক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইল। তাহারা শাল্মলীর প্রস্ফুটিত, ফল মধ্যস্থ, তুলরাশির ন্যায় শূন্যে উড়িল ও যে যেখানে পড়িল সেইখানেই পশুজন্ম ত্যাগ করিয়া গন্ধর্বজন্ম লাভ করিল। কেহবা অপর বৃক্ষের স্কন্ধে আহত হইয়া ছিন্নগ্রীব, ছিন্নবাহু বা ছিন্নকটী হইয়া পরলোক গমন করিল। কপিচয়ের কাতরধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সে ধ্বনি ক্ষণিক, কেননা এখন আর কিছুই শুনা যায় না। প্রথম বেগেই বায়সাদি পক্ষী বলি আহত হইয়াছে, এখন মর্কট বানরও পবনসেবায় গত। ভাগীরথীর জল, আকাশের বাষ্প, প্রবল বায়ুবেগে একীকৃত হইয়াছে, কি ভীমবাত্যা! প্রকৃতি পরিবর্তিত আলোড়িত ব্যথিত ও বিকৃত। বিরাটমূর্তির উদয়! বৃক্ষ ভঙ্গের শব্দ, বায়ুর গর্জ্জন, জলের কলরব, কিছুই শুনা যায় না। আকাশ অনির্বচনীয় গোঁগ্রাণিতে পূর্ণ। মেঘের আকার নাই। দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। বায়ুর বেগ অতীব তীক্ষ্ণ কিন্তু পৃথ্বীতে আলোক নাই—অন্ধকারও নহে; দিঙ্মণ্ডল অবর্ণনীয় জ্যোতিতে পূর্ণ—যেন খমণ্ডলে দাবানল, যেন সমুদ্রে বাড়বানল! ঘূর্ণাবায়ু জগৎ ব্যাপিয়াছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে বটে কিন্তু ভয়ানক বাত্যায় বৃষ্টির ধারা ভঙ্গ হইয়া কণাকারে চারিদিকে ছুটিতেছে। কত ঘরের চাল বায়ুর বেগে জলশায়ী হইয়া আবার স্রোতে ভাসিতেছে, তাহার উপর বংশাবশিষ্ট অনাথ বালক, চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে শব্দ নাই, স্পন্দরহিত হইয়া মটকার বাতা অমানুষীদাঢ্যে ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ক্রমে বায়ু দক্ষিণ বাহি হইল। ক্রমে বায়ুবেগ হ্রাস হইল। ক্রমে দমকে দমকে দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় বহিল। ক্রমে বৃষ্টি প্রকৃতিস্থ হইয়া মুষলধারে নিপতিত হইতে লাগিল। বায়ুরবেগ কিঞ্চিত হ্রাস হইল বটে কিন্তু ভাগীরথীরজলের বেগ এখনও কিঞ্চিন্মাত্র শাম্য হইল না বরঞ্চ আর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলার স্রোত কিছু সুখসাগর পর্যন্ত অনুভব করা যায় না কিন্তু অদ্য ভাগীরথীর জল এত স্ফীত হইয়াছে ও উত্তর বাহিনী স্রোত ঊর্মী ও তরঙ্গসহ এত বেগে ছুটিতেছে যে অনুমান হয়, লবণাব্ধি উথলিয়াছে, তাহার কুল আর তাহার জলরাশি ধারণে অক্ষম—যেন বরুণ দেঁব পাতালদেশ স্ফাটিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। স্রোতে কতশত গ্রামোপস্কর ভাসিয়া চলিয়াছে—তাহায় প্রশস্ত ভাগীরথী আবৃত। এদিকে সূর্যকুমার ভগ্নতরির কাষ্টফলক আশ্রয় করিয়া নির্জীবশবাকারে ভাসিতেছে ও প্রতিহিল্লোলে ফলকসহিত তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। জলের তীক্ষ্ণ টান, প্রতিবার অনুমান হইতেছে যেন ফলক হইতে কর শিথিল হইল ও সূর্যকুমার জলে ডুবিল। অদূরে নন্দরাম অপর একটি কাষ্টফলক আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য সন্তরণ করিয়া সূর্যকুমারের দিকে যাইতেছে। জলের তরঙ্গে একবার নন্দরাম অভিভূত হইয়া মগ্ন হইতেছে, আবার তাহারই পরে বেগে

বক্ষঃদেশ পর্যন্ত জাগাইয়া উঠিতেছে। ক্রমে নন্দরাম সূর্যকুমারের পৃষ্ঠদেশে হাত লাগাইল। সূর্যকুমার কিন্তু স্পন্দ রহিত। নন্দরাম ক্রমে সূর্যকুমারের দামন বামহস্তে ধরিয়া সূর্যকুমারের শরীর জাগাইয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। দীর্ঘশ্রমক্লান্ত নন্দরাম ক্রমে বলহীন হইলে সূর্যকুমারকে লইয়া মগ্ন হইল। আবার অনৈসর্গিক আয়াসে জলের উপর উঠিয়া বলিল, "হায়! আর—আমার অসাধ্য! আমি বলহীন হইয়াছি!" আবার মাথা নাড়া দিয়া ভাসিয়া বলিল, "জয়ন্তীরাজ, কাষ্টফলক ছাড়িও না—আমি চলিলাম," নন্দরাম, এই কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে, ডুবিয়া গেল; তাহার হস্তের কাষ্টফলক ক্ষণেক বিলম্বে দূরে ভাসিয়া উঠিল ও জলের বেগে তীরস্থ বৃক্ষমূলে ঠেকিল; অব্যবহিত পরেই নন্দরামের মস্তক জলের উপর দেখা গেল। তীর হইতে মালিকরাজ একটি তৈলের কুপী আনাইয়া জলে অল্প অল্প করিয়া সিঞ্চিলে ভাগীরথীর জল ক্রমে স্নিগ্ধ হইল। নন্দরাম ও সূর্যকুমার জলে হাবু ডুবু খাইতেছে দেখিয়া ব্যস্তে কটীদেশে ভাল করিয়া বস্ত্র জড়াইল ও একটু উত্তর ধারে যাইয়া অপর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া জলে নামিল। ক্ষণেকে সূর্যকুমারের ও নন্দরামের নিস্পন্দ শরীর তীরে উঠান হইলে, মালিকরাজ স্বীয় কটীদেশে যে রজ্জু বাঁধিয়া ছিল তাহা খুলিয়া একত্র করিতে করিতে বলিল, "নাবিক ভাই, তুমি শীঘ্র করিয়া দেখ যদি গ্রামের নিকট কোন পাকাবাড়ি থাকে, তথায় ইহাদিগকে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত কর। জীবন থাকেত আমি ইহাদিগের শুশ্রূষা করি।" নাবিক চলিয়া গেলে অপর নাবিককে বলিল, "দেখ, তুমি নন্দরামের হস্তপদাদি ভাল করিয়া ঘর্ষণ করিয়া দাও। ইহারা এখনও জীবিত আছে; একটু অগ্নি পাইলে ভাল হইত—।" দ্বিতীয় নাবিকটি নন্দরামের করতল ঘর্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে মালিক স্বয়ং সূর্যকুমারের সর্বাঙ্গ করতল দিয়া বেগে অথচ কোমল হস্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঘর্ষণের পর সূর্যকুমারের হস্তপদাদি সঙ্কুচিত হইল ও পরক্ষণই বিস্তৃত হইয়া এমত গাত্রভঙ্গ হইল যে, সূর্যকুমার চক্ষু চাহিয়া একটি কষ্টসূচক অস্ফুট শব্দমাত্র করিল। তাহারই পর "সরমা কোথায়" বলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ক্রমে চেতনা হওয়ায় অল্পে অল্পে মালিকরাজের উপর ভর দিয়া বসিল।

মালিকরাজ বলিল, "ভাই, তোমার এখনও কি মস্তক ভার বোধ করিতেছে?"

নন্দরাম সুস্থলাভ করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "জয়ন্তীরাজ, কেমন আছেন?"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমারকে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আহার দিতে পারিলে ভাল হইত—সূর্যকুমার অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে।"

সূর্যকুমার মালিকরাজের ক্রোড়ে শুইল। নন্দরাম বলিল, "মহাশয়, আপনি কি প্রকারে রক্ষা পাইলেন?"

মালিকরাজ ক্রোড়স্থ সূর্যকুমারের উরঃদেশ ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "নন্দরাম, আমি দৈববলে রক্ষা পাইয়াছি। নৌকা আছাড় খাইবামাত্র আমি একটা দীর্ঘ তক্তা

লইয়া জলে পড়িলাম আমার সঙ্গে দুইজন নাবিকও লাফাইয়া সেই তক্তা আশ্রয় লইল! তিনজনে যথাসাধ্যবলে ক্রমে কূলে আসিয়া উঠিয়াছি। কি ভয়ানক টান ও বিষম ঝড়!"

নন্দরাম বলিল, "জয়ন্তীরাজ প্রথমে দিব্য সন্তরণ করিতেছিলেন, ক্রমে জলের স্রোতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমিও একক, শ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাকে সাহায্য করিতে যাইয়া নির্জীবের মত হইলাম। আমার হস্তপদে খিল লাগিয়াছিল।"

সূর্যকুমার উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "নন্দরাম, তোমার কৃতের পরিশোধ আমি জন্মান্তরচ্ছিন্নে করিতে পারিব না।"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, মালিকরাজের সাহায্যে আপনি জীবিত হইয়াছেন।"

সূর্যকুমার ফিরিয়া মালিকরাজের গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি প্রকৃত বন্ধু। এ বাত্যাতে আমার জন্য জলে লম্ফ দিয়া পড়া তোমার উচিত হয় নাই। তোমার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক যে তোমাকে নমস্কারাদি করিলে আমার আত্মাভিমান হয়—তোমাকে আমি হৃদয়ের সখা বলিয়া জানি। এখন নিকটে কোন গ্রাম আছে বল—আমার অত্যন্ত ক্ষুদ্বোধ হইতেছে।"

মালিকরাজ বলিল, "এস্থল নবদ্বীপের নিকট হইবেক যাহা হউক, নাবিক ফিরিয়া আসিলে সমস্ত অবগত হইব।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ মানসিংহ কোথায় ছাউনী করিয়াছেন?"

মালিকরাজ বলিল, "নিকটের কোন মাঠে তাঁহার ছাউনী থাকিবেক, কেন না নদীর-স্রোতে বড় একটা জয়ঢক্কা ভাসিয়া যাইতেছিল।"

সূর্যকুমার বলিল, "ভাই, তাঁহার ছাউনীতে যদি এ বাত্যা হইয়া থাকে, তাহাহইলে সরমার বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকিবেক। আহা! পিতৃপরাজয়ে সে নবীনা কতই উদ্বিগ্না, তাহায় আবার যদি কায়িক কষ্ট হইয়া থাকে—। মহারাজ মানসিংহের মন অত্যন্ত কঠিন—তিনি কেমন করিয়া দ্বাদশভৌমিকচূড়ামণিকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন! আহা! সরমা সেই অবধি যেন শুষ্কলতার ন্যায় ম্রিয়মানা—শূন্যস্যুতের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়াছেন। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যাকার লৌহপিঞ্জরের নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। আহা! এখন আর চক্ষে জল নাই—অশ্রুউৎস শুষ্ক হইয়াছে, ভাবিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মালিকরাজ, এ দুরদৃষ্টের মূল আমি। আমা হইতে বঙ্গের অধোগতি। আমি নরাধম। আমাকে কালশাপের ন্যায় দুগ্ধ দিয়া পালন করিয়াছিলেন—। হা পাপিষ্ঠ মন! তুমি স্বীয় প্রতিপালকের সমুচিত সৎকার করিলে। মালিকরাজ! তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর,—এ নরাধমের সঙ্গে থাকিয়া তোমার আত্মাকে কলুষিত করিও না।"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমার, তুমি অকারণ আত্মাকে নিন্দা করিতেছ। ইহাতে তোমার কোনই দোষ দেখা যায় না।"

সূর্যকুমার বলিল, "আমার দোষ নহেত কাহার দোষ? মহারাজ প্রতাপাদিত্য শৈশবাবস্থাবধি আমাকে প্রতিপালন করিলেন; যখন তাঁহার বিপদ উপস্থিত—সেই সময় আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম, তাঁহার বিপক্ষদলভুক্ত হইলাম, আবার তাঁহার প্রতিকূলে সেনানিযোজন করিলাম! হায়! আমি কি প্রকারে সরমার সম্মুখীন হইব? আমি তাহার পিতৃ-বাদী—। আমার স্বীয় কৃতজ্ঞতার জন্য যদি না হয়, প্রাণপ্রিয়া সরমার পিতা বলিয়া স্মরণ করা উচিত ছিল!"

মালিকরাজ বলিল, "গতবিষয়ের শোচনায় কোন ফল দেখি না। এখন বর্তমানের চিন্তা কর। মহারাজের স্কন্ধাবারে শীঘ্র যাওয়া উচিত। বাত্যার পর সেনামণ্ডলীতে বিশেষ দুঃখ উপস্থিত, সন্দেহ নাই। ঐ নাবিক আসিতেছে, অবশ্য কোন একটা আশ্রয় স্থির করিয়া থাকিবে।"

নাবিক আসিয়া বলিল, "মহাশয়, নিকটে নবদ্বীপ গ্রাম, কিন্তু যেরূপ গ্রামের দুর্দশা দেখিয়া আসিলাম, তাহায় আশ্রয় পাওয়া একান্ত দুর্লভ। গ্রামের হাটবাজারে কিছুই নাই। জনৈক গোয়ালার পাকাবাড়ি আছে, কিন্তু তাহায় এত লোক সমাগম হইয়াছে যে, আমাদিগের সে স্থানে প্রবেশ করা কঠিন।"

সূর্যকুমার বলিল, "আমাদিগের কোথাও অবস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আছে। যদি দুই তিনটা টাটুঘোড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে শীঘ্র করিয়া ছাউনীতে পৌঁছনা যায়। চল দেখি কি উপায় হয়।"

নন্দরাম বলিল, "জয়ন্তীরাজ! আপনি যে দুর্বল—এখন আপনার স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নহে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। ততক্ষণে বন্যারজলও কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবেক। তখন চেষ্টাচরিত্রের সময় হইবেক।"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, এখন ঘোড়া লইয়া কি করিবেন? ঘোড়া চলিবার পথ নাই। সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত ও এত গাছ ঘর ও বাঁশঝাড় উপড়াইয়া পড়িয়াছে যে রাজপথও দুর্গম। গমনাগমনের সুবিধার মধ্যে নৌকা—চারিদিকে ডিঙ্গি ডোঙ্গা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে। গ্রামের মধ্যে এত নৌকা আছে আমার অনুমান ছিল না। কোন বন্দরের ঘাটে এত নৌকা এককালে দেখা যায় না। কতদিক হইতে কতপ্রকার ছোট ছোট নৌকা আসিয়া বেড়াইতেছে।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ মানসিংহের ছাউনীর সমাচার কিছু পাইয়াছ?"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, অনেক ডোঙ্গা সেই দিকেই যাইতেছে। ভবানন্দ মজুমদার নৌকা করিয়া ছাউনীর জন্য রসদ পাঠাইতেছেন। তাঁহার বাটীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার সম্ভার এখন দিল্লীর বাদসাহের ফৌজ রক্ষায় নিযুক্ত হইল।"

সূর্যকুমার বলিল, "মালিক, চল একখানা নৌকা লইয়া ছাউনীতে পৌঁছিবার উপায় দেখা যাক।"

মালিকরাজ বলিল, "চল, কিন্তু আমাদিগের অপর নাবিক কোথা গেল? কয়জন বাঁচিল?"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, আমরা সকলেই আপনার আশীর্বাদে রক্ষা পাইয়াছি। অপরের সহিত আমার এখন পথে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা একখানা ডিঙ্গি পাইয়াছে, সেই ডিঙ্গি করিয়া মাল বোঝাই করিয়া ছাউনি যাইবেক, এইমত চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি, চলুন তাহারা নিকটেই আছে।"

নন্দরাম বলিল, "ভাল হইল, চলুন তাহাদিগের সন্ধান করি।"

সূর্যকুমার এই সমাচারে সন্তুষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান করিলে, মালিকরাজ ও নন্দরাম তাহার উভয়পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়া চলিল। ক্রমে কিছুদূরে ডিঙ্গি দেখিয়া তাহার নাবিককে ডাকিলে, সে ডিঙ্গি নিকটে আনিল। সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে দেখিয়া ডিঙ্গির কর্তা ডিঙ্গি হইতে নামিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশয় আপনাদিগের আশীর্বাদে আমরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছি। আপনাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এখন এই ডিঙ্গিতে আসুন। আমরা এক ভাড়া পাইয়াছি। কিঞ্চিৎ সন্থার নিকটের ছাউনীতে পৌঁছাইয়া দিব। আপনারাও ত ছাউনীতে যাইবেন?"

মালিকরাজ বলিল, "ভাল হইয়াছে, চল আমরাও যাই।"

নন্দরাম ও মালিকরাজের সাহায্যে সূর্যকুমার ডিঙ্গির উপর উঠিলে ডিঙ্গি ছাড়িয়া দিল। কিছুদূর যাইয়া গ্রামের মধ্যস্থ উচ্চতরভাগে একটা প্রকাণ্ড পাকাবাড়ির দ্বার দিয়া তাহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, প্রাঙ্গণস্থ অপরাপর ডিঙ্গির নাবিকের সহিত কথাবার্তার পর, পার্শ্বস্থগৃহ হইতে ডিঙ্গিতে আহারোপযোগী দ্রব্য কতকগুলি বোঝাই লইয়া নাবিক দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। ক্রমে গাছের ডালের নীচে দিয়া কাহার বাটীর ছাঁচ দিয়া কাহার উঠান-দিয়া কোথাও বাঁশঝাড় ঘুরিয়া ধ্বজি মারিতে মারিতে চলিতে লাগিল। কোথাও বা পুষ্করণীর সুতুঙ্গ পাহাড়ের শিখর মাত্র জাগিয়া আছে, দুই চারিটি যে গাছ আছে, তাহার একটি মাত্রও পাতা নাই। তাহার ধার দিয়া যাইতে যাইতে মোহনার নিকট দিয়া পুষ্করণীতে প্রবেশ করিল। সেখানে আর লগী তলায় না। ডিঙ্গি ক্রমে বঁটিয়া বাহিয়া চলিল। কোথাও চলিতে চলিতে সিন্ধুক ভাসিতেছে দেখিয়া নাবিকেরা ব্যস্ত হইয়া তাহা ধরিয়া টানাটানি করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইল। এদিকে একটা বস্ত্রের পুঁটুলি ভাসিয়া যাইতেছে, ওখানে মৃতগোরু ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটী বালক ভাসিতেছে। সূর্যকুমার দেখিয়া বলিল, "মালিকরাজ, ঐ বালকটিকে তুলিয়া লও।" মালিকরাজ ও নন্দরাম একযোগে নাবিককে বলিল, সে ডিঙ্গি ফিরাইয়া বালকটীকে উঠাইয়া লইল। বালকটি প্রায় চারিবৎসরের — প্রথমে নাবিকের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমে ক্রমে ফ্যালফ্যালমুখে ডিঙ্গিস্থ সকলের মুখের দিকে চাহিল। পরে সূর্যকুমারের মুখদিকে বারবার চাহিলে সূর্যকুমার বাহুপ্রসারিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। বালকটি সূর্যকুমারের নিকট যাইয়া যেন স্থির হইল। পরে

মালিকরাজ বালকের দিকে হস্ত প্রসারিলে, বালকটি মুখ ফিরাইয়া সূর্যকুমারের গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। সূর্যকুমার বালকটিকে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিল ও তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া বলিল, "কুমার, আমিও তোমার মত নিরাশ্রয় হইয়া দয়ার পুত্র হইয়াছিলাম। তুমি আমার সন্তান—আমি তোমাকে যত্নে প্রতিপালন করিব।"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমার, শিশুটি অতি সুলক্ষণ। দর্শনে যেমত সুন্দর লক্ষণও তেমন শুভকর।"

নন্দরাম বলিল, "জগতীরাজ, এ বালকটি দেখিয়া আমার মায়া জন্মিতেছে।"

মালিকরাজ বলিল, "এমন কমনীয় শিশু দেখিয়া কোন্ কঠিন হৃদয়ে মন না দ্রবীভূত হয়? আহা! ইহার মাতা পিতা জীবিত থাকে ত ইহার অভাবে কতই শোক পাইতেছে! অনুমান করি, এ শিশু নিকটের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকিবেক। কিন্তু গাভীর আশ্রয় কেমন করিয়া পাইল?"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, দেখেন নাই? বালকটিকে গাভীর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিল। অনুমান করি, মহা ঝড় ও জলপ্লাবনে গৃহ নষ্ট হওয়ায়, ইহার আত্মীয়েরা আত্মরক্ষণে অক্ষম হইয়া ধর্মের হস্তে বালকটি সমর্পণ করিয়াছিল।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, ঐ—ছাউনীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়! আলা! উরুদু বাজারের চিহ্নও নাই। কত হাতি, ঘোড়া, উট, বলদ, গাধা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার এত বয়স হইল কিন্তু আমি এমত সর্বনাশক ঝড় কখন দেখি নাই। মহাশয়, এ ছাউনীতে একটিও তাঁবু নাই! এখানে দেখিতে পাই ঝড় অত্যন্ত ভয়ানক বেগে বহিয়াছিল।"

সূর্যকুমার বালকটি ক্রোড়ে লইয়া নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে নামিল। মালিকরাজ ও নন্দরাম তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। ইহারা ছিন্ন ভিন্ন উরুদু বাজার দিয়া ক্রমে যাইতে যাইতে মহারাজ মানসিংহের শিবির অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু প্রায় সকল শিবির ছিন্ন ভিন্ন ও ভূমিসাৎ হওয়ায়, অনুসন্ধান পাইতেছেন না। স্কন্ধাবারের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্র, বিবর্ণবস্ত্র, কর্দমাক্তবস্ত্র পরিধীত সেনাগণ ব্যস্তে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। জনৈক সৈনিক সূর্যকুমারকে দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, কোথায় ছিলেন? আমাদিগের সব নষ্ট হইয়াছে। এখন আহার ও বস্ত্রাভাবে ব্যাত্যাহতাবশিষ্ট ভটমণ্ডলীর রক্ষা পাওয়া ভার। মহারাজ মানসিংহ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; মহাশয়কে দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন। ভবানন্দ মজুমদার অদ্য যথাকালে অনেক রসদ যোগাইয়াছেন।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ এখন কোথায়? কচুরায় কি এখানে আছেন?

সৈনিক বলিল, "কচুরায় ঐ ভগ্নকদক উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের দিকে গিয়াছেন। মহাশয়, এ বালকটি কাহার? আহা! এ সুকুমার শিশু এ ঝড়ে কেমনে রক্ষা পাইল?"

সূর্যকুমার বলিল, "এটি জলে একটি গাভী আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল; আমরা ইহাকে তুলিয়া লইয়াছি।"

সূর্যকুমার ক্রমে ভগ্ন কদকের নিকটস্থ হইলে, কচুরায় দূর হইতে সূর্যকুমারকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহু প্রসারিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি কোথা হইতে আসিলে? ঝড়ের সময় কোথায় ছিলে? রায়গড়ের সমাচার কি? আমরা এখানে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছি। আহা! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আহা! আমি সরমার কাতরোক্তি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! মহারাজ পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া যে শিবিরে ছিলেন, প্রথম ঝড়েই সে শিবিরের কাণ্ডপট উড়িয়া গেল। পিতৃপ্রাণা সরমা সেই পিঞ্জরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথমে স্বীয় বস্ত্র দিয়া আবরণ করেন, পরে বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইলে আত্মশরীরদ্বারা প্রতাপাদিত্যকে রক্ষা করেন। আহা! শীর্ণা সরমা—প্রতাপাদিত্যের সেবায় এত উৎসাহ ও প্রীতি, যে অপর কাহাকেও তাঁহার কণামাত্র সেবা করিতে দেন না। সরমার অপূর্বদৃষ্ট পিতৃভক্তি, অলৌকিক শ্রদ্ধা, ও অসামান্য অধ্যবসায় দেখিয়া ছাউনীর ভটমণ্ডলীতে তাহার জন্য প্রতাপাদিত্যের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে। সেই দুর্যোগের সময় মহারাজ মানসিংহের অনুমতি লইয়া প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জর মানসিংহের কদকের মধ্যে আনান হয়। কিন্তু হায়, প্রতাপাদিত্যের কি দুর্জেয় অহঙ্কার!—মনে করিলে হৃৎকম্প হয়! সেই দুর্যোগের সময় যখন প্রকৃতি বিকৃত, যখন সংসারে শত্রুমিত্র ভাব ছিল না, যখন আত্মরক্ষা ও বিদ্যমানসাধারণ বিপদ হইতে মুক্তির চিন্তা সকলের মনে বলবতী ছিল, সেই প্রলয়কালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "আমাকে যবনসম্বন্ধী হিন্দু কুলাঙ্গার অপমানস্বা ম্লেচ্ছসেবকের সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত কর। ঐ পামরের দর্শন পবনবরুণের কোপ হইতে আমাকে লক্ষগুণে কটুবোধ হয়।" তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে মানসিংহের শিবির হইতে স্থানান্তরিত করা যায়। পরে তাঁহাকে আমার ভগ্ন শিবিরের মধ্যে লইয়া গেলে, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কচুরায় নিকটে আইস। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই যে বঙ্গের এই অবস্থা ঘটিবেক। আমি তোমাকে তোমার পৈত্রিকরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে, তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই। আমার দ্বেষের কারণ কেহই জানে না ও বুঝিতে পারে নাই। আমার রাজ্য-লোভ ছিল না—স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন। আমি দেখিলাম যে বঙ্গ বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকিলে কখনই উন্নত হইতে পারিবেক না। আমি দেখিলাম বঙ্গোদ্ধারের একমাত্র উপায় একাধিপত্য। আমার ইচ্ছা ছিল যে বঙ্গে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাপন করি। কিন্তু বঙ্গে রাজমণ্ডলীতে দেখিলাম যে, পরস্পরের প্রতি এত দ্বেষ ও পরস্পরের এত হিংসা যে, ঐক্যতার লেশ নাই। একতান না হইলে কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না। বঙ্গের নীচ প্রবৃত্তিহেতু রাজসভা হইতে কিছুকালের জন্য ঐকমত্য দূরীকৃত

ইয়াছে। এমত স্থলে যখন একতান করিতে অসমর্থ বোধ করিলাম, তখন প্রীতির শৃঙ্খল দূরে ফেলিলাম, তখন দণ্ডও শাসনের আশ্রয় লইতে হইল। অগত্যা হীনবুদ্ধি, ক্ষুদ্রচেতা, আত্মীয়দ্বেষী, বন্ধুহিংসক, স্বার্থপর, নীচ প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতর, বাঙ্গালীদিগের াদাবনত করাই, শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশ ভৌমিককে পরাজয় রয়া তাহাদিগের রাজ্যে স্বীয় নায়স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত করিয়া াহাদিগের প্রীতিভাজন হইলে, ভৌমিকের রাজকোষের সাহায্যে ও প্রজার বলে, বন ও দিল্লীর মোগলকে বঙ্গ হইতে দূরীকরণ করিব। রাজস্থানের রাণা ও মহারাজগের সহিত আমার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলাপ হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও এ সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ হয়। যদি ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার যবনশ্যালক অপমানখ্যা স্বীয় ভগ্নীর সহিত আপনার আত্মাকে না বিক্রয় করিত, যদি বর্দ্ধমানাধিপ ও বাকলার মূঢ় জামাতা কাপুরুষ না হইত, ভাই, যদি তুমি সামান্য পৈত্রিক তালুকের লোভ সম্বরণ করিতে, তাহাহইলে দেখিতে যে একান্ত দিল্লীর মিনারে আমার মধ্যাহ্নসূর্য্যপতাকা উড্ডীন হউক বা না হউক, রাজমহলের পূর্ব্বে ধর্ম্মদ্বেষী গাভীঘাতী ম্লেচ্ছের অধিকার থাকিত না! যাহা হউক এখন কালের গতিতে, বঙ্গের পোড়া অদৃষ্টে সকলেই স্বার্থচেষ্টায় অন্ধ হইলে, আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিলে, আমার বৈপরিত্যে প্রীতি পাইলে, কিন্তু বুঝিলে না যে প্রতাপাদিত্যের অস্তে বঙ্গাদিত্য অস্তমিত হইবে! আমি বঙ্গের জন্য কত ভানই করিয়াছি ও ও কত অকর্ম্মও স্বীকার করিয়াছি। আগামীন্তন লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলির অবতাররূপে জানিবে। যাহা হউক, আমি এত উচ্চ ও এত উন্নতাভিপ্রায়, যে, নীচ ক্ষীণবুদ্ধির তিরস্কার ও পুরস্কার কিছুই গ্রাহ্য করি না। ভাই, তুমি এখন রায়গড়ের শাসন স্বহস্তে পাইয়াছ; একবার মন খুলিয়া অকপটে আমাকে বল দেখি, তোমার অতীব শত্রু প্রতাপাদিত্যের শাসন ভাল, না কদাচারী বিজাতীয় মুসলমানের শাসন ভাল? যদি আমার শাসন তোমার মনোনীত না হইল, তবে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে না কেন? তুমি রাজপুত্র হইয়া নিজে দুষ্ট প্রতাপাদিত্যের দণ্ড না করিয়া বিপরীতধর্ম্মীর পদনত হইলে, তাহার আধিপত্য স্বীকার করিলে, তুচ্ছ তালুকের জন্য আপনার মাথা কাটাইলে, আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিলে, দাসত্বশৃঙ্খল গলদেশে লাগাইলে! তোমরা সুখপ্রিয় কাপুরুষ! আমি ত এখন মৃতকল্প হইয়াছি—আমার জীবনের আশা নাই ও ইচ্ছাও নাই, তবে অগঙ্গারদেশে প্রাণত্যাগ করিব না। আমার ইচ্ছা, বারাণসীধামে পৌঁছিলে, আমাকে সপ্তাহ বাস করিতে দাও; তাহার মধ্যেই আমার জীব এ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে, আমার শরীর এই খানেই থাকিবেক। এখন আমার সাংসারিক কোন মায়াই নাই। তোমরা এখন কিছুকাল দাসত্ব করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ফিরিঙ্গীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিও। যদি বঙ্গের স্বাধীনতা কখন ঘটে, তাহা কেবল ফিরিঙ্গী সাহায্যতাতেই সম্ভব। তাহারা এখন ঘৃণিত দস্যুদল বটে, কিন্তু তাহাদিগের যথেষ্ট গুণ আছে। তাহারা হীনমন বাঙ্গালী অপেক্ষা উন্নত, তাহা-

রাই দিল্লীর কাপুরুষকে পরাজয় করিবেক, অতএব তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তার অন্যথা করিও না। যদি বঙ্গের কুশল প্রার্থনা কর, তবে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া অপ্রশস্ত দৃষ্টি ভুলিয়া যাও। ফিরিঙ্গীর স্পষ্ঠ অনুগমন করিতে সুযোগ না পাও, তবে অন্তঃশীলা বহিতে ছাড়িও না। অনেক যুদ্ধকৌশল, অনেক দেশ রক্ষার নায়, তাহা দিগের দ্বারে পাইবে। জয়ন্তীর সূর্যকুমার কোথায়? তাহাকে বলিও, সে যেন সহসা দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার না করে। তাহার রাজ্য পর্বতমধ্যস্থ থাকায় একান্ত অগম্য। দিল্লীর এখন অধোগমনের সময়;—যদি সূর্যকুমার একটু বলপূর্বক স্বীয় রাজ্যের ধারণ করে, তবে সুখে কাটাইবে। তাহার স্বাধীনতা কেহ স্পর্শ করিতে পারি না।' পরে সরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'মা সরমা! তোকে আমি সূর্যকুমার সুপাত্রে দান করিব মনন করিয়াছিলাম,—যমুনপঙ্কইয়ে সেই রাত্রি মা তোদের যুগল-মূর্তি দেখিতাম! বিধাতার বিপাক! সূর্যকুমার যদিচ আমার সভা ত্যাগ করিয়াছে ও দুষ্ট রজপূতের আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু মা তুই আমার নিকট ধর্ম্মত স্বীকার কর, যে, তাহা মনে করিয়া সূর্যকুমারের উপর কোপ করিবিনি। আহা! সে কোপের পাত্র নহে—বিধাতা তাহাকে তোরই জন্য গড়িয়াছিল। মা! সূর্যকুমার জয়ন্তীর স্বাধীন রাজা—তোর যোগ্য বর।' সরমা হেঁটমুণ্ডে নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল ও পিঞ্জর মধ্যে সুকোমল হাত দিয়া প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে বুলাইতে লাগিল। সে আধপ্রীত আধশোকশূচক দৃষ্টি দেখিলে যেন হৃদয় গলিয়া যায়,—আমার লোমহর্ষণ হইল! সূর্যকুমার! তুমি একবার প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ কর।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহাশয়, আমার মন তাহার জন্য এখন ক্রন্দন করিতেছে. কিন্তু স্বদোষজ্ঞান আমাকে লজ্জিত করিয়া বিরত করিতেছে। যাহা হউক, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু তাঁহার কি পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই? মহারাজ মানসিংহকে বলিলে কি তাঁহার দয়া হইবে না?"

কচুরায় বলিল, "ভাই, তাহার রোগ এখন চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়াছে। দিল্লী-শ্বরের আদেশ—প্রতাপাদিত্য জীবিত হউক বা মৃত হওক, বন্দী কর। এ অবস্থায়, বিশেষ, যে সকল দিল্লীর বিপক্ষ, রাজবিদ্রোহী মূলক পত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রতাপাদিত্যবলি দিল্লীর কোপে উৎসর্গিত।"

সূর্যকুমার বলিল, "ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে এত বড় ছত্রধারী রাজাকে এরূপ মহাপাতকীর দণ্ড দিবার প্রয়োজন কি? যেরূপ লৌহপিঞ্জরের কথা শুনিতেছি তাহাতে ত হস্তপদাদি সঞ্চালন একান্ত অসম্ভব। এ অত্যন্ত অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা।"

কচুরায় বলিল, "ইহার কোন উপায় নাই। আজ দুইচারি দিনের মধ্যেই প্রতাপা-দিত্য শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়াছে। অনুমান হয়, আর অধিক দিন তাঁহাকে বাঁচিতে হইবেক না। এমন কি, অদ্য সৌগন্ধ্যার রায়—প্রতাপাদিত্যেরই রাজবৈদ্য—এক্ষণে মানসিংহের সভ্য, বলিলেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য আর দুই চারি দিন আছেন। বারাণসী

পৌছান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে না ঘটে সন্দেহ। আহা! তাঁহার অদৃষ্টে এ দুর্দশা ছিল ইহা স্বপ্নেও প্রকাশ ছিল না। আমি এই মহৎপাপের দায়িক। ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আমার মন কখন পবিত্র হইবেক না।”

সূর্যকুমার বলিল, “মহিষী কোথায়?”

কচুরায় বলিল, “মহিষী রায়গড়ের পরাজয়ের পর অবধি শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর মাথা তোলেন নাই। কবিরাজ বলে, তাঁহার রোগ সংকট—তিনি কোন মতেই পরিত্রাণ পাইবেন না। যাহা হউক, তিনি এক প্রকার আছেন ভাল। কেন সেই শোকে যে আছাড় খাইয়াছিলেন, তাহায় এমত দুষ্টবায়ু প্রকাশ যে, প্রায় তাঁহার চেতনা নাই। সরমা বালিকা—কোমলহৃদয় তাহারই জন্য সকলেই অস্থির। প্রভাবতী ও অরুন্ধতী ও ইন্দুমতী তিনজনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। যখন সরমা প্রতাপাদিত্যের পার্শ্ব হইতে মহিষীর নিকট বসিয়া তাহার শীর্ণ ও ম্লানবদনে চুম্বন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ মা মা বলিয়া ডাকেন, তখনই কেবল মহিষী অবসাদিত ও নির্জ্যোতিনেত্রে চাহিয়া দেখেন—কিন্তু কোন উত্তর করেন না। সেই সময় ব্যতীত আর কেহ কখন মহিষীকে নেত্রোন্মীলন করিতে দেখে না। আহা! সে নেত্রে আর পূর্বমত চাকচিক্য নাই, সেরূপ স্বচ্ছতা নাই, এখন চক্ষু—একে কোটরস্থ অবসাদিত তাহে আবার আবিল হওয়ায় একান্ত অমানুষী হইয়াছে। সূর্যকুমার এ মহাপাতক আমার শিরে বসিবেক।”

সূর্যকুমার বলিল, “ইন্দুমতী কেমন আছেন?”

কচুরায় বলিল, “তিনিও বিষণ্ণা, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন কাতর হইয়াছে। বিমলাদেবীর অপঘাত তাঁহার বক্ষে শেলসম বিঁধিয়াছে। সর্বদাই তাঁহার জন্য ইন্দুমতী হায়হতাশ করেন। অদ্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত দেখিবে। রায়গড়ের যুদ্ধ আমাদিগের সকলেরই অমঙ্গলকর হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, এ একা প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশ নহে, এ রায়বংশ উচ্ছিন্ন হইবার প্রথম প্রতিষ্ঠা!”

সূর্যকুমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ, বল্লভের প্রতি কি আদেশিলেন?”

কচুরায় বলিল, “সে বিষয়ে প্রভাবতীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। গেডিজ হইতে গঞ্জালিশ, অনুপরাম ও হজুরমল পলায়ন করিয়াছে, সমাচার পাইয়া মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগের অন্বেষণে বরদাকণ্ঠ ও ভজহরিকে আদেশ করেন। প্রভাবতী এই সমাচার পাইয়া বল্লভকে পাঠাইতে অনুরোধ করে। বল্লভও স্বয়ং তাহায় উৎসাহপ্রকাশ করায়, মহারাজ তাহাকে বরদাকণ্ঠের সঙ্গে যাইতে আদেশ দেন। তাহারা চট্টগ্রাম হইয়া রুক্ষপুরে গমন করিলে প্রভাবতীও তাহাদিগকে অনুসরণ করে। যক্ষপুরে যাইবার সময় মহারাজার নিকট হইতে এক সনন্দ লইয়া যান। তথায় পৌঁছিয়া আরাকাণের রাজার সহিত যেরূপ কপালসন্ধি করিয়া আসিয়াছেন, তাহায় মহারাজ মানসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়ায়, প্রভাবতী রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া বল্লভের জীবনভিক্ষা আর সমস্ত দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে প্রতাপাদিত্য বার বার বল্লভ

নির্দোষী বলিয়া মানসিংহকে বলায় মানসিংহ বল্লভকে নির্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

সূর্যকুমার বলিল, "চলুন, একবার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করি।" কচুরায় সূর্যকুমারের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া স্বীয় কদকাভিমুখে চলিলেন। মালিক-রাজ ও নন্দকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে যত কচুরায়ের শিবিরের নিকটস্থ হইলেন, ততই সূর্যকুমারের মুখ ম্লান হইতে লাগিল ততই সকলের গতি মন্দ হইল। শিবিরে প্রবেশকালীন এত লঘুপদে তাহারা প্রবিষ্ট হইল যে, প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জরের সম্মুখীন হইলেও সরমা ও প্রতাপাদিত্য কেহই ইহাদিগের আগমন অবগত হইল না। প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জর সহিত ভূমে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, পিঞ্জরাবদ্ধ—পদস, ঙ্কোচে অক্ষম—বসিতে অক্ষম। ক্ষণেক বা দণ্ডায়মান আবার দণ্ডবৎশয়ান। সরমা পিঞ্জরের বক্ষঃস্থলে মাথা নোয়াইয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য পিঞ্জরের মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া সরমার মস্তকের উপর রাখিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যও অশ্রুবিমোচন করিতেছেন। পিতৃ-কন্যার পরম-পবিত্র ও বিশুদ্ধ প্রেম-ভঙ্গের আশঙ্কায় কচুরায় ও সূর্যকুমার অন্তরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহি-লেন। ক্রমে কচুরায় ও সূর্যকুমার নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আহা! সে কাতরমূর্তি দেখিলে কে অশ্রুসম্বরণে সক্ষম হয়? ক্রমে সকলে স্থির হইলে সরমা আপনার অঞ্চল দিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মুছাইয়া দিলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "সরমা, তুমি সঙ্গদোষে আমাকেও কোমল করিলে! আমার লজ্জা হই-তেছে—এখন যেকারণে হউক না কেন, এ আমার অশ্রুপাতের সময় নহে। তুমি অদ্য কচুরায়কে আমার নাম করিয়া বলিবে যে, ত্বরায় সূর্যকুমারকে ডাকাইয়া আনে,—আমার অন্তিমকাল নিকট হইতেছে। ইন্দুমতী কেমন আছে? তাহাকে একবার আমার নিকট ডাকিও। আমি কচুরায়কে ইন্দুমতীর সহিত একত্র দেখিব ও সেই সময় সূর্যকুমার থাকিলে ভাল হয়। সূর্যকুমার কি জয়ন্তীপুর গিয়াছে?"

কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ, সূর্যকুমার ও আমি উভয়ে উপস্থিত আছি।" এই কথা শুনিবামাত্র সরমা চমকিয়া আপনার শিরোদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন।

প্রতাপাদিত্য সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সূর্যকুমার অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কচুরায়, তোমরা আসিয়াছ ভাল হইয়াছে; আমার পিঞ্জরটা একবার দণ্ডায়মান করিয়া দাও। কচুরায় পিঞ্জর ধরিয়া দণ্ডায়মান করিলে, প্রতাপাদিত্য বলিলেন, সূর্যকুমার, তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই—তুমি কি জয়ন্তীপুর গিয়াছিলে?"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ, আমি জয়ন্তীপুর যাই নাই, তবে আমার দেশীয় কুকী-ভটক ঢাকাপর্যন্ত পৌছিয়া দিয়া আমি নবদ্বীপ হইয়া আসিতেছি।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "তুমি কখন আসিলে?"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ, আমি এইমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছি।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "তুমি তবে ঝড়ে কষ্ট পাইয়াছ? আমার অবকাশ অল্প,—একবার ইন্দুমতীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। মহিষী কোথায়?"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ, মহিষী রুগ্ন হইয়া শয্যাগত আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কোমলহৃদয় হীনবল স্ত্রীজাতি কত সহ্য করিবে! ভাল, ইন্দুমতীকেই ডাক। রাজমহিলার মধ্যে আর আর কে কে আছেন?"

কচুরায় বলিল, "অনঙ্গপালদেবের কন্যা প্রভাবতী আছেন আর আরাকাণের রাজসহোদরা অরুন্ধতী মহিষীর সেবা করিবার ইচ্ছায় স্কন্ধাবারে আছেন। মাতাঠাকুরাণী আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া নিষেধ করায় তিনি রায়গড়েই রহিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "ভাল করিয়াছ, তিনি সঙ্গে থাকিলে কষ্ট পাইতেন। তবে অবকাশ পাইলে তাঁহাকে বারাণসী ধামে পাঠাইও। সূর্যকুমার! ইন্দুমতী প্রভাবতী ও আরাকাণ রাজদুহিতা ও অপরাপর রায়বংশীয় যে কোন স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁহাদিগকে এখানে আনিও।"

সূর্যকুমার চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, "ভাই কচুরায় সূর্যকুমার অত্যন্ত সুপুত্র। আমি তাহাকে বালককাল অবধি দেখিতেছি, তাহার ন্যায় উদারস্বভাব যুবা আমি প্রায় দেখি না। নন্দরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ লোকটি কে? মালিকরাজ কেমন আছ? তোমার পিতা কোথায়?"

মালিকরাজ বলিল, "মহারাজ, এটি সূর্যকুমারের জয়ন্তীর অমাত্য নন্দরাম। আমার পিতা যশোহরে গিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ, আমার পৈত্রিকলোক ও অত্যন্ত বিশ্বাসী, আমার পরাজয়ে তাহার সর্বনাশ হইল। অদৃষ্টে সকল ঘটে—তবে তাহার যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, আমার ক্ষমতা থাকিলে তাহা পূরণ করিতাম। এ বিধাতার হাত! এত বয়োধিক্য তাঁহার অপর কাহার সেবা করা সম্ভবে না। তুমিও আমার সভায় থাকিয়া আত্মোন্নতির কোন উপায় করিলে না। তোমারও ক্ষতি দেখিতে পাই। যাহা হউক, তুমি যুবা, তোমার এখনও সময় আছে, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ—! হায়! এতকালের রাজসেবার পর নিরাশ্রয় হইল!"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণের ভার আমি লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহারাজের নিকট এক মানে ছিলেন!"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "অনুমান করি, যুদ্ধে বন্দী হওয়ায় আমার রাজত্ব সমস্তই যবন পামরের অধিকারে হইল। আমার খাব খামারের প্রতি কি ম্লেচ্ছসম্বন্ধীয় কোন দৃষ্টি আছে?"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ সে সকল সম্বন্ধে মানসিংহ কিছুই পরিষ্কার আদেশ দেন

নাই। আমার বোধ হয় সে সমস্তে মহারাজের যথেষ্ট অধিকার আছে। মহারাজ ইচ্ছা করিলে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমার যশোহরের রাজকোষ কি হইল।”

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, গোবর্দ্ধন যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া স্বয়ং রাজচিহ্ন ধারণ করিয়াছে।”

প্রতাপাদিত্য শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “যশোহর তবে এখন কি স্বাধীন?”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, যশোহর স্বাধীন নহে, মানসিংহের সেনাগুল্ম, অনুমান করি, এখন যশোহর দখল করিয়াছে। আমরা সে সমাচার এখনও পাই নাই, ঢাকার নবাব দিল্লীর পক্ষ হইতে যশোহরে গিয়াছেন। গোবর্দ্ধন এতক্ষণে রোগের মত ঔষধ পাইয়া থাকিবেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “নরাধম যদ্যপি ঢাকাকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহাহইলে কচুরায় তুমি তাহার সাহায্য করিও। ভাল, আমা হইতে যে কর্ম সিদ্ধ হইল না তাহা যদ্যপি আমার কিলেদার সম্পাদন করিতে পারে, ইহাতেও আমার সন্তোষ।”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, সে যে আপনার বিপক্ষে বিদ্রোহ ধ্বজ উঠাইয়াছে, আপনার কোষস্থনিধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, স্বীয় নামের সনন্দজারি করিয়াছে ও ফরমানদ্বারা কিলেদার ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিতেছে।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “কচুরায় শুনিয়া আনন্দে আমার মন পুলকিত হইতেছে! গোবর্দ্ধন যে এমত দক্ষ আমি অবগত ছিলাম না। আমি পূর্বে জানিলে তাহার সমুচিত সমাদর করিতাম। যাহা হউক তাহার আচরণে আমার যথেষ্ট অনুমোদন আছে। আমার এক্ষণে কিছুই ক্ষমতা নাই কিন্তু গোবর্দ্ধন আমার সহৃদয় আশীষ লাভ করিয়াছে। কচুরায়, যে ব্যক্তি যে প্রকারে হউক না কেন দাসত্বশৃঙ্খলের বন্ধনমোচন করিতে সমর্থ, যে ব্যক্তি পরাধীনতা ঘৃণা করে ও স্বপ্নেও সেই বন্ধনমোচনে যত্নবান হয়, সে আমার মান্যস্পদ—আমার প্রীতিভাজন। যে ব্যক্তি পরাধীন হইয়া সসাগরা পৃথ্বীর অধিপতি হয়, সে আমার চক্ষে তত সম্ভ্রম লাভ করে না, কেননা আমি স্ববাহুলব্ধস্বাধীন। অসভ্য কোল বা রাজবংশীকে ভক্তি করি। কচুরায়, তুমি কটু মনে করিও না। আমি স্বার্থচেষ্ট গোবর্দ্ধনকে যবনপূজক অপমানশ্বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি; এমন কি আমার রাজত্বে যদ্যপি গোবর্দ্ধনের এই ঘটনা হইত তাহাহইলে আমি কখন রুষ্ট হইতাম না।——”

প্রতাপাদিত্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, পরে বলিলেন, “কচুরায়, বাক্লার রামচন্দ্র রায়কে চাদখাণের কারায় রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তাহার কি অবস্থা? সে কি এখন কারাবদ্ধ আছে?”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, রামচন্দ্ররায় স্বরাজ্যে গমন করিয়াছেন। রমাইবীরের

সাহাযে চাঁদখাঁণের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যেদিন এই ঘটনাটি হয় সেই দিন গোবর্দ্ধন যশোহরের রাজত্ব গ্রহণ করে।”

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, আমি শুনিয়াছি সুমতী ও রাজা রামচন্দ্র রায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “রামচন্দ্র, এত সমর্থ হইয়াছে ভাল আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।—” সূর্যকুমারকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “কচুরায় সূর্যকুমার এ সকল সমাচার অবগত আছে?”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, সূর্যকুমার নন্দরামের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। নন্দরাম রমাইবীরের সহিত পরামর্শে একযোগে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছে।”

ইন্দুমতী পিঞ্জরের নিকটে ভূমিষ্ট প্রণাম করিয়া সরমার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলে, প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দু, আমার শেষকাল উপস্থিত। সরমা শোক করিও না, আমি এখনও চারপাঁচ দিন জীবিত থাকিব। কিন্তু অন্তিমকালে আর বিষয় কর্মের কথা কিছু কহিব না ও কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না বলিয়া তোমাদিগের এখন ডাকিলাম।” ইন্দুমতীর ও প্রভাবতীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল। সরমা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন!

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দুমতী কমলাদেবীকে আমার প্রণাম জানাইও। বলিও যে মা! তোমার প্রতাপাদিত্য এখন স্থানান্তরে উদিত হইল। আমি কমলাদেবীকে নানাপ্রকারে যাতনা দিয়াছি কিন্তু কি মধুর স্বভাব! তিনি চিরকাল অবিচলিতস্নেহে আমাকে দেখিয়াছেন। তিনি সত্যকালের লোক তাঁহার শান্তি কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। কচুরায়! এবম্ভূতা মাতা আর কাহারও হয় না, যেমন উদার ততোধিক সরল, এমন মহাশয় অন্তঃকরণ আমি দেখি নাই। তিনি যেন তাপসকন্যা, তাঁহার চরণে আমার নমস্কার।——”

প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইল, সমাগত আত্মীয়মধ্যে শব্দের নাম নাই। এমত নীরব ও নিস্তব্ধ যে হৃদ্বেপনের শব্দ শোণা যাইতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য একটু শ্বাস লইয়া বলিলেন, “ইন্দু তুমি জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুত্তরজাকন্যা। সূর্যকুমার তোমার সহোদর। তুমি বসন্তরায়ের প্রতিপালিতা। আমি তোমার বিপক্ষতাচরণে প্রবত্ত হইয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে তোমাকে হস্তগত করিয়া তোমার নাম লইয়া সূর্যকুমার যদি অবাধ্য হইত তাহার বিপক্ষে জয়ন্তীরাজ্য অধিকার করিতাম। যাহা হউক এক্ষণে বিধাতা বিপরীত বিধান করিলেন! আমার সমস্ত আশা উন্মুলিত হইল। আমি আদরে অমৃত রোপন করিয়াছিলাম বিধাতা বাম হইয়া কালকূট দিলেন। সাগর মন্থন শ্রমনিস্ফল হইয়া নিরস্ত হইল না আবার গরল জন্মিল! ভাল! আমার তাহাও ভূষণ, আমি সহ্য করিলাম! যাহাহউক কিন্তু তুমি যেরূপ উচ্চ বংশজাত তোমার যোগ্য বর কচুরায়। কচুরায়ের প্রতি তোমার অপ্রীতি নাই অতএব এক্ষণে তোমার পিতৃবন্ধু,

তোমার পিতৃতুল্য পিতৃব্য বলিলেও হয়, আমার জীবদ্দশায় আমার একটি প্রিয়কার্য কর। তোমার মাতার মুমূর্ষু কালে আমি স্বীকার করিয়াছিলাম যে তাঁহার কন্যাকে আমি লালন-পালন করিব। কিন্তু বহুদিন যাবৎ তোমার অনুসন্ধান না পাওয়ায় তোমার সহোদর সূর্যকুমারকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়াছি। এখন তোমার বংশের উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছি তোমাকেও চিনিয়াছি। এখন সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি। তুমি আমার মুমূর্ষু কালে স্বীকার পাও যে কচুরায়ে যদি প্রীতি থাকে ত আমার ভ্রাতা বলিয়া ঘৃণা করিবে না।"

মহারাজ একটু শ্বাস লইলে ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রতি ব্রীড়িতা হইয়া কটাক্ষপাত করিলেন। ত্রপাভরাবনতমুখী ইন্দুমতীর ভাবভঙ্গি কচুরায়ও লক্ষ্য করিতে ত্রুটী করিলেন না। প্রতাপাদিত্য পরস্পরের চক্ষের ভাব দেখিয়া বুঝিয়া বলিলেন, "কচুরায় নিকটে আইস" কচুরায় নিকটে আসিলে ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া কচুরায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মস্তকে হস্তদ্বয় দিয়া বলিলেন, "কালী দম্পতীকে চিরজীবী করুন!" প্রতাপাদিত্যের চক্ষের জল পড়িল। ভাবে গদগদ হইয়া প্রতাপাদিত্য নিঃশব্দ হইলেন। কচুরায় ও ইন্দুমতী উভয়েই অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রতাপাদিত্যের হস্ত করদ্বয়ে ধরিলেন। প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কচুরায়! ভাই আরও নিকটে আইস এই পিঞ্জরের নিকট মস্তক আন।" কচুরায় পিঞ্জরে মস্তক রাখিলে প্রতাপাদিত্য তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া ইন্দুমতীরও ললাটদেশ চুম্বিলেন। আহা দেখিয়া সরমা ইন্দুমতীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন, প্রভাবতীও গলদেশ ধরিলেন, আহা তিনজনের মিলনে যেন ত্রিবেণী বহিল।

কতক্ষণ পরে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "মালিকরাজ বল্লভকে ডাকাও" মালিকরাজ চলিয়া গেলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "মা! সরমা! নিকটে এস! সূর্যকুমার নিকটে এস। সূর্যকুমার তোমাদিগের মনের ভাব আমরা বহুকাল অবগত আছি। আমার দর্শন-দুষ্ট আচরণে তোমার মন বিচলিত হইয়াছিল। কালে সমস্ত অবগত হইবে এখন বর্ণনার সময় নহে। আমি দিব্য দেখিতেছি যে সরমার প্রতি তোমার ভাবের অন্যথা হয় নাই। সরমার পিতার যদি কোন দোষ থাকে সরমা তাহায় কলুষিত হয় নাই। স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করা উচিত। আমার অন্তিমকাল, এখন আমার স্ত্রী কন্যার উন্নতি বাসনা নাই। আমি স্বার্থপরায়ণ হইয়া সুহেতুবাদে তোমাকে প্রবৃত্ত করিতেছি না। প্রবৃত্ত করা আমার স্বভাব নহে, বিশেষে জামাতাসংগ্রহে সেটা একান্ত দুষ্য। যাহা হউক তোমাদিগের উভয়ের সুখবর্দ্ধন অভিলাষ করি। তুমি স্বাধীন রাজা। দেখ যেন মুষলমানকুহকে পড়িয়া স্বীয় আত্মার বিনিময় করিও না। তোমরা পরস্পরের উপযোগী, আমি কোন অনুরোধ করিব না। উভয়কেই আশীর্বাদ করি, সূর্যকুমার তুমি স্বাধীন থাক। সরমা তুমি বীরপ্রসূ হও।" মহারাজ ক্ষান্ত হইলে মালিকরাজ বল্লভকে লইয়া প্রত্যাগত হইয়া মহারাজার শেষবাক্য শুনিয়া উভয়ে একশ্বাসে বলিল, "ওঁ স্বস্তি!

প্রভাবতী বলিল, "ওঁ স্বস্তি !" ইন্দুমতী বলিল, "ওঁ স্বস্তি !" কচুরায় বলিল, "ওঁ স্বস্তি !" অরুন্ধতীও বলিল, "ওঁ স্বস্তি !"

ক্ষণকাল বিলম্বে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "বল্লভ ও প্রভাবতী ! তোমরা উভয়েই মৎবংশপালিত, তোমরা পরস্পরের উপযোগী আমি রায়বংশের নামে তোমাদিগকে দম্পতিবরণ করিলাম। মালিকরাজ ! তোমার পিতার জন্য আমার কিঞ্চিত গুপ্তনিধি আছে। তাহা ধূমঘাটের কালীর মন্দিরের ঈশাণ কোণে দাড়িম্বতরুর মূলে পোথিত আছে তাহা তুমি উঠাইয়া আমার নামে বিজয়কৃষ্ণকে দিবে। আমার আর ধনে প্রয়োজন নাই। যাহা আছে তাহা সমস্ত পাইলে তোমরা পুরুষানুক্রমে পরম সুখে রাজত্ব করিতে পারিবে। আর আমার খাষখামার সমস্ত আমি বল্লভ ও প্রভাবতী দম্পতিকে দিলাম। কচুরায় ! দেখিও যেন ইহার অন্যথা না হয়। যবনসম্বন্ধী যেন ইহাতে লোভ না করে। এখন তোমরা বিদায় হও, অদ্যাবধি যতদিন আমি জীবিত থাকিব আমার প্রার্থনা যেন কেহ আমার নিকট না আইসে। আমি আর মায়াবদ্ধ হইব না। মা ! সরমা এখন বিদায় ! এখন আমি জগদ্ধাত্রীর পোষণে আত্মাকে অর্পণ করিলাম। মা সরমা তোর সম্পর্ক আশরীর ! আজীব ! এখন জীবন্মৃতকে ত্যাগ কর এই আমার ভিক্ষা। কালীপদ ভরসা ! কচুরায় আমার আহার তুমিই আনিও আর আমাকে কাহারও কোন সমাচার শুনাইও না। আমি আর কাহাকেও চাহি না। তুমি আসিয়া নীরবে আহারাদি দিবা। এখন কালী-পদসার ! এখন কালীপদ ভরসা !"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দিবশ্চিত্তেবৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্ররিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাম্ যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ॥

নিঃশলাক জনশূন্য উপত্যকা, নিকটে বিরাট অভ্রভেদী শুভ্র শৃঙ্গপঞ্চ দেখা যাইতেছে ; কিন্তু নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে তালু শুষ্ক হয়, হৃৎকম্প হয়, মস্তক অস্থির হয়, পদবিচলিত হয়, নেত্রআয়ত্ত অতীত হয়, অনুমান হয় যেন সম্মুখের গিরি সকল সরিয়া আসিতেছে, যেন নীচের অচল চলনশীল হইল। দূরে শিখরদ্বয়মধ্যগতবায়ুরুদ্ধস্থানে ধবল রজতবর্ণ তেজোময় চলৎহিম বিস্তার। শিগ্রী নিশ্চয়অথচমন্দগতিতে সূর্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিম্নপ্রদেশের সরল, চীর, দেবদারুর অগ্রভাগ ম্লান ও শুষ্ক। সূক্ষ্মরোমসন্নিভ কণ্টকাকার পত্রনিকর তুষারে শুভ্রীকৃত, কোথাও হিমবদ্ধ, কোথাও হিমকণরঞ্জিত, কোথাও বা হিমিকা নষ্টহেতুক বিবর্ণীকৃত। ক্ষুদ্র উদ্ভিদমাত্র দৃষ্ট হয় না একেই ত অত উচ্চতরদেশে উদ্ভিদ বিরল তাহে আবার হিমাগমে অধিকাংশই হিমানিলে গতাসুপ্রায় হইয়াছে। ভূমি দৃষ্ট হয় না। প্রস্তর দেখা যায় না। সমস্তই

রজতগিরি !—সমস্ত শ্বেত !:—সম্মুখে শ্বেত শৃঙ্গ, পার্শ্বে শ্বেতভিত্তী, পশ্চাতে শ্বেত তরুচয়, নিম্নে ও অধোভাগে শ্বেতগিরিপৃষ্ঠ। সবে সূর্যোদয় হইতেছে পূর্বদিক অরুণদেব আরক্তবর্ণ করিয়া দিনপতির আগমনসূচনা করিতেছেন। মর্মভেদী সীতবায়ু সর্বাঙ্গ জড়ীভূত করিয়া মনকে নির্বিঘ্ন করিতেছে। পান্থদ্বয়ের সর্বাঙ্গ উর্ণবস্ত্র ও সলোম সম্বরচর্মে আবৃত থাকায় বদন ব্যতীত সর্বাঙ্গ স্থূলীকৃত হইয়াছে ও কতকটা তীব্র হিমের কোপ হইতে রক্ষা পাইতেছে। কিন্তু মুখে আবরণ না থাকায় হিমে শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। নীলীনিভ অগাঢ় বাষ্প চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এখন শীততম বায়ুতে তুষাররূপে পরিণত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, "অনুপরাম আমি আর শীত সহ্য করিতে পারি না। সোণারগ্রামের' নবাবের কশাঘাত ও মুষলমান শকরের লৌহপিঞ্জর এ অবস্থা হইতে লক্ষগুণে ভাল। যেরূপ তীক্ষ্ণ বায়ু আর একপদ অগ্রসর হওয়া কঠিন। চল আমরা গুহা হইতে অধিকদূর আসি নাই, এখন অল্পেই ফিরিয়া যাইতে পারিব। অনুমান করি গুহার অগ্নিও এখন নষ্ট হয় নাই।"

অনুপরাম বলিল, "গুহায় কয়দিন থাকিয়া আমাদের রসদও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চল আর একটু চলিলেই ভোটরাজধানীতে পৌঁছিবে। সেখানে কোন ক্যেয়াঙ্গে পৌঁছিলে সুখকর অগ্নি ও তেজস্কর পানীয় পাইব। পঞ্চশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে ইহার পূর্বেই একটা ভাল ক্যেয়াঙ্গ আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আজ চারি দিন ধরিয়া তুমি ঐ কথাই বলিতেছ। ক্রমান্বয়ে চারি দিন হইতে ঐ পঞ্চশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে কিন্তু এত চলিলাম পথও কমিল না। এখনও পঞ্চশৃঙ্গের আকার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যেরূপ উচ্চ ও সূচ্যাগ্র শিখর অনুমান তাহায় কিছুই নাই কেবল তুষারাবৃত। আমার শরীর অত্যন্ত অবশ হইয়াছে। আমি আর পদ উঠাইতে পারি না।"

অনুপরাম বলিল, "গোবর্দ্ধন আমিও হিমেলু হইয়াছি। কিন্তু এস্থানে যত বিলম্ব করিবে ততই কষ্ট বৃদ্ধি হইবেক। হিমেলু ব্যক্তির পক্ষে পরিশ্রম একমাত্র প্রতিকার অতএব একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া চল ক্রমে শরীরের বেদনা ও জাড্য দূর হইবেক। গুহায় প্রত্যাগমন করিতে যতটুকু শ্রম হইবেক ততটুকু শ্রম করিলে ভোট নগরীর নিকট হইবে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমার আর ক্ষমতা নাই আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনায় পূর্ণ আমার সমস্ত গ্রন্থি শিথীল হইয়াছে আমার বস্ত্রাদি বহনে কষ্ট হইতেছে। আমি আর শীত সহ্য করিতে পারি না।"

অনুপরাম বলিল, "তোমার যদি শরীর এত কোমল তবে তুমি কি বলিয়া বঙ্গের সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলে? পর্বতারোহণে যে অসক্ত সে কি সাহসে চক্রবর্তী হইতে ইচ্ছা করে?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তোমার ন্যায় ক্রূরহৃদয় লোক আমি কখন দেখি নাই। এখনও তোমার স্বভাবসিদ্ধ নষ্টবুদ্ধির প্রাখর্য হ্রাস হয় নাই!"

অনুপরাম বলিল, "হাঁ! আমি ক্রূরবটি, আমার বুদ্ধিও কুটিল কিন্তু গোবর্দ্ধন ধর্ম্মত বল দেখি কৃতঘ্নতা অপেক্ষা কুটিলতা কি ভাল নহে? আমি ত রাজবিদ্রোহী হইয়া স্বীয় ভর্ত্তার বিপক্ষে হস্তোত্তলন করি নাই। যাহা হউক এক দিন রাজত্ব করিয়া তুমি এত সুকুমার হইয়াছ কিন্তু আমি রাজবংশে জন্মিয়া এ সকল কষ্ট ও অভাব অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারগ হইলাম। আধুনিকের রীতিই এই।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "পাষণ্ড! তোমার পরামর্শেই ত আমি এই অবর্ণনীয় কষ্ট পাইতেছি। আমি কুবুদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গ লইলাম, আমি যদি উড়িষ্যার দিকে যাইতাম, তাহাহইলে সুখে জীবন কাটাইতাম, আর হয় ত পথান্তর আশ্রয় লইলে পাঠান নবাবের অধীন কোন একটা মানের কর্ম্ম পাইতাম। হায়! আমার স্ত্রীর দশা কি হইল! আর আমারই বা কি হইল!"

অনুপরাম বলিল, "ঠিক বলিয়াছ উড়িষ্যার পাঠানের অধিনে কর্ম পাইয়া আবার তাহার সিংহাসন পাইবার সুযোগ হইত। তোমার মত স্বার্থপর লোকের সঙ্গে পথ চলা উচিত নহে। নরাধম কৃতঘ্ন! এখন আমার আশ্রয় লইয়া তোর মনস্তাপ হইতেছে। কিন্তু যখন মসনদ অলির সৈনিকে তোকে অনুসরণ করে, মনে করিয়া দেখ দেখি তখন আমার সহায় পাইয়া আত্মাকে কৃতার্থ ও লব্ধ-আয়ু মনে করিয়াছিলি কি না? তুই পামর, তুই এখন আবার স্ত্রীর জন্য ভাবিতেছিস? আহা! তোর স্ত্রীর প্রতি যে দরদ! তখন আমি বলিয়াছিলাম যে তোর স্ত্রীকে সঙ্গে আন। তুই তখন বলিয়াছিলি যে "পথে নারি বিবর্জিতা," আবার বলিলি যে "আত্মাবৈ সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এখন আবার মায়াকান্না কাঁদিতেছিস?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "শবখাদক মগ! তুই আমার স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করিস না। তুই ত আপনার ভগ্নীকে পাঁটীবেচা করিয়া ফিরিঙ্গীর পদানত হইয়াছিলি। তোদের ধর্ম্মও নাই মায়াও নাই।"

অনুপরাম বলিল, "আহা, তুমি হিন্দুধার্মিক! তুমি সনাতনধর্ম রক্ষা কর,—তাই তুই স্বীয় স্ত্রীকে বোদাচন্দনবাড়ি হইতে পথে ফেলিয়া আসিলি—তাইত পাছে স্ত্রীপুরুষে একত্র থাকিলে নবাবের লোক তোদের সন্ধান পায়, ভয়ে, স্ত্রীকে তীস্তার তীরে তোর মৃত্যুভান করে কাঁদিতে কাঁদিতে বসাইয়া আসিলি।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "হা ধর্ম! 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।' তুই না আমাকে ঐ পরামর্শ দিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিয়া আসিতে বলিলি। তোরই কুবুদ্ধি শুনিয়া আমি সন্ধ্যার পর লুকাইয়া রহিলাম; তুই, আমাকে কুম্ভীরে লইয়া গেছে বলিয়া আমার স্ত্রীর নিকট সমাচার দিলি; তার পর সে সতী শোকে অভিভূতা হইলে, তুই তাহার অনাথ অবস্থায় সুযোগ পাইয়া কত নষ্টাম করিলি, অবশেষে তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া

আমাকে ভয় দেখাইয়া ভুলাইয়া আনিলি। আমি ভয়ে অভিভূত হইলাম—ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম না,—তোর কুপরামর্শে মুগ্ধ হইলাম—আপনার প্রাণের স্ত্রীকে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলাম। এখন সে আমার সঙ্গে থাকিলে, এ দুর্গমপথের দোসর হইত—কত সেবা করিত, কতই সান্ত্বনা করিত। আহা! যাহার এ বয়সে স্ত্রী নাই সে মনুষ্যই নহে। আমি কি বলিব—এখানে তোর সমুচিত শাস্তি দিবার স্থান নহে, নতুবা তোর নৃশংস ব্যবহারের শিক্ষা দিতাম। পাষণ্ড দূর হ—আমি আর তোর সঙ্গে যাইব না।”

গোবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া চলিল।

অনুপরাম গোবর্দ্ধনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ক্রমে গোবর্দ্ধন দূরে গেলে, বলিল, “রে নরাধম বাঙ্গালি! একান্তই গুহায় চলিলি। তাহা কখনই হইবেক না। একা এ পথে আমার যাওয়া উচিত নহে। পর্বতে অপর কাহাকেও আজ তিন দিন দেখি নাই,—অনুমান—আমরা পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। গত কল্য রাত্রে যে আলোক দেখিয়া লোকালয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা জনকৃত অগ্নি নহে, তাহা পার্বত্য অগ্নি স্বতঃ জ্বলিয়া থাকে—অদ্য সেই দাবানল পথে দেখিলাম। পথ বলিই বা কেন? যে তুষারাবৃত প্রদেশ দিয়া যাইতেছি, তাহাতে জনসমাগমের কোন ঘূণাক্ষ চিহ্নও দেখি না। এ নিঃশলাক-পর্বতে যে অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত আশা করা মূর্খের কর্ম। আজ ষষ্ঠদিবস হইল একজন উলঙ্গ গারো দেখিয়াছিলাম। সে আবার আমাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল। তাহার পর একটি পক্ষিও দেখি নাই। ভোটরাজ্যে অবশ্যই প্রবেশ করিয়াছি--কেননা কালীজান নদীপার ওলীপুর, ভোটের প্রথম দ্বার। তেরাই জঙ্গল-মধ্যে যেখানে পানিলহরীয়ার লতা হইতে পানজল পাই, সেই ত রাজাভাতখাওয়া। তাহার পর শাল ও শিশুর প্রবীণ অগম্য বন। তেরাই পার হইলে যখন বৃদ্ধতুরসার উস্রে পৌঁছিলাম, তখন ত খাষ ভোটমধ্যগত হইয়াছিলাম। তাহার পর ক্রমান্বয়ে উত্তরে আসা উচিত হয় নাই। এখন উপায় ত কিছুই দেখি না। যদিচ ফাল্গুনমাস—কিন্তু এখনও তুষার দ্রব হইবার কোন চিহ্নও দেখি না। আহারও দুর্লভ হইয়াছে। আমার থৈলি ক্রমে লঘু হইয়াছে, আর তিন দিনের উপযুক্ত আহার আছে। কি করি—দেখি ফ্রার যেমন অভিরুচি। বাঙ্গালিটা চটিয়া স্বতন্ত্র হইলে ভাল হইবেক না। তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। এখন যদি দুই তিন দিন মধ্যে লোকালয় না পাই তাহা হইলে অনাহারে মৃত্যু! অনুপরাম এত দিন কাটাইয়া অবশেষে অনাহারে মরিবেক?—না! ফ্রার এমত আদেশ নহে। অনুপরামের যদিচ এখনও কুগ্রহ কাটে নাই, কিন্তু তাহার সাহায্যে নট আছে। নটের প্রসাদাৎ ও ফ্রার অনুমতিতে এত সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি;..এখন কি জীবনরক্ষার আহারও পাইব না?—না! না! তাহা কখনই হইবেক না। উঃ কি তীব্র হিমানিল! হিমসংহতিতে অস্থির। মজ্জা পর্যন্ত বিদ্ধ হইতেছে। যাই—দেখি বাঙ্গালী কতদূর গেল। এ বাত্যায় উত্তরাস্য চলাও সুকঠিন।

বাপ রে বাপ! আমার মুখ হিমেলু হইল! দেখি যদি তুষার ঘর্ষণে কোন উপকার হয়। আমাদিগের দেশের পূর্ব্বকালের নটেরা হিমেলুর ঔষধ--তুষারদ্বারা সেই অঙ্গঘর্ষণ ও লেবুচোষণ বলে।" অনুপরাম ভূমি হইতে কার্পাসরাশিনিভ তুষার দুই হাতে উঠাইয়া লইয়া স্বীয় বদনে বেগে ঘর্ষিতে লাগিল। তুষারঘর্ষণ সেই শীতের সময় একান্ত ক্লেশকর, কিন্তু কি করে, শীতাদে ও হিমেলুতে শরীর শিথিল ও ব্যথিত হওয়ায় তুষারঘর্ষণে সাহস করিল। ক্ষণকাল বেগে ঘর্ষণে মুখের ও করদ্বয়ের রক্তসঞ্চালন হওয়ায়, যাতনার কতকটা উপশম হইল। নিকটস্থ তুষারে, হিমশিখরের দক্ষিণ আশ্রমে বসিয়া পাদদ্বয় হইতে স্থূল পাদুকাতল খসাইয়া পদতলে অষ্ঠীবৎ পর্য্যন্ত তুষার লইয়া ঘর্ষণ করিল। ক্রমে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় স্থূলতলপাদুকা লাগাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে পৃষ্ঠস্থ অজ-চর্ম্মস্যূত হইতে কিঞ্চিৎ বাজরা ও গোধূমমিশ্রিত আটার রুটীর টুকরা বাহির করিয়া তাহায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও লবণ মিসাইয়া আহার করিল। পরে কটীদেশস্থ বংশপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ সুরাও পান করিল। বল পাইয়া বলিল, "যাই—অন্তর হইতে গোবর্দ্ধনের গতিকটা দেখি; তাহার সহিত এখন আর সাক্ষাৎ করা বিধেয় নহে;—অবস্থা বিচার করিয়া আচরিব।"

ক্রমে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া একটা হিমটিলা পার হইলে দেখিল, গত রাত্রিতে যে গুহায় উভয়ে আশ্রয় লইয়াছিল, গোবর্দ্ধন সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অনুপরাম কিছুক্ষণ টিলার অন্তরালে অবস্থান করিলে, গোবর্দ্ধন গুহায় প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইল না দেখিয়া অপর তিনচারি টিলা ঘুরিয়া গুহার দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তথায় ক্ষণকাল দাঁড়াইতে, গুহার মধ্য হইতে গম্ভীর কাতর ক্রন্দনধ্বনি পাইয়া অতি সতর্ক পদক্ষেপে গুহার দ্বারে গেল। গুহার দ্বার হইতে সুড়ঙ্গপ্রায় যে পথ ছিল, তাহায় প্রবেশ করিয়া প্রথম বেঁকের পর যে কোটর ছিল, তাহায় যাইয়া বসিল।

গোবর্দ্ধন সেই কোটরের অন্তরালে, প্রধান প্রশস্ত কোটরে প্রবেশ করিয়াই নিকটস্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য একটা জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি নাড়িয়া দিতে দিতে তাহার করে এমত খিল লাগিল যে চীৎকার করিয়া ঐ জ্বলৎকাষ্ঠটি দূরে নিক্ষেপিল; কিন্তু ক্রমে হস্ত পদাদিতে শীতাদজনক ব্যথা বৃদ্ধি পাইল ও যত যাতনা বৃদ্ধি হইল ততই কষ্টসূচক ক্রন্দন করিতে লাগিল। কয়দিনের পথশ্রম, লঘু আহার ও অতীব শীতের বায়ু সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায়, ক্রমে শীতাদ এমত বলবতী হইয়া উঠিল যে, এক্ষণে যেন তাহার গ্রন্থি গ্রন্থি কেহ উল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে। হিমেলুতে মুখে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তাহার উপর গ্রন্থি ব্যথা এমত কষ্টকর যে, ক্ষণেকে গোবর্দ্ধনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তীব্রবেদনায় তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন যাতনায় কাতরস্বরে আর্তনাদ করিল বটে, কিন্তু সে শব্দ কেবল গোঁগরানিমাত্র হইল—ক্রমে শীতাদ গোবর্দ্ধনের কণ্ঠ আশ্রয় করিল। অনুপরাম ক্রমে গোবর্দ্ধনের হীনাবস্থা দেখিয়া সেই কোটরে প্রবেশ করিলে, গোবর্দ্ধন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া নিকটস্বরে বলিল,

"নরাধম! তুই এখানে কেন? আমার যাতনা বৃদ্ধি করিস্ না—আমি তোকে দেখিলে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। তোরই বুদ্ধিতে আমার এই দশা।"

অনুপরাম বলিল, "কৃতঘ্ন বাঙ্গালি। এখন তুই অজাত শিশু অপেক্ষা ক্ষীণবল—আমি মনে করিলে তোর গলদেশে পদ দিয়া তোর ধ্বাঙ্ক্ষরব রোধ করিতে পারি। না—তাহায় যে শ্রম হইবেক—সে নিস্ফল ও নিষ্প্রয়োজন; তোর রুটীর স্যুত কোথায়?"

গোবর্দ্ধন শীতাদ বেদনায় প্রায় সংজ্ঞাশূন্য ছিল, উত্তর করিল, "কেন—এই আমার মাথার নীচে আছে, আমি তাহা খাইতে পারিব না। আমার আহারে এমত অনিচ্ছা অরুচি এত তীব্র, যে আহারের নাম আমার সহ্য হয় না।"

অনুপরাম "হাঁ, তাই তোমার কষ্টকর দ্রব্য তোমার নিকট হইতে দূর করিব!" বলিয়া গোবর্দ্ধনের রুটীর স্যুত লইয়া যখন কোটর হইতে চলিয়া গেল, তখন গোবর্দ্ধন বলিল, "পামর আমার আহার লইয়া পলাইল। হায়! আমার কি হইবে?" কিন্তু ক্ষীণবল হওয়ায় আর অরুচি থাকায় নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

অনুপরাম গুহার বাহিরে আসিয়া স্যুত খুলিয়া দেখিল যে স্যুতটি প্রায় পূর্ণ, গোবর্দ্ধন হিমেলুগ্রস্ত হওয়া অবধি অরুচি থাকায়, কিছুই আহার করিতে পারে নাই। গুহার বাহিরে একটু দাঁড়াইয়া ফিরিয়া গিয়া গোবর্দ্ধনের কটীদেশ ও বস্ত্রাদি অস্ত ব্যস্ত করিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা কাড়িয়া লইল। গোবর্দ্ধন ক্ষীণবল হওয়ায় কেবল সাকুতস্বরে রোষসূচক ধ্বনি করিল, ফলতঃ অনুপরামকে নিষেধ করিতে অক্ষম হইল। অনুপরাম এইরূপে গোবর্দ্ধনকে নিঃস্ব করিয়া আহারীয়, পানীয়, অর্থ ও অস্ত্রাদি সমস্ত লইয়া গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূথ॥

"তাঁহারা কি আজও এখানে আছেন, না আরও অগ্রসর হইয়াছেন? আমার অদ্য প্রাতঃকাল হইতে মন কেমন অস্থির হইয়াছে; তাই আমি অদ্য এত রাত্রি থাকিতে তোমাকে ত্যক্ত করিলাম।"

রামচন্দ্ররায় বলিলেন, "অনুমান করি, তাঁহারা বারাণসীধামে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিবেন। কল্য তাঁহারা বারাণসী পৌঁছিয়াছেন। তারিঘাটের লোকেরা ত সেই সমাচার

দিল। আমরাও ত কোন বিষয়ে ত্রুটি করিতেছি না, রমাই ভাই, তোমার অশ্ব অদ্য কি প্রকার দেখিতেছ?"

রমাইবীর বলিল, "মহারাজ, অদ্য এ চটীতে যেরূপ বলবান অশ্বচতুষ্টয় পাইয়াছি, অনুমান করি, দুই প্রহরের পূর্ব্বেই বারাণসীধামে পৌঁছিব। রামনগর সম্মুখে দেখা যায়।" এই কথা বলিতে বলিতে তুরগচতুষ্টয় কষাঘাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। এক্কার চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, অক্ষদণ্ড সংলগ্ন ঝল্লরীর ঝঞ্ঝনা, অশ্বনিগালে লম্ব কিঙ্কিণীর মধুর ধ্বনি একীকৃত হইয়া অতীব মনোহর লাগিল। যদিচ প্রাতঃকাল কিন্তু রথচক্রের বেগ ভ্রমণে ও অশ্বচতুষ্টয়ের বলবতী গতিতে এত ধূলী উত্থিত হইল যে, সুমতী মুখে আবরণ টানিয়া দিলেন।

রাজা রামচন্দ্ররায় চাদখাণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্যে পৌঁছিবার পরই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড়ের যুদ্ধে পরাজয় ও পরক্ষণেই সুড়ঙ্গের দ্বারে ধৃত হইয়া বন্দী হইয়াছেন, কুসমাচার পাইলে; সুমতী পিতৃচরণ দর্শনের জন্য অত্যন্ত অস্থির হইলেন। রামচন্দ্ররায়কে ভূয়ঃ ভূয়ঃ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহায় কৃতকার্য্য না হওয়ায়, রমাইবীরের সাহায্যে অনেক আয়াসে ও সনদ্বীপের প্রধান ধনী ও মহাজন বৈদ্যনাথের সহায়তায় অবশেষে রামচন্দ্ররায়কে সম্মত করিলেন। বৈদ্যনাথ এই অবকাশে বরদাকণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক ও রায়গড়ে অরুন্ধতী আছেন শুনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবেন, অনুমানে, রাজসঙ্গে রায়গড় যাত্রা করিবেন, অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজা রামচন্দ্ররায় রায়গড়ে যাইবেন, স্বীকার করিলে, সুমতী বৈদ্যনাথকে ডাকাইয়া যাহাতে সদ্য রায়গড়ে পৌঁছান যায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। বৈদ্যনাথ আপনার নির্য্যাম ও উড়ুপিক ডাকাইয়া জবগামী ছিপ একখানা প্রস্তুত করাইয়া রাজা রামচন্দ্ররায়কে সম্বাদ দিলেন। রাজা, সুমতী ও রমাইবীরকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের নৌকায় আরোহণ করিয়া রায়গড় যাত্রা করিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার লোকলস্কর রায়গড়ে উপস্থিত হইতে আদেশিলেন।

রামচন্দ্ররায় পরদিবস প্রাতে রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, মহারাজ মানসিংহ ছাউনী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জর বদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত নীত হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে কচুরায় দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। মহিষী অভিভূতা থাকায়, তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য ইন্দুমতীদেবী মানসিংহের সৈন্যসহ যাত্রা করিয়াছেন। প্রভাবতী ও অরুন্ধতী সরমার রক্ষণাবেক্ষণে সরমার সহিত যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান অমাত্যেরা কেহ দিল্লী হইতে সনন্দ পাইবার আশয়ে, কেহবা প্রভুভক্তিবলে, কেহবা কচুরায়ের আত্মীয়তার টানে, সকলেই প্রতাপাদিত্যের অনুগমন করিয়াছে। রায়গড়ে যাহারা ছিল, তাহারা বিমলাদেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুর সমাচার রামচন্দ্ররায়কে দিল। রামচন্দ্ররায় কমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহার আবাসে রেবতীর দেখা পাইলেন। রেবতী এখন পূর্ব্বমত পাগলিনী নাই বটে, কিন্তু রামচন্দ্ররায়কে দেখিয়া তাঁহার কতকটা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায়, উত্তেজিত হইয়া

অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া অবশেষে সুমতীকে ও রাজা রামচন্দ্ররায়কে ত্বরায় প্রতাপা দিত্যের অনুসরণ করিতে বলিল, এরূপে কহিল যে, যদ্যপি বিলম্ব হয় তাহা হইলে হয় ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক না। রামচন্দ্ররায় বহুদিন ব্যবধানে স্বাধীনতার সহিত স্বরাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার অবিদ্যমানে যে সকল বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক, সমস্ত অবগত হইবার অবকাশও পান নাই,—এখন কে কোন্ রাজ-কার্য্যের ভারে আছে ও কাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইবেক, তাহা বিচারের সুযোগও পান নাই,—এমত অবস্থায়, স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে স্বল্পকালের জন্য রায়গড়ে যাইতে অমত করেন নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে আবার দিল্লীপর্য্যন্ত গমনে কতদূর সম্মত থাকিতে পারেন—সহজেই বোধগম্য। তিনি রেবতীর কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রেবতী পশ্চাৎ দেখাইলেই বলিলেন, "বায়ুর বিচিত্র গতি- উনি যেমন বুঝিলেন, তেমনি বলিলেন—তাঁহার কথা শুনিয়া বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া মুমূর্ষু শ্বশুরের অনুসরণ করিতে হইবেক। আর অনুগমন করিলেই বা তাঁহার কি উপকার ঘটিতে পারে? তাঁহার প্রাণদণ্ড ত—কৃতসঙ্কল্প। দিল্লীর আদেশ—প্রতাপাদিত্যকে জীবিত বা মৃত হউক, দিল্লীতে আনহ। আমি যাইয়া কিছু মানসিংহের প্রতি দৃঢ় আজ্ঞার অন্যথা করিতে পারিব না। তবে সঙ্গে থাকিয়াই বা কি করিব? দিল্লীতে আমার প্রতিপত্তি নাই, যে, আমি দিল্লীশ্বরের জাতক্রোধ শীতল করি। চল সুমতি, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। আমার নিজের রাজ্য অশাসনে ভ্রষ্টপ্রণালী হইয়াছে; এখন কতদিনে পুনরায় ন্যায়শাসন সংস্থাপিত হইবেক, বলিতে পারি না। মসনদ্ অলির উপর বঙ্গের কার্য্যের ভার হইতেছে;—ত্বরায় করের জন্য লোক ও আসিবেক। বহুকালের পর বঙ্গের করসংগ্রহ হইতেছে, প্রথম করদানে নবাবকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে চিরকালের জন্য বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবেক। এসকল অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনায়,—আমার পরামর্শ—স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন্। বরঞ্চ মসনদ্ অলির সহিত সোণার গ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহের গ্রন্থি কতকটা শিথিল হইতে পারে। রমাই, এ বিষয়ে কি বল?"

রমাইবীর বলিল, "মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যুক্তিযুক্ত। আপনার রাজ্যে এখন যেরূপ অবস্থা তাহে প্রতাপাদিত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাকুক, আমি স্বরাজ্যেও প্রতিগমন করিতে নিষেধ করি। আমার পরামর্শ. বরং সোণারগ্রাম যাইয়া নবাবের নিকট মহারাজের কারাবদ্ধ ও সদ্য মুক্তির কথা কহিয়া করসংগ্রহের জন্য কতকমাস অবকাশ লইতে পারিলে ভাল হয়। এমন কি এ সময়ে রসদী বন্দোবস্তের রহমদৃষ্টি বরঞ্চ জুরিপেষগী পাওনের চেষ্টা বিধি। কিন্তু জুরিপেষগী-পাওনে অসমর্থ হইলে, অবশেষে রসদী বন্দোবস্ত লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। রাণী কিন্তু যাহা বলিতেছেন, মহারাজ, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিলে—কিছু নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিবেন না। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—ন্যায়মালা রচনায় এমত পটু

যে সহজে তাঁহাদিগের পরামর্শের মর্ম্মবোধ হয় না। প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করা—একটা উপলক্ষমাত্র। মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাশয়ের সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহে যথেষ্ট উপকার সম্ভবিবে: আর মহারাজ মানসিংহের নিকট প্রতিপত্তি লাভের এই মুখ্যকাল; কচুরায় তথায় উপস্থিত আছেন, তিনি থাকিতে মহারাজের সহিত দর্শন হইলে আপনার পক্ষে যথেষ্ট কুশল; আরও মসনদ্ অলি যদ্যপি মহাশয়ের সহিত দিল্লীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিষয় অবগত হন, তাহা হইলেও যথেষ্ট সমাদর করিবেন; ইহাতে আপনার যেমত অভিরুচি।"

রমাইবীরের পরামর্শে রামচন্দ্র কথকটা প্রতীতি পাইয়া কমলাদেবীর নিকট থাকিয়া অনঙ্গপালদেবের মতামত অবগত হইলেন। পরে বৈদ্যনাথেরও সম্মতি দেখিয়া সেই দিবসই প্রতাপাদিত্যের অনুসরণে কৃতসংকল্প হইলেন। বৈদ্যনাথের উপর আপাততঃ প্রয়োজনীয় কর্ম্মাদির ভার দিয়া ও স্বীয় অবস্থানুযায়ী অনুচর ও সৈন্যসম্প্রদায় স্বানুসরণ করিতে আদেশ দিয়া সেই রাত্রিতে পশ্চিম রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রমাইবীরের পরামর্শে জবগামী অশ্বচতুষ্টয় একায় যোজনা করিয়া লইলেন। রমাই সারথী হইল ও সুমতী সঙ্গে চলিলেন। যাত্রাকালে অনঙ্গপালদেবের পরামর্শে রায়গড়ের অস্ত্রশালা হইতে যথাযোগ্য বন্দুক, বারুদ ও গুলী লওয়া হইল। বৈদ্যনাথকে সনদ্বীপে বিদায় দিয়া রমাই রথ চালাইল। কয়েকদিনে ক্রমে মানসিংহের স্কন্ধাবার নিকটস্থ হইতে লাগিল। অদ্য বেলা দেড়প্রহরের সময় রামনগরে পৌঁছিয়া মানসিহের ছাউনীর জনৈক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, অবগত হইলেন যে, মহারাজা মানসিংহ সারনাথের মাঠে ছাউনী করিয়াছেন।

রামচন্দ্ররায় জিজ্ঞাসিলেন, "মানসিংহ এখানে কবে আসিলেন?"

সৈনিক বলিল, "মহাশয়, তিনি আজ তিনদিন এখানে আসিয়াছেন। কল্য সায়ংকাল নাগাইদ রওয়ানা হইবেন—এমত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে। আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

রমাই বলিল, "আমরা বাঙ্গালা হইতে আসিতেছি— কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সৈনিক বলিল, "চলুন, আমিও এক্ষণে ছাউনীতে যাইতেছি; আমি তাঁহারই আদেশে এখানে—প্রতাপাদিত্যের কি প্রয়োজন আছে বলিয়া—সোমলতার অন্বেষণে আসিয়াছিলাম।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "কোথা সোমলতা পাইলেন?"

সৈনিক বলিল, "মহাশয়, রামগড়ের দক্ষিণে, একজন বৃদ্ধ ব্যাপারী আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে লোক দিয়া একবোঝা আনাইয়া দিল। বারাণসীর যজ্ঞীয় সম্ভার সেই সমাহরণ করিয়া দেয়। সে জাতিতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ, যজ্ঞশাস্ত্রে যথেষ্ট অধিকার, তাহার প্রকৃত উপাধি বাজপেয়ী—কেননা সে স্বয়ং ষোড়শ বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান

করিয়াছে, কিন্তু এখন যজ্ঞকাষ্ঠ ও অপরাপর সম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেয় বলিয়া জনসমাজে তাহাকে ব্যাপারী বলিয়া থাকে।”

রামচন্দ্ররায় বলিল, “কেন—সোমলতা লইয়া কি হইবেক?”

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান করি যে, সোমলতা লইয়া প্রতাপাদিত্য স্বীয় গার্হপত্য অগ্নির হোমানুষ্ঠান করিবেন।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, এই দশাশ্বমেধ ঘাট—ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করুন!” রামচন্দ্র রায় এই কথা শুনিবামাত্র নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সচেল পবিত্র সুরধুনী স্রোতে আবেশন করিলেন। সুমতীও পতির অনুগমন করিল। রমাই নৌকা হইতে রথ নামাইয়া সচেল জলপ্রবেশ করিল, পরে সকলে স্নানাহ্নিক তর্পণাদি সমাপন করিয়া পদব্রজে মণিকর্ণিকায় অবগাহনান্তর পরমারাধ্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল। তথায় অনাদি ও অনন্ত দেবদেবের লিঙ্গার্চ্চন করিয়া জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণার দর্শনাদি করিয়া বাহির হইলে, সৈনিক বলিল, “আপনারা রথে আরোহণ করুন, আমি আমার অশ্বে সঙ্গে যাইতেছি।” রাজা ও সুমতী আসীন হইলে, রমাই অশ্বযোজনা করিয়া সৈনিকের পশ্চাতে রথচালন করিল। অল্পকাল মধ্যে দূর হইতে দিল্লীর ছাউনী দৃষ্টিগোচর হইল বটে, কিন্তু ছাউনীমধ্যে মহা কোলাহল ও জনতা।

সৈনিক বলিল, “এ জনতার কারণ কি—আমি একটু অগ্রসর হইয়া দেখি।” দুই চার রশি যাইয়া দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, “মহাশয়েরা এখন ধামের নিকটে কোন একটা স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করুন—এখন কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—তিনি ব্যস্ত হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শবের সঙ্গে গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইতেছেন।”

সুমতী শুনিয়া ব্যস্তে “কি! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছে! আমি দেখিতে পাইলাম না!” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রমাই সৈনিককে নিকটে ডাকিয়া বলিল, “মহাশয়, ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রথমা কন্যা, আর ইনি বাকলার অধিপতি—রাজা রামচন্দ্ররায়; ইহাঁরা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় বঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এখন এখানে আসিয়া এ সময়ে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে সাহিত্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি কৃপা করিয়া মহারাজ মানসিংহকে এই সমাচার দিন। অনুমান করি, তিনি কখনই অন্য মন করিবেন না।”

সৈনিক বলিল, “আমি তাহা অবগত থাকিলে অগ্রেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। যাহা হউক,” রাজার প্রতি করযোড়ে “মহারাজ, আমার দোষ ক্ষমা করুন, আমি পরিচয় না পাইয়া যথাযোগ্য মান্য করি নাই। রাণি, আমি আপনাদিগের দাস—আমার নিবাস রায়গড়। চলুন, আপনারা ঐ গঙ্গাযাত্রার মধ্যে সকলেরই সাক্ষাৎ পাইবেন। আমি শুনিয়াছি, মহারাজা মানসিংহ সকল প্রধান অমাত্য সঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে অনুগমন

করিতেছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে রমাই রথ লইয়া ছাউনীর দ্বারে লাগাইল। রমাইবীর একলম্ফে রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বধারণ করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় সুমতীকে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া পদব্রজে স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকও স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জনৈক লোককে রমাইবীরের রথের তত্ত্বাবধারণ করিতে বলিয়া ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল।

এদিকে অদ্য প্রাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কচুরায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, অদ্য আমার বারাণসীতে চতুর্থ সূর্য্যোদয়—অদ্য আমার শেষ দিন। তোমার সৈনিক প্রাতে সোমলতা ও অপরাপর যজ্ঞীয় সম্ভার আহরণ করিয়া আনিবে। আমার গার্হপত্য বহ্নি সরমার নিকট একটি কাঁকড়ীতে আছে, সে যত্নে রক্ষা করিতেছে। সেই বহ্নিতে আমার সংকার করিও ও আমার চিতার উপর সেই অগ্নি সংস্থাপন করিয়া তাহায় আমার পক্ষ হইতে তুমিই স্বিষ্টকৃতাদি বহ্নির হোমাদি করিয়া বিসর্জন করিও—এই আমার শেষ অভিলাষ। আমার শেষক্ষণ উপস্থিত—আমি আর চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেছি না—আমার অধমাঙ্গ অবশ হইয়াছে—বাক্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না—আমার শেষ উপস্থিত, কালীপদ ভরসা! মাগো!—পায়ে——"প্রতাপাদিত্য এতক্ষণে নিঃশব্দ হইলেন। হায়! বঙ্গের স্বাধীনতা জন্মেরতরে নষ্ট হইল।

কচুরায় ব্যস্তে নিকটের স্বর্ণপাত্রস্থ গাঙ্গবারি কুশা করিয়া লইয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে দিলেন ও উচ্চৈস্বরে সরমাকে ডাকিলেন। সরমা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব অনুমতি অবধি কখন সম্মুখীন হন নাই বটে, কিন্তু কাণ্ডারের অন্তরালে দিবানিশি বসিয়া থাকিতেন ও যখন যেরূপ প্রয়োজন হইত, কচুরায়কে বলিলে, কচুরায় সহোদরের ন্যায় যত্নে তাহা সম্পাদন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের শুশ্রূষায় কচুরায়ের কোমল অন্তঃকরণ ও তত্তুল্য কোমল হস্ত প্রকাশ পাইয়াছিল। সরমাকে বেষ্টিয়া ইন্দুমতী প্রভৃতি রাজাঙ্গনারা সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন ও পিতৃসেবায় নৈরাশ হওয়া অবধি সরমা মহিষীকে দ্বিগুণ যত্নে সেবিতেন। কাণ্ডপটের অন্তরালে থাকিয়া প্রতাপাদিত্যের শেষবাক্যও তাহারই অব্যবহিত পরে কচুরায়ের ধ্বনি শুনিয়া সরমা কাতরস্বরে কাঁদিয়া দৌড়িয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলেন। ইন্দুমতীপ্রমুখ রাজাঙ্গনারাও তাঁহাকে অনুসরণ করিল। মহিষী রায়গড় পরাজয় সমাচার পাইয়া অবধি পক্ষাহত হইয়া অজ্ঞানা ও অভিভূতা ছিলেন, অদ্য যেন বৈদ্যুতবলে স্বীয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তৎপারিষদ স্ত্রীগণ মহিষীর অকস্মাৎ অনৈসর্গিক আচরণে চমৎকৃতা হইয়া নিষ্পন্দপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল। সরমা নিকটে আসিলে কচুরায় বলিলেন, "সরমা, মহারাজার শেষকাল উপস্থিত, তুমি তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দাও। এমত ইচ্ছামৃত্যু আমি কখন দেখি নাই! কোন রোগ নাই অথচ অকস্মাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। বীরপুরুষেরই এমত ইচ্ছামৃত্যু পুরাণে শুনা যায়। হায়! এতদিনে আমার ভ্রাতৃশোক লাগিল! আমি কখন মহারাজকে ভ্রাতার ন্যায় দেখি নাই,

কিন্তু অদ্য আমার হৃদয়ে নূতন ভাবের উদয় হইতেছে। মহারাজকে আমি চিরদিন জ্ঞাতির ন্যায় বোধ করিতাম। হায়! আমি কি পামর!—এরূপ সৎভ্রাতার মর্ম্ম বুঝিলাম না, জীবিত থাকিতে তাহার সমুচিত আদর করিলাম না, বরং দ্বেষ ও হিংসা করিয়াছিলাম; এখন জানিলাম, যে, মহারাজের মৃত্যুতে আমরা চিরদিনের তরে পরাধীন হইলাম; বঙ্গ একেবারে নষ্ট হইল! হা বিধাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা মহারাজ! হা প্রতাপাদিত্য! হায়! হায়!—"

সরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সসম্ভ্রমে সুরধুনীর জল মহারাজের মুখে দিলেন ও চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। এদিকে মহিষী আসিয়া পিঞ্জরের সন্নিধানে গেলে সম্ভ্রমে কচুরায় একটু সরিয়া গেলেন। মহিষী নিকটে আসিয়া একদৃষ্টে কতক্ষণ প্রতাপাদিত্যের নিদ্রিতপ্রায় মুখাবলোকন করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "মানি! স্বমান রক্ষা করিলে—এখন এ অভাগিনীর মান রক্ষা কর! আমার রোগ হয় নাই, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমি তোমার চিরদিনের দাসী!" হস্তদ্বয় উৰ্দ্ধে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধনয়নে বলিলেন, "দর্পহারি মধুসূদন! দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ! অহল্যার-পুনর্জীবন! আমাকে অনাথিনী করিও না। যেমন বঙ্গাধিপের মান রাখিলে তেমনি আমারও মান রক্ষা কর!"

মহিষীর কাতর সকরুণ ধ্বনিতে সকলেই গদগদ হইল। সরমা একবার নীরবে মাতৃনয়নের দিকে দেখিয়া ভূমি দৃষ্টি করিলেন। ক্রমে স্কন্ধাবারে এই সমাচার রটিলে, মহারাজ মানসিংহ, সূর্য্যকুমার, মালিকরাজ, বরদাকণ্ঠ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনৈক সৈনিক আসিয়া কচুরায়ের নিকটে গোপনে রামচন্দ্ররায়ের সম্বাদ দিলে, তিনি বলিলেন, "রাজা রামচন্দ্ররায় ও সুমতী ও রমাইবীরকে এস্থলে ত্বরায় আন। যে সৈনিক জজ্ঞীয় কাষ্ঠাদি আহরণে গিয়াছিল সে কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, তাহাকেও সমস্ত সম্ভার সহিত এখানে আসিতে বল।" সৈনিক চলিয়া গেলে মহিষীকে বলিলেন, "মহিষি, সুমতি ও বাক্‌লাপতি মহারাজকে দর্শন করিতে বঙ্গ হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন।" মহিষী বলিলেন, 'ভাই! রামচন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, আহা সুমতীও যথোচিত কষ্ট পাইয়াছে! আসিয়া যদি মহারাজকে জীবিত দেখিত, তাহাহইলে শ্রমসার্থক হইত! তাহাদিগকে ডাকাও।"

মহিষীর শান্ত ও অশোচিত অবস্থা দেখিয়া সকলেই সিহরিল ও মহিষীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সরমা কেবল ভূমি দৃষ্টিতে হস্তে স্বকপোল ন্যস্ত করিয়া ভূম্যাসনে বসিয়া রহিলেন। মহারাজ মানসিংহ ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কচুরায়, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অকালমৃত্যু হওয়ায়—আমাদিগের অদ্য এস্থান হইতে রওয়ানা হওয়া রহিত কর। মহারাজের যথাযোগ্য ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পরে যাত্রার পরামর্শ করা যাইবেক। স্কন্ধাবারে এই সমাচার পাঠাও। মহারাজের শব রাজ-পর্য্যঙ্কে শয়ান করাও। আমি কি করিব? আমার অভিরুচির বিপরীত আচরণ করিতে

হইয়াছে; দিল্লীশ্বরের যেরূপ কঠিন আদেশ—তাহায় পিঞ্জরাবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এক্ষণে মহারাজ প্রতাপাদিত্য মর্ত্যলোকের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন! মহাসমারোহে তাঁহার সৎকার কর। স্কন্ধাবারে গমনসূচক খধুপ চালাইতে আদেশিবে ও যখন গঙ্গাতীরে যাইবে, তখন সমুচিত সেনা ও রেশেলা সঙ্গে লইও; আমিও সঙ্গে যাইব।"

মানসিংহ এই আদেশ দিয়া চলিয়া গেলে, কচুরায় তাহার পশ্চাৎ শিবির হইতে বাহিরে যাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দ্বাদশদণ্ডকাল শব বিধিমত রক্ষিত হইলে, দ্বাদশ বলীবর্দযুক্ত একটি তোপের শকট আনাইয়া তাহা নানাবিধ পুষ্পমালা ও পতাকাদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া শিবিরদ্বারে আনীত হইল। স্বয়ং শিবিরে প্রবেশ করিয়া দাসদাসীরদ্বারা পিঞ্জর হইতে শব বাহির করাইয়া যথাবিধি ক্ষৌর বিধান জন্য স্বশাখোক্তবিধিতে নখশ্মশ্রু ও কেশবপন হইল; পাটলামোদরম্য জলে ধৌত করাইলেন, মৃগমদ কঙ্কুমাগুরুচন্দনাদিদ্বারা সর্বাঙ্গ চর্চিত হইল। পরে জটামাংসীর জল সিঞ্চন করিয়া জটামাংসীর মালা ললাটে বাঁধিয়া দিল। শব মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্বীয় উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরিধীত হইল। বস্ত্রের দশা পুত্রাভাবে সুমতীর হস্তে অর্পিত হইল। দাসদাসীরা শব লইয়া শকটে শয়ান করাইল। দক্ষিণাগ্র সমূল কুশপুঞ্জ শবের বামভাগে রাখিল। শবের বামহস্তে সগুণ ধনুক ও দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ স্বর্ণরঞ্জিত শর দেওয়া হইল। শবের বামকটীতে তলবার রক্ষিত হইল। শব রক্ষার্থে পঞ্চাশৎ জন অনাবৃত চন্দ্রহাসধারী সুসজ্জীভূত হইয়া শকটের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন কচুরায় বলিলেন, "সরমা, মহারাজ তাঁহার গার্হপত্য অগ্নিদ্বারা সৎকারের অনুমতি দিয়াছেন। তোমার নিকট কাঙ্গ্রীতে সেই অগ্নি আছে। মা! সেই অগ্নি লইয়া তোমাকে যাইতে হইবেক। অগ্নি কোথায় আছে আন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের কুলপুরোহিত সঙ্গে নাই—এক্ষণে আমাদিগের স্মরণ করিয়া সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।"

মহিষী বলিলেন, "ভাই, তুমি তাহার জন্য চিন্তিত হইও না। এ বারাণসীধাম এস্থলে পুরোহিতের অভাব হইবেক না। মালিকরাজকে বলিলে, মালিকরাজ আমাদিগের কুলপ্রথা সমস্তই অবগত আছেন, দেখাইয়া দিতে পারিবেন।"

কচুরায় বলিল, "মালিকরাজ এইখানেই উপস্থিত আছেন; আমাদিগের সভাসদ্ পণ্ডিতের সাহায্যে সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।"

সরমা কচুরায়ের কথা শুনিয়া আপনার বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি স্বর্ণনির্মিত গজদন্তমণ্ডিত ক্ষুদ্র কাঙ্গ্রী বাহির করিয়া দিলেন। কচুরায় সেই কাঙ্গ্রী লইয়া শকটের পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে মহা সমারোহে শকট চলিল। মালিকরাজ যাত্রার পূর্বেই একটা স্বর্ণপাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ চরু পাক করাইয়া লইলেন। স্বীয় উত্তরীয় দক্ষিণাবীতি করিলেন সঙ্গের আচার্যেরাও সেই রীত্যনুসারে দক্ষিণাবীতি হইলেন। পিতৃলোকের জন্য দুগ্ধ ও নবনীতমিশ্রিত পৃষদাজ্য সঙ্গে চলিল। সুমতী শ্রৌতাগ্নি বহন করিলেন,

সরমা আহবনীয়াগ্নি লইলেন, মহিষী সহমরণ করিবেন, প্রকাশ করায়, কেবল অম্রশাখা বামস্কন্ধে লইয়া চলিলেন। শকটের ধুরায় একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগ অনুস্তরণিরূপে রজ্জুবদ্ধ হইয়া চলিল। তাহার পশ্চাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণ ও তাহাদিগের পশ্চাৎ অপরাপর আত্মীয়, সর্বপশ্চাতে বয়োকনিষ্ঠ। যাত্রার অগ্রভাগে জয়ঢক্কা প্রভৃতি রাজবাদ্য ক্রূরসাম তালে চলিল। তাহার পশ্চাৎ একশত বেদবিৎ ব্রাহ্মণ নৈঋতাগ্র কুশ হইয়া উগ্রসাম গান করিতে করিতে চলিল। পরে হস্তিমালা উষ্ট্রশ্রেণি অশ্বারোহী ও পদাতি। মহারাজ মানসিংহ সকলের পশ্চাতে চলিলেন—সকলেই দক্ষিণাবীতি। ক্রমে যাত্রা মনিকর্ণিকার পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দাসেরা গঙ্গাতীরস্থ সর্বতঃ আকাশশালী, বহুলৌষধিক, কণ্টকিক্ষীরিপ্রভৃতিষড়্বৃক্ষউদ্বাসিত, সর্বতঃ জলগচ্ছত দক্ষিণপ্লবণে দেশে—কেশশ্মশ্রু লোম-নখাদিবিহীন, স্থানে ঊর্দ্ধবাহুক পুরুষপরিণাম দীর্ঘ ও বিতস্তি পরিমিত অধঃখাত খনন করিল। পরে শকট হইতে শবকে নামাইয়া নিঃপুরীষ করিয়া পৃষদাজ্যদ্বারা শরীর পূর্ণ করিল। পরে খাতদেশে চন্দনাদি গন্ধকাষ্ঠ স্তূপাকারে রক্ষিত হইলে, গৃহানীত পথে অর্দ্ধত্যক্তাবশিষ্ট চরু খাতদেশের দক্ষিণে স্থাপিত হইল। আহৃত যজ্ঞসম্ভার লইয়া সরমা শবের দক্ষিণহস্তে জুহূ নিয়োজন করিলেন, সুমতী সব্যহস্তে মন্ত্রপাঠান্তে উপভৃৎ নিয়োজন করিলেন। রামচন্দ্ররায় দক্ষিণপার্শ্বে স্ফ্য নিয়োজন করিলেন। সূর্যকুমার সব্যে অগ্নিহোত্র-হবনী নিয়োজন করিলেন। কচুরায় দন্তে গ্রাব্ণো নিয়োজন করিলেন। মহারাজ মানসিংহ সম্ভ্রমে উরঃদেশে ধ্রুবও শিরোভাগে কপাল নিয়োজন করিলেন। মহিষী নাসিকায় স্রুক্ নিয়োজন করিলেন। সরমা কর্ণদ্বয়ে প্রাশিত্র নিয়োজন করিলেন। সুমতী উদরে পাত্রী নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ সমাদরে শবের উদরে চমস্ নিয়োজন করিলেন। বরদাকণ্ঠ জঙ্ঘাদ্বয়ে উদুখল মুষল নিয়োজন করিলেন। কচুরায় পাদদ্বয়ে শূর্প নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ অবশিষ্ট যজ্ঞীয় পাত্র সকল পৃষদাজ্যে পূর্ণ করিলেন। পরে সদ্য নিস্তূচীকৃত কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তাহার উপর শব রাখিল। পুরোহিত অনুস্তরণীর বপা উৎখেদ করিতে চাহিলে মালিকরাজ বলিলেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কাতীয়শাখাভুক্ত, অতএব অনুস্তরণী হনন করা উচিত নহে। পরে কৃষ্ণাজিনে শব প্রচ্ছাদিত হইলে চমস্ ও প্রণীতা প্রণয়ন হইল। পরে চরুদ্বারা পিণ্ডদান করা হইলে, মহিষী বামহস্তে অম্রশাখা লইয়া রক্তবস্ত্র পরিবীতা, সিন্দুররঞ্জিত ললাটা, আলুলায়িত কবী হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক শবের বামস্থ ধনু হস্তে লইলে, সরমা ও সুমতী আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহিষী কোন উত্তর না দিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া অবশেষে বলিলেন, "সুমতি! সরমা! মা! তোমরা চিরজীবি হও।" পরক্ষণই এক লম্ফে চিতারোহণ করিয়া শবের বামভাগে শয়ান হইলেন। চতুর্দিকে বাদ্যোদ্যম হইল, কচুরায়, সুমতী ও সরমার হস্তদ্বয় লইয়া উল্কা ধরিয়া চিতাতে নিয়োজন করিলেন। ঘৃত ধূপ সজ্জরসাদি পূর্ণ চিতা অগ্নি গ্রহণ করিল। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী-

লেলায়মানা সপ্তজিহ্বা অগ্নি মহাবেগে জলিয়া উঠিল ও যজ্ঞধূম মহাত্মাদ্বয়ের জীবাত্মা পরমাত্মায় বহন করিল। বঙ্গাধিপ পঞ্চভূতে মিলিত হইল!

অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মানসিংহ সদলবল প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে কচুরায় অস্থিসঙ্কলন করিয়া ভাগীরথীর তীরে সমাধি দিলেন ও প্রতাপাদিত্যের স্বর্গার্থে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে গোসহস্র ও স্বর্ণাদি দান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। পরদিন মহারাজ মানসিংহ দিল্লী যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কচুরায় সরমার নিকট বিদায় লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। ইন্দুমতী, সরমা ও সুমতীকে লইয়া প্রভাবতী অরুন্ধতী সঙ্গে রায়গড় যাত্রা করিলেন। সূর্যকুমার, বরদাকণ্ঠ, মালিকরাজ, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাহার অনুসরণ করিল। রায়গড়ে পৌঁছিয়া রাজা রামচন্দ্র রায় কিয়দ্দিবস অবস্থানানন্তর সরমা কিঞ্চিৎ সুস্থিরা হইলে, সুমতীকে রাখিয়া রমাইবীরের সহিত স্বদেশ গমন করিলেন। সূর্যকুমার প্রায় দুই বৎসরকাল রায়গড়ে সরমার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগ অবধি সরমা ক্রমে শীর্ণা ও জীর্ণা হইয়া কালগ্রস্ত হইলেন। মৃত্যুকালীন সূর্যকুমারকে বলিলেন "সূর্যকুমার! ইহজন্মে তোমার সহিত মিলন আমার অসম্ভব! আমাকে পরজন্মে চরণে স্থান দিও। আমার মন তোমার—শরীর পিতার"। সরমার অকালমৃত্যুর পর সূর্যকুমার ইন্দুমতী ও কচুরায়ের নিকট বিদায় লইয়া স্বরাজ্যে গিয়া প্রজানন্দন করিতে লাগিলেন। বরদাকণ্ঠ রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় কচুরায়ের অনুমতি লইয়া অরুন্ধতীকে সনদ্বীপে লইয়া গিয়া উভয়ের বিবাহ দিলেন। দম্পতি পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া বৃদ্ধবয়সে পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিল। অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের সহ মরণ করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন উভয়ে একত্র বসিলেই সরমার নিষ্ফল প্রেম ও সূর্যকুমারের অকপট হৃদয়ের প্রশংসায় সময় অতিবাহিত করিতেন। সরমার মৃত্যুর তৃতীয় বৎসর পরে কমলাদেবীর বিশেষ অনুরোধে কচুরায় ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর রায়বংশ প্রায় নির্বংশ হয়। ইহাদিগের বিবাহের পর কমলাদেবী বারাণসী বাস করেন ও যথাকালে শিবলোক লাভ করেন। ইন্দুমতীর বিবাহের লগ্নে বল্লভের সহিত প্রভাবতীর পরিণয় হয়। এই পরিণয়ের ফল—শরগুণার কুন্ডীবংশ এক্ষণে কালকবলিত। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগন্নাথকুন্ডীর নাম রায়গড়ে ঘোষেদের ভদ্রাসনের নৈঋতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গতমধ্যে গণিত।

পাঠক! জয়ন্তীর ইতিহাস ও দ্বাদশভৌমিকের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দেখ।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্নাদস্কম্ভনে সবিতাদ্যামদৃংহৎ
অশ্বমিব অধুক্ষদ্ ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রং।
যত্র সমুদ্রঃ স্কভিতোবি ঔনদপাং নপাৎ সবিত তস্য বেদ
অতো ভূরতঃ আংউত্থিতংরজো অতোদ্যাবা পৃথিবী অপ্রথেতাং॥

NOTES.

Extracts from A Chronicle of the Family of Ra'ja' Krishna chandra of Navadvipa, Bengal, Edited and Translated by W. Pertsch, Berlin, 1852.

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

তদানীং বংগাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা দ্বাদশরাজানো নিষ্করং পৃথিবীমুপভুং-জতেস্ম। তেষ্বপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধনসংপন্নঃ ক্ষিতিতল-বিখ্যাত আসীৎ। ইংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোঽপি করং গ্রহিতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশ-নৃপতীন্ স্ববশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্ত পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেংদ্র প্রস্থপুরেশ্বর বহুসৈন্যানি নির্জিত্য দ্বিতীয়েংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। অস্মিন্নেব সময়ে জাঁহাগীরনগরাধিকৃতা মাত্যেন হুগলি সংস্থিতামাভোন চ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং বহুবিধং লিপিদ্বারা ইংদ্র-প্রস্থপুরেশ্বরং বিজ্ঞাপয়ামাস যথা "প্রতাপাদিত্য বহুবলসংপন্নঃ যস্য দ্বারি দ্বিপংচাশৎ-সহস্র চর্ম্মিণঃ একপংচাশৎসহস্র ধন্বিনঃ অশ্বরোহা অপি বহবঃ মত্তহস্তিনাং বহুযুথাঃ সংতি অন্যে চাসংখ্যামুদ্গরপ্রাসাদিহস্তাঃ এভির্বলৈঃ স ক্ষুদ্রান্নৃপান্ বাধতে। কিং বহুনা স্ববংশ্যানপি প্রায়ো নিঃশেষয়ামাস। তদ্বংশে তন্নিহত পিত্রাদিস্বজন একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্বীবনে রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ংতি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে দয়ালুর্নৃপলক্ষণশীলো চ প্রতাপাদিত্যস্তং হংতু মন্নুদিনং মৃগয়তে। অস্মানপি বাধিতুং প্রবর্ত্ততে। অতো গজাশ্বাদিপরিবারিত বহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াস্যতি তদা বয়ং তদনুচরীভূয় প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়িষ্যাম ইত্যাদি।" অনংতরমিংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্ কচুরায়েণাপি ইংদ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতং। অথ ইংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মান-সিংহনামানং কংচিৎপ্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধাসমানয়তু। ততো মানসিংহো মহা-

প্রসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রো বাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়াংচক্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্বভূবুঃ। অথ কতিপয়দিনানংতরং চাপড়াখ্যগ্রামসমীপবর্ত্তিনদীতটে তৎ সৈন্যং সমা জগাম। তৎসমীপস্থ রাজানঃ সপরিবারাস্তত্তয়াত্তিরোহিতা বভূবুঃ ভবানংদমজমুদারশ্চ মহাসাহসিক এক এব সাক্ষাত্তয় মমুচিতাশীর্নিবেদনাদিপুরঃসরং কর বিনিহিত হৈমমুদ্রাদিকং সাক্ষাৎকারয়ন্ সৎকৃত্য মানসিংহং বহুপরিতোষয়ামাস জগাদ চ। প্রভো মহাবলপরাক্রম ভবতা মাগমনে নৈতদ্দেশীয়াঃ সকলরাজানঃ পলায়িতা অহমেকঃ কতিপয় গ্রামাধিপো ধর্মাবনেতারং ভবংতং নিরীক্ষিতু মিহাসং ময়াশীর্বাদকেন যদি কিংচিৎকার্য্যমস্তি তদাজ্ঞাপয়েতি। তদা মানসিংহো মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার নদীমুত্তরিতুং সমুচিতোদ্যোগঃ ক্রিয়তাং যথাসুখেন সৈনিকাঃ পারং যাংতি। মজমুদারঃ পুনরাহ। প্রভো যদ্যপ্যহমল্পপরিবারস্তথাপি ভবদাজ্ঞয়া সর্বং নিষ্পাদয়িষ্যামীতি। ততো বহুবিধনৌকাবাহকাদি সমবধানেন করিতুরগাদিসমাকুলং তৎসৈন্যং সুখেনোত্তরয়ামাস। অনংতরং মানসিংহোঽপি প্রাপ্তনদীপারোমজমুদারং প্রশশংস। অথ প্রাপ্তনদীপারে সপরিবারে তস্মিন্ নিরংতরপতদংবুধরাসিক্তধরণীমংডল প্রবলতরঝংঝা নিলসংমর্দিতদিগংতরালতিরোহিতদিনকরতারাগণতয়া দিননিশাবিশেষোপলব্ধিরহিতং দুর্দ্দিনং সপ্তাহাত্মিকং প্রবর্ত্ততেস্ম কুত্রাপি গংতু সমর্থং সমস্তসৈন্যং চ চিংতাব্যগ্রং বভূব। তস্য চ নাস্তিপূর্বং মজমুদারোঽপি লক্ষ্মীপ্রতিময়া সহ গোবিংদপ্রতিমায়া বিবাহমহোৎসবং কারয়িতুং বহুবিধভক্ষ্যদ্রব্যাদিসমুপচিতং মহাসংভারমাসাদিতবান্ তাদৃশ মহাবৃষ্টিসময়ে চ তদ্বিবাহস্য শাস্ত্রতোঽকর্ত্তব্যতয়া ততো নিবৃত্তমনাস্তেন সংভারেণ তদানীং ক্রীতভূরিভক্ষ্যদ্রব্যাদিনা চ করিতুরগপাদাতসেনাপতিবংদিমাগধপ্রভৃতীনাং মানসিংহস্য চ যথোচিতাহারদ্রব্যাদানেন্ পরমতৃপ্তিকরমাতিথ্যং সংপাদয়ামাস। সপরিবারোমানসিংহস্তাদৃশদুর্দ্দিনমপি সুখেনৈবাতিবাহয়ামাস। ততঃ সপ্তাহানংতরং দুর্দিনাবসানতয়া প্রকাশিতদিঙ্মংডলে পরমতোষপরায়ণঃ পুনর্মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার ইতঃপ্রতাপাদিত্যনগরং কিয়তাদিনেন গংতুং শক্যতে কস্মিন্ দিনে বা কুত্র সেনানিবেশঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখিত্বা দেহি। শ্রুত্বা চ মজমুদারঃ সবিশেষং সর্বং লিখিত্বা সমর্পয়ামাস মানসিংহোঽপি বহুভিঃ সাধুবাদৈর্মজমুদারং সৎকৃত্য সপ্রসাদমাহ। ভো মজমুদার মহামতে ময়া প্রতাপাদিত্যং সপরিবারং বিনির্জিত্য পুনরাগমনসময়ে ভবতাভিলষিতং বক্তব্যং শ্রুত্বা তৎ সর্বমবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্বমপি ময়া সার্দ্ধং প্রতাপাদিত্যপুরমাগচ্ছ। ইত্যুক্ত্বা বিররাম। ততঃ কতিপয়ৈর্দিবসৈর্মানসিংহো বহুবলপরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যনগরীং পরিপ্রাপ্তঃ। অনংতরং চরপ্রমুখাৎ বিদিতমানসিংহাগমনবৃত্তাংতোবিরচিতদুর্ভেদ্যোদুর্গাংতরবিন্যস্তসেনাসমুদায়োঽনধিগতমানসিংহসৈন্যপ্রক্ষিপ্তাস্ত্রশস্ত্রপ্রহারোমানসিংহসৈন্যং বহুভিঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্দ্বাপংচাশৎসহস্রচর্মিভিরেকপংচাশৎ সহস্রধন্বিভির্মহাবলৈরশ্বারূঢৈশ্চ পরিবৃতো বহুজর্জ্জরীচকার। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা সিংহঃ সক্রোধঃ সেনাপতীনাহ। ভো সেনাপতয়ঃ শীঘ্রং বহুভির্বলৈর্মিলিত্বা দুর্গং ভেদয়ত নোচে-

স্তবতাং সমুচিতং দংডংবিধাস্যামি। ইত্যুক্ত্বা সর্বানেকদা দুর্গভেদেন নিয়োজয়ামাসতে চ মানসিংহাজ্ঞয়াদ্বিগুণ পরাক্রমা ইব ক্রোধকষারিত নেত্রাংতা যুগপৎ কৃতবহুসংপ্রহারা দুর্গং নির্ভেদয়ামাসুঃ। অথ বিনষ্ট দুর্গপ্রতাপাদিত্যসৈন্যং মানসিংহসৈন্যং চ পরস্পরপ্রাপ্ত-সমক্ষং বহুধা বহু দিবসং যুদ্ধপরায়ণং বভুব উভয়সৈন্যমেব কিয়ৎ কিয়ৎ ননাশ। অথ প্রতাপাদিত্যবলং|স্বল্পাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণমবলোক্য মজমুদারেণ সহ মংত্রয়িত্বা মানসিংহো বহুবিধ বহুকরীতুরগগণসংকীর্ণ একদৈব সহস্র সহস্র তুরগাদিভিরুপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং পরিপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপমর্দ্যপ্রতাপাদিত্যংবদ্ধা লৌহময়পিংজরেনিক্ষিপ্য পুনরিংদ্রপ্রস্থং জবনাধিপং নিবেদতুং চলিতঃ। অথ কিয়তাকালেন চাপড়াখ্যগ্রামমাগত্যপুরোঽবস্থিতং মজমুদার মুবাচ। ভো মজমুদার ভবতো ব্যাপারেণাস্মিন্ সংগ্রামে মহান্ সংতোষো বৃত্তঃ অবিরলসপ্তাহ দুর্দিনে চ মম সৈন্যস্য প্রাণরক্ষাকৃতা। অতস্তব সমীহিতং ব্রুহি ময়া তদা-বশ্যং কর্তব্যং। ইত্যেবং সমাদিষ্টো মজমুদারো ভট্টনারায়ণস্য আদিস্থরনগরাগমন বংশ-পরংপরা রাজ্যশাসন কাশীনাথরায় পলায়ন জবনাধিপকর্তৃকতন্নিধনাধিকংসর্বং কথয়ামাস বাগোয়ানাখ্য প্রভৃতি চতুর্দশপ্রদেশ রাজ্যার্থং স্বাভিলাষং চোদ্ঘাটয়ামাস। এতৎ সর্বং সমাকর্ণ্য ময়ৈতদবশ্যং কর্তব্যমিত্যুদীর্য মজমুদারেণ সহ ইংদ্রপ্রস্থাধিপং জবনেশ্বরং দ্রষ্টুং চলিতঃ। অথ বদ্ধস্যপথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিতস্য বারাণস্যাং পংচত্বমভবৎ। অনংতরং মানসিংহ ইংদ্রপ্রস্থং গত্বা তত্র জবনাধিপং সর্বং জয়বৃত্তাংতং বিজ্ঞাপয়ামাস মজমুদারস্য মহাদুর্দিনসপ্তাহে সমস্তসৈন্যস্যাতিথ্যং প্রতাপাদিত্যজয়ে সহকারিত্বংচ বিস্তরেণ জবনাধিপং শ্রাবয়ামাস। শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং কচুরায়নামানং যশোহরদেশরাজ্যং শাসিতুমাজ্ঞাপয়ামাস যশোহরজিদিতি নামরূপ প্রসাদং চ দদৌ। *

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I.—History, Literature, &c. No. III.—1874. DR. JAMES WISE'S BARAH BHUYAS OF EASTERN BENGAL.

The history of Bengal furnishes little information regarding the seventeen years that elapsed from the death of Dàúd sháh in 1576 to the final conquests of Ra'jà Màn Sing in 1593. The great military revolt, and the stubborn resistance of the Afghans, sadly tried the stability of the newly established empire, and it was only after repeated defeats that the power of the malcontents was broken, and the villages of Bengal were releived from the requisitions of the rival armies. In eastern and southern Bengal the contest was most prolonged, and amid the swamps and rivers the Mogul troops were harassed by an enemy who selected his own time and place for fighting, but who generally retreated carrying with him all the boats on the rivers. But besides these advantages the rebels were assisted by many of the great landholders of the country and by their troops, who were inured to the country and accustomed to overcome the physical difficulties which threw so many obstacles in the way of the invaders.

Among the vague traditions lingering in Bengal is one, that at the period mentioned the whole of the country was ruled by twelve great princes, and hence Bengal is often spoken of by Hindús as the "Ba'rah Bhúya Mulk."

The five Bhúyas, whose history is now to be narrated, are—

1. Fazl Ghází of Bhowál.
2. Chand Ráí and Kedar Ráí of Bikrampúr.
3. Lak'han Mánik of Bhaluah.
4. Kandarpa Náráyana Ra'í cf Chandradíp.
5. I'sa Khàn, Masnad i' A'lí of Khizrpúr.

Of the remaining seven Bhu'yas, Ràjà Prata'pa'ditya of Jessore was one, and perhaps Mukund Ràì of Bosnah was another.

IV. Kandarpa nàràyana Ra'i' of Chandradip.

It is currently believed that the sons of the five Ka'yasthas who accompanied the five Bra'hmans from Kanauj in the reign of Ba'llal Sen, settled in Bakla'-Chandradi'p, a parganah which included the whole of the modern zil'ah of Ba'qirganj with the exception of Mahall Sali'ma'ba'd. The first of the Chandradi'p family was Danuj mardan Dé. He is styled by the Ghataks as Ra'ja',' and he was the first Sama'j-pati' or president, of the Bangaja Ka'yasthas. He lived, according to the pedigree, in the fourteenth century. The Ghataks enumerate seventeen

Ra'ja's of Chandradi'p up to the present day, while they name twenty-three generations since the immigration of the Ka'yasthas from Kanuj.

It is not improbable that the founder of this family is the same person as the Ra'i' of Suna'rgon, by name Danu'j Ra'i', who met the Emperor Balban on his march against Sultan Muhi'suddi'n in the year 1280. It is not likely that the Muhammadan usurper would have allowed a Hindu' to remain in independence at his capital Suna'rgaon. If the principality of Chandradi'p extended to the river Megna, the agreement made with the Emperer that he would guard against the escape of Tughril to the west, becomes intelligible.

The chief event, however, of his rule was the organization of the Bangaja Ka'yasthas. He appointed certain Bra'hmans, whose descendants still reside at Edilpore (A'dilpore), to be Ghataks or Kul-A'cha'ryas of the Ka'yasthas, and he directed that all marriages should be arranged by them, and that they should be responsible that the Kuli'n Ka'yasthas only intermarried with families of equal rank. He also appointed a Swarna-mata, or master of the ceremonies, who fixed the precedence of each member of the Sabha, or assembly, and who pointed out the proper seat each individual was to occupy at the feasts given by the Ra'ja'. These offices still exist, and the holders of them are much respected by all Ka'yasthas.

Jay Deb Ra'i', the fourth in descent, died childless. His heir, a sister's son, was Parama'nand Ra'i' of the Basu family of Dihu'r-ghati in Chandradi'p, who traced their pedigee to Dasarath Vasu, one of the original Kanauj Ka'yasthas. He and his successors were acknowledged as the sama'j-pati of the Ka'yasthas of southern and eastern Bengal. This Parama'nand Ra'i' is mentioned in the Ai'n i Akbari' by Abulfazl as the son of the Zami'nda'r of Bakla', and his almost miraculous escape during the cyclone of 1583 is described.

The grandson of Parama'nand Ra'í was Kandarpa na'ra'yana Ra'í, one of the five Bhúyas, whose history is now being detailed. It is of him that Ralph Fitch writes in 1586—"From Chatigam, in Bengal, I came to Bacola "(Bakla') the king whereof is a Gentile, a man very well disposed, and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses be very fair and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephants' teeth."

The only memorial of this Bhúya is a brass gun, still preserved at Chandradíp, with his name and that of the maker Rúpiya Khán of Srípúr engraved on the breech. This gun is 7¾ feet in girth at the breech; and 19½ inches at the muzzle. Through the trunnions, rings had been inserted by which the gun was fastened to the carriage.

The residence of the Rájás of Chandradíp was at Kachúá, close to the modern station of Baqirganj; but during the lifetime of Kandarpa Ráí, or immediately afterwards, they were obliged to move further inland to a place called Madhavapásha, where the Ra'ja's have resided ever since. This removal was necessitated by frequent forays made by the Mags and Portuguese of Chittagong, against whom the Ra'ja's were unable to contend.

The ruins of temples and dwelling houses are still to be seen at Kachúa', but the majority of the Ka'yasthas followed their chief to the newly selected town.

Ra'mchandra Ra'í succeeded on the death of his father Kandarpa Ra'í. Of him many stories are still extant. He married a daughter of Ra'jah Prata'pa'ditya of Jessore. Between the families of Jessore and Chandradíp there were many ties of friendship, and the marriage was celebrated with great pomp, but ended in a permanent quarrel between the families. Ramchandra, against the advice of all his friends, insisted on taking with him a famous jester, named Ramai Bír, who amused him by his wit and frolics. On the marriage day, this jester, dressed in female garments, entered the house occupied by the Ra'ni', and conversed with her. His disguise was complete, and she did not detect the imposture. Shortly afterwards, it was discovered, and Ra'ja' Prata'paditya was so enraged, that he vowed he would put his newly-made son-in-law to death. The bride, however, warned her husband, and at night he escaped from the place and reached the encampment where his followers were. The rivers had all been obstructed, but accompanied by a trusty servant, Ra'm mohan Mal, famous for his strength, he embarked in a small canoe and fled. At the places where the obstructions were, Ram mohan dragged the boat over the bank, and launched it on the other side. In this way the Ra'ja' escaped and reached Chandradi'p in safety.

It was not until after the lapse of many years, and probably not until the death of Prata'pa'ditya in 1598 that the bride joined her husband. At the place where she halted, until permission was obtained from her husband to proceed, a market was established, which is still called the "Badhu' Thakura'in Ha't."

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I.—History, Literature, &. No II.—1875. DR. JAMES WISE'S BARAH BHUYAS OF EASTERN BENGAL.

* * * *

Jarric, who derived his information from the Jesuit fathers, sent to Bengal in 1599 by the Archbishop of Goa, mentions that the "prefects" of the twelve kingdoms governed by the king of the Pathans, united their forces, drove out the Mughuls. * *

D'Avity copies this description of Bengal, but gives a few additional particulars of these twelve sovereigns, as he calls them. The most powerful, he informs us, were those of "Siripur et Chandecan, mais le Masandolin on Maasudalin," is the chief. This is evidently the primitive way of spelling Masnad i-' A'lì, the title of' Isa' Khan of Khizrpu'r.

One of the earliest travellers and writers on Bengal was Sebastien Manrique, a Spanish monk of the order of St. Augustin, who resided in India from 1628 to 1641. On his return he published his Itinerary, in which he states that the kingdoms of Bengal are divided into twelve provinces, to wit, "Bengal, Angelim, Ourixa, Jagarnatte, Chandekan, Medinipur, Catrabo, Bacala, Solimanvàs, Bulua, Daca, Ragamol." The king of Bengal, he goes on to say, resided at Gaur. He maintained as vassals twelve chiefs in as many districts. * *

Finally, Purchas describing Sondi'p in 1602 gives us some insight into the civil war then waging between different nations at the mouths of the Megna. When Bengal was conquered by the Mughuls, they took possession of the island, but Cadaragi [Kedar Ra'ì of Sri'pu'r] still claimed it as his rightful property. The Portuguese captured it ; but this roused the anger of king of Arrakan, who sent a fleet to drive the Portuguese out, "and Cadaray (Keda'r Ra'i'), which they say was true Lord of it," sent one hundred Cossi (kosahs) from Sri'pu'r to help him. The combined fleets were defeated, and the Portuguese entered into a treaty with Keda'r Ra'i'. Carnalius, the leader of the Portuguese, took his disabled vessels to Sripu'r to refit them. There he was attacked by one hundred kosahs under command of Mandaray, a man famous in those parts. The Mughul fleet was defeated and its admiral Mandaray killed.

These authorities advance our knowledge considerably. The Bhu'yas, according to them, had been dependants of the king of Gaur, but had acquired independence by force of arms. They refused to pay tribute, or to acknowledge allegiance to any one. From being

prefects appointed by the king, they had become kings, with armies and fleets at their command, ever ready to wage war against each other or to oppose the invasion of Portuguese pirates and Mag free-booters.

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I History. Literature, &. No II 1876 H. BEVERIDGE, Were the Sundarbans inhabited in ancient times?

*   *   *   *

Sondi'p itself was, it is true, cultivated in Cæsar Frederick's time (1569), but so it is now, and there is no reason to suppose that its civilization was greater then than it is at present. It may have, but then it certainly had, some thirty or forty years later, one or two Forts, which were marks of insecurity rather than of prosperity, and which do not exist now, simply because the Aracanese and the Portuguese pirates are no longer formidable. Ralph Fitch visited Bacola in 1586, and describes the country as being very great and fruitful. He does not, however, expressly say that Bacola was a city, and it is possible that the people lived then as now in detached houses, and did not lodge together in any great town or mart. But even if we take the words "the houses be very fair and high builded, the streets large" (a most unlikely thing in any oriental city) to mean that there was a city of Bacola and give full credence to Fitch's statements, the next clause of the description, *viz.*, "The people naked, except a little cloth about their waist" does not suggest the existence of much civilization or refinement.

Moreover, there is nothing to show that Bacola was in what are now known as the Sundarbans. It probably was the same as Kochu'a' which, according to tradition, was the old seat of the Chandradi'p Ra'ja's. But Kochu'a' is at this day one of the most fertile and best cultivated parts of Ba'kirganj, and is the only place in the south of the district which contains a large Hindu population. No doubt there has been a great amount of diluviation near Kochu'a', and the river between the mainland and Dakhin Shahba'zpur has become much wider than it was in old times. In this way the old city of Bakla and much of its territory may have disappeared, and to this extent there probably has been a decay of civilization, but this is a different thing from the supposition that the tract now existing as forest was formerly inhabited by a civilized people. It seems to me also that Fitch cannot have been a very observant traveller, as otherwise he would have noticed

the terrible storm which overwhelmed Bakla only a year or two before his visit, and that therefore we should not press his statement too far. Possibly all physical traces of the storm had disappeared, but surely people must still have been telling of it, and Fitch must have heard of it if he stayed at Bakla any time or had any intercourse with the inhabitants. * * * *

Fonseca's letter is most interesting. He describes how he came to Bacola, and how well the king received him, and how he gave him letters patent, authorising him to establish churches, &c., throughout his dominions. He says that the king of Bakla was not above eight years of age, but that he had a discretion surpassing his years. The king "after compliments asked me where I was bound for, and I replied that I was going to the king of Ciandecan, *who is to be father in law of your Highness.* These last words seem to me to be very important, for the king of Ciandecan was, as I shall afterwards show, no other than the famous Prata'paditya of Jessore, and therefore this boy-king of Bakla must have been Ra'mchandra Ra'i, who we know married Prata'paditya's daughter. * * *

Now though the good father evidently had an eye for natural scenery and was delighted with the woods and rivers, it is evident that what he admired so much must have appeared to many to be "horrid jungle," and was very like what the Sundarbans now are. In fact, a great part of this description of the route from Bakla to Ciandecan is still applicable to the journey from Bari'sa'l to Ka'li'ganj, near which Prata'paditya's capital was situated.

The fair prospects of the mission as described by Fernandez and Fonseca were soon overclouded. Fernandez died in November 1602 in prison at Chittagong, after he had been shamefully ill-used and deprived of the sight of an eye ; the king of Ciandecan proved a traitor, and killed Carvalho the Portuguese Commander, and drove out the Jesuit priests. Leaving these matters, however for the present, let us first answer the question, Where was Ciandecan ? I reply that it is identical with Prata'paditya's capital of Dhu'mgha't, and that it was situated in the 24-Parganahs and near the modern Ka'li'gunj. My reasons for this view are first that Chandecan or Ciandecan is evidently the same as Cha'nd Khan, and we know from the history of Ra'ja' Prata'paditya by Ram Ram Bosu (modernised by Harish Tarkalankar) that this was the old name of the property in the Sundarbans, which Prata'paditya's father Vikramaditay got from king Daud. Chand

Khan, we are told, had died without heirs, and so Vikramaditya got the property.

But besides this, Du Jarric tells us that after Fernandez had been killed at Chittagong in 1602, the Jesuit priests went to Sondi'p, but they soon left it and went with Carvalho the Portuguese Commander to Ciandecan. The king of Ciandecan promised to befriend them, but in fact he was determined to kill Carvalho, and thereby make friends with the king of Arakan, who was then very powerful, and had already taken possession of the kingdom of Bakla. The king therefore sent for Carvalho to "*Jasor*," and there had him murdered. The news reached Ciandecan, says Du Jarric, at midnight, and this perhaps may give us some idea of the distance of the two places.

I do not think that I need add anything to these remarks except that I had omitted to mention that Fernandez visited Ciandecan in October, 1599, and got letters patent from the king. As an additional precaution, Fernandez obtained permission from the king to have these letters also signed by the king's son, who was then a boy of twelve years age. The boy may have been Udayaditya, and so he must have been only three or four years older than Ra'mchandra Ra'i of Bakla.

Extract from the Proceeding of the Asiatic Society for December 1868. H. J. Rainey on Sunderban.

In the reign of Akbar, (16th century) "Maha'ra'jah Prata'pa'ditya established a magnificent city (founded by his father and uncle, Maharajah Bikramaditya and Ra'jah Bosontori' respectively) in the grant of one Chand Khan, (who dying without heirs, his property was escheated by the paramount power, Nawa'b Da'u'd, and transferred to the said Maha'ra'jah and Ra'jah,) in what may now be considered the 24-Parganah portion of the Sundarban, then appertaining to Jessore. This Maha'ra'jah Prata'paditya became so powerful as to exercise sway over all the Ra'jahs of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul. For many years, he succeeded in defeating the armies sent against him. The first general sent was Abram Khan, whose army was nearly annihilated near the fort of Mutlar (Mutlah, now Port Canning). Twenty five other generals are stated to have been defeated in succession. Finally the Maha'ra'jah Prata'pa'ditya surrendered himself a prisoner, and was sent to Delhi in an iron cage. He died at Benares on the way.

The author shews that at the time of Prata'pa'ditya, though parts of the Sundarban were populated, a great portion was still wild and uncultivated, and thinks, the vast progress in improvement was owing to the great exertions of these princes; and that the impetus given by them, gave way with the imprisonment and death of the Maha'ra'jah. Subsequently only the very best and most favorably placed portions of the district were cultivated. In addition, the place was exposed to predatory incursions of piratical Mugs, and even of Portuguese buccaneers,—quite sufficient to scare away a timid and brobably disunited population.

There remain yet to be considered the effects of a cyclone, and its storm waves. This occured in Calcutta in 1737, when a wave 40 feet higher than usual, came up. Such would have been sufficient to produce an almost total loss of life in the Sundarban, and its consequent abandonment.

The author thinks the true name is Sundarban, or beautiful forest, as preferable to Sundriban, Soondree forest; or Sundar band, beautiful *band* or embankment; or Somudro ban, the Sea Forest. He thinks the name is of recent origin as applied to the entire district. A record exists of many well-known places described as belonging to zemindarees.

The author concludes by briefly summing up his views, and stating that the country suffered severely from the attacks of Mug pirates and the Portuguese, who finally effected a footing in the country, and that a terrific gale or Cyclone, probably that in A. D. 1737, accompanied by a storm-wave, passed over that tract of country on the sea-board, now known as the Sundarban, resulting in the most awful destruction of lives, and devastation of properties, which caused the few remaining survivors to totally abandon the place, and move northwards, where finding sufficient surplus land for their habitation and cultivation, they never returned to the south—

The President then invited discussion on the paper.

The Rev. J. Long stated that when in Paris in 1848, Monsieur Jomard, the head of the Geographical Department of the Bibliotheque Royale, showed him a Portuguese Map of India more than two centuries old in which the Sundarban was marked off as cultivated land with five cities therein. This was confirmed by a Map in De Barros' Da Asia, a standard Portuguese history of India. The libraries of Portugal would be worth searching for further information.

He had twenty years ago examined Tarda, a town not far from Port Cánning, which was the port of the Portuguese before Calcutta was founded; it was once an emporium of trade, and ships must have sailed up by the Mutla, but no ruins now remain. He had seen, 40 miles south of Port Canning a fine hindu temple two centuries old.

At the request of the Hon'ble J. Colvin, late Lieutent-Governor of the North West Provinces, he had published 16 years ago, in Bengali the life of Ra'jah Prata'pa'ditya, called in the original "the last king of Saugor Island;" he lived in the days of Akbar, and built a city in the Sundarban, the remains of which are to be found at Ishwaripur.

The Portuguese slave-dealers and Mugs led by their devastation to the depopulation of the Sundarban. Cyclones also did their work; one swept over Saugor Island, in 1680, which carried away more than 60,000 people. The Mugs, as late as 1824, were objects of terror even to Calcutta, and in 1760, the Government had a *band* thrown accross the river near the site of the Botanical Gardens, to prevent them and the Portuguese Pirates coming up.

The Asiatic Society ought to petition Government to send an exploring expedition to the Sundarban.—

Mr. Blochmann said—

"I think the deserted state of the Sundarban is due to the incursions of the Portuguese and the Mugs rather than to cyclones.

The first cyclone known to me is mentioned by BbulFazl in the third book of the A'i'n, where he says—'The Sarka'r, or district of Bagla' extends along the sea coast. The fort of the Sarka'r is surrounded by a forest. From new moon to full moon, the waves of the sea rise higher and higher; from the fifteenth to the last day of the moon they gradually decrease. In the 29th year of the present era (A. D. 1585), one afternoon, an immense wave set the whole district under water. The chief of the place was at a feast; he managed to get hold of a boat, whilst his son Parama'nand, with a few others, climbed up a hindu temple. Some merchants got on a *tálár*. For nearly five hours the waves remained agitated; the lightning and the wind were terrible; houses and ships were destroyed; only the Hindu temple and the Ta'la'r escaped. About two hundred thousand souls perished in this hurricane.'

AbulFazl does not mention the northern boundary of the district of Bagla'; but it cannot have come up as high as Calcutta because Calcutta, or the *Mahall of Kalkattà*, as it is spelt in the A'i'n—very likely the oldest book in which our capital is mentioned—belonged,

at Akbar's time, to the Sarka'r of Sa'tga'nw, near which the Portuguese had founded the town of Hùgli' (Hoogly), which name also occurs in the A'ín.

Now the Cyclone of 1585 could not have been cause of the devastations in the Sundarban, because AbulFazl, eleven years later, in 1596, mentions four towns as belonging to the Sarka'r of Bagla', *viz.* Isma'ìlpu'r, commonly called Bagla'chín ; Srîràmpu'r ; Sha'hzàdahpu'r :' Adilpu'r. These four places must have been of some importance, because the district then paid a revenue of nearly seventy lakhs of *dàms, i. e*, nearly 180 000 Rs., and was besides liable to furnish 320 elephants, and 15,000 zamindari troops. It would be of interest to know whether the Portuguese maps, alluded to by Mr. Long, or some old East India Office Records, mention these four towns. *De Barros'* Map, and Rennels Map of 1772, contain nothing ; and we may at present assume that the ruins of towns discovered in the Sundarban, belong to some of the four towns. It is noticeable that three out of the four towns have Muhammadan names.

There is a difficulty connected with the name of *Bagla*. The Manuscripts of the A'i'n which are in my hands, give a B as the first letter of the name. But the author of the *Siyari Mutakhkharin*, who copies the above record of the cyclone from the Ain, has *Húglà* instead of *Baglà* and distinctly asserts that the coast of Lower Bengal was thus called from *higlà*, a weed used for thatching houses. But. he wrote two hundred years after AbulFazl, in 1780.

The second great cyclone occured, according to Mr. Long, in 1680. The third hurricane, known to me, took place in 1737, during which, according to the Gentleman's Magazine of that year, the English settlement of *Golgota* [Calcutta] severely suffered.

But in 1737 the Sundarban was deserted.

That the eastern part, at least, of the Sundarban was chiefly devastated by the Mugs, is also asserted on Rennel's Map of Lower Bengal of the year 1772, where the words "Depopulated by the 'Mugs'' are written over the tract between Long. 90° and 91°, south of Ba'qirganj (Backergunje). The name of *Fringy Cally* (Long. 89° 25′) which on his map is given to one of the numerous branches of the Ganges, clearly belongs the 'remains' of the Portuguese."—

Babu Pratapachandra Ghosha, Assistant Secretary, then read the following note :—

"As I have the supervision of the printing of a Historic Romance in Bengali, which gives an account of Protapaditya's dealings with the

Portuguese adventurers, I had occasion to look up some books, in order to authenticate certain facts therein referred to In my search for them, I had to investigate the history of Sundarban. The few notes I have taken down in connection with the subject, I will read out to you.

The earliest mention of that portion of Lower Bengal which is now known as the Sundarban, is in the Ryma'yana. It is in connection with a legend relating to the origin of the river Ganges. How the numerous sons of Sagara, one of the many universal monarchs of ancient India, were reduced to so many handsful of ashes by Kapila''s malediction, is known to every reader of the Ra'ma'yana. How Bhagiratha, a mere boy of fifteen, by his devotion and prayer pleased the goddess Ganga' to come down to earth, and how Ganga' divided herself into a hundred branches, before she entered the sea, is likewise known. I may mention that the Sanscrit name for the *sea* is connected with the name of the universal king Sagara.

No mention is made of any other events having happened on the sea coast of Lower Bengal. Names of no ancient cities, except Baicala (Arrakan) said to have been situated there, are mentioned in the Maha'bha'rata or the later Pura'nas. Modern Sanscrit literature is peculiarly deficient, both in geographical accuracy and historical authenticity. For authentic history we must look to the works of foreign travellers.

In Arian's account of India, this portion of Bengal is mentioned in connection with the river Ganges. He gives the names of its several branches, and mentions two cities, which he says are situated in its Delta. It is difficult to indentify them now.

Megasthenes who preceded Arian in his description of the Indians, speaks very obscurely of the Ganges. In Arian's list of the tributaries of the Ganges, we recognise the *Sona* in Soamus. Herodotus' account of India is very general and limited to the North Western Provinces. All invasions of any consequence were from the west and northwest of India. So late as Manu, the lawgiver, the Ganges was considered the eastern limit of the country habitable for the Aryas. In the war of the Mahabha'rata, the king of Bengal is several times mentioned, apparently to strengthen the retinue of the principal warriors. We pass over some centuries without finding any notice of the country.

During the time of the Arab invasion of India (8th century of the Christian era), Sulaiman came to this country. An account of his travels is given in the Bulletin of the Geographical Society of Paris (p. 203). His account of the Delta of the Ganges was then in a flour-

ishing condition. There existed then many cities which traded with Arrakan. The Persian Historians of the Muhammadan rule in India are generally silent about Bengal, most of them being more or less connected with the court of Delhi. They have directed little or no attention to the history of the secluded portions of the Emperor's dominions in the East, which were always governed by one or more, generally insubordinate, Viceroys. The little that was written by the natives, was either neglected or suppressed by the court followers.

Ibn Batuta passed down the Delta of the Ganges, but he has recorded nothing regarding the Sundarban. He generally speaks of the country as in a flourishing condition. In the 15th century, Nicoli Conti sailed up the Ganges and passed by a city named *Cernove*, which was on the river. This city, he mentions, was then in a flourishing state. He stayed for some time at Buffetania (Burdowan ?). He visited Racha, a city on the banks of the river of the same name. On hia way to the city, he crossed the Delta, where he found many good cities. Racha is evidently a misspelling of the Persian name *Rakhânuk* (Arrakan).

Up to this time, we see, the jungles of the Sundarban did not exist. The earlier Portuguse writers unanimously assert that the Delta of the Ganges was much populated. Several cities are marked in De Barro's Da Asia, and two mighty rivers, flowing on the west by Satigam, (Saptagram, Sa'tga'nw), and on the east near the city of Chatigam, (Chittagong), bounded the fertile Delta of the Ganges. In his map, he distinctly lays down three cities as situated within a few miles of the sea.

Manuel de Faria de Souza in his "Portuguese Asia" says—"The Ganges falls into the sea between the cities of Arigola and Pisâlta in about latitude 22°". At another place he says, "The Ganges enters the bay about the Lat. 23°, between Chatigam and Satigam, 100 leagues distant." He describes the intervening country as much populated and in a flourishing state.

Dr. Fryer (1674), speaking of deserts in his 'Special Chorography and History of East India,' says : "Here are sandy deserts near the gulph of Combaya (Cambay), and beyond Bengala towards Botan and Cochin China, whence they fetch musk."

It is very difficult to state who first applied the name Sundarban to the jungle in the Delta. No early writer uses the name. The name literally means "the good forest ;" but as some write it *Sunderband*, it means the good embankment." Some are of opinion that the plant *sudri* (*Heriteira littoralis*), which grows in great abundance in the Delta of the Ganges, has given the name of the forest. This appears

probable, as a whole district is named Hogla from the occurrence of a weed (*Typha elephantina*) of the same name. I would propose another etymology. There lived in this part of Bengal a semi-barbarous tribe named *Chandabhanda,* very similar to the Malangi (salt manufacturers) of the present day. Their condition was a little better than that of slaves. In a copper plate inscription found in lot No. 55 of Mr. Hodge's Map, near Backergunj, Madhava, evidently a brother to Kesava Sena of the Sena Rajas of Bengal, made a grant of some villages, Ba'gule (Bogla, according to Persian writers) to a Brahman. With the villages, the king conferred on the recipient the right of punishing and employing the *Chandabhanda*, a tribe that inhabited the place. This tribe, I believe, gave the name to the uncultivated portion of the Delta, which they then occupied.

It is generally supposed that Portuguese piracy and Mug incursions in the 16th century devastated the whole country. Bernier (1655) speaking of Portuguese oppression, says—"They made women slaves, great and small, with strange cruelty, and burnt all they could not carry away. And hence it is that there are seen in the mouths of the Ganges so many fine cities quite deserted."

The remains of these fine cities are found in lots Nos. 116, 211, 165, and 146. Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in lot 116. The temple is of the Buddhist type of architecture. In lot No. 146, there are brick ruins with terracotta ornaments. Most of the remains are on the banks of the Cobartak. Colonel Gastrell; in his "Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Furreedpur and Backergunge," speaking of old ruins, states—"But all inquiry failed; nothing could be found save the ruins already mentioned on the banks of the Cobartak river. The mud-forts entered on Rennell's Map on the banks of the Rabanabad or Goolaceepa river do not exist now-a-days."

To the oppression of the Portuguese pirates we must not wholly attribute the desolations of the Sundarban. It may only be true regarding the eastern portion. We know from history that several partial deluges occurred in Bengal. Two are recorded in Siyar-ul-Mutakhkhari'n in connection with Sirkar Hogla. The first and more furious of the two, happened in the 29th year of the reign of Akbar (1585). Two hundred thousand of the inhabitants are said to have been drowned. Another is said to have occurred in the reign of Muhammad Shah (1737).

Such occasional deluges, accompanied by cyclones, by breaking up

the embankments, may have destroyed some parts of Lower Bengal; the incursions of the Mugs may have done the same for other parts. Potuguese pirates, Mugs, and occasional visitations of cyclones have acted together, to ruin the seacoast of Lower Bengal.

The change, usually observed near the mouths of large rivers, must have likewise had a share in the general destruction.

With reference to the last cause of the desolation of the Delta of the Ganges, I would refer to what Mr. Ferguson says in the Quarterly Journal of the Geographical Society for 1863. But Sir Charles Lyell says, "Mr. J Ferguson, in his paper on the Delta of the Ganges, differing from all writers of authority who preceded him, has argued that the sediment is thrown down in consequence of the overflowing river being checked by meeting with the still water of the jheels or lakes. In point of fact, however, the deposition of the coarser matter takes place immediately on the highest part of the banks where the water first begins to overflow and before they reach those lakes which occur at a lower level in the alluvial plain on each side of the main river. The banks are of equal height and as continuous where no jheels exist.'

Mr. Rainey, referring to the only historical anecdote with the Sundarban, mentions Ra'ja' Prata'pa'ditya. His authority is a Bengali work published under the superintendence of the Vernacular Literary Society. The work is named "The Life of Pratapaditya." The author Pandita Haris Chundra distinctly states that his history is but an abstract, in modern Bengali of a more elaborate work published by Ram Ram Bose for the College of Fort William. Ram Ram Bose in his work states that he describes the history of Pratapaditya as he has heard it told by old members of his family. For a more authentic history of the Ra'já, particularly of his connection with the Emperor of Delhi, we must look to another work. The Muhammadan Historians do not even mention the Ra'ja' by name. The Siyar ul-Mutakhkhari'n, however, mentions one as Pratàparudra, which is evidently a misspelling of Prata'páditya. This prince was defeated in a battle by Ra'ja' Ma'n Sing. The only writen history of Prata'pa'ditya is in the Khitica Charita, a Sanscrit History of the kings of Krishnagar. There the author incidently mentions Pratàpa'ditya as being taken prisoner by Ma'n Sing in the beginning of the reign of Emperor Jehângìr, and carried off in an iron cage. On his way to Delhi, the Ra'ja' died at Benares. The Bengali romance of which I made mention, describes the intrigues of the Ra'ja' with one Sebastian Gonzales

a Portuguese pirate, who in concert with Anupra'm, a brother to the king of Arakan, whose sister he had married, waged war against the king of Vaicala. Sebastian Gonzales is described, in De Sousa's History, as a Portuguese sailor, who left his employment and established himself in Sundeep.

Bharatachandra, author of the Vidya' Sundara, has evidently taken his history from the Sanscrit work, as the very epithets of Prata'pa'-ditya, used in the Sanscrit work, are repeated in the poem. Prata'pa'-ditya was a powerful prince. The Sanscrit work states, there were twelve other kings of Bengal, all of whom were defeated by Prata'pa'-ditya, and he became the sole monarch of the Province.

He had an army of 52,000 swordsmen, 16 chains of elephants, and ten thousand mounted soldiers. He disclaimed all allegiance to the Emperor of Delhi.

Near the old city of Jessore, there are still to be found ruins of the palace and fort of Prata'pa'ditya.'

Extracts from The Portuguese Asia or the History of the Discovery and conquest of India by the Portuguese, containing all their discoveries from the coast of *Africk*, to the farthest Parts of *China* and *Japan*, all their Battles by Sea and Land, Sieges and other Memorable actions; a Description of those countries, and many Particulars of the Religion, Government and customs of the Natives &c. In three Tomes. Written in Spanish by *Manuel de Faria y Sousa* of the Order of Christ Translated into English by Cap. John Stevens London, Printed For *C. Brome* at the Sign of the *Gun*, at the *West-End* of *St. Pauls'* 1695.

CHAPTER VIII.

of the *Viceroy* D. John Pereyr a 'Frojas *Count* de Feyra, *in the year* 1608.

*

But since this Viceroy has not afforded Matter for a Chapter let us make it up with one of the greatest Prodigies of the *Portugues* Fortune that *Asia* produced. Three years she was big with this Monster, from 1605 till 1608. We shall see another *James Suarez de Melo*, and another *Philip de Brito and Nicote* famous for their incredible Rise and Insolence. This was *Sebastion Gonzalez Tibao*, a man of obscure Extraction as born in the Village of *St.*

Antony del Tojal, near *Lisbon*, a Place never yet produced any worth Note either for Parentage, or worthy Actions. In the year 1605 he inbarqued for *India*, went over to *Bengala*, listed himself a Soldier and then fell to dealing in Salt which is a great Merchandise there. By this Trade he soon gained as much as purchased a *Falia*, that is, a sort of small Vessel. In this Vessel he went with Salt to *Dianga* a great Port of the king of *Arracan* at such time as that King slew 600 *Portugueses* who resided there and suspected nothing less, living quietly as good subjects under his Protection. The Motive of this Cruelty was, That *Philip de Brito Nicotie* being possessed of *Siriam*, though it would be for his Advantage to gain *Dianga*, He fitted out some Vessels and sent in them his Son as Embassador to beg that Part of the King. Some Portugueses perswaded the King *Nicote's* design in getting that Port was to deprive him of his Kingdom. He orders the Son with his Officers to come to Court, and there murders them ; the same was done in their Vessels, and afterwards that Fury fell upon all the inhabitants of *Dianga*. This was in the beginning of the Year 1607 Some few escaped into the Woods, and 9 or 10 Vessels got to Sea, whereof one was that of *Sebastion Gonzales*.

4. *Emanuel de Mattos* Commander of *Bandel* of *Dianga*, who died not long before, had been Lord of *Sundiva*, an Island 70 Leagues in Compass. *Fatican* a resolute Moor, whom he had intrusted with the Island in his absence, hearing of his Death, makes himself Master of it, and the more to secure himself, murders all the Portugueses that were in it, with their Wives and Children, and such of the Natives as were Christians then he gathered *Moors* and *Patans* to his assistance, fitted out a Fleet of 40 Sail, and plentifully maintained this Charge with the Revenue of the Island, which is great. *Sebastian Gonzalez* and his Companions, with those 9 or 10 Vessels that escaped at *Dianga*, having no Head to govern them, lived by robbing in the Country of *Arracan*, carrying their Booty to the King of *Bacala's* Ports, who was our Friend. *Fatecan* understanding they plyed thereabouts went out to seek them with such assurance of Success, that he had this Inscription upon his Colours ; *Fatecan, by the Grace of God, Lord of Sundiva, shedder of christian Blood, and destroyer of the Potuguese Nation.*

5. One evening he thought to surprize them, and had effected it, but that they quarrelling about dividing some Spoil they had taken ; this falling out, proved their Preservation : For *Sebastion Pinto*

upon that account leaving them in a River of the Island *Xavaspur*, met *Fatecan's* fleet and gave them notice, They engaged and fought desperately all night the morning discovered 80 *Portuguses* victorious over 600 *Moors* and *Patanes*, and 10 vessels over 40. Not one Sail got off nor a Man escaped being Killed or taken ; among the dead was *Fatecan*. Had they been under a Commander that knew how to make use of the Victory, the Island must then have been their own. This obliged them to choose a Head, and they pitched upon *Stephen Palmeyro*, a Man of years, Experience, and Discretion. He gave proof hereof, by refusing (not withstanding their repeated Instances) to Command such wicked People. However they desired him to appoint one, and they would punctually obey him. He named *Sebastian Gonzales Tiboo.*

As soon as the Commander was named, they resolved to gain *Sundiva*. More *Portugueses* were gathered from *Bengala*, and other Neighbouring ports. Tiboo articled with the King of *Bacala*, "that he would give him half the Revenue of the Island, if he assisted him to conquer it." The King sent some ships, and 200 Horse. In *March* 1609 he had above 40 sail, and 400 *Portugueses*. The Island having had time to provide for its Defence, was full of Resolute Men. A great number of *Moors*, commanded by *Fatacan's* Brother, received them at Landing, but were forced to retire into a Fort. The *Portugueses* besiege it, and lying long before it, were in danger of perishing, not being able to come at the provisions and Ammunition that were aboard their Vessels. *Gaspar de Pina* a *Spaniard* , delivered them from this Danger for he coming with his Ship to that Port, and resolving to assist them, landed 50 Men he was Captain of, and marching by night with many Lights, and great Noise, made the Enemy believe he brought great succour. As soon as he came up the fort was assaulted, entered, and all within that had life put to the Sword. The Natives of the Island, who before had been subject to the *Portugueses*, presently submitted themselves to *Sebastian Gonzales*. He received them upon condition they should deliver up to him all the Strangers that were in the Island. They brought him above 1000 *Moors*, and as they came he cut off their Heads, about as many more were killed in the fort. Thus *Sebastian Gonzales* became absolute Master of the Island, and was obeyed by the Natives and *Portugueses* as an absolute Lord independent of any Prince, and his Orders had the force of Laws.

7. To recompence the chief *Portugueses* who had served him, he gave them Lands in the Island, and then repenting, took them away, Instead of giving the King of Bacala half the Revenue of the Island, as had been agreed, he made War upon him. As he grew Great, so he grew Insolent and Ungrateful, and had now at Command 1000 *Portugueses*, 2000 Natives well Armed, 200 Horse and above 80 Sail with good Cannon. Many Merchants traded thither, and he erected a Customhouse. The Neighbouring Kings surprized at his prodigious Success, sought his Friendship. From the King of *Bacala*, to whom he owed so great Favours, he took the Islands of *Xavapuri* and *Patelabanga*, and other Lands from others, so that on a sudden he was possessed of vast Riches, equal with many Princes, and sovereign of many brave Men. But these Monsters are like Comets that last little, and threaten lasting Ruin They are like Lightning, that no sooner gives the flash but it is gone. Let us proceed, and we shall see this verified.

Such was the fortune of *Sebastian Gonzales* in *Sundiva*, when there happened a Difference between the Prince of *Arracam* and his Brother *Anaporam*; the Occasion was, that the latter refused to give the other an Elephant, to which all other Elephants of that Country were said to allow a sort of Superiority, and durst not appear before him. The Prince seeing he could not prevail by Intreaties nor Threats, raises a great Army, and deprives his Brother both of his Kingdom, and that so much coveted Beast. *Anaporam* fled to *Sebastian Ganzales* for Succour, who demanded his Sister as a Hostage. Then he sets out to fight the Conquerror but to no purpose, for he had too great a power, to wit, 80,000 Men, and 700 fighting Elephant. King *Anaporam* returned with *Sebastian Gonzales* to *Sundiva*, bringing over his Wife, Family, Treasure, and Elephants. Thus he remained as a Subject to *Sebastian Gonzales* who Baptizing his Sister, married her, and though so vile a Wretch, pretended he did that Prince a great favour. Soon after the Prince dies, not without suspition of Poison, for *Sibastian Gonzales* seized upon all his Treasure, Elephants, and Goods, without any consideration of his Wife and Son. To stop the mouths of the People he would have married the Queen to his Brother *Antony Tibao* Admiral of his Fleet. But could not compass it, for she could never be prevailed upon to become a Christian.

Sebastian waged war upon the King of *Aracam* with good success. An Instance hereof may be, that his Brother *Antony* with only

5 Sail took 100 of that King's. This moved the King to conclude a Peace with him and thereby recovered his sister-in-law and Brother's Widow, whom he married to the King of *Chatigam.* At this time the *Mogol.* undertook the Conquest of the Kingdom of Balua, and *Sebastian* considering it might prove of dangerous consequence, that Kingdom lying opposite to him he makes a League with the King of *Arracam* for the defence of that Country. The League concluded, the King takes the Field with 80,000 Men, most of them Musketiers 10,000 *Pegues* that fought with Sword and Buckler, and 700 Elephants loaded with Castles and Armed Men. He put to Sea above 200 Sail, carrying 4000 men, which were to join *Sebastian Gonzales* his Fleet, and to be under his Command. The agreement was, that *Sebastian* should hinder the *Mogol* from passing to the Kingdom of *Balua* till the king of *Arracam* could march thither with his Army; and that the *Mogol* being expelled, half the Kingdom of *Balua* should be given to *Sebastian*, who gave the King, as Hostages for his Fleet a Nephew of his own, and the Sons of some *Portugueses* Inhabitants of *Sundiva.*

o. The King of *Arracam* entering the Kingdom of *Balua* with his army, expelled the *Mogols.* It was thought, that *Sebastian* overcome with Bribes had given them free passage, which, according to the Agreement, with the King of *Arracam*, he was to obstruct, others say, He did it to revenge the Death of the *Portugueses* slain by that King in *Banguel* of *Dianga.* Be it as it will, he was guilty of an execrable Treachery, for, leaving the mouth of the River *Dangatiar*, he gave them free Passage. He enters a Creek of the Island *Desierta.* with his Fleet, and calling all the King of *Arracam's* Captains aboard his Ship, murders them, then falling upon the Ships, killed or made Slaves of all the Men. Having Committed this infamous Action and secured that Fleet, he returned to *Sundiva.* Meanwhile the *Mogols* Coming down again with a greater Power, entred the Kingdom of *Balua,* and reduced the King of *Arracam* to such dirtress, that with much difficulty he escaped by the help of an Elephant, and came almost alone to the Fort of *Chatigam.*

1. *Sebastian Gonzales* understanding the Slaughter the *Mogols* had made of the *Arracam* Army, and that they were possessed of the Kingdom of *Balua,* he sets out with his Fleet, plundering and destroying with fire and Sword all the Forts of *Arracam* that be along the Coast and were then unprovided, and confiding in the

Peace that was between them. He had the Impudence to go up to *Arracam*, where as the Matter was more, so was the Destruction, there were burnt many Merchant Ships of several Nations. The King was highly concerned at these Losses, though not so much at those occasioned by the *Mogol*, as those he sustained by this *Portugueses*, as being all the effects of Treachery ; but above all he resented the loss of a Ship which he kept in that Port for to take his Pleasure. It was of a vast Bigness and wonderful Workmanship with several Apartments like a palace, all covered with Gold and Ivory and yet the curiosity of the Work surpassed all the rest.

The King seeing the Insolence and falshood of *Sebastian Gonzales*, and that he did not, or would not remember his Nephew was in his Power as a Hostage, he resolved to put him in mind ; and causing a Stake to be run through him, made him be set up on a high place below the Port of *Arracam*, that his Uncle as he went out might see him. But he who had no Honour, valued not at whose Cost he advanced his own Interest. Nevertheless the Guilt of so many Villanies began to touch his Conscience, and being come to *Sundiva*, he began to apprehend some heavy Punishment would fall upon him, which he had little means to avert, for all men looked upon him as a Traytor unworthy of any Favour, The *Arracams*, because he betrayed them to the *Mogol*, and the *Mogols*, because he was so false to those that trusted him. But what he did not expect from those we call *Barbarians* ; he shall obtain of the *Portuguese* Government *in India* which shall assist him, and both he and they that Relieve him shall receive their just Reward as will appear under the Government of *D. Hierome de Azevedo*.

Extracts from Colonel Sir Arthur Phayre's History of Arrakan.

The word Rakhaing appears to be a corruption of *Rek Khayek* derived from the Pali word *Yek—Kha* which in its popular signification means a monster, halfman, half beast which like the Creton Minotaur devoured human flesh. The country was named *Yek—Kha—Pura* by the Buddhist Missionaries from India either because they found the tradition existing of a race of monsters which committed devastations in a remote period or because they found the *Myamma* people worshippers of spirits and demons. It is possible that these traditions of human-flesh devouring monsters, arose from exaggerated stories concerning the savage tribes who inhabited the country when first the

Myam—ma race entered it. The names given to some of these monsters bear a close resemblance to names common among the *Khyeng* and *Kami* tribes to this day. Popular superstition still assigns to each remarkable hill and stream its guardian *Nat* or spirit, to whom offerings are made, and this elf worship is the only acknowledgement of a superior power made by the wild hill tribes now living within the boundaries of Arrakan.

The descendants of King *Mdha-tha-ma-da* of the *Buddenggu-ya* (Buddha Gaya) race, the race of kings who is stated to have first reigned in *Ba-ra-na-thi* or Benares. This king reigned in *Yek-kh-pu-ra* that royal golden *Rakhaing* land which is like the city of *Maha-tho-da-thana* (a City on the summit of Mount *Myen-mo*) ten thousand *Yujana* in extent and in attacking which the fierce *Athuyas* or Asuras (fallen Nat formerly driven from the summit of the *Myen-mo* Mount) were constantly defeated. When the present world era first arose *Byahmas* or Brahma (a celestial being superior to Nats) coming to the earth saw in the centre thereof five tires of lotuses, together with the eight Canonical requisites. These Consist of ; 1. Theng-*Kan*, a priest's upper yellow garment or mantle ; 2. *Then Boing*, a priests lower garment ; 3. *Fakat* part of a priest's dress worn as a scarf across the shoulder ; 4. *Khaban* the girdle ; 5. *Kharoing* water dipper ; 6. *Theng-don* or razor for shaving the head ; 7. *Theng bit* earthen dish for holding rice. 8. Comprising two articles of use viz *Kaj-nyit* or stylus for writing on palm leaves and *Ap* or needle for sewing the canonicals.

A King of this race named *Wa-ayadz dzyau ya* had sixteen Sons ; the world was divided amongst them and the city of *Ram-ma wa ti* built by *Nats* near the present town of *Than divai* (sandoway) fell to the share of the eldest named *Thamu ti de-wa*. His descendants reigned in *Ram-ma wa-ti*.

Bangadhipaparajaya Vol I printed and published by Kali Kinkar Chakravarti at the Kavyaprakash Press—Calcutta 1869.

Bangadhipaparajoya Vol. II printed and published by Gopal Chunder Ghoshal at the Jotish prakash press, Calcutta 1884.

The admirers of the Bengali novel literature of the present day will probably read with disappointment Babu Pratapa Chandra Ghosha's Bangadhipaparajoya or the story of the defeat and overthrow of a certain Raja of Lower Bengal. The first volume of the book appeared more than fifteen years ago. The second volume, which so far as we

understand, brings the story to its conclusion, has just been published. The book, as its name implies, gives a side-view of the events which transpired at the end of the 16th and the beginning of the 17th century, and which led to the final overthrow of the Pathan Power in Bengal, and the subjugation of the country by the Moguls under Mansingh the celebrated Hindu soldier-statesman of the time of Akbar and Jehangir. It is an historical novel of the most pronounced type, with just an infusion of the romantic element in it. It contains no sensational love story to please the morbid taste of the Bengali-novel-reading public of the present day or any outburst of that false and affected patriotism which delights the Bengali youths of our schools and colleges. The book depicts in vivid colors the matter-of-fact life of Pratapaditya, his love of glory, his ambition to conquer all the twelve *bhuniyas* of Bengal, nay, even to encroach upon the Mogul Power at Delhi, his unscrupulousness and his entire disregard of other men's interests and feelings, in the compassing of his own ends. The tumult, the bustle and the confusion of war, schemes of lofty ambition and heartless tyranny, and the utter absence of all those restraints religious, social and moral, which are the distinguishing characteristics of a modern—civilised society, form the chief features of the book. To a Bengali reader the book has a more than ordinary interest, in that it gives a view,—deviating little, if at all from true history,—of the life of a great Bengali, the last of his race, who for a time successfully opposed the inroads of alien conquerors in his country. The manners and customs of that period, the court life of that age, the excitement of the chase, which formed no unusual diversion to the higher classes of that time the incursions of the Portuguese pirates on the south western parts of Bengal which have furnished the plot to more than our novel in the Bengali language, have been faithfully depicted by our author. He has been the first to build a story on this singular episode in the history of Bengal, and since the publication of his first volume, others notably the talented author of *Bauthakuranis Haut*, have followed out the different incidents of the same story. The author is well acquainted with the history of the time. There are no glaring historical errors in his book. The apparent inconsistencies of certain manners and customs described in his book with those which obtain at the present day, are not altogether without an historical basis. For instance, the custom of women going about in public, and that of remaining unmarried till after their girlhood, were probably not at all singular. Ample evidence of the truth of this assertion can be gathered from the Bengali literature

of the 15th and 16th centuries. The institutes of manu no doubt were as binding then upon the people as they now are. But we must not pin our faith absolutely on Manu's dicta. His ideal of Hindu society has probably never existed in any age, who does not know that even at the present day, women of a mature age, nay sometimes verging on old age, and eligible for marriage, are to be found among many high-caste Brahmin families of Bengal. No doubt the occasions for honorable love-making in this country are few owing to the peculiar circumstances of the Hindu Society of the present day, but that they are altogether non-existent, or, were so, at least in the age in which the scene of our authors story is laid, we for one do not believe. There is nothing so absurdly improbable in this as to give the book a farcical air as remarked by an eminent review in the pages of the Calcutta Review. Such occurrences may not have been common, but any reasonable reader need not doubt the truth of the occurrence of a few such instances in an age when Hindu women were not certainly doomed to that seclusion of the zenana, the introduction of which in their midst was necessitated by the later exigencies of the political situation of the country.

The book begins with a description of the routes leading to the Raighur Castle, the seat of Pratapaditya's uncle Basanto Rai who has been myteriously poisoned, his son Kachurai has fled to Delhi where he has been receiving a military education, the Raighur people, and even his mother Kamala, all the while believing him to be dead. Pratapaditya is now desirous of occupying his uncle's fortress and of capturing, for political purposes. Indumati the posthumous daughter of Raja Sivchandra of Jyentia, but now the adopted daughter of Kamala and Bimola the widowed queens of Raja Rasanto Rai. With this object he sets out on an expedition, ostensibly for the purpose of visiting the shrine of Jagaunath in Puri and afforming an alliance with the Pathans of Orissa against the authority of the Emperor of Delhi. Pratapaditya is encamped at Jamuna Parui near Raighar and sends an expedition under one of his Pathan generals, Hajurmull to storm Raighur stealthily in the dead of night and to bring away Indumati by force. The Portuguese pirate Sebastian Gonzales with a small band of his countrymen, and Surjocoomar the son of Rajah Sivchandra of Jyentia who was treacherously murdered and dispoiled of his kingdom by Pratapaditya, promise to accompany Hajurmull, and to help his wicked designs. Gonzales was influenced in this resolution only by the hope of plunder of the Raighur Treasures. Not so Surjo

Coomar, whose is a noble soul which is not coerced by any threats of even the mightiest of monarchs to engage to help any cause that would bring shame and dishonor to any family. But this time he was induced by the sophistry of Pratapaditya to assist him in his nefarious work. Gonzale's assistance was asked for, only to give colour to the story which he afterwards caused to be circulated that the Castle of Raighur was attacked and plundered by the Portuguese Pirates and Indumati forcibly taken away by them. This occurrence would give him a handle for intefering in the affairs of the castle and garrisoning it with his soldiers. Surjo Coomar however recants at the last moment and excuses himself by feigning illness. In this resolution he was influenced by Malikraj the only son of Pratapaditya's minister Bijaya Krishna. It is from him that Surjo Coomar learns the true object of Hajurmull's Expedition to Raighur. He is too high minded and chivalrous to bear the idea of an innocent girl like Indumati being made the victim of Protapaditya's machinations. Pratapaditya's queen had invited him to a feast in the royal household with the object of marrying her daughter Sarama to him. But Surjo Coomar declined the invitation and in company with his friend Malikraj, went stealthily to the rescue of Indumati. In the meantime Mansingh accompanied by Kachurai had come down with an army to chastise the Pathans and with instructions to take away Pratapaditya as a prisoner. At Raighur Surjo Coomar and Malikraj met with Kachurai who had come there on a visit to Indumati. But as Kachurai was clad head to foot in a black armour no one recognized him. Surjo Coomar and Malikraj soon discovered that a number of strangers had found shelter for the night in the fort, a few hours before their arrival. They suspected them to be Pratapaditya's men and communicated their suspicions to Kachurai. Shortly after the whole conspiracy was revealed to them in execution and in the fight which ensued, the strangers succeeded in carrying off Indumati and Pravabati the daughter of Anangapal Deva, Basanto Rai's minister who had come to help her father, in the fight. They did not however take these ladies and the plundered treasures to Pratapaditya. Gonzales and Hajurmull agreed, as all traitors are wont, to divide the spoils between them. Gonzales accordingly went away to his head quarters in Sandip, with the two ladies, and Hajurmull went back and reported to his master that Indumati had been killed in the affray at Raighur and that Gonzales having failed to produce her before the king had, out of very shame, gone away to his head quarters in Sandip. Surjocoomar,

Malikraj and Kachurai having without great difficulty, ascertained that Indumati had been taken away as a prisoner to Sandip, proceeded to Bajbaj where Mansingh was encamped with the Mogul army. Obtaining reinforcements from him they set out for Sandip, defeated the Portuguese pirates, stormed their citadel Gadez and rescued Indumati, Provabati and some other people from captivity; and as Pratapaditya had in the meantime taken possession of Raighar, they on their return home from this expedition and in obedience to instructions received from Delhi planned an attack on the castle which they occupied after a severe fight. Pratapaditya in his attempt to escape was taken prisoner and was led to Mansingh's Durbar to answer a bill of accusations brought against him by Kachurai. Ballav the village school master and Hajurmull were found guilt of abetting him in the murder of Basanta Rai. They were condemned to death. The sentence upon Ballav was evidently recalled, for in the concluding portion of the book we find him married to Pravabati. Pratapaditya was confined in an iron cage and taken prisoner to Delhi. His wife, his daughter Sarama, Surjocoomar, Kachurai, Malikraj and others followed him in his captivity. Seized by a presentiment of death, Pratapdidya asked Kachurai to request Mansingh to stop at Benaras for a few days. They halted accordingly in that holy city and here Pratapaditya breathed his last on the day predicted by him. His funeral was performed with the pomp befitting his rank at Manikarnika Ghat the *Sanctum sanctorum* of the Hindus. After this his relatives and attendants went back to their respective homes. Kachurai succeeded him in his *Guddee* and was married to Indumati; Surjocoomar regained possession of his kingdom of Jyentia. Sarama smitten with grief at her father's death led a miserable life for a few years and then died of a wasting disease.

Such in brief as the out line of the story. There are however some minor characters and incidents to diversify the main plot. Amongst these are Pratapaditya's imprisonment of his son-in-law Ram Chandra Rai, his heartless and almost unnatural treatment of his daughter Sumati who voluntarily went into prison with her husband, Ram Chandra Rai's subsequent escape during the anarchy which followed Pratapaditya's defeat and the usurpation of royal power by one of his lieutenants Gobardhan *Kiladar*. The description of the misrule of Latka, Maharajah Shiv Chandra's successors on the throne of Jyentia and his quarrels with his nobles, his subsequent dethronement and the restoration of Jyentia raj to Surjocoomar by the friendly offices of

Siv Chandra's minister, Nandaram, form the incidents of another very intesting minor plot of the story. The story of Boradakanta and Arundhati, their capture by the Portuguese pirates, the part they take in the final events of this book, the story of Anupram and Gonzales, the former's selfish attempt to dishonor his own family by marrying his sister to the Portuguese pirate, have lent a variety of interest to an otherwise tame story.

Of all the characters pourtrayed in the book, Surjocoomar's appears to the best advantage. Descended from a royal line of ancestors, although brought up in the unwholesome atmosphere of Pratapaditya's court, he is the very type of nobility itself. At one time we find him defying Pratapaditya and refusing to execute any of his commissions, which he considers incompatible with his own notions of honor and virtue; at another time influenced by an impulse of gratefulness to Pratapaditya, we find him ready to help Hajurmall forcibly bringing away Indumati from Raighar; again repenting of his resolution we find him opposing with all his might, the very same act which he pledged himself to perform only a few moments before. No sordid motives of worldly preferment animate his breast or make him swerve from the path of duty. He knows that by thwarting Pratapaditya's designs, he has every thing to lose and nothing to gain. He knows that the king is well disposed towards him and has agreed to restore to him his fathers kingdom and the queen has almost promised with the consent of her husband to marry her daughter Sarama to him. Yet spurning all these considerations and regardless of all personal dangers he in direct opposition to Pratapaditya's designs, runs to rescue Indumati from the hands of Gonzales and his *confreres*. He is accompanied in this adventure by his friend Malikraj another nice little character in the story. Although we fail to discover any high traits in Malikraja's character, his is a good soul and he has got a sweet disposition. He is not at all discomfiled by his defeat in open fight by Surjocoomar. He is an average worldly man and looks to his interests better than to his sentiments and feelings He piques himself on his not being a man of sentiment; and it is not so much a sense of duty as his fondness for Surjocoomar, that impels him to follow him to Raighar.

Pratapaditya's character however is not so easily intelligible. There is a sort of mystry hanging about every action of his. 'His treatment of Surjocoomar, his expedition to Jamna Parui, his relations with Bimala, his design for capturing Indumati, all these are calculated

to produce a very unfavorable impression of this man's character. The author's sympathies are evidently enlisted in his favour and this partiality has made him over-draw the character of his hero, though not in the way pointed out by a critic, reviewing the first volume of the book about 14 years ago. In all the incidents of Pratapaditya's story as narrated by our author, there is probably none which is grossly inconsistent with true history. It is no doubt true that Pratapaditya was not a very great King, but that he was a powerful chieftain who caused some trouble to the Moguls to conquer him, no one will doubt. It is recorded in the *Khitisabansabalicharita* that Mansing was specially commissioned to take him as prisoner to Delhi. It is true that no mention of him is made by the great Mogul historian of the reign of Akbar; but it must be remembered that Abul Fazl's history was written too early for any notice of Pratapaditya's life to have been inserted in it. The following Extract from Mr. H. J. Ratney's paper on Sundarban published in the proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1868, shews that Pratapaditya though he has left no marked and permanent impression on history was not altogether such an insignificant person as this reviewer would have us believe.

In the reign of Akbar (16 century) Maharajah Pratapaditya established a magnificient city (founded by his father and uncle, Maharajah Bikramaditya and Rajah Basanto Rai respectively) in the grant of one Chand Khan (who dying without heirs, his property was escheated by the Paramount Power, Nawab Daud and transferred to the said Maharaja and Rajah) in what may now be considered as the 24th Pergunnah Section of the Sundarban, then appertaining to Jessore. This Maharajah Pratapaditya became so powerful as to exercise sway over all the Rajahs of Bengal, Behar and Orrissa including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute and to throw off his allegiance to the great Mogul, for many years he succeeded in defeating the armies sent against him. The first general sent was Abram Khan whose army was nearly annihilated near the fort of Mutlar (Matlah, now Port Canning.) Twenty-five other generals are stated to have been defeated in succession. Finally the Maharajah Pratapaditya surrendered himself a prisoner and was sent to Delhi in an iron cage. He died at Benares on the way."

This account of Pratapaditya derived from independent sources is singularly confirmed by the Hindu chronicles of the *Khitishbansabalicharita*. But the rose-coloured picture of this King as drawn by our author is the very reverse of what it actually was in true history. He

was neither a good ruler nor a good man. We do not believe that he was a man of a very high character that he was animated by any lofty feelings of patriotism. The following extracts will give the reader an idea of the character of their man as drawn by our author. As the first volume has long been before the public, our extracts will be taken from the second volume of the book just published. Pratapaditya says :—

"Oh ! Remove me from the sight of that relative of the Mlechchha, (the Emperor of Delhi) the accursed Hindu, who has accepted service under the barbarian. Come near me, Kachurai, you have suffered, much at my hands. I did not know that the fate of this country would come to such a pass as this. My object in persecuting you was not to deprive you of your father's kingdom. My motives have been misunderstood by all. I had not the least desire of encroaching upon the possessions of another, for the mere sake of acquiring dominions. No selfish motives guided me in my actions. The great aim of my life was to liberate my country. I said that divided as Banga was into so many principalities the day of her independence must be far off. I said clearly that one man's suzerainty over the rest would have the way to her liberation. My object was to create a federation of states in Bengal, but there was such a jealousy of each other among the chiefs that any harmonious union of interests among them, for a common object was out of the question. They had fallen into such a depth of degradation that all hope of union was extinguished for ever. When I found that my efforts failed in bringing about the desired end, when the voice of persuation and love was no longer needed, I threw aside all considerations of friendship and good will towards them and had recourse to more desperate and highhanded proceedings. I was obliged to trample upon the rights of my own selfish cowardly countrymen. My plan was to conquer the dominions of the twelve bhuinyas of Bengal and then by the aid of their united forces and coffers to drive away the Moguls from Bengal. I entered into an alliance with the Ranas of Rajputana and other Rajahs of India ; and if only that accursed brother-in-law of the Yavana had not sold his services with his sister to the Mlechchhas, if the Rajah of Burdwam and my idiotic son-in-law of Bakla had not acted as cowards, if you had not been actuated by a selfish desire in your attempts to recover your fathers possessions, then you would have seen that although my flag' may not have floated over the *minars* of Delhi, the impious cow-killing *mlechchhas* would have been found no where on the Eastern side of

Rajmehal. However that might be, selfishness made you blind to all nobler considerations. You misunderstood me and thwarted my plans, you had not discernment enough to see that with Pratap-aditya the aditya (sun) of Banga's glory would set for ever. For the sake of my country (Banga) I have acted the part of a hypocrite and have been guilty of dark crimes. Future generations of my countrymen will consider me as an *avatar* of Kali. My motives were so high that I never cared for the approbation or censure of the baser sort of men.. Now that you have attained your object in recovering possession of your fathers kingdom, will you be so good as to tell me without reserve whether your enemy Pratapaditya's rule was more galling than the yoke of the foreign unclean moslems. But if my rule was so galling, why did you not fight with me to the best of your power without prostrating yourself before the impious *Mlechckha* and selling your independence to him."

This picture of Pratapaditya can scarcely be said to be true to life. It is more the picture of a Hindu school-boy politician of the present day, than of any real live Bengali of the 16th century. The people of Bengal had fallen into such a depth of moral and intellectual degradation, that we doubt much whether in that age, there was a single man really actuated by such feelings as are ascribed to Pratapaditya by our author. To no country in the world were the lines of the poet,

"Yes self-abasement paved the way
To villain-hands and despot sway."

more truly applicable, than to Bengal under the Mohamedan regime.

It remains for us to notice some of the minor characters of the story. Bimala's character seems to us to be unnatural. She, who felt no hesitation in entering into a conspiracy for poisoning her husband, can never have been the sort of woman that our author describes her to have been. Her relations with Pratapaditya and her husband Basanto Rai were such as have never been known to exist in the ordinary course of things. Revati is a fine production of the authors imagination. It was she who saved Kachurai's life from the murderous attempts of his causin. After Kachrai's escape from Raighur she appears to have lost her senses, and to have led a miserable aimless life until the restoration of Kachurai to his fathers possessions by Mansingh, when she appears to have recovered some of her senses.

The style of the book though not quite elegant here and there, is free from vulgarities of all kinds and is marked throughout by a peculiar mannerism of the writer. Few writers, perhaps of the present

day will approve such forms of expression as সূর্য্য অস্তকে পাইল, অগ্নি বৃদ্ধিকে পাইল, and others of a like nature. This has partly arisen from the author's well known partiality for sanscrit idiom and turns of expression. Indeed, one noticeable feature of his book is, that he has studiously excluded English and other foreign forms of expression. The elaborate diction of the first few pages of the book is calculated to frighten away the reader, otherwise its language is easy and flowing. The author possesses powers of description of a high order, although here and there his style is verbose and tedious, as for example the description of an infuriated elephant extending over five pages of the 2nd volume of his book. We will extract the following description of Pratapaditya's funeral as illustrative of the author's powers of description ;—

After the lapse of 12 dandas (a danda=24 minutes) from his death during which his corpse was allowed to remain undisturbed, it was put into a gun carriage drawn by twelve bullocks and decked with garlands of flowers and flags and brought near the door way of the encampment. The corpse was then taken out of the cage by the menial servants and its finger nails were cut, beared shaved and hair cropped according to the ceremonial laid down in the *sakha* to which the deceased belonged. Then it was bathed with water, scented with *patalamod* (Bignoria suaveolens) and anointed with musk, saffron and sandal paste. Then water scented with spikenard was sprinkled on it and a wreath of spikenard was placed round his forehead. Then the dead body being cleared of dust was dressed in a magnificient royal garb. The Extremity of his wearing cloth was held by Sumati for want of a son. The corpse was then laid in the hearse by the menial servants, a bunch of *kusa grass* root and stem, with the head pointed towards the south, was placed on the left side of the corpse. A bow was placed in the left hand, a gilt sharp pointed quiver in the left and a sword fastened on the left side on the waist. 50 well dressed men with drawn swords kept guard on both sides of the cart. Then Kachurai addressing Sarama said "The Maharaj before his death expressed a desire to be cremated with his own Garhapatya fire, which is with you in a vessel. You will have to accompany us with the fire, fetch it here, we have not our family priest with us and shall have ourselves to perform these ceremonies without his aid and as best we can." Sarama then put out from under her clothes a small golden vessel encased in ivory and handed it to Kachurai who followed the hearse with it. The procession then advanced with all pomp. Malikraj had taken a little *charu* with him.

As a sign of mourning they made their *chudders* pass round their right shoulders with a dangling knot on the left side. They took with them *prisadagya* made of milk and butter for the manes. Sumati carried with her the *sranta* fire and Sarama the *ahabaniya* fire. Pratapaditya's queen, determined to die as a *suttee* only carried a branch of a mango tree on her left shoulder. a black goat was tethered to the hearse as *anustarani.* The hearse was followed by the elder relatives, behind them other relatives, and the youngest in age followed last. The royal band played to the tune of the funeral hymns in the *samveda,* a hundred Brahmins versed in the *vedas* with *kusa* grass in their hands accompanied the procession singing *sama* hymns. They were followed by a procession of richly caparisoned elephants, camels and sowers and foot soldiers. Rajah Mansing followed last, all were in mourning. They then arrived at Manikarnika Ghat and the menial servants dug a pit long enough to contain the body of a man with upraised arms and half a cubit broad at a place, near the bank of the river, sloping towards the south and free from hair, nails and other impurities and not containing any of the six thorny shrubs kantaka, Khiri &c. &c. When the ordure was taken out of the body and it was stuffed with a mixture of milk and butter and other things. Sandal wood and other odoriferous wood were piled on the pit, and the *charu* was placed at its lower end. Sarama, Sumati, Ramchandra Rai, Surjokumar, the queen, Kachurai and Mansingh then put the different sacrificial implements (sword, ladle &c. &c.) on the different parts of the body. When the officiating priest wanted to cut up the fat of the black kid, Malikraj prevented him, reminding him that Pratapaditya belonged to the Katiya sakha of the Yajurveda, the followers of which did not kill the *anustarani* animal. Then the *pinda* was offered to the dead. The queen then with a branch of the mango tree in her left hand and clad in red apparel and with disshevelled hair and decked with vermilion spot on her forehead and strolling round the pyre took up the bow in the left hand of the corpse. Her daughters Sarama and Sumati chatching her feet cried aloud. She said nothing at first and then looking towards the heavens for a while said, Sarama and Sumati, My blessings on you. May you live long! Then jumping into the pyre she laid herself on the left side of her deceased husband. Then the drums sounded and Kachurai with the assistance of Sumati and Sarama set fire to the pyre. The pyre which had been besprinkled with clarified butter and resinous substances soon caught fire and consuming the mortal remains of these two great people, carried their souls onward to heaven."

Before concluding this notice of the book we will point out some of its peculiar excellencies which distinguish it from the ordinary run of Bengali novels. It is by far the largest in size of all Bengali novels published, extending over more than a thousand pages. The book is full of all sorts of information about mediæval warfare, sports, manners, customs and arts. It is in fact a small handy cyclopædia of useful information relating to various matters of antiquarian interest in Bengal. The author has added much to the stock of technical words in the Bengali language, none of which are newly coined. They have been wholly taken from the Sanscrit. Some of them no doubt are obsolete ; but in the way they have been introduced, they are likely to be adopted by contemporary writers. Some of these may not be suited to the genuis of the Bengali language, which others like জাঙ্গাল, স্কন্ধাবার, রাজানয়, প্রতোদ, ভটমণ্ডলী &c. are very elegant and may probably retain a lasting hold on the language. To add to the usefulness of the work. the author has added a glossary of all difficult or new terms in his book. The notes given at the end of the book have been carefully selected from the journals of the Asiatic Society of Bengal and other books on the antiquities of Bengal. They have been intended to give authenticity to the story which has been doubted by an eminent critic reviewing the first volume of the book. The illustrations given have heightened the interest of the story. Many people probably are not aware that prisoners in those days were put in cages like that of which a figure has been given at page 352 of the second volume of the book. The drawing has been taken from an original now lying in the Indian Museum. A map of Bengal copied from an original taken by * * in the year * * has also been given to enable the reader to follow the story as it has shifted from place to place in the book.

THE CALCUTTA REVIEW No. XCIX, JANUARY 1870, pp. 66A SEQ.

ART. III.—*Bangadhip Parajay.* Calcutta: Kavya Prakas Press. Sakavda 1791.

ONE of the objects originally contemplated by the projectors of this *Review* was to notice publications not only in the learned Oriental languages but also in the vernacular dialects of the country; and if hitherto vernacular publications have seldom been the subject of leading articles, it has been owing less to any unwillingness on our part

to give them such prominent notice than to the paucity of vernacular works which have merited such a recognition. It is true that during the last twenty-five years—the age of this *Review*—the Bengali press of this city has been in considerable activity; but it must be admitted that hardly any literary work of merit and ability has hitherto issued from it. There have certainly been numerous reprints of old standard Bengali books, such as the translations of the *Ramayana* and the *Mahabharata* by Kirttivas and Kasiram, and the *Bidya Sundar* of Bharat Chandra; but reprints and translations scarcely fall within the sphere of a quarterly critical journal. Of original vernacular publications, some are school-books; others are tales, many of which had better never have been published; others are dialogues dignified with the title of dramas, and others again are books of religious or rather mythological interest; but few of these publications possess sufficient merit, and none are of such a size as, to deserve prominent notice in a Quarterly Review. Whether it is that the Bengali intellect is incapable of prolonged exertion, or that a tropical climate is inimical to sustained effort, or that Bengali authors are too vain to keep for a long time the results of their mental activity from the view of the public—whether one or other, or all of these causes combined, be the true explanation, it is a singular fact that most Bengali books of the day (we speak not of reprints of old authors, or translations from either the Sanskrit or English) are of inconsiderable size. Most of them are pamphlets of a few dozen pages. One out of a hundred may possibly extend to a hundred pages. We are aware that brevity is the soul of wit; but it must be acknowledged by every one acquainted with the current vernacular literature that, while most Bengali authors possess the questionable virtue of brevity, they are dull and stupid to a degree. It is therefore with sincere pleasure that we hail the appearance of the work the title of which we have placed at the head of this article,—a work which deserves conspicuous notice, if not for any other merit than the singular one, for a Bengali book, of its unusual size. An original work, 600 pages long, is an event in the history of Bengali literature. Indeed, we are unable to recall at this moment any original work in Bengali of equal dimensions, unless it be the *Chaitanya Charitamrita*, which, however, is full of extracts from the *Sri Bhagavat* and other Puranas, and which was composed upwards of a century ago. But size is not the only merit of the performance before us. It is decidedly the best and the greatest novel yet written in the Bengali language.

Of Bengali novels there are only two or three that possess any

merit whatever. These are *Alaler Gharer Dulal* by Tek Chand Thakur, and *Durges Nandini* and *Kapal Kundala* by Babu Bankim Chandra Chatterjea. Tek Chand Thakur is certainly a writer of considerable powers of mind, but it must be confessed by his warmest admirers that he is defective in the power of expression.. The flow of his language does not keep pace either with the rapidity of his thoughts, or with the number of his conceptions. He has a ready mind but a faltering pen. On the other hand, Babu Bankim Chandra Chatterjea's *forte* lies in language. His style is elegant and easy, often indeed eloquent, and always commensurate with the range of his thoughts. Nor is he wanting in invention. His plots are well conceived, his characters well sustained, and the interest of his stories is kept up to the close. Taking all in all, Babu Bankim Chandra Chatterjea is the greater writer of the two, and probably the most accomplished Bengali novelist of the day. But all the three works to which we have alluded, though they possess considerable merit, have this common defect that they are far too short to be called "novels" in the present day. They are very excellent tales, but they cannot be styled novels, except for the sake of courtesy. The orthodox idea of an English novel of the nineteenth century is that it should be published in at least three volumes, and although some writers are bold enough to disregard the orthodox opinion upon the subject, and publish their works in single volumes, still they are not dignified by the title of novels, unless they attain to a certain recognised length. This cannot be said of any one of the only three novels existing in the Bengali language. We are, therefore, truly rejoiced to find that in the volume before us we have obtained in the vernacular some approximation to the idea of an English novel, at least so far as size is concerned.

The subject of *Bangadhip Parajay* is, as the name indicates, the defeat of a Raja of Eastern Bengal by the lieutenants of the Emperor of Delhi. That Raja was Pratapadidya of Jessore, who flourished towards the end of the reign of Akbar, and the beginning of that of his son Jahangir. While his uncle Raja Basant Ray was reigning, Pratapaditya, being of an ambitious disposition, was impatient to succeed to the throne—a consummation which he had every probability of attaining, as his uncle, though he had two wives, Kamala and Bimala, was without issue. In course of time, however, Kamala gave birth to a son. This event made Pratapditya sad, as the visions of royalty which floated in his mind seemed to fade away in the distance. But, nothing daunted, his bold and bad heart conceived the idea of removing

the unwelcome little stranger by assassination. Accordingly, one day when Basant Ray was absent from the capital, with some attendants he entered the inner apartments of the palace, with the wicked intention of putting an end to the life of the infantile heir to the throne. Kamala, however, suspecting the design of the young prince, sent the child out of the palace by a back-door with a faithful maid-servant of the name of Revati, who concealed herself with her precious charge in a bush of *Kachu* (*Colocasia antiquorum*), from which circumstance the boy was afterwards called Kachu Ray. Basant Ray astonished at the depths to which ambition had hurried Pratapaditya, and aprehensive of similar attempts on his own life, thought it best to abdicate the throne in favor of his nephew, and retired to his countryseat at Kayagada near Behala, a few miles south of Calcutta. The young Raja, having attained the object of his ambition, now gave loose to his passions. He quarrelled with the neighbouring Rajas, despoiling some of them of their territories; he murdered the Raja of Jayanti (the Jynteah Hills), ravished his widow, and took his son, Surya Kumar, into his service. But Haman could enjoy no rest so long as Mordecai sat at gate. His old uncle, though living in unambitious and contented retirement, must, to complete Pratapaditya's happiness, removed altogether out of the way. He therefore, went down to the military station of Laskarpur near Rayagada, and with the assistance of Bimala, with whom he had had love-intrigues in former days, contrived to poison his sick uncle. Kachu Ray, after his father's murder, left his paternal roof and took refuge in the court of Akbar, where he was kindly treated, and where he received a military education. But the cup of Pratapaditya's iniquity was not yet full. He conceived the idea of shaking off the yoke of the Emperor of Delhi, and thus making himself independent in Eastern Bengal. With this view he entered into a confederacy with the Afghan chiefs in Cuttack, and the Portuguese pirates who at that time levied black mail on the coasts of the Bay of Bengal, under the leadership of the redoubtable Sebastian Gonzales. But over the ignoble nature of Pratapaditya sensuality exercised a greater influence than ambition. He had for a long time conceived a passion for a girl in the household of Basant Ray, named Indumati, who, it appears, was Pratapaditya's own daughter by the violated widow of the murdered Raja of Jayanti. As the girl did not respond to his wicked love, he now determined to take her by force. On pretence of a pilgrimage to Jagannath in Orissa, he moved down with a large body of troops to the military station of Laskarpur, held there a tournament, and ordered the pirate Gonza-

tes and one of his own generals to storm the fort of Rayagada and carry off Indumati by force. Gonzales and his party went to the fort in the guise of travellers, and were hospitably entertained and comfortably lodged by the orders of the two queens. In the dead of night the so-called travellers rose up in arms and attacked the fort. In spite of the heroic exertions of the people of Rayagada and the neighbouring villages, who rushed to its defence, and the indomitable courage of a veiled knight who had suddenly made his appearance on the scene, and who was no other than the lord of the manor himself—Kachu Ray, the fort was taken. Indumati was captured, but not given to the arms of the licentious Raja,—Gonzales carrying her away to his own fortress, Gadiz, in the island of Sandvip in the Bay of Bengal. In the meantime Raja Man Singh, one of Akbar's generals and his brother-in-law, who had by imperial orders come down to Bengal, with Kachu Ray in his train, to put down Pratapaditya and the Portuguese pirates, was stationed on the banks of the Hooghly, only a few miles from Rayagada. Kachu Ray, with some of Raja Man Singh's troops, pursued the piratical Gonzales, took Gadiz, and liberated Indumati and other captives. Returning victorious from Sandvip, he, together with the Rajput prince, attacked Pratapaditya at Rayagada. The fort, after an obstinate resistance, was taken; Pratapaditya escaped through a subterranean passage, but was afterwards captured; and Man Singh proclaimed Kachu Ray ruler of Eastern Bengal.

Such is the main outline of the story. It has two or three sub-plots or episodes of an interesting character, for which we cannot, however, make room. The question now is, has the author succeeded in "fusing together" (to use the words of Browning) "his live soul and this inert stuff?" To effect this is the perfection of art; and it is little dispraise to our author to say that he has not succeeded in doing what only a few rare geniuses are capable of accomplishing. Nevertheless the writer has presented to us a consistent, interesting and life-like narrative. In order fully to perceive this, it would be necessary that our readers should themselves peruse the book in the original. But before proceeding to criticism, it may not be uninteresting if we give the translation of a few selected passages, which may serve to convey an idea of the manner in which the work is executed.

The following is a description of Behala where the scene is laid, and of the neighbouring villages:—

"Three hundred years ago Sarasuna presented quite a different "aspect. The raised road which stretches from the banks of the Kati-

"ganga to the bathing *ghat* of Karunamayi on the Hooghly, near
"Tallygunge, was formerly known as *Dvari Jangal*, or the high road
"of Dvari. Originally, the Raja of Burdwan had his capital in these
"parts. To the north-west of the garden of Dewan Manik Chand
"there is a small village of the name of Laskarpur, where the ruins of
"old walls, the mounds of dilapidated temples, and the shattered
"porticoes of the bathing *ghat* of Chatan Bil, attest the residence of
"extinct royalty. The queen's tank and the king's tank still refresh
"the thirsty traveller, weary under the intense rays of a tropical sun.
"The cantonments were at Laskarpur, and the *Bai-Mahal* of those
"days has been converted into the modern Behala. Barse-Behala was
"the Raja's khas-mehal, and South Behala was the resort of courtesans.
"Dvari was the name of a childless old lady of the Raja's, who at her
"death left a large sum of money with the Nawab of Rajmahal, with
"instructions to devote it to the construction of works of public utility,
"With that money many high roads were constructed in different parts
"of southern Bengal; and to this day their traces may be seen cross-
"ing, like so many vertebral columns, the inaccessible parts of the
"Sunderbuns. Dvari's *Jangal* was thirty cubits broad, and had high
"embankments on both sides. The bottom of the *Jangal* was about a
"*bigha* broad, and it was twenty cubits high. On the sloping sides of
"the *jangal* were found chiefly *babool* trees, though here and there
"were also seen the *palas*, the *peepal* and the *banian*. On both sides
"was marshy ground interspersed with small villages, raised four cubits
"above the level of the plain, which looked from a distance like islands
"covered with thickets. The foliage was chiefly that of the*b abool*
"and *Erythrina Indica*; though here and there a solitary palm or
"cocoanut tree stood like a sentinel, and seemed, with its broad leaves
"waving in the breeze, to welcome the weary traveller; while every
"now and then a tall date-tree, shooting up from behind a bamboo-
"hedge, appeared, with its broad branches moved by the wind, to
"menace the ill-designing thief, and to scare him away from the
"village. The *jangal* passes through the middle of Sarasuna and
"Basudevapur; after which for four miles no villages is seen near its
"path. Ramanarayan, a large village to the north-east of Sarasuna,
"bounded on the north by Dvari's *jangal*, on the west by Sarasuna,
"on the east by the plains of Gangarampur and South Behala, and on
"the south by Sitaram Ghose's Road, is inhabited by about two hundred
"families, chiefly of the Brahman, Kshatriya and Kayastha castes.
"Sarasuna, on the other hand, was for the most part inhabited by

"*bagdis*, *kaoras*, *muchis* and other low castes,—its wealthiest inhabitant "being Ugra Sen, a *Chandal*. To the north of Ramanarayan and "Sarasuna lie the villages of Basudevapur and Parui."

Our next extract shall be the commencement of the action; it is short, but there is in it an air of rural repose which is truly refreshing:—

"It is about 5 o'clock in the afternoon. It now being January, the "water of the fields has dried up; the ditch on the north side of the "*jangal* is also dry; the ditch on the south side only, on account of "its greater depth, containing just enough water to enable fishing-"boats to pass. As it is a winter afternoon the sun is not powerful, "but stands listless like a workman unwillingly pressed into service, "or dozes like a *Chaukidar* with his eyes half-shut. The sky is red. "The birds seeing the approach of night, and deeming their work for "the day to be over, are hastening to their nests with food for their "young ones in their beaks. The smoke of the village is rising, but "owing to the severity of the cold, it has assumed the shape of a thin "cloud, and seeking shelter in the leaves of the distant palm-trees is "hanging on the branches of the banian. The gentle south breeze is "blowing softly, and coming as it does after a long interval, the birds "by their gentle warblings are giving it a languid welcome. At the "distance of a few yards from the north side of the *jangal* is seen "the high embankment of a tank studded with tall palm-trees. On "the southern embankment there stands a crooked old plum-tree, "under the shade of which reposes an elderly man, with his legs "stretched out at full length, a stick under his arm, his dirty clothes "scarcely reaching to his knees, and his head wrapped round with a "filthy piece of cloth. But he is by no means contemptible in his "niche; he appears from a distance to be a fagged husbandman. On "his left there is a thick rope of straw, the smoke issuing from which "shows it to be a contrivance in which to keep fire; and on his right "there is an uncovered vessel, made of palm-leaves, in which are seen "*pan* leaves, pots of lime and bamboo, and a *kalke*. The cows, which "were grazing in the fields, are now, on the approach of evening, "coming up the high side of the tank carelessly nibbling at the stray "straw which they chance to pick up. As the husbandman raises his "head to ascertain how far the sun is above the horizon, he sees a man "coming from behind the western bank and going towards the south-"west. On seeing him, he cried, Ho, Sirrah, where are you going at "this time of day?"

Here is a description of a Bengali beauty. The young lady described is Prabhavati, the daughter of Ananga Pal, the Prime Minister of Raja Basant Ray.

"Prabhavati sat on the marble steps, and rested her soft cheeks on "the lotos-like hands of her beautiful arms. Her locks of hair, braided "with jewels, covered her person, and, shaken by the gentle wind, "waved like the sea. It seemed as if the reflection of dark clouds "was dancing in the inky waters of a bottomless lake. Now and then "the pure lustre of her body was disclosed by the breath of the god of "wind, and appeared, through the mass of her hair, like the moon "seen through the dark foliage of a *tamala* tree. Her bright eyes "were bent on the ground, as if intently admiring the verdure of the "field. As she breathed, her breast gently heaved and her light gar-"ment as it fell from her person, discovered a full and spotless bosom. "O, the symmetry of her arm, and the beauty of her shoulder! And "what lustre does her neck, looking from behind like the stalk of a "lotos, reflect upon her moon-like face! Her lower lip,—how it is "curled like the petals of a full-blown rose! and what a colour! slightly "red, as if it had been tinged with an infusion of *alta*. The middle "part of her lower lip is a little depressed, as if two curved lines had "parted from that place to the extremeties of the upper lip. On the "upper lip immediately below the tip of the nose is a pentagonal "excavation, three corners of which look filled up. The nose, elongat-"ed from the forehead, is straight; it is impossible to say where the "nose begins and the forehead ends,—only the dark hair of the eye-"brows is sufficiently distinct, which, commencing at this point and "passing the corners of the eyes, touches the young hair on her cheek. "The face is almond-shaped, neither round nor long, but brimful of "love. Her lips are somewhat open, as if about to speak; and be-"tween them is a row of teeth, transparent and brilliant like pearls. "The teeth are small and even; looking as if they had been set by a "plumb line, close but not touching each other, and yet there is no "intervening space between them."

This is drawing after the Chinese fashion with a vengeance—a true pre-Raphaelite portrait. The only wonder is, how from a distance, and in the darkness of night, such minutiæ were discoverable. Nor is there wanting in the description a touch of the ludicrous. Who but a Bengali romancer would dwell on the nameless charms of a young lady's arm-pit!

The same minute word-painting, descending to the pettiest details,

is to be found in the following account of Baradas swimming in a tank, at the garden-house of Baidya Nath in the island of Sandvip. We doubt if a similar specimen of bombast can be found in the literature of any country in the world.

"Govind refreshed himself by plunging his body in the transparent "waters of the tank. After bathing, he stood in the water up to his "waist and poured libations to the manes of his ancestors. Barada "on the other hand, began to swim in the limpid waters. The water "pressed against his broad chest, just as the waves of the sea dash "against hard rocks. Every now and then as he stretches out his "arms and mounts on the water, his body appears up to the waist, "and then again the water, beaten into white foam, laves his broad "back. He looks as if he were dancing in the water. He is gradually "approaching the *ghat*. Before him advances in regular succession "wave after wave, extending like a garland from the lèft side of "the pool to the right. On the opposite side, owing to the action of "the waves, the silver like sandy soil is giving way and falling into "the water. The water has all become white. The wave-heap begins "to break in cadence on the flight of steps. The garland of waves, "taking its rise from his shoulders, has extended itself, like two wings, "all over the tank. The water-drops are dancing like pearls on the "leaves of the lotos. The half-opened lotos-buds are waving on the "straight, soft, and thornless branch. The glossy stalks of the lotos ' are upturned ; and the cunning bees, which have been silently "quaffing honey, now fly up on all sides. Each time as the undula-"tion recedes the bee settles on the lotos, but the incoming wave "makes him shoot up to the height of a cubit, like a star in "the sky."

Our readers may ask who this wonderful being is, whose swimming is so marvellously described by our author. He is thus pourtrayed :—

"How inexpressibly beautiful Barada' looked ! Tall, stout, strong, "with arms extending to his knees, his forehead broad, his wide eleva-"ted chest broadening from his waist, his almond-like eyes, like the "seed vessel of the lotos, peering out from beneath his ample forehead "the eye-lashes shading them and softening their dazzling lustre which "equals the mid-day sun,—Barada' looked like a Rishi of the Satya Yuga."

In the tournament at Laskarpur, Su'rya Kuma'r, the son of the late king of Jayanti, distinguishes himself, in consequence of which both Prata'pa'ditya and his consort resolve upon giving him in marriage

their lovely daughter Sarama'. A scene from the courtship of the two lovers may not be unacceptable to the reader. Su'rya Kuma'r enters Sarama''s room and finds her sitting on her cot sketching his own likeness. Sarama', blushing, puts the drawing into her box, and then the following conversation takes place :—

"Su'rya Kuma'r said : Sarama', what are you so busy about ? "Sarama' replied : What has brought you here ? I am busy just "now, so you must please go away. Su'rya Kuma'r smiled and "said : I shan't go away, simply because you tell me ; unless you "push me out with your hands, I shall remain here. Sarama' said "smiling : Very well, sit down, it won't inconvenience me much. "Su'rya Kuma'r said : Well, where is the present you promised to "give me ? Sarama' replied : What has mamma given you ? Su'rya "Kuma'r : She said she would give me the necklace of her heart. "Say now, what will you give me ? Sarama' : I have not yet been "able to decide what I shall give you. *You* say, what shall I give "you ? On this Su'rya Kuma'r sweetly smiled and looked intently on "Sarama', and she also once looked on him. Their eyes met. O, "what devine joy sprung into the heart of each ! Neither of them "saw any thing but the face of the other ; neither thought of aught "else ; neither heard any sound ! Sarama', after looking a little on "Su'rya Kuma'r, dropped her eyes to the ground. Both remained "thus without any consciousness, till Su'rya Kuma'r, starting up, as "it were, to life, again asked : Sarama', tell me what you will give "me. Sarama' replied : You will know to-morrow what I shall give "you ; let us see first what the Raja gives you. Ma'lati entering the "room said : Su'rya Kuma'r, dinner is ready ; come, the Ra'ni is "calling you. Su'rya Kuma'r once more looked at Sarama', and "appearing to be vexed, got up. Sarama' followed him."

One of the most powerfully described characters in the book is Revati', the nurse of Kachu Ra'y, who has lost her reason by the ill-treatment of Prata'pa'ditya. Baidya Na'th finds her one night in a jungle in the island of Sandvi'p. The extract we give below is in our opinion one of the best written passages in the book. Revati' reminds one of Sir Walter Scott's Norna of the Fitful Head.

"On going further, Baidya Na'th was startled and stood still. He "had heard the sound of a human voice, and it seemed as if the voice "had stopped on hearing the noise of his own footsteps. He looked "round, but could see no one. His hair stood on end for fear. He "repeated the name of Durga', and proceeded. As he had heard the

"sound of a human voice in a solitary jungle in the dead of night, he "was filled with fear: at every step he looked around. He saw "before him a black wall about three cubits high, supposed it to en- "close the abode of some human being, and imagined that the voice "had been heard from that place. Coming near, he found it to be a "wall of black *ha'ndis* which had been thrown away after use, the "*ha'ndis* being placed one above another. He found three other "walls on the other three sides, composed of the same materials, each "being three cubits high and ten cubits long. He was astonished, "and said to himself,—What is this? I never saw anything like it; "it is a house of *ha'ndis*, but it has no roof. Going round it on all "sides, he found it had no door; and wishing to spend the night in- "side, he took down one row of *ha'ndis*, and went in, and to his utter "astonishment found sitting there an old woman, black, emaciated, "and shrivelled. She was stark naked, with the exception of a dirty "piece of rag round her waist. She had a head of white hair. Her "face was emaciated, its bones having a thin layer of dried-up flesh. "Her cheek-bones were high, and her cheeks had sunk inside her "mouth. Being without a single tooth, and without the apology even "of an upper lip, her mouth had a ghastly look; while her toothless "white gums added to the horror. Her eyes, which were small, round "and sunken in their sockets, were blood-shot; her eye-brows were "contracted; her forehead broad and covered with thin lines of flesh; "the two bones of her upper chest had bent and joined the roots of "arms; below her shoulders were two horrid cavities; her ribs with "only a slight covering of skin might have been counted; from her "narrow chest hung her thin, shrivelled breasts, looking like two "monstrous leeches; she had no stomach, properly speaking the skin "of her belly touching the vertebral column, and her legs looked like "the withered branches of a tree. This hideous creature was sitting "on eight human skulls, swinging backwards and forwards. Near "her was a heap of rags, and on her right hand was a human skull "filled with water. When she saw Baidya Na'th enter her fort, she "sat still, and gazed at him so fiercely that he was frightened. She "then gave such an unearthly laugh that Baidya Na'th trembled. The "sound of her 'Hi! Hi!' frightened the birds in the neighbouring "trees, and they flew away. After the horrid peels of her unearthly "laughter had subsided, the ghastly old woman screamed out:— "Baidya Na'th, Barada''s father, the zamindar and merchant of Sand- "vi'p! but she rattled on so rapidly that Baidya Na'th did not catch

"the words. Again she said :—Arundhati', the sister of Anuparama !
"your son Barada'ka'nth ! and your sircar Govind !—Go away, O thou
"lord of Sandvi'p ! I am wretched, lordless, unfortunate, ugly, old,—
"go away, thou father of Barada'ka'nth ! I have no beauty, no youth,
"no riches ! be off, Baidya Na'th ! Once I had beauty and youth and
"riches ; how will you now serve me ? Be off, off, off, thou sinner, the
"worst of men, wretch, fool, the performer of five sins, devil ! Fool !
"Fool ! Fool ! And she laughed—'Hi ! hi ! hi ! hi !' It was no
"laughter—it was the guffaw of a she-devil. Baidya Na'th stood fixed
"like a pillar, and wondered how she knew either him, or his son, or
"Arundhati. The old woman again screamed out :—Go away, thou
"father of Barada', the father-in-law of Arundhati', and patron of
"Govind, be off ! I am now lordless, why will you now lodge me ?
"If Kachu Ra'y had been living, then he would have recognized his
"Revati'. That sinner, Prata'pa'ditya, of stony heart ! Basant Ra'y
"knew how handsome Revati was ! How beautiful this forehead would
"look if vermillion were put on it ! Revati then got up. Baidya Nath
"trembled as she did so, and began to retrace his steps backwards.
"Revati', however, did not go towards him ; she put the withered log
"of an arm into the heap of rags and began to turn them. She lifted
"them up carefully, and examined every part ; sprang up ; clapped
"her hands over her head ; and, going three times around her seat of
"human skulls, sat down again. She closed her eyes, and presented
"the outward appearance of one engaged in rapt devotion. In a mo-
"ment she opened her eyes which met those of Baidya Na'th, and in a
"loud voice cried out :—Who are you ? why have you come here ?
"be off ! be off ! be off ! * * * Revati' said :—When I was young,
"even the king of Bengal gazed at me fixedly. I used then to be gaily
"dressed and I had golden ornaments on my arms. Where are those
"days gone ! O, the day that Basant Ra'y found me in the jungle of
"*Kachu*, how greatly did he honour me ! That day will never come,
"will never come again ! It is gone,—gone never to return ! but my
"wretched mind forgets it not, forgets it not, forgets it not ; heigho !
"forgets it not !—therefore, O Baidya Na'th, forget it not ; forget not
"this old Revati'. With these breasts—ah, with these breasts in the
"bush of *Kachu* I gave life to the son of Basant Ra'y ! I nursed him
"with my heart's blood ! Where is he now ? Where am I ? Where
"am I ? Where am I ? Her eyes rolled fiercely, and she cried out
"in a louder and yet louder tone—Where am I ? and the forest echoed
"the cry—Where am I ? Infuriated more and more, she stretched

"out her right arm and waving it near Baidya Na'th's face, exclaimed
"—Where am I? Where am I? Tell me where I am. Don't you
"hear me? why will you not hear, now that I am wretched? You
"don't hear; but He (pointing her finger towards the skies), He is
"hearing. Look, He is showing Himself. Saying this, she joined her
"two hands together, and made obeisance. Baidya Na'th looked
"round, but saw nothing

These extracts will suffice. We shall now, as honest critics, mention some of the defects in the performance before us.

The first and the gravest defect of the story is that it is incomplete. On the capture of Ra'yagada, Protapaditya escapes by a subterranean passage, is afterwards caught and brought before Raja Ma'n Singh, and charged with the murder of Basant Ra'y. Ballabh the pedagogue, and Hazur Mul the general, who were abetters of the foul crime, are ordered to be executed, but the fate of Prata'pa'ditya himself is not indicated. Nor are some of the minor plots brought to a conclusion. We are told, indeed, in the preface, that the author proposes to continue the story in another volume; but why he should give to the world an incomplete narrative it is not easy to discover. In another chapter or two he might have finished the whole story. As it is, the book is incomplete; and a graver charge can not be brought against an artist. The story presents to us the picture of a magnificent palace in an unfinished state. The mighty foundations are laid, the stately columns are raised, the high walls are reared up, the gigantic beams are placed on the walls, but—the roof is wanting. You may call it an enclosure, but it is impossible to call it a dwelling-house; for there is no protection in it against either the downpour of the ceaseless rain, or the pelting of the pitiless storm.

Another defect of the story is that the character of Prata'pa'ditya is overdrawn. He is represented as a great king with an immense army obeyed by many minor kings whom he had subdued, and conceiving vast plans of conquest,—in short, as a Bengali Charlemagne or Charles V. There is no historical basis for this imaginary structure. Neither the *Ain Akbari* nor the *Seir Muta'kheri'n*, nor even the poet Bha'rat Chandra himself, who seems to have furnished our author with the ground-plot of his story, gives any support to this exaggerated representation. All that we gather from history is, that Prata'pa'ditya was the petty Raja of a part of Eastern Bengal, and that he was a bad man and a worse ruler. In a historical novel some exaggeration is doubtless allowable. even Sir Walter Scott, the prince of historical

Novelists, goes beyond absolute historical accuracy in his marvellous creations. But there is a limit, surely, to liberty of this kind. To magnify an Indian Bobadil into a magnificent monarch is a degree of license which cannot be permitted even to a Bengali romancer.

A third blemish in the story is the want of *vraisemblance* in the manners described. Any one who knows anything of Native society knows that there is no such thing as honourable love-making in Bengal. Indeed, such are the customs and social usages of the country that legitimate love-making is an impossibility. We say *legitimate love-making*; a Bengali Babu may certainly make love to the wife of his neighbour, but that would be criminal love. Honourable love-making, that is, the play of the affections of a young unmarried man and a young unmarried woman is impossible in Bengal The religion of the people commands that every girl shall be given in marriage before attaining the age of ten years, and practically marriage takes place when the girl is 7 or 8 years old; it also forbids the re-marriage of widows. Add to this the fact that Bengali women are shut up in the zenana, and never admitted to what we call society, and it will appear plain that love-making in Bengal is simply impossible. A Bengali gentleman may, like Lord Byron, fall in love with a Bengali girl 10 years old, but it is absurd to suppose that the feeling would be reciprocated. Nor can it be pretended that things were in a different state in the days of Akbar, when the scene of the story is laid. Bengali women might have had, perhaps, a little more liberty than at present; but what about the precepts of the Sa'stras? The Institutes of Manu were in those days as binding on Bengali parents as they are now; indeed, in those days those institutes had a firmer grasp on the people than at present, as the diffusion of Western knowledge in the country has tended considerably to the shaking of social and religious prejudices. How absurd then is the scene in the room of Sarama' given above! How impracticable the ogling between the same Sarama' and Su'rya Kuma'r on the parade-ground at Laskarpur! How ridiculous and, at the same time, immoral the love-scene in the garden-house of Baidya Na'th in the island of Sandvip, where Barada' courts Arundhati in the approved fashion of a European lover! We do not blame our author for imitating Sir Walter Scott in his *Ivanhoe*, and giving us a tournament at Laskarpur; but it is simply absurd to transplant into Bengali stories love-scenes from English novels—the manners, customs, social usages, and religious prejudices of the people of Bengal making such love-scenes impossible.

Nor is the incongruity confined to love-scenes. Prabha'vati', a girl of fifteen, dons the military uniform, and with sword, buckler and spear, goes to the defence of Ra'yagada, and throws herself into the thickest of the fight. This might be believed of Rajput and Mahratta girls, but history does not furnish us with a single instance of such courage in a Bengali woman. Sarama', like Ratna'vali of Sri' Harsha, draws the likeness of her lover,—an achievement which it may fairly be questioned whether any Bengali girl in the days of Akbar could perform. This incongruity in the manners is not the least of the blots in the performance before us.

As regards the style of our author, we cheerfully admit that he has considerable powers of description, but it must be said that his descriptions are tediously minute. A stroke or two from a master-hand is sufficient to raise before the mind's eye a distinct and vivid image; our author, however, is a painter of the Dutch or rather Chinese school, giving us every detail, and yet often producing a confused picture.

The fifth and last fault of our author we shall mention, is his excessive verbosity. Of such wordiness the description of the review at Laskarpur is a notable instance. The reading of fifty mortal pages describing a mock-fight of Bengali heroes, is, we own, a weariness to the flesh. And througho[illegible] the work more words are used than are [illegible] to convey th[illegible] author's meaning. W[illegible] venture to say the [illegible]t have been reduced to half its present s[illegible], not only without detracting from the merits of the story, but with t[illegible] effect of greatly heightening it.

[illegible] ave been [illegible]ins to point out the defects of our author, not with the view of depreciating his book, [illegible] cause we believe him to be a writer of unquestioned talents, and are, therefore, anxious that in future he should avoid the blemishes which disfigure his otherwise admirable work. Whatever may be his faults—and we have freely pointed out some of them—it cannot be denied that he has written an exceedingly interesting story, the incidents of which are described with spirit, and the characters of which are well sustained. Though the book appears without the name of its author, it is well known that it is written by * * *. As he is young, there is before him a long career of literary usefulness. We trust he will complete the work which he has begun so well, and not only finish the present story, but go on adding story to story and creation to creation, till he obtains an imperishable name in the annals of his country's literature.